[মহাভারত—ত্রয়োবিংশ

[অষ্টমবর্ষ, বৈশাখ মাস, ১৩৭৭] [একাদশ সংখ্যা—চান্দনী যাত্রা]

আর্য্যশাস্ত্র

শ্রীশ্রীসীতারামদাসওঙ্কারনাথপ্রবর্তিত

শ্রীমন্মহর্ষিবেদব্যাসপ্রণীতম্

মহাভারতম্

শ্রীনিরঞ্জনস্বরূপব্রহ্মচারি-নবতীর্থকৃতবঙ্গভাষানুবাদসহিতম্

তৃতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার অন্তর্গত আঞ্চলিক ভাষার উন্নয়ন ও সমৃদ্ধিকল্পে মহামান্য সরকারমহোদয়ের অর্থানুকূল্যে এই পুস্তক সুলভমূল্যে দেওয়া সম্ভব হইতেছে।

মুগ্ম-সম্পাদক—
মহামহোপাধ্যায় শ্রীকালীপদতর্কাচার্য্য
শ্রীশ্রীজীবভট্টাচার্য্যন্যায়তীর্থ

বার্ষিক মূল্য সডাক ১৫·০০ টাকা। [প্রতি সংখ্যা ১·৫০ টাকা]

স্বত্বাধিকারী :—
শ্রীসত্যধর্ম্মপ্রচারসঙ্ঘ
(জয়গুরু সম্প্রদায়)

সহ-সম্পাদকসঙ্ঘ

শ্রীশ্যামাশঙ্কর বিদ্যাভূষণ
শ্রীনারায়ণ গোস্বামী ন্যায়াচার্য্য
শ্রীরঘুনাথ কাব্য-ব্যাকরণতীর্থ
শ্রীহরিনারায়ণ তর্ক-বেদ-ব্যাকরণতীর্থ
শ্রীরামরঞ্জন কাব্য-ব্যাকরণতীর্থ
শ্রীদিলীপকুমার মুখোপাধ্যায় কাব্যতীর্থ এম্. এ.

মুদ্র-কর্ম্মকিঙ্কর :—
কিঙ্কর বিমলানন্দ।
ডাঃ শ্রীজিতেন্দ্র নাথ দে, এম্. বি., ডি. ও. এম্. এস্.
ডি. পি. এইচ. ডি. টি. এম্. এণ্ড
এইচ. (লণ্ডন)।

শ্রীরামরঞ্জন কাব্য-ব্যাকরণতীর্থ কর্তৃক শ্রীসীতার
বৈদিক মহাবিদ্যালয়, ৭।২, পি. ডব্লিউ. ি
রোড, কলিকাতা—৩৫ হইতে প্রকাশিত
৯এ, হরি পাল লেন, কলিকাতা—
আলেকজান্দ্রা প্রিন্টিং ওয়ার্কস্ হইতে মুদ্রাপিত
১৫ই বৈশাখ, ১৩৭৭।

কার্য্যালয় :—
৩৮সি, বিধান সরণী (বিবেকানন্দ রোডের মোড়) কলিকাতা—৬
ফোন ৩৪-৪৪০৮

নিয়মাবলী

১। আর্য্যশাস্ত্র শাস্ত্রময় মাসিক পত্র প্রতি মাসে ইহার ১টি সংখ্যা প্রকাশিত হয়। আষাঢ় (জুন-জুলাই) মাস হইতে ইহার বর্ষারম্ভ।

২। এই মাসিকপত্রে মন্বাদি বিংশতিসংহিতা, প্রজাপতি-স্মৃতিপ্রভৃতি বহু দুর্লভ স্মৃতিগ্রন্থ, বাল্মীকি-রামায়ণ, শ্রীবিষ্ণুপুরাণ ও শ্রীমদ্ভাগবত প্রকাশিত হইয়াছে। বর্ত্তমানে মহাভারত প্রকাশিত হইতেছে। তারপর আর্য্যশাস্ত্রে অপ্রকাশিত যাবতীয় আর্য্যশাস্ত্র ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হইবে।

৩। ইহার অগ্রিম বার্ষিক গ্রাহকমূল্য ভারত ও পাকিস্তানে সডাক ১৫'০০, প্রতি সংখ্যা ১'৫০ নঃ পঃ মাত্র; অন্যত্র বার্ষিক সডাক ২০'০০, প্রতি সংখ্যা ২'০০ মাত্র। গ্রাহকমূল্য অগ্রিম দেয়।

৪। প্রতি বাংলামাসের দ্বিতীয় সপ্তাহে ইহার একটি সংখ্যা প্রকাশিত হইবামাত্র গ্রাহকগণের নিকট পাঠান হয়। বাংলামাসের তৃতীয় সপ্তাহের মধ্যে উক্ত সংখ্যা না পাইলে স্থানীয় ডাকঘরে খোঁজ লইয়া চতুর্থ সপ্তাহের মধ্যে কলিকাতা কার্য্যালয়ে অবশ্যই জানাইতে হইবে।

ঠিকানা-পরিবর্ত্তন পূর্ববর্ত্তী বাংলামাসের মধ্যে অবশ্যই জানাইতে হইবে।

৫। মাসিকপত্র-সংক্রান্ত কোন অভিযোগ প্রভৃতি থাকিলে "সম্পূজক আর্য্যশাস্ত্র, শ্রীসীতারাম বৈদিক মহাবিদ্যালয়, ৭।২, পি. ডব্লিউ. ডি. রোড, কলিকাতা—৩৫" এই ঠিকানায় জানাইতে হইবে। কেবল অর্থাদি ও মাসিকপত্রের প্রাপ্তি অপ্রাপ্তিবিষয়ক পত্রাদি "সঞ্চালক আর্য্যশাস্ত্র, ৩৮সি, বিধান সরণী, কলিকাতা—৬" এই ঠিকানায় পাঠাইতে হইবে।

মণি-অর্ডার কুপণ ও পত্রাদিতে গ্রাহকের নাম, ঠিকানা ও গ্রাহক-নম্বর সুস্পষ্টভাবে অবশ্যই লিখিতে হইবে।

৬। গ্রাহকগণের পত্র-লিখিত নির্দেশ অনুযায়ী সকল ব্যবস্থা শীঘ্রই গ্রহণ করা হয় কিন্তু প্রয়োজন না মনে করিলে পত্রের উত্তর দেওয়া হয় না। পত্রের উত্তর আশা করিলে গ্রাহকগণকে জবাবী-পত্র (রিপ্লাইকার্ড) অবশ্যই দিতে হইবে।

৭। আর্য্যশাস্ত্রের পুরাতন সংখ্যাগুলি একত্রে ডাকে পাঠাইবার নির্দেশ থাকিলে গ্রাহকগণকে পাঠাইবার ডাক-মাশুল অবশ্যই দিতে হইবে, কার্য্যালয়ে আসিয়া বা ডাকযোগ ব্যতীত অন্য কোন উপায়ে গ্রহণ করিলে তাহা দিতে হইবে না।

৮। উল্লিখিত ৪-৭ নং নিয়মাবলী পালিত না হইলে পত্র-পরিচালকগণের পক্ষে কোন দায়িত্ব গ্রহণ করা সম্ভব নহে।

শ্রীসীতারাম বৈদিক মহাবিদ্যালয়
৭।২, পি. ডব্লিউ. ডি. রোড, আলমবাজার
কলিকাতা—৩৫

সম্পূজক—আর্য্যশাস্ত্র

/৭শ্রীশ্রীগুরবে নমঃ

শ্রীশ্রীঠাকুরের বাণী

পুষ্করমঠ
ভরতপুর-কুং
গৌঘাট
৮।৫।৭০

যে মায়েরা বাবারা একে (ওঙ্কারকে) সত্য সত্য ভালবাসে, তারা নিত্য আর্য্যশাস্ত্র প'ড়্‌বে ও প্রাণপণে আর্য্যশাস্ত্র প্রচারের চেষ্টা ক'র্‌বে। আর্য্যশাস্ত্রের সেবায় জগতের মহাকল্যাণ সাধিত হবেই হবে।

ওঙ্কার

বিশেষ নিবেদন—

আর্য্যশাস্ত্রের গ্রাহকগণের নিকট আমাদের বিনীত নিবেদন এই যে,—তাঁহারা যেন প্রত্যেকে অন্ততঃপক্ষে একটি করিয়াও গ্রাহক সংগ্রহ করিয়া দেন।

বিনীত
সম্পূজক—আর্য্যশাস্ত্র

আর্য্যশাস্ত্রে পূর্ব্বপ্রকাশিত নিম্নলিখিত গ্রন্থগুলি এখনও পাওয়া যায়।

১।	মনুসংহিতা	৩.০০ টাকা
২।	বিংশতিসংহিতা ও স্মৃতি	২২.৫০ ,,

(সংহিতা—মনু, অত্রি, বিষ্ণু, হারীত, যাজ্ঞবল্ক্য, উশনঃ, অঙ্গিরঃ, যম, আপস্তম্ব, সংবর্ত্ত, কাত্যায়ন, বৃহস্পতি, পরাশর, ব্যাস, শঙ্খ, লিখিত, দক্ষ, গৌতম, শাতাতপ, বসিষ্ঠ।

স্মৃতি—প্রজাপতি, লঘুশঙ্খ, শঙ্খ-লিখিত, ঔশনস, বৃহদ্‌যম, লঘুযম, অরুণ, অত্রি, আঙ্গিরস, কপিল, লঘ্বাশ্বলায়ন, বাধূল, বৃদ্ধহারীত, লোহিত, দাল্‌ভ্য, কণ্ব, বৃহৎপরাশর, নারদ।)

৩।	শ্রীবাল্মীকি রামায়ণ	৩০.০০ টাকা
৪।	শ্রীবিষ্ণুপুরাণ	৯.০০ ,,
৫।	শ্রীমদ্‌ভাগবত	৪২.০০ ,,

(ডাক মাশুল স্বতন্ত্র)

খরঃ শূর্পণখা চৈব তেষাং বৈ তপ্যতাং তপঃ।
পরিচর্য্যাঞ্চ রক্ষাঞ্চ চক্রতুর্হৃষ্টমানসৌ ॥১৯
পূর্ণে বর্ষসহস্রে তু শিরশ্ছিত্ত্বা দশাননঃ।
জুহোত্যগ্নৌ দুরাধর্ষস্তেনাতুষ্যজ্জগৎপ্রভুঃ ॥২০
ততো ব্রহ্মা স্বয়ং গত্বা তপসস্তান্ ন্যবারয়ৎ।
প্রলোভ্য বরদানেন সর্বানেব পৃথক্ পৃথক্ ॥২১

ব্রহ্মোবাচ।

প্রীতোঽস্মি বো নিবর্ত্তধ্বং বরান্ বৃণুত পুত্রকাঃ।
যদ্ যদিষ্টমৃতে ত্বেকমমরত্বং তথাস্তু তৎ ॥২২
যদ্ যদগ্নৌ হুতং সর্বং শিরস্তে মহদীপ্সয়া।
তথৈব তানি তে দেহে ভবিষ্যন্তি যথেপ্সয়া ॥২৩
বৈরূপ্যঞ্চ ন তে দেহে কামরূপধরস্তথা।
ভবিষ্যসি রণেঽরীণাং বিজেতা ন চ সংশয়ঃ ॥২৪

রাবণ উবাচ।

গন্ধর্ব-দেবাসুরতো যক্ষ-রাক্ষসতস্তথা।
সর্প-কিন্নর-ভূতেভ্যো ন মে ভূয়াৎ পরাভবঃ ॥২৫

ব্রহ্মোবাচ।

য এতে কীর্ত্তিতাঃ সর্বে ন তেভ্যোঽস্তি ভয়ং তব।
ঋতে মনুষ্যাদ্ ভদ্রং তে তথা তদ্ বিহিতং ময়া ॥২৬

মার্কণ্ডেয় উবাচ।

এবমুক্তো দশগ্রীবস্তুষ্টঃ সমভবৎ তদা।
অবমেনে হি দুর্বুদ্ধির্মনুষ্যান্ পুরুষাদকঃ ॥২৭
কুম্ভকর্ণমথোবাচ তথৈব প্রপিতামহঃ।
স বব্রে মহতীং নিদ্রাং তমসা গ্রস্তচেতনঃ ॥২৮
তথা ভবিষ্যতীত্যুক্ত্বা বিভীষণমুবাচ হ।
বরং বৃণীষ পুত্র ত্বং প্রীতোঽস্মীতি পুনঃ পুনঃ ॥২৯

খর ও শূর্পণখা উভয়েই আনন্দিতহৃদয়ে তপোনিরত দুই ভ্রাতার পরিচর্য্যা ও রক্ষা করত অবস্থান করিতে লাগিল।১৯

এক হাজার বৎসর পূর্ণ হইলে দুর্দ্ধর্ষ দশানন নিজ এক একটী মস্তক ছেদন করিতে করিতে অগ্নিতে আহুতি দিতে লাগিলেন। তাহাতে জগৎপ্রভু ব্রহ্মা সন্তুষ্ট হইলেন।২০

তখন ব্রহ্মা স্বয়ং তাঁহাদের নিকট গিয়া পৃথক্ পৃথক্ ভাবে সকলকে বর-দানের প্রলোভন দেখাইয়া তাহাদিগকে তপস্যা হইতে নিবৃত্ত করিলেন।২১

ব্রহ্মা বলিলেন,—আমি তোমাদের উপর সন্তুষ্ট হইয়াছি, তোমরা তপস্যা হইতে নিবৃত্ত হও। হে পুত্রগণ! একমাত্র অমরত্ব ছাড়া যাহা যাহা যাহার ইষ্ট, তাহা তোমরা চাহিতে পার; উহা তোমাদের পূর্ণ হইবে।২২

(রাবণকে লক্ষ্য করিয়া) তুমি তোমার যে যে মস্তক অগ্নিতে আহুতি দিয়াছি, সেই সমস্ত মস্তকই পূর্ব্ববৎ তোমার শরীরে উৎপন্ন হইবে।২৩

তোমার শরীরে কোন বৈরূপ্য থাকিবে না এবং তুমি ইচ্ছামত যে কোন রূপ ধারণ করিতে পারিবে। তুমি যুদ্ধে নিঃসংশয়ে শত্রুগণকে পরাস্ত করিতে সমর্থ হইবে।২৪

রাবণ বলিল,—গন্ধর্ব, দেবতা, অসুর, যক্ষ, রাক্ষস, সর্প, কিন্নর ও অন্যান্য প্রাণী হইতে আমার যেন কখনও পরাজয় না হয়।২৫

ব্রহ্মা বলিলেন,—তুমি যাহাদের নাম করিয়াছ, তাহাদের হইতে কোন ভয় তোমার নাই; একমাত্র মনুষ্য হইতেই তোমার ভয়ের ব্যবস্থা আমি করিলাম, তোমার মঙ্গল হউক।২৬

মার্কণ্ডেয় বলিলেন,—ব্রহ্মার কথা শুনিয়া দশগ্রীব সন্তুষ্ট হইল। কারণ নরমাংসাশী দশানন মানুষকে খাদ্য মনে করিয়া অবজ্ঞাই করিয়াছিল।২৭

অনন্তর ব্রহ্মা কুম্ভকর্ণকে বর নিতে বলিলে

বিভীষণ উবাচ।

পরমাপদ্গতস্যাপি নাধর্ম্মে মে মতির্ভবেৎ।
অশিক্ষিতঞ্চ ভগবন্ ব্রহ্মাস্ত্রং প্রতিভাতু মে ॥৩০

ব্রহ্মোবাচ।

যস্মাদ্ রাক্ষসযোনৌ তে জাতস্যামিত্রকর্শন।
নাধর্ম্মে ধীয়তে বুদ্ধিরমরত্বং দদামি তে ॥৩১

মার্কণ্ডেয় উবাচ।

রাক্ষসস্তু বরং লব্ধ্বা দশগ্রীবো বিশাম্পতে।
লঙ্কায়াশ্চ্যাবয়ামাস যুধি জিত্বা ধনেশ্বরম্ ॥৩২

হিত্বা স ভগবাঁল্লঙ্কামাবিশদ্ গন্ধমাদনম্।
গন্ধর্ব্ব-যক্ষানুগতো রক্ষঃ-কিম্পুরুষৈঃ সহ ॥৩৩

বিমানং পুষ্পকং তস্য জহারাক্রম্য রাবণঃ।
শশাপ তং বৈশ্রবণো ন ত্বামেতদ্ বহিষ্যতি ॥৩৪
যস্তু ত্বাং সমরে হন্তা তমেবৈতদ্ বহিষ্যতি।
অবমন্য গুরুং মাঞ্চ ক্ষিপ্রং ত্বং ন ভবিষ্যসি ॥৩৫
বিভীষণস্তু ধর্ম্মাত্মা সতাং মার্গমনুস্মরন্।
অন্বগচ্ছন্মহারাজ শ্রিয়া পরময়া যুতঃ ॥৩৬
তস্মৈ স ভগবাংস্তুষ্টো ভ্রাতা ভ্রাত্রে ধনেশ্বরঃ।
সৈনাপত্যং দদৌ ধীমান্ যক্ষ-রাক্ষসসেনয়োঃ ॥৩৭
রাক্ষসাঃ পুরুষাদাশ্চ পিশাচাশ্চ মহাবলাঃ।
সর্ব্বে সমেত্য রাজানমভ্যষিঞ্চন্ দশাননম্ ॥৩৮
দশগ্রীবশ্চ দৈত্যানাং দেবানাঞ্চ বলোৎকটঃ।
আক্রম্য রত্নান্যহরৎ কামরূপী বিহঙ্গমঃ ॥৩৯

সে তমোগুণে আচ্ছন্ন হইয়া দীর্ঘ নিদ্রার বর চাহিল।২৮

"তাহাই হইবে" বলিয়া ব্রহ্মা বিভীষণকে পুনঃ পুনঃ বলিলেন—"হে পুত্র! তুমি বর চাও;" আমি তোমার উপর সন্তুষ্ট হইয়াছি।২৯

বিভীষণ বলিল,—মহাসঙ্কটে পড়িলেও আমার যেন অধর্ম্মে মতি না হয়। হে ভগবন্! শিক্ষা না করিয়াও আমার মধ্যে ব্রহ্মাস্ত্র যেন প্রতিভাত হয়।৩০

ব্রহ্মা বলিলেন,—হে শত্রুনিষূদন! রাক্ষস-যোনিতে জন্ম গ্রহণ করিয়াও যখন তোমার অধর্ম্মে মতি নাই, তখন তোমাকে অমরত্ব প্রদান করিতেছি।৩১

মার্কণ্ডেয় বলিলেন,—হে রাজন্! রাক্ষস দশানন বর লাভ করিয়া লঙ্কায় গিয়া ধনপতি কুবেরের সহিত যুদ্ধ করত তাহার নিকট হইতে লঙ্কা কাড়িয়া লইল।৩২

তখন ভগবান্ ধনেশ্বর লঙ্কা পরিত্যাগ করত অনুগত যক্ষ, রাক্ষস, গন্ধর্ব্ব, কিম্পুরুষ ও রাক্ষসগণকে লইয়া গন্ধমাদন পর্ব্বতে গিয়া বাস করিতে লাগিলেন।৩৩

রাবণ পুনরায় তাঁহার সহিত যুদ্ধ করিয়া পুষ্পক বিমানটী হরণ করিল। তখন ধনেশ্বর ক্রুদ্ধ হইয়া তাহাকে অভিশাপ দিলেন। এই বিমান দীর্ঘকাল তোমাকে বহন করিবে না। যে তোমার হন্তা হইবে, তাহাকেই বহন করিবে। আমি তোমার গুরুজন, আমাকে অবমাননা করায় তোমার আয়ুও আর বেশী দিন নাই।৩৪-৩৫

ধর্ম্মাত্মা বিভীষণ সজ্জনের মার্গ অনুসরণ করত জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা কুবেরের অনুগমন করিলেন এবং তাহার কৃপায় পরম ঐশ্বর্য্যসম্পন্ন হইলেন।৩৬

ভ্রাতা ধীমান্ ভগবান্ ধনেশ্বর তাহার উপর সন্তুষ্ট হইয়া তাহাকে যক্ষ ও রাক্ষসগণের সৈনাপত্য প্রদান করিলেন।৩৭

নরমাংসাশী রাক্ষসগণ এবং মহাবল পিশাচগণ সম্মিলিত হইয়া দশাননকে রাক্ষসরাজরূপে সিংহাসনে অভিষেক করিলেন।৩৮

রাবয়ামাস লোকান্ যৎ তস্মাদ্ রাবণ উচ্যতে
দশগ্রীবঃ কামবলো দেবানাং ভয়মাদধৎ ॥৪০

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং বনপর্ব্বণি রামোপাখ্যানপর্বণি রাবণাদিবরপ্রাপ্তৌ পঞ্চসপ্তত্যধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ ॥২৭৫

উৎকটবলশালী দশানন ইচ্ছানুসারে রূপধারণ করিতে ও আকাশে গমন করিতে সমর্থ ছিল। সে দৈত্য ও দেবগণকে আক্রমণ করিয়া বহুরত্ন আহরণ করিল।৩৯

ইচ্ছানুসারে শক্তিবর্ধন করিতে সমর্থ দশানন সমস্ত লোককে রোদন করাইয়াছিল, এজন্য তাহার নাম রাবণ হইল। সে দেবতাগণের ভয়ের কারণ হইল।৪০

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের বনপর্ব্বান্তর্গত রামোপাখ্যানপর্ব্বে রাবণাদি-বরপ্রাপ্তিবিষয়ক পঞ্চসপ্তত্যধিকদ্বিশততম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।২৭৫

ষট্‌সপ্তত্যধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ।

[রাবণস্যাত্যাচারাদ্ রক্ষণায় ব্রহ্মণঃ সমীপং গত্বা দেবানাং প্রার্থনা, ব্রহ্মণ আদেশেন দেবানাং ভল্লুক-বানরযোনিষু পুত্রোৎপাদনম্, দুন্দুভীগন্ধর্ব্যা মন্থরারূপেণানয়নঞ্চ।]

মার্কণ্ডেয় উবাচ।

ততো ব্রহ্মর্ষয়ঃ সর্বে সিদ্ধা দেবর্ষয়স্তথা।
হব্যবাহং পুরস্কৃত্য ব্রহ্মাণং শরণং গতাঃ ॥১

অগ্নিরুবাচ।

যোঽসৌ বিশ্রবসঃ পুত্রো দশগ্রীবো মহাবলঃ।
অবধ্যো বরদানেন কৃতো ভগবতা পুরা ॥২
স বাধতে প্রজাঃ সর্বা বিপ্রকারৈর্মহাবলঃ।
ততো নস্ত্রাতু ভগবন্ নান্যস্ত্রাতা হি বিদ্যতে ॥৩

ব্রহ্মোবাচ।

ন স দেবাসুরৈঃ শক্যো যুদ্ধে জেতুং বিভাবসো।
বিহিতং তত্র যৎ কার্য্যমভিতস্তস্য নিগ্রহঃ ॥৪
তদর্থমবতীর্ণোঽসৌ মন্নিয়োগাচ্চতুর্ভুজঃ।
বিষ্ণুঃ প্রহরতাং শ্রেষ্ঠঃ স তৎ কর্ম করিষ্যতি ॥৫

মার্কণ্ডেয় উবাচ।

পিতামহস্ততস্তেষাং সন্নিধৌ শক্রমব্রবীৎ।
সর্বৈর্দেবগণৈঃ সার্ধং সম্ভব ত্বং মহীতলে ॥৬

ষট্‌সপ্তত্যধিকদ্বিশততম অধ্যায়।

[রাবণের অত্যাচার হইতে রক্ষার জন্য ব্রহ্মার নিকট গমন করত দেবগণের প্রার্থনা, ব্রহ্মার আদেশে দেবগণের ভল্লুক ও বানরযোনিতে পুত্র উৎপাদন এবং দুন্দুভী গন্ধর্বীকে মন্থরারূপে আনয়ন।]

মার্কণ্ডেয় বলিলেন, অনন্তর সিদ্ধ, ব্রহ্মর্ষি ও দেবর্ষিগণ সকলে মিলিয়া অগ্নিকে সম্মুখে রাখিয়া ব্রহ্মার শরণাগত হইলেন।১

অগ্নিদেব বলিলেন,—হে ভগবন্! বিশ্রবার পুত্র যে মহাবল দশগ্রীবকে আপনি পূর্ব্বে বর দিয়া আমাদের অবধ্য করিয়াছেন, সে সকল প্রজাকে উৎপীড়িত করিতেছে। হে ভগবন্! আপনি আমাদিগকে রক্ষা করুন। আপনি ভিন্ন আর কেহ রক্ষাকর্ত্তা আমাদের নাই।২-৩

ব্রহ্মা বলিলেন,—হে বিভাবসো! দেবতা ও অসুরগণ তাহাকে পরাজয় করিতে সমর্থ হইবে

বিষ্ণোঃ সহায়ানৃক্ষীষু বানরীষু চ সর্বশঃ।
জনয়ধ্বং সুতান্ বীরান্ কামরূপবলান্বিতান্ ॥৭
ততো ভাগানুভাগেন দেব-গন্ধর্ব-পন্নগাঃ।
অবতর্তুং মহীং সর্বে মন্ত্রয়ামাসুরঞ্জসা ॥৮
তেষাং সমক্ষং গন্ধর্বীং দুন্দুভীং নাম নামতঃ।
শশাস বরদো দেবো গচ্ছ কার্য্যার্থসিদ্ধয়ে ॥৯
পিতামহবচঃ শ্রুত্বা গন্ধর্বী দুন্দুভী ততঃ।
মন্থরা মানুষে লোকে কুব্জা সমভবৎ তদা ॥১০
শক্রপ্রভৃতয়শ্চৈব সর্বে তে সুরসত্তমাঃ।
বানরর্ক্ষবরস্ত্রীষু জনয়ামাসুরাত্মজান্ ॥১১

তেঽন্ববর্তন্ পিতৄন্ সর্বে যশসা চ বলেন চ।
ভেত্তারো গিরিশৃঙ্গাণাং শাল-তাল-শিলায়ুধাঃ ॥১২

বজ্রসংহননাঃ সর্বে সর্বে চৌঘবলাস্তথা।
কামবীর্য্যবলাশ্চৈব সর্বে যুদ্ধবিশারদাঃ ॥১৩

নাগাযুতসমপ্রাণা বায়ুবেগসমা জবে।
যত্রেচ্ছকনিবাসাশ্চ কেচিদত্র বনৌকসঃ ॥১৪

এবং বিধায় তৎ সর্বং ভগবাঁল্লোকভাবনঃ।
মন্থরাং বোধয়ামাস যদ্ যৎ কার্য্যং যথা তথা ॥১৫

না, তাহার নিগ্রহ যে উপায়ে হইতে পারে, আমি তাহা সব প্রকারই ব্যবস্থা করিয়াছি।৪

আমি ভগবান্ বিষ্ণুকে ইহাকে নিগ্রহ করিতে অনুরোধ করিয়াছিলাম। তিনি আমার অনুরোধে ভূতলে অবতীর্ণ হইয়াছেন; সেই বীরাগ্রগণ্য বিষ্ণুই তাহার বিনাশকার্য্য সম্পাদন করিবেন।৫

মার্কণ্ডেয় বলিলেন,—পিতামহ তখন দেবগণের সমক্ষেই ইন্দ্রকে বলিলেন—তুমি সকল দেবগণের সহিত ভূতলে অবতীর্ণ হও।৬

বিষ্ণুর সহায়তার জন্য তোমরা ঋক্ষী ও বানরীগণের গর্ভে ইচ্ছানুসারে রূপ ও বলধারণে সমর্থ সন্তানসমূহ উৎপাদন কর।৭

তারপর দেব, গন্ধর্ব ও পন্নগগণ ভাগানুসারে কে কোথায় অবতীর্ণ হইবেন, তাহার জন্য পরামর্শ করিতে লাগিলেন।৮

তাঁহাদের সমক্ষেই ব্রহ্মা দুন্দুভীনাম্নী গন্ধর্বীকে দেবতাগণের কার্য্যসিদ্ধির জন্য মর্ত্ত্যলোকে যাইতে আদেশ করিলেন।৯

পিতামহের কথা শুনিয়া দুন্দুভী গন্ধর্বী মনুষ্যলোকে কুব্জা মন্থরারূপে আবির্ভূত হইলেন।১০

অনন্তর ইন্দ্র প্রভৃতি দেবগণ বানর ও ভল্লুকগণের উত্তমস্ত্রীগণের গর্ভে সন্তানসমূহ উৎপাদন করিলেন। তাহারা সকলেই যশ ও বলে পিতৃগণের সদৃশ হইল। তাহারা এমন প্রভুতবলশালী হইল যে, অনায়াসে তাহারা শাল, তাল ও শিলা প্রভৃতি অস্ত্র দ্বারা যুদ্ধ করিয়া পর্ব্বতের শৃঙ্গসমূহকেও বিদারণ করিতে সমর্থ ছিল।১১-১২

সকলেরই শরীর বজ্রের ন্যায় কঠিন ও প্রচুর বলযুক্ত হইল। তাহারা সকলেই যুদ্ধনিপুণ এবং ইচ্ছানুসারে বল ও বীর্য্য প্রকাশ করিতে সক্ষম ছিল।১৩

তাহারা সকলে দশ হাজার হাতীর বল ধারণ করিত এবং বায়ুর ন্যায় বেগশালী ছিল। তাহারা যেখানে ইচ্ছা সেখানেই থাকিতে পারিত; কেহ কেহ বনেও বাস করিত।১৪

এইরূপ ব্যবস্থা করিয়া লোকভাবন ভগবান্ ব্রহ্মা মন্থরাকে যেখানে যাহা করিতে হইবে, তাহা সবই বুঝাইয়া দিলেন।১৫

সা তদ্বচঃ সমাজ্ঞায় তথা চক্রে মনোজবা।
ইতশ্চেতশ্চ গচ্ছন্তী বৈরসন্ধুক্ষণে রতা ॥১৬

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং বনপর্ব্বণি রামোপাখ্যানপর্ব্বণি বানরাদ্যুৎপত্তৌ ষট্সপ্তত্যধিক-দ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ ॥২৭৮

সে ব্রহ্মার কথা উত্তমরূপে মান্য করিয়া মনের তুল্য বেগে সব কিছু কার্য্য সাধন করিল এবং এদিক্ ওদিক্ ঘুরিয়া ফিরিয়া শত্রুর দহনে তৎপরা হইল।১৬

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের বনপর্ব্বান্তর্গত রামোপাখ্যানপর্ব্বে বানরাদিউৎপত্তিবিষয়ক ষট্সপ্তত্যধিকদ্বিশততম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।২৭৬

সপ্তসপ্তত্যধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ।

[শ্রীরামস্য রাজ্যাভিষেকায়োদ্যোগঃ, রামস্য বনগমনম্, ভরতস্য চিত্রকূটযাত্রা, শ্রীরামেণ খর-দূষণাদিরাক্ষসানাং বিনাশঃ, রাবণস্য মারীচসমীপে গমনঞ্চ।]

যুধিষ্ঠির উবাচ।

উক্তং ভগবতা জন্ম রামাদীনাং পৃথক্ পৃথক্।
প্রস্থানকারণং ব্রহ্মন্ শ্রোতুমিচ্ছামি কথ্যতাম্ ॥১
কথং দাশরথী বীরৌ ভ্রাতরৌ রাম-লক্ষ্মণৌ।
সম্প্রস্থিতৌ বনে ব্রহ্মন্ মৈথিলী চ যশস্বিনী ॥২

মার্কণ্ডেয় উবাচ।

জাতপুত্রো দশরথঃ প্রীতিমানভবন্নৃপ।
ক্রিয়ারতির্ধর্মরতঃ সততং বৃদ্ধসেবিতা ॥৩

ক্রমেণ চাস্য তে পুত্রা ব্যবর্দ্ধন্ত মহৌজসঃ।
বেদেষু সরহস্যেষু ধনুর্বেদেষু পারগাঃ ॥৪

চরিতব্রহ্মচর্য্যাস্তে কৃতদারাশ্চ পার্থিব।
যদা তদা দশরথঃ প্রীতিমানভবৎ সুখী ॥৫

জ্যেষ্ঠো রামোঽভবৎ তেষাং রময়ামাস হি প্রজাঃ।
মনোহরতয়া ধীমান্ পিতুর্হৃদয়নন্দনঃ ॥৬

সপ্তসপ্তত্যধিকদ্বিশততম অধ্যায়।

[শ্রীরামের রাজ্যাভিষেকের উদ্যোগ, রামের বনগমন, ভরতের চিত্রকূট যাত্রা, শ্রীরামকর্তৃক খর-দূষণাদি রাক্ষসের বিনাশ এবং রাবণের মারীচের নিকট গমন।]

যুধিষ্ঠির বলিলেন,—হে ভগবন্! রামাদি ভ্রাতৃবৃন্দের জন্মের কথা আপনি পৃথক্ পৃথক্ ভাবে বলিলেন। হে ব্রহ্মন্! কিন্তু দশরথপুত্র শ্রীরামচন্দ্র, লক্ষ্মণ ও যশস্বিনী মিথিলারাজকন্যা সীতা কেন বনে গমন করিয়াছিলেন? হে ব্রহ্মন্! আমি ইঁহাদের বনগমনের কারণ শুনিতে ইচ্ছা করি, আপনি তাহা বর্ণনা করুন।১-২

মার্কণ্ডেয় বলিলেন,—পুত্র জন্মলাভ করায় রাজা দশরথ পরম আনন্দিত হইলেন। তিনি সৎকর্ম্ম-নিরত, ধার্ম্মিক ও বিদ্বান্‌গণের সেবক ছিলেন।৩

ক্রমে ক্রমে রাজার সেই মহাতেজস্বী পুত্রগণ বড় হইতে লাগিলেন এবং বেদে ও রহস্যসহিত ধনুর্ব্বেদে পারদর্শী হইলেন। ভূপতে! ব্রহ্মচর্য্যাদি ব্রত পালন করত পরে বিবাহ করিয়া যখন গৃহস্থাশ্রমে

ততঃ স রাজা মতিমান্ মত্বাত্মানং বয়োঽধিকম্।
মন্ত্রয়ামাস সচিবৈর্ধর্মজ্ঞৈশ্চ পুরোহিতৈঃ ॥৭
অভিষেকায় রামস্য যৌবরাজ্যেন ভারত।
প্রাপ্তকালঞ্চ তে সর্বে মেনিরে মন্ত্রিসত্তমাঃ ॥৮
লোহিতাক্ষং মহাবাহুং মত্তমাতঙ্গগামিনম্।
কম্বুগ্রীবং মহোরস্কং নীলকুঞ্চিতমূর্দ্ধজম্ ॥৯
দীপ্যমানং শ্রিয়া বীরং শক্রাদনবরং রণে।
পারগং সর্বধর্মাণাং বৃহস্পতিসমং মতৌ ॥১০
সর্বানুরক্তপ্রকৃতিং সর্ববিদ্যাবিশারদম্।
জিতেন্দ্রিয়মমিত্রাণামপি দৃষ্টিমনোহরম্ ॥১১
নিয়ন্তারমসাধূনাং গোপ্তারং ধর্মচারিণাম্।
ধৃতিমন্তমনাধৃষ্যং জেতারমপরাজিতম্ ॥১২

পুত্রং রাজা দশরথঃ কৌশল্যানন্দবর্দ্ধনম্।
সন্দৃশ্য পরমাং প্রীতিমগচ্ছৎ কুরুনন্দন ॥১৩
চিন্তয়ংশ্চ মহাতেজা গুণান্ রামস্য বীর্য্যবান্।
অভ্যভাষত ভদ্রং তে প্রীয়মাণঃ পুরোহিতম্ ॥১৪
অদ্য পুষ্যো নিশি ব্রহ্মন্ পুণ্যং যোগমুপৈষ্যতি।
সম্ভারাঃ সন্ত্রিয়ন্তাং মে রামশ্চোপনিমন্ত্র্যতাম্ ॥১৫
ইতি তদ্ রাজবচনং প্রতিশ্রুত্যাথ মন্থরা।
কৈকেয়ীমভিগম্যেদং কালে বচনমব্রবীৎ ॥১৬
অদ্য কৈকেয়ি দৌর্ভাগ্যং রাজ্ঞা তে
খ্যাপিতং মহৎ।
আশীবিষস্ত্বাং সংক্রুদ্ধশ্চণ্ডো দশতু দুর্ভগে ॥১৭

প্রবেশ করিলেন, তখন রাজা দশরথ প্রসন্ন ও সুখী হইলেন।৪-৫

চারিপুত্রের মধ্যে বুদ্ধিমান্ জ্যেষ্ঠপুত্র শ্রীরাম মনোহর রূপ ও সুন্দর স্বভাবের দ্বারা প্রজাগণকে আনন্দিত করিতে লাগিলেন এবং এইভাবে পিতারও হৃদয়ানন্দকারী হইলেন।৬

যুধিষ্ঠির! তারপর পরম বুদ্ধিমান্ রাজা দশরথ নিজ বৃদ্ধ বয়সের কথা চিন্তা করিয়া রামচন্দ্রকে যৌবরাজ্যে অভিষেক করিবার ইচ্ছায় ধর্ম্মজ্ঞ পুরোহিত ও মন্ত্রিগণের সহিত মন্ত্রণা করিতে লাগিলেন। শ্রীরামচন্দ্রের যৌবরাজ্যে অভিষেক করিবার সময় হইয়াছে দেখিয়া শ্রেষ্ঠ মন্ত্রিগণ সকলেই তাঁহার ইচ্ছাকে সমর্থন করিলেন।৭-৮

আরক্তলোচন মহাবাহু শ্রীরাম মত্ত-মাতঙ্গের ন্যায় গমনশীল, তাঁহার গ্রীবা কম্বুর ন্যায় সুন্দর, বক্ষঃস্থল বিশাল এবং তাঁহার কেশ নীল ও কুঞ্চিত ছিল। তিনি নিজ তেজে দেদীপ্যমান, ইন্দ্রতুল্য বীর, সর্ব্বধর্ম্মপারংগত, সর্ব্ববিদ্যাবিশারদ, জিতেন্দ্রিয়, শত্রুগণের লোচনমনোহর, দুষ্টের শাসক, শিষ্টের পরিপালক, ধৈর্য্যশীল, অপ্রধৃষ্য, জয়শীল ও শত্রুর অপরাজিত ছিলেন। তিনি মাতা কৌশল্যার আনন্দবর্দ্ধনকারী ছিলেন। এতাদৃশ জ্যেষ্ঠপুত্রকে যৌবরাজ্যে অভিষেকের যোগ্য দেখিয়া রাজা দশরথ পরম প্রীত হইলেন।৯-১৩

মহাতেজস্বী ও বীর্য্যবান্ দশরথ রামচন্দ্রের উক্ত গুণসমূহের কথা চিন্তা করিয়া পুরোহিতকে বলিলেন,—ব্রহ্মন্! আপনার কল্যাণ হউক, আজ রাত্রিতে পুষ্য-নক্ষত্রের উদয় হওয়ায় পুণ্য-যোগ হইবে, সুতরাং আপনি রাজ্যাভিষেকের দ্রব্য-সামগ্রী সংগ্রহ করুন এবং রামচন্দ্রকেও এই সংবাদ জানাইয়া দিন।১৪-১৫

রাজার এই কথা মন্থরা শুনিয়া কৈকেয়ীর নিকট গমন করত তাঁহাকে সময়োচিত কথা বলিতে লাগিল।১৬

হে কৈকেয়ি! আজ রাজার ঘোষণা তোমার পক্ষে ভয়ানক দুর্ভাগ্যের সূচক। দুর্ভগে! ইহার চেয়ে ভাল হইত, যদি ক্রুদ্ধ প্রচণ্ড বিষধর সর্প তোমাকে দংশন করিত।১৭

সুভগা খলু কৌশল্যা যস্যাঃ পুত্রোঽভিষেক্ষ্যতে।
কুতো হি তব সৌভাগ্যং যস্যাঃ পুত্রো
ন রাজ্যভাক্ ॥১৮
সা তদ্বচনমাজ্ঞায় সর্ব্বাভরণভূষিতা।
দেবী বিলগ্নমধ্যেব বিভ্রতী রূপমুত্তমম্ ॥১৯
বিবিক্তে পতিমাসাদ্য হসন্তীব শুচিস্মিতা।
প্রণয়ং ব্যঞ্জয়ন্তীব মধুরং বাক্যমব্রবীৎ ॥২০
সত্যপ্রতিজ্ঞ যন্মে ত্বং কামমেকং নিসৃষ্টবান্।
উপাকুরুষ্ব তদ্ রাজংস্তস্মান্মুচ্যস্ব সঙ্কটাৎ ॥২১
রাজোবাচ।
বরং দদানি তে হন্ত তদ্ গৃহাণ যদিচ্ছসি।
অবধ্যো বধ্যতাং কোঽদ্য বধ্যঃ কোঽদ্য
বিমুচ্যতাম্ ॥২২

কৌশল্যাই সৌভাগ্যবতী; কেননা, তাহার পুত্রের রাজ্যাভিষেক কাল হইবে। যাহার পুত্র রাজ্য পায় না, সেই তোমার সৌভাগ্য কোথায়? ।১৮

সূক্ষ্মকটিদেশশোভিতা দেবী কৈকেয়ী মন্থরার কথা শ্রবণ করত সর্ব্বাভরণে ভূষিতা হইয়া অপূর্ব্ব রূপ-ধারণপূর্ব্বক নির্জ্জনে পতির নিকট গিয়া প্রণয়ব্যঞ্জক পবিত্র মৃদুহাস্যে মধুর বাক্যে বলিলেন।১৯-২০

হে সত্যপ্রতিজ্ঞ মহারাজ! আপনি পূর্ব্বে আমাকে যে বর দিতে চাহিয়াছিলেন, আজ আমাকে সেই বর দিয়া আপনি সত্যরক্ষা করিয়া সত্যভ্রংশরূপ সঙ্কট হইতে মুক্ত হউন।২১

রাজা বলিলেন,—হে প্রিয়ে! ইহা তো আনন্দের কথা। আমি তোমাকে অবশ্যই বর দিব, তুমি যাহা ইচ্ছা চাহিয়া লইতে পার। বল, আজ কোন অবধ্য ব্যক্তি তোমার ইচ্ছায় বধ্য বা কোন বধ্য ব্যক্তি তোমার ইচ্ছায় মুক্ত হইবে?২২

ধনং দদানি কস্যাদ্য হ্রিয়তাং কস্য বা পুনঃ।
ব্রাহ্মণস্বাদিহান্যত্র যৎ কিঞ্চিদ্ বিত্তমস্তি মে ॥২৩
পৃথিব্যাং রাজরাজোঽস্মি চাতুর্বর্ণ্যস্য রক্ষিতা।
যস্তেঽভিলষিতঃ কাম্যো ব্রূহি কল্যাণি মা চিরম্ ॥২৪
সা তদ্বচনমাজ্ঞায় পরিগৃহ্য নরাধিপম্।
আত্মনো বলমাজ্ঞায় তত এনমুবাচ হ ॥২৫
আভিষেচনিকং যৎ তে রামার্থমুপকল্পিতম্।
ভরতস্তদবাপ্নোতু বনং গচ্ছতু রাঘবঃ ॥২৬
স তদ্ রাজা বচঃ শ্রুত্বা বিপ্রিয়ং দারুণোদয়ম্।
দুঃখার্ত্তো ভরতশ্রেষ্ঠ ন কিঞ্চিদ্ ব্যাজহার হ ॥২৭
ততস্তথোক্তং পিতরং রামো বিজ্ঞায় বীর্য্যবান্।
বনং প্রতস্থে ধর্ম্মাত্মা রাজা সত্যো ভবত্বিতি ॥২৮

তোমার ইচ্ছায় কাহাকে আমি প্রচুর ধন দান করিব অথবা কাহার নিকট হইতে ধন অপহরণ করিব? ব্রাহ্মণের ধন ব্যতীত আমার যে-সমস্ত ধন আছে, তাহা সবই তোমার অধিকার।২৩

আমি এই পৃথিবীর রাজরাজেশ্বর (সম্রাট্), ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র—এই চারিবর্ণের প্রজার রক্ষাকর্ত্তা, তোমার যাহা অভিলষিত, তাহা বল; হে কল্যাণি! আমি অচিরেই তাহা পূর্ণ করিব।২৪

কৈকেয়ী রাজাকে নিজের বাক্যজালে আবদ্ধ করিয়া এবং নিজের প্রকৃত শক্তিকে চিন্তা করিয়া রাজাকে বলিলেন।২৫

শ্রীরামচন্দ্রের অভিষেকের জন্য যেসকল দ্রব্য সংগ্রহ করা হইয়াছে, তাহার দ্বারা ভরতের অভিষেক করুন এবং রামকে বনে পাঠাইয়া দিন।২৬

ভরতশ্রেষ্ঠ যুধিষ্ঠির! রাজা দশরথ কৈকেয়ীর দারুণ অভিপ্রায়ের কথা শুনিয়া অত্যন্ত দুঃখিত

তমন্বগচ্ছল্লক্ষ্মীবান্ ধনুষ্মাঁল্লক্ষ্মণস্তদা।
সীতা চ ভার্য্যা ভদ্রং তে বৈদেহী জনকাত্মজা ॥২৯

ততো বনং গতে রামে রাজা দশরথস্তদা।
সমযুজ্যত দেহস্য কালপর্য্যায় ধর্ম্মণা ॥৩০

রামন্তু গতমাজ্ঞায় রাজানঞ্চ তথাগতম্।
আনায্য ভরতং দেবী কৈকেয়ী বাক্যমব্রবীৎ ॥৩১

গতো দশরথঃ স্বর্গং বনস্থৌ-রাম-লক্ষ্মণৌ।
গৃহাণ রাজ্যং বিপুলং ক্ষেমং নিহতকণ্টকম্ ॥৩২

তামুবাচ স ধর্ম্মাত্মা নৃশংসং বত তে কৃতম্।
পতিং হত্বা কুলং চেদমুৎসাদ্য ধনলুব্ধয়া ॥৩৩

হইলেন এবং কৈকেয়ীর কথার কোনই উত্তর দিলেন না।২৭

শ্রীরামচন্দ্র শক্তিশালী হইলেও অত্যন্ত ধর্ম্মাত্মা ছিলেন। তিনি পিতার উক্তির কথা জানিতে পারিয়া 'পিতার সত্য রক্ষিত হউক' এই মনে করিয়া বনে চলিয়া গেলেন।২৮

হে রাজন্! তোমার কল্যাণ হউক। উত্তম শারীরিক কান্তিমান্ ও ধনুষ্মান্ লক্ষ্মণ ও বিদেহরাজকুমারী জনক-দুহিতা সীতা শ্রীরামের সঙ্গী হইলেন।২৯

তারপর শ্রীরাম বনে চলিয়া গেলে (তাঁহার বিয়োগে) বৃদ্ধ রাজা দশরথ কালধর্ম্মানুসারে প্রাণত্যাগ করিলেন।৩০

শ্রীরামকে বনগত ও রাজা দশরথকে পরলোকগত দেখিয়া দেবী কৈকেয়ী পিত্রালয় হইতে ভরতকে আনাইয়া তাঁহাকে বলিলেন।৩১

রাজা দশরথ স্বর্গে গিয়াছেন এবং রাম ও লক্ষ্মণ বনে গিয়াছেন; সুতরাং তুমি এখন নিষ্কণ্টক ও সুখদ এই বিশাল রাজ্য গ্রহণ কর।৩২

অবশঃ পাতয়িত্বা মে মূর্দ্ধ্নি ত্বং কুলপাংসনে।
সকামা ভব মে মাতরিত্যুক্ত্বা প্ররুরোদ হ ॥৩৪

স চারিত্রং বিশোধ্যাথ সর্বপ্রকৃতিসন্নিধৌ।
অন্বযাদ্ ভ্রাতরং রামং বিনিবর্তনলালসঃ ॥৩৫

কৌসল্যাঞ্চ সুমিত্রাঞ্চ কৈকেয়ীঞ্চ সুদুঃখিতঃ।
অগ্রে প্রস্থাপ্য যানৈঃ স শত্রুঘ্নসহিতো যযৌ ॥৩৬

বশিষ্ঠ-বামদেবাভ্যাং বিপ্রৈশ্চান্যৈঃ সহস্রশঃ।
পৌরজানপদৈঃ সার্দ্ধং রামনয়নকাঙ্ক্ষয়া ॥৩৭

দদর্শ চিত্রকূটস্থং স রামং সহলক্ষ্মণম্।
তাপসানামলঙ্কারং ধারয়ন্তং ধনুর্দ্ধরম্ ॥৩৮

ধর্ম্মাত্মা ভরত তখন কৈকেয়ীকে বলিলেন,— "তুমি অত্যন্ত নৃশংস কাজ করিয়াছ, ধনলুব্ধা হইয়া পতিকে বধ করিয়াছ। কুলকলঙ্কিনি জননি! আমার মাথার উপর কলঙ্কের বোঝা চাপাইয়া দিয়া তুমি তোমার এই ক্রূর কামনা পূর্ণ করিয়াছ" এই বলিয়া ভরত উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিতে লাগিলেন।৩৩-৩৪

ভরত সকল প্রজাকে নিজের নির্দ্দোষতার কথা বলিয়া রামচন্দ্রকে ফিরাইয়া আনিবার আশায় রামের অনুগমন করিলেন।৩৫

তিনি কৌশল্যা, সুমিত্রা ও কৈকেয়ীকে অগ্রে করিয়া শত্রুঘ্নের সহিত রথে চড়িয়া রামকে আনিবার জন্য চলিলেন।৩৬

রামকে ফিরাইয়া আনিবার জন্য বশিষ্ঠ বামদেব প্রভৃতি মন্ত্রিগণ এবং পুরবাসী ও জনপদবাসী পুরুষগণও তাঁহার সঙ্গে চলিলেন।৩৭

তিনি চিত্রকূটে গিয়া তাপসগণের অলঙ্কারস্বরূপ ধনুর্দ্ধারী রামচন্দ্রকে লক্ষ্মণের সহিত তথায় দেখিতে পাইলেন।৩৮

(শ্রীরাম উবাচ।
গচ্ছ তাত প্রজা রক্ষ্যাঃ সত্যং রক্ষ্যাম্যহং পিতুঃ।)
বিসর্জিতঃ স রামেণ পিতুর্বচনকারিণা।
নন্দিগ্রামেঽকরোদ্ রাজ্যং পুরস্কৃত্যাস্য পাদুকে ॥৩৯
রামস্তু পুনরাশঙ্ক্য পৌরজানপদাগমম্।
প্রবিবেশ মহারণ্যং শরভঙ্গাশ্রমং প্রতি ॥৪০
সৎকৃত্য শরভঙ্গং স দণ্ডকারণ্যমাশ্রিতঃ।
নদীং গোদাবরীং রম্যামাশ্রিত্য ন্যবসৎ তদা ॥৪১
বসতস্তস্য রামস্য ততঃ শূর্পণখাকৃতম্।
খরেণাসীন্মহদ্ বৈরং জনস্থাননিবাসিনা ॥৪২
রক্ষার্থং তাপসানাং তু রাঘবো ধর্মবৎসলঃ।
চতুর্দশ সহস্রাণি জঘান ভুবি রক্ষসাম্ ॥৪৩
দূষণঞ্চ খরং চৈব নিহত্য সুমহাবলৌ।
চক্রে ক্ষেমং পুনর্ধীমান্ ধর্মারণ্যং স রাঘবঃ ॥৪৪
হতেষু তেষু রক্ষঃসু ততঃ শূর্পণখা পুনঃ।
যযৌ নিকৃত্তনাসৌষ্ঠী লঙ্কাং ভ্রাতুর্নিবেশনম্ ॥
ততো রাবণমভ্যেত্য রাক্ষসী দুঃখমূর্চ্ছিতা।
পপাত পাদয়োর্ভ্রাতুঃ সংশুষ্করুধিরাননা ॥৪৬
তাং তথা বিকৃতাং দৃষ্ট্বা রাবণঃ ক্রোধমূর্চ্ছিতঃ।
উৎপপাতাসনাৎ ক্রুদ্ধো দন্তৈর্দন্তানুপস্পৃশন্ ॥৪৭
স্বানমাত্যান্ বিসৃজ্যাথ বিবিক্তে তামুবাচ সঃ।
কেনাস্যেবং কৃতা ভদ্রে মামচিন্ত্যাবমন্য চ ॥৪৮
কঃ শূলং তীক্ষ্ণমাসাদ্য সর্বগাত্রৈর্নিষেবতে।
কঃ শিরস্যগ্নিমাধায় বিশ্বস্তঃ স্বপতে সুখম্ ॥৪৯

রামচন্দ্র পিতৃসত্য পালনের জন্য বন হইতে ফিরিতে স্বীকৃত হইলেন না; তখন অনন্যোপায় হইয়া ভরত শ্রীরামের পাদুকাদ্বয় লইয়া নন্দীগ্রামে রাজত্ব করিতে লাগিলেন।৩৯

পুনরায় পুরবাসিগণ আসিয়া বিরক্ত করিতে পারে এই আশঙ্কায় শ্রীরাম শরভঙ্গমুনির আশ্রমের দিকে মহারণ্যে প্রবেশ করিলেন।৪০

শরভঙ্গমুনির সৎকার করত রামচন্দ্র দণ্ডকারণ্যে প্রবেশ করিলেন এবং রমণীয় গোদাবরী নদীর তীরে পঞ্চবটীতে আশ্রম নির্ম্মাণ করত বনবাস করিতে লাগিলেন।৪১

সেইখানে বাস করিতে করিতেই শূর্পণখার জন্য শ্রীরামের জনস্থাননিবাসী খর ও দূষণের সহিত শত্রুতা হইল।৪২

তাপসগণের রক্ষার জন্য এই ভূমণ্ডলে ধর্ম্মবৎসল রাঘব চৌদ্দ হাজার রাক্ষস বধ করিয়াছিলেন।৪৩

তারপর অতিশয় বলবান্ খর ও দূষণকে বধ করিয়া ধীমান্ রাঘব সেই ধর্ম্মারণ্যকে নিরাপদ করিল।৪৪

অনন্তর সেই রাক্ষসগণ সকলে নিহত হইলে শূর্পণখা ছিন্ন নাসাকর্ণ লইয়া লঙ্কায় জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা রাবণের ভবনে গেল।৪৫

শূর্পণখারাক্ষসী রাবণের নিকট গিয়া দুঃখে মূর্চ্ছিতপ্রায়া হইয়া ভ্রাতার চরণদ্বয়ে আছড়াইয়া পড়িল। তখন তাহার মুখ শুষ্ক রক্তে লিপ্ত ছিল।৪৬

তাহার বিকৃত অবস্থা দেখিয়া রাবণ অত্যন্ত ক্রোধে জ্ঞানশূন্য হইল এবং দাঁতে দাঁত কামড়াইয়া সিংহাসন হইতে উঠিয়া পড়িল।৪৭

নিজ অমাত্যগণকে বিদায় দিয়া নির্জনে তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল—ভদ্রে! আমার কথা চিন্তা না করিয়া এবং আমাকে অগ্রাহ্য করত কে তোমার এই দুর্দশা করিল?৪৮

আশীবিষং ঘোরতরং পাদেন স্পৃশতীহ কঃ।
সিংহং কেসরিণং কশ্চ দংষ্ট্রায়াং স্পৃশ্য তিষ্ঠতি ॥৫০
ইত্যেবং ব্রুবতস্তস্য স্রোতোভ্যস্তেজসোঽর্চিষঃ।
নিশ্চেরুর্দহ্যতো রাত্রৌ বৃক্ষস্যেব স্বরন্ধ্রতঃ ॥৫১
তস্য তৎ সর্ব্বমাচখ্যৌ ভগিনী রামবিক্রমম্।
খর-দূষণসংযুক্তং রাক্ষসানাং পরাভবম্ ॥৫২
স নিশ্চিত্য ততঃ কৃত্যং স্বসারমুপসান্ত্ব্য চ।
ঊর্দ্ধমাচক্রমে রাজা বিধায় নগরে বিধিম্ ॥৫৩
ত্রিকূটং সমতিক্রম্য কালপর্ব্বতমেব চ।
দদর্শ মকরাবাসং গম্ভীরোদং মহোদধিম্ ॥৫৪
তমতীত্যাথ গোকর্ণমভ্যগচ্ছদ্ দশাননঃ।
দয়িতং স্থানমব্যগ্রং শূলপাণের্মহাত্মনঃ ॥৫৫

তত্রাভ্যগচ্ছন্মারীচং পূর্ব্বামাত্যং দশাননঃ।
পুরা রামভয়াদেব তাপস্যং সমুপাশ্রিতম্ ॥৫৬

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং বনপর্ব্বণি রামোপাখ্যান-পর্ব্বণি রামবনাভিগমনে সপ্তসপ্তত্য-ধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ ॥২৭৭

কে তীক্ষ্ণ শূলের নিকট যাইয়া সর্ব্বগাত্রে উহাকে স্পর্শ (আঘাত) করায়? কে মস্তকে অগ্নি রাখিয়া নিশ্চিন্তে ঘুমাইতে থাকে?৪৯

বিষধর সর্পকে কে পায়ে মাড়াইতে সাহস করিয়াছে? কেশরী সিংহের দাঁতের মধ্যে হাত দিয়া কে নিশ্চিন্তে অবস্থান করে?৫০

এই কথা বলিতে বলিতে তাহার চক্ষু, নাসিকা প্রভৃতি ছিদ্রসমূহ হইতে এমন আগুনের হল্কা বাহির হইতে লাগিল যে, দেখিয়া মনে হইতে লাগিল যেন রাত্রিতে দহ্যমান বৃক্ষসমূহের ছিদ্র হইতে অগ্নিশিখা নির্গত হইতেছে।৫১

তারপর ভগিনী শূর্পণখা রামচন্দ্রের বিক্রমের কথা বলিতে গিয়া চৌদ্দ হাজার রাক্ষসসহ খর ও দূষণের বধের কথা বলিল।৫২

অনন্তর রাবণ নিজের কর্ত্তব্য স্থির করিয়া ভগিনীকে সান্ত্বনা দিল এবং লঙ্কা পুরীর রক্ষার যথাযথ ব্যবস্থা করিয়া বিমান লইয়া আকাশে উঠিল।৫৩

সে ত্রিকূট শৃঙ্গ ও কালপর্ব্বতকে অতিক্রম করত মকরালয় গভীর জল সমুদ্র দর্শন করিল।৫৪

তারপর সমুদ্রকে ডিঙ্গাইয়া ভগবান্ শূলপাণির প্রিয়তীর্থ অবিচল গোকর্ণে গিয়া উপস্থিত হইল।৫৫

শ্রীরামের ভয়ে ভীত যে মারীচ তপস্যায় মনোযোগ দিয়াছিল, সেই পূর্ব্বামাত্য মারীচের নিকট রাবণ গমন করিল।৫৬

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের বনপর্ব্বান্তর্গত রামোপাখ্যানপর্ব্বে শ্রীরাম-বনাভিগমনবিষয়ক সপ্তসপ্তত্যধিকদ্বিশততম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।২৭৭

অষ্টসপ্তত্যধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ।

[মৃগরূপধারিণো মারীচস্য বিনাশঃ, সীতাপহরণঞ্চ]

মার্কণ্ডেয় উবাচ।

মারীচস্ত্বথ সম্ভ্রান্তো দৃষ্ট্বা রাবণমাগতম্।
পূজয়ামাস সৎকারৈঃ ফলমূলাদিভিস্ততঃ ॥১

বিশ্রান্তং চৈনমাসীনমন্বাসীনঃ স রাক্ষসঃ।
উবাচ প্রশ্রিতং বাক্যং বাক্যজ্ঞো বাক্যকোবিদম্ ॥২

ন তে প্রকৃতিমান্ বর্ণঃ কচ্চিৎ ক্ষেমং পুরে তব।
কচ্চিৎ প্রকৃতয়ঃ সর্ব্বা ভজন্তে ত্বাং যথা পুরা ॥৩

কিমিহাগমনে চাপি কার্য্যং তে রাক্ষসেশ্বর।
কৃতমিত্যেব তদ্ বিদ্ধি যদ্যপি স্যাৎ সুদুষ্করম্ ॥৪

শশংস রাবণস্তস্মৈ তৎ সর্বং রামচেষ্টিতম্।
সমাসেনৈব কার্য্যাণি ক্রোধামর্ষসমন্বিতঃ ॥৫

মারীচস্ত্বব্রবীচ্ছ্রুত্বা সমাসেনৈব রাবণম্।
অলং তে রামমাসাদ্য বীর্য্যজ্ঞো হ্যস্মি তস্য বৈ ॥৬

বাণবেগং হি কস্তস্য শক্তঃ সোঢ়ুং মহাত্মনঃ।
প্রব্রজ্যায়াং হি মে হেতুঃ স এব পুরুষর্ষভঃ ॥৭

বিনাশমুখমেতৎ তে কেনাখ্যাতং দুরাত্মনা।
তমুবাচাথ সক্রোধো রাবণঃ পরিভর্ৎসয়ন্ ॥৮

অকুর্বতোঽস্মদ্বচনং স্যান্মৃত্যুরপি তে ধ্রুবম্।
মারীচশ্চিন্তয়ামাস বিশিষ্টান্মরণং বরম্ ॥৯

অবশ্যং মরণে প্রাপ্তে করিষ্যাম্যস্য যন্মতম্।
ততস্তং প্রত্যুবাচাথ মারীচো রক্ষসাং বরম্ ॥১০

কিং তে সাহ্যং ময়া কার্য্যং করিষ্যাম্য-
বশোঽপি তৎ।
তমব্রবীদ্ দশগ্রীবো গচ্ছ সীতাং প্রলোভয় ॥১১

অষ্টসপ্তত্যধিকদ্বিশততম অধ্যায়।

[মৃগরূপধারী মারীচের বিনাশ এবং সীতা অপহরণ।]

মার্কণ্ডেয় বলিলেন,—রাবণকে আসিতে দেখিয়া মারীচ সসম্ভ্রমে উঠিয়া পাদ্য, অর্ঘ্য ও ফলমূলাদি অতিথিসৎকারোচিত দ্রব্যের দ্বারা তাহার পূজা করিল।১

যখন রাবণ বিশ্রাম করিয়া আসনে উপবেশন করিল, তখন নিকটবর্ত্তী আসনে উপবিষ্ট ও বাক্যের মর্ম্ম বুঝিতে সমর্থ মারীচ বাক্যের তাৎপর্য্য বুঝিতে নিপুণ রাবণকে জিজ্ঞাসা করিল।২

তোমার শরীরের বর্ণ স্বাভাবিক নহে। তোমার পুরীর কুশল তো? লঙ্কার প্রজাগণ তোমাকে পূর্ব্বের ন্যায়ই ভজনা করিতেছে তো?৩

হে রাক্ষসেশ্বর! তোমার এখানে আগমনের কারণ কি? যদি তাহা দুষ্করও হয়, তথাপি তোমার সেই কার্য্য সিদ্ধ হইয়াছে বলিয়াই ধরিয়া লও।৪

ক্রোধ ও অমর্ষে পরিপূর্ণ রাবণ তাহাকে রামচন্দ্রের বিক্রমের কথা সব বলিয়া নিজের অভিপ্রায়ও সংক্ষেপে তাহাকে বলিল।৫

মারীচ সকল কথা শুনিয়া রাবণকে সংক্ষেপে বলিল—রামচন্দ্রের সহিত বিবাদে কাজ নাই। আমি তাঁহার বীর্য্য ভাল করিয়াই জানি।৬

সেই মহাত্মার বাণবেগ সহ্য করিবার শক্তি কাহার আছে? সেই পুরুষোত্তম শ্রীরামচন্দ্রই আমার এইরূপ তপস্বী হইবার প্রতিকারণ।৭

কোন দুরাত্মা তোমাকে এই বিনাশের মুখে ঠেলিয়া দিতেছে।

তখন রাবণ ক্রুদ্ধ হইয়া তাহাকে ভর্ৎসনা করিতে করিতে বলিল—যদি তুমি আমার কথা না শুন, তবে তোমার মৃত্যু সুনিশ্চিত।

মারীচ তখন চিন্তা করিয়া দেখিল যে, যদি

রত্নশৃঙ্গো মৃগো ভূত্বা রত্নচিত্রতনূরুহঃ।
ধ্রুবং সীতা সমালক্ষ্য ত্বাং রামং চোদয়িষ্যতি ॥১২

অপক্রান্তে চ কাকুৎস্থে সীতা বশ্যা ভবিষ্যতি।
তামাদায়াপনেষ্যামি ততঃ স ন ভবিষ্যতি ॥১৩

ভার্য্যাবিয়োগাদ্ দুর্বুদ্ধিরেতৎ সাহ্যং কুরুষ্ব মে।
ইত্যেবমুক্তো মারীচঃ কৃত্বোদকমথাত্মনঃ ॥১৪

রাবণং পুরতো যান্তমন্বগচ্ছৎ সুদুঃখিতঃ।
ততস্তস্যাশ্রমং গত্বা রামস্যাক্লিষ্টকর্মণঃ ॥১৫

চক্রতুস্তদ্ তথা সর্বমুভৌ যৎ পূর্ব্বমন্ত্রিতম্।
রাবণস্তু যতির্ভূত্বা মুণ্ডঃ কুণ্ডী ত্রিদণ্ডধৃক্ ॥১৬

মৃগশ্চ ভূত্বা মারীচস্তং দেশমুপজগ্মতুঃ।
দর্শয়ামাস মারীচো বৈদেহীং মৃগরূপধৃক্ ॥১৭

চোদয়ামাস তস্যার্থে সা রামং বিধিচোদিতা।
রামস্তস্যাঃ প্রিয়ং কুর্বন্ ধনুরাদায় সত্বরঃ ॥১৮

রক্ষার্থে লক্ষ্মণং ন্যস্য প্রযযৌ মৃগলিপ্সয়া।
স ধন্বী বদ্ধতূণীরঃ খড়্গগোধাঙ্গুলিত্রবান্ ॥১৯

অন্বধাবন্মৃগং রামো রুদ্রস্তারামৃগং যথা।
সোঽন্তর্হিতঃ পুনস্তস্য দর্শনং রাক্ষসো ব্রজন্ ॥২০

চকর্ষ মহদধ্বানং রামস্তং বুবুধে ততঃ।
নিশাচরং বিদিত্বা তং রাঘবঃ প্রতিভানবান্ ॥২১

অবশ্যই মরিতে হয়, তবে শ্রেষ্ঠ পুরুষ শ্রীরামের হাতে মরাই ভাল। এইরূপ চিন্তা করিয়া সে রাবণের সাহায্য করিতে নিশ্চয় করিল।

অনন্তর মারীচ রাক্ষসরাজ রাবণকে বলিল—বল, আমাকে তোমার কি সহায়তা করিতে হইবে? ইচ্ছা না থাকিলেও আমি অবশ হইয়াও তাহা করিব।

তখন দশানন মারীচকে বলিল—তুমি রত্নময় শৃঙ্গযুক্ত মৃগশরীর ধারণ করিয়া সীতাকে প্রলোভিত কর। তোমার শরীর এমন হইবে যেন প্রতি লোমকূপে চিত্রবিচিত্র নানা রত্ন থাকে। তোমাকে দেখিলে সীতা অবশ্যই ধরিবার জন্য রামকে প্রেরণা দিবে।৮-১২

তুমি রামকে ভুলাইয়া বহু দূরে লইয়া গেলে তখন সীতা আমার বশীভূতা হইবে। আমি তাহাকে লইয়া পলায়ন করিব। আর প্রিয়া পত্নী সীতার বিয়োগে দুর্মতি রাম মরিয়া যাইবে। তুমি এই সাহায্য আমাকে কর।

রাবণের কথা শুনিয়া মারীচ বুঝিল তাহার মৃত্যু সুনিশ্চিত, তাই সে নিজেই নিজের শ্রাদ্ধ তর্পণাদি করিয়া অতি দুঃখিত মনে অগ্রগামী রাবণের অনুসরণ করিল।

তারপর অক্লিষ্টকর্মকারী শ্রীরামচন্দ্রের আশ্রমের নিকটে গিয়া উভয়ের মন্ত্রণানুরূপ সমস্ত কার্য্য করিল।

রাবণ মুণ্ডিতমস্তক, ত্রিদণ্ডধারী ও ভিক্ষাপাত্রধারী সন্ন্যাসী সাজিল এবং মারীচ রত্নমৃগরূপ ধারণ করিয়া সেই স্থানে গিয়া সীতাকে নিজরূপ দেখাইল।১৩-১৭

বিধির বিধানে প্রেরিতা হইয়া সীতা মারীচকে ধরিয়া দিবার জন্য শ্রীরামকে বলিল এবং শ্রীরামও সীতার প্রিয় করিতে ইচ্ছুক হইয়া ধনু লইয়া লক্ষ্মণকে সীতার রক্ষার্থ রাখিয়া মৃগটিকে ধরিবার জন্য উহার পশ্চাতে পশ্চাতে ছুটিলেন।

যেমন মৃগশিরা নক্ষত্রের পশ্চাতে ভগবান্ রুদ্র ধাবিত হন, তেমনই শ্রীরামও ধনু, তূণীর, খড়্গ ও গোধাঙ্গুলিত্র লইয়া সেই রত্নমৃগের পশ্চাতে ধাবিত হইলেন।

মৃগ একবার দর্শন দিয়া পুনরায় অন্তর্হিত হয়; এইভাবে সে রামকে বহুদূরে লইয়া গেল; তখন শ্রীরাম বুঝিলেন যে, ইহা মৃগ নয়, মায়াবী রাক্ষস। তখন তিনি অমোঘ শর নিক্ষেপ করিয়া তাহাকে বিদ্ধ করিলেন।১৮-২১

অমোঘং শরমাদায় জঘান মৃগরূপিণম্ ।
স রামবাণাভিহতঃ কৃত্বা রামস্বরং তদা ॥২২
হা সীতে লক্ষ্মণেত্যেবং চুক্রোশার্তস্বরেণ হ ।
শুশ্রাব তস্য বৈদেহী ততস্তাং করুণাং গিরম্ ॥২৩
সা প্রাদ্রবদ্ যতঃ শব্দস্তামুবাচাথ লক্ষ্মণঃ ।
অলং তে শঙ্কয়া ভীরু কো রামং প্রহরিষ্যতি ॥২৪
মুহূর্তাদ্ দ্রক্ষ্যসে রামং ভর্তারং ত্বং শুচিস্মিতে ।
ইত্যুক্তা সা প্ররুদতী পর্য্যশঙ্কত লক্ষ্মণম্ ॥২৫
হতা বৈ স্ত্রীস্বভাবেন শুক্লচারিত্রভূষণা ।
সা তং পুরুষমারব্ধা বক্তুং সাধ্বী পতিব্রতা ॥২৬
নৈষ কামো ভবেন্মূঢ় যং ত্বং প্রার্থয়সে হৃদা ।
অপ্যহং শস্ত্রমাদায় হন্যামাত্মানমাত্মনা ॥২৭
পতেয়ং গিরিশৃঙ্গাদ্ বা বিশেয়ং বা হুতাশনম্ ।
রামং ভর্তারমুৎসৃজ্য ন ত্বহং ত্বাং কথঞ্চন ॥২৮
নিহীনমুপতিষ্ঠেয়ং শার্দূলী ক্রোষ্টুকং যথা ।
এতাদৃশং বচঃ শ্রুত্বা লক্ষ্মণঃ প্রিয়রাঘবঃ ॥২৯
পিধায় কর্ণৌ সদ্বৃত্তঃ প্রস্থিতো যেন রাঘবঃ ।
স রামস্য পদং গৃহ্য প্রসসার ধনুর্ধরঃ ॥৩০
অবীক্ষমাণো বিম্বোষ্ঠীং প্রযযৌ লক্ষ্মণস্তদা ।
এতস্মিন্নন্তরে রক্ষো রাবণঃ প্রত্যদৃশ্যত ॥৩১
অভব্যো ভব্যরূপেণ ভস্মচ্ছন্ন ইবানলঃ ।
যতিবেষপ্রতিচ্ছন্নো জিহীর্ষুস্তামনিন্দিতাম্ ॥৩২
সা তমালক্ষ্য সম্প্রাপ্তং ধর্মজ্ঞা জনকাত্মজা ।
নিমন্ত্রয়ামাস তদা ফলমূলাশনাদিভিঃ ॥৩৩

তখন মৃগরূপী মারীচ রামবাণে অতিমাত্র আহত হইয়া রামচন্দ্রের স্বর অনুকরণ করত 'হা লক্ষ্মণ' ও 'হা সীতে' বলিয়া আর্তস্বরে চীৎকার করিতে লাগিল।

বৈদেহী (সীতা) সেই করুণ আর্তনাদ শুনিয়া অত্যন্ত বিহ্বলা হইয়া লক্ষ্মণকে রামের সাহায্যার্থে যে দিক্ হইতে সেই স্বর আসিতেছে সেই দিকে অগ্রসর হইতে আদেশ করিলেন। লক্ষ্মণ তখন বলিলেন—'ভীরু! আপনি বৃথাই আশঙ্কা করিতেছেন, শ্রীরামকে প্রহার করিতে সামর্থ্য কাহার আছে?২২-২৪

শুচিস্মিতে! মুহূর্তের মধ্যেই আপনি পতিকে এখানে উপস্থিত দেখিতে পাইবেন।' লক্ষ্মণ এই কথা বলিলে সীতা লক্ষ্মণকে আশঙ্কা করিয়া কাঁদিতে লাগিলেন। পবিত্রচরিত্রা সীতা সাধ্বী পতিব্রতা হইয়াও স্ত্রীস্বভাববশতঃ লক্ষ্মণের চরিত্রের উপর আশঙ্কা করত তাহাকে কর্কশবাক্য বলিতে লাগিলেন।২৫-২৬

রে মূঢ়! তুমি মনে মনে যে বস্তু প্রার্থনা করিতেছ, তোমার সে অভিলাষ পূর্ণ হইবে না। আমি শস্ত্রের দ্বারা আত্মহত্যা করিব, অথবা পর্বতশিখরদেশ হইতে লাফাইয়া পড়িব, কিম্বা অগ্নিতে প্রবেশ করিব, তথাপি রামের ন্যায় পতিকে পরিত্যাগ করিয়া তোমার ন্যায় নীচ পুরুষকে ভজনা করিব না। শার্দূলী কি কখনও শৃগালকে বরণ করে?

সীতার এইরূপ কর্কশ বাক্য শুনিয়া শ্রীরামভক্ত সচ্চরিত্র লক্ষ্মণ দুই হাতে কাণ দুইটী ঢাকিয়া ধনু ধারণ করত যে পথে শ্রীরাম গিয়াছিলেন, সেই শ্রীরামপদচিহ্নযুক্ত পথ ধরিয়া বিম্বফলের ন্যায় অরুণবর্ণ ওষ্ঠ ভূষিতা সীতার দিকে তাকাইতে তাকাইতে চলিতে লাগিলেন।

ইত্যবসরে অনিন্দিতা সীতাকে হরণ করিবার ইচ্ছায় ভয়ানক রাক্ষস রাবণকে সুন্দর যতিবেশে নিজেকে আবৃত করিয়া ভস্মাচ্ছাদিত অগ্নির ন্যায় তথায় আসিয়া উপস্থিত হইতে দেখা যাইল।২৭-৩২

ধর্মজ্ঞ সীতা তখন সেই সন্ন্যাসীকে নিজ আশ্রমে সমাগত দেখিয়া ফল-মূলাদি ভোজনের

অবমন্য ততঃ সর্বং স্বরূপং প্রত্যপদ্যত ।
সান্ত্বয়ামাস বৈদেহীমিতি রাক্ষসপুঙ্গবঃ ॥৩৪
সীতে রাক্ষসরাজোঽহং রাবণো নাম বিশ্রুতঃ ।
মম লঙ্কা পুরী নাম্না রম্যা পারে মহোদধেঃ ॥৩৫
তত্র ত্বং নরনারীষু শোভিষ্যসি ময়া সহ ।
ভার্য্যা মে ভব সুশ্রোণি তাপসং ত্যজ রাঘবম্ ॥৩৬
এবমাদীনি বাক্যানি শ্রুত্বা তস্যাথ জানকী ।
পিধায় কর্ণৌ সুশ্রোণী মৈবমিত্যব্রবীদ্ বচঃ ॥৩৭
প্রপতেদ্ দ্যৌঃ সনক্ষত্রা পৃথিবী শকলীভবেৎ ।
শৈত্যমগ্নিরিয়ান্নাহং ত্যজেয়ং রঘুনন্দনম্ ॥৩৮
কথং হি ভিন্নকরটং পদ্মিনং বনগোচরম্ ।
উপস্থায় মহানাগং করেণুঃ সূকরং স্পৃশেৎ ॥৩৯

কথং হি পীত্বা মাধ্বীকং পীত্বা চ মধুমাধবীম্ ।
লোভং সৌবীরকে কুর্য্যান্নারী কাচিদিতি স্মরেৎ॥৪০
ইতি সা তং সমাভাষ্য প্রবিবেশাশ্রমং ততঃ ।
ক্রোধাৎ প্রস্ফুরমাণৌষ্ঠী বিধুন্বানা করৌ মুহুঃ ॥৪১
তামভিক্রম্য সুশ্রোণীং রাবণঃ প্রত্যষেধয়ৎ ।
ভর্ৎসয়িত্বা তু রূক্ষেণ স্বরেণ গতচেতনাম্ ॥৪২
মূর্দ্ধজেষু নিজগ্রাহ ঊর্দ্ধ্বমাচক্রমে ততঃ ।
তাং দদর্শ ততো গৃধ্রো জটায়ুর্গিরিগোচরঃ ।
রুদতীং রাম রামেতি হ্রিয়মাণাং তপস্বিনীম্ ॥৪৩

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং বনপর্ব্বণি রামোপাখ্যান-পর্ব্বণি মারীচবধে সীতাহরণে চ অষ্ট-সপ্তত্যধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ ॥২৭৮

দ্বারা আতিথিসৎকারের নিমিত্ত নিমন্ত্রণ করিলেন ।৩৩

কিন্তু সীতা-প্রদত্ত বস্তু অগ্রাহ্য করত রাক্ষসরাজ রাবণ নিজরূপ ধারণ করিয়া বৈদেহীকে সান্ত্বনা দিতে লাগিল ।৩৪

হে সীতে! আমি রাক্ষসরাজ, আমার নাম লোক বিখ্যাত রাবণ, সমুদ্রের ওপারে আমার লঙ্কা নাম্নী রমণীয়া পুরী আছে ।৩৫

তুমি সেখানে নরনারীগণের মধ্যে আমার সহিত বাস করিয়া শোভা প্রাপ্ত হইবে। সুন্দরি! তুমি তাপস রামকে পরিত্যাগ করিয়া আমার ভার্য্যা হও ।৩৬

তাহার এই কথাগুলি শুনিয়া সীতা দুহাতে কাণ ঢাকিয়া বলিলেন—"খবরদার! তুমি আমাকে এইরূপ কথা বলিও না ।৩৭

নক্ষত্রের সহিত অন্তরীক্ষও ভূমিতে পড়িতে পারে, পৃথিবীও খণ্ড খণ্ড হইয়া ভাঙ্গিয়া পড়িতে পারে এবং অগ্নিও শৈত্য প্রাপ্ত হইতে পারে, কিন্তু সীতা কখনও রঘুনন্দন শ্রীরামকে ত্যাগ করিতে পারে না ।৩৮

গণ্ডস্থলে মদধারা বহনকারী পদ্মমালামণ্ডিত বনবাসী গজরাজকে পরিত্যাগ করিয়া হস্তিনী কি কখনও শূকরকে বরণ করিতে পারে ?৩৯

যে নারী ফুলের মধু অথবা মধুমক্ষিকার আহৃত মধুপান করিয়াছে, সে কি কখনও কাঁজির রস আস্বাদন করিতে প্রলুব্ধ হয় ?৪০

এই কথা বলিয়া ক্রোধে কম্পিতাধরা সীতা হস্ত সঞ্চালন করিতে করিতে কুটীরে প্রবেশ করিতে উদ্যতা হইলেন ।৪১

রাবণ তখন দৌড়াইয়া গিয়া তাহার পথ রোধ করত ভয়ে মূর্চ্ছিতপ্রায়া সীতাকে কর্কশস্বরে ভর্ৎসনা করিতে লাগিল ।৪২

রাবণ হাতের মুষ্টির দ্বারা তাঁহার কেশ ধারণ করিল। তারপর ঊর্দ্ধদিকে শূন্যমার্গে উঠিল। এইরূপ অবস্থায় তপস্বিনী সীতা 'রাম রাম' বলিয়া উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে লাগিল। তখন পর্ব্বতশিখরস্থিত জটায়ু সীতাকে সেইরূপ অবস্থায় দেখিতে পাইল ।৪৩

শ্রীমন্মহর্ষিবেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের বনপর্ব্বান্তর্গত রামোপাখ্যানপর্ব্বে মারীচ বধ ও সীতাহরণবিষয়ক অষ্টসপ্তত্যধিকদ্বিশততম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত ।২৭৮

একোনাশীত্যধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ।

[রাবণস্য জটায়ুর্বধঃ, শ্রীরামেণ তস্যান্ত্যেষ্টিক্রিয়ায়াঃ সম্পাদনম্, কবন্ধস্য বধঃ, দিব্যস্বরূপং লব্ধা তস্য বার্ত্তালাপশ্চ।]

মার্কণ্ডেয় উবাচ।

সখা দশরথস্যাসীজ্জটায়ুররুণাত্মজঃ।
গৃধ্ররাজো মহাবীরঃ সম্পাতির্যস্য সোদরঃ॥
স দদর্শ তদা সীতাং রাবণাঙ্কগতাং স্নুষাম্।
সক্রোধোঽভ্যদ্রবৎ পক্ষী রাবণং রাক্ষসেশ্বরম্॥২
অথৈনমব্রবীদ্ গৃধ্রো মুঞ্চ মুঞ্চেতি মৈথিলীম্।
ধ্রিয়মাণে ময়ি কথং হরিষ্যসি নিশাচর॥৩
ন হি মে মোক্ষ্যসে জীবন্ যদি নোৎসৃজসে বধূম্।
উক্ত্বৈবং রাক্ষসেন্দ্রং তং চকর্ত্ত নখরৈর্ভৃশম্॥৪
পক্ষতুণ্ডপ্রহারৈশ্চ শতশো জর্জরীকৃতম্।
চক্ষার রুধিরং ভূরি গিরিঃ প্রস্রবণৈরিব॥৫
স বধ্যমানো গৃধ্রেণ রামপ্রিয়হিতৈষিণা।
খড়্গমাদায় চিচ্ছেদ ভুজৌ তস্য পতত্রিণঃ॥৬
নিহত্য গৃধ্ররাজং স ভিন্নাভ্রশিখরোপমম্।
ঊর্ধ্বমাচক্রমে সীতাং গৃহীত্বাঙ্কেন রাক্ষসঃ॥৭
যত্র যত্র তু বৈদেহী পশ্যত্যাশ্রমমণ্ডলম্।
সরো বা সরিতো বাপি তত্র মুঞ্চতি ভূষণম্॥৮
সা দদর্শ গিরিপ্রস্থে পঞ্চ বানরপুঙ্গবান্।
তত্র বাসো মহদ্দিব্যমুৎসসর্জ মনস্বিনী॥৯
তৎ তেষাং বানরেন্দ্রাণাং পপাত পবনোদ্ধতম্।
মধ্যে সুপীতং পক্ষানাং বিদ্যুন্মেঘান্তরে যথা॥১০

একোনাশীত্যধিকদ্বিশততম অধ্যায়।

[রাবণের জটায়ু বধ, শ্রীরামকর্তৃক তাহার অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়া সম্পাদন, কবন্ধ বধ এবং দিব্য স্বরূপ লাভ করিয়া বার্ত্তালাপ।]

মার্কণ্ডেয় বলিলেন,—সূর্য্যসারথি অরুণের পুত্র মহাবীর গৃধ্ররাজ জটায়ু দশরথের সখা ছিলেন এবং সম্পাতি ছিল তাহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা।১

সেই পক্ষী পুত্রবধূস্থানীয়া সীতাকে রাক্ষসরাজ রাবণের অঙ্কগতা দেখিয়া ক্রোধে তাহার দিকে ধাবিত হইল।২

জটায়ু রাবণকে বলিল,—হে নিশাচর! তুমি মিথিলার রাজকন্যাকে পরিত্যাগ কর, পরিত্যাগ কর। আমি বাঁচিয়া থাকিতে তুমি ইহাকে হরণ করিবে কি করিয়া?৩

"যদি তুমি আমার পুত্রবধূকে ছাড়িয়া না দাও, তাহা হইলে তুমি জীবিত অবস্থায় আমার হাত হইতে পরিত্রাণ পাইবে না" এই বলিয়া জটায়ু তাহাকে নখরসমূহের দ্বারা ভীষণভাবে ছিন্ন ভিন্ন করিতে লাগিল।৪

পাখা, ঠোঁট এবং নখরসমূহের আঘাতে রাবণ এরূপ জর্জরিত হইল যে, পর্ব্বতশিখর হইতে প্রবহমাণ প্রস্রবণসমূহের ন্যায় রাবণের শরীর হইতে রক্ত ধারা পড়িতে লাগিল।৫

শ্রীরামের প্রিয় ও হিতকারী জটায়ুর দ্বারা অতিমাত্র ক্ষতবিক্ষত হইয়া রাবণ ক্রোধে খড়্গের দ্বারা জটায়ুর পাখা দুইটী কাটিয়া ফেলিল।৬

আকাশভেদী পর্ব্বতশিখরের ন্যায় বৃহদাকার গৃধ্ররাজকে বধ করিয়া রাক্ষস সীতাকে অঙ্কে লইয়া আকাশমার্গে পলাইতে লাগিল।৭

বৈদেহী যেখানে যেখানেই কোন আশ্রমমণ্ডল, সরোবর বা নদী দেখিতে পাইলেন, সেখানে সেখানেই নিজের অলঙ্কার ফেলিতে লাগিলেন।৮

তিনি যাইতে যাইতে ঋষ্যমূক গিরির উপরে

অচিরেণাতিচক্রাম খেচরঃ খে চরন্নিব।
দদর্শাথ পুরীং রম্যাং বহুদ্বারাং মনোরমাম্ ॥১১

প্রাকারবপ্রসম্বাধাং নির্মিতাং বিশ্বকর্মণা।
প্রবিবেশ পুরীং লঙ্কাং সসীতো রাক্ষসেশ্বরঃ ॥১২

এবং হৃতায়াং বৈদেহ্যাং রামো হত্বা মহামৃগম্।
নিবৃত্তো দদৃশে ধীমান্ ভ্রাতরং লক্ষ্মণং তথা ॥১৩

কথমুৎসৃজ্য বৈদেহীং বনে রাক্ষসসেবিতে।
ইতি তং ভ্রাতরং দৃষ্ট্বা প্রাপ্তোঽসীতি ব্যগর্হয়ৎ ॥১৪

মৃগরূপধরেণাথ রক্ষসা সোঽপকর্ষণম্।
ভ্রাতুরাগমনং চৈব চিন্তয়ন্ পর্য্যতপ্যত ॥১৫

গর্হয়ন্নেব রামস্তু ত্বরিতস্তং সমাসদৎ।
অপি জীবতি বৈদেহী নেতি পশ্যামি লক্ষ্মণ ॥১৬

তস্য তৎ সর্বমাচখ্যৌ সীতায়া লক্ষ্মণো বচঃ।
যদুক্তবত্যসদৃশং বৈদেহী পশ্চিমং বচঃ ॥১৭

দহ্যমানেন তু হৃদা রামোঽভ্যপতদাশ্রমম্।
স দদর্শ তদা গৃধ্রং নিহতং পর্বতোপমম্ ॥১৮

রাক্ষসং শঙ্কমানস্তং বিকৃষ্য বলবদ্ ধনুঃ।
অভ্যধাবত কাকুৎস্থস্ততস্তং সহলক্ষ্মণঃ ॥১৯

স তাবুবাচ তেজস্বী সহিতৌ রামলক্ষ্মণৌ।
গৃধ্ররাজোঽস্মি ভদ্রং বাং সখা দশরথস্য বৈ ॥২০

পাঁচজন শ্রেষ্ঠ বানরকে দেখিতে পাইলেন। সেখানে বুদ্ধিমতী সীতা নিজের একখানা মহামূল্য বস্ত্র (অলঙ্কারের সহিত) নিক্ষেপ করিলেন।৯

সেই সুন্দর পীতবর্ণ বস্ত্রখানি বায়ুদ্বারা চালিত হইয়া মেঘসমূহ মধ্যস্থিত বিদ্যুতের ন্যায় সেই পাঁচ বানরের মাঝখানে গিয়া পড়িল।১০

আকাশচারী পক্ষীর ন্যায় অচিরকালের মধ্যে সেই আকাশচারী রাক্ষসরাজ রাবণ বহুদ্বার-বিশিষ্টা মনোরমা লঙ্কাপুরী দেখিতে পাইলেন।১১

বিশ্বকর্ম্মা কর্ত্তৃক নির্ম্মিতা প্রাকার পরিবেষ্টিতা সেই লঙ্কাপুরীতে রাক্ষসরাজ রাবণ সীতার সহিত প্রবেশ করিলেন।১২

এইরূপে সীতার হরণ হইলে বুদ্ধিমান্ শ্রীরাম সেই মহামৃগরূপ রাক্ষসকে বধ করিয়া ফিরিতেছিলেন, এমন সময় লক্ষ্মণকে আসিতে দেখিলেন।১৩

শ্রীরাম তখন লক্ষ্মণকে "রাক্ষস পরিবেষ্টিত আশ্রমে তুমি সীতাকে ফেলিয়া কেন এখানে আসিলে" এই বলিয়া লক্ষ্মণকে ভর্ৎসনা করিতে লাগিলেন।১৪

রামচন্দ্র মৃগরূপ ধারণ করিয়া রাক্ষসের প্রবঞ্চনা এবং সীতাকে ফেলিয়া লক্ষ্মণের চলিয়া আসা এই উভয় দিক চিন্তা করিয়া অত্যন্ত পরিতাপ করিতে লাগিলেন।১৫

লক্ষ্মণকে ভর্ৎসনা করিতে করিতে দ্রুত তাহার নিকটে গেলেন এবং বলিলেন—"সীতাকে জীবিত দেখিতে পাইব কি না সন্দেহ"।১৬

তখন সীতা তাহাকে কর্কশ ভাষায় যাহা অনুচিত ও নিন্দাসূচক বাক্য বলিয়াছিলেন, তাহা সবই রামচন্দ্রকে বলিলেন।১৭

আশঙ্কিত সীতাবিরহজনিত শোকে শ্রীরামের হৃদয় দগ্ধ হইতেছিল। তিনি দ্রুত পদে আশ্রমের দিকে চলিতে চলিতে পথে পর্ব্বতাকার এক গৃধ্রকে নিহত দেখিতে পাইলেন।১৮

কাকুৎস্থ শ্রীরাম তাহাকে রাক্ষস ভাবিয়া নিজ প্রবল ধনুতে গুণ আরোপ করত লক্ষ্মণের সহিত তাহার দিকে ধাবিত হইলেন।১৯

তখন তেজস্বী গৃধ্ররাজ জটায়ু শ্রীরাম ও লক্ষ্মণকে বলিল,—তোমাদের মঙ্গল হউক। আমি গৃধ্ররাজ, রাজা দশরথের সখা ২০

তস্য তদ্ বচনং শ্রুত্বা সংগৃহ্য ধনুষী শুভে।
কোঽয়ং পিতরমস্মাকং নাম্না হেত্যুচতুশ্চ তৌ ॥২১

ততো দদৃশতুস্তৌ তং ছিন্নপক্ষদ্বয়ং খগম্।
তয়োঃ শশংস গৃধ্রস্তু সীতার্থে রাবণাদ্ বধম্ ॥২২

অপৃচ্ছদ্ রাঘবো গৃধ্রং রাবণঃ কাং দিশং গতঃ।
তস্য গৃধ্রঃ শিরঃকম্পেনাচচক্ষে মমার চ ॥২৩

দক্ষিণামিতি কাকুৎস্থো বিদিত্বাস্য তদিঙ্গিতম্।
সংস্কারং লম্ভয়ামাস সখায়ং পূজয়ন্ পিতুঃ ॥২৪

ততো দৃষ্ট্বাশ্রমপদং ব্যপবিদ্ধবৃসীমঠম্।
বিধ্বস্তকলশং শূন্যং গোমায়ুশতসংকুলম্ ॥২৫

দুঃখশোকসমাবিষ্টৌ বৈদেহীহরণার্দিতৌ।
জগ্মতুর্দণ্ডকারণ্যং দক্ষিণেন পরন্তপৌ ॥২৬

বনে মহতি তস্মিংস্তু রামঃ সৌমিত্রিণা সহ।
দদর্শ মৃগযূথানি দ্রবমাণানি সর্বশঃ ॥২৭

শব্দশ্চ ঘোরঃ সত্ত্বানাং দাবাগ্নেরিব বর্ধতঃ।
অপশ্যেতাং মুহূর্তাচ্চ কবন্ধং ঘোরদর্শনম্ ॥২৮

মেঘপর্বতসঙ্কাশং শালস্কন্ধং মহাভুজম্।
উরোগতবিশালাক্ষং মহোদরমহামুখম্ ॥২৯

যদৃচ্ছয়াথ তদ্ রক্ষঃ করে জগ্রাহ লক্ষ্মণম্।
বিষাদমগমৎ সদ্যঃ সৌমিত্রিরথ ভারত ॥৩০

স রামমভিসম্প্রেক্ষ্য কৃষ্যতে যেন তন্মুখম্।
বিষণ্ণশ্চাব্রবীদ্ রামং পশ্যাবস্থামিমাং মম ॥৩১

তাহার সেই কথা শুনিয়া তাঁহারা উভয়ে সুন্দর ধনু ধারণ করত ভাবিলেন কে এই ব্যক্তি আমাদের পিতার নাম উচ্চারণ করিল।২১

অনন্তর তাঁহারা নিকটে গিয়া দেখিলেন যে, একটি পাখী পক্ষদ্বয় ছিন্ন অবস্থায় পড়িয়া আছে। গৃধ্র তখন তাঁহাদিগকে বলিল যে, সীতাকে রক্ষা করিতে গিয়া তিনি রাবণ কর্তৃক নিহত হইয়াছেন।২২

তখন রাঘব গৃধ্রকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"রাবণ কোন দিকে গিয়াছে"? গৃধ্র মাথা নাড়িয়া কোন প্রকারে দক্ষিণদিক্ ইঙ্গিত করত প্রাণত্যাগ করিল।২৩

রামচন্দ্র তাহার ইঙ্গিতে বুঝিলেন যে, রাবণ দক্ষিণদিকে পলাইয়াছে। তখন তিনি সসম্মানে পিতৃসখা জটায়ুর সৎকারকার্য্য সমাপ্ত করিলেন।২৪

তারপর রামচন্দ্র আশ্রমের ভিতর গিয়া দেখিলেন যে, বসিবার আসন বাহিরে পড়িয়া আছে, কলস ভাঙ্গিয়া গিয়াছে, কুটীর শূন্য এবং আশ্রম শৃগালাদি জন্তুতে পরিপূর্ণ হইয়াছে।২৫

সীতার অপহরণজনিত দুঃখ ও শোকে আবিষ্ট হইয়া শত্রুদমন রাম ও লক্ষ্মণ দণ্ডকারণ্য হইতে দক্ষিণদিকে যাইতে লাগিলেন।২৬

যাইবার সময় রাম ও লক্ষ্মণ সেই বিশাল বনমধ্যে মৃগগণকে চতুর্দ্দিকে দ্রুত দৌড়াইতে দেখিলেন।২৭

বনে দাবাগ্নি প্রজ্বলিত হইলে যেমন ভয়ানক শব্দ হয়, সকল প্রাণী মিলিয়া সেইরূপ ঘোর শব্দ করিতে করিতে দৌড়াইতেছে। ইহা দেখিয়া রাম ও লক্ষ্মণ চলিতে চলিতে মুহূর্ত্ত মধ্যে ঘোরদর্শন এক কবন্ধ দেখিতে পাইলেন।২৮

সেই কবন্ধ দেখিতে মেঘের ন্যায় কৃষ্ণবর্ণ ও পর্ব্বতের ন্যায় বিশালাকৃতি ছিল; তাহার স্কন্ধ শালবৃক্ষের ন্যায় উচ্চ এবং বাহু দীর্ঘ ছিল;

হরণঞ্চৈব বৈদেহ্যা মম চায়মুপপ্লবঃ।
রাজ্যভ্রংশশ্চ ভবতস্তাতস্য মরণং তথা ॥৩২

নাহং ত্বাং সহ বৈদেহ্যা সমেতং কোসলাগতম্।
দ্রক্ষ্যামি পৃথিবীরাজ্যে পিতৃপৈতামহে স্থিতম্ ॥৩৩

দ্রক্ষ্যন্ত্যার্য্যস্য ধন্যা যে কুশ-লাজ-শমীদলৈঃ।
অভিষিক্তস্য বদনং সোমং শান্তঘনং যথা ॥৩৪

এবং বহুবিধং ধীমান্ বিললাপ স লক্ষ্মণঃ।
তমুবাচাথ কাকুৎস্থঃ সম্ভ্রমেষ্বপ্যসম্ভ্রমঃ ॥৩৫

মা বিষীদ নরব্যাঘ্র নৈষ কশ্চিন্ময়ি স্থিতে।
ছিন্ধ্যস্য দক্ষিণং বাহুং ছিন্নঃ সব্যো ময়া ভুজঃ ॥৩৬

তাহার বক্ষঃস্থলে বিশাল দুইটি চক্ষু, বিরাট উদর এবং প্রকাণ্ড মুখ ছিল।২৯

যদৃচ্ছাক্রমে আসিতে আসিতে সেই রাক্ষস লক্ষ্মণকে ধরিয়া ফেলিল। হে ভারত! তখন লক্ষ্মণ তৎক্ষণাৎ বিষাদগ্রস্ত হইলেন।৩০

লক্ষ্মণ রাক্ষস কর্তৃক আকৃষ্ট হইয়া তাহার মুখের দিকে অবশ হইয়া চলিতে লাগিলেন। তিনি বিষণ্নমুখে রামচন্দ্রের দিকে তাকাইয়া বলিলেন—আমার এই অবস্থা দেখুন।৩১

সীতার হরণ হইল, আমিও এই অসময়ে মরণের মুখে চলিলাম, আপনার রাজ্যচ্যুতি ও পিতার মৃত্যু তো পূর্ব্বেই হইয়াছে।৩২

বৈদেহীর সহিত অযোধ্যার পিতৃপুরুষ-পরম্পরাগত সিংহাসনে পৃথিবীর সম্রাট্‌রূপে আপনার অভিষেক আমি আর দেখিতে পাইব না।৩৩

যাহারা কুশ, খৈ ও শমী পত্রাদির দ্বারা সিংহাসনে অভিষিক্ত পূজনীয় আপনার মেঘমুক্ত চন্দ্রসদৃশ মুখমণ্ডল দর্শন করিবে, তাহারাই ধন্য।৩৪

ইত্যেবং বদতা তস্য ভুজো রামেণ পাতিতঃ।
খড়্গেন ভৃশতীক্ষ্ণেন নিকৃত্তস্তিলকাণ্ডবৎ ॥৩৭

ততোঽস্য দক্ষিণং বাহুং খড়্গেনাজঘ্নিবান্ বলী।
সৌমিত্রিরপি সম্প্রেক্ষ্য ভ্রাতরং রাঘবং স্থিতম্ ॥৩৮

পুনর্জঘান পার্শ্বে বৈ তদ্ রক্ষো লক্ষ্মণো ভৃশম্।
গতাসুরপতদ্ ভূমৌ কবন্ধঃ সুমহাংস্ততঃ ॥৩৯

তস্য দেহাদ্ বিনিঃসৃত্য পুরুষো দিব্যদর্শনঃ।
দদৃশে দিবমাস্থায় দিবি সূর্য্য ইব জ্বলন্ ॥৪০

পপ্রচ্ছ রামস্তং বাগ্মী কস্ত্বং প্রব্রূহি পৃচ্ছতঃ।
কাময়া কিমিদং চিত্রমাশ্চর্য্যং প্রতিভাতি মে ॥৪১

এইরূপে মতিমান্ লক্ষ্মণ বহু প্রকারে বিলাপ করিতে থাকিলে সঙ্কট অবস্থায়ও স্থিরচিত্তবিশিষ্ট শ্রীরাম তাঁহাকে বলিলেন।৩৫

হে বীরপুরুষ! তুমি বিষণ্ণ হইও না, আমি থাকিতে এই রাক্ষস জীবিত থাকিতে পারে না। তুমি উহার দক্ষিণ বাহু ছেদন কর, আমি ইহার বামবাহু ছেদন করিতেছি।৩৬

এই কথা বলিয়াই শ্রীরাম কবন্ধের বাহু তীক্ষ্ণ খড়্গের দ্বারা তিলবৃক্ষের ডালের ন্যায় অনায়াসে ছেদন করিলেন।৩৭

তারপর বলবান্ সুমিত্রানন্দন লক্ষ্মণও তাহার দক্ষিণ বাহু খড়্গের দ্বারা ছেদন করিলেন। রামচন্দ্রকে সম্মুখে দণ্ডায়মান দেখিয়া লক্ষ্মণ উৎসাহিত হইয়া রাক্ষসের দক্ষিণ পার্শ্বেও খড়্গের দ্বারা ভীষণভাবে আঘাত করিলেন। তখন সেই বিশালশরীরধারী কবন্ধ প্রাণ পরিত্যাগ করিয়া ভূতলে পতিত হইল।৩৮-৩৯

অনন্তর কবন্ধের শরীর হইতে এক দিব্য রূপধারী পুরুষ আবির্ভূত হইয়া আকাশে অবস্থিত

তস্যাচচক্ষে গন্ধর্ব্বো বিশ্বাবসুরহং নৃপ ।
প্রাপ্তো ব্রাহ্মণশাপেন যোনিং রাক্ষসসেবিতাম্ ॥৪
রাবণেন হৃতা সীতা রাজ্ঞা লঙ্কাধিবাসিনা ।
সুগ্রীবমভিগচ্ছস্ব স তে সাহ্যং করিষ্যতি ॥৪৩
এষা পম্পা শিবজলা হংসকারণ্ডবাযুতা ।
ঋষ্যমূকস্য শৈলস্য সন্নিকর্ষে তটাকিনী ॥৪৪
বসতে তত্র সুগ্রীবশ্চতুর্ভিঃ সচিবৈঃ সহ ।
ভ্রাতা বানররাজস্য বালিনো হেমমালিনঃ ॥৪৫
তেন ত্বং সহ সঙ্গম্য দুঃখমূলং নিবেদয় ।
সমানশীলো ভবতঃ সাহায্যং স করিষ্যতি ॥৪৬
এতাবচ্ছক্যমস্মাভির্বক্তুং দ্রষ্টাসি জানকীম্ ।
ধ্রুবং বানররাজস্য বিদিতো রাবণালয়ঃ ॥৪৭
ইত্যুক্ত্বান্তর্হিতো দিব্যঃ পুরুষঃ স মহাপ্রভঃ ।
বিস্ময়ং জগ্মতুশ্চোভৌ প্রবীরৌ রাম-লক্ষ্মণৌ ॥৪৮
ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং
বৈয়াসিক্যাং বনপর্ব্বণি রামোপাখ্যানপর্বণি
কবন্ধহননে একোনাশীত্যধিক-
দ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ ॥২৭৯

হইয়া সূর্য্যের ন্যায় দীপ্তি পাইতে লাগিলেন ।৪০

বাগ্মী শ্রীরাম তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন—আমার নিকট এই ব্যাপার বড়ই আশ্চর্য্য মনে হইতেছে, আপনি স্বেচ্ছায় বলুন ; আপনি কে ?৪১

তখন তিনি বলিলেন,—হে রাজন্! আমি বিশ্বাবসুনামে গন্ধর্ব্ব। আমি ব্রাহ্মণের শাপে এই রাক্ষসযোনি প্রাপ্ত হইয়াছিলাম ।৪২

সীতাদেবীকে লঙ্কাবাসী রাজা রাবণ হরণ করিয়াছে। আপনি সুগ্রীবের নিকট গমন করুন। সে আপনাকে সীতার উদ্ধারে সাহায্য করিবে ।৪৩

এখান হইতে অল্প দূরে হংসকারণ্ডবাদি পক্ষিগণে পরিপূর্ণা পম্পানাম্নী নির্ম্মলজলযুক্তা এক সরোবর আছে ; ঐ সরোবর ঋষ্যমূক পর্ব্বতেরই নিকটে ।৪৪

সুগ্রীব চারিজন বানরসহ সেই পর্ব্বতে বাস করিতেছে। সে সুবর্ণমাল্যপরিহিত বানররাজ বালীরই ছোট ভাই ।৪৫

তাহার কাছে গিয়া আপনি আপনার দুঃখের কারণ বলুন ; সমদুঃখে দুঃখী সেই বানর আপনার সাহায্য করিবে ।৪৬

আমি এই পর্য্যন্ত বলিতে পারি যে, আপনি জানকীর দর্শন পাইবেন। কারণ, বানররাজ সুগ্রীব অবশ্যই রাবণের বাসস্থান জানে ।৪৭

এই বলিয়া সেই মহাতেজস্বী দিব্য পুরুষ সহসাই অন্তর্হিত হইলেন। বীরবর রাম ও লক্ষ্মণ উভয়েই এই দিব্য ব্যাপারে বিস্মিত হইলেন ।৪৮

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের বনপর্ব্বান্তর্গত রামোপাখ্যানপর্ব্বে কবন্ধহননবিষয়ক একোনাশীত্যধিকদ্বিশততম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত ।২৭৯

অশীত্যধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ।

[শ্রীরাম-সুগ্রীবয়োর্মিত্রতা, বালী-সুগ্রীবয়োর্যুদ্ধম্, শ্রীরামেণ বালিনো বধঃ, লঙ্কায়ামশোকবনমধ্যে রাক্ষসীভিঃ সন্ত্রস্তায়ৈ সীতায়ৈ ত্রিজটায়া আশ্বাসদানঞ্চ।]

মার্কণ্ডেয় উবাচ।

ততোঽবিদূরে নলিনীং প্রভূতকমলোৎপলাম্।
সীতাহরণদুঃখার্ত্তঃ পম্পাং রামঃ সমাসদৎ ॥১

মারুতেন সুশীতেন সুখেনামৃতগন্ধিনা।
সেব্যমানো বনে তস্মিন্ জগাম মনসা প্রিয়াম্ ॥২

বিললাপ স রাজেন্দ্রস্তত্র কান্তামনুস্মরন্।
কামবাণাভিসন্তপ্তঃ সৌমিত্রিস্তমথাব্রবীৎ ॥৩

ন ত্বামেবংবিধো ভাবঃ স্প্রষ্টুমর্হতি মানদ।
আত্মবন্তমিব ব্যাধিঃ পুরুষং বৃদ্ধশীলিনম্ ॥৪

প্রবৃত্তিরুপলব্ধা তে বৈদেহ্যা রাবণস্য চ।
তাং ত্বং পুরুষকারেণ বুদ্ধ্যা চৈবোপপাদয় ॥৫

অভিগচ্ছাব সুগ্রীবং শৈলস্থং হরিপুঙ্গবম্।
ময়ি শিষ্যে চ ভৃত্যে চ সহায়ে চ সমাশ্বস ॥৬

এবং বহুবিধৈর্বাক্যৈর্লক্ষ্মণেন স রাঘবঃ।
উক্তঃ প্রকৃতিমাপেদে কার্য্যে চানন্তরোঽভবৎ ॥৭

নিষেব্য বারি পম্পায়াস্তর্পয়িত্বা পিতৄনপি।
প্রতস্থতুরুভৌ বীরৌ ভ্রাতরৌ রাম-লক্ষ্মণৌ ॥৮

অশীত্যধিকদ্বিশততম অধ্যায়।

[রাম ও সুগ্রীবের মিত্রতা, বালী ও সুগ্রীবের যুদ্ধ, শ্রীরাম কর্তৃক বালী বধ, লঙ্কায় অশোক-বন মধ্যে রাক্ষসীগণের দ্বারা ভীতা সীতাকে ত্রিজটার আশ্বাসদান।]

মার্কণ্ডেয় বলিলেন,—তারপর সীতাহরণ-দুঃখে পীড়িত শ্রীরাম অদূরে অবস্থিত, বহু কমল ও উৎপলশোভিতা পম্পা-সরোবরে উপস্থিত হইলেন।১

সুশীতল, সুখকর ও অমৃতগন্ধি বায়ুর স্পর্শ লাভ করিয়া শ্রীরামচন্দ্রের মনে সীতাদেবীর কথা উদিত হইল।২

তখন রাজেন্দ্র শ্রীরাম প্রিয়াকে স্মরণ করত কামবাণে পীড়িত হইয়া বিলাপ করিতে লাগিলেন। লক্ষ্মণ তাঁহাকে তদবস্থ দেখিয়া বলিলেন।৩

মানদ! আপনার ন্যায় জিতেন্দ্রিয় পুরুষের পক্ষে এইরূপ দীনভাব শোভা পায় না। বৃদ্ধের ন্যায় সংযম ও নিয়মের সহিত বর্ত্তমান পুরুষকে কি ব্যাধি কখনও স্পর্শ করিতে পারে?৪

আপনি যখন বৈদেহী ও তাঁহার অপহর্ত্তা রাবণের সংবাদ পাইয়াছেন, তখন নিজ বুদ্ধবলে পুরুষকারের সহায়তায় যাহাতে তাঁহাকে উদ্ধার করা যায়, তাহারই জন্য চেষ্টা করুন।৫

আমরা দুইজনে এখন চিত্রকূট পর্ব্বতের উপরে স্থিত বানরশ্রেষ্ঠ সুগ্রীবের নিকট যাইব। আমি আপনার শিষ্য, ভৃত্য ও সহায়ক; সুতরাং আমি থাকিতে আপনি আশ্বস্ত হউন।৬

লক্ষ্মণের এইরূপ বহুবিধ বাক্যের দ্বারা রঘুনন্দন রামচন্দ্র প্রকৃতিস্থ হইলেন তারপর এবং প্রকৃত কার্য্য সম্পাদনে উদ্যোগী হইলেন।৭

সেই দুই বীর ভ্রাতা রাম ও লক্ষ্মণ পম্পা সরোবরে স্নান করিয়া সেই জলে পিতৃপুরুষের তর্পণ করত সুগ্রীবের উদ্দেশ্যে প্রস্থান করিলেন।৮

তাবৃষ্যমূকমভ্যেত্য বহুমূল-ফল-দ্রুমম্।
গিৰ্য্যগ্রে বানরান্ পঞ্চ বীরৌ দদৃশতুস্তদা ॥৯

সুগ্রীবঃ প্রেষয়ামাস সচিবং বানরং তয়োঃ।
বুদ্ধিমন্তং হনূমন্তং হিমবন্তমিব স্থিতম্ ॥১০

তেন সম্ভাষ্য পূর্ব্বং তৌ সুগ্রীবমভিজগ্মতুঃ।
সখ্যং বানররাজেন চক্রে রামস্তদা নৃপ ॥১১

তদ্ বাসো দর্শয়ামাসুস্তস্য কার্য্যে নিবেদিতে।
বানরাণাস্তু যৎ সীতা হ্রিয়মাণা ব্যপাসৃজৎ ॥১২

তৎ প্রত্যয়করং লব্ধা সুগ্রীবং প্লবগাধিপম্।
পৃথিব্যাং বানরৈশ্বর্য্যে স্বয়ং রামোহভ্যষেচয়ৎ ॥১৩

প্রতিজজ্ঞে চ কাকুৎস্থঃ সমরে বালিনো বধম্।
সুগ্রীবশ্চাপি বৈদেহ্যাঃ পুনরানয়নং নৃপ ॥১৪

ইত্যুক্ত্বা সময়ং কৃত্বা বিশ্বাস্য চ পরস্পরম্।
অভ্যেত্য সর্ব্বে কিষ্কিন্ধ্যাং তস্থুর্যুদ্ধাভিকাঙ্ক্ষিণঃ ॥১৫

সুগ্রীবঃ প্রাপ্য কিষ্কিন্ধ্যাং নানাদৌঘনিভস্বনঃ।
নাস্য তন্মমৃষে বালী তারা তং প্রত্যষেধয়ৎ ॥১৬

যথা নদতি সুগ্রীবো বলবানেষ বানরঃ।
মন্যে চাশ্রয়বান্ প্রাপ্তো ন ত্বং নিষ্ক্রান্তুমর্হসি ॥১৭

হেমমালী ততো বালী তারাং তারাধিপাননাম্।
প্রোবাচ বচনং বাগ্মী তাং বানরপতিঃ পতিঃ ॥১৮

সর্ব্বভূতরুতজ্ঞা ত্বং পশ্য বুদ্ধ্যা সমন্বিতা।
কেন চাশ্রয়বান্ প্রাপ্তো মমৈষ ভ্রাতৃগন্ধিকঃ ॥১৯

চিন্তয়িত্বা মুহূর্ত্তং তু তারা তারাধিপপ্রভা।
পতিমিত্যব্রবীৎ প্রাজ্ঞা শৃণু সর্বং কপীশ্বর ॥২০

সেই দুই বীর-পুরুষ বহু ফলমূলবিশিষ্ট ঋষ্যমূক পর্ব্বতের নিকট গিয়া শিখরদেশে পাঁচটি বানরকে দেখিলেন।৯

সুগ্রীবও হিমালয় পর্ব্বতের ন্যায় গম্ভীরভাবে অবস্থিত ও বুদ্ধিমান্ হনুমান্নামক তাহার সচিব বানরকে শ্রীরামের নিকট প্রেরণ করিল।১০

হনুমানের সহিত কথাবার্ত্তা বলিয়া তাঁহারা উভয়ে সুগ্রীবের নিকট গমন করিলেন। রাজন্! তারপর শ্রীরামচন্দ্র বানররাজ সুগ্রীবের সহিত মিত্রতা-সূত্রে আবদ্ধ হইলেন।১১

রামচন্দ্রের কার্য্যের কথা সুগ্রীবের নিকট বলিলে সুগ্রীব সেই কাপড়খানি তাঁহাকে দেখাইল, যাহা সীতাদেবী অপহৃতা হইবার সময় তাহাদের সম্মুখে ফেলিয়া দিয়াছিলেন।১২

সীতা-অপহরণের বিশ্বাসজনক প্রমাণ পাইয়া শ্রীরাম সুগ্রীবকে পৃথিবীতে সকল বানরের অধিপতির আসনে অভিষেক করিলেন।১৩

রাজন্! শ্রীরামচন্দ্র সুগ্রীবের নিকট বালী-বধের এবং সুগ্রীবও রামের সীতার পুনরানয়নের প্রতিজ্ঞা করিলেন।১৪

এইরূপে প্রতিজ্ঞার দ্বারা উভয়ে উভয়ের বিশ্বাস উৎপাদন করত সকলে যুদ্ধাকাঙ্ক্ষী হইয়া কিষ্কিন্ধ্যায় আসিয়া অবস্থান করিতে লাগিলেন।১৫

সুগ্রীব কিষ্কিন্ধ্যায় আসিয়া মেঘের ন্যায় গর্জ্জন করিতে লাগিল, তাহা শুনিয়া বালী সহ্য করিতে পারিল না। কিন্তু তারা তাহাকে বারণ করিল।১৬

সুগ্রীব যেরূপ গর্জ্জন করিতেছে, তাহাতে মনে হইতেছে সে পূর্ব্ব হইতে অধিক বলবান্ হইয়াছে; সুতরাং তুমি বাহিরে যাইও না।১৭

তখন সুবর্ণমাল্য-পরিহিত তারাপতি বাগ্মী বানররাজ বালী চন্দ্রবদনা তারাকে বলিল।১৮

তুমি সকল প্রাণীরই শব্দকে জান এবং বুদ্ধিমতীও বটে; বল দেখি, এই আমার নামমাত্র ভাইটি কাহার আশ্রয় পাইয়াছে?১৯

হৃতদারো মহাসত্ত্বো রামো দশরথাত্মজঃ।
তুল্যারিমিত্রতাং প্রাপ্তঃ সুগ্রীবেণ ধনুর্দ্ধরঃ ॥২১
ভ্রাতা চাস্য মহাবাহুঃ সৌমিত্রিরপরাজিতঃ।
লক্ষ্মণো নাম মেধাবী স্থিতঃ কার্য্যার্থসিদ্ধয়ে ॥২২

মৈন্দশ্চ দ্বিবিদশ্চাপি হনূমাংশ্চানিলাত্মজঃ।
জাম্ববানৃক্ষরাজশ্চ সুগ্রীবসচিবাঃ স্থিতাঃ ॥২৩
সর্ব্বে হ্যেতে মহাত্মানো বুদ্ধিমন্তো মহাবলাঃ।
অলং তব বিনাশায় রামবীর্য্যবলাশ্রয়াৎ ॥২৪

তস্যাস্তদাক্ষিপ্য বচো হিতমুক্তং কপীশ্বরঃ।
পর্য্যশঙ্কত তামীর্ষুঃ সুগ্রীবগতমানসাম্ ॥২৫

তারাং পরুষমুক্ত্বা তু নির্জ্জগাম গুহামুখাৎ।
স্থিতং মাল্যবতোঽভ্যাসে সুগ্রীবং
সোঽভ্যভাষত ॥২৬
অসকৃৎ ত্বং ময়া পূর্ব্বং নির্জিতো জীবিতপ্রিয়ঃ।
মুক্তো জ্ঞাতিরিতি জ্ঞাত্বা কা ত্বরা মরণে পুনঃ ॥২৭
ইত্যুক্তঃ প্রাহ সুগ্রীবো ভ্রাতরং হেতুমদ্ বচঃ।
প্রাপ্তকালমমিত্রঘ্নো রামং সম্বোধয়ন্নিব ॥২৮
হৃতরাজ্যস্য মে রাজন্ হৃতদারস্য চ ত্বয়া।
কিং মে জীবিতসামর্থ্যমিতি বিদ্ধি সমাগতম্ ॥২৯
এবমুক্ত্বা বহুবিধং ততস্তৌ সন্নিপেততুঃ।
সমরে বালি-সুগ্রীবৌ শাল-তাল-শিলায়ুধৌ ॥৩০

চন্দ্রপ্রভাতুল্যা কান্তিমতী বিদুষী তারা এক-মুহূর্ত্ত চিন্তা করিয়া পতিকে বলিল,—"হে কপীশ্বর! তবে শুন।২০

হৃতদার মহাবলী দশরথনন্দন ধনুর্দ্ধর শ্রীরাম সুগ্রীবের সহিত মিত্রতা করিয়াছেন। উভয়েই উভয়ের শত্রুকে নিজের শত্রু এবং উভয়ে উভয়ের মিত্রকে নিজের মিত্ররূপে স্বীকার করিয়া লইয়াছেন।২১

তাঁহার ভাই সুমিত্রানন্দন লক্ষ্মণ মহাবাহু, যুদ্ধে অপরাজিত, মেধাবী এবং রামকার্য্য-সিদ্ধির জন্য সর্ব্বদাই উদ্যত।২২

সুগ্রীবের মৈন্দ, দ্বিবিদ, বায়ুনন্দন হনুমান্ এবং ঋক্ষরাজ (ভল্লুকরাজ) জাম্ববান্—এই চারিজন মন্ত্রী আছে।২৩

ইহারা সকলে মহাত্মা, মহাবলশালী এবং বুদ্ধিমান্। ইহারা সকলে শ্রীরামের বলকে আশ্রয় করিয়া তোমাকে বধ করিতে সমর্থ।২৪

তারা হিতকর বাক্য বলিলেও তাহার কথার উপর আক্ষেপ (নিন্দা) করিয়া বালী বলিতে লাগিল; কারণ, বালীর মনে আশঙ্কা হইয়াছিল যে, তারা সুগ্রীবকে মনে মনে আকাঙ্ক্ষা করে।২৫

তারাকে কর্কশ-বাক্য বলিয়া বালী গুহামুখ হইতে নির্গত হইয়া মাল্যবান্ পর্ব্বতের নিকট গেল এবং সুগ্রীবকে দেখিয়া এইরূপ বলিল।২৬

অনেকবার তোমাকে পরাজিত করিয়া জ্ঞাতি বলিয়া ছাড়িয়া দিয়াছি, তুমিও 'জীবনই অধিক প্রিয়' এইবোধে বাঁচিবার আশায় পলায়ন করিয়াছ। আবার এত তাড়াতাড়ি মরণের ইচ্ছা কেন হইল?২৭

বালী এই কথা বলিলে সুগ্রীব তখন ভাইকে এই যুক্তিযুক্ত কথা এমনভাবে বলিল, যেন সে রামচন্দ্রকেই সম্বোধন করিয়া বলিতেছে।২৮

রাজন্! তুমি আমার রাজ্য অপহরণ করিয়াছ এবং আমার স্ত্রীকে তোমার অধিকারে রাখিয়াছ, সুতরাং আমার আর বাঁচিয়া থাকিয়া কি লাভ? আমার মরাই ভাল। এই মনে করিয়াই আমি আসিয়াছি।২৯

উভৌ জয়তুরন্যোন্যমুভৌ ভূমৌ নিপেততুঃ।
উভৌ ববল্গতুশ্চিত্রং মুষ্টিভিশ্চ নিজঘ্নতুঃ ॥৩১

উভৌ রুধিরসংসিক্তৌ নখদন্তপরিক্ষতৌ।
শুশুভাতে তদা বীরৌ পুষ্পিতাবিব কিংশুকৌ ॥৩২

ন বিশেষস্তয়োর্যুদ্ধে যদা কশ্চন দৃশ্যতে।
সুগ্রীবস্য তদা মালাং হনুমান্ কণ্ঠ আসজৎ ॥৩৩

স মালয়া তদা বীরঃ শুশুভে কণ্ঠসক্তয়া।
শ্রীমানিব মহাশৈলো মলয়ো মেঘমালয়া ॥৩৪

কৃতচিহ্নন্তু সুগ্রীবং রামো দৃষ্ট্বা মহাধনুঃ।
বিচকর্ষ ধনুঃ শ্রেষ্ঠং বালিমুদ্দিশ্য লক্ষ্যবৎ ॥৩৫

বিস্ফারস্তস্য ধনুষো যন্ত্রস্যেব তদা বভৌ।
বিতত্রাস তদা বালী শরণাভিহতোরসি ॥৩৬

এইরূপে বালী ও সুগ্রীব দুইজনে বহুপ্রকার বাগ্‌যুদ্ধ করিয়া শিলা, শাল ও তালবৃক্ষ লইয়া পরস্পর যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইল।৩০

উভয়েই উভয়কে আঘাত করিতে লাগিল এবং উভয়েই আহত হইয়া পড়িতে লাগিল; উভয়েই বিচিত্র গতিতে লাফাইতে লাগিল এবং উভয়ে উভয়কে মুষ্টির দ্বারা আঘাত করিতে লাগিল।৩১

উভয়েই পরস্পরের নখ ও দন্তের আঘাতে রক্তাপ্লুত হইয়া পুষ্পিত কিংশুক- (শাল্মলী) বৃক্ষের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিল।৩২

যখন উভয়ের ভেদ বুঝা যাইতেছিল না, তখন হনুমান্ সুগ্রীবের কণ্ঠে মালা পরাইয়া দিল।৩৩

সেই মালা পরিয়া বীর সুগ্রীব মেঘমালার দ্বারা পরিশোভিত মলয়-পর্ব্বতের ন্যায় শোভা ধারণ করিল।৩৪

মালার দ্বারা সুগ্রীবের চিহ্ন করিয়া দেওয়ায় রামচন্দ্র বালীকে বধ করিবার জন্য তাঁহার মহাধনু

স ভিন্নহৃদয়ো বালী বক্ত্রাচ্ছোণিতমুদ্বমন্।
দদর্শাবস্থিতং রামং ততঃ সৌমিত্রিণা সহ ॥৩৭

গর্হয়িত্বা স কাকুৎস্থং পপাত ভুবি মূর্চ্ছিতঃ।
তারা দদর্শ তং ভূমৌ তারাপতিসমৌজসম্ ॥৩৮

হতে বালিনি সুগ্রীবঃ কিষ্কিন্ধ্যাং প্রত্যপদ্যত।
তাঞ্চ তারাপতিমুখীং তারাং নিপতিতেশ্বরাম্ ॥৩৯

রামস্তু চতুরো মাসান্ পৃষ্ঠে মাল্যবতঃ শুভে।
নিবাসমকরোদ্ ধীমান্ সুগ্রীবেণাভ্যুপস্থিতঃ ॥৪০

রাবণোঽপি পুরীং গত্বা লঙ্কাং কামবলাৎকৃতঃ।
সীতাং নিবেশয়ামাস ভবনে নন্দনোপমে ॥৪১

আকর্ষণ করিলেন; যন্ত্রতুল্য সেই ধনুষ্টঙ্কার-শব্দে বালী ভীত হইল এবং সহসাই বক্ষে রাম-শরে বিদ্ধ হইল।৩৫-৩৬

বালীর বক্ষঃস্থল বিদীর্ণ হওয়ায় সে মুখ দিয়া রক্তবমন করিতে করিতে লক্ষ্মণের সহিত শ্রীরামচন্দ্রকে দেখিতে পাইল।৩৭

বালী রামকে (গুপ্তভাবে আঘাত করিবার জন্য) ভর্ৎসনা করিতে করিতে মূর্চ্ছিত হইয়া ভূতলে পতিত হইল। তখন তারা আসিয়া চন্দ্রসদৃশ তেজস্বী বালীকে ভূতলে পতিত অবস্থায় দেখিল।৩৮

বালীর বধ হইলে সুগ্রীব কিষ্কিন্ধ্যানগরী ও অনাথা চন্দ্রমুখী তারা উভয়কেই লাভ করিল।৩৯

রামচন্দ্র বর্ষার চারিমাস মাল্যবান্-পর্ব্বতের সুন্দর পৃষ্ঠভাগে সুগ্রীবকর্তৃক পূজিত হইয়া অবস্থান করিতে লাগিলেন।৪০

এদিকে কামবশে বশীভূত রাবণও লঙ্কায় গিয়া সীতাকে নন্দনবনসদৃশ রমণীয় নিজ ভবনে

অশোকবনিকাভ্যাসে তাপসাশ্রমসন্নিভে।
ভর্তৃস্মরণতন্বঙ্গী তাপসীবেষধারিণী ॥৪২
উপবাসতপঃশীলা তত্রাস পৃথুলেক্ষণা।
উবাস দুঃখবসতিং ফলমূলকৃতাশনা ॥৪৩

দিদেশ রাক্ষসীস্তত্র রক্ষণে রাক্ষসাধিপঃ।
প্রাসাসি-শূল-পরশু-মুদ্গরালাতধারিণীঃ ॥৪৪
দ্ব্যক্ষীং ত্র্যক্ষীং ললাটাক্ষীং দীর্ঘজিহ্বামজিহ্বিকাম্।
ত্রিস্তনীমেকপাদাঞ্চ ত্রিজটামেকলোচনাম্ ॥৪৫
এতাশ্চান্যাশ্চ দীপ্তাক্ষ্যঃ করভোৎকটমূর্দ্ধজাঃ।
পরিবার্য্যাসতে সীতাং দিবারাত্রমতন্দ্রিতাঃ ॥৪৬

তাস্তু তামায়তাপাঙ্গীং পিশাচ্যো দারুণস্বরাঃ।
তর্জয়ন্তি সদা রৌদ্রাঃ পরুষব্যঞ্জনস্বরাঃ ॥৪৭
খাদাম পাটয়ামৈনাং তিলশঃ প্রবিভজ্য তাম্।
যেয়ং ভর্তারমস্মাকমবমন্যেহ জীবতি ॥৪৮
ইত্যেবং পরিভর্ৎসন্তীস্ত্রাস্যমানা পুনঃ পুনঃ।
ভর্তৃশোকসমাবিষ্টা নিঃশ্বস্যেদমুবাচ তাঃ ॥৪৯
আর্য্যাঃ খাদত মাং শীঘ্রং ন মে লোভোঽস্তি জীবিতে।
বিনা তং পুণ্ডরীকাক্ষং নীলকুঞ্চিতমূর্দ্ধজম্ ॥৫০
অপ্যেবাহং নিরাহারা জীবিতপ্রিয়বর্জিতা।
শোষয়িষ্যামি গাত্রাণি ব্যালী তালগতা যথা ॥৫১

লইয়া গেল। সেথায় সীতা তাপস-বেশ ধারণ করত অশোকবনের সন্নিধানে তাপসগণের আশ্রম-সদৃশ শান্তিপূর্ণ স্থানে ভর্তা শ্রীরামচন্দ্রকে সতত স্মরণ করিতে করিতে দুর্বল শরীরে অবস্থান করিতে লাগিলেন।৪১-৪২

আয়তলোচনা সীতা সেখানে উপবাস ও তপস্যায় অভ্যস্ত হইয়া গেলেন। তিনি ফলমূল-মাত্র আহার করিয়া তথায় দুঃখের সহিত বাস করিতে লাগিলেন।৪৩

রাক্ষসরাজ রাবণ সীতার রক্ষণাবেক্ষণের বহু রাক্ষসী নিযুক্ত করিল; তাহারা প্রাস, অসি, শূল, কুঠার, মুদ্গর ও অলাত প্রভৃতি অস্ত্র ধারণ করিয়া তাঁহাকে রক্ষা করিতে লাগিল। তাহাদের মধ্যে কাহারও দুইটি চোখ, কাহারও বা তিনটি চোখ, কাহারও বা ললাটের উপর একটি চোখ; কাহারও বা জিহ্বা, কাহারও বা জিহ্বাই নাই; কাহারও তিনটি স্তন, কাহারও একটি পা, কাহারও তিনটি জটা, আবার কাহারও বা একটিমাত্র চোখ।৪৫

এইরূপ আরও দীপ্তচক্ষু ও উটের ন্যায় দীর্ঘ ও কর্কশ কেশবিশিষ্ট রাক্ষসীগণ সীতাকে ঘিরিয়া দিনরাত অনলসভাবে পাহারা দিত।৪৬

সেই পিশাচীসদৃশী দারুণ কর্কশস্বরবিশিষ্টা ভয়ঙ্করা রাক্ষসী সদা কটু-ভাষায় আয়তলোচনা সীতাকে তর্জ্জন করিত।৪৭

এই নারী আমাদের ভর্তা রাবণকে অবজ্ঞা করিয়া এখানে বাঁচিয়া রহিয়াছে, সুতরাং ইহাকে টুক্‌রা টুক্‌রা করিয়া ভাগ করত খাইয়া ফেলিব।৪৮

উঁহাদের তাদৃশ কঠোর-ভাষায় তর্জ্জনে ভীতা হইয়া পতিশোকে কাতরা সীতা দীর্ঘ-নিঃশ্বাস পরিত্যাগ করিতে করিতে তাহাদিগকে বলিয়াছিলেন।৪৯

হে সভ্যাবৃন্দ! তোমরা আমাকে সত্বর খাইয়াই ফেল, সেই কমললোচন শ্রীরামকে হারাইয়া আমার বাঁচিয়া থাকিতে বিন্দুমাত্রও ইচ্ছা নাই।৫০

ন ত্বহমভিগচ্ছেয়ং পুমাংসং রাঘবাদৃতে।
ইতি জানীত সত্যং মে ক্রিয়তাং যদনন্তরম্ ॥৫২

তস্যাস্তদ্ বচনং শ্রুত্বা রাক্ষস্যস্তাঃ খরস্বনাঃ।
আখ্যাতুং রাক্ষসেন্দ্রায় জগ্মুস্তৎ সর্বমাদৃতাঃ ॥৫৩

গতাসু তাসু সর্বাসু ত্রিজটা নাম রাক্ষসী।
সান্ত্বয়ামাস বৈদেহীং ধর্মজ্ঞা প্রিয়বাদিনী ॥৫৪

সীতে বক্ষ্যামি তে কিঞ্চিদ্ বিশ্বাসং কুরু মে সখি।
ভয়ং ত্বং ত্যজ বামোরু শৃণু চেদং বচো মম ॥৫৫

অবিন্ধ্যো নাম মেধাবী বৃদ্ধো রাক্ষসপুঙ্গবঃ।
স রামস্য হিতান্বেষী ত্বদর্থে হি স মাবদৎ ॥৫৬

সীতা মদ্বচনাদ্ বাচ্যা সমাশ্বাস্য প্রসাদ্য চ।
ভর্তা তে কুশলী রামো লক্ষ্মণানুগতো বলী ॥৫৭

সখ্যং বানররাজেন শক্রপ্রতিমতেজসা।
কৃতবান্ রাঘবঃ শ্রীমাংস্ত্বদর্থে চ সমুদ্যতঃ ॥৫৮

মা চ তেঽস্তু ভয়ং ভীরু রাবণাল্লোকগর্হিতাৎ।
নলকূবরশাপেন রক্ষিতা হ্যসি নন্দিনি ॥৫৯

শপ্তো হ্যেষ পুরা পাপো বধূং রম্ভাং পরামৃশন্।
ন শক্তোত্যবশাং নারীমুপৈতুমজিতেন্দ্রিয়ঃ ॥৬০

ক্ষিপ্রমেষ্যতি তে ভর্তা সুগ্রীবেণাভিরক্ষিতঃ।
সৌমিত্রিসহিতো ধীমাংস্ত্বাং চেতো
মোক্ষয়িষ্যতি ॥৬১

আমি বরং জীবনের মায়া পরিত্যাগ করিয়া অনাহারে তালবৃক্ষগতা সর্পিণীর ন্যায় শরীরকে শুষ্ক করিয়া ফেলিব, তথাপি রামচন্দ্র ছাড়া অন্য পুরুষকে আমি ভজনা করিব না। এই সত্য কথা জানিয়া তোমরা অতঃপর যাহা ইচ্ছা করিতে পার।৫১-৫২

সীতার কথা শুনিয়া রুক্ষস্বরা রাক্ষসীগণ সেই কথা বলিবার জন্য আদরের সহিত রাক্ষসরাজের কাছে গেল।৫৩

সেই রাক্ষসীগণ সকলে চলিয়া গেলে ত্রিজটা-নাম্নী ধর্ম্মজ্ঞা প্রিয়বাদিনী রাক্ষসী সীতাকে সান্ত্বনা দিতে লাগিল।৫৪

হে সীতে! হে সখি! তোমাকে আমি কিছু বলিব, আমার কথা বিশ্বাস কর। বামোরু! তুমি ভয় পরিত্যাগ কর, আমার এই কথা শুন।৫৫

অবিন্ধ্যনামে এখানে এক বৃদ্ধ শ্রেষ্ঠ রাক্ষস আছে, সে মেধাবী ও রামচন্দ্রের হিতান্বেষী; সে তোমাকে বলিবার জন্য আমাকে এই কথা বলিয়াছে।৫৬

আমার কথায় সীতাকে আশ্বাস দিয়া বলিবে—তোমার পতি বলবান্ শ্রীরাম লক্ষ্মণের সহিত কুশলেই আছেন।৫৭

তোমাকে উদ্ধার করিবার জন্য শ্রীমান্ রাঘব উদ্যোগ আরম্ভ করত ইন্দ্রতুল্য পরাক্রমশালী বানররাজ সুগ্রীবের সহিত সখ্যস্থাপন করিয়াছেন।৫৮

অতএব ভীরু! লোকনিন্দিত রাবণ হইতে তোমার কোন ভয় নাই। হে নন্দিনি! নলকূবের তাহাকে যে শাপ দিয়াছিলেন, তাহাতেই তুমি রক্ষিতা হইতেছ।৫৯

পূর্ব্বে এই পাপী রাবণ নলকূবেরের বধূ ও নিজের পুত্রবধূসদৃশী রম্ভাকে ধর্ষণ করিয়াছিল। তাহাতে নলকূবের তাহাকে শাপ দিয়াছিলেন যে, অজিতেন্দ্রিয় এই রাবণ কোন অবশা (অনিচ্ছুক) নারীকে বলপূর্ব্বক ধর্ষণ করিতে সমর্থ হইবে না অর্থাৎ ধর্ষণের সঙ্গেসঙ্গেই রাবণের মৃত্যু হইবে।৬০

তারপর হইতে রাবণ কোন নারীর উপর বলাৎকার করিতে পারে না। শীঘ্রই তোমার

স্বপ্না হি সুমহাঘোরা দৃষ্টা মেঽনিষ্টদর্শনাঃ।
বিনাশায়াস্য দুর্বুদ্ধেঃ পৌলস্ত্যকুলঘাতিনঃ ॥৬২

দারুণো হ্যেষ দুষ্টাত্মা ক্ষুদ্রকর্মা নিশাচরঃ।
স্বভাবাচ্ছীলদোষেণ সর্বেষাং ভয়বর্দ্ধনঃ ॥৬৩

স্পর্দ্ধতে সর্বদেবৈর্যঃ কালোপহতচেতনঃ।
ময়া বিনাশলিঙ্গানি স্বপ্নে দৃষ্টানি তস্য বৈ ॥৬৪

তৈলাভিষিক্তো বিকচো মজ্জন্ পঙ্কে দশাননঃ।
অসকৃৎ খরযুক্তে তু রথে নৃত্যন্নিব স্থিতঃ ॥৬৫

কুম্ভকর্ণাদয়শ্চেমে নগ্নাঃ পতিতমূর্দ্ধজাঃ।
গচ্ছন্তি দক্ষিণামাশাং রক্তমাল্যানুলেপনাঃ ॥৬৬

শ্বেতাতপত্রঃ সোষ্ণীষঃ শুক্লমাল্যানুলেপনঃ।
শ্বেতপর্বতমারূঢ় এক এব বিভীষণঃ ॥৬৭

সচিবাশ্চাস্য চত্বারঃ শুক্লমাল্যানুলেপনাঃ।
শ্বেতপর্বতমারূঢ়া মোক্ষ্যন্তেঽস্মান্মহাভয়াৎ ॥৬৮

রামস্যাস্ত্রেণ পৃথিবী পরিক্ষিপ্তা সসাগরা।
যশসা পৃথিবীং কৃৎস্নাং পূরয়িষ্যতি তে পতিঃ ॥৬৯

অস্থিসঞ্চয়মারূঢ়ো ভুঞ্জানো মধুপায়সম্।
লক্ষ্মণশ্চ ময়া দৃষ্টো দিধক্ষুঃ সর্বতো দিশম্ ॥৭০

রুদতী রুধিরার্দ্রাঙ্গী ব্যাঘ্রেণ পরিরক্ষিতা।
অসকৃৎ ত্বং ময়া দৃষ্টা গচ্ছন্তী দিশমুত্তরাম্ ॥৭১

ভর্ত্তা ধীমান্ শ্রীরাম সুগ্রীবের দ্বারা রক্ষিত হইয়া লক্ষ্মণের সহিত এখানে আসিয়া তোমাকে মুক্ত করিবেন।৬১

(অবিন্ধ্যের কথা বলিয়া ত্রিজটা এখন নিজের কথা বলিতেছে) আমি এক অতি ঘোরদর্শন অনিষ্টসূচক স্বপ্ন দেখিয়াছি; উহার দ্বারা বুঝা যায় যে, পুলস্ত্যকুলের ঘাতক দুর্ব্বুদ্ধি রাবণের বিনাশ অবশ্যম্ভাবী।৬২

এই দারুণ দুষ্টাত্মা এবং ক্ষুদ্রকর্ম্মকারী রাক্ষস নিজ স্বভাব ও চরিত্র-দোষে সকল লোকের ভয়-বর্দ্ধক হইয়াছে।৬৩

যে রাবণের বুদ্ধি কাল হরণ করিয়াছে এবং যে সকল দেবতার সহিত স্পর্দ্ধা (ঈর্ষা) করে, তাহার বিনাশের সমস্ত চিহ্ন আমি দেখিতে পাইয়াছি।৬৪

রাবণ মুণ্ডিতমস্তকে তৈলস্নাত হইয়া পাঁকে ডুবিতেছে এবং পুনঃপুনঃ গর্দ্দভবাহিত রথে চড়িয়া যেন নৃত্য করিতেছে।৬৫

কুম্ভকর্ণাদি শ্রেষ্ঠ রাক্ষসগণ নগ্ন ও মুণ্ডিত অবস্থায় রক্তবর্ণ চন্দন মাখিয়া রক্তমাল্য ধারণপূর্ব্বক দক্ষিণদিকে যাইতেছে।৬৬

একমাত্র বিভীষণকেই দেখিলাম যে, সে শ্বেতছত্র, শুভ্রমাল্য ও চন্দনে শোভিত হইয়া উষ্ণীষ্-ধারণ করত শ্বেতপর্ব্বতে আরোহণ করিয়া আছে।৬৭

ইহার চারিজন সচিবও শ্বেতমাল্য ও চন্দনে ভূষিত হইয়া শ্বেতপর্ব্বতে আরোহণ করত আমাদিগকে মহাভয় হইতে পরিত্রাণ করিবে।৬৮

শ্রীরামের অস্ত্রে সসাগরা সমস্ত পৃথিবী আচ্ছাদিতা হইয়া গিয়াছে। তোমার পতি নিজ যশে সমস্ত পৃথিবীকে পরিপূরিত করিবেন।৬৯

অস্থিসমূহের রাশির উপরে বসিয়া লক্ষ্মণ দশদিক্ যেন দগ্ধ করিয়াই মধুমিশ্রিত পায়স ভক্ষণ করিতেছেন—এইরূপ আমি স্বপ্ন দেখিয়াছি।৭০

রুধিরলিপ্ত শরীরে ব্যাঘ্রের দ্বারা পরিরক্ষিতা হইয়া তুমি রোদন করিতে করিতে উত্তরদিকে যাইতেছ—ইহা একাধিকবার দেখিয়াছি।৭১

হর্ষমেষ্যসি বৈদেহি ক্ষিপ্রং ভর্ত্রা সমন্বিতা।
রাঘবেণ সহ ভ্রাত্রা সীতে ত্বমচিরাদিব ॥৭২
ইত্যেতন্মৃগশাবাক্ষী তচ্ছ্রুত্বা ত্রিজটাবচঃ।
বভূবাশাবতী বালা পুনর্ভর্তৃসমাগমে ॥৭৩
যাবদভ্যাগতা রৌদ্রাঃ পিশাচ্যস্তাঃ সুদারুণাঃ।
দদৃশুস্তাং ত্রিজটয়া সহাসীনাং যথা পুরা ॥৭৪
ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং
বৈয়াসিক্যাং বনপর্বণি রামোপাখ্যানপর্বণি
ত্রিজটাকৃতসীতাসান্ত্বনে অশীত্যধিক-
দ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ ॥২৮০

হে বিদেহনন্দিনি সীতে! তুমি অবিলম্বে অতি সত্বর ভ্রাতা লক্ষ্মণের সহিত শ্রীরামের সঙ্গে মিলিতা হইয়া আনন্দ লাভ করিবে।৭২

ত্রিজটার মুখে এইসকল কথা শুনিয়া মৃগশাবক-লোচনা সীতা স্বামীর সহিত পুনরায় মিলনের আশা পোষণ করিতে লাগিলেন।৭৩

এই সময়ের মধ্যে অত্যন্ত ক্রূরস্বভাবা ভয়ঙ্করী সেই পিশাচী রাক্ষসীগণ সীতার নিকটে ফিরিয়া আসিয়া দেখিল যে, ত্রিজটা সীতার নিকটে পূর্ব্ববৎই বসিয়া আছে।৭৪

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের বনপর্ব্বান্তর্গত রামোপাখ্যানপর্ব্বে ত্রিজটাকৃতসীতাসান্ত্বনাবিষয়ক অশীত্যধিকদ্বিশততম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।২৮০

একাশীত্যধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ।

[সীতা-রাবণয়োঃ সন্দেশঃ।]

মার্কণ্ডেয় উবাচ।
ততস্তাং ভর্তৃশোকার্তাং দীনাং মলিনবাসসম্।
মণিশেষাভ্যলঙ্কারাং রুদতীঞ্চ পতিব্রতাম্ ॥১
রাক্ষসীভিরুপাস্যন্তীং সমাসীনাং শিলাতলে।
রাবণঃ কামবাণার্তো দদর্শোপসসর্প চ ॥২
দেব-দানব-গন্ধর্ব-যক্ষ-কিম্পুরুষৈর্যুধি।
অজিতোঽশোকবনিকাং যযৌ কন্দর্পপীড়িতঃ ॥৩
দিব্যাম্বরধরঃ শ্রীমান্ সুমৃষ্টমণিকুণ্ডলঃ।
বিচিত্রমাল্যমুকুটো বসন্ত ইব মূর্তিমান্ ॥৪

একাশীত্যধিকদ্বিশততম অধ্যায়।

[সীতা ও রাবণের সংবাদ।]

মার্কণ্ডেয় বলিলেন,—হে যুধিষ্ঠির! অনন্তর পতিশোকার্ত্তা দীনা মলিনবসনা চূড়ামণিমাত্র অলঙ্কারে অলঙ্কৃতা, রোদনপরায়ণা, পতিব্রতা সীতা একদিন শিলাতলে রাক্ষসীগণে পরিবেষ্টিতা হইয়া বসিয়া আছেন, এমন সময় দেব, দানব, গন্ধর্ব্ব, যক্ষ ও কিম্পুরুষগণের দ্বারা যুদ্ধে অপরাজিত রাবণ কামবাণে পীড়িত হইয়া সীতার নিকটে উপস্থিত হইল।১-৩

রাবণের পরিধানে দিব্য বস্ত্র, কর্ণে স্বচ্ছ মণিময় কুণ্ডল এবং মস্তকে বিচিত্র রত্নখচিত মুকুট ও গলদেশে রত্নমাল্য দোদুল্যমান ছিল; তাহাতে রাবণকে সাক্ষাৎ বসন্তের ন্যায় শোভাসম্পন্ন দেখাইতেছিল।৪

ন কল্পবৃক্ষসদৃশো যত্নাদপি বিভূষিতঃ।
শ্মশানচৈত্যদ্রুমবদ্ ভূষিতোঽপি ভয়ঙ্করঃ ॥৫

স তস্যাস্তনুমধ্যায়াঃ সমীপে রজনীচরঃ।
দদৃশে রোহিণীমেত্য শনৈশ্চর ইব গ্রহঃ ॥৬

স তামামন্ত্র্য সুশ্রোণীং পুষ্পকেতুশরাহতঃ।
ইদমিত্যব্রবীদ্ বাক্যং ত্রস্তাং রৌহীমিবাবলাম্ ॥৭

সীতে পর্য্যাপ্তমেতাবৎ কৃতো ভর্ত্তুরনুগ্রহঃ।
প্রসাদং কুরু তন্বঙ্গি ক্রিয়তাং পরিকর্ম তে ॥৮

ভজস্ব মাং বরারোহে মহার্হাভরণাম্বরা।
ভব মে সর্বনারীণামুত্তমা বরবর্ণিনী ॥৯

সন্তি মে দেবকন্যাশ্চ গন্ধর্বাণাঞ্চ যোষিতঃ।
সন্তি দানবকন্যাশ্চ দৈত্যানাং চাপি যোষিতঃ ॥১০

চতুর্দশ পিশাচানাং কোট্যো মে বচনে স্থিতাঃ।
দ্বিস্তাবৎ পুরুষাদানাং রক্ষসাং ভীমকর্মণাম্ ॥১১

ততো মে ত্রিগুণা যক্ষা যে মদ্বচনকারিণঃ।
কেচিদেব ধনাধ্যক্ষং ভ্রাতরং মে সমাশ্রিতাঃ ॥১২

গন্ধর্বাপ্সরসো ভদ্রে মামাপানগতং সদা।
উপতিষ্ঠন্তি বামোরু যথৈব ভ্রাতরং মম ॥১৩

পুত্রোঽহমপি বিপ্রর্ষেঃ সাক্ষাদ্ বিশ্রবসো মুনেঃ।
পঞ্চমো লোকপালানামিতি মে প্রথিতং যশঃ ॥১৪

দিব্যানি ভক্ষ্যভোজ্যানি পানানি বিবিধানি চ।
যথৈব ত্রিদশেশস্য তথৈব মম ভাবিনি ॥১৫

ক্ষীয়তাং দুষ্কৃতং কর্ম বনবাসকৃতং তব।
ভার্য্যা মে ভব সুশ্রোণি যথা মন্দোদরী তথা ॥১৬

সযত্নে বিভূষিত হইলেও রাবণ কল্পবৃক্ষের ন্যায় আনন্দজনক ছিল না; বরং ভূষিত হইয়াও শ্মশানস্থ চৈত্যবৃক্ষের (বটবৃক্ষ) ন্যায় ভয়ঙ্কর দেখাইতেছিল।৫

রাবণ যখন সূক্ষ্ম-কটিসম্পন্না সীতার নিকটে আসিল, তখন রোহিণী নক্ষত্রের নিকটবর্ত্তী শনিগ্রহের ন্যায় তাহাকে দেখাইতেছিল।৬

কামবাণে পীড়িত রাবণ ভীতা মৃগীর ন্যায় ভয়ভীতা সুন্দরী সীতাকে সম্বোধন করিয়া এইরূপ বলিল।৭

হে সীতে! তুমি আজ পর্য্যন্ত পতির উপর যথেষ্ট অনুগ্রহ করিয়াছ; হে কৃশাঙ্গি! আমার উপর প্রসন্ন হও এবং তোমার শৃঙ্গারোচিত বেশভূষা কর।৮

সুন্দরি! তুমি মহামূল্য বস্ত্র ও আভরণে অলঙ্কৃতা হইয়া আমাকে ভজনা কর এবং আমার সমস্ত স্ত্রীগণের মধ্যে তুমি উত্তমা ও সুন্দরী পাটরাণী হইয়া অবস্থান কর।৯

আমার ভবনমধ্যে অনেক দেবকন্যা, দানবকন্যা ও গন্ধর্ব্বগণের যুবতী স্ত্রী এবং দৈত্যগণের রমণী রহিয়াছে।১০

চৌদ্দ কোটি পিশাচ আমার আজ্ঞা পালন করে এবং আটাইশ কোটি অত্যন্ত ভয়ঙ্কর নরভক্ষক রাক্ষস আমার আদেশের অনুগামী।১১

এদেরও তিনগুণ যক্ষ আমার বশীভূত; খুব অল্পসংখ্যক যক্ষই আমার ভ্রাতা ধনপতি কুবেরের অনুবর্ত্তী।১২

হে ভদ্রে! হে বামোরু! আমার মদ্যপানের সময় গন্ধর্ব্ব ও অপ্সরাগণ ভ্রাতার ন্যায় আমার সেবা করে।১৩

আমিও কুবেরের ন্যায় সাক্ষাৎ ব্রহ্মর্ষি বিশ্রবা-মুনির পুত্র। (ইন্দ্র, যম, বরুণ ও কুবের—এই চার লোকপাল ব্যতীত) লোকপালগণের মধ্যে পঞ্চম লোকপালরূপে আমার যশ সর্ব্বত্র।১৪

হে ভাবিনি! দেবরাজের ন্যায় আমিও

ইত্যুক্তা তেন বৈদেহী পরিবৃত্য শুভাননা।
তৃণমন্তরতঃ কৃত্বা তমুবাচ নিশাচরম্ ॥১৭

অশিবেনাতিবামোরুরজস্রং নেত্রবারিণা।
স্তনাবপতিতৌ বালা সংহতাবভিবর্ষতী ॥১৮

উবাচ বাক্যং তং ক্ষুদ্রং বৈদেহী পতিদেবতা।
অসকৃদ্ বদতো বাক্যমীদৃশং রাক্ষসেশ্বর ॥১৯

বিষাদযুক্তমেতত্তে ময়া শ্রুতমভাগ্যয়া।
তদ্ ভদ্রসুখ ভদ্রং তে মানসং বিনিবর্ত্ত্যতাম্ ॥২০

পরদারাস্ম্যলভ্যা চ সততঞ্চ পতিব্রতা।
ন চৈবোপয়িকী ভার্য্যা মানুষী কৃপণা তব ॥২১

দিব্য ভক্ষ্য-ভোজ্যবস্তুসমূহ ও নানাপ্রকার পেয়-রসসমূহ উপভোগ করিয়া থাকি।১৫

সুশ্রোণি! বনবাসজনিত কষ্টদায়ক তোমার পূর্ব্বকৃত দুষ্কর্ম্মের ফলভোগ শেষ হউক। এখন মন্দোদরীর ন্যায় তুমিও আমার পত্নী হও।১৬

রাবণ এই কথা বলিলে পতিকে দেবতারূপে মান্যকারিণী পরম সুন্দর জঙ্ঘাধারা সুশোভিতা, শুভাননা, বিদেহরাজকুমারী সীতা অনবরত প্রবহমাণ এবং রাক্ষসগণের অমঙ্গলসূচক অশ্রুধারা উচ্চ কুচদ্বয় আর্দ্রীকৃত করিতে করিতে মধ্যে একখণ্ড তৃণ রক্ষা করত মুখ ফিরাইয়া সেই নীচ রাক্ষসকে বলিলেন।

হে রাক্ষসেশ্বর! তুমি এইরূপ কথা অনেকবার বলিয়াছ। পুনরায় আমাকে যে এইরূপ কথা শুনিতে হইল, ইহাই আমার দুর্ভাগ্য। তোমার কল্যাণ হউক। ভদ্রসুখ! তোমার মনকে তুমি আমার উপর হইতে সরাইয়া লও।১৭-২০

বিবশাং ধর্ষয়িত্বা চ কাং ত্বং প্রীতিমবাপ্স্যসি।
প্রজাপতিসমো বিপ্রো ব্রহ্মযোনিঃ পিতা তব ॥২২

ন চ পালয়সে ধর্ম্মং লোকপালসমঃ কথম্।
ভ্রাতরং রাজরাজানং মহেশ্বরসখং প্রভুম্ ॥২৩

ধনেশ্বরং ব্যপদিশন্ কথং ত্বিহ ন লজ্জসে।
ইত্যুক্ত্বা প্রারুদৎ সীতা কম্পয়ন্তী পয়োধরৌ ॥২৪

শিরোধরাঞ্চ তন্বঙ্গী মুখং প্রচ্ছাদ্য বাসসা।
তস্যা রুদত্যা ভাবিন্যা দীর্ঘা বেণী সুসংযতা ॥২৫

দদৃশে স্বসিতা স্নিগ্ধা কালী ব্যালীব মূর্দ্ধনি।
শ্রুত্বা তদ্ রাবণো বাক্যং সীতয়োক্তং সুনিষ্ঠুরম্ ॥২৬

আমি পরস্ত্রী এবং সতত পতিব্রতা, সুতরাং আমি তোমার সর্ব্বদাই অলভ্যা; আমি দীনা মানবকন্যা, আমি তোমার ন্যায় নিশাচরের ভার্য্যা হইবার যোগ্যা নহি।২১

আমার ন্যায় বিবশা অবলা নারীকে অপমানিত করিয়া তুমি কি কারিয়া প্রীতিলাভ করিতেছ? তোমার পিতা ব্রাহ্মণ, ব্রহ্মার পুত্র বলিয়া ব্রহ্মারই সদৃশ।২২

তুমি ধর্ম্মকে পালন কর না, তবে তুমি লোকপালতুল্য হইলে কেমন করিয়া? মহেশ্বরের সখা প্রভু ধনপতি কুবের তোমার ভাই—এইরূপ পরিচয় দিতে তোমার লজ্জা হইতেছে না?

এই কথা বলিয়া কৃশশরীরা সীতা রাবণের ভয়ে কম্পিতা হইয়া মুখ ও মস্তক কাপড়ে ঢাকিয়া রোদন করিতে লাগিলেন। সেই সময় ভয়ে কম্পমানা সীতার স্তন দুইটিও কাঁপিতেছিল।

সীতা যখন এইভাবে রোদন করিতেছিলেন, তখন তাঁহার মস্তকে বদ্ধা, স্নিগ্ধা, দীর্ঘা ও অত্যন্ত কৃষ্ণবর্ণা বেণী বিষধর সর্পের ন্যায় দেখাইতেছিল।

প্রত্যাখ্যাতোঽপি দুর্মেধাঃ পুনরেবাব্রবীদ্ বচঃ।
কামমঙ্গানি মে সীতে দুনোতু মকরধ্বজঃ ॥২৭
ন ত্বামকামাং সুশ্রোণীং সমেষ্যে চারুহাসিনীম্।
কিন্নু শক্যং ময়া কর্তুং যৎ ত্বমদ্যাপি মানুষম্ ॥২৮
আহারভূতমস্মাকং রামমেবানুরুধ্যসে ॥২৯
ইত্যুক্ত্বা তামনিন্দ্যাঙ্গীং স রাক্ষসমহেশ্বরঃ।
তত্রৈবান্তর্হিতো ভূত্বা জগামাভিমতাং দিশম্ ॥৩০
রাক্ষসীভিঃ পরিবৃতা বৈদেহী শোককর্শিতা।
সেব্যমানা ত্রিজটয়া তত্রৈব ন্যবসৎ তদা ॥৩১

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং বনপর্ব্বণি রামোপাখ্যানপর্ব্বণি সীতারাবণসংবাদে একাশীত্যধিক-দ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ ॥২৮১

দুর্মতি রাবণ সীতার নিষ্ঠুর কথা শুনিয়া প্রত্যাখ্যাত হইয়া পুনরায় সীতাকে বলিল,—হে সীতে! মদন আমার অঙ্গসমূহ ভীষণভাবে দগ্ধ করিতেছে। কিন্তু তথাপি 'তুমি না ইচ্ছা করিলে' আমি মধুরহাসিনী সুন্দরী যুবতী তোমার সহিত সমাগত হইব না।

আমি এখন কি করিব? তুমি যে এখনও আমাদের আহারস্বরূপ মানুষ রামকেই ভজনা করিতেছ।২৩-২৯

সেই অনবদ্যাঙ্গী সীতাকে এই কথা বলিয়া রাবণ সেখানেই অন্তর্হিত হইয়া নিজ অভীষ্টস্থানে চলিয়া গেল।৩০

রাক্ষসীগণে পরিবেষ্টিতা সীতা ত্রিজটাকর্তৃক সেবিতা হইয়া সেই অশোকবনেই বাস করিতে লাগিলেন।৩১

শ্রীমন্মহর্ষিবেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের বনপর্ব্বান্তর্গত রামোপাখ্যানপর্ব্বে সীতাহরণসংবাদবিষয়ক অশীত্যধিকদ্বিশততম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।২৮১

দ্ব্যশীত্যধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ।

[সুগ্রীবায় শ্রীরামস্য ক্রোধঃ, সীতান্বেষণায় সুগ্রীবেণ বানরাণাং প্রেষণম্, লঙ্কাতঃ প্রত্যাবৃত্য হনুমতো লঙ্কাযাত্রায়া বৃত্তান্তনিবেদনঞ্চ।]

মার্কণ্ডেয় উবাচ।
রাঘবঃ সহসৌমিত্রিঃ সুগ্রীবেণাভিপালিতঃ।
বসন্ মাল্যবতঃ পৃষ্ঠে দদৃশে বিমলং নভঃ ॥১
স দৃষ্ট্বা বিমলে ব্যোম্নি নির্মলং শশলক্ষণম্।
গ্রহ-নক্ষত্র-তারাভিরনুযাতমমিত্রহা ॥২

দ্ব্যশীত্যধিকদ্বিশততম অধ্যায়।

[শ্রীরামের সুগ্রীবের উপর কোপ, সীতান্বেষণে সুগ্রীবকর্তৃক বানরগণের প্রেষণ এবং লঙ্কা হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া হনুমানের লঙ্কাযাত্রার বৃত্তান্ত নিবেদন।]

মার্কণ্ডেয় বলিলেন,—শ্রীরামচন্দ্র লক্ষ্মণের সহিত সুগ্রীবের দ্বারা সেবিত হইয়া মাল্যবান্-পর্ব্বতে বাস করিতে করিতে আকাশ নির্ম্মল হইয়াছে অর্থাৎ শরৎকাল আসিয়াছে দেখিলেন।১

শরৎকালের নির্ম্মল গগনে গ্রহ, নক্ষত্র, তারা পরিবেষ্টিত নির্ম্মল চন্দ্রকে দর্শন করিয়া শত্রুদমন শ্রীরাম তখন পর্ব্বতের উপরে শয়ন করিয়াছেন,

কুমুদোৎপলপদ্মানাং গন্ধমাদায় বায়ুনা।
মহীধরস্থঃ শীতেন সহসা প্রতিবোধিতঃ ॥৩

প্রভাতে লক্ষ্মণং বীরমভ্যভাষত দুর্মনাঃ।
সীতাং সংস্মৃত্য ধর্ম্মাত্মা রুদ্ধাং রাক্ষসবেশ্মনি ॥৪

গচ্ছ লক্ষ্মণ জানীহি কিষ্কিন্ধ্যায়াং কপীশ্বরম্।
প্রমত্তং গ্রাম্যধর্ম্মেষু কৃতঘ্নং স্বার্থপণ্ডিতম্ ॥৫

যোঽসৌ কুলাধমো মূঢ়ো ময়া রাজ্যেঽভিষেচিতঃ
সর্ববানরগোপুচ্ছা যমৃক্ষাশ্চ ভজন্তি বৈ ॥৬

যদর্থং নিহতো বালী ময়া রঘুকুলোদ্বহ।
ত্বয়া সহ মহাবাহো কিষ্কিন্ধ্যোপবনে তদা ॥৭

কৃতঘ্নং তমহং মন্যে বানরাপসদং ভুবি।
যো মামেবংগতো মূঢ়ো ন জানীতেঽদ্য লক্ষ্মণ ॥৮

এমন সময় কুমুদ, উৎপল প্রভৃতি পুষ্পের সুগন্ধবহনকারী শীতল ও সুখস্পর্শ বায়ুদ্বারা তিনি সহসা জাগরিত হইলেন।২-৩

সেই প্রাতঃকালে তাঁহার মনে পড়িয়া গেল যে, সীতা রাক্ষসগৃহে আছেন। তখন ধর্ম্মাত্মা শ্রীরাম বিষণ্ণচিত্তে লক্ষ্মণকে বলিলেন।৪

হে লক্ষ্মণ! তুমি কিষ্কিন্ধ্যায় যাও; দেখ শৃঙ্গারাদি গ্রাম্যরসে আসক্ত স্বার্থপর ও কৃতঘ্ন কপিরাজ সুগ্রীব কি করিতেছে?৫

যে কুলাধমকে আমি রাজ্যে অভিষিক্ত করিয়াছি, সেইজন্য তাহাকে বানর, গোপুচ্ছ ও ভল্লুকগণ ভজনা করিতেছে।৬

রঘুকুলতিলক মহাবাহু লক্ষ্মণ! এই সুগ্রীবের জন্য আমি কিষ্কিন্ধ্যার উপবনে তোমার সহিত মিলিত হইয়া বালীকে বধ করিয়াছি।৭

সেই নীচ বানরকে এখন আমার কৃতঘ্ন বলিয়া মনে হইতেছে। হে লক্ষ্মণ! কেননা, আমার

অসৌ মন্যে ন জানীতে সময়প্রতিপালনম্।
কৃতোপকারং মাং নূনমবমন্যাল্পয়া ধিয়া ॥৯

যদি তাবদনুদ্যুক্তঃ শেতে কামসুখাত্মকঃ।
নেতব্যো বালিমার্গেণ সর্বভূতগতিং ত্বয়া ॥১০

অথাপি ঘটতেঽস্মাকমর্থে বানরপুঙ্গবঃ।
তমাদায়ৈব কাকুৎস্থ ত্বরাবান্ ভব মা চিরম্ ॥১১

ইত্যুক্তো লক্ষ্মণো ভ্রাত্রা গুরুবাক্যহিতে রতঃ।
প্রতস্থে রুচিরং গৃহ্য সমার্গণগুণং ধনুঃ ॥১২

কিষ্কিন্ধ্যাদ্বারমাসাদ্য প্রবিবেশানিবারিতঃ।
সক্রোধ ইতি তং মত্বা রাজা প্রত্যুদ্যযৌ হরিঃ ॥১৩

তং সদারো বিনীতাত্মা সুগ্রীবঃ প্লবগাধিপঃ।
পূজয়া প্রতিজগ্রাহ প্রীয়মাণস্তদর্হয়া ॥১৪

এইরূপ অবস্থার কথা সেই মূর্খ ভুলিয়া গিয়াছে।৮

আমার মনে হয়, সে অল্পবুদ্ধিতাবশতঃ উপকারী আমাকে অবজ্ঞা করত প্রতিজ্ঞাপালনের কথা ভুলিয়া গিয়াছে।৯

যদি সে কোন উদ্যোগ প্রকাশ না করিয়া কামসুখে বশীভূত হইয়া শয়ন করিয়াই থাকে, তবে তাহাকে বালীর পথে সর্ব্বপ্রাণীকে একদিন না একদিন যে গতি লাভ করিতেই হইবে, সেই গতি প্রদান করিবে।১০

লক্ষ্মণ! আর যদি বানররাজ আমার সাহায্য করিতে যত্নবান্ হয়, তবে তাহাকে শীঘ্র আমার কাছে লইয়া আসিবে, বিলম্ব করিবে না।১১

জ্যেষ্ঠ-ভ্রাতা শ্রীরাম এই কথা বলিলে গুরুজনের আজ্ঞা পালনে ও হিতাচরণে তৎপর লক্ষ্মণ তৎক্ষণাৎ গুণযুক্ত সুন্দর ধনুর্ব্বাণ গ্রহণ করত কিষ্কিন্ধ্যার অভিমুখে চলিলেন।১২

তমব্রবীদ্ রামবচঃ সৌমিত্রিরকুতোভয়ঃ।
স তৎ সর্ব্বমশেষেণ শ্রুত্বা প্রহ্বঃ কৃতাঞ্জলিঃ ॥১৫
সভৃত্যদারো রাজেন্দ্র সুগ্রীবো বানরাধিপঃ।
ইদমাহ বচঃ প্রীতো লক্ষ্মণং নরকুঞ্জরম্ ॥১৬
নাস্মি লক্ষ্মণ দুর্ম্মেধা নাকৃতজ্ঞো ন নির্ঘৃণঃ।
শ্রূয়তাং যঃ প্রযত্নো মে সীতা পর্য্যেষণে কৃতঃ ॥১৭
দিশঃ প্রস্থাপিতাঃ সর্ব্বে বিনীতা হরয়ো ময়া।
সর্ব্বেষাঞ্চ কৃতঃ কালো মাসেনাগমনং পুনঃ ॥১৮
যৈরিয়ং সবনা সাদ্রিঃ সপুরা সাগরাম্বরা।
বিচেতব্যা মহী বীর সগ্রাম-নগরাকরা ॥১৯
স মাসঃ পঞ্চরাত্রেণ পূর্ণো ভবিতুমর্হতি।
ততঃ শ্রোষ্যসি রামেণ সহিতঃ সুমহৎ প্রিয়ম্ ॥২০
ইত্যুক্তো লক্ষ্মণস্তেন বানরেন্দ্রেণ ধীমতা।
ত্যক্ত্বা রোষমদীনাত্মা সুগ্রীবং প্রত্যপূজয়ৎ ॥২১
স রামং সহসুগ্রীবো মাল্যবৎ পৃষ্ঠমাস্থিতম্।
অভিগম্যোদয়ং তস্য কার্য্যস্য প্রত্যবেদয়ৎ ॥২২
ইত্যেবং বানরেন্দ্রাস্তে সমাজগ্মুঃ সহস্রশঃ।
দিশস্তিস্রো বিচিত্যাথ ন তু যে দক্ষিণাং গতাঃ ॥২৩
আচখ্যুস্তত্র রামায় মহীং সাগরমেখলাম্।
বিচিতাং ন তু বৈদেহ্যা দর্শনং রাবণস্য বা ॥২৪

কিষ্কিন্ধার দ্বারদেশে কোনরূপ বাধা না পাইয়া তিনি ভিতরে প্রবেশ করিলেন। লক্ষ্মণ ক্রুদ্ধ হইয়া আসিতেছেন, এই সংবাদ পাইয়া রাজা সুগ্রীব তাঁহার প্রত্যুদ্গমনের জন্য অগ্রসর হইল।১৩

পত্নীর সহিত বানররাজ সুগ্রীব বিনীতভাবে যথোচিত পূজা করত তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিল। তখন সুমিত্রানন্দন লক্ষ্মণ অকুতোভয়ে রামচন্দ্রের কথা তাহাকে বলিলেন।

রাজেন্দ্র! সে বিনয় ও নম্রতার সহিত তাঁহার সব কথা শুনিয়া ভার্য্যা ও সেবকগণের সহিত বানররাজ সুগ্রীব করযোড়ে নরশ্রেষ্ঠ লক্ষ্মণকে প্রীতিভরে এই কথা বলিলেন।১৪-১৬

হে লক্ষ্মণ! আমি দুর্ম্মতি, অকৃতজ্ঞ ও নির্দ্দয় নহি। তাহা হইলে আপনি শুনুন, আমি সীতার অন্বেষণের জন্য এপর্য্যন্ত কি করিয়াছি।১৭

আমি চারিদিকে বিনীত বানরগণকে প্রেরণ করিয়াছি এবং পুনরায় তাহাদের ফিরিয়া আসিবার সময় একমাস বাঁধিয়া দিয়াছি।১৮

হে বীর! এই সময়ের মধ্যে তাহাদিগকে পর্ব্বত, পুর, নগর, গ্রাম ও আকরসমূহের সহিত সমুদ্রবসনা এই সমগ্রা পৃথিবীতে অন্বেষণ করিতে হইবে।১৯

তাহাদের নির্দ্দিষ্ট একমাস আর পাঁচ রাত্রিতেই পূর্ণ হইবে; তাহার পরই আপনি রামচন্দ্রের সহিত তাঁহার অত্যন্ত প্রিয় সংবাদ শুনিতে পাইবেন।২০

বুদ্ধিমান্ বানররাজ সুগ্রীব এইরূপ বলিলে উদারহৃদয় লক্ষ্মণ ক্রোধ পরিত্যাগ করিয়া সুগ্রীবকে অভিনন্দিত করিলেন।২১

অনন্তর লক্ষ্মণ সুগ্রীবের সহিত মাল্যবান্-পর্ব্বতের উপরিভাগে অবস্থিত রামচন্দ্রের নিকট আসিয়া সুগ্রীবের উদ্যোগের কথা সব তাঁহাকে নিবেদন করিলেন।২২

তারপর তিনদিক্ হইতে সহস্র সহস্র বানরেন্দ্রগণ সীতান্বেষণ-কার্য্য সমাপ্ত করিয়া ফিরিয়া আসিয়াছে; কেবল দক্ষিণদিকে গত বানরেন্দ্রগণ ফিরে নাই।২৩

তাহারা সকলেই শ্রীরামচন্দ্রের নিকট আসিয়া বলিল যে, আমরা সমুদ্র-পরিবেষ্টিত সমস্ত পৃথিবী খুঁজিয়াও কোথাও সীতাদেবী বা রাবণকে দেখিলাম না।২৪

গতাস্তু দক্ষিণামাশাং যে বৈ বানরপুঙ্গবাঃ
আশাবাংস্তেষু কাকুৎস্থঃ প্রাণানার্ত্তোহভ্যধারয়ৎ ॥২৫

দ্বিমাসোপরমে কালে ব্যতীতে প্লবগাস্ততঃ।
সুগ্রীবমভিগম্যেদং ত্বরিতা বাক্যমব্রুবন্ ॥২৬

রক্ষিতং বালিনা যৎ তৎ স্ফীতং মধুবনং মহৎ।
ত্বয়া চ প্লবগশ্রেষ্ঠ তদ্ ভুঙ্‌ক্তে পবনাত্মজঃ ২৭

বালিপুত্ত্রোঽঙ্গদশ্চৈব যে চান্যে প্লবগর্ষভাঃ।
বিচেতুং দক্ষিণামাশাং রাজন্ প্রস্থাপিতাস্ত্বয়া ॥২৮

তেষামপনয়ং শ্রুত্বা মেনে স কৃতকৃত্যতাম্।
কৃতার্থানাং হি ভৃত্যানামেতদ্ ভবতি চেষ্টিতম্ ॥২৯

স তদ্ রামায় মেধাবী শশংস প্লবগর্ষভঃ।
রামশ্চাপ্যনুমানেন মেনে দৃষ্টাং তু মৈথিলীম্ ॥৩০

হনুমৎপ্রমুখাশ্চাপি বিশ্রান্তাস্তে প্লবঙ্গমাঃ।
অভিজগ্মুর্হরীন্দ্রং তং রাম-লক্ষ্মণসন্নিধৌ ॥৩১

গতিঞ্চ মুখবর্ণঞ্চ দৃষ্ট্বা রামো হনূমতঃ।
অগমৎ প্রত্যয়ং ভূয়ো দৃষ্টা সীতেতি ভারত ॥৩২

হনুমৎপ্রমুখাস্তে তু বানরাঃ পূর্ণমানসাঃ।
প্রণেমুর্বিধিবদ্ রামং সুগ্রীবং লক্ষ্মণং তথা ॥৩৩

তানুবাচাগতান্ রামঃ প্রগৃহ্য সশরং ধনুঃ।
অপি মাং জীবয়িষ্যধ্বমপি বঃ কৃতকৃত্যতা ॥৩৪

অপি রাজ্যমযোধ্যায়াং কারয়িষ্যাম্যহং পুনঃ।
নিহত্য সমরে শত্রূনাহৃত্য জনকাত্মজাম্ ॥৩৫

এ-সংবাদে শ্রীরাম বেদনায় অত্যন্ত আর্ত্ত হইলেন ও দক্ষিণদিকের বানরশ্রেষ্ঠগণ ফিরিয়া না আসায় তাহাদের উপর আশা স্থাপন করিয়াই প্রাণধারণ করিলেন।২৫

দুইমাস অতীত হইলে পর মধুবনরক্ষক বানরগণ সুগ্রীবের নিকট আসিয়া তাহাকে তাড়াতাড়ি এই কথা বলিল।২৬

বানররাজ! বালীর রক্ষিত সমৃদ্ধ মধুবন, যাহা এখন আপনার রক্ষণাবেক্ষণে আছে, হনুমান্ (রাজাজ্ঞা না পাইলেও) ঐ মধুবনের মধু খাইতেছে।২৭

রাজন্! বালিপুত্র অঙ্গদ ও অন্যান্য যেসকল শ্রেষ্ঠ বানরগণ আপনারই আজ্ঞায় দক্ষিণদিকে সীতার অন্বেষণের জন্য গিয়াছিল, তাহারাই মধুবন ভাঙ্গিয়া মধু খাইতেছে।২৮

সুগ্রীব তাহাদের এই অনুচিত-কার্য্যের কথা শুনিয়া বুঝিলেন যে, ইহারা কৃতকৃত্য হইয়া আসিয়াছে। কেননা, কৃতার্থ সেবকগণের আচরণ এইরূপই হইয়া থাকে।২৯

বুদ্ধিমান্ বানররাজ সুগ্রীব এ-কথা রামচন্দ্রের নিকট নিবেদন করিলে রামচন্দ্রও অনুমান করিলেন যে, নিশ্চয়ই উঁহারা মিথিলারাজকুমারী সীতাকে দেখিয়া আসিয়াছে।৩০

ইতিমধ্যে হনুমান্ প্রভৃতি শ্রেষ্ঠ বানরগণ বিশ্রামলাভের পর শ্রীরাম ও লক্ষ্মণের নিকটে অবস্থিত বানররাজ সুগ্রীবের নিকটে আসিল।৩১

ভরতবংশধর যুধিষ্ঠির! হনুমানের গতি ও মুখের বর্ণ দেখিয়াই শ্রীরামচন্দ্র বুঝিলেন যে, সে সীতাকে দেখিয়াছে।৩২

সকল-মনোরথ হইয়া আগত হনুমান্ প্রভৃতি বানরগণ সকলে আসিয়া বিধি অনুসারে রাম, লক্ষ্মণ ও সুগ্রীবকে প্রণাম করিল।৩৩

অমোক্ষয়িত্বা বৈদেহীমহত্বা চ রণে রিপূন্।
হৃতদারোঽবধূতশ্চ নাহং জীবিতুমুৎসহে ॥৩৬

ইত্যুক্তবচনং রামং প্রত্যুবাচানিলাত্মজঃ।
প্রিয়মাখ্যামি তে রাম দৃষ্টা সা জানকী ময়া ॥৩৭

বিচিত্য দক্ষিণামাশাং সপর্বত-বনাকরাম্।
শ্রান্তাঃ কালে ব্যতীতে স্ম দৃষ্টবন্তো মহাগুহাম্ ॥৩৮

প্রবিশামো বয়ং তাং তু বহুযোজনমায়তাম্।
সান্ধকারাং সুবিপিনাং গহনাং কীটসেবিতাম্ ॥৩৯

গত্বা সুমহদধ্বানমাদিত্যস্য প্রভাং ততঃ।
দৃষ্টবন্তঃ স্ম তত্রৈব ভবনং দিব্যমন্তরা ॥৪০

শ্রীরাম ধনুর্ব্বাণ গ্রহণ করত প্রণত সেই বানরগণকে বলিলেন,—তোমরা কি আমাকে জীবনদান করিবে অথবা তোমরা কি কৃতকৃত্য হইয়াছ ?৩৪

আমি কি শত্রুগণকে বধ করত সীতাকে আনিয়া পুনরায় অযোধ্যায় রাজত্ব করিব ?৩৫

বৈদেহীকে উদ্ধার না করিয়া এবং যুদ্ধে শত্রুগণকে বধ না করিয়া ভার্য্যাকে হারাইয়া অবধূত অবস্থায় আমি বাঁচিতে চাহি না।৩৬

শ্রীরামের এই কথা শুনিয়া পবননন্দন হনুমান্ তাঁহাকে বলিল,—হে রাম! আমি আপনার প্রিয় সংবাদ দিব। মা জানকীকে আমি দর্শন করিয়াছি।৩৭

বন, পর্ব্বত ও আকরের সহিত দক্ষিণদিকে সমস্ত দিক্ অন্বেষণ করিয়া যখন আমরা শ্রান্ত হইয়া পড়িলাম ও অনুসন্ধানের জন্য নির্দ্দিষ্ট কাল যখন অতিক্রান্ত হইল, তখন আমরা একটি প্রকাণ্ড গুহা দেখিতে পাই।৩৮

ময়স্য কিল দৈত্যস্য তদাসীদ্ বেশ্ম রাঘব।
তত্র প্রভাবতী নাম তপোঽতপ্যত তাপসী ॥৪১

তয়া দত্তানি ভোজ্যানি পানানি বিবিধানি চ।
ভুক্ত্বা লব্ধবলাঃ সম্যক্ তয়োক্তেন পথা ততঃ ॥৪২

নির্যায় তস্মাদুদ্দেশাৎ পশ্যামো লবণাম্ভসঃ।
সমীপে সহ্য-মলয়ৌ দর্দ্দুরঞ্চ মহাগিরিম্ ॥৪৩

ততো মলয়মারুহ্য পশ্যন্তো বরুণালয়ম্।
বিষণ্ণা ব্যথিতাঃ খিন্না নিরাশা জীবিতে ভৃশম্ ॥৪৪

অনেকশতবিস্তীর্ণং যোজনানাং মহোদধিম্।
তিমি-নক্র-ঝষাবাসং চিন্তয়ন্তঃ সুদুঃখিতাঃ ॥৪৫

আমরা বহুযোজন দীর্ঘ অন্ধকারাচ্ছন্ন ঘন বন ও কীটসমূহে পরিপূর্ণ সেই গুহার মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া বহু দূর পথ যাইবার পর সূর্য্যের আলোক পাইলাম ও সেই আলোকে একটি দিব্য ভবন দেখিতে পাইলাম।৩৯-৪০

হে রঘুনন্দন! সেই ভবনটি ময়দানবের নিবাসস্থান ছিল এবং তথায় প্রভাবতী নামে এক তপস্বী তপস্যা করিতেছিল।৪১

তাঁহার প্রদত্ত ফল, মূল ও অন্যান্য ভোজ্যবস্তুসমূহ ভক্ষণ করিয়া নূতন বল লাভ করত ও তাহারই নির্দ্দিষ্ট পথে চলিয়া আমরা লবণ সমুদ্রতীরে অবস্থিত সহ্য, মলয় ও দর্দ্দুর পর্ব্বত দেখিতে পাইলাম।৪২-৪৩

তারপর মলয় পর্ব্বতে আরোহণ করত সমুদ্র দর্শন করিয়া আমরা অত্যন্ত খিন্ন, বিষণ্ন, ব্যথিত এবং জীবনে নিরাশ হইলাম।৪৪

বহুশতযোজন বিস্তীর্ণ এবং তিমি, মকর ও বড় বড় মৎস্য পরিপূর্ণ মহাসমুদ্র দেখিয়া আমরা চিন্তাকুল হইয়া অত্যন্ত দুঃখিত হইলাম।৪৫

তত্রানশনসঙ্কল্পং কৃত্বাসীনা বয়ং তদা।
ততঃ কথান্তে গৃধ্রস্য জটায়োরভবদ্ কথা ॥৪৬
ততঃ পর্বতশৃঙ্গাভং ঘোররূপং ভয়াবহম্।
পক্ষিণং দৃষ্টবন্তঃ স্ম বৈনতেয়মিবাপরম্ ॥৪৭
সোঽস্মানতর্কয়দ্ ভোক্তুমথাভ্যেত্য বচোঽব্রবীৎ
ভোঃ ক এষ মম ভ্রাতুর্জটায়োঃ কুরুতে কথাম্ ॥৪৮
সম্পাতির্নাম তস্যাহং জ্যেষ্ঠো ভ্রাতা খগাধিপঃ।
অন্যোন্যস্পর্দ্ধয়ারূঢ়াবাবামাদিত্যসংপদম্ ॥৪৯
ততো দগ্ধাবিমৌ পক্ষৌ ন দগ্ধৌ তু জটায়ুষঃ।
তদা মে চিরদৃষ্টঃ স ভ্রাতা গৃধ্রপতিঃ প্রিয়ঃ ॥৫০
নির্দগ্ধপক্ষঃ পতিতো হ্যহমস্মিন্ মহাগিরৌ।
তস্যৈবং বদতোঽস্মাভির্হতো ভ্রাতা নিবেদিতঃ ॥৫১
ব্যসনং ভবতশ্চেদং সংক্ষেপাদ্ বৈ নিবেদিতম্।
স সম্পাতিস্তদা রাজন্ শ্রুত্বা সুমহদপ্রিয়ম্ ॥৫২
বিষণ্ণচেতাঃ পপ্রচ্ছ পুনরস্মানরিন্দম।
কঃ স রামঃ কথং সীতা জটায়ুশ্চ কথং হতঃ ॥৫৩
ইচ্ছামি সর্বমেবৈতচ্ছ্রোতুং প্লবগসত্তমাঃ।
তস্যাহং সর্বমেবৈতদ্ ভবতো ব্যসনাগমম্ ॥৫৪
প্রায়োপবেশনে চৈব হেতুং বিস্তরশোঽক্রবম্।
সোঽস্মানুত্থাপয়ামাস বাক্যেনানেন পক্ষিরাট্ ॥৫৫
রাবণো বিদিতো মহ্যং লঙ্কা চাস্য মহাপুরী।
দৃষ্টা পারে সমুদ্রস্য ত্রিকূটগিরিকন্দরে ॥৫৬
ভবিত্রী তত্র বৈদেহী ন মেঽস্ত্যত্র বিচারণা।
ইতি তস্য বচঃ শ্রুত্বা বয়মুত্থায় সত্বরাঃ ॥৫৭

আমরা তখন অনশনের সঙ্কল্প করিয়া তাহাতে প্রাণ পরিত্যাগ করিবার জন্য উপবেশন করত প্রসঙ্গতঃ জটায়ুর কথা বলিতেছিলাম।৪৬

এমন সময় আমরা পর্ব্বতের শৃঙ্গসদৃশ, ভয়ঙ্কররূপ, ভয়াবহ ও দ্বিতীয় গরুড়ের ন্যায় আকারবিশিষ্ট একটি পক্ষী দেখিতে পাইলাম।৪৭

ঐ পক্ষী আমাদিগকে খাইয়া ফেলিবার কথাই হয়ত ভাবিতেছিল, কিন্তু আমাদের মুখে জটায়ুর কথা শুনিয়া সে বলিল—"কে তোমরা আমার ভাই জটায়ুর কথা বলিতেছ ?৪৮

আমি তাহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা, আমার নাম সম্পাতি, আমরা দুই ভ্রাতা স্পর্দ্ধা করিয়া সূর্য্যের নিকট যাইবার জন্য আকাশে উড়িতেছিলাম।৪৯

এমন সময় ভয়ানক উল্কাপাত হইতে লাগিল ; আমি জটায়ুকে বাঁচাইবার জন্য তাহাকে আমার পাখায় ঢাকিয়া ফেলিলাম। ফলে আমার দুইটি পাখা দগ্ধ হইল, কিন্তু জটায়ুর পাখা দুইটী দগ্ধ হইল না। আমি এই পর্ব্বতে আসিয়া পড়িলাম। সেই সময় হইতে আমি জটায়ুকে আর দেখি নাই।

সে এই কথা বলিলে আমরা তাহাকে জটায়ুর মৃত্যুর কথা বলিলাম এবং সেই সঙ্গে আপনার সঙ্কটের কথাও তাহাকে সংক্ষেপে জানাইলাম।

রাজন্ ! সম্পাতি তখন এই অপ্রিয় সংবাদ শুনিয়া অত্যন্ত বিষণ্ণ হইল। হে শত্রুদমন ! সে পুনরায় আমাদিগকে বলিল—সেই রাম ও সীতা কে এবং জটায়ু কেন হত হইল ?৫০-৫৩

হে বানরশ্রেষ্ঠগণ ! এখন আমি এই সব বৃত্তান্ত শুনিতে ইচ্ছা করি। আমরা তখন বিস্তারিতভাবে আপনার বিপদের কথা এবং আমাদের প্রায়োপবেশনের কারণও বর্ণনা করিলাম। তখন সেই পক্ষিরাজ সম্পাতি এই বাক্যের দ্বারা আমাদিগকে উৎসাহিত করিয়া অনশন হইতে উঠাইল।৫৪-৫৫

রাবণকে আমি জানি এবং আমি তাহার সমুদ্রের পরপারে ত্রিকূটশিখরস্থিত লঙ্কা মহানগরীও দেখিয়াছি।৫৬

সাগরক্রমণে মন্ত্রং মন্ত্রয়ামঃ পরন্তপ ।
নাধ্যবাস্যদ্ যদা কশ্চিৎ সাগরস্য বিলঙ্ঘনম্ ॥৫৮

ততঃ পিতরমাবিশ্য প্লুপ্লুবেহং মহার্ণবম্ ।
শতযোজনবিস্তীর্ণং নিহত্য জলরাক্ষসীম্ ॥৫৯

তত্র সীতা ময়া দৃষ্টা রাবণান্তঃপুরে সতী ।
উপবাসতপঃশীলা ভর্তৃদর্শনলালসা ॥৬০

জটিলা মলদিগ্ধাঙ্গী কৃশা দীনা তপস্বিনী ।
নিমিত্তৈস্তামহং সীতামুপলভ্য পৃথগ্‌বিধৈঃ ॥৬১

উপসৃত্যাব্রুবং চার্য্যামভিগম্য রহোগতাম্ ।
সীতে রামস্য দূতোঽহং বানরো মারুতাত্মজঃ ॥৬২

ত্বদ্দর্শনমভিপ্রেপ্সুরিহ প্রাপ্তো বিহায়সা ।
রাজপুত্রৌ কুশলিনৌ ভ্রাতরৌ রাম-লক্ষ্মণৌ ॥৬৩

সর্বশাখামৃগেন্দ্রেণ সুগ্রীবেণাভিপালিতৌ ।
কুশলং ত্বাব্রবীদ্ রামঃ সীতে সৌমিত্রিণা সহ ॥৬৪

সখিভাবাচ্চ সুগ্রীবঃ কুশলং ত্বানুপৃচ্ছতি ।
ক্ষিপ্রমেষ্যতি তে ভর্ত্তা সর্বশাখামৃগৈঃ সহ ॥৬৫

প্রত্যয়ং কুরু মে দেবি বানরোঽস্মি ন রাক্ষসঃ ।
মুহূর্ত্তমিব চ ধ্যাত্বা সীতা মাং প্রত্যুবাচ হ ॥৬৬

অবৈমি ত্বাং হনূমন্তমবিন্ধ্যবচনাদহম্ ।
অবিন্ধ্যো হি মহাবাহো রাক্ষসো বৃদ্ধসত্তমঃ ॥৬৭

কথিতস্তেন সুগ্রীবস্ত্বদ্বিধৈঃ সচিবৈর্বৃতঃ ।
গম্যতামিতি চোক্ত্বা মাং সীতা প্রাদাদিমিং মণিম্ ॥৬৮

ধারিতা যেন বৈদেহী কালমেতমনিন্দিতা ।
প্রত্যয়ার্থং কথাং চেমাং কথয়ামাস জানকী ॥৬৯

বৈদেহী সেখানেই হইবে, ইহাতে আমার সন্দেহ নাই। শত্রুদমন। তাহার এই কথা শুনিয়া আমরা তাড়াতাড়ি উঠিয়া পড়িলাম এবং সাগর উল্লঙ্ঘনের জন্য মন্ত্রণা করিতে লাগিলাম।

তারপর যখন কেহই সাগর লঙ্ঘন করিতে সাহস করিল না, আমি তখন আমার পিতাকে আশ্রয় করিয়া জলরাক্ষসীকে বধ করত শতযোজন বিস্তীর্ণ সাগর উল্লঙ্ঘন করিলাম ।৫৭-৫৯

আমি সেই লঙ্কাতে রাবণের অন্তঃপুরে সতী সীতাদেবীকে দর্শন করিলাম। যিনি নিজ ভর্তৃদর্শনের লালসায় সর্ব্বদা উপবাস করত তপস্যা করিতেছেন ।৬০

তাঁহাকে জটিলা, মলিনা, কৃশা, দীনা ও তপস্বিনী দেখিয়া ও ভিন্ন ভিন্ন অন্যান্য নানা কারণ দেখিয়া তাঁহাকেই আমি সীতাদেবী বলিয়া নিশ্চয় করিলাম এবং নির্জ্জনে তাঁহার নিকটে বলিলাম—হে দেবী সীতে। আমি রামদূত পবননন্দন হনুমান্‌নামক বানর ।৬১-৬২

আপনাকে দর্শন করিবার জন্যই আমি আকাশ মার্গে এখানে আসিয়াছি। রাজপুত্র শ্রীরাম ও লক্ষ্মণ দুই ভ্রাতা কুশলেই আছেন ।৬৩

দেবি সীতে। সম্পূর্ণ বানরগণের অধীশ্বর সুগ্রীবের দ্বারা সেবিত হইয়া শ্রীরামচন্দ্র লক্ষ্মণের সহিত আপনাকে কুশল জানাইয়াছেন ।৬৪

মিত্রভাবশতঃ সুগ্রীবও আপনার কুশল জিজ্ঞাসা করিয়াছেন। আপনার ভর্ত্তা শ্রীরাম শীঘ্রই সকল বানরের সহিত এখানে আসিবেন ।৬৫

দেবি। আপনি আমার কথায় বিশ্বাস করুন, আমি রাক্ষস নই, আমি বানর। কিছুক্ষণ চিন্তা করিয়া সীতাদেবী আমাকে প্রত্যুত্তরে বলিলেন ।৬৬

হে হনুমন্! আমি এখন তোমাকে বুঝিতে পারিয়াছি। হে মহাবাহো। এখানে অবিন্ধ্য-নামে এক রাক্ষস আছে; সে জ্ঞানিগণের আদরণীয় ।৬৭

সে আমাকে পূর্ব্বেই এই সংবাদ দিয়াছে যে, তোমার ন্যায় বানরগণের দ্বারা পরিবৃত সুগ্রীব শ্রীরামচন্দ্রের মিত্র হইয়াছে। আচ্ছা, তুমি এখন

ক্ষিপ্তামিষীকাং কাকায় চিত্রকূটে মহাগিরৌ।
ভবতা পুরুষব্যাঘ্র প্রত্যভিজ্ঞানকারণাৎ ॥৭০
(একাক্ষিবিকলঃ কাকঃ সুদুষ্টাত্মা কৃতশ্চ বৈ।)
গ্রাহয়িত্বাহমাত্মানং ততো দগ্ধ্বা চ তাং পুরীম্।
সম্প্রাপ্ত ইতি তং রামঃ প্রিয়বাদিনমার্চয়ৎ ॥৭১

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং বনপর্ব্বণি রামোপাখ্যান-পর্ব্বণি হনুমৎপ্রত্যাগমনে দ্ব্যশীত্যধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ ॥২৮২

যাইতে পার, এই বলিয়া এই চূড়ামণি আপনাকে দিবার জন্য দিয়াছেন।৬৮

ঐ চূড়ামণি তিনি এই উদ্দেশ্যেই এতদিনও ধারণ করিয়া রাখিয়াছিলেন। জানকীদেবী আপনার বিশ্বাস উৎপাদনের জন্য আর একটি কথা আমাকে বলিতে বলিলেন।৬৯

তিনি বলিলেন,—হে পুরুষব্যাঘ্র! আপনি মহাগিরি কাকের প্রতি ইষীকা নিক্ষেপ করিয়া তাহার একচক্ষু বিনাশ করিয়াছিলেন। কেবল আপনার বিশ্বাস উৎপাদনের জন্য তিনি এই কথা বলিয়াছেন।৭০

তারপর আমি নিজের নাম ঘোষণা করত সমস্ত লঙ্কাপুরীকে দগ্ধ করিয়া তবে এখানে আসিয়াছি। হনুমানের নিকট হইতে নিজের প্রিয়-কথা শুনিয়া শ্রীরামচন্দ্র তাহাকে প্রশংসা করিলেন।৭১

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের বনপর্ব্বান্তর্গত রামোপাখ্যানপর্ব্বে হনুমৎপ্রত্যাগমনবিষয়ক দ্ব্যশীত্যধিকদ্বিশততম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।২৮২

ত্র্যশীত্যধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ।

[বানরসেনাসঙ্ঘটনম্, সেতুনির্ম্মাণম্, বিভীষণস্যাভিষেকঃ, লঙ্কায়াং বানরসেনানাং প্রবেশঃ, রাবণ-সমীপে দূতরূপেণাঙ্গদস্য প্রেষণঞ্চ।]

মার্কণ্ডেয় উবাচ।
ততস্তত্রৈব রামস্য সমাসীনস্য তৈঃ সহ।
সমাজগ্মুঃ কপিশ্রেষ্ঠাঃ সুগ্রীববচনাৎ তদা ॥১
বৃতঃ কোটিসহস্রেণ বানরাণাং তরস্বিনাম্।
শ্বশুরো বালিনঃ শ্রীমান্ সুষেণো রামমভ্যয়াৎ ॥২
কোটীশতবৃতো বাপি গজো গবয় এব চ।
বানরেন্দ্রৌ মহাবীর্য্যৌ পৃথক্ পৃথগদৃশ্যতাম্ ॥৩

ত্র্যশীত্যধিকদ্বিশততম অধ্যায়।

[বানরসেনা সংগঠন, সেতু-নির্ম্মাণ, বিভীষণের অভিষেক, লঙ্কায় বানরসৈন্যের প্রবেশ এবং রাবণের নিকট অঙ্গদকে দূতরূপে প্রেরণ।]

মার্কণ্ডেয় বলিলেন,—তারপর সেইখানেই উপবিষ্ট রামচন্দ্রের সমক্ষেই সুগ্রীবের আদেশে কপিশ্রেষ্ঠগণ সমাগত হইতে লাগিল।১

সর্ব্বাগ্রে বালীর শ্বশুর শ্রীমান্ সুষেণ একহাজার কোটি বেগশালী বানর লইয়া শ্রীরামের নিকট উপস্থিত হইল।২

মহাপরাক্রমী বানররাজ গজ ও গবয় প্রত্যেকে পৃথক্ পৃথক্ ভাবে একশত কোটি বানর লইয়া উপস্থিত হইল।৩

ষষ্টিং কোটিসহস্রাণি প্রকর্ষন্ প্রত্যদৃশ্যত।
গোলাঙ্গূলো মহারাজ গবাক্ষো ভীমদর্শনঃ ॥৪
গন্ধমাদনবাসী তু প্রথিতো গন্ধমাদনঃ।
কোটীশতসহস্রাণি হরীণাং সমকর্ষত ॥৫
পনসো নাম মেধাবী বানরঃ সুমহাবলঃ।
কোটীর্দশ দ্বাদশ চ ত্রিংশৎ পঞ্চ প্রকর্ষতি ॥৬
শ্রীমান্ দধিমুখো নাম হরিবৃদ্ধোঽতিবীর্য্যবান্।
প্রচকর্ষ মহাসৈন্যং হরীণাং ভীমতেজসাম্ ॥৭
কৃষ্ণানাং মুখপুণ্ড্রাণামৃক্ষাণাং ভীমকর্মণাম্।
কোটীশতসহস্রেণ জাম্ববান্ প্রত্যদৃশ্যত ॥৮
এতে চান্যে চ বহবো হরিযূথপযূথপাঃ।
অসংখ্যেয়া মহারাজ সমীয়ু রামকারণাৎ ॥৯

গিরিকূটনিভাঙ্গানাং সিংহানামিব গর্জতাম্।
শ্রূয়তে তুমুলঃ শব্দস্তত্র তত্র প্রধাবতাম্ ॥১০
গিরিকূটনিভাঃ কেচিৎ কেচিন্মহিষসন্নিভাঃ।
শরদভ্রপ্রতীকাশাঃ কেচিদ্ধিঙ্গুলকাননাঃ ॥১১
উৎপতন্তঃ পতন্তশ্চ প্লবমানাশ্চ বানরাঃ।
উদ্ধুন্বন্তোঽপরে রেণূন্ সমাজগ্মুঃ সমন্ততঃ ॥১২
স বানরমহাসৈন্যঃ পূর্ণসাগরসন্নিভঃ।
নিবেশমকরোৎ তত্র সুগ্রীবানুমতে তদা ॥১৩
ততস্তেষু হরীন্দ্রেষু সমাবৃত্তেষু সর্বশঃ।
তিথৌ প্রশস্তে নক্ষত্রে মুহূর্ত্তে চাভিপূজিতে ॥১৪
তেন ব্যূঢেন সৈন্যেন লোকানুদ্বর্ত্তয়ন্নিব।
প্রযযৌ রাঘবঃ শ্রীমান্ সুগ্রীবসহিতস্তদা ॥১৫

মহারাজ! গোলাঙ্গূলজাতীয় ভীমদর্শন গবাক্ষনামক বানর ষাটসহস্র কোটি বানর লইয়া উপস্থিত হইয়াছে দেখা যাইল।৪

গন্ধমাদনপর্ব্বতে নিবাসকারী গন্ধমাদননামক বানর একলক্ষ কোটি বানর লইয়া উপস্থিত হইল।৫

মেধাবী ও মহাবলশালী পনসনামক বানর সাতান্ন কোটি বানরের সহিত আগমন করিল।৬

বানরগণের মধ্যে বৃদ্ধ অথচ মহাপরাক্রমী শ্রীমান্ দধিমুখনামক বানর ভয়ঙ্কর তেজঃসম্পন্ন বিশাল বানরসেনার সহিত সমাগত হইল।৭

জাম্ববান্কে মুখে তিলকাঙ্কিত কৃষ্ণবর্ণ ভয়ঙ্কর পরাক্রমী একলক্ষকোটি ভল্লুকের সহিত উপস্থিত হইতে দেখা যাইল।৮

মহারাজ! এইরূপ অনেক বানরযূথপতিগণেরও যূথপতি বানরগণ অসংখ্য বানর সৈন্যের সহিত শ্রীরামচন্দ্রের সাহায্যার্থে উপস্থিত হইল।৯

পর্ব্বতশৃঙ্গসদৃশ বিশাল আকৃতিবিশিষ্ট বানরগণ সিংহতুল্য গর্জন করিতে করিতে চারিদিকে দৌড়াইতে লাগিল। তাহাতে সেখানে তুমুল শব্দ উত্থিত হইল।১০

কতকগুলি পর্ব্বতশৃঙ্গ-সদৃশ বিশাল, কতকগুলি মহিষের ন্যায় স্থূল ও কৃষ্ণবর্ণ কতকগুলি শরৎকালীন মেঘের ন্যায় শুভ্রবর্ণ এবং অন্য কতকগুলির মুখ হিঙ্গুলের ন্যায় উজ্জ্বল রক্তবর্ণ ছিল।১১

কতকগুলি বানর লাফাইতে লাফাইতে এবং কতকগুলি বানর ধূলি উড়াইতে উড়াইতে তথায় আসিয়া উপস্থিত হইল।১২

পূর্ণসাগরসদৃশ সেই বানর মহাসৈন্য সুগ্রীবের আদেশে মাল্যবান্-পর্ব্বতেরই চারিপার্শ্বে নিবেশ (সৈন্যশিবির) স্থাপন করিল।১৩

তারপর চারিদিক্ হইতে সমস্ত বানরসৈন্য একত্রিত হইলে, প্রশস্ত তিথি, শুভ মুহূর্ত্ত ও উত্তম নক্ষত্র দেখিয়া শ্রীমান্ শ্রীরামচন্দ্র (ও লক্ষ্মণ) সুগ্রীবের সহিত যুদ্ধের জন্য প্রস্থান করিলেন। ব্যূহাকারে রচনাযুক্ত সেই সৈন্যবাহিনীকে দেখিয়া

মুখমাসীৎ তু সৈন্যস্য হনূমান্ মারুতাত্মজঃ।
জঘনং পালয়ামাস সৌমিত্রিরকুতোভয়ঃ ॥১৬

বদ্ধগোধাঙ্গুলিত্রাণৌ রাঘবৌ তত্র জগ্মতুঃ।
বৃতৌ হরিমহামাত্রৈশ্চন্দ্র-সূর্য্যৌ গ্রহৈরিব ॥১৭

প্রবভৌ হরিসৈন্যং তৎ সাল-তাল-শিলায়ুধম্।
সুমহচ্ছালিভবনং যথা সূর্য্যোদয়ং প্রতি ॥১৮

নল-নীলাঙ্গদ-ক্রাথ-মৈন্দ-দ্বিবিদপালিতা।
যযৌ সুমহতী সেনা রাঘবস্যার্থসিদ্ধয়ে ॥১৯

বিবিধেষু প্রশস্তেষু বহুমূলফলেষু চ।
প্রভূতমধুমূলেষু বারিমৎসু শিবেষু চ ॥২০

নিবসন্তী নিরাবাধা তথৈব গিরিসানুষু।
উপায়াদ্ধরিসেনা সা ক্ষারোদমথ সাগরম্ ॥২১

দ্বিতীয়সাগরনিভং তদ্বলং বহুলধ্বজম্
বেলাবনং সমাসাদ্য নিবাসমকরোৎ তদা ॥২২

ততো দাশরথিঃ শ্রীমান্ সুগ্রীবং প্রত্যভাষত।
মধ্যে বানরমুখ্যানাং প্রাপ্তকালমিদং বচঃ ॥২৩

উপায়ঃ কো নু ভবতাং মতঃ সাগরলঙ্ঘনে।
ইয়ং হি মহতী সেনা সাগরশ্চাতিদুস্তরঃ ॥২৪

তত্রান্যে ব্যাহরন্তি স্ম বানরা বহুমানিনঃ।
সমর্থা লঙ্ঘনে সিন্ধোর্ন তু তৎ কৃৎস্নকারকম্ ॥২৫

কেচিন্নৌভির্ব্যবস্যন্তি কেচিচ্চ বিবিধৈঃ প্লবৈঃ।
নেতি রামস্তু তান্ সর্ব্বান্ সান্ত্বয়ন্ প্রত্যভাষত ॥২৬

শতযোজনবিস্তারং ন শক্তাঃ সর্ববানরাঃ।
ক্রান্তুং তোয়নিধিং বীরা নৈষা বো নৈষ্ঠিকী মতিঃ ॥২৭

মনে হইতেছিল যেন তাহারা সমস্ত লোককে সংহার করিবে।১৪-১৫

বানরসৈন্যের সম্মুখভাগ পবননন্দন হনুমান্ এবং উহার পৃষ্ঠভাগ নির্ভীক লক্ষ্মণ রক্ষা করিতে করিয়া লাগিলেন।১৬

গ্রহগণে পরিবৃত চন্দ্র ও সূর্য্যের ন্যায় শ্রীরাম ও লক্ষ্মণ গোধাচর্ম্মনির্ম্মিত অঙ্গুলিত্রাণ (দস্তানা) ধারণ করত বানরমহামন্ত্রিগণে পরিবৃত হইয়া চলিতে লাগিলেন।১৭

সূর্য্যোদয়ের সময় পাকা শালিধানের বিশাল ক্ষেত্রের ন্যায় শাল, তাল, শিলা প্রভৃতি আয়ুধবিশিষ্ট সেই বিশাল বানরসৈন্যবাহিনীকে দেখাইতেছিল।১৮

নল, নীল, অঙ্গদ, ক্রাথ, মৈন্দ ও দ্বিবিদ প্রভৃতির দ্বারা অভিরক্ষিতা সেই সুবিশাল বানরসৈন্যবাহিনী শ্রীরামের কার্য্যসিদ্ধির জন্য চলিতে লাগিল।১৯

বহু মূল, ফল, মধু এবং জলবিশিষ্ট, প্রশস্ত ও মঙ্গলকর উত্তম বিবিধ পর্ব্বতশিখরের নানাস্থানে বিশ্রাম করিতে করিতে সেই বানরসৈন্য বিনা বাধায় লবণ-সাগরের তীরে গিয়া উপস্থিত হইল।২০-২১

দ্বিতীয় মহাসাগরতুল্য সেই বহু ধ্বজ পতাকা-বিশিষ্ট সৈন্য সাগরতীরস্থ বনে গিয়া সেখানে অবস্থান করিল।২২

তখন দশরথনন্দন শ্রীমান্ রামচন্দ্র বানর-মুখ্যগণের মধ্যে বানররাজ সুগ্রীবকে সময়োচিত এই কথা বলিলেন।২৩

এই সাগর লঙ্ঘনের কি উপায় তোমরা চিন্তা করিতেছ? এই সৈন্যবাহিনীও যেমন বিশাল, আবার এই সাগরও তেমনই অতিদুস্তর।২৪

তখন অন্য কতকগুলি অভিমানী বানর বলিল, আমরা তো সাগর লঙ্ঘন করিতে পারি, কিন্তু সকলে তো তাহা করিতে পারিবে না।২৫

কেহ নৌকা কেহ বা ভেলা প্রভৃতির দ্বারা সাগর পার হইবার পরামর্শ দিল, কিন্তু শ্রীরাম তাহাদের সকলকেই ঐ উপায় নিষেধ করত সান্ত্বনা দিয়া বলিলেন।২৬

নাবো ন সন্তি সেনায়া বহ্ব্যস্তারয়িতুং তথা।
বণিজামুপঘাতঞ্চ কথমস্মদ্বিধশ্চরেৎ ॥২৮
বিস্তীর্ণং চৈব নঃ সৈন্যং হন্যাচ্ছিদ্রেণ বৈ পরঃ।
প্লবোড়ুপপ্রতারশ্চ নৈবাত্র মম রোচতে ॥২৯
অহং ত্বিমং জলনিধিং সমারপ্স্যাম্যুপায়তঃ।
প্রতিশেষ্যাম্যুপবসন্ দর্শয়িষ্যতি মাং ততঃ ॥৩০
ন চেদ্ দর্শয়িতা মার্গং ধক্ষ্যাম্যেনমহং ততঃ।
মহাস্ত্রৈরপ্রতিহতৈরত্যগ্নিপবনোজ্জ্বলৈঃ ॥৩১
ইত্যুক্ত্বা সহ সৌমিত্রিরুপস্পৃশ্যাথ রাঘবঃ।
প্রতিশিশ্যে জলনিধিং বিধিবৎ কুশসংস্তরে ॥ ৩২

বীরগণ! শতযোজনবিস্তীর্ণ সাগর পার হইতে সকল বানর পারিবে না; সুতরাং তোমাদের কাহারও পরামর্শ সর্ব্বজনমান্য সিদ্ধান্তরূপে গ্রহণীয় নহে।২৭

এত প্রচুর নৌকাও নাই যাহার দ্বারা সাগর পার হওয়া যাইতে পারে; বণিক্‌গণের সকল নৌকা গ্রহণ করিলে তাহাদের ক্ষতি হইবে; ইহা আমাদের ন্যায় লোক নিজ স্বার্থের জন্য করিতে পারে না।২৮

তাহা ছাড়া নৌকা প্রভৃতির দ্বারা পার হইতে চেষ্টা করিলে আমাদের বিচ্ছিন্ন সৈন্যসমূহকে শত্রুগণ সংহার করিতে পারে, সুতরাং নৌকা বা ভেলায় পার হওয়ার সিদ্ধান্ত আমার রুচিকর নহে।২৯

আমি উপবাস করিয়া সাগরের আরাধনা করিব, যাহাতে তিনি নিশ্চিতই আমাকে দর্শন দিয়া আমাকে পথ করিয়া দিবেন।৩০

যদি তিনি আমাকে দর্শন না দেন, তবে আমি অপ্রতিহত মহাস্ত্রসমূহের দ্বারা অগ্নি প্রজ্বলিত করিয়া সাগরকে শুকাইয়া ফেলিব।৩১

সাগরস্তু ততঃ স্বপ্নে দর্শয়ামাস রাঘবম্।
দেবো নদনদীভর্ত্তা শ্রীমান্ যাদোগণৈর্বৃতঃ ॥৩৩
কৌশল্যামাতরিত্যেবমাভাষ্য মধুরং বচঃ।
ইদমিত্যাহ রত্নানামাকরৈঃ শতশো বৃতঃ ॥৩৪
ব্রূহি কিং তে করোম্যত্র সাহায্যং পুরুষর্ষভ।
ঐক্ষ্বাকো হ্যস্মি তে জ্ঞাতিরিতি রামস্তমব্রবীৎ ॥৩৫
মার্গমিচ্ছামি সৈন্যস্য দত্তং নদনদীপতে।
যেন গত্বা দশগ্রীবং হন্যাং পৌলস্ত্যপাংসনম্ ॥৩৬
যদ্যেবং যাচতো মার্গং ন প্রদাস্যতি মে ভবান্।
শরৈস্ত্বাং শোষয়িষ্যামি দিব্যাস্ত্রপ্রতিমন্ত্রিতৈঃ ॥৩৭

এই বলিয়া লক্ষ্মণের সহিত শ্রীরামচন্দ্র আচমন করত বিধিপূর্ব্বক কুশের শয্যায় শয়ন করিলেন।৩২

তখন নদ-নদীপতি শ্রীমান্ সাগরদেব হিংস্র জলজন্তুগণের দ্বারা পরিবৃত হইয়া স্বপ্নে শ্রীরামকে দর্শন দিলেন।৩৩

শত শত রত্নের আকরে পরিবৃত সেই সাগর কৌশল্যানন্দন বলিয়া শ্রীরামকে সম্বোধন করত এই মধুর বচনে বলিলেন।৩৪

পুরুষশ্রেষ্ঠ! আমি ইক্ষ্বাকুবংশীয় সগরপুত্রগণের দ্বারা পালিত, আমি আপনার জ্ঞাতি। সুতরাং আপনার কি সাহায্য করিব বলুন?৩৫

এই কথা শুনিয়া শ্রীরামচন্দ্র তাঁহাকে বলিলেন। হে নদ-নদীপতে! আমি আমার সৈন্যগণের জন্য আপনার প্রদত্ত পথ চাহিতেছি, যাহাতে সাগর পার হইয়া পুলস্ত্যকুলাঙ্গার রাবণকে বধ করিতে পারি।৩৬

যদি আমি প্রার্থনা করিলেও আমাকে আপনি পথ না দেন, তবে আমি দিব্যাস্ত্রে অভিমন্ত্রিত বাণদ্বারা আপনাকে শোষণ করিব।৩৭

ইত্যেবং ব্রুবতঃ শ্রুত্বা রামস্ত বরুণালয়ঃ।
উবাচ ব্যথিতো বাক্যমিতি বদ্ধাঞ্জলিঃ স্থিতঃ ॥৩৮

নেচ্ছামি প্রতিঘাতং তে নাস্মি বিঘ্নকরস্তব।
শৃণু চেদং বচো রাম শ্রুত্বা কর্ত্তব্যমাচর ॥৩৯

যদি দাস্থামি তে মার্গং সৈন্যস্ত ব্রজতোহহজ্ঞয়া।
অন্যেহপ্যাজ্ঞাপয়িষ্যন্তি মামেবং ধনুষো বলাৎ ॥৪০

অস্তি ত্বত্র নলো নাম বানরঃ শিল্পিসম্মতঃ।
ত্বষ্টুর্দেবস্ত তনয়ো বলবান্ বিশ্বকর্মণঃ ॥৪১

স যৎ কাষ্ঠং তৃণং বাপি শিলাং বা ক্ষেপ্স্যতে ময়ি।
সর্বং তদ্ ধারয়িষ্যামি স তে সেতুর্ভবিষ্যতি ॥৪২

ইত্যুক্ত্বান্তর্হিতে তস্মিন্ রামো নলমুবাচ হ।
কুরু সেতুং সমুদ্রে ত্বং শক্তো হ্যসি মতো মম ॥৪৩

তেনোপায়েন কাকুৎস্থঃ সেতুবন্ধমকারয়ৎ।
দশযোজনবিস্তারমায়তং শতযোজনম্ ॥৪৪

নলসেতুরিতি খ্যাতো যোহদ্যাপি প্রথিতো ভুবি।
রামস্তাজ্ঞাং পুরস্কৃত্য নির্যাতো গিরিসন্নিভঃ ॥৪৫

তত্রস্থং স তু ধর্মাত্মা সমাগচ্ছদ্ বিভীষণঃ।
ভ্রাতা বৈ রাক্ষসেন্দ্রস্ত চতুর্ভিঃ সচিবৈঃ সহ ॥৪৬

প্রতিজগ্রাহ রামস্তং স্বাগতেন মহামনাঃ।
সুগ্রীবস্থ তু শঙ্কাভূৎ প্রণিধিঃ স্যাদিতি স্ম হ ॥৪৭

রাঘবঃ সত্যচেষ্টাভিঃ সম্যক্ চ চরিতেঙ্গিতৈঃ।
যদা তত্ত্বেন তুষ্টোহভূৎ তত এনমপূজয়ৎ ॥৪৮

সর্বরাক্ষসরাজ্যে চাপ্যভ্যষিঞ্চদ্ বিভীষণম্।
চক্রে চ মন্ত্রসচিবং সুহৃদং লক্ষ্মণস্থ চ ॥৪৯

শ্রীরামের এই কথা শুনিয়া সাগর ব্যথিতহৃদয়ে করযোড়ে দাঁড়াইয়া শ্রীরামকে বলিলেন। ৩৮

হে রাম! আমি আপনার ইচ্ছার ব্যাঘাত অথবা আপনার কার্য্যে বিঘ্ন সৃষ্টি করিতে চাহি না। আমি যাহা বলিতেছি, তাহা শুনিয়া আপনার কর্ত্তব্য স্থির করুন। ৩৯

আমি যদি আপনার আদেশে লঙ্কায় গমনকারী আপনার সৈন্যগণকে পথ দিই, তাহা হইলে অন্যেও ধনুর বলে আমার কাছে পথ দিতে আজ্ঞা করিবে। ৪০

আপনার সৈন্যগণের মধ্যে দেবশিল্পী বিশ্বকর্ম্মার পুত্র নল-নামে বলবান্ বানর আছে, সে শিল্পী-দিগের আদরণীয়। ৪১

সে কাষ্ঠ, তৃণ বা শিলা যাহা কিছু আমাতে নিক্ষেপ করিবে, আমি সে সকলই ধারণ করিব। তাহাতে উহাই আপনার জন্য সেতু হইবে। ৪২

এই কথা বলিয়া সাগর অন্তর্হিত হইলে শ্রীরাম নলকে বলিলেন,—তুমি সাগরে সেতু নির্ম্মাণ কর, আমি বিশ্বাস করি, তুমি ইহা করিতে সমর্থ। ৪৩

সেই উপায়ে ককুৎস্থবংশাবতংস শ্রীরাম সাগরে দশযোজন বিস্তীর্ণ ও শতযোজন আয়ত এক সেতু নির্ম্মাণ করিলেন। ৪৪

ঐ সেতু আজও নলসেতু নামে পৃথিবীতে খ্যাত; শ্রীরামের আজ্ঞায় সাগর ঐ পর্ব্বতাকার সেতু নিজ বক্ষে ধারণ করিয়াছেন। ৪৫

সাগর-তীরে অবস্থানকালে রাবণের কনিষ্ঠ-ভ্রাতা ধর্ম্মাত্মা বিভীষণ চারিজন সচিবসহ আগমন করিলেন। ৪৬

সুগ্রীব বিভীষণকে রাবণের প্রতিনিধি (গুপ্তচর) মনে করিয়া আশঙ্কা প্রকাশ করিলেও মহামনস্বী শ্রীরাম তাঁহাকে গ্রহণ করিলেন। ৪৭

শ্রীরামচন্দ্র যখন বিভীষণের সত্যচেষ্টা, সাধু-চরিত্র ও ইঙ্গিতসমূহের দ্বারা তাঁহার মনোভাব

বিভীষণমতে চৈব সোঽত্যক্রামন্মহার্ণবম্ ।
সসৈন্যঃ সেতুনা তেন মাসেনৈব নরাধিপ ॥৫০
ততো গত্বা সমাসাদ্য লঙ্কোদ্যানান্যনেকশঃ ।
ভেদয়ামাস কপিভির্মহান্তি চ বহূনি চ ॥৫১
ততস্তৌ রাবণামাত্যৌ মন্ত্রিণৌ শুক-সারণৌ ।
চরৌ বানররূপেণ তৌ জগ্রাহ বিভীষণঃ ॥৫২
প্রতিপন্নৌ যদা রূপং রাক্ষসং তৌ নিশাচরৌ ।
দর্শয়িত্বা ততঃ সৈন্যং রামঃ পশ্চাদবাসৃজৎ ॥৫৩
নিবেশ্যোপবনে সৈন্যং তৎ পুরঃ প্রাজ্ঞবানরম্ ।
প্রেষয়ামাস দৌত্যেন রাবণস্য ততোঽঙ্গদম্ ॥৫৪

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং বনপর্ব্বণি রামোপাখ্যানপর্ব্বণি সেতুবন্ধনে ত্র্যশীত্যধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ ॥২৮৩

সমীক্ষা করত সন্তুষ্ট হইলেন, তখন তিনি তাঁহাকে অভিনন্দিত করিলেন ।৪৮

অনন্তর তিনি রাক্ষসরাজ্যে বিভীষণকে অভিষিক্ত করিলেন এবং নিজের মন্ত্রণাসচিব ও লক্ষ্মণের সুহৃৎ করিলেন ।৪৯

নরাধিপ ! বিভীষণের পরামর্শানুসারে তিনি সেই সেতুর দ্বারা সসৈন্যে একমাসের মধ্যেই মহাসাগর পার হইলেন ।৫০

তারপর তিনি বানরসৈন্যের সহিত সাগর পার হইয়া (লঙ্কা ঘিরিয়া ফেলিলেন এবং) বানরগণের দ্বারা লঙ্কার উদ্যানসমূহ ছিন্নভিন্ন করিলেন ।৫১

অনন্তর রাবণের দ্বারা প্রেরিত হইয়া শুক ও সারণ নামে তাহার দুই চর রামসৈন্যমধ্যে বানররূপ ধরিয়া প্রবেশ করিলে বিভীষণ তাহাদিগকে চিনিতে পারিয়া ধরিয়া ফেলিলেন ।৫২

যখন রাক্ষসদ্বয় নিজ রূপে প্রকট হইল, তখন শ্রীরাম তাহাদিগকে নিজ (বিপুল) সৈন্যগণকে দেখাইয়া পরে ছাড়িয়া দিলেন ।৫৩

লঙ্কার উপবনে বানরসৈন্যকে সন্নিবেশিত করিয়া শ্রীরাম বুদ্ধিমান্ যুবরাজ অঙ্গদকে দূতরূপে রাবণের নিকট প্রেরণ করিলেন ।৫৪

শ্রীমন্মহর্ষিবেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের বনপর্ব্বান্তর্গত রামোপাখ্যানপর্ব্বে সেতুবন্ধন-বিষয়ক ত্র্যশীত্যধিকদ্বিশততম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত ।২৮৩

চতুরশীত্যধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ।

[রাবণসমীপং গত্বা শ্রীরামসন্দেশং শ্রাবয়িত্বা অঙ্গদস্য প্রত্যাবর্ত্তনম্, রাক্ষসানাং বানরাণাঞ্চ ঘোরসংগ্রামশ্চ।]

মার্কণ্ডেয় উবাচ।

প্রভূতান্নোদকে তস্মিন্ বহুমূলফলে বনে।
সেনাং নিবেশ্য কাকুৎস্থো বিধিবৎ পর্য্যরক্ষত ॥১
রাবণঃ সবিধং চক্রে লঙ্কায়াং শাস্ত্রনির্মিতাম্।
প্রকৃত্যৈব দুরাধর্ষা দৃঢ়প্রাকার-তোরণা ॥২
অগাধতোয়াঃ পরিখা মীন-নক্রসমাকুলাঃ।
বভূবুঃ সপ্ত দুর্দ্ধর্ষাঃ খাদিরৈঃ শঙ্কুভিশ্চিতাঃ ॥৩
কপাটযন্ত্রদুর্দ্ধর্ষা বভূবুঃ সহুড়োপলাঃ।
সাশীবিষঘটাযোধাঃ সসর্জ্জরসপাংসবঃ ॥৪
মুসলালাত-নারাচ-তোমরাসি-পরশ্বধৈঃ।
অন্বিতাশ্চ শতঘ্নীভিঃ সমধূচ্ছিষ্টমুদ্গরাঃ ॥৫
পুরদ্বারেষু সর্ব্বেষু গুল্মাঃ স্থাবর-জঙ্গমাঃ।
বভূবুঃ পত্তিবহুলাঃ প্রভূত-গজবাজিনঃ ॥৬
অঙ্গদস্ত্বথ লঙ্কায়া দ্বারদেশমুপাগতঃ।
বিদিতো রাক্ষসেন্দ্রস্য প্রবিবেশ গতব্যথঃ ॥৭
মধ্যে রাক্ষসকোটীনাং বহ্বীনাং সুমহাবলঃ।
শুশুভে মেঘমালাভিরাদিত্য ইব সংবৃতঃ ॥৮

চতুরশীত্যধিকদ্বিশততম অধ্যায়।

[রাবণের নিকট যাইয়া শ্রীরামের সংবাদ শুনাইয়া অঙ্গদের প্রত্যাবর্ত্তন এবং রাক্ষসগণের ও বানরগণের ঘোর সংগ্রাম।]

মার্কণ্ডেয় বলিলেন,—বহু ফলমূলবিশিষ্ট সেই লঙ্কার উপবনে শ্রীরাম বানরসৈন্যকে সন্নিবেশিত করিয়া যথাবিধি তাহাদিগকে রক্ষা করিতে লাগিলেন।১

এদিকে রাবণ লঙ্কায় শাস্ত্রোক্তপ্রকারে নির্ম্মিত যুদ্ধসামগ্রী সংগ্রহ করিতে লাগিল। লঙ্কার চারিদিকে স্থিত নগরদ্বার অত্যন্ত সুদৃঢ়, সেইজন্য স্বভাবতই উহা দুর্দ্ধর্ষ ছিল, যেখানে আক্রমণকারী শত্রুগণের যাওয়া অত্যন্ত কঠিন ছিল।২

লঙ্কার চারিদিকে গভীর জলবিশিষ্ট এবং মৎস্য, নক্র প্রভৃতি জলজন্তুতে পরিপূর্ণ সাতটি পরিখা ছিল। তাহাদের মধ্যে খদির কাঠের নির্ম্মিত অনেক খুঁটি পোতা ছিল।৩

ঐ পরিখার সংলগ্ন প্রাচীরগুলিতে চারিদিকে বড় বড় লৌহকপাট, ঐ কপাটের সম্মুখে শতঘ্নী প্রভৃতি অস্ত্র এবং উহার উপযুক্তগোলা প্রভৃতি পুঞ্জীকৃত করা ছিল। ঐ পরিখাগুলি বিষধর সর্পসমূহ, দুর্দ্ধর্ষ যোদ্ধৃবৃন্দ, লোহা ও ধূলিতে এমনভাবে পরিপূরিত ছিল যে, ঐগুলিকে পার হইয়া লঙ্কায় প্রবেশ করা অত্যন্ত কঠিন কর্ম্ম ছিল।৪

মুষল, অলাত, নারাচ, তোমর, অসি ও পরশু প্রভৃতি অস্ত্রশস্ত্রে ও মুষ্টিদেশে মোম মাখান মুদ্গর, শতঘ্নী প্রভৃতি মহাস্ত্রসমূহের দ্বারা ঐ পরিখাগুলি সুরক্ষিত ছিল।৫

নগরীর দ্বারসমূহে প্রচ্ছন্নভাবে যুদ্ধ করিবার জন্য বহু সৈন্যবাহিনী নিযুক্ত ছিল। যাহারা একস্থানে অবস্থান মৃত্তিকাস্তূপে করিয়া লতা-গুল্মাদির আড়াল হইতে যুদ্ধ করিত, তাহাদিগকে স্থাবরগুল্ম এবং যাহারা ঘুরিয়া ফিরিয়া আড়াল হইতে যুদ্ধ করিত, তাহাদিগকে জঙ্গমগুল্ম বলা হইত; এইরূপ বহু অশ্বারোহী, গজারোহী ও পদাতিক সৈন্য সর্ব্বদা পাহারায় নিযুক্ত ছিল।৬

অনন্তর রামচন্দ্রকর্ত্তৃক দূতরূপে প্রেরিত হইয়া অঙ্গদ লঙ্কাদ্বারে উপনীত হইল এবং দ্বাররক্ষকগণকে রামদূতরূপে পরিচয় দিলে তাহারা রাবণের অনুমতি লইয়া তাহাকে পথ ছাড়িয়া দিল। অঙ্গদ নিরুদ্বেগে প্রবেশ করিয়া রাবণের সভায় মেঘমালা

স সমাসাদ্য পৌলস্ত্যমমাত্যৈরভিসংবৃতম্ ।
রামসন্দেশমামন্ত্র্য বাগ্মী বক্তুং প্রচক্রমে ॥৯

আহ ত্বাং রাঘবো রাজন্ কোশলেন্দ্রো মহাযশাঃ ।
প্রাপ্তকালমিদং বাক্যং তদাদৎস্ব কুরুষ্ব চ ॥১০

অকৃতাত্মানমাসাদ্য রাজানমনয়ে রতম্ ।
বিনশ্যন্ত্যনয়াবিষ্টা দেশাশ্চ নগরাণি চ ॥১১

ত্বয়ৈকেনাপরাদ্ধং মে সীতামাহরতা বলাৎ ।
বধায়ানপরাদ্ধানামন্যেষাং তদ্ ভবিষ্যতি ॥১২

যে ত্বয়া বল-দর্প ভ্যামাবিষ্টেন বনেচরাঃ ।
ঋষয়ো হিংসিতাঃ পূর্বং দেবাশ্চাপ্যবমানিতাঃ ॥১৩

রাজর্ষয়শ্চ নিহতা রুদত্যশ্চ হৃতাঃ স্ত্রিয়ঃ ।
তদিদং সমনুপ্রাপ্তং ফলং তস্যানয়স্য তে ॥১৪

হন্তাস্মি ত্বাং সহামাত্যৈর্যুধ্যস্ব পুরুষো ভব ।
পশ্য মে ধনুষো বীর্য্যং মানুষস্য নিশাচর ॥১৫

মুচ্যতাং জানকী সীতা ন মে মোক্ষ্যসি কর্হিচিৎ ।
অরাক্ষসমিমং লোকং কর্তাস্মি নিশিতৈঃ শরৈঃ ॥১৬

ইতি তস্য ব্রুবাণস্য দূতস্য পরুষং বচঃ ।
শ্রুত্বা ন মমৃষে রাজা রাবণঃ ক্রোধমূর্চ্ছিতঃ ॥১৭

ইঙ্গিতজ্ঞাস্ততো ভর্ত্তুশ্চত্বারো রজনীচরাঃ ।
চতুর্ষ্বঙ্গেষু জগৃহুঃ শার্দূলমিব পক্ষিণঃ ॥১৮

তাংস্তথাঙ্গেষু সংসক্তানঙ্গদো রজনীচরান্ ।
আদায়ৈব খমুৎপত্য প্রাসাদতলমাবিশৎ ॥১৯

বেগেনোৎপততস্তস্য পেতুস্তে রজনীচরাঃ ।
ভুবি সম্ভিন্নহৃদয়াঃ প্রহারবরপীড়িতাঃ ॥২০

সমাবৃত সূর্য্যের ন্যায় কোটি কোটি রাক্ষসগণে পরিবৃত হইয়া শোভা পাইতে লাগিল ।৭-৮

সে তখন পুলস্ত্যতনয় রাবণকে অমাত্যগণে সমাবৃত দেখিয়া রামচন্দ্রের সংবাদ বাগ্মিতাপূর্ণ ভাষায় বলিতে লাগিল ।৯

হে রাজন্! মহাযশা অযোধ্যাপতি শ্রীরামচন্দ্র তোমাকে সময়োচিত যে কথাগুলি বলিয়াছেন, তাহা বলিতেছি—মনোযোগ দিয়া শুন এবং তদনুসারে কার্য্য কর ।১০

অন্যায় কর্ম্মে নিরত এবং অসংযতাত্মা রাজাকে প্রাপ্ত হইয়া দেশ ও নগরসমূহ অপরাধদুষ্ট হইয়া বিনাশপ্রাপ্ত হয় ।১১

সীতাকে বলপূর্ব্বক অপহরণ করিয়া তুমি একাই আমার অপরাধ করিয়াছ বটে, কিন্তু তোমার অপরাধে বহু অনপরাধী (নির্দ্দোষ) অন্য রাক্ষসগণেরও বিনাশ হইবে ।১২

তুমি যে বল ও দর্পে উন্মত্ত হইয়া পূর্ব্বে বনবাসী ঋষিগণকে বধ করিয়াছ, দেবতাগণকে অবমানিত করিয়াছ, বহু রাজর্ষিকে বধ করিয়াছ এবং ক্রন্দন-পরায়ণা বহু স্ত্রী হরণ করিয়াছ, সেই সমস্ত অত্যাচারের ফল তোমার নিকট আজ উপস্থিত হইয়াছে ।১৩-১৪

হে নিশাচর! তুমি পুরুষের ন্যায় আমার সহিত যুদ্ধ কর, আমি তোমার সমস্ত অমাত্য-সহিত তোমাকে বধ করিব। যদিও আমি মানুষ; তথাপি আজ তুমি আমার ধনুর্ব্বল দেখিতে পাইবে ।১৫

জনকনন্দিনী সীতাকে তুমি মুক্ত করিয়া দাও, নতুবা তুমি আমার হাত হইতে মুক্তি পাইবে না (তোমার মৃত্যু সুনিশ্চিত)। আমি সুতীক্ষ্ণ শরজালের দ্বারা এই লোককে রাক্ষসশূন্য করিব ।১৬

শ্রীরামচন্দ্রের দূতের মুখে এই সব কর্কশ কথা শুনিয়া রাজা রাবণ অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া তাহার কথা সহ্য করিতে পারিল না ।১৭

তখন প্রভুর ইঙ্গিত বুঝিতে সমর্থ চারিজন রাক্ষস

সংসক্তো হর্ম্ম্যশিখরাৎ তস্মাৎ পুনরবাপতৎ।
লঙ্ঘয়িত্বা পুরীং লঙ্কাং সুবেলস্য সমীপতঃ ॥২১
কোশলেন্দ্রমথাগম্য সর্বমাবেদ্য বানরঃ।
বিশশ্রাম স তেজস্বী রাঘবেণাভিনন্দিতঃ ॥২২
ততঃ সর্বাভিসারেণ হরীণাং বাতরংহসাম্।
ভেদয়ামাস লঙ্কায়াঃ প্রাকারং রঘুনন্দনঃ ॥২৩
বিভীষণর্ক্ষাধিপতী পুরস্কৃত্যাথ লক্ষ্মণঃ।
দক্ষিণং নগরদ্বারমবামৃদ্নাদ্ দুরাসদম্ ॥২৪
করভারুণপাণ্ডূনাং হরীণাং যুদ্ধশালিনাম্।
কোটীশতসহস্রেণ লঙ্কামভ্যপতৎ তদা ॥২৫
প্রলম্ববাহূরুকরজঙ্ঘান্তরবিলম্বিনাম্।
ঋক্ষাণাং ধূম্রবর্ণানাং তিস্রঃ কোট্যো ব্যবস্থিতাঃ ॥২৬
উৎপতদ্ভিঃ পতদ্ভিশ্চ নিপতদ্ভিশ্চ বানরৈঃ।
নাদৃশ্যত তদা সূর্য্যো রজসা নাশিতপ্রভঃ ॥২৭
শালিপ্রসূনসদৃশৈঃ শিরীষকুসুমপ্রভৈঃ।
তরুণাদিত্যসদৃশৈঃ শণগৌরৈশ্চ বানরৈঃ ॥২৮
প্রাকারং দদৃশুস্তে তু সমন্তাৎ কপিলীকৃতম্।
রাক্ষসা বিস্মিতা রাজন্ সস্ত্রীবৃদ্ধাঃ সমন্ততঃ ॥২৯
বিভিদুস্তে মণিস্তম্ভান্ কর্ণাট্টশিখরাণি চ।
ভগ্নোন্মথিতশৃঙ্গাণি যন্ত্রাণি চ বিচিক্ষিপুঃ ॥৩০

নিজ আসন হইতে উঠিয়া তৎক্ষণাৎ পক্ষিগণের ব্যাঘ্র-ধারণের ন্যায় অঙ্গদকে ধরিল।১৮

অঙ্গদ সেই ধৃত চারিজন রাক্ষসকে লইয়া আকাশে লাফ দিয়া প্রাসাদের ছাদে পতিত হইল।১৯

বেগের সহিত আকাশে উঠিবার সময় সেই রাক্ষসগণ ভূতলে পতিত হইল এবং প্রবল আঘাতে পীড়িত হইয়া তাহাদের বক্ষ বিদীর্ণ হইয়া যাইল।২০

তারপর ছাদের উপরে স্থিত অঙ্গদ সেই প্রাসাদ-শিখর হইতে পুনরায় লাফ দিল। তাহাতে লঙ্কাপুরী পার হইয়া সুবেলপর্ব্বতের নিকটে উপস্থিত হইল।২১

কোশলপতি শ্রীরামচন্দ্রের নিকট আসিয়া অঙ্গদ সব কথা নিবেদন করিল। তখন শ্রীরাম-কর্তৃক প্রশংসিত হইয়া সেই তেজস্বী অঙ্গদ বিশ্রাম করিতে লাগিল।২২

অনন্তর রঘুনন্দন বায়ুতুল্য বেগশালী সমগ্র বানরসৈন্যবাহিনীকে লঙ্কা অভিমুখে ধাবিত হইবার আদেশ দান করিয়া তাহাদের দ্বারা লঙ্কার প্রাচীর-গুলি ভাঙ্গিয়া তছনছ করিলেন।২৩

বিভীষণ ও জাম্ববান্‌কে লইয়া লক্ষ্মণ লঙ্কার দুরতিক্রমণীয় দক্ষিণদ্বারকে ভাঙ্গিয়া ধূলিতে মিশাইয়া দিলেন।২৪

সেই সময় হস্তীর ন্যায় অরুণ ও পাণ্ডুর বর্ণের যুদ্ধদুর্ম্মদ বানরগণ একলক্ষ কোটি সংখ্যায় লঙ্কার উপরে ঝাঁপাইয়া পড়িল।২৫

অত্যন্ত লম্বা বাহু, উরু, হস্ত ও জঙ্ঘা—এই সবই যাহাদের বিশাল ছিল এবং ধূম্রবর্ণ তিন কোটি ভল্লুক সৈন্য যুদ্ধের জন্য লঙ্কার মধ্যে ব্যূহাকারে অবস্থান করিতে লাগিল।২৬

যুগপৎ সকল বানরসৈন্যের লাফালাফি ও ধ্বস্তাধ্বস্তিতে উত্থিত ধূলিরাশির দ্বারা সূর্য্য প্রভাশূন্য হইয়া পড়ায় তাঁহাকে দেখা যাইল না।২৭

রাজন্! রাক্ষসগণ চারিদিকে স্ত্রী ও বৃদ্ধগণের সহিত বিস্মিত নয়নে দেখিতে লাগিল যে, লঙ্কার প্রাচীরসমূহ শালিধানের পুষ্পতুল্য ও শিরীষ-পুষ্পসদৃশ কান্তিবিশিষ্ট এবং প্রাতঃকালীন সূর্য্যসদৃশ অরুণবর্ণ অসংখ্য বানরে পরিবেষ্টিত কপিলবর্ণ ধারণ করিয়াছে।২৮-২৯

তাহারা মণিময় স্তম্ভসমূহ ও উচ্চ প্রাসাদশ্রেণীর শিখরসমূহ ভাঙ্গিয়া ফেলিল এবং যন্ত্রসমূহ (কামান ও মেশিনগান প্রভৃতি) ভাঙ্গিয়া দূরে নিক্ষেপ করিল।৩০

পরিগৃহ্য শতঘ্নীশ্চ সচক্রাঃ সহুড়োপলাঃ।
চিক্ষিপুর্ভুজবেগেন লঙ্কামধ্যে মহাস্বনাঃ ॥৩১
প্রাকারস্থাশ্চ যে কেচিন্নিশাচরগণাস্তথা।
প্রদুদ্রুবুস্তে শতশঃ কপিভিঃ সমভিদ্রুতাঃ ॥৩২
ততস্তু রাজবচনাদ্ রাক্ষসাঃ কামরূপিণঃ।
নির্যযুর্বিকৃতাকারাঃ সহস্রশতসঙ্ঘশঃ ॥৩৩
শস্ত্রবর্ষাণি বর্ষন্তো দ্রাবয়িত্বা বনৌকসঃ।
প্রাকারং শোভয়ন্তস্তে পরং বিক্রমমাস্থিতাঃ ॥৩৪
স মাষরাশিসদৃশৈর্বভূব ক্ষণদাচরৈঃ।
কৃতো নির্বানরো ভূয়ঃ প্রাকারো ভীমদর্শনৈঃ ॥৩৫
পেতুঃ শূলবিভিন্নাঙ্গা বহবো বানরর্ষভাঃ।
স্তম্ভতোরণভগ্নাশ্চ পেতুস্তত্র নিশাচরাঃ ॥৩৬
কেশাকেশ্যভবদ্ যুদ্ধং রক্ষসাং বানরৈঃ সহ।
নখৈর্দন্তৈশ্চ বীরাণাং খাদতাং বৈ পরস্পরম্ ॥৩৭
নিষ্টনন্তো হ্যুভয়তস্তত্র বানর-রাক্ষসাঃ।
হতা নিপতিতা ভূমৌ ন মুঞ্চন্তি পরস্পরম্ ॥৩৮

রামস্তু শরজালানি ববর্ষ জলদো যথা।
তানি লঙ্কাং সমাসাদ্য জঘ্নুস্তান্ রজনীচরান্ ॥৩৯

সৌমিত্রিরপি নারাচৈর্দৃঢ়ধন্বা জিতক্লমঃ।
আদিশ্যাদিশ্য দুর্গস্থান্ পাতয়ামাস রাক্ষসান্ ॥৪০

ততঃ প্রত্যবহারোঽভূৎ সৈন্যানাং রাঘবাজ্ঞয়া।
কৃতে বিমর্দে লঙ্কায়াং লব্ধলক্ষ্যো জয়োত্তরঃ ॥৪১

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং
বৈয়াসিক্যাং বনপর্বণি রামোপাখ্যানপর্বণি
লঙ্কাপ্রবেশে চতুরশীত্যধিক-
দ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ ॥২৮৪

তাহারা চক্র ও গোলাসমূহের সহিত শতঘ্নীসমূহ উঠাইয়া মহাশব্দে বাহুর বেগে লঙ্কার মধ্যে ছুড়িয়া ফেলিতে লাগিল।৩১

বানরগণের দ্বারা তাড়িত হইয়া প্রাকারস্থিত শত শত নিশাচরগণ পলাইতে লাগিল।৩২

তখন রাক্ষসরাজ রাবণের আদেশে বিকৃতাকার কামরূপী রাক্ষসগণ লক্ষ লক্ষ সংখ্যায় শস্ত্র বর্ষণ করত বানরগণকে তাড়াইয়া বিক্রমের সহিত প্রাচীরে অবস্থান করিতে লাগিল।৩৪

মাষরাশিসদৃশ ধূসরবর্ণ ও ভয়ঙ্কর রাক্ষসগণ পুনরায় লঙ্কার প্রাচীরসমূহকে বানরশূন্য করিয়া ফেলিল।৩৫

যেমন শূলাদি অস্ত্রে ছিন্নাঙ্গ হইয়া অনেক শ্রেষ্ঠ বানর মাটিতে পড়িল, তেমনই স্তম্ভ ও তোরণাদির দ্বারা আহত হইয়া বহু নিশাচরও ভূতলে পতিত হইল।৩৬

বীর রাক্ষস ও বানরগণের পরস্পরের কেশাকেশি (উভয়ে কেশ ধারণপূর্ব্বক) ঘোরতর যুদ্ধ হইতে লাগিল। তখন তাহারা পরস্পর পরস্পরকে নখ ও দন্তের দ্বারা ছিন্নভিন্ন করিয়া খাইতে লাগিল।৩৭

ভয়ানক শব্দ করত উভয় দিক্ হইতেই বানর ও রাক্ষসগণ পরস্পরকে আঘাত করিয়া মাটিতে পড়িতে লাগিল; কিন্তু কেহ কাহাকেও মৃত্যু না হওয়া পর্য্যন্ত পরিত্যাগ করিল না।৩৮

শ্রীরাম মেঘের শরজাল বর্ষণ করিতে লাগিলেন। ঐ বাণরাজি লঙ্কার মধ্যে প্রবেশ করিয়া বহু রাক্ষসকে সংহার করিল।৩৯

ক্লেশ ও শ্রান্তিবিজয়ী সুদৃঢ় ধনুর্দ্ধর সুমিত্রানন্দনও নিজের পরিচয় দান করিতে করিতে নারাচসমূহের দ্বারা দুর্গস্থ রাক্ষসদিগকে সংহার করিতে লাগিলেন।৪০

এইরূপে ভয়ানক বিনাশকর রাক্ষসগণের সহিত যুদ্ধে শ্রীরামচন্দ্র লক্ষসিদ্ধি বিজয়লাভ করত শ্রীরামের আদেশে বানর সৈন্যগণ শিবিরে প্রত্যাবর্ত্তন করিল।৪১

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের বনপর্ব্বান্তর্গত রামোপাখ্যানপর্ব্বে লঙ্কাপ্রবেশবিষয়ক চতুরশীত্যধিকদ্বিশততম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।২৮৪

পঞ্চাশীত্যধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ

[শ্রীরাম-রাবণসৈন্যানাং যুদ্ধম্।]

মার্কণ্ডেয় উবাচ।

ততো নিবিশমানাংস্তান্ সৈনিকান্ রাবণানুগাঃ।
অভিজগ্মুর্গণানেকে পিশাচ-ক্ষুদ্ররক্ষসাম্ ॥১

পর্বণঃ পতনো জম্ভঃ খরঃ ক্রোধবশো হরিঃ।
প্ররুজশ্চারুজশ্চৈব প্রঘসশ্চৈবমাদয়ঃ ॥২

ততোঽভিপততাং তেষামদৃশ্যানাং দুরাত্মনাম্।
অন্তর্ধানবধং তজ্জশ্চকার স বিভীষণঃ ॥৩

তে দৃশ্যমানা হরিভির্বলিভির্দূরপাতিভিঃ।
নিহতাঃ সর্বশো রাজন্ মহীং জগ্মুর্গতাসবঃ ॥৪

অমৃষ্যমাণঃ সবলো রাবণো নির্যযাবথ।
রাক্ষসানাং বলৈর্ঘোরৈঃ পিশাচানাঞ্চ সংবৃতঃ ॥৫

যুদ্ধশাস্ত্রবিধানজ্ঞ উশনা ইব চাপরঃ।
ব্যূহ্য চৌশনসং ব্যূহং হরীনভ্যবহারয়ৎ ॥৬

রাঘবস্তু বিনির্যান্তং ব্যূঢ়ানীকং দশাননম্।
বার্হস্পত্যং বিধিং কৃত্বা প্রত্যব্যূহন্নিশাচরম্ ॥৭

সমেত্য যুযুধে তত্র ততো রামেণ রাবণঃ।
যুযুধে লক্ষ্মণশ্চাপি তথৈবেন্দ্রজিতা সহ ॥৮

বিরূপাক্ষেণ সুগ্রীবস্তারেণ চ নিখর্বটঃ।
তুণ্ডেন চ নলস্তত্র পটুশঃ পনসেন চ ॥৯

বিষহ্যং যং হি যো মেনে স স তেন সমেয়িবান্।
যুযুধে যুদ্ধবেলায়াং স্ববাহুবলমাশ্রিতঃ ॥১০

পঞ্চাশীত্যধিকদ্বিশততম অধ্যায়।

[শ্রীরাম ও রাবণসৈন্যগণের মধ্য যুদ্ধ)

মার্কণ্ডেয় বলিলেন,—অনন্তর লঙ্কার চতুর্দ্দিকে নিবেশিত বানরসৈন্যের অভিমুখে পিশাচ ও ক্ষুদ্র রাক্ষসগণের একটা দল, যাহার মধ্যে পর্ব্বণ, পতন, জম্ভ, খর, ক্রোধবশ, হরি, প্ররুজ, অরুজ, এবং প্রঘস প্রভৃতি ছিল, তাহারা একসঙ্গে যুগপৎ ধাবিত হইল।১-২

ঐ দুষ্ট রাক্ষসগণ অন্তর্ধানবিদ্যার বলে অদৃশ্য হইয়া আক্রমণ করিতেছিল। বিভীষণ তাহা বুঝিতে পারিয়া তাহাদের অন্তর্ধানশক্তি নষ্ট করিয়া দিল।৩

হে রাজন্! যেমন তাহারা দৃষ্টিগোচর হইল, অমনই বলবান্ বানরগণ দূর হইতে লাফাইয়া তাহাদের উপর পড়িল এবং অল্পক্ষণের মধ্যে তাহারা সকলে নিহত হইল। এইরূপে তাহারা প্রাণ হারাইয়া ভূতলশায়ী হইল।৪

তখন রাবণ ইহা সহ্য করিতে না পারিয়া রাক্ষস পিশাচগণের ভয়ানক সৈন্যবাহিনীর দ্বারা পরিবৃত হইয়া যুদ্ধের জন্য লঙ্কা হইতে বাহির হইল।৫

শুক্রাচার্য্যের ন্যায় যুদ্ধশাস্ত্রাভিজ্ঞ রাবণ ঔশনস ব্যূহ রচনা করিয়া বানরগণকে ঘিরিয়া ফেলিবার উপক্রম করিল।৬

শ্রীরামচন্দ্রও রাবণকে ঔশনস-ব্যূহে সৈন্য সমাবেশিত করিয়া আসিতে দেখিয়া তিনি স্বয়ং সেই রাক্ষসের বিরুদ্ধে বার্হস্পত্য-ব্যূহরূপ ব্যূহ নিজ সৈন্যগণের জন্য রচনা করিলেন।৭

রাবণ যুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিত হইয়া শ্রীরামের সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিল এবং লক্ষ্মণ ইন্দ্রজিতের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন।৮

বিরূপাক্ষের সহিত সুগ্রীব, নিখর্ব্বটের সহিত তার, তুণ্ডের সহিত নল এবং পটুশের সহিত পনস যুদ্ধ করিতে লাগিল।৯

যে নিজেকে যাহার সমান বলিয়া মনে করিল, সে তাহার সহিত নিজ নিজ বাহুবলকে আশ্রয় করিয়া যুদ্ধ করিতে লাগিল।১০

স সম্প্রহারো ববৃধে ভীরূণাং ভয়বর্দ্ধনঃ।
লোমসংহর্ষণো ঘোরঃ পুরা দেবাসুরে যথা ॥১১
রাবণো রামমানর্চ্ছচ্ছক্তিশূলাসিবৃষ্টিভিঃ।
নিশিতৈরায়সৈস্তীক্ষ্ণৈ রাবণং চাপি রাঘবঃ ॥১২
তথৈবেন্দ্রজিতং যত্তং লক্ষ্মণো মর্মভেদিভিঃ।
ইন্দ্রজিচ্চাপি সৌমিত্রিং বিভেদ বহুভিঃ শরৈঃ ॥১৩
বিভীষণঃ প্রহস্তঞ্চ প্রহস্তশ্চ বিভীষণম্।
খগপত্রৈঃ শরৈস্তীক্ষ্ণৈরভ্যবর্ষদ্ গতব্যথঃ ॥১৪
তেষাং বলবতামাসীন্মহাস্ত্রাণাং সমাগমঃ।
বিব্যথুঃ সকলা যেন ত্রয়ো লোকাশ্চরাচরাঃ ॥১৫

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং বনপর্ব্বণি রামোপাখ্যানপর্ব্বণি রামরাবণদ্বন্দ্বযুদ্ধে পঞ্চাশীত্যধিক-দ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ ॥২৮৫

পূর্ব্বকালে সংঘটিত দেবাসুর যুদ্ধের ন্যায় ভীরুগণের ভয়বর্দ্ধন ও লোমহর্ষণ ভয়ানক যুদ্ধ আরম্ভ হইল।১১

রাবণ যেমন শ্রীরামকে শক্তি, শূলাদি বর্ষণ করিতে লাগিল, তেমনই শ্রীরামও লৌহময় তীক্ষ্ণ বাণসমূহের দ্বারা রাবণকে বিদ্ধ করিতে লাগিলেন।১২

লক্ষ্মণ যেমন ইন্দ্রজিৎকে মর্ম্মভেদী বাণসমূহের দ্বারা বিদ্ধ করিতে লাগিলেন, ইন্দ্রজিৎও তেমনই বহু শরের দ্বারা সুমিত্রানন্দন লক্ষ্মণকে বিদ্ধ করিতে লাগিল।১৩

বিভীষণ যেমন প্রহস্তকে, প্রহস্তও তেমনই বিভীষণকে পক্ষীর পালকযুক্ত তীক্ষ্ণ শরসমূহের দ্বারা ব্যথাশূন্য হইয়া প্রহার করিতে লাগিল।১৪

বলবান্ সেই বীরগণের নিক্ষিপ্ত মহাস্ত্রসমূহের এমন ঘোর শব্দ সমুত্থিত হইল যে, মনে হইতে লাগিল, যেন ত্রিলোকের সমস্ত চরাচর প্রাণী ব্যথিত হইয়া উঠিল।১৫

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের বনপর্ব্বান্তর্গত রামোপাখ্যানপর্ব্বে রামরাবণদ্বন্দ্বযুদ্ধবিষয়ক পঞ্চাশীত্যধিকদ্বিশততম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।২৮৫

ষড়শীত্যধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ।

[প্রহস্ত-ধূম্রাক্ষবধেন দুঃখিতেন রাবণেন কুম্ভকর্ণস্য নিদ্রাভঙ্গঃ, যুদ্ধে প্রেরণঞ্চ।]

মার্কণ্ডেয় উবাচ।
ততঃ প্রহস্তঃ সহসা সমভ্যেত্য বিভীষণম্
গদয়া তাড়য়ামাস বিনদ্য রণকর্কশঃ ॥১
স তয়াভিহতো শ্রীমান্ গদয়া ভীমবেগয়া
নাকম্পত মহাবাহুর্হিমবানিব সুস্থিরঃ ॥২

ষড়শীত্যধিকদ্বিশততম অধ্যায়।

[প্রহস্ত ও ধূম্রাক্ষের বধে দুঃখিত হইয়া রাবণ-কর্তৃক কুম্ভকর্ণের নিদ্রাভঙ্গ এবং যুদ্ধে প্রেরণ।]

মার্কণ্ডেয় বলিলেন,—অনন্তর প্রহস্ত যুদ্ধে নিষ্ঠুর পরাক্রম প্রকাশ করত গর্জন করিতে করিতে বিভীষণকে গদার দ্বারা আঘাত করিল।১

কিন্তু ভয়ঙ্কর বেগশালী সেই গদার আঘাতে আহত হইয়াও শ্রীমান্ বিভীষণ কম্পিত হইল না। সে হিমালয়ের ন্যায় সুস্থিরভাবে দাঁড়াইয়া রহিল।২

ততঃ প্রগৃহ্য বিপুলাং শতঘণ্টাং বিভীষণঃ।
অনুমন্ত্র্য মহাশক্তিং চিক্ষেপাস্য শিরঃ প্রতি ॥৩
পতন্ত্যা স তয়া বেগাদ্ রাক্ষসোঽশনিবেগয়া।
হৃতোত্তমাঙ্গো দদৃশে বাতরুগ্ণ ইব দ্রুমঃ ॥৪
তং দৃষ্ট্বা নিহতং সংখ্যে প্রহস্তং ক্ষণদাচরম্।
অভিদুদ্রাব ধূম্রাক্ষো বেগেন মহতা কপীন্ ॥৫
তস্য মেঘোপমং সৈন্যমাপতদ্ ভীমদর্শনম্।
দৃষ্ট্বৈব সহসা দীর্ণা রণে বানরপুঙ্গবাঃ ॥৬
ততস্তান্ সহসা দীর্ণান্ দৃষ্ট্বা বানরপুঙ্গবান্।
নির্যযৌ কপিশার্দূলো হনূমান্ মারুতাত্মজঃ ॥৭
তং দৃষ্ট্বাবস্থিতং সংখ্যে হরয়ঃ পবনাত্মজম্।
মহত্যা ত্বরয়া রাজন্ সংন্যবর্তন্ত সর্বশঃ ॥৮

তখন বিভীষণ শতঘণ্টাবিশিষ্ট এক বিশাল শক্তি লইয়া প্রহস্তের মস্তক লক্ষ্য করিয়া নিক্ষেপ করিল।৩

বিদ্যুতের ন্যায় বেগবতী সেই মহাশক্তি সবেগে প্রহস্তের উপর পড়িতেই প্রহস্তের মস্তক বাতাহত বৃক্ষের ন্যায় শরীর হইতে মাটিতে পতিত হইল।৪

প্রহস্তকে নিহত হইতে দেখিয়া ধূম্রাক্ষনামে এক রাক্ষস মহাবেগে বানরগণের দিকে ধাবিত হইল।৫

তাহার মেঘের ন্যায় কৃষ্ণবর্ণ ভয়ানক সেনাবাহিনীকে আসিতে দেখিয়া বানরগণ ভীত হইয়া পলাইতে লাগিল।৬

শ্রেষ্ঠ বানরসৈন্যগণকে ভয়ে সহসা পলাইতে দেখিয়া কপিশ্রেষ্ঠ পবননন্দন হনুমান্ ধূম্রাক্ষের দিকে অগ্রসর হইল।৭

রাজন্! হনুমান্‌কে যুদ্ধের জন্য উপস্থিত হইতে দেখিয়া সকল বানরই পুনরায় সত্বর ফিরিয়া আসিল।৮

ততঃ শব্দো মহানাসীৎ তুমুলো লোমহর্ষণঃ।
রামরাবণসৈন্যানামন্যোন্যমভিধাবতাম্ ॥৯
তস্মিন্ প্রবৃত্তে সংগ্রামে ঘোরে রুধিরকর্দমে।
ধূম্রাক্ষঃ কপিসৈন্যং তদ্ দ্রাবয়ামাস পত্রিভিঃ ॥১০
তং স রক্ষোমহামাত্রমাপতন্তং সপত্নজিৎ।
প্রতিজগ্রাহ হনুমাংস্তরসা পবনাত্মজঃ ॥১১
তয়োর্যুদ্ধমভূদ্ ঘোরং হরি-রাক্ষসবীরয়োঃ।
জিগীষতোর্যুধান্যোন্যমিন্দ্রপ্রহ্লাদয়োরিব ॥১২
গদাভিঃ পরিঘৈশ্চৈব রাক্ষসো জঘ্নিবান্ কপিম্।
কপিশ্চ জঘ্নিবান্ রক্ষঃ সস্কন্ধবিটপৈর্দ্রুমৈঃ ॥১৩
ততস্তমতিকোপেন সাশ্বং সরথসারথিম্।
ধূম্রাক্ষমবধীৎ ক্রুদ্ধো হনূমান্ মারুতাত্মজঃ ॥১৪

তখন রাম ও রাবণের সৈন্যগণের মধ্যে পরস্পর পরস্পরের দিকে ধাবিত হইয়া প্রহার করিতে থাকিলে তখন প্রহারজনিত তুমুল রোমহর্ষণ শব্দ সমুত্থিত হইল।৯

শোণিতের দ্বারা কর্দ্দমাক্ত সেই ঘোর সংগ্রাম চলিতে থাকিলে ধূম্রাক্ষ বাণসমূহের দ্বারা বানরসৈন্যগণকে বিত্রাসিত করিতে লাগিল।১০

বিশালকায় সেই রাক্ষসকে আসিতে দেখিয়া শত্রুজয়ী হনুমান্ তাহার দিকে সবেগে ধাবিত হইল।১১

তখন ইন্দ্র ও প্রহ্লাদের যুদ্ধের ন্যায় পরস্পর পরস্পরকে জয় করিতে ইচ্ছা করিয়া সেই দুই বীর হনুমান্ ও ধূম্রাক্ষের পরস্পর ঘোর যুদ্ধ হইতে লাগিল।১২

রাক্ষস গদা ও পরিঘ প্রভৃতি অস্ত্রের দ্বারা যেমন হনুমান্‌কে আঘাত করিতে লাগিল, হনুমান্‌ও তেমনই স্কন্ধ ও শাখা-প্রশাখাযুক্ত বৃক্ষসমূহের দ্বারা সেই রাক্ষসকে প্রহার করিতে লাগিল।১৩

তারপর পবননন্দন হনুমান্ অত্যন্ত ক্রুদ্ধ

ততস্তং নিহতং দৃষ্ট্বা ধূম্রাক্ষং রাক্ষসোত্তমম্।
হরয়ো জাতবিস্রম্ভা জঘ্নুর্যস্ত্বে চ সৈনিকান্ ॥১৫
তে বধ্যমানা হরিভির্বলিভির্জিতকাশিভিঃ।
রাক্ষসা ভগ্নসঙ্কল্পা লঙ্কামভ্যপতন্ ভয়াৎ ॥১৬
তেঽভিপত্য পুরং ভগ্না হতশেষা নিশাচরাঃ।
সর্বং রাজ্ঞে যথাবৃত্তং রাবণায় ন্যবেদয়ন্ ॥১৭
শ্রুত্বা তু রাবণস্তেভ্যঃ প্রহস্তং নিহতং যুধি।
ধূম্রাক্ষঞ্চ মহেষ্বাসং সসৈন্যং বানরর্ষভৈঃ ॥১৮
সুদীর্ঘমিব নিঃশ্বস্য সমুৎপত্য বরাসনাৎ।
উবাচ কুম্ভকর্ণস্য কর্মকালোঽয়মাগতঃ ॥১৯
ইত্যেবমুক্ত্বা বিবিধৈর্বাদিত্রৈঃ সুমহাস্বনৈঃ।
শয়ানমতিনিদ্রালুং কুম্ভকর্ণমবোধয়ৎ ॥২০

হইয়া অশ্ব, রথ ও সারথিসহ ধূম্রাক্ষকে বধ করিল।১৪

রাক্ষসোত্তম ধূম্রাক্ষকে নিহত দেখিয়া বানরগণের নিজ শক্তির উপর বিশ্বাস জন্মিল, তখন তাহারা বিশেষভাবে উৎসাহিত হইয়া রাক্ষসগণকে বধ করিতে লাগিল।১৫

বিজয়ে উল্লসিত বানরগণকর্ত্তৃক বধ্যমান হইয়া রাক্ষসগণ সঙ্কল্প পরিত্যাগ করত ভয়ে লঙ্কা-দুর্গের ভিতরে প্রবেশ করিল।১৬

রণে ভঙ্গ দিয়া নিশাচরগণ রাক্ষসরাজ রাবণের নিকট যুদ্ধে পরাজয়ের সকল সংবাদ যথাযথভাবে নিবেদন করিল।১৭

রাবণ তাহাদের মুখে শ্রেষ্ঠ বানরগণের দ্বারা প্রহস্ত ও মহাধনুর্দ্ধর ধূম্রাক্ষ সসৈন্যে নিহত হইয়াছে শুনিয়া দীর্ঘনিঃশ্বাস পরিত্যাগ করত সিংহাসন হইতে উঠিয়া বলিল,—এইবার কুম্ভকর্ণের পরাক্রম প্রকাশের সময় আসিয়াছে।১৮-১৯

এই কথা বলিয়া বিভিন্নপ্রকার উচ্চৈঃস্বরে শব্দকারী বাদ্যযন্ত্রের সাহায্যে অতিনিদ্রালু শয়ান কুম্ভকর্ণকে জাগাইল।২০

প্রবোধ্য মহতা চৈনং যত্নেনাগতসাধ্বসঃ।
স্বস্থমাসীনমব্যগ্রং বিনিদ্রং রাক্ষসাধিপঃ ॥২১
ততোঽব্রবীদ্ দশগ্রীবঃ কুম্ভকর্ণং মহাবলম্।
ধন্যোঽসি যস্য তে নিদ্রা কুম্ভকর্ণেয়মীদৃশী ॥২২
য ইদং দারুণাকারং ন জানীষে মহাভয়ম্।
এষ তীর্ত্ত্বার্ণবং রামঃ সেতুনা হরিভিঃ সহ ॥২৩
অবমন্যেহ নঃ সর্বান্ করোতি কদনং মহৎ।
ময়া হ্যপহৃতা ভার্য্যা সীতা নামাস্য জানকী ॥২৪
তাং নেতুং স ইহায়াতো বদ্ধ্বা সেতুং মহার্ণবে।
তেন চৈব প্রহস্তাদির্মহান্ নঃ স্বজনো হতঃ ॥২৫
তস্য নান্যো নিহন্তাস্তি ত্বামৃতে শত্রুকর্শন।
স দংশিতোঽভিনির্যায় ত্বমদ্য বলিনাং বর ॥২৬

রামভয়ে ভীত রাক্ষসরাজ রাবণকর্ত্তৃক জাগরিত কুম্ভকর্ণ যখন বিনিদ্র হইয়া রাবণের নিকটে সুস্থভাবে নিরুদ্বেগে বসিয়াছে, তখন রাবণ মহাবল কুম্ভকর্ণকে বলিল,—"হে কুম্ভকর্ণ! তুমিই ধন্য, কেননা, তোমার এইরূপ ভয়ানক নিদ্রা হয়।২১-২২

আমাদের উপর লঙ্কায় যে দারুণ মহাভয় উপস্থিত হইয়াছে, তাহা তুমি কিছুই জান না। শ্রীরামচন্দ্র সমুদ্রে সেতুবন্ধন করত সমুদ্র উত্তীর্ণ হইয়া বানরসৈন্য লইয়া লঙ্কা অবরোধ করিয়াছে এবং আমাদিগকে অবজ্ঞা করত ভয়ানক মহামারী আরম্ভ করিয়াছে। আমি তাহার পত্নী জনকনন্দিনী সীতাকে হরণ করিয়াছি।২৩-২৪

তাহাকে উদ্ধার করিবার জন্যই রামচন্দ্র সমুদ্রে সেতুবন্ধন করত এখানে আসিয়াছে এবং তাহার সহিত যুদ্ধে প্রহস্তাদি মহাবলী আমাদের স্বজন রাক্ষসগণ নিহত হইয়াছে।২৫

রামাদীন্ সমরে সর্বান্ জহি শত্রুনরিন্দম ।
দূষণাবরজৌ চৈব বজ্রবেগ-প্রমাথিনৌ ॥
তৌ ত্বাং বলেন মহতা সহিতাবনুযাস্যতঃ ॥২৭
ইত্যুক্ত্বা রাক্ষসপতিঃ কুম্ভকর্ণং তরস্বিনম্ ।
সন্দিদেশেতিকর্তব্যং বজ্রবেগ-প্রমাথিনৌ ॥২৮
তথেত্যুক্ত্বা তু তৌ বীরৌ রাবণং দূষণানুজৌ ।
কুম্ভকর্ণং পুরস্কৃত্য তূর্ণং নির্যযতুঃ পুরাৎ ॥২৯

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং বনপর্বণি রামোপাখ্যান-পর্ব্বণি কুম্ভকর্ণনির্গমনে ষড়শীত্য-ধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ ॥২৮৬

হে শত্রুকর্শন ! তুমি ভিন্ন তাঁহাকে বধ করিতে পারে, এমন কাহাকেও দেখিতেছি না। বলবান্-গণের মধ্যে বীর ! তুমি কবচ পরিধান করিয়া যুদ্ধে গমন করত রামাদি শত্রুকে বধ কর। দূষণের ছোট ভাই বজ্রবেগ ও প্রমাথী বিশাল সৈন্যের সহিত তোমার অনুসরণ করিবে ।২৬-২৭

বেগবান্ কুম্ভকর্ণকে এই কথা বলিয়া রাবণ বজ্রবেগ ও প্রমাথীকে ইতিকর্ত্তব্য সম্বন্ধে নির্দ্দেশ করিল ।২৮

'যে আজ্ঞা' বলিয়া দূষণের ছোট ভাই দুইজন কুম্ভকর্ণকে সম্মুখে রাখিয়া (মহতী সেনার সহায্যে) রামের সহিত যুদ্ধ করিবার জন্য নির্গত হইল ।২৯

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের বনপর্ব্বান্তর্গত রামোপাখ্যানপর্ব্বে কুম্ভকর্ণাদি-নির্গমনবিষয়ক ষড়শীত্যধিকদ্বিশততম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত ।২৮৬

সপ্তাশীত্যধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ ।

[কুম্ভকর্ণ-বজ্রবেগ-প্রমাথিনাং বধঃ ।]

মার্কণ্ডেয় উবাচ ।
ততো নির্যায় স্বপুরাৎ কুম্ভকর্ণঃ সহানুগঃ ।
অপশ্যৎ কপিসৈন্যং তজ্জিতকাশ্যগ্রতঃ স্থিতম্ ॥১

স বীক্ষমাণস্তৎ সৈন্যং রামদর্শনকাঙ্ক্ষয়া ।
অপশ্যচ্চাপি সৌমিত্রিং ধনুষ্পাণিং ব্যবস্থিতম্ ॥২

তমভ্যেত্যাশু হরয়ঃ পরিবব্রুঃ সমন্ততঃ ।
অভ্যঘ্নংশ্চ মহাকায়ৈর্বহুভির্জগতীরুহৈঃ ॥৩
করজৈরতুদংশ্চান্যে বিহায় ভয়মুত্তমম্ ।
বহুধা যুধ্যমানাস্তে যুদ্ধমার্গৈঃ প্লবঙ্গমাঃ ॥৪
নানাপ্রহরণৈর্ভীমৈ রাক্ষসেন্দ্রমতাড়য়ন্ ।
স তাড্যমানঃ প্রহসন্ ভক্ষয়ামাস বানরান্ ॥৫

সপ্তাশীত্যধিকদ্বিশততম অধ্যায় ।

[কুম্ভকর্ণ, বজ্রবেগ ও প্রমাথী বধ ।]

মার্কণ্ডেয় বলিলেন,—অনন্তর কুম্ভকর্ণ অনুচর-দ্বয়ের সহিত লঙ্কাপুরী হইতে নির্গত হইয়া বিজয়ে উল্লসিত বানরসৈন্যবাহিনীকে সম্মুখেই অবস্থিত দেখিল ।১

সে রামচন্দ্রের দর্শনের আকাঙ্ক্ষায় সৈন্যগণের দিকে তাকাইতে তাকাইতে অগ্রসর হইয়া ধনুঃহস্তে দণ্ডায়মান সুমিত্রানন্দনকে দেখিতে পাইল ।২

তখন বানরগণ নির্ভয়ে আসিয়া তাহাকে অতি সত্বর

বলং চণ্ডবলাখ্যঞ্চ বজ্রবাহুঞ্চ বানরম্ ।
তদ্ দৃষ্ট্বা ব্যথনং কর্ম কুম্ভকর্ণস্য রক্ষসঃ ॥৬
উদক্রোশন্ পরিত্রস্তাস্তারপ্রভৃতয়স্তদা ।
তানুচ্চৈঃ ক্রোশতঃ সৈন্যান্ শ্রুত্বা স হরিযূথপান্ ॥৭
অভিদুদ্রাব সুগ্রীবঃ কুম্ভকর্ণমপেতভীঃ ।
ততো নিপত্য বেগেন কুম্ভকর্ণং মহামনাঃ ॥৮
শালেন জঘিবান্ মূর্দ্ধি বলেন কপিকুঞ্জরঃ ।
স মহাত্মা মহাবেগঃ কুম্ভকর্ণস্য মূর্দ্ধনি ॥৯
বিভেদ শালং সুগ্রীবো ন চৈবাব্যথয়ৎ কপিঃ ।
ততো বিনদ্য সহসা শালস্পর্শবিবোধিতঃ ॥১০
দোর্ভ্যামাদায় সুগ্রীবং কুম্ভকর্ণোঽহরদ্ বলাৎ ।
হ্রিয়মাণং তু সুগ্রীবং কুম্ভকর্ণেন রক্ষসা ॥১১
অবেক্ষ্যাভ্যদ্রবদ্ বীরঃ সৌমিত্রির্মিত্রনন্দনঃ ।
সোঽভিপত্য মহাবেগং রুক্মপুঙ্খং মহাশরম্ ॥১২
প্রাহিণোৎ কুম্ভকর্ণায় লক্ষ্মণঃ পরবীরহা ।
স তস্য দেহাবরণং ভিত্ত্বা দেহঞ্চ সায়কঃ ॥১৩
জগাম দারয়ন্ ভূমিং রুধিরেণ সমুক্ষিতঃ ।
তথা স ভিন্নহৃদয়ঃ সমুৎসৃজ্য কপীশ্বরম্ ॥১৪
(বেগেন মহতাবিষ্টস্তিষ্ঠ তিষ্ঠেতি চাব্রবীৎ ।)
কুম্ভকর্ণো মহেষ্বাসঃ প্রগৃহীতশিলায়ুধঃ ।
অভিদুদ্রাব সৌমিত্রিমুদ্যম্য মহতীং শিলাম্ ॥১৫

চারিদিক্ হইতে ঘিরিয়া বিরাটাকার বহু বৃক্ষসমূহের দ্বারা তাহাকে প্রহার করিতে লাগিল ।৩

তাহারা কুম্ভকর্ণ হইতে আগত মহাভয় পরিত্যাগ করত কেহ কেহ নখরাঘাতে তাহাকে ক্ষতবিক্ষত করিতে লাগিল। আবার অন্য বানরগণ নানাবিধ যুদ্ধকৌশল অবলম্বন করত যুদ্ধ করিতে করিতে বহুপ্রকার ভয়ঙ্কর অস্ত্রদ্বারা রাক্ষসশ্রেষ্ঠ কুম্ভকর্ণকে যুগপৎ আঘাত করিতে লাগিল।

এইরূপে বানরদলকর্ত্তৃক প্রহৃত হইয়া কুম্ভকর্ণ হাস্য করত বল, চণ্ডবল, বজ্রবাহু প্রভৃতি বানরগণকে ধরিয়া গিলিয়া ফেলিল।

রাক্ষস কুম্ভকর্ণের এইরূপ দুঃখ ও ভয়োৎপাদক কর্ম্ম দেখিয়া তার প্রভৃতি বানরগণ ভীত হইয়া উচ্চৈঃস্বরে চীৎকার করিতে লাগিল।

নিজ সৈন্যগণ ও বানর যূথপতিগণ উচ্চৈঃস্বরে চীৎকার করিতেছে শুনিয়া সুগ্রীব নির্ভয়ে কুম্ভকর্ণের অভিমুখে ধাবিত হইল।

অনন্তর কুম্ভকর্ণের নিকটে লাফাইয়া পড়িয়া মহামনা কপিশ্রেষ্ঠ সুগ্রীব প্রকাণ্ড শালবৃক্ষের দ্বারা বলপূর্ব্বক তাহাকে প্রহার করিল।

সেই মহাত্মা মহাবেগশালী কপিবর সুগ্রীব কুম্ভকর্ণের মস্তকে শালবৃক্ষ আঘাত করিয়া তাহাকে ভাঙ্গিয়া ফেলিল, কিন্তু তাহাতে কুম্ভকর্ণের কোন বেদনা উৎপাদন করিতে পারিল না।

শালবৃক্ষের স্পর্শে কুম্ভকর্ণ কতকটা সাবধান হইল এবং সহসা গর্জ্জন করত দুই হাতে সুগ্রীবকে ধরিয়া বলপূর্ব্বক হরণ করিতে লাগিল।

রাক্ষস কুম্ভকর্ণ সুগ্রীবকে হরণ করিতেছে দেখিয়া মিত্রগণের আনন্দবর্দ্ধন বীর সুমিত্রানন্দন লক্ষ্মণ ধাবিত হইলেন।

শত্রুবীরনাশী লক্ষ্মণ কুম্ভকর্ণের সম্মুখে গিয়া সুবর্ণময় পক্ষ-সুশোভিত মহাবেগশালী এক মহাশর নিক্ষেপ করিলেন।

সেই বাণ কুম্ভকর্ণের কবচ ও শরীরকে ভেদ করিয়া রক্তাপ্লুত অবস্থায় পৃথিবীকেও বিদীর্ণ করত পাতালে প্রবেশ করিল।

সেই বাণাঘাতে কুম্ভকর্ণের হৃদয় বিদ্ধ হওয়ায় শিলাস্ত্রধারী মহাধনুর্দ্ধর কুম্ভকর্ণ পীড়িত হইয়া তাড়াতাড়ি কপীশ্বরকে ছাড়িয়া দিল এবং 'দাঁড়াও' 'দাঁড়াও' বলিয়া প্রকাণ্ড একটি প্রস্তরখণ্ড লইয়া লক্ষ্মণের অভিমুখে ধাবিত হইল।৪-১৫

তস্যাভিপততস্তূর্ণং ক্ষুরাভ্যামুচ্ছ্রিতৌ করৌ ।
চিচ্ছেদ নিশিতাগ্রাভ্যাং স বভূব চতুর্ভুজঃ ॥১৬
তানপ্যস্য ভুজান্ সর্বান্ প্রগৃহীতশিলায়ুধান্ ।
ক্ষুরৈশ্চিচ্ছেদ লঘ্বস্ত্রং সৌমিত্রিঃ প্রতিদর্শয়ন্ ॥১৭
স বভূবাতিকায়শ্চ বহুপাদশিরোভুজঃ।
তং ব্রহ্মাস্ত্রেণ সৌমিত্রির্দদারাদ্রিচয়োপমম্ ॥১৮
স পপাত মহাবীর্য্যো দিব্যাস্ত্রাভিহতো রণে ।
মহাশনিবিনির্দগ্ধঃ পাদপোঽঙ্কুরবানিব ॥১৯
তং দৃষ্ট্বা বৃত্রসঙ্কাশং কুম্ভকর্ণং তরস্বিনম্ ।
গতাসুং পতিতং ভূমৌ রাক্ষসাঃ প্রাদ্রবন্ ভয়াৎ ॥২০
তথা তান্ দ্রবতো যোধান্ দৃষ্ট্বা তৌ দূষণানুজৌ ।
অবস্থাপ্যাথ সৌমিত্রিং সংক্রুদ্ধাবভ্যধাবতাম্ ॥২১
তাবাদ্রবন্তৌ সংক্রুদ্ধৌ বজ্রবেগ-প্রমাথিনৌ ।
অভিজগ্রাহ সৌমিত্রিবিনদ্যোভৌ পতত্রিভিঃ ॥২২
ততঃ সুতুমুলং যুদ্ধমভবল্লোমহর্ষণম্ ।
দূষণানুজয়োঃ পার্থ লক্ষ্মণস্য চ ধীমতঃ ॥২৩
মহতা শরবর্ষেণ রাক্ষসৌ সোঽভ্যবর্ষত ।
তৌ চাপি বীরৌ সংক্রুদ্ধাবুভৌ তং সমবর্ষতাম্ ॥২৪
মুহূর্তমেবমভবদ্ বজ্রবেগ-প্রমাথিনোঃ ।
সৌমিত্রেশ্চ মহাবাহোঃ সম্প্রহারঃ সুদারুণঃ ॥২৫
অথাদ্রিশৃঙ্গমাদায় হনুমান্ মারুতাত্মজঃ ।
অভিদ্রুত্যাদদে প্রাণান্ বজ্রবেগস্য রক্ষসঃ ॥২৬
নীলশ্চ মহতা গ্রাব্ণা দূষণাবরজং হরিঃ ।
প্রমাথিনমভিদ্রুত্য প্রমমাথ মহাবলঃ ॥২৭

তাহাকে আসিতে দেখিয়া লক্ষ্মণ দ্রুত অত্যন্ত তীক্ষ্ণধারাল ক্ষুরাস্ত্রদ্বয়ের দ্বারা কুম্ভকর্ণের উর্দ্ধোত্থিত হস্তদুইটি কাটিয়া ফেলিলেন। তাহাতে কুম্ভকর্ণ তৎক্ষণাৎ চতুর্ভুজ হইল।১৬

লক্ষ্মণও তৎক্ষণাৎ অস্ত্রপ্রয়োগের ক্ষিপ্রতা দেখাইয়া ক্ষুরাস্ত্রের দ্বারা তাহার চারিটী হাত কাটিয়া ফেলিলেন। ঐ সকল হাতে শিলা অস্ত্র ধৃত ছিল।১৭

তখন কুম্ভকর্ণ বহুপাদ, বহুমস্তক ও বহুভুজ-বিশিষ্ট বিরাট্ আকার ধারণ করিল। লক্ষ্মণ তখন ব্রহ্মঅস্ত্র নিক্ষেপ করত পর্ব্বতরাজির ন্যায় বিশালাকার কুম্ভকর্ণকে বিদীর্ণ করিলেন।১৮

তখন মহাপরাক্রমী কুম্ভকর্ণ দিব্যাস্ত্রের দ্বারা বিদ্ধ হইয়া বজ্রাহত শাখাপত্রাদিযুক্ত বৃক্ষের ন্যায় রণভূমিতে পতিত হইল।১৯

বৃত্রাসুরসদৃশ বেগশালী কুম্ভকর্ণকে প্রাণশূন্য হইয়া ভূমিতে পতিত দেখিয়া রাক্ষসেরা ভয়ে পলাইতে লাগিল।২০

রাক্ষসগণকে পলায়নপর দেখিয়া দূষণের অনুজ দুই ভাই বজ্রবেগ ও প্রমাথী অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া রাক্ষসসৈন্যগণকে আশ্বাস প্রদান করত অবস্থিত করাইয়া সুমিত্রানন্দন লক্ষ্মণের দিকে ধাবিত হইল।২১

অত্যন্ত ক্রুদ্ধ বজ্রবেগ ও প্রমাথী এই দুই জনকে বেগে অগ্রসর হইতে দেখিয়া সুমিত্রানন্দন উচ্চৈঃস্বরে সিংহধ্বনি করিয়া শরসমূহের দ্বারা তাহাদের গতি রোধ করিলেন।২২

হে পার্থ! তখন দূষণের অনুজ ভ্রাতৃদ্বয় বজ্রবেগ ও প্রমাথীর সহিত পরম বুদ্ধিমান্ লক্ষ্মণের তুমুল রোমহর্ষণ যুদ্ধ আরম্ভ হইল।২৩

লক্ষ্মণ যেমন তাহাদের উপর ভয়ঙ্কর বাণবর্ষণ করিতে লাগিলেন, তেমনই এই দুই বীর রাক্ষসও কুপিত হইয়া শরজালের দ্বারা লক্ষ্মণকে আবৃত করিতে লাগিল।২৪

এইরূপ এক মুহূর্ত্ত কাল ধরিয়া বজ্রবেগ, প্রমাথী ও মহাবাহু লক্ষ্মণের দারুণ বাণপ্রহার চলিতে লাগিল।২৫

ইত্যবসরে পবননন্দন হনুমান্ বিরাট পর্ব্বতশৃঙ্গ আনিয়া অতি দ্রুত ধাবিত হইয়া তাহার আঘাতে রাক্ষস বজ্রবেগের প্রাণ হরণ করিল।২৬

ততঃ প্রাবর্ত্তত পুনঃ সংগ্রামঃ কটুকোদয়ঃ।
রাম-রাবণসৈন্যানামন্যোন্যমভিধাবতাম্ ॥২৮
শতশো নৈঋ‍র্তান্ বন্যা জঘ্নুর্বন্যাংশ্চ নৈঋ‍র্তাঃ।
নৈঋ‍র্তাস্তত্র বধ্যন্তে প্রায়েণ ন তু বানরাঃ ॥২৯

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং বনপর্বণি রামোপাখ্যানপর্বণি কুম্ভকর্ণাদিবধে সপ্তাশীত্যধিক-দ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ ॥২৮৭

এ দিকে মহাবলবান্ নীল অপর এক বৃহৎ পাথর লইয়া দূষণের অনুজ ভ্রাতা প্রমাথীকে আঘাত করিল এবং তাহার শরীরকে চূর্ণবিচূর্ণ করিয়া দিল।২৭

তখন রাম ও রাবণের সৈন্যগণের মধ্যে পুনরায় তুমুল যুদ্ধ বাধিয়া গেল। এই যুদ্ধের পরিণাম অতিশয় কটু (ভয়ঙ্কর) ছিল।২৮

রাক্ষসগণ যেমন বহু বানরকে বধ করিল, তেমনই বানরগণও বহু রাক্ষসকে বধ করিল। কিন্তু সংখ্যায় বানরের তুলনায় রাক্ষসের বধ অনেক বেশী হইল।২৯

শ্রীমন্মহর্ষিবেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের বনপর্ব্বান্তর্গত রামোপাখ্যানপর্ব্বে কুম্ভকর্ণাদিবধবিষয়ক সপ্তাশীত্যধিকদ্বিশততম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।২৮৭

অষ্টাশীত্যধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ।

[ইন্দ্রজিতো মায়াময়ং যুদ্ধম্, শ্রীরাম-লক্ষ্মণয়োর্মূর্চ্ছা চ]

মার্কণ্ডেয় উবাচ।
ততঃ শ্রুত্বা হতং সংখ্যে কুম্ভকর্ণং সহানুগম্।
প্রহস্তঞ্চ মহেষ্বাসং ধূম্রাক্ষং চাতিতেজসম্ ॥১
পুত্রমিন্দ্রজিতং বীরং রাবণঃ প্রত্যভাষত।
জহি রামমমিত্রঘ্ন সুগ্রীবঞ্চ সলক্ষ্মণম্ ॥২
ত্বয়া হি মম সৎপুত্র যশো দীপ্তমুপার্জ্জিতম্।
জিত্বা বজ্রধরং সংখ্যে সহস্রাক্ষং শচীপতিম্ ॥৩
অন্তর্হিতঃ প্রকাশো বা দিব্যৈর্দত্তবরৈঃ শরৈঃ।
জহি শত্রূনমিত্রঘ্ন মম শস্ত্রভৃতাং বর ॥৪
রাম-লক্ষ্মণ-সুগ্রীবাঃ শরস্পর্শং ন তেঽনঘ।
সমর্থাঃ প্রতিসোঢ়ুঞ্চ কুতস্তদনুযায়িনঃ ॥৫

অষ্টাশীত্যধিকদ্বিশততম অধ্যায়।

[ইন্দ্রজিতের মায়াময় যুদ্ধ এবং শ্রীরাম ও লক্ষ্মণের মূর্চ্ছা।]

মার্কণ্ডেয় বলিলেন—কুম্ভকর্ণ অনুজদ্বয়ের সহিত যুদ্ধে নিহত হইয়াছে—ইহা শুনিয়া এবং মহাধনুর্দ্ধর প্রহস্ত ও অত্যন্ততেজস্বী ধূম্রাক্ষের মৃত্যুর কথা স্মরণ করিয়া রাবণ নিজ বীরপুত্র ইন্দ্রজিতকে বলিলেন—হে শত্রুহন্! তুমি রাম, লক্ষ্মণ ও সুগ্রীবকে বধ কর।১-২

হে সৎপুত্র! তুমিই বজ্রধর সহস্রাক্ষ শচীপতি ইন্দ্রকে যুদ্ধে জয় করিয়া ত্রিলোকে আমার প্রদীপ্ত যশ উপার্জ্জন করিয়া দিয়াছ।৩

হে অমিত্রঘ্ন! হে শস্ত্রধরশ্রেষ্ঠ! তুমি অন্তর্হিত-ভাবে বা প্রকাশ্যে যেমন করিয়াই হউক বর-প্রভাবান্বিত দিব্য শরসমূহের দ্বারা আমার শত্রুগণকে বধ কর।৪

হে অনঘ! রাম, লক্ষ্মণ এবং সুগ্রীবও তোমার

অকৃতা যা প্রহস্তেন কুম্ভকর্ণেন চানঘ।
খরস্যাপচিতিঃ সংখ্যে তাং গচ্ছ ত্বং মহাভুজ ॥৬
ত্বমদ্য নিশিতৈর্বাণৈর্হত্বা শত্রূন্ সসৈনিকান্।
প্রতিনন্দয় মাং পুত্র পুরা জিত্বেব বাসবম্ ॥৭
ইত্যুক্তঃ স তথেত্যুক্ত্বা রথমাস্থায় দংশিতঃ।
প্রযযাবিন্দ্রজিদ্ রাজংস্তূর্ণমায়োধনং প্রতি ॥৮
ততো বিশ্রাব্য বিস্পষ্টং নাম রাক্ষসপুঙ্গবঃ।
আহ্বয়ামাস সমরে লক্ষ্মণং শুভলক্ষণম্ ॥৯
তং লক্ষ্মণোঽভ্যধাবচ্চ প্রগৃহ্য সশরং ধনুঃ।
ত্রাসয়ংস্তলঘোষেণ সিংহঃ ক্ষুদ্রমৃগান্ যথা ॥১০
তয়োঃ সমভবদ্ যুদ্ধং সুমহজ্জয়গৃদ্ধিনোঃ।
দিব্যাস্ত্রবিদুষোস্তীব্রমন্যোন্যস্পর্ধিনোস্তদা ॥১১

রাবণিস্তু যদা নৈনং বিশেষয়তি সায়কৈঃ।
ততো গুরুতরং যত্নমাতিষ্ঠদ্ বলিনাং বরঃ ॥১২
তত এনং মহাবেগৈরর্দয়ামাস তোমরৈঃ।
তানাগতান্ স চিচ্ছেদ সৌমিত্রির্নিশিতৈঃ শরৈঃ ॥১৩
তে নিকৃত্তাঃ শরৈস্তীক্ষ্ণৈর্ন্যপতন্ ধরণীতলে।
তমঙ্গদো বালিসুতঃ শ্রীমানুদ্যম্য পাদপম্ ॥১৪
অভিদ্রুত্য মহাবেগস্তাড়য়ামাস মূর্ধনি।
তস্যেন্দ্রজিদসংভ্রান্তঃ প্রাসেনোরসি বীর্য্যবান্ ॥১৫
প্রহর্তুমৈচ্ছৎ তং চাস্য প্রাসং চিচ্ছেদ লক্ষ্মণঃ।
তমভ্যাসগতং বীরমঙ্গদং রাবণাত্মজঃ ॥১৬
গদয়াতাড়য়ৎ সব্যে পার্শ্বে বানরপুঙ্গবম্।
তমচিন্ত্য প্রহারং স বলবান্ বালিনঃ সুতঃ ॥১৭

শরাঘাত সহ্য করিতে সমর্থ নহে, তাঁহাদের অনুগামীরা তো দূরের কথা।৫

নিষ্পাপ মহাবাহো! যুদ্ধে খরের বধের প্রতিশোধ, যাহা প্রহস্ত বা কুম্ভকর্ণ গ্রহণ করিতে পারে নাই, তাহা তুমি গ্রহণ কর।৬

পূর্ব্বে ইন্দ্রকে জয় করিয়া তুমি যেরূপ আমাকে আনন্দ দিয়াছিলে, তুমি এখন যুদ্ধে তীক্ষ্ণ বাণসমূহের দ্বারা শত্রুগণকে বধ করিয়া আমাকে সেইরূপ আনন্দ প্রদান কর।৭

রাজন্! রাবণের এই কথা শুনিয়া ইন্দ্রজিৎ 'আচ্ছা তাহাই হউক' বলিয়া কবচ পরিধান করত রথে আরোহণপূর্ব্বক দ্রুত যুদ্ধস্থলে উপস্থিত হইল।৮

অনন্তর রাক্ষসশ্রেষ্ঠ ইন্দ্রজিৎ নিজের নাম স্পষ্টভাবে শুনাইয়া শুভলক্ষণ লক্ষ্মণকে যুদ্ধে আহ্বান করিল।৯

লক্ষ্মণ ধনু গ্রহণ করিয়া বাণের সহিত জ্যাতল-ঘোষে রাক্ষসগণকে ত্রাসিত করত ক্ষুদ্র মৃগসমূহের প্রতি সিংহের ন্যায় ধাবিত হইলেন।১০

উভয়েই দিব্যাস্ত্রবেত্তা ছিলেন এবং পরস্পরের প্রতি স্পর্দ্ধা পোষণ করিতেন; সুতরাং যুদ্ধে বিজয়াকাঙ্ক্ষী হইয়া উভয়ের তুমুল যুদ্ধ বাধিয়া গেল।১১

যখন রাবণতনয় শরযুদ্ধে লক্ষ্মণকে অতিক্রম করিতে সমর্থ হইল না, তখন বলবান্গণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ইন্দ্রজিৎ গুরুতর প্রযত্নে মনোনিবেশ করিল।১২

সে লক্ষ্মণকে লক্ষ্য করিয়া তোমরসমূহ নিক্ষেপ করত পীড়িত করিতে চেষ্টা করিল, কিন্তু লক্ষ্মণ আগত তোমরগুলি তীক্ষ্ণ শরসমূহের দ্বারা কাটিয়া ফেলিলেন।১৩

ইন্দ্রজিৎ কর্ত্তৃক নিক্ষিপ্ত তোমরগুলি লক্ষ্মণের তীক্ষ্ণ শরসমূহে ছিন্নভিন্ন হইয়া মাটিতে পড়িল। সেই সময় মহাবেগশালী বালিপুত্র অঙ্গদ একটি বৃক্ষ উঠাইয়া দ্রুত ধাবিত হইয়া ইন্দ্রজিতের মাথায় মারিল। পরাক্রমী বীর ইন্দ্রজিৎ তাহাতে বিচলিত না হইয়া অঙ্গদকে প্রাস অস্ত্র মারিতে ইচ্ছা করিল। কিন্তু লক্ষ্মণ অর্দ্ধপথে তাহা খণ্ডন করিলেন।

সসর্জ্জেন্দ্রজিতঃ ক্রোধাচ্ছালস্কন্ধং তথাঙ্গদঃ।
সোঽঙ্গদেন রুষোৎসৃষ্টো বধায়েন্দ্রজিতস্তরুঃ ॥১৮
জঘানেন্দ্রজিতঃ পার্থ রথং সাশ্বং সসারথিম্।
ততো হতাশ্বাৎ প্রস্কন্দ্য রথাৎ স হতসারথিঃ ॥১৯
তত্রৈবান্তর্দধে রাজন্ মায়য়া রাবণাত্মজঃ।
অন্তর্হিতং বিদিত্বা তং বহুমায়ঞ্চ রাক্ষসম্ ॥২০
রামস্তং দেশমাগম্য তৎ সৈন্যং পর্য্যরক্ষত।
স রামমুদ্দিশ্য শরৈস্ততো দত্তবরৈস্তদা ॥২১
বিব্যাধ সর্বগাত্রেষু লক্ষ্মণঞ্চ মহাবলম্।
তমদৃশ্যং শরৈঃ শূরৌ মায়য়ান্তর্হিতং তদা ॥২২
যোধয়ামাসতুরুভৌ রাবণিং রাম-লক্ষ্মণৌ।
স রুষা সর্বগাত্রেষু তয়োঃ পুরুষসিংহয়োঃ ॥২৩
অসৃজৎ সায়কান্ ভূয়ঃ শতশোঽথ সহস্রশঃ।
তমদৃশ্যং বিচিন্বন্তঃ সৃজন্তমনিশং শরান্ ॥২৪
হরয়ো বিবিশুর্ব্যোম প্রগৃহ্য মহতীঃ শিলাঃ।
তাংশ্চ তৌ চাপ্যদৃশ্যঃ স শরৈর্বিব্যাধ রাক্ষসঃ ॥২৫
স ভৃশং তাড়য়ামাস রাবণির্মায়য়াবৃতঃ।
তৌ শরৈরাচিতৌ বীরৌ ভ্রাতরৌ রাম-লক্ষ্মণৌ।
পেততুর্গগনাদ্ ভূমিং সূর্য্যাচন্দ্রমসাবিব ॥২৬

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং বনপর্বণি রামোপাখ্যানপর্বণি ইন্দ্রজিদ্যুদ্ধে অষ্টাশীত্যধিক-দ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ ॥২৮৮

নিকটে আগত বীর বানরশ্রেষ্ঠ অঙ্গদের বামপার্শ্বে রাবণপুত্র ইন্দ্রজিৎ তখন গদার দ্বারা আঘাত করিল।

ইন্দ্রজিতের গদাঘাতকে গ্রাহ্য না করিয়াই বলবান্ বালিতনয় ক্রোধে তাহার উপর শালবৃক্ষের দ্বারা আঘাত করিল।

যুধিষ্ঠির! ইন্দ্রজিতের বধের জন্য ক্রোধভরে নিক্ষিপ্ত ঐ শালবৃক্ষ ইন্দ্রজিতের অশ্ব ও সারথিসহ রথকে ধ্বংস করিল।

রাজন্! হতাশ্ব ও হতসারথি হইয়া রাবণতনয় ইন্দ্রজিৎ তখন লাফ দিয়া আকাশে উঠিয়া মায়ার আশ্রয়ে অন্তর্হিত হইল।

ইন্দ্রজিৎকে অন্তর্হিত দেখিয়া এবং সে অনেক মায়া জানে ইহা জানিয়া স্বয়ং শ্রীরামচন্দ্র তথায় আসিয়া বানর-সৈন্যকে রক্ষা করিতে লাগিলেন।

ইন্দ্রজিৎ তখন অন্তর্হিতভাবে শ্রীরাম ও মহাবল লক্ষ্মণকে তীক্ষ্ণ বরলব্ধ শরসমূহের দ্বারা বিদ্ধ করিতে লাগিল।

মায়ার দ্বারা অন্তর্হিত হওয়ায় অদৃশ্যভাবে স্থিত রাবণপুত্র ইন্দ্রজিতের সহিত বীরবর রাম ও লক্ষ্মণ (আন্দাজে) যুদ্ধ করিতে লাগিলেন।

ইন্দ্রজিৎও পুনঃ পুনঃ ক্রুদ্ধ হইয়া পুরুষশ্রেষ্ঠ রাম-লক্ষ্মণের সর্ব্বাঙ্গে শত শত সহস্র সহস্র শর বর্ষণ করিতে লাগিল।

নিরন্তর বাণবর্ষণকারী অদৃশ্য ইন্দ্রজিৎকে খুঁজিয়া বাহির করিবার জন্য বানরগণ আকাশে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড পাথর লইয়া ঘুরিতে লাগিল।

কিন্তু সেই রাবণতনয় ইন্দ্রজিৎ মায়াদ্বারা আচ্ছন্ন থাকায় অদৃশ্যভাবে বানরগণকে ও ভ্রাতৃদ্বয় রাম লক্ষ্মণকে শরবিদ্ধ করিতে লাগিল। এইরূপে ইন্দ্রজিৎ তাঁহাদিগকে ভীষণভাবে পীড়িত করিতে লাগিল।১৪-২৫

সমস্ত শরীরে বাণবিদ্ধ হইয়া দুই বীর ভ্রাতা রাম ও লক্ষ্মণ আকাশ হইতে ভূমিতে পতিত সূর্য্য ও চন্দ্র ন্যায় ভূমিতে পতিত হইলেন।২৬

শ্রীমহর্ষিবেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের বনপর্ব্বান্তর্গত রামোপাখ্যানপর্ব্বে ইন্দ্রজিদ্যুদ্ধবিষয়ক অষ্টাশীত্যধিকদ্বিশততমাধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।২৮৮

একোননবত্যধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ।

[সচেতন-রাম-লক্ষ্মণয়োঃ কুবেরপ্রেরিতাভিমন্ত্রিতজলেন বানরৈঃ সহ স্ব-স্ব-নেত্রপ্রক্ষালনম্, লক্ষ্মণস্যেন্দ্রজিদ্বধঃ, সীতাং হন্তুমুদ্যতস্য রাবণস্যাবিন্ধ্যেন নিবারণঞ্চ।]

মার্কণ্ডেয় উবাচ।

তাবুভৌ পতিতৌ দৃষ্ট্বা ভ্রাতরৌ রাম-লক্ষ্মণৌ।
ববন্ধ রাবণির্ভূয়ঃ শরৈর্দত্তবরৈস্তদা ॥১

তৌ বীরৌ শরবন্ধেন বদ্ধাবিন্দ্রজিতা রণে।
রেজতুঃ পুরুষব্যাঘ্রৌ শকুন্তাবিব পঞ্জরে ॥২

তৌ দৃষ্ট্বা পতিতৌ ভূমৌ শতশঃ সায়কৈশ্চিতৌ।
সুগ্রীবঃ কপিভিঃ সার্দ্ধং পরিবার্য্য ততঃ স্থিতঃ ॥৩

সুষেণমৈন্দদ্বিবিদৈঃ কুমুদেনাঙ্গদেন চ।
হনুমন্নীলতারৈশ্চ নলেন চ কপীশ্বরঃ ॥৪

ততস্তং দেশমাগম্য কৃতকর্ম্মা বিভীষণঃ।
বোধয়ামাস তৌ বীরৌ প্রজ্ঞাস্ত্রেণ প্রবোধিতৌ ॥৫

বিশল্যৌ চাপি সুগ্রীবঃ ক্ষণেনৈতৌ চকার হ।
বিশল্যয়া মহৌষধ্যা দিব্যমন্ত্রপ্রযুক্তয়া ॥৬

তৌ লব্ধসংজ্ঞৌ নৃবরৌ বিশল্যাবুদতিষ্ঠতাম্।
গততন্দ্রীক্লমৌ চাপি ক্ষণেনৈতৌ মহারথৌ ॥৭

ততো বিভীষণঃ পার্থ রামমিক্ষ্বাকুনন্দনম্।
উবাচ বিজ্বরং দৃষ্ট্বা কৃতাঞ্জলিরিদং বচঃ ॥৮

ইদমম্ভো গৃহীত্বা তু রাজরাজস্য শাসনাৎ।
গুহ্যকোঽভ্যাগতঃ শ্বেতাৎ ত্বৎসকাশমরিন্দম ॥৯

ইদমম্ভঃ কুবেরস্তে মহারাজঃ প্রযচ্ছতি।
অন্তর্হিতানাং ভূতানাং দর্শনার্থং পরন্তপ ॥১০

একোননবত্যধিকদ্বিশততম অধ্যায়।

[সচেতন হইয়া রাম লক্ষ্মণ কর্ত্তৃক কুবেরপ্রেরিত অভিমন্ত্রিত জলের দ্বারা বানরগণের সহিত নিজেদের নেত্রক্ষালন, লক্ষ্মণকর্ত্তৃক ইন্দ্রজিৎ বধ এবং সীতাকে বধ করিতে উদ্যত রাবণকে অবিন্ধ্যের নিবারণ।]

মার্কণ্ডেয় বলিলেন,—রাম ও লক্ষ্মণকে ভূতলে পতিত দেখিয়া রাবণি (ইন্দ্রজিৎ) পুনরায় বরলব্ধ শরসমূহের দ্বারা তাঁহাদিগকে বন্ধন করিল।১

ইন্দ্রজিৎ কর্ত্তৃক শরবন্ধনে বদ্ধ হইয়া সেই দুই বীর পুরুষশ্রেষ্ঠ রাম-লক্ষ্মণ উভয়ে পিঞ্জরাবদ্ধ পাখীর ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন।২

তাঁহাদিগকে ঐভাবে শরবিদ্ধ ও ভূমিতে পতিত দেখিয়া সুগ্রীব বানরগণের সহিত দুইজনকে ঘিরিয়া অবস্থান করিতে লাগিল।৩

সুষেণ, মৈন্দ, দ্বিবিদ, কুমুদ, অঙ্গদ, হনুমান্, নীল, তার ও নল ইহারা সকলে মিলিয়া উভয়কে রক্ষা করিতে লাগিল।৪

এমন সময় কৃতকর্ম্মা বিভীষণ সেখানে আসিল এবং প্রজ্ঞাস্ত্রের দ্বারা দুই বীরের জ্ঞান ফিরাইয়া আনিল।৫

সুগ্রীবও ক্ষণকালের মধ্যে বিশল্যা মহৌষধিকে মন্ত্রপূত করিয়া শ্রীরামলক্ষ্মণের সমস্ত ক্ষত স্থানে প্রদান করত ক্ষতশূন্য করিল।৬

অল্পক্ষণের মধ্যেই দুই নরশ্রেষ্ঠ বীর মহারথ সংজ্ঞা লাভ করত আলস্য ও শ্রান্তিরহিত হইয়া অক্ষত শরীরে উঠিয়া বসিলেন।৭

যুধিষ্ঠির! তখন বিভীষণ ইক্ষ্বাকুনন্দন শ্রীরামকে সুস্থ দেখিয়া তাঁহাকে এইরূপ বলিলেন—৮

হে অরিন্দম! রাজরাজ কুবেরের আদেশে শ্বেত-পর্ব্বত হইতে এই জল লইয়া এক গুহ্যক আপনার নিকট আসিয়াছে।৯

অনেন মৃষ্টনয়নো ভূতান্যন্তর্হিতান্যুত।
ভবান্ দ্রক্ষ্যতি যস্মৈ চ প্রদাস্যতি নরঃ স তু ॥১১
তথেতি রামস্তদ্ বারি প্রতিগৃহ্যাভিসংস্কৃতম্।
চকার নেত্রয়োঃ শৌচং লক্ষ্মণশ্চ মহামনাঃ ॥১২
সুগ্রীবজাম্ববন্তৌ চ হনুমানঙ্গদস্তথা।
মৈন্দদ্বিবিদনীলাশ্চ প্রায়ঃ প্লবগসত্তমাঃ ॥১৩
তথা সমভবচ্চাপি যদুবাচ বিভীষণঃ।
ক্ষণেনাতীন্দ্রিয়াণ্যেষাং চক্ষূংষ্যাসন্ যুধিষ্ঠির ॥১৪
ইন্দ্রজিৎ কৃতকর্ম্মা চ পিত্রে কর্ম তদাত্মনঃ।
নিবেদ্য পুনরাগচ্ছৎ ত্বরয়াজিশিরঃ প্রতি ॥১৫
তমাপতন্তং সংক্রুদ্ধং পুনরেব যুযুৎসয়া।
অভিদুদ্রাব সৌমিত্রিবিভীষণ মতে স্থিতঃ ॥১৬

হে পরন্তপ! মহারাজ কুবের অন্তর্হিত প্রাণিগণকে দেখিতে পাওয়ার জন্যই এই জল আপনাকে দিয়াছেন।১০

আপনি এই জলে চোখ ধুইয়া ফেলিলে অন্তর্হিত প্রাণিগণকে দেখিতে পাইবেন এবং যাহাকে আপনি দিবেন, সেই ব্যক্তিও উহা চোখে দিলে দেখিতে পাইবে।১১

শ্রীরাম 'বেশ, ভাল কথা' এই বলিয়া সেই অভিমন্ত্রিত জল লইয়া উহাতে চোখ ধুইয়া ফেলিলেন এবং মহামনা লক্ষ্মণও তাহাই করিলেন।১২

অনন্তর সুগ্রীব, জাম্ববান্, হনুমান্, অঙ্গদ, মৈন্দ, দ্বিবিদ, নীল প্রভৃতি প্রায় সকল শ্রেষ্ঠ বানরগণই ঐ জলে চোখ ধুইয়া ফেলিল।১৩

বিভীষণ যাহা বলিয়াছিলেন, তাহাই হইল। হে যুধিষ্ঠির! তাঁহারা সকলেই ক্ষণকালের মধ্যে অতীন্দ্রিয় বস্তুসমূহ দর্শন করিতে লাগিলেন।১৪

ইন্দ্রজিৎ কৃতকৃত্য হইয়া পিতাকে যুদ্ধস্থলে নিজের বীরোচিত সমস্ত সংবাদ বলিল এবং তাড়াতাড়ি পুনরায় যুদ্ধক্ষেত্রে ফিরিয়া আসিল।১৫

তাহাকে পুনরায় ক্রুদ্ধ হইয়া যুদ্ধ করিতে আসিতে দেখিয়া লক্ষ্মণ বিভীষণের পরামর্শানুসারে তাহার প্রতি ধাবিত হইলেন।১৬

অকৃতাহ্নিকমেবৈনং জিঘাংসুর্জিতকাশিনম্।
শরৈর্জঘান সংক্রুদ্ধঃ কৃতসংজ্ঞোঽথ লক্ষ্মণঃ ॥১৭
তয়োঃ সমভবদ্ যুদ্ধং তদান্যোন্যং জিগীষতোঃ।
অতীব চিত্রমাশ্চর্য্যং শক্রপ্রহ্লাদয়োরিব ॥১৮
অবিধ্যদিন্দ্রজিৎ তীক্ষ্ণৈঃ সৌমিত্রিং মর্মভেদিভিঃ।
সৌমিত্রিশ্চানলস্পর্শৈরবিধ্যদ্ রাবণিং শরৈঃ ॥১৯
সৌমিত্রিশরসংস্পর্শাদ্ রাবণিঃ ক্রোধমূর্চ্ছিতঃ।
অসৃজল্লক্ষ্মণায়াষ্টৌ শরানাশীবিষোপমান্ ॥২০
তস্যাসূন্ পাবকস্পর্শৈঃ সৌমিত্রিঃ পতত্রিভিস্ত্রিভিঃ।
যথা নিরহরদ্ বীরস্তন্মে নিগদতঃ শৃণু ॥২১

ইন্দ্রজিৎ নিত্যকর্ম্ম সম্পাদন করিবার পূর্ব্বেই তাহাকে বধ করিতে ইচ্ছুক হইয়া সংজ্ঞাপ্রাপ্ত লক্ষ্মণ বিজয়োন্মত্ত ইন্দ্রজিৎকে শরসমূহের দ্বারা আঘাত করিলেন।১৭

তখন পরস্পর পরস্পরকে জয় করিতে ইচ্ছুক হইয়া লক্ষ্মণ ও ইন্দ্রজিৎ-এর মধ্যে ইন্দ্রের সহিত প্রহ্লাদের ন্যায় বিচিত্র আশ্চর্য্যজনক যুদ্ধ আরম্ভ হইল।১৮

ইন্দ্রজিৎ যেমন মর্ম্মভেদী তীক্ষ্ণ শরসমূহের দ্বারা লক্ষ্মণকে বিঁধিতে লাগিল, শ্রীলক্ষ্মণও অনলসদৃশ বাণসমূহের দ্বারা রাবণতনয় ইন্দ্রজিৎকে বিঁধিতে লাগিলেন।১৯

সুমিত্রানন্দন লক্ষ্মণের শরাঘাতে পীড়িত হইয়া ইন্দ্রজিৎ ক্রোধে লক্ষ্মণকে আটটি সর্পসদৃশ বাণের দ্বারা বিদ্ধ করিলেন।২০

একেনাস্য ধনুষ্মন্তং বাহুং দেহাদপাতয়ৎ।
দ্বিতীয়েন সনারাচং ভুজং ভূমৌ ন্যপাতয়ৎ ॥২২

তৃতীয়েন তু বাণেন পৃথুধারেণ ভাস্বতা।
জহার সুনসং চাপি শিরো ভ্রাজিষ্ণুকুণ্ডলম্ ॥২৩

বিনিকৃত্তভুজস্কন্ধং কবন্ধং ভীমদর্শনম্।
তং হত্বা সূতমপ্যস্ত্রৈর্জঘান বলিনাং বরঃ ॥২৪

লঙ্কাং প্রবেশয়ামাসুস্তং রথং বাজিনস্তদা।
দদর্শ রাবণস্তঞ্চ রথং পুত্রবিনাকৃতম্ ॥২৫

স পুত্রনিহতং জ্ঞাত্বা ত্রাসাৎ সম্ভ্রান্তমানসঃ।
রাবণঃ শোকমোহার্ত্তো বৈদেহীং হন্তুমুদ্যতঃ ॥২৬

তখন বীর সুমিত্রানন্দন অগ্নিতুল্যস্পর্শবিশিষ্ট তিনটী বাণের দ্বারা যেভাবে ইন্দ্রজিতের প্রাণ হরণ করিলেন; তাহা বলিতেছি শ্রবণ কর।২১

তিনি একবাণে যে হাতে ইন্দ্রজিৎ ধনু ধারণ করিয়াছিল, সেই হাতটিকে কাটিয়া দেহ হইতে পৃথক্ করিয়া দিলেন এবং নারাচগ্রহণকারী হাতটিকে কাটিয়া ভূমিতে পাতিত করিলেন।২২

তারপর তৃতীয় তীক্ষ্ণধার ও দীপ্তিশালী বাণে সকুণ্ডল ইন্দ্রজিতের সুন্দর নাসিকাযুক্ত ও শোভাশালী কুণ্ডলভূষিত মস্তকটি পাতিত করিলেন।২৩

ভুজ ও স্কন্ধ বিচ্ছিন্ন হইয়া যাওয়ায় ইন্দ্রজিৎকে কবন্ধের ন্যায় ভয়ানক দেখাইতেছিল। বলশালিগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ বলবান্ লক্ষ্মণ তাহাকে বধ করিয়া তাহার সারথিকে অস্ত্রের দ্বারা বধ করিলেন।২৪

তখন সারথিহীন সেই রথকে অশ্বগণ লঙ্কায় লইয়া গেল। রাবণ পুত্রহীন সেই রথকে দেখিতে পাইল।২৫

সে পুত্রকে নিহত জানিয়া ভয়ে উদ্ভ্রান্তচিত্ত হইয়া পড়িল। তৎপরে শোক ও মোহে আর্ত্ত হইয়া বৈদেহীকে বধ করিতে উদ্যত হইল।২৬

অশোকবনিকাস্থাং তাং রামদর্শনলালসাম্।
খড়্গমাদায় দুষ্টাত্মা জবেনাভিপপাত হ ॥২৭

তং দৃষ্ট্বা তস্য দুর্বুদ্ধেরবিন্ধ্যঃ পাপনিশ্চয়ম্।
শময়ামাস সংক্রুদ্ধং শ্রূয়তাং যেন হেতুনা ॥২৮

মহারাজ্যে স্থিতো দীপ্তে ন স্ত্রিয়ং হন্তুমর্হসি।
হতৈবৈষা যদা স্ত্রী চ বন্ধনস্থা চ তে বশে ॥২৯

ন চৈষা দেহভেদেন হতা স্যাদিতি মে মতিঃ।
জহি ভর্ত্তারমেবাস্যা হতে তস্মিন্ হতা ভবেৎ ॥৩০

ন হি তে বিক্রমে তুল্যঃ সাক্ষাদপি শতক্রতুঃ।
অসকৃদ্ধি ত্বয়া সেন্দ্রাস্ত্রাসিতাস্ত্রিদশা যুধি ॥৩১

অশোকবনে স্থিতা রামদর্শনলালসা সীতাকে কাটিবার জন্য দুষ্টাত্মা রাবণ খড়্গ লইয়া বেগে ধাবিত হইল।২৭

দুষ্টাত্মা রাবণের এই পাপনিশ্চয়ের কথা জানিয়া অবিন্ধ্য রাক্ষস যেরূপ হেতু প্রদর্শন করিয়া অত্যন্ত ক্রুদ্ধ রাবণকে শান্ত করিল, তাহা শ্রবণ কর।২৮

লঙ্কার সমুজ্জ্বল সম্রাট্পদে অধিষ্ঠিত হইয়া তুমি স্ত্রীবধ করিতে পার না, যে স্ত্রী হইয়া তোমার বশের মধ্যে রহিয়াছে এবং তোমার গৃহে বন্দিনী হইয়া রহিয়াছে, সে তো মরিয়াই আছে।২৯

ইহার শরীরকে নাশ করিলেই যে ইহার বিনাশ হইবে, ইহা আমি মনে করি না। ইহার স্বামীকে বধ কর, তাহার বিনাশ হইলেই ইহার বিনাশ হইবে।৩০

সাক্ষাৎ ইন্দ্রও বিক্রমে তোমার সদৃশ নহে, তুমি যুদ্ধে কতবার ইন্দ্রের সহিত দেবগণের ত্রাস সৃষ্টি করিয়াছ।৩১

এবং বহুবিধৈর্বাক্যৈরবিন্ধ্যো রাবণং তদা।
ক্রুদ্ধং সংশময়ামাস জগৃহে চ স তদ্বচঃ ॥৩২
নির্যাণে স মতিং কৃত্বা নিধায়াসিং ক্ষপাচরঃ।
আজ্ঞাপয়ামাস তদা রথো মে কল্প্যতামিতি ॥৩৩

এইরূপ বহুবিধ বাক্যের দ্বারা অবিন্ধ্য রাবণকে বুঝাইয়া তাহার ক্রোধকে প্রশমিত করিল, রাবণও তাহার কথা গ্রহণ করিল।৩২

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং বনপর্ব্বণি রামোপাখ্যানপর্ব্বণি ইন্দ্রজিদ্বধে একোননবত্যধিক-দ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ ॥২৮৯

তখন রাজা দশানন যুদ্ধে যাইবার জন্য কৃতনিশ্চয় হইয়া খড়্গ রাখিয়া ভৃত্যগণকে আদেশ করিল—"আমার রথ সাজাও"।৩৩

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের বনপর্ব্বান্তর্গত রামোপাখ্যানপর্ব্বে ইন্দ্রজিদ্-বধবিষয়ক একোননবত্যধিকদ্বিশততম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।২৮৯

নবত্যধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ।

[রামরাবণয়োর্যুদ্ধম্, রাবণবধশ্চ।]

মার্কণ্ডেয় উবাচ।
ততঃ ক্রুদ্ধো দশগ্রীবঃ প্রিয়ে পুত্রে নিপাতিতে।
নির্যযৌ রথমাস্থায় হেমরত্নবিভূষিতম্ ॥১
স বৃতো রাক্ষসৈর্ঘোরৈর্বিবিধায়ুধপাণিভিঃ।
অভিদুদ্রাব রামং স যোধয়ন্ হরিযূথপান্ ॥২
তমাদ্রবন্তং সংক্রুদ্ধং মৈন্দনীলনলাঙ্গদাঃ।
হনুমান্ জাম্ববাংশ্চৈব সসৈন্যাঃ পর্য্যবারয়ন্ ॥৩
তে দশগ্রীবসৈন্যং তদৃক্ষবানরপুঙ্গবাঃ।
দ্রুমৈর্বিধ্বংসয়াংচক্রুর্দশগ্রীবস্য পশ্যতঃ ॥৪
ততঃ স সৈন্যমালোক্য বধ্যমানমরাতিভিঃ।
মায়াবী চাসৃজন্মায়াং রাবণো রাক্ষসাধিপঃ ॥৫
তস্য দেহবিনিষ্ক্রান্তাঃ শতশোঽথ সহস্রশঃ।
রাক্ষসাঃ প্রত্যদৃশ্যন্ত শরশক্ত্যৃষ্টিপাণয়ঃ ॥৬

নবত্যধিকদ্বিশততম অধ্যায়।

[রাম ও রাবণের যুদ্ধ এবং রাবণ বধ।]

মার্কণ্ডেয় বলিলেন,—অনন্তর নিজ প্রিয়পুত্র ইন্দ্রজিৎ যুদ্ধে নিপতিত হইলে দশানন আরও ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিল। তখন সে হেমরত্নবিভূষিত রথে চড়িয়া যুদ্ধ করিবার জন্য ঘোরদর্শন বিবিধ অস্ত্রধারী রাক্ষসগণে পরিবেষ্টিত হইয়া বহির্গত হইল এবং বানরযূথপতিগণের সহিত যুদ্ধ করিতে করিতে শ্রীরামচন্দ্রের দিকে ধাবিত হইল।১-২

ক্রুদ্ধ হইয়া রাবণকে যুদ্ধে আসিতে দেখিয়া মৈন্দ, নীল, নল, অঙ্গদ, হনুমান্ ও জাম্ববান্ প্রভৃতি বানর-নায়কগণ সসৈন্যে তাহাকে ঘিরিয়া ফেলিল।৩

সেই ঋক্ষ ও বানরশ্রেষ্ঠগণ দশাননের সম্মুখেই তাহার সৈন্যগণকে বৃক্ষসমূহের আঘাতে ধ্বংস করিতে লাগিল।৪

বানরগণের দ্বারা নিজ সৈন্যগণের বিনাশ হইতেছে দেখিয়া মায়াবী রাক্ষসরাজ রাবণ মায়া সৃষ্টি করিল।৫

তান্ রামো জঘ্নিবান্ সর্বান্ দিব্যেনাস্ত্রেণ রাক্ষসান্।
অথ ভূয়োঽপি মায়াং স ব্যদধাদ্ রাক্ষসাধিপঃ ॥৭

কৃত্বা রামস্য রূপাণি লক্ষ্মণস্য চ ভারত !
অভিদুদ্রাব রামঞ্চ লক্ষ্মণঞ্চ দশাননঃ ॥৮

ততস্তে রামমাচ্ছন্তো লক্ষ্মণঞ্চ ক্ষপাচরাঃ।
অভিপেতুস্তদা রামং প্রগৃহীতশরাসনাঃ ॥৯

তাং দৃষ্ট্বা রাক্ষসেন্দ্রস্য মায়ামিক্ষ্বাকুনন্দনঃ।
উবাচ রামং সৌমিত্রিরসম্ভ্রান্তো বৃহদ্বচঃ ॥১০

জহীমান্ রাক্ষসান্ পাপানাত্মনঃ প্রতিরূপকান্।
জঘান রামস্তাংশ্চান্যানাত্মনঃ প্রতিরূপকান্ ॥১১

ততো হর্য্যশ্বযুক্তেন রথেনাদিত্যবর্চসা।
উপতস্থে রণে রামং মাতলিঃ শক্রসারথিঃ ॥১২

তাহার শরীর হইতে শত শত সহস্র সহস্র রাক্ষস শর, শক্তি, ঋষ্টি প্রভৃতি অস্ত্র হাতে লইয়া বিনির্গত হইতেছে দেখা গেল।৬

শ্রীরামচন্দ্র তখন দিব্য অস্ত্র বর্ষণ করিয়া সেই সমস্ত রাক্ষসগণকে বধ করিলেন। তখন রাক্ষসাধিপতি রাবণ পুনরায় মায়া সৃষ্টি করিল।৭

হে ভারত। দশানন রাম ও লক্ষ্মণের রূপ ধারণ করিয়া রাম ও লক্ষ্মণের দিকে ধাবিত হইল।৮

সেই সকল রামরূপধারী রাক্ষসগণ শরাসন গ্রহণ করত রাম ও লক্ষ্মণকে পীড়িত করিতে করিতে তাঁহাদের দিকে ধাবিত হইল।৯

ইক্ষ্বাকুকুলের আনন্দবর্দ্ধনকারী সুমিত্রানন্দন লক্ষ্মণ ইহা লক্ষ্য করত বিহ্বল না হইয়া শ্রীরামকে এই মহত্বপূর্ণ বাক্য বলিলেন—।১০

এই আপনার রূপধারণকারী পাপী রাক্ষসগণকে আপনি এখনই বধ করুন। তখন শ্রীরামও তৎক্ষণাৎ ঐ নিজের প্রতিরূপধারী রাক্ষসগুলিকে ও অন্যান্য রাক্ষসদিগকে বধ করিলেন।১১

মাতলিরুবাচ।
অয়ং হর্য্যশ্বযুগ্ জৈত্রো মঘোনঃ স্যন্দনোত্তমঃ।
অনেন শক্রঃ কাকুৎস্থঃ সমরে দৈত্যদানবান্ ॥১৩
শতশঃ পুরুষব্যাঘ্র রথোদারেণ জঘ্নিবান্।
তদনেন নরব্যাঘ্র ময়া যত্তেন সংযুগে ॥১৪
স্যন্দনেন জহি ক্ষিপ্রং রাবণং মা চিরং কৃথাঃ।
ইত্যুক্তো রাঘবস্তথ্যং বচোঽশঙ্কত মাতলেঃ ॥১৫
মায়ৈষা রাক্ষসস্যেতি তমুবাচ বিভীষণঃ।
নেয়ং মায়া নরব্যাঘ্র রাবণস্য দুরাত্মনঃ ॥১৬
তদাতিষ্ঠ রথং শীঘ্রমিমমৈন্দ্রং মহাদ্যুতে।
ততঃ প্রহৃষ্টঃ কাকুৎস্থস্তথেত্যুক্ত্বা বিভীষণম্ ॥১৭
রথেনাভিপপাতাথ দশগ্রীবং রুষান্বিতঃ।
হাহাকৃতানি ভূতানি রাবণে সমভিদ্রুতে ॥১৮

অনন্তর হরিদ্বর্ণের অশ্বযুক্ত সূর্য্যতুল্য জাজ্বল্যমান রথ লইয়া ইন্দ্রের সারথি মাতলি শ্রীরামচন্দ্রের নিকট রণস্থলে আসিয়া উপস্থিত হইলেন।১২

মাতলি বলিলেন,—হে পুরুষোত্তম শ্রীরাম। এই হরিদ্বর্ণের অশ্বযুক্ত বিজয়শীল উত্তম রথ, ইহা দেবরাজ ইন্দ্রের রথ, এই বিশাল রথে চড়িয়া ইন্দ্র শত শত দৈত্যদানবকে সংহার করিয়াছে। হে নরশ্রেষ্ঠ। আপনিও আমার চালিত এই রথে চড়িয়া রাবণকে শীঘ্র বধ করুন, বিলম্ব করিবেন না।

মাতলির কথা শুনিয়া শ্রীরামচন্দ্রের আশঙ্কা হইল 'ইহা রাক্ষসী মায়া নহে তো'?

তখন বিভীষণ তাঁহাকে বলিলেন—হে নরশ্রেষ্ঠ। এ দুরাত্মা রাবণের মায়া নয়।১৩-১৬

হে মহাতেজস্বিন্। আপনি শীঘ্র ইন্দ্রের এই রথে উঠিয়া বসুন। বিভীষণের কথা শুনিয়া শ্রীরামচন্দ্র 'তাহাই হউক' বলিয়া হৃষ্টান্তকরণে সেই রথে উঠিলেন এবং ক্রুদ্ধ হইয়া রথের দ্বারা রাবণের দিকে

সিংহনাদাঃ সপটহা দিবি দিব্যাস্তথানদন্ ।
দশকন্ধর-রাজসূন্বোস্তথা যুদ্ধমভূন্মহৎ ॥১৯
অলব্ধোপমমন্যত্র তয়োরেব তথাভবৎ ।
স রামায় মহাঘোরং বিসসর্জ্জ নিশাচরঃ ॥২০
শূলমিন্দ্রাশনিপ্রখ্যং ব্রহ্মদণ্ডমিবোদ্যতম্ ।
তচ্ছূলং সত্বরং রামশ্চিচ্ছেদ নিশিতৈঃ শরৈঃ ॥২১
তদ্ দৃষ্ট্বা দুষ্করং কর্ম রাবণং ভয়মাবিশৎ ।
ততঃ ক্রুদ্ধঃ সসর্জ্জাশু দশগ্রীবঃ শিতাঙ্কুরান্ ॥২২
সহস্রাযুতশো রামে শস্ত্রাণি বিবিধানি চ ।
ততো ভুশুণ্ডীঃ শূলানি মুসলানি পরশ্বধান্ ॥২৩
শক্তীশ্চ বিবিধাকারাঃ শতঘ্নীশ্চ শিতান্ ক্ষুরান্ ।
তাং মায়াং বিকৃতাং দৃষ্ট্বা দশগ্রীবস্য রক্ষসঃ ॥২৪

ধাবিত হইলেন। শ্রীরামকে রাবণের দিকে ধাবিত হইতে দেখিয়া সকল প্রাণী হাহাকার করিয়া উঠিল।১৭-১৮

দেবগণ সিংহনাদ করত দিব্য পটহাদি বাদ্যসমূহ বাজাইতে লাগিলেন। তখন দশানন ও শ্রীরামের মধ্যে মহাযুদ্ধ আরম্ভ হইল।১৯

উভয়ের যুদ্ধের অন্য কোন উপমা না থাকায় তাঁহারাই উহার উপমা হইলেন। নিশাচর রাবণ রামচন্দ্রের প্রতি ইন্দ্রের বজ্রসদৃশ ও উদ্যত ব্রহ্মদণ্ডের ন্যায় ভয়ঙ্কর শূল নিক্ষেপ করিল, কিন্তু শ্রীরাম তখন নিজ তীক্ষ্ণ বাণসমূহে ঐ শূল সত্বর অর্দ্ধপথেই খণ্ডন করিলেন।২০-২১

শ্রীরামের এই দুষ্কর কর্ম্ম দেখিয়া রাবণের ভয় হইল এবং দশানন ক্রুদ্ধ হইয়া অতি দ্রুত সুতীক্ষ্ণ শর-সমূহ নিক্ষেপ করিতে লাগিল।২২

সহস্র সহস্র অযুত অযুত ভুশুণ্ডী শূল, মুসল নানাপ্রকার শক্তি, পরশু এবং শতঘ্নী প্রভৃতি বিবিধ তীক্ষ্ণ অস্ত্রসমূহ নিক্ষেপ করিতে লাগিল।

ভয়াৎ প্রদুদ্রুবুঃ সর্বে বানরাঃ সর্বতো দিশম্ ।
ততঃ সুপত্রং সুমুখং হেমপুঙ্খং শরোত্তমম্ ॥২৫
তূণাদাদায় কাকুৎস্থো ব্রহ্মাস্ত্রেণ যুযোজ হ ।
তং বাণবর্য্যং রামেণ ব্রহ্মাস্ত্রেণানুমন্ত্রিতম্ ॥২৬
জহৃষুর্দেবগন্ধর্বা দৃষ্ট্বা শক্রপুরোগমাঃ ।
অল্পাবশেষমায়ুশ্চ ততোঽমন্যন্ত রক্ষসঃ ॥২৭
ব্রহ্মাস্ত্রোদীরণাচ্ছত্রোর্দেবদানবকিন্নরাঃ ।
ততঃ সসর্জ্জ তং রামঃ শরমপ্রতিমৌজসম্ ॥২৮
রাবণান্তকরং ঘোরং ব্রহ্মদণ্ডমিবোদ্যতম্ ।
মুক্তমাত্রেণ রামেণ দূরাকৃষ্টেন ভারত ॥২৯
স তেন রাক্ষসশ্রেষ্ঠঃ সরথঃ সাশ্বসারথিঃ ।
প্রজজ্বাল মহাজ্বালেনাগ্নিনাভিপরিপ্লুতঃ ॥৩০

রাক্ষস রাবণের ঐ বিকৃত মায়া দেখিয়া ভয়ে বানরগণ চারিদিকে পলাইতে লাগিল।

তখন শ্রীরাম সুন্দর পক্ষযুক্ত, উত্তম অগ্রভাগ-বিশিষ্ট ও স্বর্ণময়পক্ষশোভিত একটী উত্তম শর তূণ হইতে গ্রহণ করিয়া ব্রহ্মাস্ত্রে অভিমন্ত্রিত করত ধনুতে যুক্ত করিলেন। সেই শ্রেষ্ঠবাণ ধনুকে যোজনা করিলে ইন্দ্রাদি দেবগণ আনন্দিত হইয়া মনে করিলেন, রাবণের আয়ু আর অল্পক্ষণই আছে; দেব, দানব ও কিন্নরগণ সকলেই বুঝিতে পারিল যে, শ্রীরাম কর্ত্তৃক শত্রুর প্রতি এবার ব্রহ্মাস্ত্রের প্রয়োগ হইল।

রামচন্দ্র তখন উত্তোলিত ব্রহ্মদণ্ডের ন্যায় ভয়ঙ্কর অতুলনীয় তেজসম্পন্ন রাবণান্তকর সেই শর রাবণের দিকে নিক্ষেপ করিলেন।

হে ভারত! শ্রীরাম কর্ত্তৃক দূর পর্য্যন্ত আকর্ষণ করিয়া সেই অস্ত্র ছাড়িবামাত্রই অশ্ব, সারথি ও রথের সহিত রাক্ষসরাজ রাবণ প্রজ্বলিত অগ্নির লেলিহান শিখায়

ততঃ প্রহৃষ্টাস্ত্রিদশাঃ সহগন্ধর্বচারণাঃ।
নিহতং রাবণং দৃষ্ট্বা রামেণাক্লিষ্টকর্মণা ॥৩১
তত্যজুস্তং মহাভাগং পঞ্চ ভূতানি রাবণম্।
ভ্রংশিতঃ সর্বলোকেভ্যঃ স হি ব্রহ্মাস্ত্রতেজসা ॥৩২

শরীরধাতবো হ্যস্য মাংসং রুধিরমেব চ।
নেশুর্ব্রহ্মাস্ত্রনির্দগ্ধা ন চ ভস্মাপ্যদৃশ্যত ॥৩৩
ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং
বৈয়াসিক্যাং বনপর্বণি রামোপাখ্যানপর্বণি
রাবণবধে নবত্যধিক-দ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ ॥২৯০

দ্বারা পরিবেষ্টিত হইয়া জ্বলিতে লাগিল। ২৮-৩০

অনায়াসে মহৎকর্ম্মকারী শ্রীরাম কর্ত্তৃক রাবণকে নিহত দেখিয়া দেবতাবৃন্দ গন্ধর্ব্ব, যক্ষ ও চারণগণের সহিত পরম হৃষ্ট হইলেন।৩১

তখন পঞ্চ মহাভূত মহাভাগ্যবান্ রাবণকে ত্যাগ করিল। রাবণ ব্রহ্মাস্ত্রতেজে দগ্ধ হইয়া সর্ব্বলোক-ভ্রষ্ট হইয়াছিল।৩২

ব্রহ্মাস্ত্রের তেজে রাবণের শরীরের মাংস, শোণিতাদি সকল ধাতুই এমনই দগ্ধ হইয়াছিল যে, তাহার শরীরের ভস্মও দেখা গেল না।৩৩

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের বনপর্ব্বান্তর্গত রামোপাখ্যানপর্ব্বে রাবণবধবিষয়ক নবত্যধিকদ্বিশততম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।২৯০

একনবত্যধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ।

[সীতাং প্রতি শ্রীরামস্য সন্দেহঃ, দেবৈঃ সীতায়াঃ শুদ্ধেঃ সমর্থনম্, লঙ্কাতঃ সসৈন্য-শ্রীরামস্য প্রস্থানম্, কিষ্কিন্ধ্যায়া অযোধ্যামাগম্য ভরতেন সহ মিলনম্, রাজ্যে শ্রীরামস্যাভিষেকশ্চ।]

মার্কণ্ডেয় উবাচ।
স হত্বা রাবণং ক্ষুদ্রং রাক্ষসেন্দ্রং সুরদ্বিষম্।
বভূব হৃষ্টঃ সসুহৃদ্ রামঃ সৌমিত্রিণা সহ ॥১
ততো হতে দশগ্রীবে দেবাঃ সর্ষিপুরোগমাঃ।
আশীর্ভির্জয়যুক্তাভিরানর্চুস্তং মহাভুজম্ ॥২

রামং কমলপত্রাক্ষং তুষ্টুবুঃ সর্বদেবতাঃ।
গন্ধর্বাঃ পুষ্পবর্ষৈশ্চ বাগ্‌ভিশ্চ ত্রিদশালয়াঃ ॥৩

পূজয়িত্বা যথা রামং প্রতিজগ্মুর্যথাগতম্।
যন্মহোৎসবসঙ্কাশমাসীদাকাশমচ্যুত ॥৪

একনবত্যধিকদ্বিশততম অধ্যায়।

[সীতার প্রতি শ্রীরামের সন্দেহ, দেবগণ কর্ত্তৃক সীতার শুদ্ধির সমর্থন, লঙ্কা হইতে স্ববাহিনীর শ্রীরামের প্রস্থান, কিষ্কিন্ধ্যা হইতে অযোধ্যায় আগমন করত ভরতের সহিত মিলন এবং রাজ্যে শ্রীরামের অভিষেক।]

মার্কণ্ডেয় বলিলেন,—নীচাশয় দেবদ্বেষী রাক্ষস-রাজ রাবণকে বধ করিয়া শ্রীরামচন্দ্র সুমিত্রানন্দন লক্ষ্মণ ও সুহৃদ্‌গণসহ পরম প্রীত হইলেন।১

দশানন নিহত হইলে দেবগণ ও ঋষিগণ জয়যুক্ত আশীর্ব্বচনের দ্বারা মহাবাহু শ্রীরামকে সম্বর্দ্ধনা করিলেন।২

স্বর্গবাসী দেবতা ও গন্ধর্ব্বগণ পুষ্পবর্ষণ করিতে করিতে উত্তম বাণী দ্বারা কমলনয়ন শ্রীরামের স্তব করিলেন।৩

শ্রীরামকে পূজা করিয়া তাহারা সকলে যেভাবে আসিয়াছিলেন, সেই ভাবে গমন করিলেন। স্ব-মহিমা হইতে অবিচ্যুত যুধিষ্ঠির। তাহাতে গগন যেন

ততো হত্বা দশগ্রীবং লঙ্কাং রামো মহাযশাঃ।
বিভীষণায় প্রদদৌ প্রভুঃ পরপুরঞ্জয়ঃ ॥৫
ততঃ সীতাং পুরস্কৃত্য বিভীষণপুরস্কৃতাম্।
অবিন্ধ্যো নাম সুপ্রজ্ঞো বৃদ্ধামাত্যো বিনির্যযৌ ॥৬
উবাচ চ মহাত্মানং কাকুৎস্থং দৈন্যমাস্থিতঃ।
প্রতীচ্ছ দেবীং সদ্বৃত্তাং মহাত্মন্ জানকীমিতি ॥৭
এতচ্ছ্রুত্বা বচস্তস্মাদবতীর্য্য রথোত্তমাৎ।
বাষ্পেণাপিহিতাং সীতাং দদর্শেক্ষ্বাকুনন্দনঃ ॥৮
তাং দৃষ্ট্বা চারুসর্বাঙ্গীং যানস্থাং শোককর্শিতাম্।
মলোপচিতসর্বাঙ্গীং জটিলাং কৃষ্ণবাসসম্ ॥৯
উবাচ রামো বৈদেহীং পরামর্শবিশঙ্কিতঃ।
গচ্ছ বৈদেহি মুক্তা ত্বং যৎ কার্য্যং তন্ময়া কৃতম্ ॥১০

মামাসাদ্য পতিং ভদ্রে ন ত্বং রাক্ষসবেশ্মনি।
জরাং ব্রজেথা ইতি মে নিহতোঽসৌ নিশাচরঃ ॥১১
কথং হ্যস্মদ্বিধো জাতু জানন্ ধর্মবিনিশ্চয়ম্।
পরহস্তগতাং নারীং মুহূর্ত্তমপি ধারয়েৎ ॥১২

সুবৃত্তামসুবৃত্তাং বাপ্যহং ত্বামদ্য মৈথিলি।
নোৎসহে পরিভোগায় শ্বাবলীঢ়ং হবির্যথা ॥১৩

ততঃ সা সহসা বালা তচ্ছ্রুত্বা দারুণং বচঃ।
পপাত দেবী ব্যথিতা নিকৃত্তা কদলী যথা ॥১৪

যোঽপ্যস্যা হর্ষসম্ভূতো মুখরাগস্তদাভবৎ।
ক্ষণেন স পুনর্নষ্টো নিঃশ্বাস ইব দর্পণে ॥১৫

মহোৎসবে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল।৪

শত্রুনগরবিজয়ী মহাযশস্বী প্রভু শ্রীরাম দশাননকে বধ করিয়া লঙ্কাকে জয় করত বিভীষণকে প্রদান করিলেন।৫

তারপর বিভীষণকে সম্মুখে রাখিয়া সীতাকে লইয়া রাবণের বৃদ্ধ অমাত্য সুবুদ্ধি অবিন্ধ্যনামক রাক্ষস লঙ্কা হইতে নির্গত হইল।৬

সে ককুৎস্থকুলভূষণ মহাত্মা রামের নিকট আসিয়া দীনভাবে বলিল—হে মহাত্মন্! আপনি সচ্চরিত্রা জনকনন্দিনী সীতাদেবীকে গ্রহণ করুন।৭

ইহা শুনিয়া ইক্ষ্বাকুনন্দন শ্রীরাম দেখিলেন যে, সীতা সেই উত্তম রথ হইতে অবতীর্ণ হইয়া বাষ্পাকুলনয়নে সম্মুখে দাঁড়াইয়া আছেন।৮

শিবিকাতে অবস্থিতা সীতা শোকে কৃশা হইয়াছিলেন, তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ মলিন ছিল, চুল জট পাকাইয়া গিয়াছিল, কাপড়ও ময়লা হইয়াছিল; এরূপভাবে অবস্থিতা সীতাকে দর্শন করিয়া পরপুরুষের স্পর্শ আশঙ্কা করত শ্রীরাম বলিলেন—"হে বৈদেহি! তুমি যথা ইচ্ছা গমন করিতে পার, আমার যাহা কর্ত্তব্য, আমি তাহা করিয়াছি।৯-১০

ভদ্রে! আমার ন্যায় পতিকে পাইয়া বৃদ্ধাবস্থা পর্য্যন্ত তোমাকে কোন রাক্ষসের গৃহে অবস্থান না করিতে হয়, এই জন্যই আমি সেই রাক্ষসকে বধ করিয়াছি।১১

আমাদের ন্যায় পুরুষ ধর্ম্মের তত্ত্ব জানিয়াও পরহস্তগতা নারীকে কি করিয়া এক মুহূর্ত্তও নিকটে রাখিতে পারে? ১২

মিথিলরাজকুমারি! তুমি সচ্চরিত্রাই হও অথবা অসচ্চরিত্রাই হও, কুকুরের দ্বারা লেহিত ঘৃতের ন্যায় আমি আজ তোমাকে উপভোগের জন্য লইতে উৎসাহ বোধ করিতেছি না।১৩

শ্রীরামচন্দ্রের ঐরূপ সহসা দারুণ কথা শুনিয়া সীতাদেবী অত্যন্ত ব্যথিত হইয়া ছিন্ন কদলী বৃক্ষের ন্যায় ভূতলে পতিতা হইলেন।১৪

তখন সীতাদেবীর রামচন্দ্রের দর্শনে যে আনন্দোত্থিত মুখভঙ্গী হইয়াছিল, তাহা দর্পণে নিশ্বাসে প্রতিহত মুখবিম্বের ন্যায় সহসা অন্তর্হিত হইল।১৫

ততস্তে হরয়ঃ সর্বে তচ্ছ্রুত্বা রামভাষিতম্।
গতাসুকল্পা নিশ্চেষ্টা বভূবুঃ সহলক্ষ্মণাঃ ॥১৬
ততো দেবো বিশুদ্ধাত্মা বিমানেন চতুর্মুখঃ।
পদ্মযোনির্জগৎস্রষ্টা দর্শয়ামাস রাঘবম্ ॥১৭
শক্রশ্চাগ্নিশ্চ বায়ুশ্চ যমো বরুণ এব চ।
যক্ষাধিপশ্চ ভগবাংস্তথা সপ্তর্ষয়োঽমলাঃ ॥১৮
রাজা দশরথশ্চৈব দিব্যভাস্বরমূর্তিমান্।
বিমানেন মহার্হেণ হংসযুক্তেন ভাস্বতা ॥১৯
ততোঽন্তরিক্ষং তৎ সর্বং দেব-গন্ধর্বসঙ্কুলম্।
শুশুভে তারকাচিত্রং শরদীব নভস্তলম্ ॥২০
তত উত্থায় বৈদেহী তেষাং মধ্যে যশস্বিনী।
উবাচ বাক্যং কল্যাণী রামং পৃথুলবক্ষসম্ ॥২১
রাজপুত্র ন তে দোষং করোমি বিদিতা হি তে।
গতিঃ স্ত্রীণাং নরাণাঞ্চ শৃণু চেদং বচো মম ॥২২

অন্তশ্চরতি ভূতানাং মাতরিশ্বা সদাগতিঃ।
স মে বিমুঞ্চতু প্রাণান্ যদি পাপং চরাম্যহম্ ॥২৩
অগ্নিরাপস্তথাকাশং পৃথিবী বায়ুরেব চ।
বিমুঞ্চন্তু মম প্রাণান্ যদি পাপং চরাম্যহম্ ॥২৪
যথাহং ত্বদৃতে বীর নান্যং স্বপ্নেঽপ্যচিন্তয়ম্।
তথা মে দেবনির্দিষ্টস্ত্বমেব হি পতির্ভব ॥২৫
ততোঽন্তরিক্ষে বাগাসীৎ সুভগা লোকসাক্ষিণী।
পুণ্যা সংহর্ষণী তেষাং বানরাণাং মহাত্মনাম্ ॥২৬
বায়ুরুবাচ।
ভো ভো রাঘব সত্যং বৈ বায়ুরস্মি সদাগতিঃ।
অপাপা মৈথিলী রাজন্ সংগচ্ছ সহ ভার্য্যয়া ॥২৭
অগ্নিরুবাচ।
অহমন্তঃশরীরস্থো ভূতানাং রঘুনন্দন।
সুসূক্ষ্মমপি কাকুৎস্থ মৈথিলী নাপরাধ্যতি ॥২৮

লক্ষ্মণের সহিত সকল বানর শ্রীরামের সেই কথা শুনিয়া প্রাণহীন শরীরের ন্যায় নিঃশ্চেষ্ট হইয়া অবস্থান করিতে লাগিল।১৬

তখন বিশুদ্ধাত্মা জগৎস্রষ্টা পদ্মযোনি ব্রহ্মা বিমানে শ্রীরামের নিকট আসিয়া দর্শন দিলেন।১৭

অনন্তর ইন্দ্র, অগ্নি, বায়ু, যম, বরুণ, যক্ষরাজ ভগবান্ কুবের ও নির্ম্মলহৃদয় সপ্তর্ষিগণ আগমন করিলেন।১৮

রাজা দশরথ দিব্যতেজোময় মূর্ত্তিতে বহুমূল্য, জ্যোতির্ম্ময় ও হংসযুক্ত বিমানে চড়িয়া সেখানে আগমন করিলেন।১৯

তাহাতে সেই সময় দেবতা ও গন্ধর্ব্বগণে পরিপূর্ণ গগনমণ্ডল অসংখ্য তারকায় বিচিত্র শরৎকালীন আকাশের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিল।২০

তখন বিদেহরাজকুমারী কল্যাণী ও যশস্বিনী সীতাদেবী দেবতাগণের মধ্যে দাঁড়াইয়া বিশালবক্ষা শ্রীরামকে এই কথা বলিলেন—।২১

হে রাজপুত্র। আমি আপনার কোন দোষ দিতেছি না। মনুষ্যলোকে স্ত্রী ও পুরুষের কি গতি তাহা আপনি ভাল করিয়াই জানেন। কেবল আমার এই কথা শ্রবণ করুন।২২

নিরন্তর বিচরণশীল বায়ুদেব সমস্ত প্রাণীর অন্তরে বিরাজমান আছেন। যদি আমি পাপ করিয়া থাকি, তাহা হইলে বায়ুদেব আমার প্রাণ হরণ করুন।২৩

যদি আমি পাপ করিয়া থাকি, তাহা হইলে অগ্নি, জল, আকাশ, বায়ু ও পৃথিবী ইঁহারা সকলেই আমার প্রাণ হরণ করুন।২৪

হে বীর। যদি আমি আপনাকে ছাড়া কাহাকেও স্বপ্নেও কখনও চিন্তা না করিয়া থাকি; তাহা হইলে আপনিই আমার দেবনির্দ্দিষ্ট একমাত্র পতি হউন।২৫

তখন অন্তরিক্ষে মহাত্মা বানরগণের আনন্দ-বর্দ্ধিকা পুণ্যময়ী লোকসাক্ষিণী সৌভাগ্যলক্ষণা পুণ্যময়ী বাণী উচ্চারিত হইল।২৬

বরুণ উবাচ।

রসা বৈ মৎপ্রসূতা হি ভূতদেহেষু রাঘব।
অহং বৈ ত্বাং প্রব্রবীমি মৈথিলী প্রতিগৃহ্যতাম্ ॥২৯

ব্রহ্মোবাচ।

পুত্র নৈতদিহাশ্চর্য্যং ত্বয়ি রাজর্ষিধর্ম্মিণি।
সাধো সদ্বৃত্ত কাকুৎস্থ শৃণু চেদং বচো মম ॥৩০

শত্রুরেষ ত্বয়া বীর দেবগন্ধর্ব্বভোগিনাম্।
যক্ষাণাং দানবানাঞ্চ মহর্ষীণাঞ্চ পাতিতঃ ॥৩১

অবধ্যঃ সর্ব্বভূতানাং মৎপ্রসাদাৎ পুরাভবৎ।
কস্মাচ্চিৎ কারণাৎ পাপঃ কঞ্চিৎ
কালমুপেক্ষিতঃ ॥৩২

বধার্থমাত্মনস্তেন হৃতা সীতা দুরাত্মনা।
নলকূবরশাপেন রক্ষা চাস্যাঃ কৃতা ময়া ॥৩৩
যদি হ্যকামাং সেবেত স্ত্রিয়মন্যামপি ধ্রুবম্।
শতধাস্য ফলেন্মূর্দ্ধা ইত্যুক্তঃ সোঽভবৎ পুরা ॥৩৪
নাত্র শঙ্কা ত্বয়া কার্য্যা প্রতীচ্ছেমাং মহাদ্যুতে।
কৃতং ত্বয়া মহৎ কার্য্যং দেবানামমরপ্রভ ॥৩৫

দশরথ উবাচ।

প্রীতোঽস্মি তস্য ভদ্রং তে পিতা দশরথোঽস্মি তে।
অনুজানামি রাজ্যঞ্চ প্রশাধি পুরুষোত্তম ॥৩৬

রাম উবাচ।

অভিবাদয়ে ত্বাং রাজেন্দ্র যদি ত্বং জনকো মম।
গমিষ্যামি পুরীং রম্যামযোধ্যাং শাসনাৎ তব ॥৩৭

বায়ু বলিলেন,—হে রাঘব! আমি সদা বিচরণশীল বায়ু তোমাকে বলিতেছি। এই মিথিলা-রাজনন্দিনী নিষ্পাপা। হে রাজন্! তুমি এই ভার্য্যার সহিত মিলিত হও।২৭

অগ্নি বলিলেন,—হে রঘুনন্দন! আমি প্রত্যেক জীবের শরীরমধ্যে অবস্থান করি। আমি বলিতেছি, মৈথিলী ক্ষুদ্র হইতেও ক্ষুদ্র অপরাধও করেন নাই।২৮

বরুণ বলিলেন,—হে শ্রীরাম! আমি বরুণ। সর্ব্বপ্রাণীর শরীরে যে জলতত্ত্ব আছে, উহা আমা হইতেই উৎপন্ন। সেই আমি তোমাকে বলিতেছি, তুমি মৈথিলীকে গ্রহণ কর।২৯

ব্রহ্মা বলিলেন,—হে পুত্র! হে সাধো! হে সচ্চরিত্র! হে কাকুৎস্থ! তোমার ন্যায় রাজর্ষি ধর্ম্মের অনুগত পুরুষের পক্ষে এইরূপ আচরণ মোটেই আশ্চর্য্য-জনক নয়। আমি যাহা বলিতেছি, শ্রবণ কর।৩০

হে বীর! দেব, গন্ধর্ব্ব, পন্নগ, যক্ষ, দানব ও মহর্ষিগণের শত্রু এই রাবণকে তুমি বধ করিয়াছ।৩১

পুরাকালে এই দুষ্ট আমারই দেওয়া বরে সর্ব্ব প্রাণীর অবধ্য হইয়াছিল; কোন কারণবশতঃ আমাকে কিছু কাল এই পাপী রাবণকে উপেক্ষা করিতে হইয়াছে।৩২

দুরাত্মা রাবণ নিজের বধের জন্যই সীতাকে হরণ করিয়াছিল; আমি পূর্ব্বেই নলকূবরের শাপের দ্বারা ইহার রক্ষার ব্যবস্থা করিয়াছিলাম।৩৩

নলকূবর পূর্ব্বে ইহাকে শাপ দিয়াছিল যে, যদি রাবণ অকামা কোন নারীকে বলপূর্ব্বক ধর্ষণ করে, তবে তৎক্ষণাৎ তাহার মস্তক শতধা বিদীর্ণ হইবে।৩৪

সুতরাং হে মহাতেজস্বী শ্রীরাম! তুমি ইহার সম্বন্ধে কোন শঙ্কাই করিও না, ইহাকে গ্রহণ কর; হে অমরসদৃশ! তুমি দেবগণের মহৎ কার্য্যসাধন করিয়াছ।৩৫

দশরথ বলিলেন,—বৎস! আমি তোমার পিতা দশরথ। আমি তোমার আচরণে অত্যন্ত প্রীত হইয়াছি; তোমার কল্যাণ হউক। হে পুরুষোত্তম! আমি অনুমতি দিতেছি; তুমি রাজ্য শাসন কর।৩৬

মার্কণ্ডেয় উবাচ।

তমুবাচ পিতা ভূয়ঃ প্রহৃষ্টো ভরতর্ষভ।
গচ্ছাযোধ্যাং প্রশাধীতি রামং রক্তান্তলোচনম্ ॥৩৮
সম্পূর্ণানীহ বর্ষাণি চতুর্দশ মহাদ্যুতে।
ততো দেবান্ নমস্কৃত্য সুহৃদ্ভিরভিনন্দিতঃ ॥৩৯
মহেন্দ্র ইব পৌলোম্যা ভার্য্যয়া স সমেয়িবান্।
ততো বরং দদৌ তস্মৈ হ্যবিন্ধ্যায় পরন্তপঃ ॥৪০
ত্রিজটাং চার্থ-মানাভ্যাং যোজয়ামাস রাক্ষসীম্।
তমুবাচ ততো ব্রহ্মা দেবৈঃ শক্রপুরোগমৈঃ ॥৪১
কৌশল্যামাতরিষ্টাংস্তে বরানদ্য দদানি কান্।
বব্রে রামঃ স্থিতিং ধর্ম্মে শত্রুভিশ্চাপরাজয়ম্ ॥৪২
রাক্ষসৈর্নিহতানাঞ্চ বানরাণাং সমুদ্ভবম্।
ততস্তে ব্রহ্মণা প্রোক্তে তথেতি বচনে তদা ॥৪৩
সমুত্তস্থুর্মহারাজ বানরা লব্ধচেতনঃ।
সীতা চাপি মহাভাগা বরং হনুমতে দদৌ ॥৪৪
রামকীর্ত্ত্যা সমং পুত্র জীবিতং তে ভবিষ্যতি।
দিব্যাস্ত্বামুপভোগাশ্চ মৎপ্রসাদকৃতাঃ সদা ॥৪৫
উপস্থাস্যন্তি হনুমন্নিতি স্ম হরিলোচন।
ততস্তে প্রেক্ষমাণানাং তেষামক্লিষ্টকর্ম্মণাম্ ॥৪৬
অন্তর্দ্ধানং যযুর্দেবাঃ সর্বে শক্রপুরোগমাঃ।
দৃষ্ট্বা রামং তু জানক্যা সঙ্গতং শক্রসারথিঃ ॥৪৭
উবাচ পরমপ্রীতঃ সুহৃন্মধ্য ইদং বচঃ।
দেব-গন্ধর্ব্ব-যক্ষাণাং মানুষাসুর-ভোগিনাম্ ॥৪৮
অপনীতং ত্বয়া দুঃখমিদং সত্যপরাক্রম।
সদেবাসুর-গন্ধর্বা যক্ষ-রাক্ষস-পন্নগাঃ ॥৪৯
কথয়িষ্যন্তি লোকাস্ত্বাং যাবদ্ ভূমির্ধরিষ্যতি।
ইত্যেবমুক্ত্বানুজ্ঞাপ্য রামং শস্ত্রভৃতাং বরম্ ॥৫০

শ্রীরাম বলিলেন,—হে রাজেন্দ্র! যদি আপনি আমার পিতা হন, তবে আপনাকে আমি অভিবাদন করিতেছি; আপনার আদেশে আমি রমণীয়া অযোধ্যাপুরীতে গমন করিব।৩৭

মার্কণ্ডেয় বলিলেন,—হে ভরতশ্রেষ্ঠ যুধিষ্ঠির! পিতা দশরথ প্রীতমনে পুনরায় রক্তান্তলোচন শ্রীরামকে বলিলেন—মহাদ্যুতে! তোমার চৌদ্দ বৎসর সম্পূর্ণ বনবাস হইয়াছে। এখন তুমি অযোধ্যায় চলিয়া যাও এবং রাজ্য শাসন কর।

তখন শ্রীরাম দেবতাগণকে নমস্কার করিয়া ও সুহৃদ্গণ কর্তৃক অভিনন্দিত হইয়া শচীর সহিত ইন্দ্রের ন্যায় সীতার সহিত মিলিত হইলেন।

অনন্তর শত্রুদমন শ্রীরাম অবিন্ধ্য রাক্ষসকে অভীপ্সিত বর দান করিলেন।৩৮-৪০

তিনি ত্রিজটা রাক্ষসীকে অর্থ ও সম্মানের দ্বারা সন্তুষ্ট করিলেন। তারপর ব্রহ্মা ইন্দ্রপ্রমুখ দেবগণের সহিত শ্রীরামকে বলিলেন।৪১

হে কৌশল্যানন্দন! তোমাকে কয়েকটি অভীষ্ট বর প্রদান করিব। তখন রাম বর প্রার্থনা করিলেন,—"ধর্ম্মে যেন সর্ব্বদাই আমার নিষ্ঠা থাকে, শত্রুগণের নিকট সর্ব্বদাই যেন অপরাজেয় থাকি এবং আমারই জন্য নিহত বানরগণ যেন পুনরায় জীবিত হয়।

অনন্তর ব্রহ্মা তদুত্তরে 'তথাস্তু' বলিলেন। মহারাজ! ব্রহ্মা এই কথা বলিলে, সকল বানর জ্ঞানলাভ করত বাঁচিয়া উঠিল।

মহাভাগ্যবতী সীতা হনুমান্‌কে এই বর দিলেন,—পুত্র! যতদিন শ্রীরামের কীর্ত্তি জগতে বিদ্যমান থাকিবে, ততদিন তুমি জীবিত থাকিবে।

হে পিঙ্গলনয়ন হনুমান্! তোমার জীবিতকাল পর্য্যন্ত আমার প্রসাদে তোমার নিকট দিব্য ভোগ্য-দ্রব্যসমূহ উপস্থিত হইবে।

তখন অনায়াসে মহাপরাক্রমকারী বানরগণের সম্মুখেই ইন্দ্রাদি সকল দেবগণ অন্তর্হিত হইলেন।

সম্পূজ্যাপাক্রমৎ তেন রথেনাদিত্যবর্চসা।
ততঃ সীতাং পুরস্কৃত্য রামঃ সৌমিত্রিণা সহ ॥৫১
সুগ্রীবপ্রমুখৈশ্চৈব সহিতঃ সর্ববানরৈঃ।
বিধায় রক্ষাং লঙ্কায়াং বিভীষণপুরস্কৃতঃ ॥৫২
সন্তুতার পুনস্তেন সেতুনা মকরালয়ম্।
পুষ্পকেণ বিমানেন খেচরেণ বিরাজতা ॥৫৩
কামগেন যথামুখ্যৈরমাত্যৈঃ সংবৃতো বশী।
ততস্তীরে সমুদ্রস্য যত্র শিশ্যে স পার্থিবঃ ॥৫৪
তত্রৈবোবাস ধর্ম্মাত্মা সহিতঃ সর্ববানরৈঃ।
অথৈনান্ রাঘবঃ কালে সমানীয়াভিপূজ্য চ ॥৫৫
বিসর্জ্জয়ামাস তদা রত্নৈঃ সন্তোষ্য সর্বশঃ।
গতেষু বানরেন্দ্রেষু গোপুচ্ছর্ক্ষেষু তেষু চ ॥৫৬
সুগ্রীবসহিতো রামঃ কিষ্কিন্ধ্যাং পুনরাগমৎ।
বিভীষণেনানুগতঃ সুগ্রীবসহিতস্তদা ॥৫৭
পুষ্পকেণ বিমানেন বৈদেহ্যা দর্শয়ন্ বনম্।
কিষ্কিন্ধ্যাং তু সমাসাদ্য রামঃ প্রহরতাং বরঃ ॥৫৮
অঙ্গদং কৃতকর্ম্মাণং যৌবরাজ্যেঽভ্যষেচয়ৎ।
ততস্তৈরেব সহিতো রামঃ সৌমিত্রিণা সহ ॥৫৯
তথাগতেন মার্গেণ প্রযযৌ স্বপুরং প্রতি।
অযোধ্যাং স সমাসাদ্য পুরীং রাষ্ট্রপতিস্ততঃ ॥৬০

জনকনন্দিনী সীতার সহিত শ্রীরামকে মিলিত দর্শন করিয়া ইন্দ্রসারথি মাতলি পরম প্রীতমনে সুহৃদ্‌গণের মধ্যে এই কথা বলিলেন,—হে সত্যপরাক্রম রাম! আপনি দেবতা, গন্ধর্ব্ব, যক্ষ, মানুষ, অসুর, পন্নগ প্রভৃতি সকল প্রাণীর দুঃখকে অপনয়ন করিলেন।

যতদিন পৃথিবী থাকিবে, ততদিন দেবতা, যক্ষ, রাক্ষস, অসুর ও নাগের সহিত সম্পূর্ণ জগতের প্রাণী আপনার যশ গান করিবে।

এই বলিয়া মাতলি শস্ত্রধারিগণ শ্রেষ্ঠ শ্রীরামের অনুজ্ঞা লইয়া ও তাঁহার পূজা করত দিব্য এবং সূর্য্যের ন্যায় জ্যোতির্ম্ময় রথে আরোহণ করিয়া প্রস্থান করিলেন।

অনন্তর জিতেন্দ্রিয় শ্রীরাম লঙ্কাপুরীর যথোচিত রক্ষার ব্যবস্থা করিয়া লক্ষ্মণের সহিত সীতাদেবীকে অগ্রে রাখিয়া সুগ্রীবপ্রমুখ সকল বানর এবং বিভীষণ-প্রমুখ তাঁহার মুখ্যসচিবগণকে সঙ্গে লইয়া কামগামী আকাশচারী ও শোভাসম্পন্ন পুষ্পক বিমানে আরোহণ করত তাহার দ্বারা পূর্ব্বোক্ত সেতুপথের উপর দিয়া পুনরায় মকরালয় সাগর পার হইলেন।

তারপর সমুদ্রের তীরে যেখানে ধর্ম্মাত্মা শ্রীরাম উপবাস করিয়া সমুদ্রেরে উপাসনা করিয়াছিলেন, সেই স্থানে সকল বানরের সহিত একরাত্রি বাস করিলেন।

অনন্তর শ্রীরাম উপযুক্ত সময়ে সকলকে নিজের নিকট ডাকিয়া যথাযোগ্য আদর, সৎকার এবং রত্নাদিদানের দ্বারা সন্তুষ্ট করিয়া সকল বানর ও ভল্লুককে বিদায় দিলেন।

সেই শ্রেষ্ঠ বানর, গোপুচ্ছ ও ভল্লুক স্ব স্ব স্থানে চলিয়া গেলে শ্রীরাম সুগ্রীবকে লইয়া কিষ্কিন্ধ্যায় পুনরায় আগমন করিলেন।

তথায় তিনি বিভীষণ ও সুগ্রীবকে সঙ্গে করিয়া পুষ্পকবিমানে ঘুরিয়া ঘুরিয়া সীতাকে বনভূমি ও বনশোভা দেখাইলেন এবং যোদ্ধৃবর্গশ্রেষ্ঠ শ্রীরাম কিষ্কিন্ধ্যায় আসিয়া কৃতকর্ম্মা অঙ্গদকে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করিলেন।

তারপর লক্ষ্মণ এবং সুগ্রীবাদির সহিত শ্রীরামচন্দ্র যে মার্গে বনে আসিয়াছিলেন, সেই মার্গ দিয়াই পুষ্পক বিমানে নিজপুরী অযোধ্যার দিকে চলিলেন।

অযোধ্যাপুরীর নিকটে গমন করত রাষ্ট্রপতি শ্রীরাম সেই সময় হনুমান্‌কে দূত করিয়া ভরতের নিকট পাঠাইলেন। তারপর বায়ুপুত্র হনুমান্ ভরতের সমস্ত কার্য্য ও ভাব লক্ষ্য করিয়া শ্রীরামচন্দ্রের

ভরতায় হনূমন্তং দূতং প্রাস্থাপয়ৎ তদা।
লক্ষয়িত্বেঙ্গিতং সর্বং প্রিয়ং তস্মৈ নিবেদ্য বৈ ॥৬১
বায়ুপুত্রে পুনঃ প্রাপ্তে নন্দিগ্রামমুপাগমৎ।
স তত্র মলদিগ্ধাঙ্গং ভরতং চীরবাসসম্ ॥৬২
অগ্রতঃ পাদুকে কৃত্বা দদর্শাসীনমাসনে।
সঙ্গতো ভরতেনাথ শত্রুঘ্নেন চ বীর্য্যবান্ ॥৬৩
রাঘবঃ সহসৌমিত্রির্মুমুদে ভরতর্ষভ।
ততো ভরত-শত্রুঘ্নৌ সমেতৌ গুরুণা তদা ॥৬৪
বৈদেহ্যা দর্শনেনোভৌ প্রহর্ষং সমবাপতুঃ।
তস্মৈ তদ্ ভরতো রাজ্যমাগতায়াতিসৎকৃতম্।
ন্যাসং নির্য্যাতয়ামাস যুক্তং পরময়া মুদা ॥৬৫
ততস্তং বৈষ্ণবে শূরং নক্ষত্রেঽভিমতেঽহনি।
বশিষ্ঠো বামদেবশ্চ সহিতাবভ্যষিঞ্চতাম্ ॥৬৬
সোঽভিষিক্তঃ কপিশ্রেষ্ঠং সুগ্রীবং সসুহৃজ্জনম্।
বিভীষণঞ্চ পৌলস্ত্যমন্বজানাদ্ গৃহান্ প্রতি ॥৬৭
অভ্যর্চ্য বিবিধৈর্ভোগৈঃ প্রীতিযুক্তৌ মুদা যুতৌ।
সমাধায়েতিকর্ত্তব্যং দুঃখেন বিসসর্জ্জ হ ॥৬৮
পুষ্পকঞ্চ বিমানং তৎ পূজয়িত্বা স রাঘবঃ।
প্রাদাদ্ বৈশ্রবণায়ৈব প্রীত্যা স রঘুনন্দনঃ ॥৬৯
ততো দেবর্ষিসহিতঃ সরিতং গোমতীমনু।
দশাশ্বমেধানাজহ্রে জারূথ্যান্ স নিরর্গলান্ ॥৭০

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং বনপর্ব্বণি রামোপাখ্যান-পর্ব্বণি শ্রীরামাভিষেকে একনবত্যধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ ॥২৯১

পুনরাগমনরূপ প্রিয়কথা ভরতকে নিবেদন করিয়া শ্রীরামের নিকট পুনরায় ফিরিয়া আসিলে শ্রীরাম নন্দিগ্রামে গেলেন।

তিনি সেখানে দেখিলেন ভরত বস্ত্রখণ্ড পরিধান করিয়া মলিনশরীরে তাঁহার পাদুকাকে অগ্রে রাখিয়া অর্থাৎ তাহাকে প্রতিনিধি করত আসনে উপবিষ্ট হইয়া রাজ্য শাসন করিতেছেন।

হে ভরতশ্রেষ্ঠ যুধিষ্ঠির! ভরত ও শত্রুঘ্নের সহিত মিলিত হইয়া লক্ষ্মণের সহিত মহাপরাক্রমী শ্রীরাম পরম প্রীতি লাভ করিলেন।

অনন্তর ভরত ও শত্রুঘ্ন জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা শ্রীরামের সহিত মিলিত হইয়া সীতার দর্শনলাভ করত পরমানন্দ লাভ করিলেন।

ভরত পরমানন্দের সহিত তাহার নিকট গচ্ছিত সমস্ত রাজ্য অযোধ্যায় আগত শ্রীরামকে অত্যন্ত সৎকারপূর্ব্বক ফিরাইয়া দিলেন।৬২-৬৫

অনন্তর বিষ্ণু দেবতাসম্বন্ধী শ্রবণানক্ষত্রযুক্ত শুভ-কাল উপস্থিত হইলে বশিষ্ঠ ও বামদেব দুই ঋষি শ্রীরামকে অযোধ্যার রাজসিংহাসনে অভিষিক্ত করিলেন।৬৬

রাজ্যাভিষেকের পর শ্রীরাম কপিশ্রেষ্ঠ সুগ্রীবকে বানরগণের সহিত এবং রাক্ষসগণের সহিত রাক্ষসরাজ বিভীষণকে নিজগৃহে যাইবার অনুমতি দিলেন।৬৭

উভয়কে যথাযোগ্য ভোগাদির দ্বারা প্রীত করিয়া এবং মিষ্টভাষা ও ব্যবহারের দ্বারা সন্তুষ্ট করিয়া সুগ্রীব ও বিভীষণকে কর্ত্তব্য শিক্ষাদান করত অতি কষ্টে বিদায় দিলেন।৬৮

অনন্তর পুষ্পকবিমানের যথাযোগ্য পূজা করিয়া রঘুনন্দন শ্রীরাম প্রীতচিত্তে পুনরায় কুবেরের নিকটেই উহাকে পাঠাইয়া দিলেন।৬৯

তারপর তিনি দেবর্ষিগণের সহিত গোমতী নদীর তীরে দশটি অশ্বমেধ যজ্ঞ করিয়াছিলেন, যাহা সবই প্রশংসনীয় ছিল এবং যে সকল যজ্ঞে অন্নাদি লাভের জন্য আগত যাচকগণকে কখনও ফিরাইয়া দেওয়া হয় নাই।৭০

শ্রীমন্মহর্ষিবেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের বনপর্ব্বান্তর্গত রামোপাখ্যানপর্ব্বে শ্রীরামাভিষেক-বিষয়ক একনবত্যধিকদ্বিশততম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।২৯১

দ্বিনবত্যধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ ।

[যুধিষ্ঠিরায় মহর্ষি-মার্কণ্ডেয়স্যাশ্বাসপ্রদানম্ ।]

মার্কণ্ডেয় উবাচ ।

এবমেতন্মহাবাহো রামেণামিততেজসা ।
প্রাপ্তং ব্যসনমত্যুগ্রং বনবাসকৃতং পুরা ॥১

মা শুচঃ পুরুষব্যাঘ্র ক্ষত্রিয়োঽসি পরন্তপ ।
বাহুবীর্য্যাশ্রিতে মার্গে বর্ত্তসে দীপ্তনির্ণয়ে ॥২

ন হি তে বৃজিনং কিঞ্চিদ্ বর্ত্ততে পরমণ্বপি ।
অস্মিন্ মার্গে নিষীদেয়ুঃ সেন্দ্রা অপি সুরাসুরাঃ ॥৩

সংহত্য নিহতো বৃত্রো মরুদ্ভির্বজ্রপাণিনা ।
নমুচিশ্চৈব দুর্দ্ধর্ষো দীর্ঘজিহ্বা চ রাক্ষসী ॥৪

সহায়বতি সর্বার্থা সন্তিষ্ঠন্তীহ সর্বশঃ ।
কিং নু তস্যাজিতং সংখ্যে যস্য ভ্রাতা ধনঞ্জয়ঃ ॥৫

অয়ঞ্চ বলিনাং শ্রেষ্ঠো ভীমো ভীমপরাক্রমঃ ।
যুবানৌ চ মহেষ্বাসৌ বীরৌ মাদ্রবতীসুতৌ ॥৬

এভিঃ সহায়ৈঃ কস্মাৎ ত্বং বিষীদসি পরন্তপ ।
য ইমে বজ্রিণঃ সেনাং জয়েয়ুঃ সমরুদ্গণাম্ ॥৭

ত্বমপ্যেভির্মহেষ্বাসৈঃ সহায়ৈর্দেবরূপিভিঃ ।
বিজেষ্যসে রণে সর্বানমিত্রান্ ভরতর্ষভ ॥৮

ইতশ্চ ত্বমিমাং পশ্য সৈন্ধবেন দুরাত্মনা ।
বলিনা বীর্য্যমত্তেন হৃতামেভির্মহাত্মভিঃ ॥৯

আনীতাং দ্রৌপদীং কৃষ্ণাং কৃত্বা কর্ম সুদুষ্করম্ ।
জয়দ্রথঞ্চ রাজানং বিজিতং বশমাগতম্ ॥১০

দ্বিনবত্যধিকদ্বিশততম অধ্যায় ।

[মহর্ষি মার্কণ্ডেয়ের যুধিষ্ঠিরকে আশ্বাস প্রদান ।]

মার্কণ্ডেয় বলিলেন,—মহাবাহু যুধিষ্ঠির! এইরূপে অমিততেজা স্বয়ং শ্রীরামচন্দ্রও পুরাকালে বনবাস-কষ্ট এবং সীতাহরণজনিত মহাসঙ্কট প্রাপ্ত হইয়াছিলেন ।১

হে শত্রুদমন পুরুষশ্রেষ্ঠ! তুমি ক্ষত্রিয়, সুতরাং দুঃখ করিও না। তুমি এমন মার্গে চলিতেছ, যে মার্গে বাহুবলের উপরেই ভরসা করিয়া চলিতে হয় এবং যে মার্গে অভীষ্টফলের প্রাপ্তি প্রত্যক্ষ ও অসন্দিগ্ধ ।২

শ্রীরামের কষ্টের তুলনায় তোমার এই কষ্ট অণুমাত্রও নয়। ইন্দ্রের সহিত সমস্ত দেবগণ এবং অসুরগণও এই ক্ষত্রিয়ধর্ম্মের মার্গে চলিয়া থাকে ।৩

বজ্রধর ইন্দ্র মরুৎ প্রভৃতি দেবগণের সহায়তায় দুর্দ্ধর্ষ বীর বৃত্র, নমুচি প্রভৃতি অসুর এবং দীর্ঘজিহ্বা প্রভৃতি রাক্ষসীকে বধ করিয়াছিলেন ।৪

যাহার সমর্থ সহায়কগণ বর্ত্তমান থাকে, তাহার সকল মনোরথই পূর্ণ হয়। যুদ্ধে তাহার অজেয় ও অপ্রাপ্য জগতে কি আছে, যাহার ভ্রাতা স্বয়ং ধনঞ্জয় ?৫

এই ভয়ঙ্কর পরাক্রমশালী ভীম সকল বলশালিগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ এবং মাদ্রীপুত্র নকুল ও সহদেব বীর, যুবা ও মহাধনুর্দ্ধর ।৬

শত্রুদমন! এইরূপ ভাইগণ তোমার সহায় থাকিতে তুমি বিষাদপ্রাপ্ত হও কেন? ইহারা মরুদ্গণের সহিত ইন্দ্রের সৈন্যবাহিনীকেও জয় করিতে সমর্থ ।৭

হে ভরতশ্রেষ্ঠ! তুমি তোমার এই দেবস্বরূপ মহাধনুর্দ্ধর ভ্রাতৃবৃন্দের সহায়তায় যুদ্ধে শত্রুগণকে অবশ্যই পরাজিত করিবে ।৮

তুমি তো এখনই দেখিলে যে, দ্রৌপদীর অপহরণকারী নিজ পরাক্রমে উন্মত্ত, মহাবল, দুরাত্মা রাজা জয়দ্রথকে মুহূর্ত্তের মধ্যে পরাজিত

অসহায়েন রামেণ বৈদেহী পুনরাহৃতা।
হত্বা সংখ্যে দশগ্রীবং রাক্ষসং ভীমবিক্রমম্ ॥১১

যস্য শাখামৃগা মিত্রাণ্যৃক্ষাঃ কালমুখাস্তথা।
জাত্যন্তরগতা রাজন্নেতদ্ বুদ্ধ্যানুচিন্তয় ॥১২

তস্মাৎ স ত্বং কুরুশ্রেষ্ঠ মা শুচো ভরতর্ষভ।
ত্বদ্বিধা হি মহাত্মানো ন শোচন্তি পরন্তপ ॥১৩

বৈশম্পায়ন উবাচ।
এবমাশ্বাসিতো রাজা মার্কণ্ডেয়েন ধীমতা।
ত্যক্ত্বা দুঃখমদীনাত্মা পুনরপ্যেনমব্রবীৎ ॥১৪

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং বনপর্বণি রামোপাখ্যানপর্বণি যুধিষ্ঠিরাশ্বাসনে দ্বিনবত্যধিক-দ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ ॥২৯২

করিয়া তোমার বশীভূত করত কি দুষ্কর কর্ম্মই না তোমার এই মহাত্মা ভ্রাতৃবৃন্দ সম্পাদন করিল ?৯-১০

শ্রীরামচন্দ্রের স্বজাতীয় কোন সহায়ক না থাকিলেও, ভীমবিক্রম রাক্ষস রাবণকে যুদ্ধে বধ করিয়া সীতাকে পুনরুদ্ধার করিয়াছিলেন।১১

হে রাজন্! তুমি বুদ্ধিদ্বারা চিন্তা করিয়া দেখ, তাঁহার সহায়ক ও মিত্র বানর, গোপুচ্ছ ও ভল্লুক; যাহারা পশুজাতি ছিল (কিন্তু তোমার সহায়ক চারি বীর ভ্রাতা বিদ্যমান।)১২

সুতরাং হে কুরুশ্রেষ্ঠ! হে ভরতভূষণ! তুমি শোক করিও না। (কেননা, তোমার সহায়ক ধনুর্দ্ধরাগ্রগণ্য তোমার ভাইগণ এবং অন্যান্য রাজন্যবৃন্দ আছেন।) হে পরন্তপ! তোমার ন্যায় মহাত্মা পুরুষগণ কখনও শোক করেন না।১৩

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—মহর্ষি পরমজ্ঞানী মার্কণ্ডেয়কর্তৃক এইরূপে আশ্বাসিত হইয়া রাজা [র] দুঃখ ও দীনভাব পরিত্যাগ করত পুনরায় তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন।১৪

শ্রীমন্মহর্ষিবেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের বনপর্ব্বান্তর্গত রামোপাখ্যানপর্ব্বে যুধিষ্ঠিরাশ্বাসনবিষয়ক দ্বিনবত্যধিকদ্বিশততমাধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।২৯২

(পতিব্রতামাহাত্ম্যপর্ব্ব)

ত্রিনবত্যধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ।

[সাবিত্রীদেব্যাঃ বরদানপ্রভাবেণ রাজ্ঞোঽশ্বপতেঃ সাবিত্রীনামকন্যাপ্রাপ্তিঃ, পতিবরণায় সাবিত্র্যাঃ বিভিন্নদেশভ্রমণঞ্চ।]

[যুধিষ্ঠি]র উবাচ।
নাত্মানমনুশোচামি নেমান্ ভ্রাতৄন্ মহামুনে।
হরণঞ্চাপি রাজ্যস্য যথেমাং দ্রুপদাত্মজাম্ ॥১

দ্যূতে দুরাত্মভিঃ ক্লিষ্টাঃ কৃষ্ণয়া তারিতা বয়ম্।
জয়দ্রথেন চ পুনর্বনাচ্চাপি হৃতা বলাৎ ॥২

(পতিব্রতামাহাত্ম্যপর্ব্ব।)

ত্রিনবত্যধিকদ্বিশততম অধ্যায়।

[রাজা অশ্বপতির সাবিত্রীদেবীর বরদানপ্রভাবে সাবিত্রীনাম্নী কন্যাপ্রাপ্তি এবং পতি-বরণের জন্য সাবিত্রীর বিভিন্ন দেশে ভ্রমণ।]

যুধিষ্ঠির বলিলেন,—হে মহামুনে! আমি আমার জন্য, আমার ভাইদের জন্য অথবা রাজ্যের হরণের জন্যও সেরূপ শোক করি না, যেরূপ এই দ্রুপদকন্যা দ্রৌপদীর জন্য শোক করি।১

একবার পাশাখেলায় আমরা দাসত্বে আবদ্ধ

অস্তি সীমন্তিনী কাচিদ্ দৃষ্টপূর্বাপি বা শ্রুতা ।
পতিব্রতা মহাভাগা যথেয়ং দ্রুপদাত্মজা ॥৩

মার্কণ্ডেয় উবাচ ।

শৃণু রাজন্ কুলস্ত্রীণাং মহাভাগ্যং যুধিষ্ঠির ।
সর্বমেতদ্ যথা প্রাপ্তং সাবিত্র্যা রাজকন্যয়া ॥৪

আসীন্মদ্রেষু ধর্মাত্মা রাজা পরমধার্মিকঃ ।
ব্রহ্মণ্যশ্চ মহাত্মা চ সত্যসন্ধো জিতেন্দ্রিয়ঃ ॥৫

যজ্বা দানপতির্দক্ষঃ পৌরজানপদপ্রিয়ঃ ।
পার্থিবোঽশ্বপতির্নাম সর্বভূতহিতে রতঃ ॥৬

ক্ষমাবাননপত্যশ্চ সত্যবাগ্ বিজিতেন্দ্রিয়ঃ ।
অতিক্রান্তেন বয়সা সন্তাপমুপজগ্মিবান্ ॥৭

অপত্যোৎপাদনার্থঞ্চ তীব্রং নিয়মমাস্থিতঃ ।
কালে পরিমিতাহারো ব্রহ্মচারী জিতেন্দ্রিয়ঃ ॥৮

হুত্বা শতসহস্রং স সাবিত্র্যা রাজসত্তমঃ ।
ষষ্ঠে ষষ্ঠে তদা কালে বভূব মিতভোজনঃ ॥৯

এতেন নিয়মেনাসীদ্ বর্ষাণ্যষ্টাদশৈব তু ।
পূর্ণে ত্বষ্টাদশে বর্ষে সাবিত্রী তুষ্টিমভ্যগাৎ ॥১০

রূপিণী তু তদা রাজন্ দর্শয়ামাস তং নৃপম্ ।
অগ্নিহোত্রাৎ সমুত্থায় হর্ষেণ মহতান্বিতা ।
উবাচ চৈনং বরদা বচনং পার্থিবং তদা ॥১১
(সা তমশ্বপতিং রাজন্ সাবিত্রী নিয়মে স্থিতম্ ।)

সাবিত্র্যুবাচ ।

ব্রহ্মচর্য্যেণ শুদ্ধেন দমেন নিয়মেন চ ।
সর্বাত্মনা চ ভক্ত্যা চ তুষ্টাস্মি তব পার্থিব ॥১২

হইয়া বিপন্ন হইয়াছিলাম, তখন এই কৃষ্ণাই আমাদিগকে দাসত্ব হইতে মুক্ত করিয়াছে, অথচ সেই পতিব্রতাকেই বন হইতে জয়দ্রথ বলপূর্ব্বক হরণ করিয়া কষ্ট দিল ।২

হে মুনে! এমন কোন নারীকে আপনি দেখিয়াছেন অথবা তাঁহার কথা শুনিয়াছেন, যিনি এই দ্রুপদকন্যার ন্যায় মহাভাগ্যবতী ও পতিব্রতা ছিলেন ?৩

মার্কণ্ডেয় বলিলেন,—হে রাজন্! তবে কুলস্ত্রীগণের মহাভাগ্যের কথা শ্রবণ কর। রাজকন্যা সাবিত্রী যেমন করিয়া এই পাতিব্রত্যাদি সকল গুণ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, তাহা বলিতেছি, শ্রবণ কর ।৪

মদ্রদেশে (মাদ্রাজে) পরমধার্ম্মিক এক রাজা রাজত্ব করিতেন। তিনি ব্রাহ্মণভক্ত, মহাত্মা, সত্যপ্রতিজ্ঞ ও জিতেন্দ্রিয় ছিলেন ।৫

তিনি যাজ্ঞিক, দানবীর, রাজকর্ম্মে দক্ষ এবং নগর ও জনপদবাসী প্রজাগণের প্রিয় ছিলেন। সকল প্রাণীর হিতে নিরত সেই রাজার নাম ছিল অশ্বপতি ।৬

তিনি ক্ষমাশীল, সত্যবাদী ও জিতেন্দ্রিয় হইলেও নিঃসন্তান ছিলেন। নিজের বয়সও অধিক হইয়াছে —এজন্য তাঁহার মনে খুব দুঃখ ছিল ।৭

সন্তান উৎপত্তির জন্য তিনি কঠোর নিয়ম ও নির্দ্দিষ্ট সময়ে মিতাহার করিয়া ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করত ইন্দ্রিয়গণকে সংযত রাখিতেন ।৮

রাজশ্রেষ্ঠ অশ্বপতি সাবিত্রী (গায়ত্রী) মন্ত্রে প্রতিদিন (ব্রাহ্মণের সহিত) এক হাজার আহুতি প্রদান করিয়া দিনের ষষ্ঠভাগে পরিমিত ভোজন করিতেন ।৯

এইরূপ আঠার বৎসর নিয়ম পালন করিবার পর অষ্টাদশ পর্ব্ব পূর্ণ হইলে সাবিত্রীদেবী তাঁহার উপর সন্তুষ্ট হইলেন ।১০

রাজন্ যুধিষ্ঠির! রাজা অগ্নিহোত্রের অগ্নি হইতে মূর্ত্তিমতী বরদাত্রী সাবিত্রী দেবী আবির্ভূতা হইয়া অত্যন্ত সন্তুষ্টচিত্তে বর দিবার জন্য রাজাকে বলিলেন ।১১

বরং বৃণীষ্বাশ্বপতে মদ্ররাজ যদীপ্সিতম্ ।
ন প্রমাদশ্চ ধর্মেষু কর্তব্যস্তে কথঞ্চন ॥১৩

অশ্বপতিরুবাচ ।

অপত্যার্থঃ সমারম্ভঃ কৃতো ধর্মেপ্সয়া ময়া ।
পুত্রো মে বহবো দেবি ভবেয়ুঃ কুলভাবনাঃ ॥১৪

তুষ্টাসি যদি মে দেবি বরমেতং বৃণোম্যহম্ ।
সন্তানং পরমো ধর্ম ইত্যাহুর্মাং দ্বিজাতয়ঃ ॥১৫

সাবিত্র্যুবাচ ।

পূর্বমেব ময়া রাজন্নভিপ্রায়মিমং তব ।
জ্ঞাত্বা পুত্রার্থমুক্তো বৈ ভগবাংস্তে পিতামহঃ ॥১৬

প্রসাদাচ্চৈব তস্মাৎ তে স্বয়ম্ভুবিহিতাদ্ ভুবি ।
কন্যা তেজস্বিনী সৌম্য ক্ষিপ্রমেব ভবিষ্যতি ॥১৭

উত্তরঞ্চ ন তে কিঞ্চিদ্ ব্যাহর্তব্যং কথঞ্চন ।
পিতামহনিসর্গেণ তুষ্টা হ্যেতদ্ ব্রবীমি তে ॥১৮

মার্কণ্ডেয় উবাচ ।

স তথেতি প্রতিজ্ঞায় সাবিত্র্যা বচনং নৃপঃ ।
প্রসাদয়ামাস পুনঃ ক্ষিপ্রমেতদ্ ভবিষ্যতি ॥১৯

অন্তর্হিতায়াং সাবিত্র্যাং জগাম স্বপুরং নৃপঃ ।
স্বরাজ্যে চাবসদ্ বীরঃ প্রজা ধর্মেণ পালয়ন্ ॥২০

কস্মিংশ্চিৎ তু গতে কালে স রাজা নিয়তব্রতঃ ।
জ্যেষ্ঠায়াং ধর্মচারিণ্যাং মহিষ্যাং গর্ভমাদধে ॥২১

রাজপুত্র্যাস্তু গর্ভঃ স মালব্যা ভরতর্ষভ ।
ব্যবর্ধত তদা শুক্লে তারাপতিরিবাম্বরে ॥২২

সাবিত্রী বলিলেন,—ভূপতে ! শুদ্ধ ব্রহ্মচর্য্য, দম, (ইন্দ্রিয়সংযম), নিয়ম (মনোনিগ্রহ) এবং তোমার ঐকান্তিকী ভক্তিতে আমি তুষ্ট হইয়াছি। হে মদ্ররাজ ! তুমি অভীপ্সিত বর প্রার্থনা কর। অশ্বপতে ! তুমি ধর্ম্মে কখনও প্রমাদ করিও না ।১২-১৩

অশ্বপতি বলিলেন,—দেবি ! আমি ধর্ম্মপ্রাপ্ত বুদ্ধিতে সন্তানলাভের জন্য এই ব্রত করিয়াছি। বংশের গৌরবরক্ষক বহু পুত্র আমার হউক ।১৪

হে দেবি ! যদি আপনি তুষ্ট হইয়া থাকেন, তবে আপনি আমাকে এই বর প্রদান করুন। ব্রাহ্মণগণ বলেন, গৃহস্থের পক্ষে পুত্রই পরম ধর্ম্ম ।১৫

সাবিত্রী বলিলেন,—রাজন্ ! আমি পূর্ব্বেই তোমার এই অভিপ্রায় জানিয়া ভগবান্ পিতামহকে তোমার পুত্রের জন্য বলিয়াছিলাম ।১৬

হে সৌম্য ! স্বয়ম্ভূ ব্রহ্মার প্রসাদে তোমার একটী তেজস্বিনী কন্যা শীঘ্রই এই পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করিবে ।১৭

এ বিষয়ে তুমি কোন প্রতিবাদ বা উত্তর কিছুই করিও না। পিতামহের আজ্ঞায় সন্তুষ্ট হইয়া আমি তোমাকে একথা বলিতেছি ।১৮

মার্কণ্ডেয় বলিলেন,—তখন রাজা সাবিত্রীদেবীর কথা শুনিয়া 'তাহাই হউক' বলিয়া তাঁহার আজ্ঞা পালন করিতে স্বীকার করিলেন এবং দেবীকে প্রসন্ন করিয়া বলিলেন,—"যেন আপনার এই বাক্য শীঘ্রই সফল হয়" ।১৯

সাবিত্রীদেবী অন্তর্হিত হইয়া যাইলে বীর রাজা অশ্বপতি নিজ রাজ্যে ফিরিয়া গিয়া ধর্ম্মানুসারে প্রজাপালন করিতে লাগিলেন ।২০

পরে কোন সময়ে নিয়মপূর্ব্বক উত্তম ব্রত-পালনকারী রাজা অশ্বপতি ধর্ম্মপরায়ণা জ্যেষ্ঠা মহিষীতে গর্ভাধান করিলেন ।২১

ভরতশ্রেষ্ঠ ! অশ্বপতির ভার্য্যা রাজপুত্রী মালবীর সেই গর্ভ গগনে শুক্লপক্ষের চন্দ্রের ন্যায় ক্রমশঃ বর্দ্ধিত হইতে লাগিল ।২২

প্রাপ্তে কালে তু সুষুবে কন্যাং রাজীবলোচনাম্ ।
ক্রিয়াশ্চ তস্যা মুদিতশ্চক্রে চ নৃপসত্তমঃ ॥২৩

সাবিত্র্যা প্রীতয়া দত্তা সাবিত্র্যা হুতয়া হ্যপি ।
সাবিত্রীত্যেব নামাস্যাশ্চক্রুর্বিপ্রাস্তথা পিতা ॥২৪

সা বিগ্রহবতীব শ্রীর্ব্যবর্দ্ধত নৃপাত্মজা ।
কালেন চাপি সা কন্যা যৌবনস্থা বভূব হ ॥২৫

তাং সুমধ্যাং পৃথুশ্রোণীং প্রতিমাং কাঞ্চনীমিব ।
প্রাপ্তেয়ং দেবকন্যেতি দৃষ্ট্বা সম্মেনিরে জনাঃ ॥২৬

তাং তু পদ্মপলাশাক্ষীং জ্বলন্তীমিব তেজসা ।
ন কশ্চিদ্ বরয়ামাস তেজসা প্রতিবারিতঃ ॥২৭

অথোপোষ্য শিরঃ স্নাতা দেবতামভিগম্য সা ।
হুত্বাগ্নিং বিধিবদ্ বিপ্রান্ বাচয়ামাস পর্ব্বণি ॥২৮

ততঃ সুমনসঃ শেষাঃ প্রতিগৃহ্য মহাত্মনঃ ।
পিতুঃ সমীপমগমদ্ দেবী শ্রীরিব রূপিণী ॥২৯

সাভিবাদ্য পিতুঃ পাদৌ শেষাঃ পূর্ব্বং নিবেদ্য চ ।
কৃতাঞ্জলির্বরারোহা নৃপতেঃ পার্শ্বমাস্থিতা ॥৩০

যৌবনস্থাং তু তাং দৃষ্ট্বা স্বাং সুতাং দেবরূপিণীম্ ।
অযাচ্যমানাঞ্চ বরৈর্নৃপতির্দুঃখিতোঽভবৎ ॥৩১

রাজোবাচ ।

পুত্রি প্রদানকালস্তে ন চ কশ্চিদ্ বৃণোতি মাম্ ।
স্বয়মন্বিচ্ছ ভর্ত্তারং গুণৈঃ সদৃশমাত্মনঃ ॥৩২

প্রার্থিতঃ পুরুষো যশ্চ স নিবেদ্যস্ত্বয়া মম ।
বিমৃশ্যাহং প্রদাস্যামি বরয় ত্বং যথেপ্সিতম্ ॥৩৩

যথাকালে তিনি এক কমললোচনা কন্যা প্রসব করিলেন। রাজশ্রেষ্ঠ অশ্বপতি তাহার জাতকর্ম্মাদি সংস্কারকর্ম্ম যথাবিধি সমাধা করিলেন।২৩

সাবিত্রী-হোমে এবং সাবিত্রীর কৃপায় ঐ কন্যা জন্মগ্রহণ করায় ব্রাহ্মণগণ ও পিতা অশ্বপতি তাহার 'সাবিত্রী' নামই রাখিয়া দিলেন।২৪

মূর্ত্তিমতী লক্ষ্মীর ন্যায় সেই রাজকন্যা বর্দ্ধিতা হইয়া কালে যৌবনপ্রাপ্তা হইল।২৫

সেই সুমধ্যমা ও পৃথুশ্রোণী রাজকন্যাকে সুবর্ণময়ী প্রতিমার ন্যায় দেখিয়া জনগণ তাহাকে দেবকন্যার ন্যায় শ্রদ্ধা করিতে লাগিল।২৬

প্রজ্বলিত অগ্নির ন্যায় তাহার তেজে অভিভূত হইয়া সেই পদ্মপলাশলোচনা সাবিত্রীকে কোন রাজকুমার বিবাহ করিতে সাহস করিল না ২৭

অনন্তর একদিন পর্ব্বকালে সাবিত্রী উপবাস করত মস্তক ডুবাইয়া স্নান করিয়া দেবতার পূজা পূর্ব্বক ব্রাহ্মণগণের দ্বারা অগ্নিতে আহুতি দেওয়াইয়া স্বস্তিবাচন করাইলেন।২৮

তারপর ইষ্টদেবতার প্রসাদী পুষ্প লইয়া সাবিত্রী মূর্ত্তিমতী লক্ষ্মীর ন্যায় সুশোভিতা হইয়া মহাত্মা পিতার নিকটে গমন করিলেন।২৯

প্রথমে তাঁহার হাতে নির্ম্মাল্য প্রদান করিয়া তাঁহাকে প্রণাম করত সুন্দরী রাজকন্যা সাবিত্রী করযোড়ে পিতার পার্শ্বে দণ্ডায়মানা হইলেন।৩০

দেবীরূপিণী নিজ কন্যাকে যুবতী দর্শন করিয়া তাহাকে কোন বর প্রার্থনা করিতেছে না স্মরণ করত মনে মনে খুবই দুঃখিত হইলেন।৩১

রাজা বলিলেন,—হে পুত্রি! তোমাকে সম্প্রদান করিবার সময় হইয়াছে, অথচ কোন বর স্বেচ্ছায় আমার নিকট তোমাকে বিবাহ করিবার ইচ্ছায় আসিতেছে না। তুমি তোমার সদৃশ গুণবান্ বরকে স্বয়ংই বরণ করিয়া লও।৩২

তোমার প্রার্থিত কোন পুরুষ যদি থাকে, তবে তাহা নিঃসঙ্কোচে আমাকে বল। আমি বিবেচনা করিয়া তাহার সহিত বিবাহের ব্যবস্থা করিয়া দিব।৩৩

শ্রুতং হি ধর্মশাস্ত্রেষু পঠ্যমানং দ্বিজাতিভিঃ।
তথা ত্বমপি কল্যাণি গদতো মে বচঃ শৃণু ॥৩৪
অপ্রদাতা পিতা বাচ্যো বাচ্যশ্চানুপয়ন্ পতিঃ।
মৃতে ভর্ত্তরি পুত্রশ্চ বাচ্যো মাতুররক্ষিতা ॥৩৫
ইদং মে বচনং শ্রুত্বা ভর্ত্তুরন্বেষণে ত্বর।
দেবতানাং যথা বাচ্যো ন ভবেয়ং তথা কুরু ॥৩৬

মার্কণ্ডেয় উবাচ।

এবমুক্ত্বা দুহিতরং তথা বৃদ্ধাংশ্চ মন্ত্রিণঃ।
ব্যাদিদেশানুযাত্রঞ্চ গম্যতাং চেত্যচোদয়ৎ ॥৩৭
সাভিবাদ্য পিতুঃ পাদৌ ব্রীড়িতেব মনস্বিনী।
পিতুর্বচনমাজ্ঞায় নির্জগামাবিচারিতম্ ॥৩৮

কল্যাণি। ব্রাহ্মণগণের নিকট হইতে ধর্ম্মশাস্ত্রের কথা আমি শুনিয়াছি; তাহা আমি তোমাকে বলিতেছি, তুমি শ্রবণ কর।৩৪

যুবতী কন্যাকে সৎপাত্রে সম্প্রদান না করিলে পিতা নিন্দনীয়, ঋতুমতী স্ত্রীতে উপগত না হইলে পতি নিন্দনীয় এবং বিধবা মাতাকে রক্ষা না করিলে পুত্র নিন্দনীয় হয়।৩৫

এই বচনানুসারে তুমি পতির অন্বেষণে দ্রুত যত্নবতী হও। আমি যাহাতে দেবগণের নিকট নিন্দনীয় না হই, সেইরূপ কর।৩৬

মার্কণ্ডেয় বলিলেন,—কন্যাকে এই কথা বলিয়া তিনি বৃদ্ধ মন্ত্রিগণকে কন্যার সহিত অনুগমন করিতে আদেশ করিলেন।৩৭

সা হৈমং রথমাস্থায় স্থবিরৈঃ সচিবৈর্বৃতা।
তপোবনানি রম্যাণি রাজর্ষীণাং জগাম হ ॥৩৯
মান্যানাং তত্র বৃদ্ধানাং কৃত্বা পাদাভিবাদনম্।
বনানি ক্রমশস্তাত সর্বাণ্যেবাভ্যগচ্ছত ॥৪০
এবং তীর্থেষু সর্বেষু ধনোৎসর্গং নৃপাত্মজা।
কুর্বতী দ্বিজমুখ্যানাং তং তং দেশং জগাম হ ॥৪১

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং বনপর্বণি পতিব্রতামাহাত্ম্যপর্বণি সাবিত্র্যুপাখ্যানে ত্রিনবত্যধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ ॥২৯৩

মনস্বিনী সাবিত্রী লজ্জিতা হইলেও, পিতৃবাক্যের গুরুত্ব উপলব্ধি করিয়া কোন বিচার-বিবেচনা না করিয়াই পিতার চরণদ্বয় বন্দনা করত মন্ত্রিগণের সহিত বাহির হইলেন।৩৮

তিনি সুবর্ণময় রথে চড়িয়া বৃদ্ধ মন্ত্রিগণের সহিত রাজর্ষিগণের রমণীয় তপোবনে গমন করিলেন।৩৯

তাত যুধিষ্ঠির। সেইসব স্থানে মাননীয়গণকে প্রণাম করত সকল তপোবনেই ক্রমশঃ ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিলেন।৪০

এইরূপে রাজকন্যা সাবিত্রী তীর্থসমূহে শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণগণকে ধনদান করিতে করিতে এক তপোবন হইতে তপোবনান্তরে গমন করিতে লাগিলেন।৪১

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের বনপর্ব্বান্তর্গত সাবিত্র্যুপাখ্যানপর্ব্বে ত্রিনবত্যধিকদ্বিশততম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।২৯৩

চতুর্নবত্যধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ।

[সত্যবন্তং পরিণেতুং সাবিত্রীদেব্যা নিশ্চয়ঃ।]

মার্কণ্ডেয় উবাচ।

অথ মদ্রাধিপো রাজা নারদেন সমাগতঃ।
উপবিষ্টঃ সভামধ্যে কথাযোগেন ভারত ॥১
ততোঽভিগম্য তীর্থানি সর্বাণ্যেবাশ্রমাংস্তথা।
আজগাম পিতুর্বেশ্ম সাবিত্রী সহ মন্ত্রিভিঃ ॥২
নারদেন সহাসীনং সা দৃষ্ট্বা পিতরং শুভা।
উভয়োরেব শিরসা চক্রে পাদাভিবাদনম্ ॥৩

নারদ উবাচ।

ক্ব গতাভূৎ সুতেয়ং তে কুতশ্চৈবাগতা নৃপ।
কিমর্থং যুবতীং ভর্ত্রে ন চৈনাং সম্প্রযচ্ছসি ॥৪

অশ্বপতিরুবাচ।

কার্য্যেণ খল্বনেনৈব প্রেষিতাদ্যৈব চাগতা।
এতস্যাঃ শৃণু দেবর্ষে ভর্তারং যোঽনয়া বৃতঃ ॥৫

মার্কণ্ডেয় উবাচ।

সা ব্রূহি বিস্তরেণেতি পিত্রা সঞ্চোদিতা শুভা।
তদৈব তস্য বচনং প্রতিগৃহ্যেদমব্রবীৎ ॥৬

সাবিত্র্যুবাচ।

আসীচ্ছাল্বেষু ধর্মাত্মা ক্ষত্রিয়ঃ পৃথিবীপতিঃ।
দ্যুমৎসেন ইতি খ্যাতঃ পশ্চাচ্চান্ধো বভূব হ ॥৭
বিনষ্টচক্ষুষস্তস্য বালপুত্রস্য ধীমতঃ।
সামীপ্যেন হৃতং রাজ্যং ছিদ্রেঽস্মিন্ পূর্ববৈরিণা ॥৮
স বালবৎসয়া সার্দ্ধং ভার্য্যয়া প্রস্থিতো বনম্।
মহারণ্যং গতশ্চাপি তপস্তেপে মহাব্রতঃ ॥৯
তস্য পুত্রঃ পুরে জাতঃ সংবৃদ্ধশ্চ তপোবনে।
সত্যবাননুরূপো মে ভর্ত্তেতি মনসা বৃতঃ ॥১০

চতুর্নবত্যধিকদ্বিশততম অধ্যায়।

[সত্যবান্‌কে বিবাহ করিতে সাবিত্রী-
দেবীর নিশ্চয়।]

মার্কণ্ডেয় বলিলেন,—ভরতবংশধর যুধিষ্ঠির! অনন্তর একদিন দেবর্ষি নারদ মদ্রাধিপ অশ্বপতির নিকট আগমন করিলে, রাজা তাঁহার সহিত কথাবার্ত্তা বলিতে লাগিলেন।১

এমন সময় সমস্ত তীর্থ ও আশ্রমসমূহ দর্শন করিয়া সাবিত্রী মন্ত্রিগণের সহিত পিত্রালয়ে প্রবেশ করিলেন।২

দেবর্ষি নারদের সহিত পিতাকে একত্র উপবিষ্ট দেখিয়া শুভলক্ষণা সাবিত্রী মস্তকদ্বারা উভয়েরই চরণ বন্দনা করিলেন।৩

নারদ বলিলেন,—রাজন্! তোমার এই কন্যা কোথায় গিয়াছিল এবং কোথা হইতে আসিল, তুমি তোমার যুবতী কন্যাকে সৎপাত্রে অর্পণ করিতেছ না কেন?৪

অশ্বপতি বলিলেন,—দেবর্ষে! এই কার্য্যের জন্যই আমি তাহাকে পাঠাইয়াছিলাম। আজই সে ফিরিয়া আসিল। আপনি ইহার মুখেই শুনুন, সে কাহাকে পতিরূপে বরণ করিয়াছে।৫

মার্কণ্ডেয় বলিলেন,—'বিস্তার করিয়া বল', এই কথা পিতা অশ্বপতি বলিলে কল্যাণী সাবিত্রী তাঁহার কথা গ্রহণ করিয়া এই কথা বলিলেন।৬

সাবিত্রী বলিলেন,—শাল্বদেশে দ্যুমৎসেননামক একজন ধর্ম্মাত্মা ক্ষত্রিয় রাজা ছিলেন; তিনি এখন অন্ধ হইয়াছেন।৭

তাঁহার সেই অন্ধাবস্থা এবং তাঁহার পুত্রও বালক; এইরূপ সুযোগে তাঁহার পূর্ব্বশত্রু তাঁহার রাজ্য হরণ করিয়াছে।৮

নারদ উবাচ।

অহো বত মহৎ পাপং সাবিত্র্যা নৃপতে কৃতম্।
অজানন্ত্যা যদনয়া গুণবান্ সত্যবান্ বৃতঃ ॥১১
সত্যং বদত্যস্য পিতা সত্যং মাতা প্রভাষতে।
ততোঽস্য ব্রাহ্মণাশ্চক্রুর্নামৈতৎ সত্যবানিতি ॥১২
বালস্যাশ্বাঃ প্রিয়াশ্চাস্য করোত্যশ্বাংশ্চ মৃন্ময়ান্।
চিত্রেঽপি বিলিখত্যশ্বাংশ্চিত্রাশ্ব ইতি চোচ্যতে ॥১৩

রাজোবাচ।

অপীদানীং স তেজস্বী বুদ্ধিমান্ বা নৃপাত্মজ।
ক্ষমাবানপি বা শূরঃ সত্যবান্ পিতৃবৎসলঃ ॥১৪

নারদ উবাচ।

বিবস্বানিব তেজস্বী বৃহস্পতিসমো মতৌ।
মহেন্দ্র ইব বীরশ্চ বসুধেব সমন্বিতঃ ॥১৫

অশ্বপতিরুবাচ।

অপি রাজাত্মজো দাতা ব্রহ্মণ্যশ্চাপি সত্যবান্।
রূপবানপ্যুদারো বাপ্যথবা প্রিয়দর্শনঃ ॥১৬

নারদ উবাচ।

সাংকৃতে রন্তিদেবস্য স্বশক্ত্যা দানতঃ সমঃ।
ব্রহ্মণ্যঃ সত্যবাদী চ শিবিরৌশীনরো যথা ॥১৭
যযাতিরিব চোদারঃ সোমবৎ প্রিয়দর্শনঃ।
রূপেণান্যতমোঽশ্বিভ্যাং দ্যুমৎসেনসুতো বলী ॥১৮

স দান্তঃ স মৃদুঃ শূরঃ স সত্যঃ সংযতেন্দ্রিয়ঃ।
স মৈত্রঃ সোঽনসূয়শ্চ স হ্রীমান্ দ্যুতিমাংশ্চ সঃ ॥১৯

নিত্যশশ্চার্জবং তস্মিন্ স্থিতিস্তস্যৈব চ ধ্রুবা।
সংক্ষেপতস্তপোবৃদ্ধৈঃ শীলবৃদ্ধৈশ্চ কথ্যতে ॥২০

তিনি তখন বালক পুত্রের সহিত ভার্য্যাকে সঙ্গে লইয়া বনে গমন করিলেন। সেই উত্তমব্রতধারী দ্যুমৎসেন মহাবন মধ্যে বাস করিয়া তীব্র তপস্যা করিতে লাগিলেন।৯

তাঁহার পুত্র নগরে জন্মগ্রহণ করিলেও তপোবনেই বর্দ্ধিত; তাঁহার নাম সত্যবান্; আমি তাঁহাকেই আমার পতিরূপে মনে মনে বরণ করিয়াছি।১০

নারদ বলিলেন,—হে রাজন্! সাবিত্রী মহানর্থ করিয়াছে। এ না জানিয়া গুণবান্ হইলেও যে সত্যবান্‌কে গ্রহণ করিয়াছে, ইহা অতীব অন্যায় হইয়াছে।১১

ইহার পিতা সদা সত্য কথা বলেন এবং ইহার মাতাও সদা সত্যভাষিণী, এইজন্য ব্রাহ্মণগণ ইহার নাম রাখিয়াছেন 'সত্যবান্'।১২

এই বালকের নিকট অশ্ব অত্যন্ত প্রিয় ছিল, এ মাটি দিয়া অশ্বমূর্ত্তি গড়িত এবং অশ্বের ছবি আঁকিত, এইজন্য ইহাকে চিত্রাশ্ব বলা হয়।১৩

রাজা বলিলেন,—সেই রাজকুমার সত্যবান্ এখন বুদ্ধিমান্, ক্ষমাবান্, সত্যবান্, শূরবীর এবং পিতৃবৎসল তো নিশ্চয়ই হইবে? ১৪

নারদ বলিলেন,—এই সত্যবান্ সূর্য্যের ন্যায় তেজস্বী, বৃহস্পতির ন্যায় বুদ্ধিমান্, দেবরাজের ন্যায় বীর এবং পৃথিবীর ন্যায় ক্ষমাশীল।১৫

অশ্বপতি বলিলেন,—আচ্ছা এই রাজপুত্র দাতা, ব্রাহ্মণভক্ত, সত্যাশ্রয়ী, রূপবান্, উদার এবং দেখিতে সুন্দর তো? ১৬

নারদ বলিলেন,—এই সত্যবান্ নিজ শক্তি অনুসারে দানে সংকৃতিনন্দন রন্তিদেবের সদৃশ এবং উশীনর পুত্র শিবির ন্যায় ব্রাহ্মণভক্ত ও সত্যবাদী।১৭

সে যযাতির ন্যায় উদার, চন্দ্রের ন্যায় দেখিতে সুন্দর এবং দ্যুমৎসেনের এই বলবান্ পুত্র রূপে অশ্বিনীকুমারদ্বয়ের অন্যতম॥১৮

সে দান্ত (জিতেন্দ্রিয়), মৃদুস্বভাব, বীর, সত্যনিষ্ঠ, সংযতেন্দ্রিয়, মিত্রভাবাপন্ন, অসূয়াশূন্য, লজ্জাবান্ ও কান্তিমান্।১৯

অশ্বপতিরুবাচ।

গুণৈরুপেতং সর্বৈস্তং ভগবন্ প্রব্রবীষি মে।
দোষানপ্যস্য মে ব্রূহি যদি সন্তীহ কেচন ॥২১

নারদ উবাচ।

এক এবাস্য দোষো হি গুণানাক্রম্য তিষ্ঠতি।
স চ দোষঃ প্রযত্নেন ন শক্যমতিবর্তিতুম্ ॥২২

একো দোষোঽস্তি নান্যোঽস্য সোঽদ্যপ্রভৃতি সত্যবান্।
সংবৎসরেণ ক্ষীণায়ুর্দেহন্যাসং করিষ্যতি ॥২৩

রাজোবাচ।

এহি সাবিত্রি গচ্ছস্ব অন্যং বরয় শোভনে।
তস্য দোষো মহানেকো গুণানাক্রম্য চ স্থিতঃ ॥২৪

যথা মে ভগবানাহ নারদো দেবসৎকৃতঃ।
সংবৎসরেণ সোঽল্পায়ুর্দেহন্যাসং করিষ্যতি ॥২৫

সাবিত্র্যুবাচ।

সকৃদংশো নিপততি সকৃৎ কন্যা প্রদীয়তে।
সকৃদাহ দদানীতি ত্রীণ্যেতানি সকৃৎ সকৃৎ ॥২৬

দীর্ঘায়ুরথবাল্পায়ুঃ সগুণো নির্গুণোঽপি বা।
সকৃদ্ বৃতো ময়া ভর্তা ন দ্বিতীয়ং বৃণোম্যহম্ ॥২৭

মনসা নিশ্চয়ং কৃত্বা ততো বাচাভিধীয়তে।
ক্রিয়তে কর্মণা পশ্চাৎ প্রমাণং মে মনস্ততঃ ॥২৮

নারদ উবাচ।

স্থিরা বুদ্ধির্নরশ্রেষ্ঠ সাবিত্র্যা দুহিতুস্তব।
নৈষা বারয়িতুং শক্যা ধর্মাদস্মাৎ কথঞ্চন ॥২৯

সত্যবানের মধ্যে সরলতা সর্ব্বদা বিরাজমান এবং পূর্ব্বোক্ত সব গুণে অলঙ্কৃত—ইহা তপোবৃদ্ধ ও উত্তমচরিত্রসম্পন্ন পুরুষগণ সত্যবানের সম্বন্ধে বলিয়া থাকেন।২০

অশ্বপতি বলিলেন,—হে ভগবন্। সে সকল গুণে অলঙ্কৃত, ইহা তো আপনি আমাকে বলিলেন। যদি তাহার দোষ কিছু থাকে, তবে তাহাও বলুন।২১

নারদ বলিলেন,—একমাত্র দোষই তাহার সকল গুণকে আচ্ছাদন করিয়া আছে, যাহা প্রযত্ন করিয়াও অতিক্রম করা যাইবে না।২২

একমাত্র দোষই তাহার আছে, তাহা হইতেছে এই যে, সে ক্ষীণায়ু এবং আজ হইতে সংবৎসরের মধ্যেই সে শরীর পরিত্যাগ করিবে।২৩

রাজা বলিলেন,—সাবিত্রী। মা, এইদিকে এস, শুন, কল্যাণি! তুমি অন্য কোন বরকে বরণ কর, তাহার একটী দোষই সমস্ত গুণকে ঢাকিয়া ফেলিয়াছে।২৪

দেবপূজিত ভগবান্ নারদ যাহা বলিলেন, তাহা তো শুনিয়াছ; এক বৎসরের মধ্যে ইহার প্রাণ যাইবে।২৫

সাবিত্রী বলিলেন,—পৈতৃক ধন একবারই ভাগ হয়, কন্যা একবারই সম্প্রদান করা হয়, দান করিতেছি—ইহাও একবারই বলা হয়—এই তিনটি বস্তু একবারই হয়।২৬

দীর্ঘায়ু বা অল্পায়ু হউক, সগুণ বা নির্গুণ হউক, আমি একবার তাঁহাকে পতি বলিয়া বরণ করিয়াছি, আমি আর কাহাকেও পতিত্বে বরণ করিব না।২৭

মনের দ্বারা নিশ্চয় করিয়া পরে বাক্যে প্রকাশ করা হয়, তারপর কর্ম্মের দ্বারা তাহা সম্পাদন করা হয়, সুতরাং মনই সর্ব্বত্র প্রমাণস্বরূপ।২৮

নারদ বলিলেন,—হে নরশ্রেষ্ঠ। তোমার কন্যা সাবিত্রীর বুদ্ধি অতি স্থির, সুতরাং ইহাকে ধর্ম্ম হইতে বিচ্যুত করিবার জন্য বারণ করা কোন প্রকারেই উচিত নয়।২৯

নান্যস্মিন্ পুরুষে সন্তি যে সত্যবতি বৈ গুণাঃ।
প্রদানমেব তস্মান্মে রোচতে দুহিতুস্তব ॥৩০

রাজোবাচ।

অবিচাল্যং তদুক্তং যৎ তথ্যং ভগবতা বচঃ।
করিষ্যাম্যেতদেবঞ্চ গুরুর্হি ভগবান্ মম ॥৩১

নারদ উবাচ।

অবিঘ্নমস্তু সাবিত্র্যাঃ প্রদানে দুহিতুস্তব।
সাধয়িষ্যাম্যহং তাবৎ সর্বেষাং ভদ্রমস্তু বঃ ॥৩২

মার্কণ্ডেয় উবাচ।

এবমুক্ত্বা সমুৎপত্য নারদস্ত্রিদিবং গতঃ।
রাজাপি দুহিতুঃ সজ্জং বৈবাহিকমকারয়ৎ ॥৩৩

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং বনপর্বণি পতিব্রতামাহাত্ম্যপর্বণি সাবিত্র্যুপাখ্যানে চতুর্নবত্যধিক-দ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ ॥২৯৪

অন্য কোন পুরুষে সত্যবানের ন্যায় এত গুণ নাই, সুতরাং তোমার কন্যাকে তাহার হাতে সম্প্রদান করাই আমার কাছে রুচিকর মনে হইয়েছে।৩০

রাজা বলিলেন,—আপনি যাহা বলিয়াছেন, আমি তাহার অন্যথা করিব না; আপনিই আমার গুরু; আমি আপনার ইচ্ছামতই কাজ করিব।৩১

নারদ বলিলেন,—তোমার কন্যা সাবিত্রীর সম্প্রদান বিঘ্নশূন্য হউক; আমি এখন যাইতেছি। তোমাদের সকলের কল্যাণ হউক।৩২

মার্কণ্ডেয় বলিলেন,—এই বলিয়া দেবর্ষি নারদ স্বর্গে চলিয়া গেলেন। রাজাও কন্যার বিবাহের জন্য প্রস্তুত হইতে লাগিলেন।৩৩

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের বনপর্ব্বান্তর্গত সাবিত্র্যুপাখ্যানপর্ব্বে চতুর্নবত্যধিকদ্বিশততম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।২৯৪

পঞ্চনবত্যধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ।

[সত্যবৎ-সাবিত্র্যোর্বিবাহঃ, সাবিত্র্যাঃ সেবয়া সর্ব্বেষাং সন্তোষবিধানঞ্চ।]

মার্কণ্ডেয় উবাচ।

অথ কন্যাপ্রদানে স তমেবার্থং বিচিন্তয়ন্।
সমানিন্যে চ তৎ সর্বং ভাণ্ডং বৈবাহিকং নৃপঃ ॥১

ততো বৃদ্ধান্ দ্বিজান্ সর্বানৃত্বিজঃ সপুরোহিতান্।
সমাহূয় দিনে পুণ্যে প্রযযৌ সহ কন্যয়া ॥২

মেধ্যারণ্যং স গত্বা চ দ্যুমৎসেনাশ্রমং নৃপঃ।
পদ্ভ্যামেব দ্বিজৈঃ সার্দ্ধং রাজর্ষিং তমুপাগমৎ ॥৩

পঞ্চনবত্যধিকদ্বিশততম অধ্যায়।

[সত্যবান্ ও সাবিত্রীর বিবাহ এবং সাবিত্রীর সেবার দ্বারা সকলের সন্তোষবিধান।]

মার্কণ্ডেয় বলিলেন,—অনন্তর নারদের কথা স্মরণ করিয়া রাজা অশ্বপতি কন্যার বিবাহের জন্য সকল দ্রব্য একত্রিত করাইলেন।১

তারপর বৃদ্ধ ব্রাহ্মণগণ, সকল ঋত্বিক্ ও পুরো-হিতকে লইয়া পুণ্যদিনে কন্যার সহিত রাজা

তত্রাপশ্যন্মহাভাগং শালবৃক্ষমুপাশ্রিতম্।
কৌশ্যাং বৃস্যাং সমাসীনং চক্ষুর্হীনং নৃপং তদা ॥৪

স রাজা তস্য রাজর্ষেঃ কৃত্বা পূজাং যথার্হতঃ।
বাচা সুনিয়তো ভূত্বা চকারাত্মনিবেদনম্ ॥৫

তস্যার্ঘ্যমাসনঞ্চৈব গাং চাবেদ্য স ধর্ম্মবিৎ।
কিমাগমনমিত্যেবং রাজা রাজানমব্রবীৎ ॥৬

তস্য সর্বমভিপ্রায়মিতিকর্ত্তব্যতাঞ্চ তাম্।
সত্যবন্তং সমুদ্দিশ্য সর্বমেব ন্যবেদয়ৎ ॥৭

অশ্বপতিরুবাচ।

সাবিত্রী নাম রাজর্ষে কন্যেয়ং মম শোভনা।
তাং স্বধর্ম্মেণ ধর্ম্মজ্ঞ স্নুষার্থে ত্বং গৃহাণ মে ॥৮

দ্যুমৎসেন উবাচ।

চ্যুতাঃ স্ম রাজ্যাদ্ বনবাসমাশ্রিতা-
শ্চরাম ধর্ম্মং নিয়তাস্তপস্বিনঃ।
কথং ত্বনর্হা বনবাসমাশ্রমে
নিবৎস্যতে ক্লেশমিমং সুতা তব ॥৯

অশ্বপতিরুবাচ।

সুখঞ্চ দুঃখঞ্চ ভবাভবাত্মকং
যদা বিজানাতি সুতাহমেব চ।
ন মদ্বিধে যুজ্যতি বাক্যমীদৃশং
বিনিশ্চয়েনাভিগতোঽস্মি তে নৃপ ॥১০
আশাং নার্হসি মে হন্তুং সৌহৃদাৎ প্রণতস্য চ।
অভিতশ্চাগতং প্রেম্না প্রত্যাখ্যাতুং ন মার্হসি ॥১১

অশ্বপতি তপোবন অভিমুখে প্রস্থান করিলেন।২

অনন্তর অশ্বপতি মেধ্যারণ্যে গমন করত ব্রাহ্মণগণের সহিত পায়ে হাঁটিয়া রাজর্ষি দ্যুমৎসেনের আশ্রমে গেলেন।৩

তারপর সেই তপোবনে গিয়া শালবৃক্ষের নীচে কুশাসনে উপবিষ্ট, মহাভাগ নেত্রশূন্য রাজাকে দেখিলেন।৪

তারপর রাজা অশ্বপতি রাজর্ষি দ্যুমৎসেনের যথাযোগ্য পূজা করিয়া সংযতবাক্যে নিজ পরিচয় প্রদান করিলেন।৫

তখন ধর্ম্মজ্ঞ রাজা দ্যুমৎসেন মদ্ররাজ অশ্বপতিকে পাদ্য, অর্ঘ্য ও একটী গাভী নিবেদন করত তাঁহার অর্চ্চনা করিয়া রাজাকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"আপনার আগমনের কারণ কি"? ৬

তখন রাজা অশ্বপতি তদ্গুত্তরে সত্যবান্‌কে উদ্দেশ্য করিয়া ইতিকর্ত্তব্যতা সহ সব কথা রাজর্ষি দ্যুমৎসেনকে নিবেদন করিলেন।৭

অশ্বপতি বলিলেন,—হে রাজর্ষে। সাবিত্রী নামে আমার এই পরমা সুন্দরী কন্যা আছে। ধর্ম্মজ্ঞ। আপনি ধর্ম্মানুসারে আমার এই কন্যাকে আপনার পুত্রবধূরূপে গ্রহণ করুন।৮

দ্যুমৎসেন বলিলেন,—আমি রাজ্যভ্রষ্ট হইয়া বনের আশ্রয় গ্রহণ করত সংযম-নিয়মের সহিত তপস্বী জীবনযাপন করিতে করিতে ধর্ম্মানুষ্ঠান করিতেছি। আপনার কন্যা বনে বাস করিবার যোগ্যা নয়, এখানে ক্লেশ সহ্য করিয়া কেমন করিয়া থাকিবে?৯

অশ্বপতি বলিলেন,—রাজন্। সুখ ও দুঃখ—এই দুইই উৎপত্তি-বিনাশশীল, ইহা আমি ও আমার কন্যা ভাল করিয়াই জানি। সুতরাং আমাদের প্রতি এরূপ বাক্য প্রয়োগ করা আপনার উচিত নয়। আমি সব কিছুই পূর্ব্ব হইতে নিশ্চয় করিয়াই আসিয়াছি।১০

আপনি সৌহার্দ্দবশতঃ প্রণত আমার আশাকে ছেদন করিবেন না। আমি বড়ই প্রীতির সহিত আপনার নিকট আসিয়াছি; আমাকে প্রত্যাখ্যান করিবেন না।১১

অনুরূপো হি যুক্তশ্চ ত্বং মমাহং তবাপি চ।
স্নুষাং প্রতীচ্ছ মে কন্যাং ভার্য্যাং সত্যবতঃ সতঃ ॥১২

দ্যুমৎসেন উবাচ।

পূর্বমেবাভিলষিতঃ সম্বন্ধো মে ত্বয়া সহ।
ভ্রষ্টরাজ্যস্ত্বহমিতি তত এতদ্ বিচারিতম্ ॥১৩
অভিপ্রায়স্ত্বয়ং যো মে পূর্বমেবাভিকাঙ্ক্ষিতঃ।
স নির্বর্ততু মেঽদ্যৈব কাঙ্ক্ষিতো হ্যসি মেঽতিথিঃ॥১৪

ততঃ সর্বান্ সমানায্য দ্বিজানাশ্রমবাসিনঃ।
যথাবিধি সমুদ্বাহং কারয়ামাসতুর্নৃপৌ ॥১৫
দত্ত্বা সোঽশ্বপতিঃ কন্যাং যথার্হং সপরিচ্ছদম্।
যযৌ স্বমেব ভবনং যুক্তঃ পরময়া মুদা ॥১৬

সত্যবানপি তাং ভার্য্যাং লব্ধ্বা সর্বগুণান্বিতাম্।
মুমুদে সা চ তং লব্ধ্বা ভর্ত্তারং মনসেপ্সিতম্ ॥১৭
গতে পিতরি সর্বাণি সংন্যস্যাভরণানি সা।
জগৃহে বল্কলান্যেব বস্ত্রং কাষায়মেব চ ॥১৮
পরিচারৈর্গুণৈশ্চৈব প্রশ্রয়েণ দমেন চ।
সর্বকামক্রিয়াভিশ্চ সর্বেষাং তুষ্টিমাদধে ॥১৯
শ্বশ্রূং শরীরসৎকারৈঃ সর্বৈরাচ্ছাদনাদিভিঃ।
শ্বশুরং দেবসৎকারৈর্বাচঃ সংযমনেন চ ॥২০
তথৈব প্রিয়বাদেন নৈপুণেন শমেন চ।
রহশ্চৈবোপচারেণ ভর্ত্তারং পর্য্যতোষয়ৎ ॥২১
এবং তত্রাশ্রমে তেষাং তদা নিবসতাং সতাম্।
কালস্তপস্যতাং কশ্চিদপাক্রামত ভারত ॥২২

আপনি যেমন আমার বংশের অনুরূপ, তেমনই আমিও আপনার বংশের অনুরূপ; সুতরাং আপনি আমার কন্যাকে সত্যবানের ভার্য্যারূপে এবং আপনার পুত্রবধূরূপে গ্রহণ করুন।১২

দ্যুমৎসেন বলিলেন,—আমি আপনার সহিত বৈবাহিক সম্বন্ধ স্থাপন করিতে পূর্ব্ব হইতেই ইচ্ছুক ছিলাম। কিন্তু আমি রাজ্যভ্রষ্ট হওয়ায় এইসব কথা বিচার করিতেছিলাম।১৩

আমার পূর্ব্বাকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হইবার সুযোগ যখন স্বয়ং আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে, তখন আজই তাহা পূর্ণ হউক। আপনি আমার মনোবাঞ্ছিত অতিথি।১৪

তখন আশ্রমস্থ সমস্ত ব্রাহ্মণকে আনাইয়া উভয় রাজা যথাবিধি সত্যবান্ ও সাবিত্রীর বিবাহ-কার্য্য সম্পাদন করাইলেন।১৫

অশ্বপতি অলঙ্কার ও পরিচ্ছদের সহিত কন্যা সম্প্রদান করিয়া পরম আনন্দে নিজ নগরে চলিয়া গেলেন।১৬

সত্যবান্ সর্ব্বগুণান্বিতা পত্নীকে লাভ করিয়া খুবই আনন্দিত হইলেন এবং সাবিত্রীও নিজের অভীষ্ট পতি লাভ করিয়া পরম আনন্দ অনুভব করিলেন।১৭

পিতা চলিয়া গেলে সাবিত্রী বহুমূল্য বস্ত্র ও আভরণ পরিত্যাগ করিয়া বল্কল ও কাষায়-বস্ত্র (গেরুয়া-বস্ত্র) ধারণ করিলেন।১৮

পরিচর্য্যা, স্বাভাবিক গুণসমূহ, বিনয় ও ইন্দ্রিয়-সংযম এবং ইঙ্গিত বুঝিয়া সকলের অভীষ্ট-কার্য্য সম্পাদনের দ্বারা সাবিত্রী সকলের সন্তোষ অর্জ্জন করিলেন।১৯

শাশুড়ীকে শারীরিক-সেবা ও বস্ত্রাদি প্রদান দ্বারা এবং দেবতার ন্যায় শ্বশুরকে বাক্‌সংযম-সহকারে সেবা করিয়া উভয়কেই সন্তুষ্ট করিলেন।২০

সেইরূপ মধুর সম্ভাষণ, নৈপুণ্য, মনঃসংযম ও নির্জ্জনে শারীরিক সেবার দ্বারা পতিকে সন্তুষ্ট করিলেন।২১

সাবিত্র্যা গ্লায়মানায়াস্তিষ্ঠন্ত্যাস্তু দিবানিশম্।
নারদেন যদুক্তং তদ্ বাক্যং মনসি বর্ত্ততে ॥২৩

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং বনপর্ব্বণি পতিব্রতামাহাত্ম্যপর্ব্বণি সাবিত্র্যুপাখ্যানে পঞ্চনবত্যধিক-দ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ ॥২৯৫

ভারত! এইরূপে তপস্যা করিতে করিতে আশ্রমে সেই সজ্জনগণের কিছুকাল অতিবাহিত হইল।২২

দিনরাত সত্যবানের অল্পায়ুষ্ব সম্বন্ধে দেবর্ষি নারদের কথা চিন্তা করিয়া সাবিত্রী ক্রমশঃই অধিক গ্লানি অনুভব করিতে লাগিলেন।২৩

শ্রীমন্মহর্ষিবেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের বনপর্ব্বান্তর্গত পতিব্রতামাহাত্ম্যপর্ব্বে সাবিত্রিউপাখ্যানবিষয়ক পঞ্চনবত্যধিকদ্বিশততম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।২৯৫

ষণ্ণবত্যধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ।

[সাবিত্র্যা ব্রতপালনম্, শ্বশ্রূ-শ্বশুরয়োরনুমতিক্রমেণ সত্যবতা সহ তস্যা বনগমনঞ্চ।]

মার্কণ্ডেয় উবাচ

ততঃ কালে বহুতিথে ব্যতিক্রান্তে কদাচন।
প্রাপ্তঃ স কালো মর্ত্তব্যং যত্র সত্যবতা নৃপ ॥১

গণয়ন্ত্যাশ্চ সাবিত্র্যা দিবসে দিবসে গতে।
যদ্ বাক্যং নারদেনোক্তং বর্ত্ততে হৃদি নিত্যশঃ ॥২

চতুর্থেঽহনি মর্ত্তব্যমিতি সঞ্চিন্ত্য ভাবিনী।
ব্রতং ত্রিরাত্রমুদ্দিশ্য দিবারাত্রং স্থিতাভবৎ ॥৩

তং শ্রুত্বা নিয়মং তস্যা ভৃশং দুঃখান্বিতো নৃপঃ।
উত্থায় বাক্যং সাবিত্রীমব্রবীৎ পরিসান্ত্বয়ন্ ॥৪

দ্যুমৎসেন উবাচ।

অতিতীব্রোঽয়মারম্ভস্ত্বয়ারব্ধো নৃপাত্মজে।
তিসৃণাং বসতীনাং হি স্থানং পরমদুশ্চরম্ ॥৫

সাবিত্র্যুবাচ।

ন কার্য্যস্তাত সন্তাপঃ পারয়িষ্যাম্যহং ব্রতম্।
ব্যবসায়কৃতং হীদং ব্যবসায়শ্চ কারণম্ ॥৬

ষণ্ণবত্যধিকদ্বিশততম অধ্যায়।

[সাবিত্রীর ব্রতপালন এবং শ্বশুর-শাশুড়ির অনুমতিক্রমে সত্যবানের সহিত তাঁহার বনগমন।]

মার্কণ্ডেয় বলিলেন,—রাজন্ যুধিষ্ঠির! তারপর বহুদিন চলিয়া গেলে সত্যবানের মৃত্যুকাল আসিয়া উপস্থিত হইল।১

নারদের কথা সদা হৃদয়ে ধরিয়া রাখিয়া সাবিত্রী প্রত্যেকটি দিন গণনা করিয়া রাখিতেছিলেন।২

আজ হইতে চতুর্থ দিনে সত্যবানের মৃত্যু হইবে—ইহা গণনার দ্বারা বুঝিতে পারিয়া সাবিত্রী তিনরাত্রির ব্রত গ্রহণ করিলেন। তিনি দিবারাত্র দাঁড়াইয়া থাকিতেন।৩

সাবিত্রীর এই কঠোর ব্রতের কথা শুনিয়া রাজা দ্যুমৎসেন অত্যন্ত দুঃখিত হইলেন এবং আসন হইতে উঠিয়া তাঁহাকে সান্ত্বনা দিতে লাগিলেন।৪

দ্যুমৎসেন উবাচ।
ব্রতং ভিন্দ্ধীতি বক্তুং ত্বাং নাস্মি শক্তঃ কথঞ্চন।
পারয়স্বেতি বচনং যুক্তমস্মদ্বিধো বদেৎ ॥৭
মার্কণ্ডেয় উবাচ।
এবমুক্ত্বা দ্যুমৎসেনো বিররাম মহামনাঃ।
তিষ্ঠন্তী চৈব সাবিত্রী কাষ্ঠভূতেব লক্ষ্যতে ॥৮
শ্বোভূতে ভর্তৃমরণে সাবিত্র্যা ভরতর্ষভ।
দুঃখান্বিতায়াস্তিষ্ঠন্ত্যাঃ সা রাত্রির্ব্যত্যবর্ত্তত ॥৯
অদ্য তদ্ দিবসং চেতি হুত্বা দীপ্তং হুতাশনম্।
যুগমাত্রোদিতে সূর্য্যে কৃত্বা পৌর্বাহ্নিকীঃ ক্রিয়াঃ ॥১০
ততঃ সর্বান্ দ্বিজান্ বৃদ্ধান্ শ্বশ্রূং শ্বশুরমেব চ।
অভিবাদ্যানুপূর্ব্যেণ প্রাঞ্জলির্নিয়তা স্থিতা ॥১১
অবৈধব্যাশিষস্তে তু সাবিত্র্যর্থং হিতাঃ শুভাঃ।
উচুস্তপস্বিনঃ সর্বে তপোবননিবাসিনঃ ॥১২
এবমস্ত্বিতি সাবিত্রী ধ্যানযোগপরায়ণা।
মনসা তা গিরঃ সর্বা প্রত্যগৃহ্লাৎ তপস্বিনাম্ ॥১৩
তং কালং তং মুহূর্ত্তঞ্চ প্রতীক্ষন্তী নৃপাত্মজা।
যথোক্তং নারদবচশ্চিন্তয়ন্তী সুদুঃখিতা ॥১৪
ততস্তু শ্বশ্রূ-শ্বশুরাবূচতুস্তাং নৃপাত্মজাম্।
একান্তমাস্থিতাং বাক্যং প্রীত্যা ভরতসত্তম ॥১৫

দ্যুমৎসেন বলিলেন,—হে রাজকুমারি! তুমি অতি তীব্র ব্রত ধারণ করিয়াছ। তিন দিন অনাহারে থাকা অত্যন্ত কষ্টকর।৫

সাবিত্রী বলিলেন,—হে তাত! আপনি মনে দুঃখ করিবেন না। আমি এ ব্রত করিতে পারিব। আমি ইহা দৃঢ়নিশ্চয় করিয়াছি। কার্য্য করিবার বিষয়ে দৃঢ়নিশ্চয়ই সর্ব্ব প্রকার দুষ্কর কর্ম্ম সাধনের হেতু।৬

দ্যুমৎসেন বলিলেন,—'তুমি ব্রত ভঙ্গ কর' এ কথা আমি কখনও বলতে পারি না। "তুমি ব্রত করিতে সমর্থ হও" এই আশীর্ব্বচন বলাই আমাদের ন্যায় গুরুজনের কর্ত্তব্য।৭

মার্কণ্ডেয় বলিলেন,—এই কথা বলিয়া দ্যুমৎসেন মৌন অবলম্বন করিলেন। সাবিত্রী একস্থানে কাষ্ঠের ন্যায় অবস্থান করিতেছেন দেখা গেল।৮

ভরতশ্রেষ্ঠ! আগামী কল্য স্বামীর মৃত্যু হইবে এই কথা চিন্তা করিয়া অত্যন্ত দুঃখান্বিতা সাবিত্রীর সেই রাত্রি অতিবাহিত হইল।৯

"আজই সেই দিন" এই কথা মনে করিয়া সাবিত্রী সূর্য্যদেব উদিত হইয়া চারিহাত মাত্র উপরে উঠিতেই তাঁহার পূর্ব্বাহ্ণে করণীয় কৃত্যসকল সম্পাদন করত (ব্রাহ্মণের দ্বারা) অগ্নিতে আহুতি দেওয়াইলেন।১০

অনন্তর তিনি বনমধ্যস্থ সকল বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ, শ্বশুর ও শাশুড়ীকে প্রণাম করত কৃতাঞ্জলি হইয়া অবস্থান করিলেন।১১

তখন তপোবননিবাসী সকল তপস্বিই সাবিত্রীর হিতকর 'তুমি অবৈধব্য লাভ কর' এইরূপ মঙ্গলময় আশীর্ব্বাদ করিলেন।১২

ধ্যানযোগপরায়ণা সাবিত্রী তপস্বিগণের সেই আশীর্ব্বাদ শ্রদ্ধার সহিত মনে মনে গ্রহণ করিলেন।১৩

নারদের কথা অনবরত চিন্তা করত রাজকন্যা সাবিত্রী সেই কাল ও মুহূর্ত্তের প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন এবং অতিশয় দুঃখে জর্জ্জরিতা হইয়া পড়িলেন।১৪

হে ভরতশ্রেষ্ঠ! তারপর সাবিত্রীর শ্বশুর ও শাশুড়ী একান্তে উপবিষ্টা সাবিত্রীকে আদরের সহিত বলিলেন।১৫

শ্বশুরাবূচতুঃ।

ব্রতং যথোপদিষ্টং তু তথা তৎ পারিতং ত্বয়া।
আহারকালঃ সম্প্রাপ্তঃ ক্রিয়তাং যদনন্তরম্ ॥১৬

সাবিত্র্যুবাচ।

অস্তং গতে ময়াদিত্যে ভোক্তব্যং কৃতকাময়া।
এষ মে হৃদি সঙ্কল্পঃ সময়শ্চ কৃতো ময়া ॥১৭

মার্কণ্ডেয় উবাচ।

এবং সম্ভাষমাণায়াঃ সাবিত্র্যা ভোজনং প্রতি।
স্কন্ধে পরশুমাদায় সত্যবান্ প্রস্থিতো বনম্ ॥১৮

সাবিত্রী ত্বাহ ভর্ত্তারং নৈকস্ত্বং গন্তুমর্হসি।
সহ ত্বয়া গমিষ্যামি ন হি ত্বাং হাতুমুৎসহে ॥১৯

সত্যবানুবাচ।

বনং ন গতপূর্ব্বং তে দুঃখঃ পন্থাশ্চ ভাবিনি।
ব্রতোপবাসক্ষামা চ কথং পদ্ভ্যাং গমিষ্যসি ॥২০

সাবিত্র্যুবাচ।

উপবাসান্ মে গ্লানির্নাস্তি চাপি পরিশ্রমঃ।
গমনে চ কৃতোৎসাহাং প্রতিষেদ্ধুং ন মার্হসি ॥২১

সত্যবানুবাচ।

যদি তে গমনোৎসাহঃ করিষ্যামি তব প্রিয়ম্।
মম ত্বামন্ত্রয় গুরূন্ ন মাং দোষঃ স্পৃশেদয়ম্ ॥২২

মার্কণ্ডেয় উবাচ।

সাভিবাদ্যাব্রবীৎ শ্বশ্রূং শ্বশুরঞ্চ মহাব্রতা।
অয়ং গচ্ছতি মে ভর্ত্তা ফলাহারো মহাবনম্ ॥২৩

ইচ্ছেয়মভ্যনুজ্ঞাতা আর্য্যয়া শ্বশুরেণ হ।
অনেন সহ নির্গন্তুং ন মেঽদ্য বিরহঃ ক্ষমঃ ॥২৪

গুর্ব্বগ্নিহোত্রার্থকৃতে প্রস্থিতশ্চ সুতস্তব।
ন নিবার্য্যো নিবার্য্যঃ স্যাদন্যথা প্রস্থিতো বনম্ ॥২৫

শ্বশুর ও শাশুড়ী বলিলেন,—তুমি শাস্ত্রের উপদেশানুসারে যথাবিধি ব্রত তো পালন করিয়াছ, এখন আহারের সময় হইয়াছে, অতঃপর কর্ত্তব্য ব্রতের পারণস্বরূপ আহার কর।১৬

সাবিত্রী বলিলেন,—সূর্য্যদেব অস্তমিত হইলে আমি ভোজন করিব এইরূপ কামনা করিয়াই আমি মনে মনে সঙ্কল্প ও শপথ করিয়াছি।১৭

মার্কণ্ডেয় বলিলেন,—সাবিত্রী যখন ভোজন সম্বন্ধে এইরূপ কথাবার্ত্তা বলিতেছিলেন, তখন সত্যবান্ কুঠার লইয়া বনে যাইতেছিলেন।১৮

তখন সাবিত্রী পতিকে বলিলেন,—তুমি একা আজ বনে যাইতে পারিবে না। আমি তোমার সঙ্গে যাইব। তোমাকে একাকী যাইতে দিতে আমি উৎসাহ বোধ করিতেছি না।১৯

সত্যবান্ বলিলেন,—সুন্দরি! বনে তো পূর্ব্বে কখনও তুমি যাও নাই; বনের পথ অত্যন্ত কষ্টকর; তাহা ছাড়া তুমি উপবাসে অত্যন্ত দুর্ব্বল হইয়া পড়িয়াছ, তুমি কি করিয়া বনের মধ্যে হাঁটিয়া যাইবে?২০

সাবিত্রী বলিলেন,—উপবাসে আমার কোন গ্লানি বা পরিশ্রম হয় নাই। তোমার সঙ্গে বনে যাইতে আমার খুব উৎসাহ হইতেছে, আমাকে নিষেধ করিও না।২১

সত্যবান্ বলিলেন,—যদি তোমার গমনে এতই উৎসাহ থাকে, তবে আমি তোমার প্রীতির জন্য তোমাকে বাধা দিব না। কিন্তু তুমি এক কাজ কর, আমার পিতামাতার অনুমতি নাও, তাহা হইলে আমার আর কোন দোষ থাকিবে না।২২

মার্কণ্ডেয় বলিলেন,—তখন উত্তমব্রতপালনকারিণী সাবিত্রী শ্বশুর ও শাশুড়ীকে প্রণাম করিয়া বলিলেন,—আমার স্বামী ফলাদি আনিবার জন্য গভীর বনে যাইতেছেন।২৩

পূজনীয় শ্বশুর শাশুড়ী! আপনারা অনুমতি

সংবৎসরঃ কিঞ্চিদূনো ন নিষ্ক্রান্তাহমাশ্রমাৎ।
বনং কুসুমিতং দ্রষ্টুং পরং কৌতূহলং হি মে ॥২৬

দ্যুমৎসেন উবাচ।

যতঃ প্রভৃতি সাবিত্রী পিত্রা দত্তা স্নুষা মম।
নানয়াভ্যর্থনাযুক্তমুক্তপূর্বং স্মরাম্যহম্ ॥২৭

তদেষা লভতাং কামং যথাভিলষিতং বধূঃ।
অপ্রমাদশ্চ কর্তব্যঃ পুত্রি সত্যবতঃ পথি ॥২৮

মার্কণ্ডেয় উবাচ।

উভাভ্যামভ্যনুজ্ঞাতা সা জগাম যশস্বিনী।
সহ ভর্ত্রা হসন্তীব হৃদয়েন বিদূয়তা ॥২৯

সা বনানি বিচিত্রাণি রমণীয়ানি সর্বশঃ।
ময়ূরগণজুষ্টানি দদর্শ বিপুলেক্ষণা ॥৩০

নদীঃ পুণ্যবহাশ্চৈব পুষ্পিতাংশ্চ নগোত্তমান্।
সত্যবানাহ পশ্যেতি সাবিত্রীং মধুরং বচঃ ॥৩১

নিরীক্ষমাণা ভর্তারং সর্বাবস্থমনিন্দিতা।
মৃতমেব হি ভর্তারং কালে মুনিবচঃ স্মরন্ ॥৩২

অনুব্রজন্তী ভর্তারং জগাম মৃদুগামিনী।
দ্বিধেব হৃদয়ং কৃত্বা তঞ্চ কালমবেক্ষতী ॥৩৩

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং বনপর্বণি পতিব্রতামাহাত্ম্যপর্বণি সাবিত্র্যুপাখ্যানে ষণ্ণবত্যধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ॥২৯৬

করিলে আমিও তাঁহার সঙ্গে যাই। আজ ইঁহার ক্ষণকাল বিরহও আমার নিকট দুঃসহ বোধ হইতেছে।২৪

গুরু ও অগ্নিহোত্রের কার্য্যসাধন কাষ্ঠ কাটিবার জন্য আপনার পুত্র বনে যাইতেছেন, সুতরাং তাঁহাকে নিবারণ করাও সম্ভব নয়, তাহা ছাড়া অন্য কোন কার্য্যে গেলেও বা নিবারণ করা চলিত।২৫

এক বৎসর পূর্ণ হইতে অল্পক্ষণই বাকি আছে, আমি এই আশ্রম হইতে কোথাও যাই নাই; আজ কুসুমিত বনকে দর্শন করিতে আমার বড়ই কৌতূহল হইতেছে।২৬

দ্যুমৎসেন বলিলেন,—যতদিন হইতে আমার এই পুত্রবধূ আমার কাছে আসিয়াছে, ততদিন হইতে সে আমার নিকট কখনও একটীবারও কোন আবদার করিয়াছে বলিয়া আমার স্মরণ হইতেছে না।২৭

সুতরাং ইহার এই অভিলাষ পূর্ণ হউক। যাও মা, তুমি সত্যবানের সঙ্গে বনে যাও; কিন্তু পথে তাহার সহিত সর্ব্বদা প্রমাদশূন্য (সাবধান) হইয়াই অবস্থান করিবে।২৮

মার্কণ্ডেয় বলিলেন,—হৃদয়ে অত্যন্ত ব্যথিতা থাকিলেও যশস্বিনী সাবিত্রী শ্বশুর ও শাশুড়ী উভয়ের অনুমতি পাইয়া হাসিতে হাসিতে পতির সাহত বনে গমন করিলেন।২৯

সেই বিশালনয়না সাবিত্রী ময়ূরগণসেবিত রমণীয় বনসমূহের বিচিত্র শোভা দর্শন করিতে করিতে চলিলেন।৩০

সত্যবান্ মধুর ভাষায় সাবিত্রীকে বলিলেন,—"এই পুণ্যজলবাহিনী নদী ও পুষ্পিত বৃক্ষসমূহ দর্শন কর"।৩১

সতী সাধ্বী সাবিত্রী নিজ পতির সকল অবস্থা পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে নিরীক্ষণ করিতেছিলেন; কারণ, নারদের বাক্য স্মরণ করিয়া উঁহার এইরূপ নিশ্চয় হইয়া গিয়াছিল কি যে, সময় আসিলেই তাহার পতির মৃত্যু হইবে।৩২

সাবিত্রী যেন দুই হৃদয় লইয়া ভর্ত্তার অনুগমন করিতে লাগিলেন। এক হৃদয়ে তিনি পতির মৃত্যুর কথা চিন্তা করিয়া গ্লানি অনুভব করিতেছেন, অপর হৃদয়ে তিনি স্বামীর সহিত হাসিয়া কথা বলিতে লাগিলেন।৩৩

শ্রীমন্মহর্ষিবেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের বনপর্ব্বান্তর্গত পতিব্রতামাহাত্ম্যপর্ব্বে সাবিত্রী-উপাখ্যানবিষয়ক ষণ্ণবত্যধিকদ্বিশততমাধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।২৯৬

সপ্তনবত্যধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ।

[সাবিত্রী-যমসংলাপঃ, সন্তুষ্টস্য যমরাজস্য সাবিত্র্যৈ বরদানম্, সত্যবতো জীবনপ্রত্যর্পণম্, সত্যবৎ-সাবিত্র্যোঃ পরস্পরং কথোপকথনম্, আশ্রমং প্রতি প্রস্থানঞ্চ।]

মার্কণ্ডেয় উবাচ।

অথ ভার্য্যাসহায়ঃ স ফলান্যাদায় বীর্য্যবান্।
কঠিনং পূরয়ামাস ততঃ কাষ্ঠান্যপাটয়ৎ ॥১
তস্য পাটয়তঃ কাষ্ঠং স্বেদো বৈ সমজায়ত।
ব্যায়ামেন চ তেনাস্য জজ্ঞে শিরসি বেদনা ॥২
সোঽভিগম্য প্রিয়াং ভার্য্যামুবাচ শ্রমপীড়িতঃ।

সত্যবানুবাচ।

ব্যায়ামেন মমানেন জাতা শিরসি বেদনা ॥৩
অঙ্গানি চৈব সাবিত্রি হৃদয়ং দূয়তীব চ।
অস্বস্থমিব চাত্মানং লক্ষয়ে মিতভাষিণি ॥৪
শূলৈরিব শিরো বিদ্ধমিদং সংলক্ষয়াম্যহম্।
তৎ স্বপ্তুমিচ্ছে কল্যাণি ন স্থাতুং শক্তিরস্তি মে ॥৫
সা সমাসাদ্য সাবিত্রী ভর্ত্তারমুপগম্য চ।
উৎসঙ্গেঽস্য শিরঃ কৃত্বা নিষসাদ মহীতলে ॥৬
ততঃ সা নারদবচো বিমৃশন্তী তপস্বিনী।
তং মুহূর্ত্তং ক্ষণং বেলাং দিবসঞ্চ যুযোজ হ ॥৭
মুহূর্ত্তাদেব চাপশ্যৎ পুরুষং রক্তবাসসম্।
বদ্ধমৌলিং বপুষ্মন্তমাদিত্যসমতেজসম্ ॥৮
শ্যামাবদাতং রক্তাক্ষং পাশহস্তং ভয়াবহম্।
স্থিতং সত্যবতঃ পার্শ্বে নিরীক্ষন্তং তমেব চ ॥৯
তং দৃষ্ট্বা সহসোত্থায় ভর্ত্তুর্ন্যস্য শনৈঃ শিরঃ।
কৃতাঞ্জলিরুবাচার্ত্তা হৃদয়েন প্রবেপতী ॥১০

সপ্তনবত্যধিকদ্বিশততম অধ্যায়।

[সাবিত্রী ও যমের আলাপ, সন্তুষ্ট হইয়া যমরাজের সাবিত্রীকে বরদান, সত্যবানের জীবন প্রত্যর্পণ, সত্যবান্ ও সাবিত্রীর পরস্পর কথোপকথন এবং আশ্রম অভিমুখে প্রস্থান।]

মার্কণ্ডেয় বলিলেন,—অনন্তর বলবান্ সত্যবান্ পত্নীর সহিত ফলসমূহ আহরণ করিয়া একটী কাঠের টুকরী বোঝাই করিলেন; তারপর কাঠ কাটিতে লাগিলেন।১

কাঠ কাটিতে কাটিতে তাঁহার শরীর হইতে ঘাম ছুটিতে লাগিল এবং পরিশ্রমের ফলে তিনি মস্তকে বেদনা অনুভব করিতে লাগিলেন, তখন তিনি পরিশ্রান্ত ও বেদনাপীড়িত হইয়া পত্নীর নিকট আসিয়া বলিলেন।

সত্যবান্ বলিলেন,—এই কাষ্ঠকর্ত্তনের পরিশ্রমে আমি মস্তকে বেদনা অনুভব করিতেছি।২-৩

সাবিত্রি! আমি সমস্ত শরীরে ও হৃদয়ে পর্য্যন্ত ভয়ানক পীড়া অনুভব করিতেছি। হে মিতভাষিণি! আমি নিজেকে অত্যন্ত অসুস্থ লক্ষ্য করিতেছি।৪

আমার মনে হইতেছে কেহ আমার মস্তকে শূল বিদ্ধ করিতেছে। কল্যাণি! আমি আর দাঁড়াইয়া থাকিতে পারিতেছি না। আমি একটু ঘুমাইতে চাই।৫

তখন সাবিত্রী তাড়াতাড়ি স্বামীর নিকট গিয়া তাহার মস্তক নিজের কোলে রাখিয়া মাটিতে বসিয়া পড়িলেন।৬

তখন তিনি নারদের কথা স্মরণ করত গণিয়া দেখিলেন যে, ঠিক সেই দিন, সেই বেলা, সেই মুহূর্ত্ত ও সেইক্ষণ আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে।৭

এক মুহূর্ত্তের (দুইদণ্ড বা ৪৮ মিনিট) মধ্যেই তিনি দেখিলেন যে, মুকুটধারী, রক্তবস্ত্র পরিহিত, আদিত্যতুল্য জ্যোতির্ম্ময়, কৃষ্ণবর্ণ, আরক্তচক্ষু, ভয়াবহ

সাবিত্র্যুবাচ।

দৈবতং ত্বাভিজানামি বপুরেতদ্ধ্যমানুষম্।
কামযা ব্রূহি দেবেশ কস্ত্বং কিঞ্চ চিকীর্ষসি ॥১১

যম উবাচ।

পতিব্রতাসি সাবিত্রি তথৈব চ তপোহন্বিতা।
অতস্ত্বামভিভাষামি বিদ্ধি মাং ত্বং শুভে যমম্ ॥১২
অয়ং তে সত্যবান্ ভর্ত্তা ক্ষীণায়ুঃ পার্থিবাত্মজঃ।
নেষ্যামি তমহং বদ্ধা বিদ্ধ্যেতন্মে চিকীর্ষিতম্ ॥১৩

সাবিত্র্যুবাচ।

শ্রূয়তে ভগবন্ দূতাস্তবাগচ্ছন্তি মানবান্।
নেতুং কিল ভবান্ কস্মাদাগতোহসি স্বয়ং প্রভো ॥১৪

মার্কণ্ডেয় উবাচ।

ইত্যুক্তঃ পিতৃরাজস্তাং ভগবান্ স্বচিকীর্ষিতম্।
যথাবৎ সর্বমাখ্যাতুং তৎপ্রিয়ার্থং প্রচক্রমে ॥১৫
অয়ঞ্চ ধর্মসংযুক্তো রূপবান্ গুণসাগরঃ।
নার্হো মৎপুরুষৈর্নেতুমতোহস্মি স্বয়মাগতঃ ॥১৬
ততঃ সত্যবতঃ কায়াৎ পাশবদ্ধং বশং গতম্।
অঙ্গুষ্ঠমাত্রং পুরুষং নিশ্চকর্ষ যমো বলাৎ ॥১৭
ততঃ সমুদ্ধৃতপ্রাণং গতশ্বাসং হতপ্রভম্।
নির্বিচেষ্টং শরীরং তদ্ বভূবাপ্রিয়দর্শনম্ ॥১৮
যমস্তু তং ততো বদ্ধা প্রয়াতো দক্ষিণামুখঃ।
সাবিত্রী চৈব দুঃখার্ত্তা যমমেবান্বগচ্ছত।
নিয়মব্রতসংসিদ্ধা মহাভাগা পতিব্রতা ॥১৯

এক পুরুষ পাশহস্তে সত্যবানের নিকট আসিয়া তাঁহাকে নিরীক্ষণ করিতেছে।৮-৯

সেই পুরুষকে দর্শন করিয়া সাবিত্রী পতির মস্তক কোল হইতে ধীরে ধীরে নামাইয়া সহসা গাত্রোত্থান করত অন্তরে কাঁপিতে কাঁপিতে আর্ত্তস্বরে তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন।১০

সাবিত্রী বলিলেন,—আপনার এই অমানুষ শরীর দেখিয়া আপনাকে দেবতা বলিয়া মনে হইতেছে। দেবেশ্বর! আপনি কৃপা করিয়া বলুন, আপনি কে? এবং কি করিতে এখানে আসিয়াছেন?১১

যম বলিলেন,—হে সাবিত্রি! তুমি পতিব্রতা ও তপস্বিনী। সুতরাং তোমার সঙ্গে কথা বলিতেছি। হে শুভে! তুমি আমাকে যমরাজ বলিয়া জানিবে।১২

এই তোমার ভর্ত্তা রাজপুত্র সত্যবান্ ক্ষীণায়ু হইয়াছে; ইহাকে পাশবদ্ধ করিয়া লইয়া যাইতে আসিয়াছি।১৩

সাবিত্রী বলিলেন,— ভগবন্! শুনা যায় আপনার দূতগণ আসিয়া মানুষকে লইয়া যায়, কিন্তু হে প্রভো! আপনি স্বয়ং কেন আসিয়াছেন?১৪

মার্কণ্ডেয় বলিলেন,—সাবিত্রী এই কথা বলিলে তখন ভগবান্ পিতৃরাজ যম তাঁহার প্রীতির জন্য নিজের কর্ত্তব্য সব বলিতে আরম্ভ করিলেন।১৫

এই সত্যবান্ রূপবান্, গুণের সাগর এবং ধর্ম্মবলে বলীয়ান্; সুতরাং এ আমার দূতগণ কর্ত্তৃক নীত হইবার যোগ্য নহে, সুতরাং আমি স্বয়ংই ইহাকে লইতে আসিয়াছি।১৬

এই বলিয়া যম সত্যবানের শরীর হইতে পাশবদ্ধ অঙ্গুষ্ঠমাত্র বিবশ পুরুষকে বলপূর্ব্বক আকর্ষণ করিলেন।১৭

তখন প্রাণ নির্গত হওয়ায় শ্বাসহীন সেই দেহ প্রভা ও চেষ্টাশূন্য হইয়া দেখিতে অপ্রিয় কদাকার হইয়া উঠিল।১৮

যম তাহাকে পাশবদ্ধ করিয়া তাহাকে লইয়া দক্ষিণ দিকে চলিতে লাগিলেন। তখন নিয়মব্রত-

যম উবাচ।

নিবর্ত্ত গচ্ছ সাবিত্রি কুরুষ্বাস্যৌর্ধ্বদেহিকম্।
কৃতং ভর্ত্তুস্ত্বয়ানৃণ্যং যাবদ্ গম্যং গতং ত্বয়া ॥২০

সাবিত্র্যুবাচ।

যত্র মে নীয়তে ভর্ত্তা স্বয়ং বা যত্র গচ্ছতি।
ময়া চ তত্র গন্তব্যমেষ ধর্ম্মঃ সনাতনঃ ॥২১
তপসা গুরুভক্ত্যা চ ভর্ত্তুঃ স্নেহাদ্ ব্রতেন চ।
তব চৈব প্রসাদেন ন মে প্রতিহতা গতিঃ ॥২২
প্রাহুঃ সাপ্তপদং মৈত্রং বুধাস্তত্ত্বার্থদর্শিনঃ।
মিত্রতাঞ্চ পুরস্কৃত্য কিঞ্চিদ্ বক্ষ্যামি তচ্ছৃণু ॥২৩
নানাত্মবন্তস্তু বনে চরন্তি
ধর্ম্মঞ্চ বাসঞ্চ পরিশ্রমঞ্চ।
বিজ্ঞানতো ধর্ম্মমুদাহরন্তি
তস্মাৎ সন্তো ধর্ম্মমাহুঃ প্রধানম্ ॥২৪
একস্য ধর্ম্মেণ সতাং মতেন
সর্ব্বে স্ম তং মার্গমনুপ্রপন্নাঃ।
মা বৈ দ্বিতীয়ং মা তৃতীয়ঞ্চ বাঞ্ছেৎ
তস্মাৎ সন্তো ধর্ম্মমাহুঃ প্রধানম্ ॥২৫

যম উবাচ।

নিবর্ত্ত তুষ্টোঽস্মি তবানয়া গিরা
স্বরাক্ষরব্যঞ্জনহেতুযুক্তয়া।
বরং বৃণীষ্বেহ বিনাস্য জীবিতং
দদানি তে সর্ব্বমনিন্দিতে বরম্ ॥২৬

কর্শিতা মহাভাগ্যবতী পতিব্রতা সাবিত্রী দুঃখে অভিভূত হইয়া যমের পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিতে লাগিলেন।১৯

যম বলিলেন,—হে সাবিত্রি! তুমি ফিরিয়া যাও; তোমার স্বামীর ঊর্দ্ধদেহিক ক্রিয়াসকল (অন্ত্যেষ্টি সংস্কারাদি) সমাপন কর। পতির ঋণ হইতে তুমি মুক্ত হইয়াছ; পতির অনুগমন যতদূর পর্য্যন্ত করা উচিত, তাহা তুমি করিয়াছ; এখন তুমি ফিরিয়া যাও।২০

সাবিত্রী বলিলেন,—যেখানে আমার পতিকে আপনি লইয়া যাইতেছেন অথবা আপনি স্বয়ং যেখানে যাইতেছেন, আমারও সেইখানে যাওয়া কর্ত্তব্য; ইহাই সনাতন ধর্ম্ম।২১

তপস্যা, গুরুজনে ভক্তি, পতির স্নেহ, ব্রত এবং আপনার প্রসন্নতার প্রভাবে আমার গতি অপ্রতিহতা হইয়াছে, (সুতরাং আমি চলিতে কোন কষ্টবোধ করিতেছি না)।২২

তত্ত্বদর্শী বিদ্বান্‌গণ বলেন, কাহারও সহিত সাত পা পর্য্যন্ত গেলেই তাহার সহিত মিত্রতা হয়, সুতরাং আপনার সহিত সেই মিত্রতার বলে আপনাকে কিছু বলিব, শুনুন।২৩

যাঁহারা মনকে ও ইন্দ্রিয়গণকে বশীভূত করিতে পারেন নাই, তাঁহারা বনে বাস করিয়া ধর্ম্মপালন, গুরুকুলে বাস ও তপস্যা করিতে পারেন না; সংযতমনা পুরুষই ধর্ম্ম আচরণ করিতে পারেন। মহাপুরুষগণ বলেন—বিবেক বিচারে ধর্ম্মপ্রাপ্তি হয়, এজন্য সাধুগণ ধর্ম্মকেই প্রধান বলিয়াছেন।২৪

যে কোন একটি বর্ণের (ব্রাহ্মণাদি জাতির) ধর্ম্ম সৎপুরুষ সম্মতভাবে পালন করিলে সকল লোকই সেই পথের অনুসরণ করিয়া কৃতার্থ হয়; সুতরাং দ্বিতীয় বা তৃতীয় মার্গের ইচ্ছা করা উচিত নয়; এইজন্য সাধুগণ ধর্ম্মকেই প্রধান বলিয়াছেন।২৫

যম বলিলেন,—হে অনিন্দিতে সাবিত্রি! তুমি ফিরিয়া যাও। তোমার স্বর, অক্ষর, ব্যঞ্জন এবং যুক্তিযুক্তসমন্বিত বাক্যদ্বারা আমি সন্তুষ্ট হইয়াছি। তুমি সত্যবানের প্রাণভিন্ন আর যে কোন বর চাহিয়া লও; আমি তোমাকে সব কিছুই প্রদান করিব।২৬

সাবিত্র্যুবাচ।

চ্যুতঃ স্বরাজ্যাদ্ বনবাসমাশ্রিতো
বিনষ্টচক্ষুঃ শ্বশুরো মমাশ্রমে।
স লব্ধচক্ষুর্বলবান্ ভবেন্নৃপ-
স্তব প্রসাদাজ্জ্বলনার্কসন্নিভঃ ॥২৭

যম উবাচ।

দদানি তেঽহং তমনিন্দিতে বরং
যথা ত্বয়োক্তং ভবিতা চ তৎ তথা।
তবাধ্বনা গ্লানিমিবোপলক্ষয়ে
নিবর্ত গচ্ছস্ব ন তে শ্রমো ভবেৎ ॥২৮

সাবিত্র্যুবাচ।

শ্রমঃ কুতো ভর্তৃসমীপতো হি মে
যতো হি ভর্তা মম সা গতির্ধ্রুবা।
যতঃ পতিং নেষ্যসি তত্র মে গতিঃ
সুরেশ ভূয়শ্চ বচো নিবোধ মে ॥২৯

সতাং সকৃৎসঙ্গতমীপ্সিতং পরং
ততঃ পরং মিত্রমিতি প্রচক্ষতে।
ন চাফলং সৎপুরুষেণ সঙ্গতং
ততঃ সতাং সন্নিবসেৎ সমাগমে ॥৩০

যম উবাচ।

মনোঽনুকূলং বুধবুদ্ধিবর্দ্ধনং
ত্বয়া যদুক্তং বচনং হিতাশ্রয়ম্।
বিনা পুনঃ সত্যবতোঽস্য জীবিতং
বরং দ্বিতীয়ং বরয়স্ব ভামিনি ॥৩১

সাবিত্র্যুবাচ।

হৃতং পুরা মে শ্বশুরস্য ধীমতঃ
স্বমেব রাজ্যং লভতাং স পার্থিবঃ।
জহ্যাৎ স্বধর্মং ন চ মে গুরুর্যথা
দ্বিতীয়মেতদ্ বরয়ামি তে বরম্ ॥৩২

সাবিত্রী বলিলেন,—আমার শ্বশুর চক্ষু হারাইয়া রাজ্যভ্রষ্ট হইয়াছেন এবং আশ্রমে বাস করিতেছেন। তিনি আপনার প্রভাবে পুনরায় চক্ষুলাভ করুন এবং বলবান্, সূর্য্য ও অগ্নিতুল্য তেজস্বী হউন।২৭

যম বলিলেন,—হে অনিন্দিতে! তোমার অভীষ্ট বর প্রদান করিলাম; তুমি যাহা চাহিয়াছ, তাহাই হইবে। তুমি পথশ্রমে ক্লান্ত হইয়াছ বলিয়া দেখিতে পাইতেছি। এবার তুমি ফিরিয়া যাও, যাহাতে তোমার আরও শ্রান্তি না হয়।২৮

সাবিত্রী বলিলেন,—স্বামীর কাছে থাকিয়া আমার আবার শ্রম কিসের? যেখানে আমার স্বামীর গতি, আমারও গতি সেইখানেই। যেখানে আমার পতিকে লইয়া যাইতেছেন, উহাই আমারও গন্তব্যস্থল। হে সুরেশ! পুনরায় আপনাকে আমি বলিতেছি, উহা শ্রবণ করুন।২৯

সৎপুরুষের সহিত একবার সঙ্গও ঈপ্সিত; কারণ, তাহাতেই তাঁহার সহিত মিত্রতা হয়, সৎসঙ্গ কখনও নিষ্ফল হয় না; অতএব সৎপুরুষের সঙ্গ লাভ করিলে সদা তাঁহার সহিতই বাস করিবে।৩০

যম বলিলেন,—তুমি যাহা বলিলে, তাহা হিতকর, আমার মনের অনুকূল এবং জ্ঞানিগণের জ্ঞানের বর্দ্ধক। সুতরাং হে ভামিনি! আমি তোমাকে দ্বিতীয় বর দিব; তুমি সত্যবানের জীবন ব্যতিরেকে যে কোন বর প্রার্থনা কর।৩১

সাবিত্রি বলিলেন,—আমার বুদ্ধিমান্ শ্বশুর তাঁহার পূর্ব্বের হৃত রাজ্য পুনরায় লাভ করুন এবং আমার পূজ্য গুরু (শ্বশুর) যেন স্বধর্ম্ম হইতে ভ্রষ্ট না হন—ইহাই আমার দ্বিতীয় বর।৩২

যম উবাচ।

স্বমেব রাজ্যং প্রতিপৎস্যতেঽচিরা-

ন্ন চ স্বধর্ম্মাৎ পরিহাস্যতে নৃপঃ।

কৃতেন কামেন ময়া নৃপাত্মজে

নিবর্ত্ত গচ্ছস্ব ন তে শ্রমো ভবেৎ ॥৩৩

সাবিত্র্যুবাচ।

প্রজাস্ত্বয়ৈতা নিয়মেন সংযতা

নিয়ম্য চৈতা নয়সে নিকামযা।

ততো যমত্বং তব দেব বিশ্রুতং

নিবোধ চেমাং গিরমীরিতাং ময়া ॥৩৪

অদ্রোহঃ সর্ব্বভূতেষু কর্ম্মণা মনসা গিরা।

অনুগ্রহশ্চ দানঞ্চ সতাং ধর্ম্মঃ সনাতনঃ ॥৩৫

এবংপ্রায়শ্চ লোকোঽয়ং মনুষ্যাঃ শক্তিপেশলাঃ।

সন্তস্ত্বেবাপ্যমিত্রেষু দয়াং প্রাপ্তেষু কুর্ব্বতে ॥৩৬

যম উবাচ।

পিপাসিতস্যেব ভবেদ্ যথা পয়-

স্তথা ত্বয়া বাক্যমিদং সমীরিতম্।

বিনা পুনঃ সত্যবতোঽস্য জীবিতং

বরং বৃণীষ্বেহ শুভে যদিচ্ছসি ॥৩৭

সাবিত্র্যুবাচ।

মমানপত্যঃ পৃথিবীপতিঃ পিতা

ভবেৎ পিতুঃ পুত্রশতং তথৌরসম্।

কুলস্য সন্তানকরঞ্চ যদ্ ভবেৎ

তৃতীয়মেতদ্ বরয়ামি তে বরম্ ॥৩৮

যম উবাচ।

কুলস্য সন্তানকরং সুবর্চসং

শতং সুতানাং পিতুরস্তু তে শুভে।

কৃতেন কামেন নরাধিপাত্মজে

নিবর্ত্ত দূরং হি পথস্ত্বমাগতা ॥৩৯

যম বলিলেন,—তোমার শ্বশুর রাজা দ্যুমৎসেন শীঘ্রই পুনরায় নিজরাজ্য অনায়াসে প্রাপ্ত হইবেন এবং তিনি কামনার বশীভূত হইয়াও কখনও স্বধর্ম্ম ত্যাগ করিবেন না। রাজকুমারি! আমার দ্বারা তোমার কামনা পূর্ণ হইয়াছে। এখন তুমি ফিরিয়া যাও, যাহাতে তোমার আরও পরিশ্রম না হয় ।৩৩

সাবিত্রী বলিলেন,—হে দেব! আপনি এই সকল প্রজাকে লইয়া গিয়া নিয়মানুসারে সংযমের সহিত নিজের বশীভূত করিয়া রাখেন এবং পরে আপনি আপনার ইচ্ছানুযায়ী বিভিন্ন লোকে পাঠাইয়া দেন; এই জন্যই আপনার 'যম' এই নাম জগতে বিখ্যাত। অতঃপর আমি যাহা বলিব, তাহা শ্রবণ করুন ।৩৪

কায়মনোবাক্যে কোন প্রাণীর প্রতি দ্রোহ না করা, সকলের উপর দয়াভাব রাখা ও দান করা ইহাই সৎপুরুষগণের সনাতন ধর্ম্ম ।৩৫

এ সংসারে সকল লোকই প্রায় অল্পায়ু, বিশেষতঃ মনুষ্যগণ তো শক্তিহীন; কিন্তু আপনার ন্যায় সৎপুরুষগণ শরণাগত হইলে শত্রুর উপরও দয়া করিয়া থাকেন (সুতরাং আমার ন্যায় দীনা মানুষীকে আপনি দয়া কেন না করিবেন?) ।৩৬

যম বলিলেন,—পিপাসিত ব্যক্তির নিকট জল যেমন প্রিয়, তোমার বাক্যগুলিও তেমনই প্রিয় বোধ হইতেছে। হে শুভে! তুমি সত্যবানের জীবন ভিন্ন অন্য যে কোন তৃতীয় অভীষ্ট বর গ্রহণ কর ।৩৭

সাবিত্রী বলিলেন,—আমার পিতা রাজা হইয়াও পুত্রহীন, যেন তাঁহার ঔরসে শত পুত্র জন্মগ্রহণ করে, যাহারা তাঁহার কুলপরম্পরায় সন্তানধারা রক্ষা করিতে পারে—এই আমি এই তৃতীয় বর প্রার্থনা করিলাম ।৩৮

যম উবাচ।

উদাহৃতং তে বচনং যদঙ্গনে
শুভে ন তাদৃক্ ত্বদৃতে শ্রুতং ময়া।
অনেন তুষ্টোঽস্মি বিনাস্য জীবিতং
বরং চতুর্থং বরয়স্ব গচ্ছ চ ॥৪৪

সাবিত্র্যুবাচ।

মমাত্মজং সত্যবতস্তথৌরসং
ভবেদুভাভ্যামিহ যৎ কুলোদ্বহম্।
শতং সুতানাং বলবীর্য্যশালিনা-
মিদং চতুর্থং বরয়ামি তে বরম্ ॥৪৫

যম উবাচ।

শতং সুতানাং বলবীর্য্যশালিনাং
ভবিষ্যতি প্রীতিকরং তবাবলে।
পরিশ্রমস্তে ন ভবেন্নৃপাত্মজে
নিবর্ত্ত দূরং হি পথস্ত্বমাগতা ॥৪৬

সাবিত্র্যুবাচ।

ন দূরমেতন্মম ভর্তৃসন্নিধৌ
মনো হি মে দূরতরং প্রধাবতি।
অথ ব্রজন্নেব গিরং সমুদ্যতাং
ময়োচ্যমানাং শৃণু ভূয় এব চ ॥৪০

বিবস্বতস্ত্বং তনয়ঃ প্রতাপবাং-
স্ততো হি বৈবস্বত উচ্যসে বুধৈঃ।
সমেন ধর্ম্মেণ চরন্তি তাঃ প্রজা-
স্ততস্তবেহেশ্বর ধর্ম্মরাজতা ॥৪১

আত্মন্যপি ন বিশ্বাসস্তথা ভবতি সৎসু যঃ।
তস্মাৎ সৎসু বিশেষেণ সর্ব্বঃ প্রণয়মিচ্ছতি ॥৪২

সৌহৃদাৎ সর্ব্বভূতানাং বিশ্বাসো নাম জায়তে।
তস্মাৎ সৎসু বিশেষেণ বিশ্বাসং কুরুতে জনঃ ॥৪৩

যম বলিলেন,—শুভে! তোমার পিতার তেজস্বী শত পুত্র হউক, যাহারা তোমার পিতার সন্তানধারা অবিচ্ছিন্ন রাখিবে। রাজকুমারি! তোমার এ কামনাও আমি পূরণ করিলাম। এবার তুমি ফিরিয়া যাও, তুমি অনেক পথ আসিয়াছ।৩৯

সাবিত্রী বলিলেন,—আমি স্বামীর নিকটে অবস্থিত থাকায় আমার কাছে ইহা দূরস্থ বলিয়াই মনে হইতেছে না। অনন্তর আপনার সঙ্গে যাইতে যাইতে আমি যে কথা বলিব, তাহা আপনি কৃপা করিয়া পুনরায় শ্রবণ করুন।৪০

আপনি বিবস্বান্ (সূর্য্য)-দেবের প্রতাপশালী পুত্র, এজন্য বিদ্বান্ পুরুষগণ আপনাকে বৈবস্বত বলিয়া থাকেন এবং আপনি ধর্ম্মানুসারে সমস্ত প্রজার উপর সমানভাবে আচরণ করেন, এজন্য আপনাকে ধর্ম্মরাজ বলা হয়।৪১

মানুষ নিজেকে সেরূপ বিশ্বাস করিতে পারে না, যেরূপ বিশ্বাস সে সজ্জনে করিয়া থাকে। এজন্য সজ্জনগণের সহিতই সকলে প্রণয় করিতে ইচ্ছা করে।৪২

সৌহার্দ্দবশতই সকল প্রাণীর পরস্পরের উপর বিশ্বাস জন্মে। সজ্জনগণের মধ্যে সেই সৌহার্দ্দভাব সর্ব্বদা থাকায় সকলে তাঁহাদিগকেই বিশ্বাস করে।৪৩

যম বলিলেন,—অঙ্গনে! যেমন মধুর কথা তুমি বলিতেছ, তুমি ভিন্ন আর কাহারও নিকট আমি এরূপ কথা শুনি নাই। কল্যাণি! এজন্য আমি খুবই সন্তুষ্ট হইয়াছি, তুমি সত্যবানের জীবন ভিন্ন যে কোন চতুর্থ বর চাহিয়া লও এবং ফিরিয়া যাও।৪৪

সাবিত্রী বলিলেন,—আমার গর্ভে ও পতি সত্যবানের ঔরসে বংশরক্ষক বলবীর্য্যশালী শত পুত্র জন্মলাভ করুক—এই আমি আপনার নিকট চতুর্থ

সাবিত্র্যুবাচ।

সতাং সদা শাশ্বতধর্ম্মবৃত্তিঃ
সন্তো ন সীদন্তি ন চ ব্যথন্তি।
সতাং সদ্ভির্নাফলঃ সঙ্গমোঽস্তি
সদ্ভ্যো ভয়ং নানুবর্ত্তন্তি সন্তঃ ॥৪৭

সন্তো হি সত্যেন নয়ন্তি সূর্য্যং
সন্তো ভূমিং তপসা ধারয়ন্তি।
সন্তো গতির্ভূতভব্যস্য রাজন্
সতাং মধ্যে নাবসীদন্তি সন্তঃ ॥৪৮

আর্য্যজুষ্টমিদং বৃত্তমিতি বিজ্ঞায় শাশ্বতম্।
সন্তঃ পরার্থং কুর্ব্বাণা নাবেক্ষন্তি পরস্পরম্ ॥৪৯

ন চ প্রসাদঃ সৎপুরুষেষু মোঘো
ন চাপ্যর্থো নশ্যতি নাপি মানঃ।
যস্মাদেতন্নিয়তং সৎসু নিত্যং
তস্মাৎ সন্তো রক্ষিতারো ভবন্তি ॥৫০

যম উবাচ।

যথা যথা ভাষসি ধর্ম্মসংহিতং
মনোঽনুকূলং সুপদং মহার্থবৎ।
তথা তথা মে ত্বয়ি ভক্তিরুত্তমা
বরং বৃণীষ্বাপ্রতিমং পতিব্রতে ॥৫১

সাবিত্র্যুবাচ।

ন তেঽপবর্গঃ সুকৃতাদ্ বিনাকৃত-
স্তথা যথান্যেষু বরেষু মানদ।
বরং বৃণে জীবতু সত্যবানয়ং
যথা মৃতা হ্যেবমহং পতিং বিনা ॥৫২

বর প্রার্থনা করিতেছি।৪৫

যম বলিলেন,—অবলে। তোমার প্রীতিকর বলবীর্য্যশালী শত পুত্র তোমার হইবে। রাজকুমারি! তুমি আর পরিশ্রম করিয়া আসিও না। এখন ফিরিয়া যাও। তুমি অনেক পথ চলিয়া আসিয়াছ।৪৬

সাবিত্রী বলিলেন,—সজ্জনগণ সদাই ধর্ম্মানুকূল আচরণ করিয়া থাকেন। সৎপুরুষগণ ধর্ম্মাচরণে কখনও অবসন্ন বা ব্যথিত হন না। সজ্জনগণের সহিত সজ্জনগণের সঙ্গ কখনও নিষ্ফল হয় না এবং সজ্জনগণ হইতে সজ্জনগণের কখনও ভয় হয় না।৪৭

সজ্জনগণই সত্যের দ্বারা সূর্য্যকে চালিত করেন, সজ্জনগণই তপস্যার দ্বারা পৃথিবীকে ধারণ করিয়া থাকেন। হে ধর্ম্মরাজ! সজ্জনগণই বর্ত্তমান, ভূত ও ভবিষ্যতের একমাত্র গতি এবং সজ্জনগণের মধ্যে থাকিয়া সজ্জন কখনও দুঃখ পান না।৪৮

সজ্জনগণের আচরিত এই সনাতন সদাচার—ইহা জানিয়া শ্রেষ্ঠপুরুষগণ পরোপকার করিয়া থাকে এবং পরস্পর একে অপরের স্বার্থের দিকে দৃষ্টিপাত করেন না।৪৯

সৎপুরুষগণের প্রসন্নতা কখনও বিফল হয় না। তাঁহাদের কৃপায় সজ্জনের মান ও অর্থ কখনও নষ্ট হয় না; যেহেতু এই গুণগুলি (প্রসন্নতা, অর্থ ও মান) সৎপুরুষগণের মধ্যে সর্ব্বদাই বর্ত্তমান থাকে; সেইজন্য সৎপুরুষগণ সকলেরই রক্ষাকর্ত্তা হন।৫০

যম বলিলেন,—পতিব্রতে! তুমি যেমন যেমন মধুর, ধর্ম্মানুকূল, মনোরম ও গূঢ়ার্থবিশিষ্ট কথাগুলি বলিতেছ, তোমার উপর আমার ঠিক তেমন তেমনই উত্তমা শ্রদ্ধা উৎপন্ন হইতেছে। অতএব তুমি আমার নিকট হইতে কোন উৎকৃষ্ট বর চাহিয়া লও।৫১

সাবিত্রী বলিলেন,—হে মানদ! আপনার প্রদত্ত আমার পুত্রপ্রাপ্তিরূপ অন্তিম বরটি পুণ্যময় দাম্পত্য-সংযোগ ব্যতীত সফল হইবে না। যেরূপে অন্য বরগুলি সিদ্ধ হইয়াছে, সেইরূপ এই বর সিদ্ধ হইবে

ন কাময়ে ভর্তৃবিনাকৃতা সুখং
　　ন কাময়ে ভর্তৃবিনাকৃতা দিবম্।
ন কাময়ে ভর্তৃবিনাকৃতা শ্রিয়ং
　　ন ভর্তৃহীনা ব্যবসামি জীবিতুম্ ॥৫৩

বরাতিসর্গঃ শতপুত্রতা মম
　　ত্বয়ৈব দত্তো হ্রিয়তে চ মে পতিঃ।
বরং বৃণে জীবতু সত্যবানয়ং
　　তবৈব সত্যং বচনং ভবিষ্যতি ॥৫৪

মার্কণ্ডেয় উবাচ।

তথেত্যুক্ত্বা তু তং পাশং মুক্ত্বা বৈবস্বতো যমঃ।
ধর্মরাজঃ প্রহৃষ্টাত্মা সাবিত্রীমিদমব্রবীৎ ॥৫৫

এষ ভদ্রে ময়া মুক্তো ভর্তা তে কুলনন্দিনি।
(তোষিতোঽহং ত্বয়া সাধ্বি বাক্যৈর্ধর্মার্থসংহিতৈঃ।)
অরোগস্তব নেয়শ্চ সিদ্ধার্থঃ স ভবিষ্যতি ॥৫৬

চতুর্বর্ষশতায়ুশ্চ ত্বয়া সার্ধমবাপ্স্যতি।
ইষ্ট্বা যজ্ঞৈশ্চ ধর্মেণ খ্যাতিং লোকে গমিষ্যতি ॥৫৭

ত্বয়ি পুত্রশতং চৈব সত্যবান্ জনয়িষ্যতি।
তে চাপি সর্বে রাজানঃ ক্ষত্রিয়াঃ পুত্রপৌত্রিণঃ ॥৫৮

খ্যাতাস্ত্বন্নামধেয়াশ্চ ভবিষ্যন্তীহ শাশ্বতঃ।
পিতুশ্চ তে পুত্রশতং ভবিতা তব মাতরি ॥৫৯

মালব্যাং মালবা নাম শাশ্বতাঃ পুত্রপৌত্রিণঃ।
ভ্রাতরস্তে ভবিষ্যন্তি ক্ষত্রিয়াস্ত্রিদশোপমাঃ ॥৬০

এবং তস্যৈ বরং দত্ত্বা ধর্মরাজঃ প্রতাপবান্।
নিবর্তয়িত্বা সাবিত্রীং স্বমেব ভবনং যযৌ ॥৬১

সাবিত্র্যপি যমে যাতে ভর্তারং প্রতিলভ্য চ।
জগাম তত্র যত্রাস্যা ভর্তুঃ শাবং কলেবরম্ ॥৬২

না, সেইজন্য এই বর চাহিতেছি যে, আমার পতি এই সত্যবান জীবিত হউন, তাঁহাকে বিনা আমি মৃতের ন্যায় অবস্থান করিতেছি।৫২

আমি স্বামীকে ছাড়িয়া কোন ঐহিক সুখ চাহি না, অথবা স্বর্গও চাহি না; তাঁহাকে ছাড়িয়া কোনরূপ ঐশ্বর্য্য এমন কি আমি বাঁচিয়া থাকিতেও চাহি না।৫৩

আপনিই আমাকে বর দিলেন, 'আমার শতপুত্র হউক', অথচ আপনিই আমার পতিকে হরণ করিতেছেন, ইহা বড়ই অদ্ভুত মনে হইতেছে। সুতরাং আমি বর প্রার্থনা করিতেছি যে, সত্যবান্ জীবিত হউন, তাহা হইলে আপনার বাক্যও সত্য হইবে।৫৪

মার্কণ্ডেয় বলিলেন,—'তাহাই হউক' বলিয়া সূর্য্যতনয় ধর্ম্মরাজ যম সত্যবান্‌কে শাপমুক্ত করিয়া আনন্দিত হৃদয়ে এই কথা বলিলেন।৫৫

হে ভদ্রে। এই নাও আমি তোমার পতিকে আমি মুক্ত করিয়া দিলাম। সত্যবান্ কুলের আনন্দবর্দ্ধনকারিণি। (আমি তোমার ধর্ম্মার্থপূর্ণ-বাক্যে অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়াছি)। এই সত্যবান্ নীরোগ, সফল মনোরথ ও তোমাদ্বারা লইয়া যাইবার যোগ্য হইয়াছে।৫৬

তোমার সহিত এই সত্যবান্ চারিশত বৎসর বাঁচিয়া থাকিবে এবং যজ্ঞাদি অনুষ্ঠান করিয়া পৃথিবীতে খ্যাতিলাভ করিবে।৫৭

সত্যবান্ তোমাতে শতপুত্র উৎপাদন করিবে। সেইসব ক্ষত্রিয় রাজকুমার রাজা হইবে এবং পুত্র-পৌত্রশালী হইবে।৫৮

জগতে তোমারই নামে তাহারা শাশ্বতী কীর্ত্তি লাভ করিবে। তোমার মাতার গর্ভেও তোমার পিতার শতপুত্র জন্মলাভ করিবে।৫৯

তাহারা তোমার মাতা মালবীর গর্ভে জন্মলাভ করায় 'মালব' নামে বিখ্যাত হইবে। তোমার

সা ভূমৌ প্রেক্ষ্য ভর্ত্তারমুপসৃত্যোপগৃহ্য চ।
উৎসঙ্গে শির আরোপ্য ভূমাবুপবিবেশ হ ॥৬৩
সংজ্ঞাঞ্চ স পুনর্লব্ধ্বা সাবিত্রীমভ্যভাষত।
প্রোষ্যাগত ইব প্রেম্ণা পুনঃ পুনরুদীক্ষ্য বৈ ॥৬৪

সত্যবানুবাচ।

সুচিরং বত সুপ্তোঽস্মি কিমর্থং নাববোধিতঃ।
ক চাসৌ পুরুষঃ শ্যামো যোঽসৌ মাং সঞ্চকর্ষ হ ॥৬৫

সাবিত্র্যুবাচ।

সুচিরং ত্বং প্রসুপ্তোঽসি মমাঙ্কে পুরুষর্ষভ।
গতঃ স ভগবান্ দেবঃ প্রজাসংযমনো যমঃ ॥৬৬
বিশ্রান্তোঽসি মহাভাগ বিনিদ্রশ্চ নৃপাত্মজ।
যদি শক্যং সমুত্তিষ্ঠ বিগাঢ়াং পশ্য শর্ব্বরীম্ ॥৬৭

মার্কণ্ডেয় উবাচ।

উপলভ্য ততঃ সংজ্ঞাং সুখসুপ্ত ইবোত্থিতঃ।
দিশঃ সর্ব্বা বনান্তাংশ্চ নিরীক্ষ্যোবাচ সত্যবান্ ॥৬৮
ফলাহারোঽস্মি নিষ্ক্রান্তস্ত্বয়া সহ সুমধ্যমে।
ততঃ পাটয়তঃ কাষ্ঠং শিরসো মে রুজাভবৎ ॥৬৯
শিরোঽভিতাপসন্তপ্তঃ স্থাতুং চিরমশক্নুবন্।
তবোৎসঙ্গে প্রসুপ্তোঽস্মি ইতি সর্ব্বং স্মরে শুভে ॥৭০
ত্বয়োপগূঢ়স্য চ মে নিদ্রয়াপহৃতং মনঃ।
ততোঽপশ্যং তমো ঘোরং পুরুষঞ্চ মহৌজসম্ ॥৭১
তদ্ যদি ত্বং বিজানাসি কিং তদ্ ব্রূহি সুমধ্যমে।
স্বপ্নো মে যদি বা দৃষ্টো যদি বা সত্যমেব তৎ ॥৭২

ক্ষত্রিয় ভ্রাতারা পুত্রপৌত্রবিশিষ্ট এবং দেবগণের ন্যায় তেজস্বী হইবে।৬০

এইরূপে প্রতাপশালী ধর্ম্মরাজ সাবিত্রীকে বরদান করত তাহাকে ফিরাইয়া দিয়া নিজ ভবনে চলিয়া গেলেন।৬১

যম চলিয়া গেলে সাবিত্রীও পতিকে লাভ করত সেই স্থানে চলিয়া গেলেন, যেখানে সত্যবানের মৃতদেহ পড়িয়াছিল।৬২

তিনি পতিকে ভূমিতে পতিত দেখিয়া তাঁহার নিকট যাইয়া তাঁহার মস্তক নিজ কোলে লইলেন এবং মাটিতে বসিলেন।৬৩

পুনরায় জ্ঞানলাভ করিয়া সত্যবান্ প্রবাস হইতে আগত পুরুষের ন্যায় প্রেমের সহিত সাবিত্রীকে বারংবার দর্শন করিতে করিতে তাঁহাকে বলিলেন।৬৪

সত্যবান্ বলিলেন,—আমি অনেকক্ষণ ঘুমাইয়াছিলাম, তুমি আমাকে জাগাও নাই কেন? যে আমাকে বলপূর্ব্বক আকর্ষণ করিয়াছিল, সেই শ্যামবর্ণ পুরুষটী কোথায় গেল?৬৫

সাবিত্রী বলিলেন,—তুমি অনেকক্ষণ আমার কোলে ঘুমাইয়াছিলে। প্রজাগণের নিয়ন্তা ভগবান্ যমই সেই শ্যামবর্ণ পুরুষ, তিনি এখন চলিয়া গিয়াছেন।৬৬

মহাভাগ রাজপুত্র! তুমি অনেকক্ষণ বিশ্রাম করিয়াছ এবং তুমি নিদ্রাশূন্যও হইয়াছ। যদি উঠিতে পার, তবে উঠ; দেখ অনেক গভীর রাত্রি হইয়াছে।৬৭

মার্কণ্ডেয় বলিলেন,—অনন্তর সংজ্ঞা লাভ করিয়া সুখসুপ্ত ব্যক্তি যেমন জাগরিত হয়, তেমনই ভাবে জাগরিত হইয়া সকল দিক্ ও বনান্তসমূহ নিরীক্ষণ করত সত্যবান্ সাবিত্রীকে বলিলেন,—সুমধ্যমে! আমি ফলাদি আহরণ করিবার জন্য তোমার সহিত নির্গত হইয়াছিলাম; ফল আহরণ করিয়া কাঠ কাটিবার সময় আমার মাথায় ভয়ানক বেদনা হইতে লাগিল ৬৮-৬৯

শিরোবেদনায় অত্যন্ত কাতর হইয়া আমি দাঁড়াইয়া থাকিতে না পারিয়া তোমার কোলে মস্তক রাখিয়া ঘুমাইয়া পড়িলাম। হে শুভে! এ সব কথা আমার এখন স্মরণ হইতেছে।৭০

তমুবাচাথ সাবিত্রী রজনী ব্যবগাহতে।
শ্বস্তে সর্বে যথাবৃত্তমাখ্যাস্যামি নৃপাত্মজ ॥৭৩
উত্তিষ্ঠোত্তিষ্ঠ ভদ্রং তে পিতরৌ পশ্য সুব্রত।
বিগাঢ়া রজনী চেয়ং নিবৃত্তশ্চ দিবাকরঃ ॥৭৪
নক্তঞ্চরাশ্চরন্ত্যেতে হৃষ্টাঃ ক্রূরাভিভাষিণঃ।
শ্রূয়ন্তে পর্ণশব্দাশ্চ মৃগাণাং চরতাং বনে ॥৭৫
এতা ঘোরং শিবা নাদান্ দিশং দক্ষিণপশ্চিমাম্।
আস্থায় বিরুবন্ত্যুগ্রাঃ কম্পয়ন্ত্যো মনো মম ॥৭৬

সত্যবানুবাচ।

বনং প্রতিভয়াকারং ঘনেন তমসাবৃতম্।
ন বিজ্ঞাস্যসি পন্থানং গন্তুং চৈব ন শক্ষ্যসি ॥৭৭

সাবিত্র্যুবাচ।

অস্মিন্নদ্য বনে দগ্ধে শুষ্কবৃক্ষঃ স্থিতো জ্বলন্।
বায়ুনা ধম্যমানোঽত্র দৃশ্যতেঽগ্নিঃ কচিৎ কচিৎ ॥৭৮

ততোঽগ্নিমানয়িত্বেহ জ্বালয়িষ্যামি সর্বতঃ।
কাষ্ঠানীমানি সন্তীহ জহি সন্তাপমাত্মনঃ ॥৭৯

যদি নোৎসহসে গন্তুং সরুজং ত্বাং হি লক্ষয়ে।
ন চ জ্ঞাস্যসি পন্থানং তমসা সংবৃতে বনে ॥৮০

শ্বঃ প্রভাতে বনে দৃশ্যে যাস্যাবোঽনুমতে তব।
বসাবেহ ক্ষপামেকাং রুচিতং যদি তেঽনঘ ॥৮১

তোমার অঙ্গস্পর্শে আমার মন নিদ্রায় অভিভূত হইল এবং তাহার পরই আমি সব অন্ধকারাচ্ছন্ন দেখিতে লাগিলাম। ইহার কিছুক্ষণ পরে সেই শ্যামবর্ণ জ্যোতির্ম্ময় পুরুষকে দর্শন করিলাম।৭১

হে সুমধ্যমে! তুমি যদি জান, তবে সত্য করিয়া বল; আমি যাহা দেখিলাম, তাহা কি স্বপ্ন না সত্য?৭২

সাবিত্রী তাঁহাকে বলিলেন,—হে রাজপুত্র! এখন আশ্রমে চল; রাত্রি অনেক হইয়াছে; আগামী কল্য আমি তোমাকে যাহা হইয়াছে, তাহা সব বলিব।৭৩

সুব্রত! তোমার কল্যাণ হউক, তুমি তাড়াতাড়ি উঠ, তোমার পিতামাতাকে দর্শন কর; ঘোর রাত্রি হইয়াছে, সূর্য্যদেব অনেকক্ষণ অস্তমিত হইয়াছেন।৭৪

ক্রূরশব্দকারী নিশাচরসমূহ হৃষ্টান্তঃকরণে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে, ঐ শুন, বনে বিচরণকারী পশুগণের পায়ের শব্দ শুনা যাইতেছে।৭৫

এই শিবাগণ ঘোর শব্দ করিয়া দক্ষিণ ও পশ্চিম দিকে যাইয়া আরও ভয়ঙ্কর শব্দ করিতেছে। তাহাদের এই স্বরে আমার হৃদয় কম্পিত হইতেছে।৭৬

সত্যবান্ বলিলেন,—বন যেরূপ অন্ধকারাচ্ছন্ন হইয়া ঘোরতর ধারণ করিয়াছে, তাহাতে তুমি পথ চিনিতে পারিবে না এবং যাইতেও সমর্থ হইবে না।৭৭

সাবিত্রী বলিলেন,—এই বনে আজ আগুন লাগিয়াছিল। ঐ দেখ একটি শুষ্কবৃক্ষ এখনও জ্বলিতেছে। বায়ুর দ্বারা প্রজ্বলিত হইয়া ঐ আগুন কোথাও কোথাও দেখা যাইতেছে।৭৮

এখানে এই যে কাঠগুলি রহিয়াছে, ঐ আগুন আনিয়া ঐগুলিকে জ্বালাইয়া দিব। তুমি নিজ চিন্তা দূর কর।৭৯

আমি তোমাকে এখনও রুগ্ন মনে করিতেছি, সেইজন্য যদি যাইতে সাহস না কর, কিংবা এই অন্ধকারাবৃত বনে পথ চিনিতে পারিবে না মনে কর, তবে তোমার যদি অনুমতি হয়, তাহা হইলে যখন স্পষ্টভাবে বনের সব কিছু দেখিতে পাইব, তখন কাল সকাল বেলায় আমরা দুইজনে যাইব। হে নিষ্পাপ! যদি তোমার ইহাই রুচিকর হয়, তবে একরাত্রি আমরা এই বনে বাস করিব।৮০-৮১

সত্যবানুবাচ।

শিরোরুজা নিবৃত্তা মে স্বস্থান্যঙ্গানি লক্ষয়ে।
মাতাপিতৃভ্যামিচ্ছামি সঙ্গমং ত্বৎপ্রসাদজম্ ॥৮২
ন কদাচিদ্ বিকালং হি গতপূর্ব্বো ময়াশ্রমঃ।
অনাগতায়াং সন্ধ্যায়াং মাতা মে প্ররুণদ্ধি মাম্ ॥৮৩
দিবাপি ময়ি নিষ্ক্রান্তে সন্তপ্যেতে গুরুর্মম।
বিচিনোতি হি মাং তাতঃ সহৈবাশ্রমবাসিভিঃ ॥৮৪
মাত্রা পিত্রা চ সুভৃশং দুঃখিতাভ্যামহং পুরা।
উপালব্ধশ্চ বহুশশ্চিরেণাগচ্ছসীতি হ ॥৮৫
কা ত্ববস্থা তয়োরদ্য মদর্থমিতি চিন্তয়ে।
তয়োরদৃশ্যে ময়ি চ মহদ্ দুঃখং ভবিষ্যতি ॥৮৬

পুরা মামূচতুশ্চৈব রাত্রাবস্রায়মাণকৌ।
ভৃশং সুদুঃখিতৌ বৃদ্ধৌ বহুশঃ প্রীতিসংযুতৌ ॥৮৭
ত্বয়া হীনৌ ন জীবাব মুহূর্ত্তমপি পুত্রক।
যাবদ্ ধরিষ্যসে পুত্র তাবন্নৌ জীবিতং ধ্রুবম্ ॥৮৮
বৃদ্ধয়োরন্ধয়োর্দৃষ্টিস্ত্বয়ি বংশঃ প্রতিষ্ঠিতঃ।
ত্বয়ি পিণ্ডশ্চ কীর্ত্তিশ্চ সন্তানং চাবয়োরিতি ॥৮৯
মাতা বৃদ্ধা পিতা বৃদ্ধস্তয়োর্যষ্টিরহং কিল।
তৌ রাত্রৌ মামপশ্যন্তৌ কামবস্থাং গমিষ্যতঃ ॥৯০
নিদ্রায়াশ্চাভ্যসূয়ামি যস্যা হেতোঃ পিতা মম।
মাতা চ সংশয়ং প্রাপ্তা মৎকৃতেঽনপকারিণী ॥৯১

সত্যবান্ বলিলেন আমার শিরোবেদনা নিবৃত্ত হইয়াছে এবং অঙ্গ সকলও সুস্থই মনে হইতেছে। আজ তোমার কৃপাপ্রসাদে আমি আমার মাতা-পিতার সহিত মিলিত হইতে চাই।৮২

আমি কখনও পূর্ব্বে অসময়ে আশ্রমে ফিরি নাই। সন্ধ্যা হইতে না হইতেই মা আমাকে রুদ্ধ করিয়া রাখেন অর্থাৎ বাহিরে যাইতে দেন না; (সুতরাং তোমার সাহায্যে আমি মাতা ও পিতার দর্শন করিতে ইচ্ছা করি)।৮৩

দিনের বেলাতেও আমি যদি বাহিরে কোথাও দূরে চলিয়া যাই, তবে আমার মাতা ও পিতা উদ্বিগ্ন হইয়া পড়েন। সকল আশ্রমবাসীর সহিত মিলিয়া আমাকে খুঁজিতে থাকেন।৮৪

তুমি বিলম্ব করিয়া কেন আসিতেছ এইরূপ বলিয়া আমার মা ও বাবা অত্যন্ত দুঃখিত হইয়া আমাকে পূর্ব্বে অনেকবার তিরস্কার করিয়াছেন।৮৫

আমি চিন্তা করিতেছি, আমাকে না দেখিয়া আমার জন্য তাঁহাদের এতক্ষণ কি অবস্থা হইয়াছে। আমাকে না দেখিলে তাঁহাদের ভয়ানক কষ্ট হইবে।৮৬

পূর্ব্বের কথা মনে হইতেছে, আমাকে যথাসময়ে আমার বৃদ্ধ বাবা ও মা দুঃখিত হইয়া কাঁদিতে কাঁদিতে অত্যন্ত প্রীতির সহিত বলিয়াছেন।৮৭

হে পুত্র! তোমাকে ছাড়া আমরা এক মুহূর্ত্তও জীবিত থাকিব না। বৎস! তুমি যতক্ষণ বাঁচিয়া আছ, ততক্ষণই আমরাও নিশ্চয় বাঁচিয়া থাকিব ৮৮

বৃদ্ধ আমরা দুজনই অন্ধ, আজ আমাদের দুইজনের বংশের প্রতিষ্ঠা, পিণ্ড, কীর্ত্তি ও বংশধর সন্তান সব তোমার উপরেই নির্ভর করিতেছে।৮৯

মাতা ও পিতা উভয়েই বৃদ্ধ, উভয়েরই যষ্টিস্বরূপ আমি; রাত্রিতে আমাকে না দেখিলে তাঁহাদের যে কি অবস্থা হইবে, তাহা আমি বুঝিতে পারিতেছি না।৯০

আমার এখন আমার নিদ্রার উপরেই দ্বেষ হইতেছে, যাহার জন্য আমার মা ও বাবা আমাকে না দেখিয়া সংশয়াকুল হইয়া চিন্তা করিবেন।৯১

অহঞ্চ সংশয়ং প্রাপ্তঃ কৃচ্ছ্রামাপদমাস্থিতঃ।
মাতাপিতৃভ্যাং হি বিনা নাহং জীবিতুমুৎসহে ॥৯২

ব্যক্তমাকুলয়া বুদ্ধ্যা প্রজ্ঞাচক্ষুঃ পিতা মম।
একৈকমস্যাং বেলায়াং পৃচ্ছত্যাশ্রমবাসিনম্ ॥৯৩

নাত্মানমনুশোচামি যথাহং পিতরং শুভে।
ভর্ত্তারং চাপ্যনুগতাং মাতরং পরিদুর্ব্বলাম্ ॥৯৪

মৎকৃতেন হি তাবদ্য সন্তাপং পরমেষ্যতঃ।
জীবন্তাবনুজীবামি ভর্ত্তব্যৌ তৌ ময়েতি হ ॥৯৫

তয়োঃ প্রিয়ং মে কর্ত্তব্যমিতি জানামি চাপ্যহম্।

মার্কণ্ডেয় উবাচ।

এবমুক্ত্বা স ধর্ম্মাত্মা গুরুভক্তো গুরুপ্রিয়ঃ ॥৯৬

উচ্ছ্রিত্য বাহু দুঃখার্ত্তঃ সুস্বরং প্ররুরোদ হ।
ততোঽব্রবীৎ তথা দৃষ্ট্বা ভর্ত্তারং শোককর্শিতম্ ॥৯৭

প্রমৃজ্যাশ্রূণি নেত্রাভ্যাং সাবিত্রী ধর্ম্মচারিণী।
যদি মেঽস্তি তপস্তপ্তং যদি দত্তং হুতং যদি ॥৯৮

শ্বশ্রূ-শ্বশুর-ভর্ত্তৄণাং মম পুণ্যাস্তু শর্ব্বরী।
ন স্মরাম্যুক্তপূর্ব্বং বৈ স্বৈরেষ্বপ্যনৃতাং গিরম্ ॥৯৯

তেন সত্যেন তাবদ্য ধ্রিয়েতাং শ্বশুরৌ মম।

সত্যবানুবাচ।

কাময়ে দর্শনং পিত্রোর্যাহি সাবিত্রি মা চিরম্ ॥১০০

(অপি নাম গুরু তৌ হি পশ্যেয়ং প্রীয়মাণকৌ।)
পুরা মাতুঃ পিতুর্বাপি যদি পশ্যামি বিপ্রিয়ম্।
ন জীবিষ্যে বরারোহে সত্যেনাত্মানমালভে ॥১০১

ঐ কষ্টকর বিপদাবস্থা প্রাপ্ত হইয়া আজ আমারও জীবন সংশয় অবস্থায় হইয়াছিল সত্য; কিন্তু আমি আজ মা বাবাকে না দেখিয়া বাঁচিয়া থাকিতে চাহি না।৯২

আমার স্পষ্টই মনে হইতেছে যে, আমার প্রজ্ঞাচক্ষু (অন্ধ) পিতা এতক্ষণ আমাকে না দেখিয়া উদ্বিগ্নচিত্তে আশ্রমবাসী প্রত্যেক মানুষকে আমার কথা জিজ্ঞাসা করিতেছেন।৯৩

শুভে! আমি নিজের জন্য তেমন দুঃখ করি না, যেমন আমার অন্ধ পিতা ও স্বামীর অনুগতা ও অত্যন্ত দুর্ব্বলা আমার মাতার জন্য করি।৯৪

আমার জন্য আজ তাঁহারা অত্যন্ত সন্তপ্ত হইবেন। আমারই ভরণীয় ও পোষণীয় তাঁহারা বাঁচিয়া থাকিলেই আমি বাঁচিয়া থাকিব। আমিও এইমাত্র জানি যে, তাঁহাদের প্রিয় আমাকে করিতে হইবে।

মার্কণ্ডেয় বলিলেন,—এই কথা বলিয়া পিতৃভক্ত ও পিতার প্রিয় ধর্ম্মাত্মা সত্যবান্ দুই হাত উঠাইয়া উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিতে লাগিলেন।

তখন ধর্ম্মচারিণী সাবিত্রী স্বামীকে শোকার্ত্ত দেখিয়া তাঁহার দুই চোখ হইতে জল মুছাইয়া দিয়া বলিলেন,—যদি আমি একটুও তপস্যা, দান ও হোম করিয়া থাকি, তবে আমার শ্বশুর, শাশুড়ী ও স্বামীর পক্ষে এই রাত্রি পুণ্যময়ী হউক।

আমি পূর্ব্বে কখনও উপহাসচ্ছলেও মিথ্যা কথা বলি নাই। এই সত্যের বলে আমি আজ বলিতেছি যে, এই রাত্রে আমার শ্বশুর শাশুড়ী জীবনধারণ করিবেন।

সত্যবান্ বলিলেন,—হে সাবিত্রি! আমি পিতা-মাতার দর্শন করিতে চাই; তুমি শীঘ্র উঠিয়া চল; বিলম্ব করিও না।৯৫-১০০

হে বরারোহে! আমি পূর্ব্বেই শপথ করিয়া বলিতেছি, যদি আমি গিয়া দেখি যে পিতামাতার অপ্রিয় হইয়াছে, তাহা হইলে আমি জীবন রাখিব না।১০১

যদি ধর্ম্মে চ তে বুদ্ধির্মাং চেজ্জীবন্তমিচ্ছসি।
মম প্রিয়ং বা কর্ত্তব্যং গচ্ছাবাশ্রমমন্তিকাৎ ॥১০২

মার্কণ্ডেয় উবাচ।

সাবিত্রী তত উত্থায় কেশান্ সংযম্য ভাবিনী।
পতিমুত্থাপয়ামাস বাহুভ্যাং পরিগৃহ্য বৈ ॥১০৩
উত্থায় সত্যবাংশ্চাপি প্রমৃজ্যাঙ্গানি পাণিনা।
সর্ব্বা দিশঃ সমালোক্য কঠিনে দৃষ্টিমাদধে ॥১০৪
তমুবাচাথ সাবিত্রী শ্বঃ ফলানি হরিষ্যসি।
যোগক্ষেমার্থমেতং তে নেষ্যামি পরশুং ত্বহম্ ॥১০৫
কৃত্বা কঠিনভারং সা বৃক্ষশাখাবলম্বিনম্।
গৃহীত্বা পরশুং ভর্ত্তুঃ সকাশে পুনরাগমৎ ॥১০৬
বামে স্কন্ধে তু বামোরুর্ভর্ত্তুর্বাহুং নিবেশ্য চ।
দক্ষিণেন পরিষ্বজ্য জগাম গজগামিনী ॥১০৭

সত্যবানুবাচ।

অভ্যাসগমনাদ্ ভীরু পন্থানো বিদিতা মম।
বৃক্ষান্তরালোকিতয়া জ্যোৎস্নয়া চাপি লক্ষয়ে ॥১০৮
আগতৌ স্বঃ পথা যেন ফলান্যবচিতানি চ।
যথাগতং শুভে গচ্ছ পন্থানং মা বিচারয় ॥১০৯
পলাশখণ্ডে চৈতস্মিন্ পন্থা ব্যাবর্ত্ততে দ্বিধা।
তস্যোত্তরেণ যঃ পন্থাস্তেন গচ্ছ ত্বরস্ব চ ॥১১০
স্বস্থোঽস্মি বলবানস্মি দিদৃক্ষুঃ পিতরাবুভৌ।

মার্কণ্ডেয় উবাচ।

ক্রবন্নেবং ত্বরাযুক্তঃ সম্প্রায়াদাশ্রমং প্রতি ॥১১১

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং বনপর্ব্বণি পতিব্রতামাহাত্ম্যপর্ব্বণি সাবিত্র্যুপাখ্যানে সপ্তনবত্যধিক-দ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ ॥২৯৭

যদি তোমার ধর্ম্মে মতি থাকে এবং আমাকে জীবিত দেখিতে চাও, যদি আমার প্রিয় করাই তোমার অভিপ্রেত হয়, তবে চল আমরা এখনই আশ্রমে যাই।১০২

মার্কণ্ডেয় বলিলেন,—সাবিত্রী তখন উঠিয়া নিজ কেশ বাঁধিয়া লইলেন এবং দুই বাহুতে পতিকে ধরিয়া উঠাইলেন।১০৩

সত্যবান্‌ও উঠিয়া নিজ শরীর ঝাড়িয়া ফেলিয়া সবদিকে একবার তাকাইয়া লইলেন, তৎপর সেই ঝুড়ির দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করিলেন।১০৪

তখন সাবিত্রী বলিলেন,—ফলগুলি তুমি আগামী কল্য লইয়া যাইও; আমি যোগক্ষেমের সাধনীভূত এই কুঠারটীকে লইয়া যাই।১০৫

এই বলিয়া তিনি ফলের ঝুড়িটী বৃক্ষশাখায় ঝুলাইয়া রাখিয়া পরশু লইয়া ভর্ত্তার নিকট ফিরিয়া আসিলেন।১০৬

সেই বামোরু সাবিত্রী স্বামীর বাম বাহুটি নিজ বাম স্কন্ধে রাখিয়া ডান হাতে স্বামীকে ধরিয়া গজেন্দ্রগমনে চলিতে লাগিলেন।১০৭

সত্যবান্ বলিলেন,—হে ভীরু! নিত্য যাওয়া-আসার অভ্যাস থাকায় পথ আমার অত্যন্ত পরিচিত। বৃক্ষের অন্তরালস্থিত জ্যোৎস্নায় আমি পথও দেখিতে পাইতেছি।১০৮

শুভে! যে পথে আসিয়া আমরা ফল পাড়িয়াছিলাম, সেই পথ দিয়াই যেমন আসিয়াছিলে তেমনই অবিচারে চলিতে থাক।১০৯

পলাশবনের মধ্যে গিয়া এই পথ দ্বিধা বিভক্ত হইবে; সেখানে গিয়া উত্তরের দিকের পথে চলিবে; তাড়াতাড়ি চল। আমি এখন সুস্থ হইয়াছি, পিতা-মাতাকে দেখিবার জন্য মন ছট্‌ফট্ করিতেছে। মার্কণ্ডেয় বলিলেন,—এইরূপ বলিতে বলিতে তাড়াতাড়ি তাঁহারা আশ্রম অভিমুখে চলিতে লাগিলেন।১১০-১১১

শ্রীমন্মহর্ষিবেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের বনপর্ব্বান্তর্গত পতিব্রতামাহাত্ম্যপর্ব্বে সাবিত্রী-উপাখ্যানবিষয়ক সপ্তনবত্যধিকদ্বিশততমাধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।২৯৭

অষ্টনবত্যধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ।

[সত্যবতে সপত্নীক-দ্যুমৎসেনস্য চিন্তা, ঋষীণাং তাভ্যামাশ্বাসদানম্, সাবিত্রী-সত্যবতোরাগমনম্, সাবিত্র্যা বিলম্বকারণবর্ণনঞ্চ।]

মার্কণ্ডেয় উবাচ।

এতস্মিন্নেব কালে তু দ্যুমৎসেনো মহাবলঃ।
লব্ধচক্ষুঃ প্রসন্নায়াং দৃষ্ট্যাং সর্বং দদর্শ হ ॥১

স সর্বানাশ্রমান্ গত্বা শৈব্যয়া সহ ভার্য্যয়া।
পুত্রহেতোঃ পরামার্তিং জগাম ভরতর্ষভ ॥২

তাবাশ্রমান্ নদীশ্চৈব বনানি চ সরাংসি চ।
তস্যাং নিশি বিচিন্বন্তৌ দম্পতী পরিজগ্মতুঃ ॥৩

শ্রুত্বা শব্দং তু যং কঞ্চিদুন্মুখৌ সুতশঙ্কয়া।
সাবিত্রীসহিতোঽভ্যেতি সত্যবানিত্যভাষতাম্ ॥৪

ভিন্নৈশ্চ পরুষৈঃ পাদৈঃ সব্রণৈঃ শোণিতোক্ষিতৈঃ
কুশ-কণ্টকবিদ্ধাঙ্গাবুন্মত্তাবিব ধাবতঃ ॥৫

ততোঽভিসৃত্য তৈর্বিপ্রৈঃ সর্বৈরাশ্রমবাসিভিঃ।
পরিবার্য্য সমাশ্বাস্য তাবানীতৌ স্বমাশ্রমম্ ॥৬

তত্র ভার্য্যাসহায়ঃ স বৃতো বৃদ্ধৈস্তপোধনৈঃ।
আশ্বাসিতোঽপি চিত্রার্থৈঃ পূর্বরাজ্ঞাং কথাশ্রয়ৈঃ ॥৭

ততস্তৌ পুনরাশ্বস্তৌ বৃদ্ধৌ পুত্রদিদৃক্ষয়া।
বাল্যবৃত্তানি পুত্রস্য স্মরন্তৌ ভৃশদুঃখিতৌ ॥৮

পুনরুক্ত্বা চ করুণাং বাচং তৌ শোককর্শিতৌ।
হা পুত্র হা সাধ্বি বধূঃ ক্বাসি ক্বাসীত্যরোদতাম্।
ব্রাহ্মণঃ সত্যবাক্ তেষামুবাচেদং তয়োর্বচঃ ॥৯

অষ্টনবত্যধিকদ্বিশততম অধ্যায়।

[সত্যবানের জন্য পত্নীসহিত দ্যুমৎসেনের চিন্তা, তাঁহাদিগকে ঋষিগণের আশ্বাসদান, সাবিত্রী ও সত্যবানের আগমন এবং সাবিত্রীকর্তৃক বিলম্বের সমস্ত কারণ বর্ণন।]

মার্কণ্ডেয় বলিলেন,—এই অবসরে মহাবলশালী দ্যুমৎসেন তাঁহার দৃষ্টি ফিরাইয়া পাইলেন এবং প্রসন্ননয়নে সব কিছুই দেখিতে লাগিলেন।১

হে ভরতর্ষভ। তিনি সমস্ত আশ্রমে পত্নী শৈব্যার সহিত পুত্রের জন্য অত্যন্ত পীড়িত হইয়া অন্বেষণ করিতে লাগিলেন।২

তাঁহারা উভয়ে সকল আশ্রম, নদী, বন ও সরোবর সেই রাত্রিতে তন্ন তন্ন করিয়া খুঁজিয়া বেড়াইতে লাগিলেন।৩

কোন শব্দ শুনিলেই তাঁহারা পুত্রের পদশব্দ মনে করিয়া উন্মুখ হইয়া সাবিত্রীর সহিত সত্যবান্ আসিতেছে এই কথা বলিতে লাগিলেন।৪

কুশ ও কণ্টকাদিতে তাঁহাদের পা ক্ষত-বিক্ষত হইয়া রক্ত পড়িতে লাগিল, তথাপি তাঁহারা উন্মত্তের ন্যায় উভয়ে ইতস্ততঃ ছুটাছুটি করিতে লাগিলেন।৫

তখন আশ্রমবাসী ব্রাহ্মণগণ তাঁহাদের দুইজনকে ঘিরিয়া আশ্বাস দিতে দিতে নিজ আশ্রমে লইয়া গেলেন।৬

অনন্তর ভার্য্যার সহিত বৃদ্ধ রাজাকে ব্রাহ্মণেরা পূর্ব্বরাজগণের বিচিত্র কাহিনী বর্ণনা দিয়া আশ্বাস দিতে লাগিলেন। ইহাতে তাঁহারা কিছুক্ষণের জন্য আশ্বস্ত হইলেও পুত্রের দর্শনেচ্ছায় তাহার বাল্য-কথা স্মরণ করিয়া অত্যন্ত দুঃখিত হইয়া পড়িলেন।৮

সেই শোককাতর পিতা, মাতা বারংবার কারুণ্যপূর্ণ বাক্য বলিতে বলিতে "হা পুত্র! হা সাধ্বি বধূ! তোমরা কোথায় আছ? তোমরা কোথায় আছ?" এই বলিয়া কাঁদিতে লাগিলেন।

সুবর্চা উবাচ।

যথাস্য ভার্য্যা সাবিত্রী তপসা চ দমেন চ।
আচারেণ চ সংযুক্তা তথা জীবতি সত্যবান্ ॥১০

গৌতম উবাচ।

বেদাঃ সাঙ্গা ময়াধীতাস্তপো মে সঞ্চিতং মহৎ।
কৌমারব্রহ্মচর্য্যঞ্চ গুরবোঽগ্নিশ্চ তোষিতাঃ ॥১১
সমাহিতেন চীর্ণানি সর্বাণ্যেব ব্রতানি মে।
বায়ুভক্ষোপবাসশ্চ কৃতো মে বিধিবৎ পুরা ॥১২
অনেন তপসা বেদ্মি সর্বং পরচিকীর্ষিতম্।
সত্যমেতন্নিবোধধ্বং ধ্রিয়তে সত্যবানিতি ॥১৩

শিষ্য উবাচ।

উপাধ্যায়স্য মে বক্ত্রাদ্ যথা বাক্যং বিনিঃসৃতম্।
নৈব জাতু ভবেন্মিথ্যা তথা জীবতি সত্যবান্ ॥১৪

ঋষয় উচুঃ।

যথাস্য ভার্য্যা সাবিত্রী সর্বৈরেব সুলক্ষণৈঃ।
অবৈধব্যকরৈর্যুক্তা তথা জীবতি সত্যবান্ ॥১৫

ভরদ্বাজ উবাচ।

যথাস্য ভার্য্যা সাবিত্রী তপসা চ দমেন চ।
আচারেণ চ সংযুক্তা তথা জীবতি সত্যবান্ ॥১৬

দাল্‌ভ্য উবাচ।

যথা দৃষ্টিঃ প্রবৃত্তা তে সাবিত্র্যাশ্চ যথা ব্রতম্।
গতাহারমকৃত্বা চ তথা জীবতি সত্যবান্ ॥১৭

আপস্তম্ব উবাচ।

যথা বদন্তি শান্তায়াং দিশি বৈ মৃগপক্ষিণঃ।
পার্থিবী চ প্রবৃত্তিস্তে তথা জীবতি সত্যবান্ ॥১৮

তখন সেই ব্রাহ্মণগণের মধ্যে একজন সত্যবাদী ব্রাহ্মণ তাঁহাদিগকে বলিলেন।৯

সুবর্চা বলিলেন,—সত্যবানের ভার্য্যা সাবিত্রী যেরূপ তপস্যা, ইন্দ্রিয়সংযম ও সদাচারযুক্তা, তাহাতে তাঁহার পুণ্যে সত্যবানও জীবিত আছেন।১০

গৌতম বলিলেন,—আমি শিক্ষা, কল্প, ব্যাকরণ, নিরুক্ত, ছন্দঃ ও জ্যোতিষ—এই ছয় অঙ্গের সহিত বেদসমূহ অধ্যয়ন করিয়াছি। আমি মহাতপস্যা সঞ্চয় করিয়াছি। আমি কুমার অবস্থা হইতে ব্রহ্মচর্য্য পালন পূর্ব্বক গুরুজন ও অগ্নির সেবা করত তাঁহাদিগকে সন্তুষ্ট করিয়াছি। আমি মনোযোগের সহিত সকল ব্রত সম্পূর্ণ করিয়াছি এবং পুরাকালে বায়ুভক্ষণ করিয়া বিধি অনুসারে নানাপ্রকার ব্রতও আমি করিয়াছি; সেই তপস্যার বলে আমি সব জানিতে পারি। তুমি সত্য করিয়া জান যে সত্যবান্ জীবিত আছে।১১-১৩

গৌতমের শিষ্য বলিলেন,—আমার উপাধ্যায়ের মুখ হইতে যে বাক্য নির্গত হইয়াছে, উহা কখনও মিথ্যা হইবে না; সত্যবান্ জীবিত আছে।১৪

ঋষিগণ বলিলেন,—যেহেতু ইহার ভার্য্যা অবৈধব্যসূচক সকল প্রকার শুভলক্ষণের দ্বারা যুক্ত; সেইহেতু সত্যবান্ জীবিত আছে।১৫

ভারদ্বাজ বলিলেন,—ইহার পত্নী সাবিত্রী যেরূপ তপস্যা, ইন্দ্রিয়সংযম ও সদাচারযুক্তা, সেইহেতু সত্যবান্ জীবিত আছে।১৭

দাল্‌ভ্য বলিলেন,—যখন আপনার দৃষ্টি ফিরিয়া আসিয়াছে, যখন সাবিত্রী কঠোর ব্রত করিয়া অনাহারে চলিয়া গিয়াছে, তখন সত্যবান্ নিশ্চয়ই জীবিত আছে।১৭

আপস্তম্ব বলিলেন,—দিক্‌সকল শান্তভাব অবলম্বন করায় যেরূপ মৃগ ও পক্ষিগণ শব্দ করিতেছে এবং আপনি যেরূপ রাজোচিত ধর্ম্মের অনুষ্ঠান করিতেছেন, তাহাতেই বুঝা যাইতেছে যে, সত্যবান্ জীবিত আছে।১৮

ধৌম্য উবাচ ।

সর্ব্বৈর্গুণৈরুপেতস্তে যথা পুত্রো জনপ্রিয়ঃ ।
দীর্ঘায়ুর্লক্ষণোপেতস্তথা জীবতি সত্যবান্ ॥১৯

মার্কণ্ডেয় উবাচ ।

এবমাশ্বাসিতস্তৈস্তু সত্যবাগ্ভিস্তপস্বিভিঃ ।
তাংস্তান্ বিগণয়ন্ সর্বাংস্ততঃ স্থির ইবাভবৎ ॥২০

ততো মুহূর্তাৎ সাবিত্রী ভর্ত্রা সত্যবতা সহ ।
আজগামাশ্রমং রাত্রৌ প্রহৃষ্টা প্রবিবেশ হ ॥২১

ব্রাহ্মণা উচুঃ ।

পুত্রেণ সঙ্গতং ত্বাং তু চক্ষুষ্মন্তং নিরীক্ষ্য চ ।
সর্বে বয়ং বৈ পৃচ্ছামো বৃদ্ধিং বৈ পৃথিবীপতে ॥২২

সমাগমেন পুত্রস্য সাবিত্র্যা দর্শনেন চ ।
চক্ষুষশ্চাত্মনো লাভাৎ ত্রিভির্দিষ্ট্যা বিবর্ধসে ॥২৩

সর্বৈরস্মাভিরুক্তং যৎ তথা তন্নাত্র সংশয়ঃ ।
ভূয়োভূয়ঃ সমৃদ্ধিস্তে ক্ষিপ্রমেব ভবিষ্যতি ॥২৪

ততোঽগ্নিং তত্র সংজ্বাল্য দ্বিজাস্তে সর্ব এব হি ।
উপাসাঞ্চক্রিরে পার্থ দ্যুমৎসেনং মহীপতিম্ ॥২৫

শৈব্যা চ সত্যবাংশ্চৈব সাবিত্রী চৈকতঃ স্থিতাঃ ।
সর্বৈস্তৈরভ্যনুজ্ঞাতা বিশোকাঃ সমুপাবিশন্ ॥২৬

ততো রাজ্ঞা সহাসীনাঃ সর্বে তে বনবাসিনঃ ।
জাতকৌতূহলাঃ পার্থ পপ্রচ্ছুর্নৃপতেঃ সুতম্ ॥২৭

ঋষয় উচুঃ ।

প্রাগেব নাগতং কস্মাৎ সভার্য্যেণ ত্বয়া বিভো ।
বিরাত্রে চাগতং কস্মাৎ কোঽনুবন্ধস্তবাভবৎ ॥২৮

সন্তাপিতঃ পিতা মাতা বয়ং চৈব নৃপাত্মজ ।
কস্মাদিতি ন জানীমস্তৎ সর্বং বক্তুমর্হসি ॥২৯

ধৌম্য বলিলেন,—তোমার পুত্র যেরূপ সর্ব্বসুলক্ষণসম্পন্ন, জনপ্রিয় এবং দীর্ঘায়ুষ্ট্বসূচক সকল লক্ষণে লক্ষিত, তাহাতেই বুঝা যাইতেছে যে সত্যবান্ জীবিত আছে ।১৯

মার্কণ্ডেয় বলিলেন,—সত্যবাদী তপস্বিগণ এইরূপ আশ্বাস দিলে রাজা তাঁহাদের কথায় বিশ্বাস করত স্থৈর্য্য অবলম্বন করিলেন ।২০

ইহার দুইদণ্ডের মধ্যেই সাবিত্রী পতি সত্যবানের সহিত রাত্রিতেই আশ্রমে আসিলেন এবং আনন্দিতচিত্তে ভিতরে প্রবেশ করিলেন ।২১

ব্রাহ্মণগণ বলিলেন,—হে মহারাজ ! তোমাকে তোমার পুত্রের সহিত মিলিত দেখিয়া এবং তুমি দৃষ্টিশক্তি পুনরায় ফিরিয়া পাইয়াছ দেখিয়া আমরা তোমার ভবিষ্যৎ অভ্যুদয়ের অনুমান করিতেছি ।২২

সৌভাগ্যক্রমে পুত্রের সহিত, সমাগম, সাবিত্রীর দর্শন এবং দৃষ্টিশক্তির পুনঃপ্রাপ্তি—এই তিন মিলিয়াই তোমার অভ্যুদয়ের সূচনা করিতেছে ।২৩

আমরা সকলে যাহা বলিয়াছি, তাহাতে এখন আর কোন সংশয় নাই। শীঘ্রই তোমার বারংবার বিশেষ অভ্যুদয় অবশ্যই হইবে ।২৪

কুন্তীনন্দন যুধিষ্ঠির ! তারপর ব্রাহ্মণগণ সকলে অগ্নি প্রজ্বালিত করিয়া রাজা দ্যুমৎসেনের নিকট আসিয়া বসিলেন ।২৫

শৈব্যা, সত্যবান্ ও সাবিত্রী—ইহারা একপার্শ্বে দাঁড়াইয়া ছিলেন। তারপর তাঁহারা ঋষিগণের অনুমতি লইয়া শোকরহিত অবস্থায় সেখানে আসিয়া বসিলেন ।২৬

হে পার্থ ! তারপর রাজার নিকটে উপবিষ্ট বনবাসী ব্রাহ্মণগণ কৌতূহলান্বিত হইয়া রাজার পুত্র সত্যবান্‌কে জিজ্ঞাসা করিলেন ।২৭

ঋষিগণ বলিলেন,—রাজকুমার ! তুমি স্ত্রীর সহিত পূর্ব্বেই কেন প্রত্যাবর্তন কর নাই ? এত রাত্রি অতিবাহিত করিয়া আসিবার কারণ কি ? তোমার কি প্রতিবন্ধকই বা হইয়াছিল ?২৮

সত্যবানুবাচ।

পিত্রাহমভ্যনুজ্ঞাতঃ সাবিত্রীসহিতো গতঃ।
অথ মেঽভূচ্ছিরোদুঃখং বনে কাষ্ঠানি ভিন্দতঃ॥৩০

সুপ্তশ্চাহং বেদনয়া চিরমিত্যুপলক্ষয়ে।
তাবৎ কালং ন চ ময়া সুপ্তপূর্বং কদাচন॥৩১

সর্বেষামেব ভবতাং সন্তাপো মে ভবেদিতি।
অতো বিরাত্রাগমনং নান্যদস্তীহ কারণম্॥৩২

গৌতম উবাচ।

অকস্মাচ্চক্ষুষঃ প্রাপ্তির্দ্যুমৎসেনস্য তে পিতুঃ।
নাস্য ত্বং কারণং বেৎসি সাবিত্রী বক্তুমর্হতি॥৩৩

শ্রোতুমিচ্ছামি সাবিত্রি ত্বং হি বেত্থ পরাবরম্।
ত্বাং হি জানামি সাবিত্রি সাবিত্রীমিব তেজসা॥৩৪

ত্বমত্র হেতুং জানীষে তস্মাৎ সত্যং নিরুচ্যতাম্।
রহস্যং যদি তে নাস্তি কিঞ্চিদত্র বদস্ব নঃ॥৩৫

সাবিত্র্যুবাচ।

এবমেতদ্ যথা বেত্থ সঙ্কল্পো নান্যথা হি বঃ।
ন হি কিঞ্চিদ্ রহস্যং মে শ্রূয়তাং তথ্যমেব যৎ॥৩৬

মৃত্যুর্মে পত্যুরাখ্যাতো নারদেন মহাত্মনা।
স চাদ্য দিবসঃ প্রাপ্তস্ততো নৈনং জহাম্যহম্॥৩৭

সুপ্তং চৈনং যমঃ সাক্ষাদুপাগচ্ছৎ সকিঙ্করঃ।
স এনমনয়দ্ বদ্ধ্বা দিশং পিতৃনিষেবিতাম্॥৩৮

অস্তৌষং তমহং দেবং সত্যেন বচসা বিভুম্।
পঞ্চ বৈ তেন মে দত্তা বরাঃ শৃণুত তান্ মম॥৩৯

হে রাজপুত্র! তোমার বাবা, মা এবং আমরা সকলে তোমাদের জন্য অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হইয়াছিলাম। তোমার বিলম্বের কারণ আমরা কিছুই জানি না। সুতরাং তুমি উহার কারণ বর্ণনা কর।২৯

সত্যবান্ বলিলেন,—পিতার অনুমতি লইয়া সবিত্রীর সহিত আমি বনে গিয়া কাঠ কাটিবার সময় আমার মাথায় ভয়ানক যন্ত্রণা হইতে থাকে।৩০

আমি তখন বেদনাপ্রশমনের জন্য অনেকক্ষণ ঘুমাইয়া পড়িয়াছিলাম। ইতঃপূর্ব্বে আমি এতক্ষণ কখনও ঘুমাই নাই।৩১

জাগিয়া দেখিলাম যে, অনেক রাত্রি হইয়াছে; আপনার চিন্তা না হয়, এজন্য তাড়াতাড়ি চলিয়া আসিলাম; ইহা ছাড়া অন্য কোন কারণ নাই।৩২

গৌতম বলিলেন,—অকস্মাৎ তোমার পিতা দ্যুমৎসেনের দৃষ্টিশক্তির পুনঃপ্রাপ্তি হইয়াছে; ইহার কারণ তুমি জান না; সাবিত্রী ইহার কারণ বলিতে পারে।৩৩

হে সাবিত্রি! তোমার নিকট আমরা ইহার কারণ শুনিতে চাই; তুমি ভূত ও ভবিষ্যৎ সবই জান। আমরা তোমাকে সাবিত্রীদেবীর ন্যায় তেজস্বিনী বলিয়া জানি।৩৪

তুমিই ইহার কারণ অবশ্যই জান; যদি গোপনীয় না হয়, তবে আমাদিগকে প্রকৃত সত্য ঘটনা প্রকাশ করিয়া বল।৩৫

সাবিত্রী বলিলেন,—আপনারা যাহা বুঝিয়াছেন, তাহা মিথ্যা নয়; এবিষয়ে গোপন করিবার কিছু নাই; আপনারা প্রকৃত ঘটনা শ্রবণ করুন।৩৬

মহাত্মা নারদ পূর্ব্বে বলিয়াছিলেন যে, আজই আমার স্বামীর মৃত্যুদিন; এইজন্যই আমি আজ ইহার সঙ্গ পরিত্যাগ করি নাই।৩৭

ইনি যখন ঘুমাইয়াছিলেন, তখন স্বয়ং যম কিঙ্করের সহিত সেখানে উপস্থিত হইয়া ইহাকে পাশবদ্ধ করিয়া দক্ষিণদিকে লইয়া যাইতে থাকেন।৩৮

সেই সময় আমি ভগবান্ যমকে অনেক সত্য-বচনদ্বারা স্তুতি করিলাম। তখন তিনি

চক্ষুষী চ স্বরাজ্যঞ্চ দ্বৌ বরৌ শ্বশুরস্য মে।
লব্ধং পিতুঃ পুত্রশতং পুত্রাণাং চাত্মনঃ শতম্ ॥৪০
চতুর্ব্বর্ষশতায়ুর্মে ভর্ত্তা লব্ধশ্চ সত্যবান্।
ভর্ত্তুর্হি জীবিতার্থং তু ময়া চীর্ণং স্থিরং ব্রতম্ ॥৪১
এতৎ সর্বং ময়াখ্যাতং কারণং বিস্তরেণ বঃ।
যথাবৃত্তং সুখোদর্কমিদং দুঃখং মহন্মম ॥৪২

ঋষয় ঊচুঃ।

নিমজ্জমানং ব্যসনৈরভিদ্রুতং
কুলং নরেন্দ্রস্য তমোময়ে হ্রদে।
ত্বয়া সুশীলব্রতপুণ্যয়া কুলং
সমুদ্ধৃতং সাধ্বি পুনঃ কুলীনয়া ॥৪৩

মার্কণ্ডেয় উবাচ।

তথা প্রশস্য হ্যভিপূজ্য চৈব
বরস্ত্রিয়ং তামৃষয়ঃ সমাগতাঃ।
নরেন্দ্রমামন্ত্র্য সপুত্রমঞ্জসা
শিবেন জগ্মুর্মুদিতাঃ স্বমালয়ম্ ॥৪৪

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং বনপর্ব্বণি পতিব্রতামাহাত্ম্যপর্ব্বণি সাবিত্র্যুপাখ্যানে অষ্টনবত্যধিক-দ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ ॥২৯৮

হইয়া আমাকে পাঁচটি বর দিলেন; সেই বরগুলি আপনারা আমার নিকট হইতে শুনুন।৩৯

শ্বশুরের জন্য নেত্রদ্বয়প্রাপ্তি ও স্বরাজ্যপ্রাপ্তি—এই দুই বর, পিতার জন্য শতপুত্র এবং আমার জন্য শতপুত্র লাভ—এই চারি বর লাভ করিলাম।৪০

পঞ্চম বরে আমার স্বামীর চারিশত বৎসর আয়ুসহ তাঁহার জীবনপ্রাপ্তি হইয়াছে। আমি যে ব্রত আচরণ করিয়াছিলাম, উহা আমার পতির জীবনের জন্যই।৪১

আমাদের আগমনের বিলম্ববিষয়ে এই সমস্ত কারণই আমি বিস্তারিত ভাবে বলিলাম। আমি যাহা কিছু অতিশয় কষ্ট করিয়াছি, তাহার শেষ ফল সুখস্বরূপই হইয়াছে।৪২

ঋষিগণ বলিলেন,—হে সাধ্বি! অন্ধকারময় হ্রদে বিপদসমূহরূপ বিপাকে পড়িয়া নিমজ্জমান রাজা দ্যুমৎসেনের এই কুলকে তোমার পুণ্যব্রত ও চরিত্রের বলে তুমি উদ্ধার করিয়াছ।৪৩

মার্কণ্ডেয় বলিলেন,—এইরূপে নারীশিরোমণি সাবিত্রীকে ভূরি ভূরি প্রশংসা এবং আদর আপ্যায়ন করত পুত্রের সহিত রাজা দ্যুমৎসেনকে আশীর্ব্বাদ করিয়া তাঁহার অনুমতি লইয়া সমাগত ঋষিবৃন্দ স্ব স্ব আশ্রমে চলিয়া গেলেন।৪৪

শ্রীমন্মহর্ষিবেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের বনপর্ব্বান্তর্গত পতিব্রতামাহাত্ম্যপর্ব্বে সাবিত্রিউপাখ্যানবিষয়ক অষ্টনবত্যধিকদ্বিশততম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।২৯৮

নবনবত্যধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ।

[শাল্বদেশীয়প্রজানামনুরোধেন মহারাজ-দ্যুমৎসেনস্য রাজ্যাভিষেকঃ, সাবিত্র্যাঃ শতপুত্র-শতভ্রাতৃলাভশ্চ।]

মার্কণ্ডেয় উবাচ।
তস্যাং রাত্র্যাং ব্যতীতায়ামুদিতে সূর্য্যমণ্ডলে।
কৃতপৌর্বাহ্ণিকাঃ সর্বে সমেয়ুস্তে তপোধনাঃ ॥১
তদেব সর্বং সাবিত্র্যা মহাভাগ্যং মহর্ষয়ঃ।
দ্যুমৎসেনায় নাতৃপ্যন্ কথয়ন্তঃ পুনঃ পুনঃ ॥২
ততঃ প্রকৃতয়ঃ সর্বাঃ শাল্বেভ্যোঽভ্যাগতা নৃপ।
আচখ্যুর্নিহতং চৈব স্বেনামাত্যেন তং দ্বিষম্ ॥৩
তং মন্ত্রিণা হতং শ্রুত্বা সসহায়ং সবান্ধবম্।
ন্যবেদয়ন্ যথাবৃত্তং বিদ্রুতঞ্চ দ্বিষদ্বলম্ ॥৪
ঐকমত্যঞ্চ সর্বস্য জনস্যাথ নৃপং প্রতি।
সচক্ষুর্বাপ্যচক্ষুর্বা স নো রাজা ভবত্বিতি ॥৫
অনেন নিশ্চয়েনেহ বয়ং প্রস্থাপিতা নৃপ।
প্রাপ্তানীমানি যানানি চতুরঙ্গঞ্চ তে বলম্ ॥৬

প্রযাহি রাজন্ ভদ্রং তে ঘুষ্টস্তে নগরে জয়ঃ।
অধ্যাস্স্ব চিররাত্রায় পিতৃপৈতামহং পদম্ ॥৭
চক্ষুষ্মন্তঞ্চ তং দৃষ্ট্বা রাজানং বপুষান্বিতম্।
মূর্দ্ধ্না নিপতিতাঃ সর্বে বিস্ময়োৎফুল্ললোচনাঃ ॥৮

নবনবত্যধিকদ্বিশততম অধ্যায়।

[শাল্বদেশের প্রজাগণের অনুরোধে মহারাজ দ্যুমৎসেনের রাজ্যাভিষেক এবং সাবিত্রীর শত পুত্র ও শত ভ্রাতা লাভ।]

মার্কণ্ডেয় বলিলেন,—সেই রাত্রি ব্যতীত হইলে সূর্য্যোদয়ের পর তপোধন ব্রাহ্মণগণ নিজ নিজ পূর্ব্বাহ্নকালোচিত নিত্য কৃত্য সমাপন করিয়া রাজার আশ্রমে আসিয়া সমবেত হইলেন।১

মহর্ষিগণ সকলে দ্যুমৎসেনের নিকট সাবিত্রী-দেবীর পরম সৌভাগ্যের কথা পুনঃ পুনঃ বলিয়াও তৃপ্তি লাভ করিতে পারিলেন না।২

রাজন্! অনন্তর শাল্বদেশের সকল প্রজা আসিয়া দ্যুমৎসেনের নিকট নিবেদন করিল, "আপনার শত্রু নিজ অমাত্যের দ্বারাই নিহত হইয়াছে"।৩

তাহাকে মন্ত্রিকর্তৃক নিহত দেখিয়া শত্রুদল সহায়কগণ ও বান্ধবগণের সহিত স্বদেশে পলায়ন করিয়াছে। এই সব যথাযথ বৃত্তান্ত তাহারা দ্যুমৎসেনকে জানাইল। তাহারা আরও বলিল,—সমস্ত জনগণ নিশ্চয় করিয়া এ বিষয়ে একমত হইয়াছে যে, আমাদের রাজা দ্যুমৎসেনের উপরে আমাদের পূর্ণ বিশ্বাস আছে। তিনি অন্ধই হউন বা চক্ষুষ্মান্ই হউন, ভূতপূর্ব্ব মহারাজ দ্যুমৎসেনই আমাদের রাজা হইবেন।৪-৫

রাজন্! এইরূপ নিশ্চয় করিয়া আমরা প্রেরিত হইয়াছি। এই যানসমূহ প্রস্তুত আছে এবং চতুরঙ্গিণী সেনাসমূহও আপনার সেবার্থে উপস্থিত হইয়াছে।৬

হে রাজন্! আপনার কল্যাণ হউক; নগরে আপনার জয় বিঘোষিত হইয়াছে; আপনি দীর্ঘকাল পর্য্যন্ত আপনার পিতৃপিতামহাগত নিজ পদে প্রতিষ্ঠিত হউন।৭

রাজাকে চক্ষুষ্মান্ ও সুশোভিত শরীরসম্পন্ন দেখিয়া তাহাদের নয়ন বিস্ময়েই উৎফুল্ল হইয়া উঠিল। তখন তাহারা রাজার চরণতলে নিপতিত হইল।৮

ততোঽভিবাদ্য তান্ বৃদ্ধান্ দ্বিজানাশ্রমবাসিনঃ।
তৈশ্চাভিপূজিতঃ সর্বৈঃ প্রযযৌ নগরং প্রতি ॥৯

শৈব্যা চ সহ সাবিত্র্যা স্বাস্তীর্ণেন সুবর্চসা।
নরযুক্তেন যানেন প্রযযৌ সেনয়া বৃতা ॥১০

ততোঽভিষিষিচুঃ প্রীত্যা দ্যুমৎসেনং পুরোহিতাঃ।
পুত্রং চাস্য মহাত্মানং যৌবরাজ্যেঽভ্যষেচয়ন্ ॥১১

ততঃ কালেন মহতা সাবিত্র্যাঃ কীর্ত্তিবর্ধনম্।
তদ্ বৈ পুত্রশতং জজ্ঞে শূরাণামনিবর্তিনাম্ ॥১২

ভ্রাতৄণাং সোদরাণাঞ্চ তথৈবাস্যাভবচ্ছতম্।
মদ্রাধিপস্যাশ্বপতের্মালব্যাং সুমহদ্ বলম্ ॥১৩

এবমাত্মা পিতা মাতা শ্বশ্রূ শ্বশুর এব চ।
ভর্তুঃ কুলঞ্চ সাবিত্র্যা সর্বং কৃচ্ছ্রাৎ সমুদ্ধৃতম্ ॥১৪

তথৈবৈষা হি কল্যাণী দ্রৌপদী শীলসম্মতা।
তারয়িষ্যতি বঃ সর্বান্ সাবিত্রীব কুলাঙ্গনা ॥১৫

বৈশম্পায়ন উবাচ।

এবং স পাণ্ডবস্তেন অনুনীতো মহাত্মনা।
বিশোকো বিজ্বরো রাজন্ কাম্যকে ন্যবসৎ তদা ॥১৬

যশ্চেদং শৃণুয়াদ্ ভক্ত্যা সাবিত্র্যাখ্যানমুত্তমম্।
স সুখী সর্বসিদ্ধার্থো ন দুঃখং প্রাপ্নুয়ান্নরঃ ॥১৭

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং বনপর্ব্বণি পতিব্রতামাহাত্ম্যপর্বণি সাবিত্র্যুপাখ্যানে নবনবত্যধিক-দ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ ॥২৯৯

অনন্তর রাজা আশ্রমবাসী সকল বৃদ্ধ ব্রাহ্মণকে প্রণাম করিয়া এবং তাঁহাদের দ্বারা সম্মানিত হইয়া নগরের অভিমুখে গমন করিলেন।৯

সাবিত্রীর সহিত মহারাণী শৈব্যা সুন্দররূপে আস্তীর্ণ উজ্জ্বল শয্যাযুক্ত মনুষ্যবাহিত শিবিকায় চড়িয়া সৈন্যগণে পরিবৃতা হইয়া নগরে গেলেন।১০

তাঁহারা রাজ্যে উপস্থিত হইলে পুরোহিতগণ প্রসন্নতার সহিত দ্যুমৎসেনকে রাজসিংহাসনে এবং তাঁহার পুত্র মহাত্মা সত্যবান্‌কে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করিলেন।১১

অনন্তর দীর্ঘকাল পরে সাবিত্রী দেবীর বংশের কীর্ত্তিবর্দ্ধন, বীরশ্রেষ্ঠ ও সংগ্রামে অপরাঙ্মুখ শতপুত্র জন্মগ্রহণ করিল।১২

এদিকে মদ্ররাজ অশ্বপতির ঔরসে ও মালবীর গর্ভে সাবিত্রীর একশত ভ্রাতা জন্মিল। তাহারা সকলেই অত্যন্ত বলশালী ছিল।১৩

এইরূপে সাবিত্রী দেবী নিজেকে, পিতা, মাতা, শ্বশুর, শাশুড়ীকে এবং স্বামীর কুলকে সমস্ত আপদ হইতে উদ্ধার করিলেন।১৪

তোমাদের পত্নী এই সুশীলা, কুলাঙ্গনা, কল্যাণী দ্রৌপদী ও সাবিত্রীর ন্যায় তোমাদের সকলকে সকল সঙ্কট হইতে উদ্ধার করিবে।১৫

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—রাজন্ জনমেজয়! এইভাবে মহাত্মা মার্কণ্ডেয় কর্ত্তৃক প্রবোধিত হইয়া জ্যেষ্ঠ পাণ্ডব যুধিষ্ঠির সমস্ত শোক ও দুঃখ ভুলিয়া কাম্যক বনে বাস করিতে লাগিলেন।১৬

যে ব্যক্তি এই সাবিত্রীর উত্তম উপাখ্যান ভক্তির সহিত শ্রবণ করে, সে সর্ব্বাভীষ্ট লাভ করত পরম সুখ লাভ করে, কখনও দুঃখ পায় না।১৭

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের বনপর্ব্বান্তর্গত পতিব্রতামাহাত্ম্যপর্ব্বে সাবিত্র্যুপাখ্যানবিষয়ক নবনবত্যধিকদ্বিশততম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।২৯৯

(কুণ্ডলাহরণপর্ব্ব)

ত্রিশততমোঽধ্যায়ঃ।

[স্বপ্নে কর্ণায় দর্শনং দত্ত্বা সূর্য্যেণ পুরন্দরায় কবচকুণ্ডলদানস্য নিষেধঃ, কর্ণস্য পুরন্দরায় তৎপ্রদানাগ্রহপ্রদর্শনঞ্চ।]

জনমেজয় উবাচ।

যৎ তৎ তদা মহদ্ ব্রহ্মঁল্লোমশো বাক্যমব্রবীৎ।
ইন্দ্রস্য বচনাদেব পাণ্ডুপুত্রং যুধিষ্ঠিরম্ ॥১

যচ্চাপি তে ভয়ং তীব্রং ন চ কীর্ত্তয়সে কচিৎ।
তচ্চাপ্যপহরিষ্যামি ধনঞ্জয় ইতো গতে ॥২

কিং নু তজ্জপতাং শ্রেষ্ঠ কর্ণং প্রতি মহদ্ ভয়ম্
আসীন্ন চ স ধর্ম্মাত্মা কথয়ামাস কস্যচিৎ ॥৩

বৈশম্পায়ন উবাচ।

অহং তে রাজশার্দূল কথয়ামি কথামিমাম্।
পৃচ্ছতো ভরতশ্রেষ্ঠ শুশ্রূষস্ব গিরং মম ॥৪

দ্বাদশে সমতিক্রান্তে বর্ষে প্রাপ্তে ত্রয়োদশে।
পাণ্ডূনাং হিতকৃচ্ছক্রঃ কর্ণং ভিক্ষিতুমুদ্যতঃ ॥৫

অভিপ্রায়মথো জ্ঞাত্বা মহেন্দ্রস্য বিভাবসুঃ।
কুণ্ডলার্থে মহারাজ সূর্য্যঃ কর্ণমুপাগতঃ ॥৬

মহার্হে শয়নে বীর স্পর্দ্ধ্যাস্তরণসংবৃতে।
শয়ানমভিবিশ্বস্তং ব্রহ্মণ্যং সত্যবাদিনম্ ॥৭

স্বপ্নান্তে নিশি রাজেন্দ্র দর্শয়ামাস রশ্মিবান্।
কৃপয়া পরয়াবিষ্টঃ পুত্রস্নেহাচ্চ ভারত ॥৮

ব্রাহ্মণো বেদবিদ্ ভূত্বা সূর্য্যো যোগর্দ্ধিরূপবান্।
হিতার্থমব্রবীৎ কর্ণং সান্ত্বপূর্বমিদং বচঃ ॥৯

(কুণ্ডলাহরণপর্ব্ব)

ত্রিশততম অধ্যায়।

[কর্ণকে স্বপ্নে দর্শন দিয়া সূর্য্যদেব কর্তৃক ইন্দ্রকে কবচ ও কুণ্ডল দিতে নিষেধ এবং কর্ণের ইন্দ্রকে উহা দিবারই আগ্রহ প্রদর্শন।]

জনমেজয় বলিলেন,—হে ব্রহ্মন্! লোমশমুনি ইন্দ্রের কথানুসারে পাণ্ডুপুত্র যুধিষ্ঠিরকে এই মহত্ত্বপূর্ণ বাক্যে বলিয়াছিলেন,—"তোমার কর্ণসম্বন্ধে যে অত্যন্ত ভয়ের কথা বলিতেছ এবং যাহা তুমি কাহারও কাছে প্রকাশ কর না, অর্জ্জুন স্বর্গ হইতে চলিয়া আসিলে আমি তোমার সে ভয়ও দূর করিয়া দিব।" হে জাপকগণশ্রেষ্ঠ! কর্ণের সম্বন্ধে মহাত্মা ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরের এমন কি ভয় ছিল, যাহা তিনি কাহারও কাছে প্রকাশ করিতেন না?১-৩

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—হে নৃপোত্তম ভরতশ্রেষ্ঠ! তুমি যখন সেই সব কথা জিজ্ঞাসা করিলে, তখন আমি উহা বলিতেছি, শ্রবণ কর।৪

পাণ্ডবগণের বনবাসের দ্বাদশবর্ষ অতিক্রম করিয়া যখন ত্রয়োদশ বর্ষ আরম্ভ হইয়াছে; তখন পাণ্ডবগণের হিতকারী ইন্দ্র কর্ণের নিকট কবচ ও কুণ্ডল ভিক্ষা করিতে উদ্যত হইলেন।৫

মহারাজ! ইন্দ্রের এই অভিপ্রায় জানিতে পারিয়া সূর্য্যদেব কর্ণের কুণ্ডলরক্ষার জন্য কর্ণের নিকটে গেলেন।৬

তখন অতিশয় সুন্দর আস্তরণ (বিছানা)-যুক্ত মহামূল্য শয্যায় অতি বিশ্বস্তভাবে ব্রাহ্মণভক্ত সত্যবাদী বীর কর্ণ নিদ্রিত ছিলেন।৭

মহারাজ ভরতশ্রেষ্ঠ! তখন অংশুমালী সূর্য্যদেব স্বপ্নে তাঁহাকে রাত্রিতে পুত্রস্নেহবশতঃ কৃপাবিষ্ট হইয়া দর্শন দিলেন।৮

তিনি বেদবিদ্ যোগসমৃদ্ধিযুক্ত ব্রাহ্মণের রূপ ধারণ করিয়া কর্ণের হিতের জন্য সান্ত্বনাপূর্ব্বক এই কথা বলিলেন।৯

কর্ণ মদ্বচনং তাত শৃণু সত্যভৃতাং বর ।
ব্রুবতোঽদ্য মহাবাহো সৌহৃদাৎ পরমং হিতম্ ॥১০

উপায়াস্যতি শক্রস্ত্বাং পাণ্ডবানাং হিতেপ্সয়া ।
ব্রাহ্মণচ্ছদ্মনা কর্ণ কুণ্ডলাপজিহীর্ষয়া ॥১১

বিদিতং তেন শীলং তে সর্বস্য জগতস্তথা ।
যথা ত্বং ভিক্ষিতঃ সদ্ভির্দদাস্যেব ন যাচসে ॥১২

ত্বং হি তাত দদাস্যেব ব্রাহ্মণেভ্যঃ প্রযাচিতম্ ।
বিত্তং যচ্চান্যদপ্যাহুর্ন প্রত্যাখ্যাসি কস্যচিৎ ॥১৩

ত্বাং তু চৈবংবিধং জ্ঞাত্বা স্বয়ং বৈ পাকশাসনঃ ।
আগন্তা কুণ্ডলার্থায় কবচং চৈব ভিক্ষিতুম্ ॥১৪

তস্মৈ প্রযাচমানায় ন দেয়ে কুণ্ডলে ত্বয়া ।
অনুনেয়ঃ পরং শক্ত্যা শ্রেয় এতদ্ধি তে পরম্ ॥১৫

হে কর্ণ! হে সত্যবাদিশ্রেষ্ঠ! আমি আজ সৌহার্দ্দবশতঃ তোমাকে একটি কথা বলিতেছি। হে মহাবাহো! তুমি তাহা মনোযোগ দিয়া শ্রবণ কর ।১০

হে কর্ণ! পাণ্ডবগণের হিতকামী ইন্দ্র তোমার কুণ্ডল (ও কবচ) হরণ করিবার উদ্দেশ্যে ব্রাহ্মণের ছদ্মবেশে তোমার কাছে আসিবে।১১

জগতে সকলেই তোমার এই ব্রতের কথা জানে যে, কোন সৎপুরুষ যাচক তোমার কাছে কিছু চাহিলে, তুমি তাহাকে তাহা অবশ্যই দাও; কখনও ফিরাও না অথবা তাহার কাছে নিজেও কিছু যাচ্ঞাও কর না।১২

বৎস! তুমি ব্রাহ্মণগণকে সর্ব্বদাই তাহাদের প্রার্থিত-বস্তু দান কর এবং তাহার সহিত অন্য যে-সমস্ত বিত্তাদি যাচ্ঞা করে, তাহাও প্রদান করিয়া থাক, কখনও প্রত্যাখ্যান কর না।১৩

তোমার এইরূপ স্বভাব জানিয়া স্বয়ং ইন্দ্র তোমার নিকট কবচ ও কুণ্ডল যাচ্ঞা করিতে আসিবে।১৪

কুণ্ডলার্থে ব্রুবংস্তাত কারণৈর্বহুভিস্ত্বয়া ।
অন্যৈর্বহুবিধৈর্বিত্তৈঃ সন্নিবার্য্যঃ পুনঃ পুনঃ ॥১৬

রত্নৈঃ স্ত্রীভিস্তথা গোভির্নৈর্বহুবিধৈরপি ।
নিদর্শনৈশ্চ বহুভিঃ কুণ্ডলেপ্সুঃ পুরন্দরঃ ॥১৭

যদি দাস্যসি কর্ণ ত্বং সহজে কুণ্ডলে শুভে ।
আয়ুষঃ প্রক্ষয়ং গত্বা মৃত্যোর্বশমুপৈষ্যসি ॥১৮

কবচেন সমাযুক্তঃ কুণ্ডলাভ্যাঞ্চ মানদ ।
অবধ্যস্ত্বং রণেঽরীণামিতি বিদ্ধি বচো মম ॥১৯

অমৃতাদুত্থিতং হ্যেতদুভয়ং রত্নসম্ভবম্ ।
তস্মাদ্ রক্ষ্যং ত্বয়া কর্ণ জীবিতং চেৎ প্রিয়ং তব ॥২০

কো মামেবং ভবান্ প্রাহ দর্শয়ন্ সৌহৃদং পরম্ ।
কাময়া ভগবন্ ব্রূহি কো ভবান্ দ্বিজবেশধৃক্ ॥২১

সে চাহিলেও তাহাকে তোমার কুণ্ডলদুইটি দিবে না, বরং অনুনয়-বিনয়সহকারে বুঝাইয়া ফিরাইবে—ইহাতেই তোমার পরম মঙ্গল হইবে।১৫

বৎস! কুণ্ডল চাহিলে তুমি নানাবিধ কারণ দেখাইয়া উহার পরিবর্ত্তে অন্যপ্রকার ধনাদি দিবার প্রসঙ্গ তুলিয়া বার বার তাহাকে কুণ্ডল যাচ্ঞা করিতে নিষেধ করিবে।১৬

রত্ন, স্ত্রী, গাভী, বহুপ্রকার উল্লেখযোগ্য ধনের দ্বারা এবং নানা দৃষ্টান্ত দ্বারা কুণ্ডলার্থী ইন্দ্রকে নিবারণ করিবে।১৭

হে কর্ণ! যদি তোমার সহজাত কবচ ও কুণ্ডলদ্বয় ইন্দ্রকে প্রদান কর, তবে জানিও, তোমার আয়ু শেষ হইয়াছে এবং তুমি মৃত্যুর বশীভূত হইয়াছ।১৮

হে মানদ! কুণ্ডলদ্বয় ও কবচ যতক্ষণ তোমার শরীরে থাকিবে, ততক্ষণ তুমি যুদ্ধে তোমার শত্রুগণের অবধ্য—আমার এই কথা মনে রাখিও।১৯

ব্রাহ্মণ উবাচ।

অহং তাত সহস্রাংশুঃ সৌহৃদাৎ ত্বাং নিদর্শয়ে।
কুরুষ্বৈতদ্ বচো মে ত্বমেতচ্ছ্রেয়ঃ পরং হি তে ॥২২

কর্ণ উবাচ

শ্রেয় এব মমাত্যন্তং যস্য মে গোপতিঃ প্রভুঃ।
প্রবক্তাদ্য হিতান্বেষী শৃণু চেদং বচো মম ॥২৩
প্রসাদয়ে ত্বাং বরদং প্রণয়াচ্চ ব্রবীম্যহম্।
ন নিবার্য্যো ব্রতাদস্মাদহং যদ্যস্মি তে প্রিয়ঃ ॥২৪
ব্রতং বৈ মম লোকোঽয়ং বেত্তি কৃৎস্নং বিভাবসো।
যথাহং দ্বিজমুখ্যেভ্যো দদ্যাং প্রাণানপি ধ্রুবম্ ॥২৫
যদ্যাগচ্ছতি মাং শক্রো ব্রাহ্মণচ্ছদ্মনা বৃতঃ।
হিতার্থং পাণ্ডুপুত্রাণাং খেচরোত্তম ভিক্ষিতুম্ ॥২৬
দাস্যামি বিবুধশ্রেষ্ঠ কুণ্ডলে বর্ম চোত্তমম্।
ন মে কীর্ত্তিঃ প্রণশ্যেত ত্রিষু লোকেষু বিশ্রুতা ॥২৭
মদ্বিধস্য যশস্যং হি ন যুক্তং প্রাণরক্ষণম্।
যুক্তং হি যশসা যুক্তং মরণং লোকসম্মতম্ ॥২৮
সোঽহমিন্দ্রায় দাস্যামি কুণ্ডলে সহ বর্মণা।
যদি মাং বলবৃত্রঘ্নো ভিক্ষার্থমুপযাস্যতি ॥২৯
হিতার্থং পাণ্ডুপুত্রাণাং কুণ্ডলে মে প্রযাচিতম্।
তন্মে কীর্ত্তিকরং লোকে তস্যাকীর্ত্তির্ভবিষ্যতি ॥৩০

কর্ণ! এই রত্নময় কবচ ও কুণ্ডল অমৃত হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। সুতরাং তোমার প্রাণ যদি তোমার প্রিয় হয়, তবে ঐ দুইটিকে অবশ্যই রক্ষা করিবে।২০

কর্ণ বলিলেন,—হে ভগবন্! যে আপনি সৌহার্দ্দবশতঃ স্বেচ্ছায় ব্রাহ্মণের রূপ ধরিয়া আমার হিত উপদেশ করিতেছেন, সেই আপনি কে, তাহা বলুন।২১

ব্রাহ্মণ বলিলেন,—হে বৎস! আমি সহস্রাংশু সূর্য্যদেব। সৌহার্দ্দবশতঃ আমি তোমাকে দেখা দিলাম ও হিতকথা বলিলাম। তুমি আমার কথা পালন করিবে; ইহাতে তোমার কল্যাণ হইবে।২২

কর্ণ বলিলেন,—রশ্মিমালী প্রভু সূর্য্যদেব আমার হিতান্বেষী হইয়া আমাকে যাহা বলিয়াছেন, তাহা তো আমার পক্ষে অত্যন্ত শ্রেয়স্কর। কিন্তু আপনি আমার এই কথা শ্রবণ করুন।২৩

আপনি বরদায়ক দেবতা, আমি আপনার প্রসন্নতা ভিক্ষা করিতেছি এবং প্রণয়বশতঃ বলিতেছি; আপনি আমাকে নিবারণ করিবেন না, যদি আমি আপনার প্রিয় হই, তবে আপনি আমাকে আমার ব্রত হইতে চ্যুত করিবেন না।২৪

হে সূর্য্যদেব! সমস্ত জগৎ এ কথা জানে যে, আমি শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণগণকে আমার প্রাণও নিশ্চিতরূপে দান করিতে পারি।২৫

গগন-বিচরণশীলশ্রেষ্ঠ সূর্য্যদেব! যদি ইন্দ্রও পাণ্ডবগণের হিতাকাঙ্ক্ষী হইয়া ব্রাহ্মণবেশে ভিক্ষা করিতে আসেন, তাহা হইলে আমি আমার কুণ্ডল ও কবচ অবশ্যই দান করিব। আমার লোকবিশ্রুত যশ নষ্ট না হউক—ইহাই আমি চাই।২৭

আমাদের ন্যায় পুরুষের পক্ষে যশ রক্ষা করা একান্ত কর্ত্তব্য, পরন্তু প্রাণ রক্ষা করা উচিত নহে; কারণ, যশের সহিত যে মরণ উহা লোকসম্মত।২৮

এই অবস্থায় বল ও বৃত্রাসুরহন্তা দেবরাজ ইন্দ্র যদি আমার নিকট ভিক্ষার জন্য আসেন, তবে আমি কবচের সহিত কুণ্ডলদ্বয় অবশ্যই তাঁহাকে প্রদান করিব।২৯

পাণ্ডবগণের হিতের জন্য আমার কাছে তিনি কুণ্ডল যাচ্ঞা করিলে তাঁহারই অকীর্ত্তি হইবে, আমার কীর্ত্তি বর্দ্ধিত হইবে।৩০

বৃণোমি কীর্ত্তিং লোকে হি জীবিতেনাপি ভানুমন্।
কীর্ত্তিমানশ্নুতে স্বর্গং হীনকীর্ত্তিস্তু নশ্যতি ॥৩১

কীর্ত্তির্হি পুরুষং লোকে সংজীবয়তি মাতৃবৎ।
অকীর্ত্তির্জীবিতং হন্তি জীবতোঽপি শরীরিণঃ ॥৩২

অয়ং পুরাণঃ শ্লোকো হি স্বয়ং গীতো বিভাবসো।
ধাত্রা লোকেশ্বর যথা কীর্ত্তিরায়ুর্নরস্য হ ॥৩৩

পুরুষস্য পরে লোকে কীর্ত্তিরেব পরায়ণম্।
ইহ লোকে বিশুদ্ধা চ কীর্ত্তিরায়ুর্বিবর্দ্ধিনী ॥৩৪

সোঽহং শরীরজে দত্ত্বা কীর্ত্তিং প্রাপ্স্যামি শাশ্বতীম্।
দত্ত্বা চ বিধিবদ্ দানং ব্রাহ্মণেভ্যো যথাবিধি ॥৩৫

হুত্বা শরীরং সংগ্রামে কৃত্বা কর্ম্ম সুদুষ্করম্।
বিজিত্য চ পরানাজৌ যশঃ প্রাপ্স্যামি কেবলম্ ॥৩৬

ভীতানামভয়ং দত্ত্বা সংগ্রামে জীবিতার্থিনাম্।
বৃদ্ধান্ বালান্ দ্বিজাতীংশ্চ মোক্ষয়িত্বা মহাভয়াৎ ॥৩৭

প্রাপ্স্যামি পরমং লোকে যশঃ স্বর্গ্যমনুত্তমম্।
জীবিতেনাপি মে রক্ষ্যা কীর্ত্তিস্তদ্ বিদ্ধি মে
ব্রতম্ ॥৩৮

সোঽহং দত্ত্বা মঘবতে ভিক্ষামেতামনুত্তমাম্।
ব্রাহ্মণচ্ছদ্মিনে দেব লোকে গন্তা পরাং গতিম্ ॥৩৯

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসহস্র্যাং সংহিতায়াং
বৈয়াসিক্যাং বনপর্ব্বণি কুণ্ডলাহরণপর্ব্বণি
সূর্য্য-কর্ণসংবাদে ত্রিশততমোঽধ্যায়ঃ ॥৩০০

সূর্য্যদেব! আমি প্রাণের বিনিময়ে কীর্ত্তিকেই বরণ করিব, যেহেতু কীর্ত্তিমান্ মানুষ স্বর্গলাভ করেন। কিন্তু কীর্ত্তিহীন পুরুষ বিনাশ লাভ করে।৩১

কীর্ত্তিই মানুষকে মাতার ন্যায় নূতন জীবন দান করিয়া থাকে। অকীর্ত্তি জীবিত মানুষেরও জীবনকে নাশ করে।৩২

হে বিভাবসো! হে লোকেশ্বর! স্বয়ং বিধাতা এইরূপ একটী প্রাচীন শ্লোক গান করিয়াছেন,—কীর্ত্তিই মানুষের আয়ু।৩৩

পরলোকে মানুষের কীর্ত্তিই একমাত্র পরম আশ্রয় এবং ইহলোকে বিশুদ্ধা কীর্ত্তি মানুষের কীর্ত্তিবর্দ্ধন করিয়া থাকে।৩৪

আমি আমার সহজাত কবচ ও কুণ্ডল বিধিপূর্ব্বক ব্রাহ্মণকে দান করিয়া অক্ষয় কীর্ত্তি লাভ করিব। যুদ্ধে শত্রুজয়রূপ পরম দুষ্কর কর্ম্ম সম্পাদন করত অথবা সংগ্রামে শরীর ত্যাগ করত কেবল যশ লাভ করিব।৩৫-৩৬

রণাঙ্গনে ভীত ও শরণাগত সৈন্যগণকে অভয় দান করিয়া এবং সংসারে বালক, বৃদ্ধ ও ব্রাহ্মণগণকে মহাভয় হইতে মুক্ত করিয়া আমি স্বর্গানুকূল অনুত্তম যশ লাভ করিব; সুতরাং আমার জীবনের বিনিময়েও কীর্ত্তি রক্ষা করাই হইতেছে আমার ব্রত।৩৭-৩৮

হে দেব! অতএব আমি ব্রাহ্মণবেশী ইন্দ্রকে এই অনুত্তমা ভিক্ষা প্রদান করিয়া পরলোকে পরমা গতি প্রাপ্ত হইব।৩৯

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের বনপর্ব্বান্তর্গত কুণ্ডলাহরণপর্ব্বে সূর্য্যকর্ণসংলাপবিষয়ক ত্রিশততম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।৩০০

একাধিকত্রিশততমোঽধ্যায়ঃ।

[কর্ণং প্রবোধয়তা সূর্য্যদেবেনেন্দ্রায় কুণ্ডলদাননিষেধঃ।]

সূর্য্য উবাচ।

মাহিতং কর্ণ কার্ষীস্ত্বমাত্মনঃ সুহৃদাং তথা।
পুত্রাণামথ ভার্য্যাণামথো মাতুরথো পিতুঃ ॥১

শরীরস্যাবিরোধেন প্রাণিনাং প্রাণভৃদ্‌বর।
ইষ্যতে যশসঃ প্রাপ্তিঃ কীর্ত্তিশ্চ ত্রিদিবে স্থিরা ॥২

যস্ত্বং প্রাণবিরোধেন কীর্ত্তিমিচ্ছসি শাশ্বতীম্।
সা তে প্রাণান্ সমাদায় গমিষ্যতি ন সংশয়ঃ ॥৩

জীবতাং কুরুতে কার্য্যং পিতা মাতা সুতাস্তথা।
যে চান্যে বান্ধবাঃ কেচিল্লোকেঽস্মিন্ পুরুষর্ষভ ॥৪

রাজানশ্চ নরব্যাঘ্র পৌরুষেণ নিবোধ তৎ।
কীর্ত্তিশ্চ জীবতঃ সাধ্বী পুরুষস্য মহাদ্যুতে ॥৫

মৃতস্য কীর্ত্ত্যা কিং কার্য্যং ভস্মীভূতস্য দেহিনঃ।
মৃতঃ কীর্ত্তিং ন জানীতে জীবন্ কীর্ত্তিং সমশ্নুতে ॥৬

মৃতস্য কীর্ত্তির্মর্ত্ত্যস্য যথা মালা গতায়ুষঃ।
অহং তু ত্বাং ব্রবীম্যেতদ্ ভক্তোঽসীতি হিতেপ্সয়া ॥৭

ভক্তিমন্তো হি মে রক্ষ্যা ইত্যেতেনাপি হেতুনা।
ভক্তোঽয়ং পরয়া ভক্ত্যা মামিত্যেব মহাভুজ ॥
মমাপি ভক্তিরুৎপন্না স ত্বং কুরু বচো মম ॥৮

অস্তি চাত্র পরং কিঞ্চিদধ্যাত্মং দেবনির্মিতম্।
অতশ্চ ত্বাং ব্রবীম্যেতৎ ক্রিয়তামবিশঙ্কয়া ॥৯

একাধিকত্রিশততম অধ্যায়।

[কর্ণকে প্রবোধদানকারী সূর্য্যদেবকর্তৃক ইন্দ্রকে কুণ্ডল প্রদান না করিতে আদেশদান।]

সূর্য্য বলিলেন,—হে কর্ণ! তুমি নিজের, নিজ সুহৃদ্, পুত্র, পত্নীদিগের এবং মাতা, পিতা ও ভার্য্যার অহিত করিও না।১

প্রাণধারিগণশ্রেষ্ঠ কর্ণ! বিরোধ না করিয়াই অর্থাৎ শরীরের হানি না করিয়াই শরীরকে রক্ষাদ্বারা প্রাণিগণের ইহলোকে যশের প্রাপ্তি হয় ও পরলোকে বিপুলা কীর্ত্তি লাভ হয়।২

তুমি যে প্রাণের বিনিময়ে চিরস্থায়িনী কীর্ত্তি লাভ করিতে চাহিতেছ, উহা তোমার প্রাণকে লইয়াই যাইবে—সন্দেহ নাই।৩

পুরুষশ্রেষ্ঠ! পিতা, মাতা, পুত্র ও অন্যান্য বান্ধবগণ জীবিত পুরুষের নিকট হইতেই উপকার চায়, মৃত পুরুষের নিকট হইতে নয়।৪

মহাতেজস্বী নরশ্রেষ্ঠ! এজগতে রাজারা জীবিত অবস্থাতেই পৌরুষের দ্বারা কীর্ত্তি লাভ করিতে চায়, ইহা তুমি অবগত হও। জীবিত পুরুষের পক্ষেই কীর্ত্তি সর্ব্বোৎকৃষ্টা বলিয়া জানিবে।৫

মৃত মানুষের দেহ ভস্মীভূত হইলে তখন তাহার কীর্ত্তি দিয়া কি লাভ হইবে? মৃত মানুষ কীর্ত্তিকে জানিতেও পারে না, জীবিত মানুষই কীর্ত্তিতে সুখভোগ করে।৬

মৃত মানুষের কীর্ত্তি শবের গলায় পরিহিত মালার ন্যায়। আমি তোমাকে এ-কথা বলিতেছি এইজন্য যে, তুমি আমার ভক্ত, তোমার হিত চিন্তা করা আমার উচিত।৭

মহাভুজ! ভক্তগণকে রক্ষা করা আমার কর্ত্তব্য; তুমি আমাকে খুব ভক্তি কর, এজন্য আমিও তোমাকে ভালবাসি; তুমি আমার কথা পালন কর।৮

দেবগুহ্যং ত্বয়া জ্ঞাতুং ন শক্যং পুরুষর্ষভ।
তস্মান্নাখ্যামি তে গুহ্যং কালে বেৎস্যতি তদ্ভবান্ ॥১০

পুনরুক্তঞ্চ বক্ষ্যামি ত্বং রাধেয় নিবোধ তৎ।
মাস্মৈ তে কুণ্ডলে দদ্যা ভিক্ষিতে বজ্রপাণিনা ॥১১

শোভসে কুণ্ডলাভ্যাঞ্চ রুচিরাভ্যাং মহাদ্যুতে।
বিশাখয়োর্মধ্যগতঃ শশীব বিমলে দিবি ॥১২

কীর্ত্তিশ্চ জীবতঃ সাধ্বী পুরুষস্যেতি বিদ্ধি তৎ।
প্রত্যাখ্যেয়স্ত্বয়া তাত কুণ্ডলার্থে সুরেশ্বরঃ ॥১৩

শক্যা বহুবিধৈর্বাক্যৈঃ কুণ্ডলেপ্সা ত্বয়ানঘ।
বিহন্তুং দেবরাজস্য হেতুযুক্তৈঃ পুনঃ পুনঃ ॥১৪

হেতুমদুপপন্নার্থৈর্মাধুর্য্যকৃতভূষণৈঃ।
পুরন্দরস্য কর্ণ ত্বং বুদ্ধিমেতামপানুদ ॥১৫

ত্বং হি নিত্যং নরব্যাঘ্র স্পর্দ্ধসে সব্যসাচিনা।
সব্যসাচী ত্বয়া চেহ যুধি শূরঃ সমেষ্যতি ॥১৬

ন তু ত্বামর্জুনঃ শক্তঃ কুণ্ডলাভ্যাং সমন্বিতম্।
বিজেতুং যুধি যদ্যস্য স্বয়মিন্দ্রঃ সখা ভবেৎ ॥১৭

তস্মান্ন দেয়ে শক্রায় ত্বয়ৈতে কুণ্ডলে শুভে।
সংগ্রামে যদি নির্জ্জেতুং কর্ণ কাময়সেঽর্জুনম্ ॥১৮

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং বনপর্ববণি কুণ্ডলাহরণপর্ববণি সূর্য্যকর্ণসংবাদে একাধিকত্রিশত-তমোঽধ্যায়ঃ ॥৩০১

ইহার মধ্যে কিছু দৈববিহিত আধ্যাত্মিক রহস্য আছে; এজন্যও আমি তোমাকে বলিতেছি—তুমি অবিশঙ্কিতচিত্তে আমার কথা অনুসারে কাজ কর।৯

হে পুরুষশ্রেষ্ঠ! দেব-গুহ্য বস্তু তোমার পক্ষে জানা সম্ভব নয়; তোমাকে তাহা বলিব না, তুমি পরে তাহা জানিতে পারিবে।১০

হে রাধাসুত! আমি পুনর্ব্বার তোমাকে তাহা বলিতেছি, শুন। ইন্দ্র ভিক্ষা করিতে আসিলে তাহাকে কবচ ও কুণ্ডলদ্বয় দিবে না।১১

মহাতেজস্বী কর্ণ! আকাশে বিশাখানামক দুই নক্ষত্রের মধ্যে যেমন চন্দ্রের শোভা হয়, তেমনই দুই কুণ্ডলের মধ্যবর্ত্তী হইয়া তুমিও শোভা প্রাপ্ত হও।১২

বৎস! জীবিত অবস্থাতেই কীর্ত্তি শ্রেয়স্করী বলিয়া জানিবে; সুতরাং কুণ্ডল চাহিলে সুরেশ্বরকে প্রত্যাখ্যান করিবে।১৩

নিষ্পাপ! তুমি দেবরাজের প্রার্থনাকে যুক্তিপূর্ণ বাক্যের দ্বারা পুনঃ পুনঃ খণ্ডন করিয়া তাহার কুণ্ডলের প্রার্থনাকে ব্যাহত করিবে।১৪

কর্ণ! তুমি যুক্তিপূর্ণ মধুর ভাষণের দ্বারা পুরন্দরের বুদ্ধিকে পরিবর্ত্তিত করিবে।১৫

নরশ্রেষ্ঠ! তুমি সর্ব্বদাই সব্যসাচী অর্জুনের সহিত যুদ্ধে স্পর্দ্ধা প্রকাশ কর। বীর সব্যসাচী অর্জ্জুন তোমার সহিত অবশ্যই যুদ্ধ করিতে আসিবে।১৬

কিন্তু ইন্দ্র স্বয়ংও যদি সব্যসাচীর সখা হয়, তথাপি সব্যসাচী কুণ্ডলসমন্বিত তোমাকে যুদ্ধে জয় করিতে পারিবে না।১৭

অতএব হে কর্ণ! তুমি যদি রণক্ষেত্রে অর্জ্জুনকে জয় করিতে চাও, তবে ইন্দ্রকে কবচ ও কুণ্ডলদ্বয় কিছুতেই দিবে না।১৮

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের বনপর্ব্বান্তর্গত কুণ্ডলাহরণপর্ব্বে সূর্য্য-কর্ণসংবাদবিষয়ক একাধিকত্রিশততম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।৩০১

দ্ব্যধিকত্রিশততমোঽধ্যায়ঃ।

[সূর্য্য-কর্ণয়োরালাপঃ, সূর্য্যাজ্ঞয়া ইন্দ্রতঃ শক্তিং গৃহীত্বা তস্মৈ কবচং কুণ্ডলদ্বয়ঞ্চ দাতুং কর্ণস্য নিশ্চয়শ্চ।]

কর্ণ উবাচ।

ভগবন্তমহং ভক্তো যথা মাং বেত্থ গোপতে।
তথা পরমতিগ্মাংশো নান্যদ্দেয়ং কথঞ্চন ॥১

ন মে দারা ন মে পুত্রো ন চাত্মা সুহৃদো ন চ।
তথেষ্টা বৈ সদা ভক্ত্যা যথা ত্বং গোপতে মম ॥২

ইষ্টানাঞ্চ মহাত্মানো ভক্তানাঞ্চ ন সংশয়ঃ।
কুর্বন্তি ভক্তিমিষ্টাঞ্চ জানীষে ত্বঞ্চ ভাস্করঃ ॥৩

ইষ্টো ভক্তশ্চ মে কর্ণো ন চান্যদ্ দৈবতং দিবি।
জানীত ইতি বৈ কৃত্বা ভগবানাহ মদ্ধিতম্ ॥৪

ভূয়শ্চ শিরসা যাচে প্রসাদ্য চ পুনঃ পুনঃ।
ইতি ব্রবীমি তিগ্মাংশো ত্বং তু মে ক্ষন্তুমর্হসি ॥৫

বিভেমি ন তথা মৃত্যোর্যথা বিভ্যেঽনৃতাদহম্।
বিশেষেণ দ্বিজাতীনাং সর্বেষাং সর্বদা সতাম্ ॥৬
প্রদানে জীবিতস্যাপি ন মেঽত্রাস্তি বিচারণা।
যচ্চ মামাত্থ দেব ত্বং পাণ্ডবং ফাল্গুনং প্রতি ॥৭
ব্যেতু সন্তাপজং দুঃখং তব ভাস্কর মানসম্।
অর্জুনপ্রতিমং চৈব বিজেষ্যামি রণেঽর্জুনম্ ॥৮

তবাপি বিদিতং দেব মমাপ্যস্ত্রবলং মহৎ।
জামদগ্ন্যাদুপাত্তং যৎ তথা দ্রোণান্মহাত্মনঃ ॥৯

দ্ব্যধিকত্রিশততম অধ্যায়।

[সূর্য্য ও কর্ণের আলাপ এবং সূর্য্যের আজ্ঞায় ইন্দ্রের নিকট হইতে শক্তি গ্রহণ করিয়া তাঁহাকে কবচ ও কুণ্ডলদ্বয় দান করিতে কর্ণের নিশ্চয়।]

কর্ণ বলিলেন,—হে সূর্য্য! আপনি ভগবান্, আমি আপনার পরম ভক্ত, ইহা আপনি জানেন। প্রখরকিরণসম্পন্ন! আপনাকে আমার কিছুই অদেয় নাই।১

হে সূর্য্যদেব! আমার স্ত্রী, পুত্র, সুহৃদ্ এবং আমার আত্মাও আমার নিকট সেরূপ প্রিয় নয়, যেরূপ আপনি আমার নিকট প্রিয়।২

হে ভাস্কর! আপনি ইহাও জানেন, মহাত্মাগণ নিজ প্রিয় ভক্তগণের উপর বিশেষ কৃপা রাখেন—ইহাতে সন্দেহ নাই।৩

"কর্ণ আমার প্রিয় ভক্ত, সে আমাকে ভিন্ন অন্য কোন দেবতাকে জানে না"—ইহা আপনি জানেন; সেইজন্য আপনি আমার এই হিতোপদেশ করিতেছেন।৪

তীব্রকিরণশোভিত সূর্য্যদেব! আমি পুনঃ পুনঃ আপনাকে প্রণামের দ্বারা প্রার্থনা করিতেছি যে, আপনি আমাকে ক্ষমা করিবেন।৫

আমি মৃত্যুকেও তত ভয় করি না, যত ভয় মিথ্যাকে করি; বিশেষতঃ সেই মিথ্যা ব্যবহার যদি সজ্জন ও ব্রাহ্মণের সহিত করিতে হয়। এরূপ স্থলে যাচ্ঞা করিলে আমি আমার প্রাণকেও বিনা বিচারে দিতে পারি।

হে দেব! পাণ্ডুতনয় অর্জ্জুন হইতে আমার যে ভয়ের কথা আপনি বলিতেছেন, আপনি সে দুশ্চিন্তা পরিত্যাগ করুন। কার্ত্তবীর্য্যার্জ্জুন-প্রতিম হইলেও অর্জ্জুনকে আমি যুদ্ধে জয় করিব।৬-৮

আপনার ইহাই জানা আছে যে, আমি জমদগ্নি-পুত্র পরশুরাম ও মহাত্মা দ্রোণাচার্য্যের নিকট সমস্ত অস্ত্রবিদ্যা শিখিয়াছি, আমারও অস্ত্রবল অতিবিশাল।৯

[অষ্টমবর্ষ, বৈশাখ মাস, ১৩৭৭]   [একাদশ সংখ্যা—চান্দনী যাত্রা]

আর্য্যশাস্ত্র

শ্রীশ্রীসীতারামদাসওঙ্কারনাথপ্রবর্ত্তিত

শ্রীমন্মহর্ষিবেদব্যাস-

মহাভারতম্

শ্রীনিরঞ্জনস্বরূপব্রহ্মচারি-নবতীর্থকৃতবঙ্গভাষানুবাদসহিতম্।

তৃতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার অন্তর্গত আঞ্চলিক ভাষার উন্নয়ন ও সমৃদ্ধিকল্পে মহামান্য সরকারমহোদয়ের অর্থানুকূল্যে এই পুস্তক সুলভমূল্যে দেওয়া সম্ভব হইতেছে।

* * *

যুগ্ম-সম্পূজক—

মহামহোপাধ্যায় শ্রীকালীপদতর্কাচার্য্য

শ্রীশ্রীজীবভট্টাচার্য্যন্যায়তীর্থ

বার্ষিক মূল্য সডাক ১৫·০০ টাকা]   [প্রতি সংখ্যা ১·৫০ টাকা]

স্বত্বাধিকারী :—
শ্রীসত্যধর্ম্মপ্রচারসঙ্ঘ
(জয়গুরু সম্প্রদায়)

সহ-সম্পূরকসঙ্ঘ

শ্রীশ্যামাশঙ্কর বিদ্যাভূষণ
শ্রীনারায়ণ গোস্বামী ন্যায়াচার্য্য
শ্রীরঘুনাথ কাব্য-ব্যাকরণতীর্থ
শ্রীহরিনারায়ণ তর্ক-বেদ-ব্যাকরণতীর্থ
শ্রীরামরঞ্জন কাব্য-ব্যাকরণতীর্থ
শ্রীদিলীপকুমার মুখোপাধ্যায় কাব্যতীর্থ এম্. এ.

মুদ্র-কর্ম্মকিঙ্কর :—
কিঙ্কর বিমলানন্দ।
ডাঃ শ্রীজিতেন্দ্র নাথ দে, এম্. বি., ডি ও. এম্. এস্.
ডি. পি. এইচ ডি. টি. এম্. এণ্ড
এইচ্ (লণ্ডন)।

শ্রীরামরঞ্জন কাব্য-ব্যাকরণতীর্থ কর্তৃক শ্রীসীতার
বৈদিক মহাবিদ্যালয়, ৭।২, পি. ডব্লিউ. ।
রোড, কলিকাতা—৩৫ হইতে প্রকাশিত
৯এ, হরি পাল লেন, কলিকাতা-
আলেকজান্দ্রা প্রিন্টিং ওয়ার্কস্ হইতে মুদ্রাপি
১৫ই বৈশাখ, ১৩৭৭।

কার্য্যালয় :—
৩৮সি, বিধান সরণী (বিবেকানন্দ রোডের মোড়) কলিকাতা—৬
ফোন ৩৪-৪৪০৮

নিয়মাবলী

১। আর্য্যশাস্ত্র শাস্ত্রময় মাসিক পত্র প্রতি মাসে ইহার ১টি সংখ্যা প্রকাশিত হয়। আষাঢ় (জুন-জুলাই) মাস হইতে ইহার বর্ষারম্ভ।

২। এই মাসিকপত্রে মন্বাদি বিংশতিসংহিতা, প্রজাপতি-স্মৃতিপ্রভৃতি বহু দুর্লভ স্মৃতিগ্রন্থ, বাল্মীকি-রামায়ণ, শ্রীবিষ্ণুপুরাণ ও শ্রীমদ্ভাগবত প্রকাশিত হইয়াছে। বর্ত্তমানে মহাভারত প্রকাশিত হইতেছে। তারপর আর্য্যশাস্ত্রে অপ্রকাশিত যাবতীয় আর্য্যশাস্ত্র ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হইবে।

৩। ইহার অগ্রিম বার্ষিক গ্রাহকমূল্য ভারত ও পাকিস্তানে সডাক ১৫·০০, প্রতি সংখ্যা ১·৫০ নঃ পঃ মাত্র; অন্যত্র বার্ষিক সডাক ২০·০০, প্রতি সংখ্যা ২·০০ মাত্র। গ্রাহকমূল্য অগ্রিম দেয়।

৪। প্রতি বাংলামাসের দ্বিতীয় সপ্তাহে ইহার একটি সংখ্যা প্রকাশিত হইবামাত্র গ্রাহকগণের নিকট পাঠান হয়। বাংলামাসের তৃতীয় সপ্তাহের মধ্যে উক্ত সংখ্যা না পাইলে স্থানীয় ডাকঘরে খোঁজ লইয়া চতুর্থ সপ্তাহের মধ্যে কলিকাতা কার্য্যালয়ে অবশ্যই জানাইতে হইবে।

ঠিকানা-পরিবর্তন পূর্ববর্ত্তী বাংলামাসের মধ্যে অবশ্যই জানাইতে হইবে।

৫। মাসিকপত্র-সংক্রান্ত কোন অভিযোগ প্রভৃতি থাকিলে "সম্পূজক আর্য্যশাস্ত্র, শ্রীসীতারাম বৈদিক মহাবিদ্যালয়, ৭।২, পি. ডব্লিউ. ডি. রোড, কলিকাতা—৩৫" এই ঠিকানায় জানাইতে হইবে। কেবল অর্থাদি ও মাসিকপত্রের প্রাপ্তি অপ্রাপ্তিবিষয়ক পত্রাদি "সঞ্চালক আর্য্যশাস্ত্র, ৩৮সি, বিধান সরণী, কলিকাতা—৬" এই ঠিকানায় পাঠাইতে হইবে।

মণি-অর্ডার কুপণ ও পত্রাদিতে গ্রাহকের নাম, ঠিকানা ও গ্রাহক-নম্বর সুস্পষ্টভাবে অবশ্যই লিখিতে হইবে।

৬। গ্রাহকগণের পত্র-লিখিত নির্দেশ অনুযায়ী সকল ব্যবস্থা শীঘ্রই গ্রহণ করা হয় কিন্তু প্রয়োজন না মনে করিলে পত্রের উত্তর দেওয়া হয় না। পত্রের উত্তর আশা করিলে গ্রাহকগণকে জবাবী-পত্র (রিপ্লাইকার্ড) অবশ্যই দিতে হইবে।

৭। আর্য্যশাস্ত্রের পুরাতন সংখ্যাগুলি একত্রে ডাকে পাঠাইবার নির্দেশ থাকিলে গ্রাহকগণকে পাঠাইবার ডাক-মাশুল অবশ্যই দিতে হইবে, কার্য্যালয়ে আসিয়া বা ডাকযোগ ব্যতীত অন্য কোন উপায়ে গ্রহণ করিলে তাহা দিতে হইবে না।

৮। উল্লিখিত ৪-৭ নং নিয়মাবলী পালিত না হইলে পত্র-পরিচালকগণের পক্ষে কোন দায়িত্ব গ্রহণ করা সম্ভব নহে।

শ্রীসীতারাম বৈদিক মহাবিদ্যালয়
৭।২, পি. ডব্লিউ. ডি. রোড, আলমবাজার
কলিকাতা—৩৫

সম্পূজক—আর্য্যশাস্ত্র

ওঁশ্রীশ্রীগুরবে নমঃ

শ্রীশ্রীঠাকুরের বাণী

পুষ্করমঠ
ভরতপুর-কুঞ্জ
গৌঘাট
৮।৫।৭০

যে মায়েরা বাবারা একে (ওঙ্কারকে) সত্য সত্য ভালবাসে, তারা নিত্য আর্য্যশাস্ত্র প'ড়্‌বে ও প্রাণপণে আর্য্যশাস্ত্র প্রচারের চেষ্টা ক'র্‌বে। আর্য্যশাস্ত্রের সেবায় জগতের মহাকল্যাণ সাধিত হবেই হবে।

ওঙ্কার

বিশেষ নিবেদন—

আর্য্যশাস্ত্রের গ্রাহকগণের নিকট আমাদের বিনীত নিবেদন এই যে,—তাঁহারা যেন প্রত্যেকে অন্ততঃপক্ষে একটি করিয়াও গ্রাহক সংগ্রহ করিয়া দেন।

বিনীত
সম্পূজক—আর্য্যশাস্ত্র

আর্য্যশাস্ত্রে পূর্ব্বপ্রকাশিত নিম্নলিখিত গ্রন্থগুলি এখনও পাওয়া যায়।

১। মনুসংহিতা ৩·০০ টাকা

২। বিংশতিসংহিতা ও স্মৃতি ২২·৫০ ,,

সংহিতা—মনু, অত্রি, বিষ্ণু, হারীত, যাজ্ঞবল্ক্য, উশনঃ, অঙ্গিরঃ, যম, আপস্তম্ব, সংবর্ত্ত, কাত্যায়ন, বৃহস্পতি, পরাশর, ব্যাস, শঙ্খ, লিখিত, দক্ষ, গৌতম, শাতাতপ, বসিষ্ঠ।

স্মৃতি—প্রজাপতি, লঘুশঙ্খ, শঙ্খ-লিখিত, ঔশনস, বৃহদ্‌যম, লঘুযম, অরুণ, অত্রি, আঙ্গিরস, কপিল, লঘ্বাশ্বলায়ন, বাধূল, বৃদ্ধহারীত, লোহিত, দালভ্য, কণ্ব, বৃহৎপরাশর, নারদ।)

৩। শ্রীবাল্মীকি রামায়ণ ৩০·০০ টাকা

৪। শ্রীবিষ্ণুপুরাণ ৯·০০ ,,

৫। শ্রীমদ্‌ভাগবত ৪২·০০ ,,

(ডাক মাশুল স্বতন্ত্র)

খরঃ শূর্পণখা চৈব তেষাং বৈ তপ্যতাং তপঃ।
পরিচর্য্যাঞ্চ রক্ষাঞ্চ চক্রতুর্হৃষ্টমানসৌ ॥১৯
পূর্ণে বর্ষসহস্রে তু শিরশ্ছিত্ত্বা দশাননঃ।
জুহোত্যগ্নৌ দুরাধর্ষস্তেনাতুষ্যজ্জগৎপ্রভুঃ ॥২০
ততো ব্রহ্মা স্বয়ং গত্বা তপসস্তান্ ন্যবারয়ৎ।
প্রলোভ্য বরদানেন সর্বানেব পৃথক্ পৃথক্ ॥২১

ব্রহ্মোবাচ।

প্রীতোঽস্মি বো নিবর্ত্তধ্বং বরান্ বৃণুত পুত্রকাঃ।
যদ্ যদিষ্টমৃতে ত্বেকমমরত্বং তথাস্তু তৎ ॥২২
যদ্ যদগ্নৌ হুতং সর্বং শিরস্তে মহদীপ্সয়া।
তথৈব তানি তে দেহে ভবিষ্যন্তি যথেপ্সয়া ॥২৩
বৈরূপ্যঞ্চ ন তে দেহে কামরূপধরস্তথা।
ভবিষ্যসি রণেঽরীণাং বিজেতা ন চ সংশয়ঃ ॥২৪

রাবণ উবাচ।

গন্ধর্ব-দেবাসুরতো যক্ষ-রাক্ষসতস্তথা।
সর্প-কিন্নর-ভূতেভ্যো ন মে ভূয়াৎ পরাভবঃ ॥২৫

ব্রহ্মোবাচ।

য এতে কীর্ত্তিতাঃ সর্বে ন তেভ্যোঽস্তি ভয়ং তব।
ঋতে মনুষ্যাদ্ ভদ্রং তে তথা তদ্ বিহিতং ময়া ॥২৬

মার্কণ্ডেয় উবাচ।

এবমুক্তো দশগ্রীবস্তুষ্টঃ সমভবৎ তদা।
অবমেনে হি দুর্বুদ্ধির্মনুষ্যান্ পুরুষাদকঃ ॥২৭
কুম্ভকর্ণমথোবাচ তথৈব প্রপিতামহঃ।
স বব্রে মহতীং নিদ্রাং তমসা গ্রস্তচেতনঃ ॥২৮
তথা ভবিষ্যতীত্যুক্ত্বা বিভীষণমুবাচ হ।
বরং বৃণীষ্ব পুত্র ত্বং প্রীতোঽস্মীতি পুনঃ পুনঃ ॥২৯

খর ও শূর্পণখা উভয়েই আনন্দিতহৃদয়ে তপোনিরত তুই ভ্রাতার পরিচর্য্যা ও রক্ষা করত অবস্থান করিতে লাগিল।১৯

এক হাজার বৎসর পূর্ণ হইলে দুর্দ্ধর্ষ দশানন নিজ এক একটী মস্তক ছেদন করিতে করিতে অগ্নিতে আহুতি দিতে লাগিলেন। তাহাতে জগৎপ্রভু ব্রহ্মা সন্তুষ্ট হইলেন।২০

তখন ব্রহ্মা স্বয়ং তাঁহাদের নিকট গিয়া পৃথক্ পৃথক্ ভাবে সকলকে বর-দানের প্রলোভন দেখাইয়া তাহাদিগকে তপস্যা হইতে নিবৃত্ত করিলেন।২১

ব্রহ্মা বলিলেন,—আমি তোমাদের উপর সন্তুষ্ট হইয়াছি, তোমরা তপস্যা হইতে নিবৃত্ত হও। হে পুত্রগণ! একমাত্র অমরত্ব ছাড়া যাহা যাহা যাহার ইষ্ট, তাহা তোমরা চাহিতে পার; উহা তোমাদের পূর্ণ হইবে।২২

(রাবণকে লক্ষ্য করিয়া) তুমি তোমার যে যে মস্তক অগ্নিতে আহুতি দিয়াছি, সেই সমস্ত মস্তকই পূর্ব্ববৎ তোমার শরীরে উৎপন্ন হইবে।২৩

তোমার শরীরে কোন বৈরূপ্য থাকিবে না এবং তুমি ইচ্ছামত যে কোন রূপ ধারণ করিতে পারিবে। তুমি যুদ্ধে নিঃসংশয়ে শত্রুগণকে পরাস্ত করিতে সমর্থ হইবে।২৪

রাবণ বলিল,—গন্ধর্ব্ব, দেবতা, অসুর, যক্ষ, রাক্ষস, সর্প, কিন্নর ও অন্যান্য প্রাণী হইতে আমার যেন কখনও পরাজয় না হয়।২৫

ব্রহ্মা বলিলেন,—তুমি যাহাদের নাম করিয়াছ, তাহাদের হইতে কোন ভয় তোমার নাই; একমাত্র মনুষ্য হইতেই তোমার ভয়ের ব্যবস্থা আমি করিলাম, তোমার মঙ্গল হউক।২৬

মার্কণ্ডেয় বলিলেন,—ব্রহ্মার কথা শুনিয়া দশগ্রীব সন্তুষ্ট হইল। কারণ নরমাংসাশী দশানন মানুষকে খাদ্য মনে করিয়া অবজ্ঞাই করিয়াছিল।২৭

অনন্তর ব্রহ্মা কুম্ভকর্ণকে বর নিতে বলিলে

বিভীষণ উবাচ।

পরমাপদ্গতস্যাপি নাধর্মে মে মতির্ভবেৎ।
অশিক্ষিতঞ্চ ভগবন্ ব্রহ্মাস্ত্রং প্রতিভাতু মে ॥৩০

ব্রহ্মোবাচ।

যস্মাদ্ রাক্ষসযোনৌ তে জাতস্যামিত্রকর্শন।
নাধর্মে ধীয়তে বুদ্ধিরমরত্বং দদামি তে ॥৩১

মার্কণ্ডেয় উবাচ।

রাক্ষসস্তু বরং লব্ধ্বা দশগ্রীবো বিশাম্পতে।
লঙ্কায়াশ্চ্যাবয়ামাস যুধি জিত্বা ধনেশ্বরম্ ॥৩২

হিত্বা স ভগবাঁল্লঙ্কামাবিশদ্ গন্ধমাদনম্।
গন্ধর্ব-যক্ষানুগতো রক্ষঃ-কিম্পুরুষৈঃ সহ ॥৩৩

বিমানং পুষ্পকং তস্য জহারাক্রম্য রাবণঃ।
শশাপ তং বৈশ্রবণো ন ত্বামেতদ্ বহিষ্যতি ॥৩৪
যস্তু ত্বাং সমরে হন্তা তমেবৈতদ্ বহিষ্যতি।
অবমন্য গুরুং মাঞ্চ ক্ষিপ্রং ত্বং ন ভবিষ্যসি ॥৩৫
বিভীষণস্তু ধর্মাত্মা সতাং মার্গমনুস্মরন্।
অন্বগচ্ছন্মহারাজ শ্রিয়া পরময়া যুতঃ ॥৩৬

তস্মৈ স ভগবাংস্তুষ্টো ভ্রাতা ভ্রাত্রে ধনেশ্বরঃ।
সৈনাপত্যং দদৌ ধীমান্ যক্ষ-রাক্ষসসেনয়োঃ ॥৩৭

রাক্ষসাঃ পুরুষাদাশ্চ পিশাচাশ্চ মহাবলাঃ।
সর্বে সমেত্য রাজানমভ্যষিঞ্চন্ দশাননম্ ॥৩৮

দশগ্রীবশ্চ দৈত্যানাং দেবানাঞ্চ বলোৎকটঃ।
আক্রম্য রত্নান্যহরৎ কামরূপী বিহঙ্গমঃ ॥৩৯

সে তমোগুণে আচ্ছন্ন হইয়া দীর্ঘ নিদ্রার বর চাহিল।২৮

"তাহাই হইবে" বলিয়া ব্রহ্মা বিভীষণকে পুনঃ পুনঃ বলিলেন—"হে পুত্র! তুমি বর চাও;" আমি তোমার উপর সন্তুষ্ট হইয়াছি।২৯

বিভীষণ বলিল,—মহাসঙ্কটে পড়িলেও আমার যেন অধর্মে মতি না হয়। হে ভগবন্! শিক্ষা না করিয়াও আমার মধ্যে ব্রহ্মাস্ত্র যেন প্রতিভাত হয়।৩০

ব্রহ্মা বলিলেন,—হে শত্রুনিসূদন! রাক্ষসযোনিতে জন্ম গ্রহণ করিয়াও যখন তোমার অধর্মে মতি নাই, তখন তোমাকে অমরত্ব প্রদান করিতেছি।৩১

মার্কণ্ডেয় বলিলেন,—হে রাজন্! রাক্ষস দশানন বর লাভ করিয়া লঙ্কায় গিয়া ধনপতি কুবেরের সহিত যুদ্ধ করত তাহার নিকট হইতে লঙ্কা কাড়িয়া লইল।৩২

তখন ভগবান্ ধনেশ্বর লঙ্কা পরিত্যাগ করত অনুগত যক্ষ, রাক্ষস, গন্ধর্ব্ব, কিম্পুরুষ ও রাক্ষসগণকে লইয়া গন্ধমাদন পর্ব্বতে গিয়া বাস করিতে লাগিলেন।৩৩

রাবণ পুনরায় তাঁহার সহিত যুদ্ধ করিয়া পুষ্পক বিমানটী হরণ করিল। তখন ধনেশ্বর ক্রুদ্ধ হইয়া তাহাকে অভিশাপ দিলেন। এই বিমান দীর্ঘকাল তোমাকে বহন করিবে না। যে তোমার হন্তা হইবে, তাহাকেই বহন করিবে। আমি তোমার গুরুজন, আমাকে অবমাননা করায় তোমার আয়ুও আর বেশী দিন নাই।৩৪-৩৫

ধর্ম্মাত্মা বিভীষণ সজ্জনের মার্গ অনুসরণ করত জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা কুবেরের অনুগমন করিলেন এবং তাহার কৃপায় পরম ঐশ্বর্য্যসম্পন্ন হইলেন।৩৬

ভ্রাতা ধীমান্ ভগবান্ ধনেশ্বর তাহার উপর সন্তুষ্ট হইয়া তাহাকে যক্ষ ও রাক্ষসগণের সৈনাপত্য প্রদান করিলেন।৩৭

নরমাংসাশী রাক্ষসগণ এবং মহাবল পিশাচগণ সম্মিলিত হইয়া দশাননকে রাক্ষসরাজরূপে সিংহাসনে অভিষেক করিলেন।৩৮

রাবয়ামাস লোকান্ যৎ তস্মাদ্ রাবণ উচ্যতে
দশগ্রীবঃ কামবলো দেবানাং ভয়মাদধৎ ॥৪০

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং বনপর্ব্বণি রামোপাখ্যানপর্ব্বণি রাবণাদিবরপ্রাপ্তৌ পঞ্চসপ্তত্যধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ ॥২৭৫

উৎকটবলশালী দশানন ইচ্ছানুসারে রূপধারণ করিতে ও আকাশে গমন করিতে সমর্থ ছিল। সে দৈত্য ও দেবগণকে আক্রমণ করিয়া বহুরত্ন আহরণ করিল।৩৯

ইচ্ছানুসারে শক্তিবর্ধন করিতে সমর্থ দশানন সমস্ত লোককে রোদন করাইয়াছিল, এজন্য তাহার নাম রাবণ হইল। সে দেবতাগণের ভয়ের কারণ হইল।৪০

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের বনপর্ব্বান্তর্গত রামোপাখ্যানপর্ব্বে রাবণাদি-বরপ্রাপ্তিবিষয়ক পঞ্চসপ্তত্যধিকদ্বিশততম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।২৭৫

ষট্‌সপ্তত্যধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ।

[রাবণস্যাত্যাচারাদ্ রক্ষণায় ব্রহ্মণঃ সমীপং গত্বা দেবানাং প্রার্থনা, ব্রহ্মণ আদেশেন দেবানাং ভল্লুক-বানরযোনিষু পুত্রোৎপাদনম্, দুন্দুভীগন্ধর্ব্ব্যা মন্থরারূপেণানয়নঞ্চ।]

মার্কণ্ডেয় উবাচ।

ততো ব্রহ্মর্ষয়ঃ সর্বে সিদ্ধা দেবর্ষয়স্তথা।
হব্যবাহং পুরস্কৃত্য ব্রহ্মাণং শরণং গতাঃ ॥১

অগ্নিরুবাচ।

যোঽসৌ বিশ্রবসঃ পুত্রো দশগ্রীবো মহাবলঃ।
অবধ্যো বরদানেন কৃতো ভগবতা পুরা ॥২
স বাধতে প্রজাঃ সর্বা বিপ্রকারৈর্মহাবলঃ।
ততো নস্ত্রাতু ভগবন্ নান্যস্ত্রাতা হি বিদ্যতে ॥৩

ব্রহ্মোবাচ।

ন স দেবাসুরৈঃ শক্যো যুদ্ধে জেতুং বিভাবসো।
বিহিতং তত্র যৎ কার্য্যমভিতস্তস্য নিগ্রহঃ ॥৪
তদর্থমবতীর্ণোঽসৌ মন্নিয়োগাচ্চতুর্ভুজঃ।
বিষ্ণুঃ প্রহরতাং শ্রেষ্ঠঃ স তৎ কর্ম করিষ্যতি ॥৫

মার্কণ্ডেয় উবাচ।

পিতামহস্ততস্তেষাং সন্নিধৌ শক্রমব্রবীৎ।
সর্বৈর্দেবগণৈঃ সার্ধং সম্ভব ত্বং মহীতলে ॥৬

ষট্‌সপ্তত্যধিকদ্বিশততম অধ্যায়।

[রাবণের অত্যাচার হইতে রক্ষার জন্য ব্রহ্মার নিকট গমন করত দেবগণের প্রার্থনা, ব্রহ্মার আদেশে দেবগণের ভল্লুক ও বানরযোনিতে পুত্র উৎপাদন এবং দুন্দুভী গন্ধর্ব্বীকে মন্থরারূপে আনয়ন।]

মার্কণ্ডেয় বলিলেন, অনন্তর সিদ্ধ, ব্রহ্মর্ষি ও দেবর্ষিগণ সকলে মিলিয়া অগ্নিকে সম্মুখে রাখিয়া ব্রহ্মার শরণাগত হইলেন।১

অগ্নিদেব বলিলেন,—হে ভগবন্! বিশ্রবার পুত্র যে মহাবল দশগ্রীবকে আপনি পূর্ব্বে বর দিয়া আমাদের অবধ্য করিয়াছেন, সে সকল প্রজাকে উৎপীড়িত করিতেছে। হে ভগবন্! আপনি আমাদিগকে রক্ষা করুন। আপনি ভিন্ন আর কেহ রক্ষাকর্ত্তা আমাদের নাই।২-৩

ব্রহ্মা বলিলেন,—হে বিভাবসো! দেবতা ও অসুরগণ তাহাকে পরাজয় করিতে সমর্থ হইবে

বিষ্ণোঃ সহায়ানৃক্ষীষু বানরীষু চ সর্বশঃ।
জনয়ধ্বং সুতান্ বীরান্ কামরূপবলান্বিতান্ ॥৭

ততো ভাগানুভাগেন দেব-গন্ধর্ব-পন্নগাঃ।
অবতর্ত্তুং মহীং সর্বে মন্ত্রয়ামাসুরঞ্জসা ॥৮

তেষাং সমক্ষং গন্ধর্বীং দুন্দুভীং নাম নামতঃ।
শশাস বরদো দেবো গচ্ছ কার্য্যার্থসিদ্ধয়ে ॥৯

পিতামহবচঃ শ্রুত্বা গন্ধর্বী দুন্দুভী ততঃ।
মন্থরা মানুষে লোকে কুব্জা সমভবৎ তদা ॥১০

শক্রপ্রভৃতয়শ্চৈব সর্বে তে সুরসত্তমাঃ।
বানরর্ক্ষবরস্ত্রীষু জনয়ামাসুরাত্মজান্ ॥১১

তেঽন্ববর্ত্তন্ পিতৄন্ সর্বে যশসা চ বলেন চ।
ভেত্তারো গিরিশৃঙ্গাণাং শাল-তাল-শিলায়ুধাঃ ॥১২

বজ্রসংহননাঃ সর্বে সর্বে চৌঘবলাস্তথা।
কামবীর্য্যবলাশ্চৈব সর্বে যুদ্ধবিশারদাঃ ॥১৩

নাগাযুতসমপ্রাণা বায়ুবেগসমা জবে।
যত্রেচ্ছকনিবাসাশ্চ কেচিদত্র বনৌকসঃ ॥১৪

এবং বিধায় তৎ সর্বং ভগবাঁল্লোকভাবনঃ।
মন্থরাং বোধয়ামাস যদ্ যৎ কার্য্যং যথা তথা ॥১৫

না, তাহার নিগ্রহ যে উপায়ে হইতে পারে, আমি তাহা সব প্রকারই ব্যবস্থা করিয়াছি।৪

আমি ভগবান্ বিষ্ণুকে ইহাকে নিগ্রহ করিতে অনুরোধ করিয়াছিলাম। তিনি আমার অনুরোধে ভূতলে অবতীর্ণ হইয়াছেন; সেই বীরাগ্রগণ্য বিষ্ণুই তাহার বিনাশকার্য্য সম্পাদন করিবেন।৫

মার্কণ্ডেয় বলিলেন,—পিতামহ তখন দেবগণের সমক্ষেই ইন্দ্রকে বলিলেন—তুমি সকল দেবগণের সহিত ভূতলে অবতীর্ণ হও।৬

বিষ্ণুর সহায়তার জন্য তোমরা ঋক্ষী ও বানরীগণের গর্ভে ইচ্ছানুসারে রূপ ও বলধারণে সমর্থ সন্তানসমূহ উৎপাদন কর।৭

তারপর দেব, গন্ধর্ব্ব ও পন্নগগণ ভাগানুসারে কে কোথায় অবতীর্ণ হইবেন, তাহার জন্য পরামর্শ করিতে লাগিলেন।৮

তাঁহাদের সমক্ষেই ব্রহ্মা দুন্দুভীনাম্নী গন্ধর্ব্বীকে দেবতাগণের কার্য্যসিদ্ধির জন্য মর্ত্ত্যলোকে যাইতে আদেশ করিলেন।৯

পিতামহের কথা শুনিয়া দুন্দুভী গন্ধর্ব্বী মনুষ্যলোকে কুব্জা মন্থরারূপে আবির্ভূত হইলেন।১০

অনন্তর ইন্দ্র প্রভৃতি দেবগণ বানর ও ভল্লুকগণের উত্তমস্ত্রীগণের গর্ভে সন্তানসমূহ উৎপাদন করিলেন। তাহারা সকলেই যশ ও বলে পিতৃগণের সদৃশ হইল। তাহারা এমন প্রভূতবলশালী হইল যে, অনায়াসে তাহারা শাল, তাল ও শিলা প্রভৃতি অস্ত্র দ্বারা যুদ্ধ করিয়া পর্ব্বতের শৃঙ্গসমূহকেও বিদারণ করিতে সমর্থ ছিল।১১-১২

সকলেরই শরীর বজ্রের ন্যায় কঠিন ও প্রচুর বলযুক্ত হইল। তাহারা সকলেই যুদ্ধনিপুণ এবং ইচ্ছানুসারে বল ও বীর্য্য প্রকাশ করিতে সক্ষম ছিল।১৩

তাহারা সকলে দশ হাজার হাতীর বল ধারণ করিত এবং বায়ুর ন্যায় বেগশালী ছিল। তাহারা যেখানে ইচ্ছা সেখানেই থাকিতে পারিত; কেহ কেহ বনেও বাস করিত।১৪

এইরূপ ব্যবস্থা করিয়া লোকভাবন ভগবান্ ব্রহ্মা মন্থরাকে যেখানে যাহা করিতে হইবে, তাহা সবই বুঝাইয়া দিলেন।১৫

সা তদ্বচঃ সমাজ্ঞায় তথা চক্রে মনোজবা।
ইতশ্চেতশ্চ গচ্ছন্তী বৈরসন্ধুক্ষণে রতা ॥১৬

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং বনপর্ব্বণি রামোপাখ্যানপর্ব্বণি বানরাদ্যুৎপত্তৌ ষট্‌সপ্তত্যধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ ॥২৭৮

সে ব্রহ্মার কথা উত্তমরূপে মান্য করিয়া মনের তুল্য বেগে সব কিছু কার্য্য সাধন করিল এবং এদিক্‌ ওদিক্‌ ঘুরিয়া ফিরিয়া শত্রুর দহনে তৎপরা হইল।১৬

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের বনপর্ব্বান্তর্গত রামোপাখ্যানপর্ব্বে বানরাদিউৎপত্তিবিষয়ক ষট্‌সপ্তত্যধিকদ্বিশততম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।২৭৬

সপ্তসপ্তত্যধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ।

[শ্রীরামস্য রাজ্যাভিষেকায়োদ্যোগঃ, রামস্য বনগমনম্, ভরতস্য চিত্রকূটযাত্রা, শ্রীরামেণ খর-দূষণাদিরাক্ষসানাং বিনাশঃ, রাবণস্য মারীচসমীপে গমনঞ্চ।]

যুধিষ্ঠির উবাচ।

উক্তং ভগবতা জন্ম রামাদীনাং পৃথক্ পৃথক্
প্রস্থানকারণং ব্রহ্মন্ শ্রোতুমিচ্ছামি কথ্যতাম্ ॥১
কথং দাশরথী বীরৌ ভ্রাতরৌ রাম-লক্ষ্মণৌ।
সম্প্রস্থিতৌ বনে ব্রহ্মন্ মৈথিলী চ যশস্বিনী ॥২

মার্কণ্ডেয় উবাচ।

জাতপুত্রো দশরথঃ প্রীতিমানভবন্নৃপ।
ক্রিয়ারতির্নিরতঃ সততং বৃদ্ধসেবিতা ॥৩
ক্রমেণ চাস্য তে পুত্রা ব্যবর্দ্ধন্ত মহৌজসঃ।
বেদেষু সরহস্যেষু ধনুর্বেদেষু পারগাঃ ॥৪

চরিতব্রহ্মচর্য্যাস্তে কৃতদারাশ্চ পার্থিব।
যদা তদা দশরথঃ প্রীতিমানভবৎ সুখী ॥৫

জ্যেষ্ঠো রামোঽভবৎ তেষাং রময়ামাস হি প্রজাঃ।
মনোহরতয়া ধীমান্ পিতুর্হৃদয়নন্দনঃ ॥৬

সপ্তসপ্তত্যধিকদ্বিশততম অধ্যায়।

[শ্রীরামের রাজ্যাভিষেকের উদ্যোগ, রামের বনগমন, ভরতের চিত্রকূট-যাত্রা, শ্রীরামকর্ত্তৃক খর-দূষণাদি রাক্ষসের বিনাশ এবং রাবণের মারীচের নিকট গমন।]

যুধিষ্ঠির বলিলেন,—হে ভগবন্! রামাদি ভ্রাতৃবৃন্দের জন্মের কথা আপনি পৃথক্ পৃথক্ ভাবে বলিলেন। হে ব্রহ্মন্! কিন্তু দশরথপুত্র শ্রীরামচন্দ্র, লক্ষণ ও যশস্বিনী মিথিলারাজকন্যা সীতা কেন বনে গমন করিয়াছিলেন? হে ব্রহ্মন্। আমি ইঁহাদের বনগমনের কারণ শুনিতে ইচ্ছা করি, আপনি তাহা বর্ণনা করুন।১-২

মার্কণ্ডেয় বলিলেন,—পুত্র জন্মলাভ করায় রাজা দশরথ পরম আনন্দিত হইলেন। তিনি সৎকর্ম্মনিরত, ধার্ম্মিক ও বিদ্বান্‌গণের সেবক ছিলেন।৩

ক্রমে ক্রমে রাজার সেই মহাতেজস্বী পুত্রগণ বড় হইতে লাগিলেন এবং বেদে ও রহস্যসহিত ধনুর্ব্বেদে পারদর্শী হইলেন। ভূপতে। ব্রহ্মচর্য্যাদি ব্রত পালন করত পরে বিবাহ করিয়া যখন গৃহস্থাশ্রমে

ততঃ স রাজা মতিমান্ মত্বাত্মানং বয়োঽধিকম্ ।
মন্ত্রয়ামাস সচিবৈর্ধর্মজ্ঞৈশ্চ পুরোহিতৈঃ ॥৭
অভিষেকায় রামস্য যৌবরাজ্যেন ভারত ।
প্রাপ্তকালঞ্চ তে সর্বে মেনিরে মন্ত্রিসত্তমাঃ ॥৮
লোহিতাক্ষং মহাবাহুং মত্তমাতঙ্গগামিনম্ ।
কম্বুগ্রীবং মহোরস্কং নীলকুঞ্চিতমূর্ধজম্ ॥৯
দীপ্যমানং শ্রিয়া বীরং শক্রাদনবরং রণে ।
পারগং সর্বধর্মাণাং বৃহস্পতিসমং মতৌ ॥১০
সর্বানুরক্তপ্রকৃতিং সর্ববিদ্যাবিশারদম্ ।
জিতেন্দ্রিয়মমিত্রাণামপি দৃষ্টিমনোহরম্ ॥১১
নিয়ন্তারমসাধূনাং গোপ্তারং ধর্মচারিণাম্ ।
ধৃতিমন্তমনাধৃষ্যং জেতারমপরাজিতম্ ॥১২

পুত্রং রাজা দশরথঃ কৌশল্যানন্দবর্ধনম্ ।
সন্দৃশ্য পরমাং প্রীতিমগচ্ছৎ কুরুনন্দন ॥১৩
চিন্তয়ংশ্চ মহাতেজা গুণান্ রামস্য বীর্য্যবান্ ।
অভ্যভাষত ভদ্রং তে প্রীয়মাণঃ পুরোহিতম্ ॥১৪
অদ্য পুষ্যো নিশি ব্রহ্মন্ পুণ্যং যোগমুপৈষ্যতি ।
সম্ভারাঃ সন্ত্রিয়ন্তাং মে রামশ্চোপনিমন্ত্র্যতাম্ ॥১৫
ইতি তদ্ রাজবচনং প্রতিশ্রুত্যাথ মন্থরা ।
কৈকেয়ীমভিগম্যেদং কালে বচনমব্রবীৎ ॥১৬
অদ্য কৈকেয়ি দৌর্ভাগ্যং রাজ্ঞা তে
খ্যাপিতং মহৎ ।
আশীবিষস্ত্বাং সংক্রুদ্ধশ্চণ্ডো দশতু দুর্ভগে ॥১৭

প্রবেশ করিলেন, তখন রাজা দশরথ প্রসন্ন ও সুখী হইলেন ।৪-৫

চারিপুত্রের মধ্যে বুদ্ধিমান্ জ্যেষ্ঠপুত্র শ্রীরাম মনোহর রূপ ও সুন্দর স্বভাবের দ্বারা প্রজাগণকে আনন্দিত করিতে লাগিলেন এবং এইভাবে পিতারও হৃদয়ানন্দকারী হইলেন ।৬

যুধিষ্ঠির ! তারপর পরম বুদ্ধিমান্ রাজা দশরথ নিজ বৃদ্ধ বয়সের কথা চিন্তা করিয়া রামচন্দ্রকে যৌবরাজ্যে অভিষেক করিবার ইচ্ছায় ধর্ম্মজ্ঞ পুরোহিত ও মন্ত্রিগণের সহিত মন্ত্রণা করিতে লাগিলেন। শ্রীরামচন্দ্রের যৌবরাজ্যে অভিষেক করিবার সময় হইয়াছে দেখিয়া শ্রেষ্ঠ মন্ত্রিগণ সকলেই তাঁহার ইচ্ছাকে সমর্থন করিলেন ।৭-৮

আরক্তলোচন মহাবাহু শ্রীরাম মত্ত-মাতঙ্গের ন্যায় গমনশীল, তাঁহার গ্রীবা কম্বুর ন্যায় সুন্দর, বক্ষঃস্থল বিশাল এবং তাঁহার কেশ নীল ও কুঞ্চিত ছিল। তিনি নিজ তেজে দেদীপ্যমান, ইন্দ্রতুল্য বীর, সর্ব্বধর্ম্মপারংগত, সর্ব্ববিদ্যাবিশারদ, জিতেন্দ্রিয়, শত্রুগণের লোচনমনোহর, দুষ্টের শাসক, শিষ্টের পরিপালক, ধৈর্য্যশীল, অপ্রধৃষ্য, জয়শীল ও শত্রুর অপরাজিত ছিলেন। তিনি মাতা কৌশল্যার আনন্দবর্দ্ধনকারী ছিলেন। এতাদৃশ জ্যেষ্ঠপুত্রকে যৌবরাজ্যে অভিষেকের যোগ্য দেখিয়া রাজা দশরথ পরম প্রীত হইলেন ।৯-১৩

মহাতেজস্বী ও বীর্য্যবান্ দশরথ রামচন্দ্রের উক্ত গুণসমূহের কথা চিন্তা করিয়া পুরোহিতকে বলিলেন,—ব্রহ্মন্ ! আপনার কল্যাণ হউক, আজ রাত্রিতে পুষ্য-নক্ষত্রের উদয় হওয়ায় পুণ্য-যোগ হইবে, সুতরাং আপনি রাজ্যাভিষেকের দ্রব্য-সামগ্রী সংগ্রহ করুন এবং রামচন্দ্রকেও এই সংবাদ জানাইয়া দিন ।১৪-১৫

রাজার এই কথা মন্থরা শুনিয়া কৈকেয়ীর নিকট গমন করত তাঁহাকে সময়োচিত কথা বলিতে লাগিল ।১৬

হে কৈকেয়ি ! আজ রাজার ঘোষণা তোমার পক্ষে ভয়ানক দুর্ভাগ্যের সূচক। দুর্ভগে ! ইহার চেয়ে ভাল হইত, যদি ক্রুদ্ধ প্রচণ্ড বিষধর সর্প তোমাকে দংশন করিত ।১৭

সুভগা খলু কৌশল্যা যস্যাঃ পুত্রোঽভিষেক্ষ্যতে।
কুতো হি তব সৌভাগ্যং যস্যাঃ পুত্রো
ন রাজ্যভাক্ ॥১৮
সা তদ্বচনমাজ্ঞায় সর্বাভরণভূষিতা।
দেবী বিলগ্নমধ্যেব বিভ্রতী রূপমুত্তমম্ ॥১৯
বিবিক্তে পতিমাসাদ্য হসন্তীব শুচিস্মিতা।
প্রণয়ং ব্যঞ্জয়ন্তীব মধুরং বাক্যমব্রবীৎ ॥২০
সত্যপ্রতিজ্ঞ যন্মে ত্বং কামমেকং নিসৃষ্টবান্।
উপাকুরুষ্ব তদ্ রাজংস্তস্মান্মুচ্যস্ব সঙ্কটাৎ ॥২১
রাজোবাচ।
বরং দদানি তে হন্ত তদ্ গৃহাণ যদিচ্ছসি।
অবধ্যো বধ্যতাং কোঽদ্য বধ্যঃ কোঽদ্য
বিমুচ্যতাম্ ॥২২

ধনং দদানি কস্যাদ্য হ্রিয়তাং কস্য বা পুনঃ।
ব্রাহ্মণস্বাদিহান্যত্র যৎ কিঞ্চিদ্ বিত্তমস্তি মে ॥২৩
পৃথিব্যাং রাজরাজোঽস্মি চাতুর্বর্ণ্যস্য রক্ষিতা।
যস্তেঽভিলষিতঃ কাম্যো ব্রূহি কল্যাণি মা চিরম্ ॥২৪

সা তদ্বচনমাজ্ঞায় পরিগৃহ্য নরাধিপম্।
আত্মনো বলমাজ্ঞায় তত এনমুবাচ হ ॥২৫
আভিষেচনিকং যৎ তে রামার্থমুপকল্পিতম্।
ভরতস্তদবাপ্নোতু বনং গচ্ছতু রাঘবঃ ॥২৬
স তদ্ রাজা বচঃ শ্রুত্বা বিপ্রিয়ং দারুণোদয়ম্।
দুঃখার্তো ভরতশ্রেষ্ঠ ন কিঞ্চিদ্ ব্যাজহার হ ॥২৭
ততস্তথোক্তং পিতরং রামো বিজ্ঞায় বীর্য্যবান্।
বনং প্রতস্থে ধর্মাত্মা রাজা সত্যো ভবত্বিতি ॥২৮

কৌশল্যাই সৌভাগ্যবতী; কেননা, তাহার পুত্রের রাজ্যাভিষেক কাল হইবে। যাহার পুত্র রাজ্য পায় না, সেই তোমার সৌভাগ্য কোথায়?।১৮

সূক্ষ্মকটিদেশশোভিতা দেবী কৈকেয়ী মন্থরার কথা শ্রবণ করত সর্ব্বাভরণে ভূষিতা হইয়া অপূর্ব্ব রূপ-ধারণপূর্ব্বক নির্জ্জনে পতির নিকট গিয়া প্রণয়ব্যঞ্জক পবিত্র মৃদুহাস্যে মধুর বাক্যে বলিলেন।১৯-২০

হে সত্যপ্রতিজ্ঞ মহারাজ! আপনি পূর্ব্বে আমাকে যে বর দিতে চাহিয়াছিলেন, আজ আমাকে সেই বর দিয়া আপনি সত্যরক্ষা করিয়া সত্যভ্রংশরূপ সঙ্কট হইতে মুক্ত হউন।২১

রাজা বলিলেন,—হে প্রিয়ে! ইহা তো আনন্দের কথা। আমি তোমাকে অবশ্যই বর দিব, তুমি যাহা ইচ্ছা চাহিয়া লইতে পার। বল, আজ কোন অবধ্য ব্যক্তি তোমার ইচ্ছায় বধ্য বা কোন বধ্য ব্যক্তি তোমার ইচ্ছায় মুক্ত হইবে?।২২

তোমার ইচ্ছায় কাহাকে আমি প্রচুর ধন দান করিব অথবা কাহার নিকট হইতে ধন অপহরণ করিব? ব্রাহ্মণের ধন ব্যতীত আমার যে-সমস্ত ধন আছে, তাহা সবই তোমার অধিকার।২৩

আমি এই পৃথিবীর রাজরাজেশ্বর (সম্রাট), ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র—এই চারিবর্ণের প্রজার রক্ষাকর্ত্তা, তোমার যাহা অভিলষিত, তাহা বল; হে কল্যাণি! আমি অচিরেই তাহা পূর্ণ করিব।২৪

কৈকেয়ী রাজাকে নিজের বাক্যজালে আবদ্ধ করিয়া এবং নিজের প্রকৃত শক্তিকে চিন্তা করিয়া রাজাকে বলিলেন।২৫

শ্রীরামচন্দ্রের অভিষেকের জন্য যেসকল দ্রব্য সংগ্রহ করা হইয়াছে, তাহার দ্বারা ভরতের অভিষেক করুন এবং রামকে বনে পাঠাইয়া দিন।২৬

ভরতশ্রেষ্ঠ যুধিষ্ঠির! রাজা দশরথ কৈকেয়ীর দারুণ অভিপ্রায়ের কথা শুনিয়া অত্যন্ত দুঃখিত

তমন্বগচ্ছল্লক্ষ্মীবান্ ধনুষ্মাঁল্লক্ষ্মণস্তদা।
সীতা চ ভার্য্যা ভদ্রং তে বৈদেহী জনকাত্মজা ॥২৯

ততো বনং গতে রামে রাজা দশরথস্তদা।
সমযুজ্যত দেহস্য কালপর্য্যায়ধর্ম্মণা ॥৩০

রামন্তু গতমাজ্ঞায় রাজানঞ্চ তথাগতম্।
আনায্য ভরতং দেবী কৈকেয়ী বাক্যমব্রবীৎ ॥৩১

গতো দশরথঃ স্বর্গং বনস্থৌ রাম-লক্ষ্মণৌ।
গৃহাণ রাজ্যং বিপুলং ক্ষেমং নিহতকণ্টকম্ ॥৩২

তামুবাচ স ধর্ম্মাত্মা নৃশংসং বত তে কৃতম্।
পতিং হত্বা কুলং চেদমুৎসাদ্য ধনলুব্ধয়া ॥৩৩

অযশঃ পাতয়িত্বা মে মূর্দ্ধ্নি ত্বং কুলপাংসনে।
সকামা ভব মে মাতরিত্যুক্ত্বা প্ররুরোদ হ ॥৩৪

স চারিত্রং বিশোধ্যাথ সর্বপ্রকৃতিসন্নিধৌ।
অন্বয়াদ্ ভ্রাতরং রামং বিনিবর্তনলালসঃ ॥৩৫

কৌশল্যাঞ্চ সুমিত্রাঞ্চ কৈকেয়ীঞ্চ সুদুঃখিতঃ।
অগ্রে প্রস্থাপ্য যানৈঃ স শত্রুঘ্নসহিতো যযৌ ॥৩৬

বশিষ্ঠ-বামদেবাভ্যাং বিপ্রৈশ্চান্যৈঃ সহস্রশঃ।
পৌরজানপদৈঃ সার্দ্ধং রামনয়নকাঙ্ক্ষয়া ॥৩৭

দদর্শ চিত্রকূটস্থং স রামং সহলক্ষ্মণম্।
তাপসানামলঙ্কারং ধারয়ন্তং ধনুর্দ্ধরম্ ॥৩৮

হইলেন এবং কৈকেয়ীর কথায় কোনই উত্তর দিলেন না।২৮

শ্রীরামচন্দ্র শক্তিশালী হইলেও অত্যন্ত ধর্ম্মাত্মা ছিলেন। তিনি পিতার উক্তির কথা জানিতে পারিয়া 'পিতার সত্য রক্ষিত হউক' এই মনে করিয়া বনে চলিয়া গেলেন।২৮

হে রাজন্! তোমার কল্যাণ হউক। উত্তম শারীরিক কান্তিমান্ ও ধনুষ্মান্ লক্ষ্মণ ও বিদেহরাজকুমারী জনক-দুহিতা সীতা শ্রীরামের সঙ্গী হইলেন।২৯

তারপর শ্রীরাম বনে চলিয়া গেলে (তাঁহার বিয়োগে) বৃদ্ধ রাজা দশরথ কালধর্ম্মানুসারে প্রাণত্যাগ করিলেন।৩০

শ্রীরামকে বনগত ও রাজা দশরথকে পরলোকগত দেখিয়া দেবী কৈকেয়ী পিত্রালয় হইতে ভরতকে আনাইয়া তাঁহাকে বলিলেন।৩১

রাজা দশরথ স্বর্গে গিয়াছেন এবং রাম ও লক্ষ্মণ বনে গিয়াছেন; সুতরাং তুমি এখন নিষ্কণ্টক ও সুখদ এই বিশাল রাজ্য গ্রহণ কর।৩২

ধর্ম্মাত্মা ভরত তখন কৈকেয়ীকে বলিলেন,—"তুমি অত্যন্ত নৃশংস কাজ করিয়াছ, ধনলুব্ধা হইয়া পতিকে বধ করিয়াছ। কুলকলঙ্কিনি জননি! আমার মাথার উপর কলঙ্কের বোঝা চাপাইয়া দিয়া তুমি তোমার এই ক্রূর কামনা পূর্ণ করিয়াছ" এই বলিয়া ভরত উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিতে লাগিলেন।৩৩-৩৪

ভরত সকল প্রজাকে নিজের নির্দ্দোষতার কথা বলিয়া রামচন্দ্রকে ফিরাইয়া আনিবার আশায় রামের অনুগমন করিলেন।৩৫

তিনি কৌশল্যা, সুমিত্রা ও কৈকেয়ীকে অগ্রে করিয়া শত্রুঘ্নের সহিত রথে চড়িয়া রামকে আনিবার জন্য চলিলেন।৩৬

রামকে ফিরাইয়া আনিবার জন্য বশিষ্ঠ বামদেব প্রভৃতি মন্ত্রিগণ এবং পুরবাসী ও জনপদবাসী পুরুষগণও তাঁহার সঙ্গে চলিলেন।৩৭

তিনি চিত্রকূটে গিয়া তাপসগণের অলঙ্কারস্বরূপ ধনুর্দ্ধারী রামচন্দ্রকে লক্ষ্মণের সহিত তথায় দেখিতে পাইলেন।৩৮

(শ্রীরাম উবাচ।
গচ্ছ তাত প্রজা রক্ষ্যাঃ সত্যং রক্ষ্যাম্যহং পিতুঃ।)
বিসর্জিতঃ স রামেণ পিতুর্বচনকারিণা।
নন্দিগ্রামেঽকরোদ্ রাজ্যং পুরস্কৃত্যাস্য পাদুকে ॥৩৯
রামস্তু পুনরাশঙ্ক্য পৌরজানপদাগমম্।
প্রবিবেশ মহারণ্যং শরভঙ্গাশ্রমং প্রতি ॥৪০
সংস্কৃত্য শরভঙ্গং স দণ্ডকারণ্যমাশ্রিতঃ।
নদীং গোদাবরীং রম্যামাশ্রিত্য ন্যবসৎ তদা ॥৪১
বসতস্তস্য রামস্য ততঃ শূর্পণখাকৃতম্।
খরেণাসীন্মহদ্ বৈরং জনস্থাননিবাসিনা ॥৪২
রক্ষার্থং তাপসানাং তু রাঘবো ধর্মবৎসলঃ।
চতুর্দশ সহস্রাণি জঘান ভুবি রক্ষসাম্ ॥৪৩
দূষণঞ্চ খরং চৈব নিহত্য সুমহাবলৌ।
চক্রে ক্ষেমং পুনর্ধীমান্ ধর্মারণ্যং স রাঘবঃ ॥৪৪
হতেষু তেষু রক্ষঃসু ততঃ শূর্পণখা পুনঃ।
যযৌ নিকৃত্তনাসৌষ্ঠী লঙ্কাং ভ্রাতুর্নিবেশনম্ ॥
ততো রাবণমভ্যেত্য রাক্ষসী দুঃখমূর্চ্ছিতা।
পপাত পাদয়োর্ভ্রাতুঃ সংশুষ্করুধিরাননা ॥৪৬
তাং তথা বিকৃতাং দৃষ্ট্বা রাবণঃ ক্রোধমূর্চ্ছিতঃ।
উৎপপাতাসনাৎ ক্রুদ্ধো দন্তৈর্দন্তানুপস্পৃশন্ ॥৪৭
স্বানমাত্যান্ বিসৃজ্যাথ বিবিক্তে তামুবাচ সঃ।
কেনাস্যেবং কৃতা ভদ্রে মামচিন্ত্যাবমন্য চ ॥৪৮
কঃ শূলং তীক্ষ্ণমাসাদ্য সর্বগাত্রৈর্নিষেবতে।
কঃ শিরস্যগ্নিমাধায় বিশ্বস্তঃ স্বপতে সুখম্ ॥৪৯

রামচন্দ্র পিতৃসত্য পালনের জন্য বন হইতে ফিরিতে স্বীকৃত হইলেন না; তখন অগত্যোপায় হইয়া ভরত শ্রীরামের পাদুকাদ্বয় লইয়া নন্দীগ্রামে রাজত্ব করিতে লাগিলেন।৩৯

পুনরায় পুরবাসিগণ আসিয়া বিরক্ত করিতে পারে এই আশঙ্কায় শ্রীরাম শরভঙ্গমুনির আশ্রমের দিকে মহারণ্যে প্রবেশ করিলেন।৪০

শরভঙ্গমুনির সৎকার করত রামচন্দ্র দণ্ডকারণ্যে প্রবেশ করিলেন এবং রমণীয় গোদাবরী নদীর তীরে পঞ্চবটীতে আশ্রম নির্ম্মাণ করত বনবাস করিতে লাগিলেন।৪১

সেইখানে বাস করিতে করিতেই শূর্পণখার জন্য শ্রীরামের জনস্থাননিবাসী খর ও দূষণের সহিত শত্রুতা হইল।৪২

তাপসগণের রক্ষার জন্য এই ভূমণ্ডলে ধর্ম্ম-বৎসল রাঘব চৌদ্দ হাজার রাক্ষস বধ করিয়াছিলেন।৪৩

তাহার পর অতিশয় বলবান্ খর ও দূষণকে বধ করিয়া ধীমান্ রাঘব সেই ধর্ম্মারণ্যকে নিরাপদ করিলেন।৪৪

অনন্তর সেই রাক্ষসগণ সকলে নিহত হইলে শূর্পণখা ছিন্ন নাসাকর্ণ লইয়া লঙ্কায় জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা রাবণের ভবনে গেল।৪৫

শূর্পণখারাক্ষসী রাবণের নিকট গিয়া দুঃখে মূর্চ্ছিতপ্রায়া হইয়া ভ্রাতার চরণদ্বয়ে আছড়াইয়া পড়িল। তখন তাহার মুখ শুষ্ক রক্তে লিপ্ত ছিল।৪৬

তাহার বিকৃত অবস্থা দেখিয়া রাবণ অত্যন্ত ক্রোধে জ্ঞানশূন্য হইল এবং দাঁতে দাঁত কামড়াইয়া সিংহাসন হইতে উঠিয়া পড়িল।৪৭

নিজ অমাত্যগণকে বিদায় দিয়া নির্জ্জনে তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল—ভদ্রে! আমার কথা চিন্তা না করিয়া এবং আমাকে অগ্রাহ্য করত কে তোমার এই দুর্দ্দশা করিল ?৪৮

আশীবিষং ঘোরতরং পাদেন স্পৃশতীহ কঃ।
সিংহং কেসরিণং কশ্চ দংষ্ট্রায়াং স্পৃশ্য তিষ্ঠতি ॥৫০
ইত্যেবং ব্রুবতস্তস্য স্রোতোভ্যস্তেজসোঽর্চিষঃ।
নিশ্চেরুর্দহতো রাত্রৌ বৃক্ষস্যেব স্বরন্ধ্রতঃ ॥৫১
তস্য তৎ সর্বমাচখ্যৌ ভগিনী রামবিক্রমম্।
খর-দূষণসংযুক্তং রাক্ষসানাং পরাভবম্ ॥৫২
স নিশ্চিত্য ততঃ কৃত্যং স্বসারমুপসান্ত্ব্য চ।
ঊর্ধ্বমাচক্রমে রাজা বিধায় নগরে বিধিম্ ॥৫৩
ত্রিকূটং সমতিক্রম্য কালপর্বতমেব চ।
দদর্শ মকরাবাসং গম্ভীরোদং মহোদধিম্ ॥৫৪

তমতীত্যাথ গোকর্ণমভ্যগচ্ছদ্ দশাননঃ।
দয়িতং স্থানমব্যগ্রং শূলপাণের্মহাত্মনঃ ॥৫৫

তত্রাভ্যগচ্ছন্মারীচং পূর্বামাত্যং দশাননঃ।
পুরা রামভয়াদেব তাপস্যং সমুপাশ্রিতম্ ॥৫৬

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং বনপর্বণি রামোপাখ্যান-পর্ব্বণি রামবনাভিগমনে সপ্তসপ্তত্য-ধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ ॥২৭৭

কে তীক্ষ্ণ শূলের নিকট যাইয়া সর্ব্বগাত্রে উহাকে স্পর্শ (আঘাত) করায়? কে মস্তকে অগ্নি রাখিয়া নিশ্চিন্তে ঘুমাইতে থাকে? ৪৯

বিষধর সর্পকে কে পায়ে মাড়াইতে সাহস করিয়াছে? কেশরী সিংহের দাঁতের মধ্যে হাত দিয়া কে নিশ্চিন্তে অবস্থান করে? ৫০

এই কথা বলিতে বলিতে তাহার চক্ষু, নাসিকা প্রভৃতি ছিদ্রসমূহ হইতে এমন আগুনের হল্কা বাহির হইতে লাগিল যে, দেখিয়া মনে হইতে লাগিল যেন রাত্রিতে দহ্যমান বৃক্ষসমূহের ছিদ্র হইতে অগ্নিশিখা নির্গত হইতেছে। ৫১

তারপর ভগিনী শূর্পণখা রামচন্দ্রের বিক্রমের কথা বলিতে গিয়া চৌদ্দ হাজার রাক্ষসসহ খর ও দূষণের বধের কথা বলিল। ৫২

অনন্তর রাবণ নিজের কর্ত্তব্য স্থির করিয়া ভগিনীকে সান্ত্বনা দিল এবং লঙ্কা পুরীর রক্ষার যথাযথ ব্যবস্থা করিয়া বিমান লইয়া আকাশে উঠিল। ৫৩

সে ত্রিকূট শৃঙ্গ ও কালপর্ব্বতকে অতিক্রম করত মকরালয় গভীর জল সমুদ্র দর্শন করিল। ৫৪

তারপর সমুদ্রকে ডিঙ্গাইয়া ভগবান্ শূলপাণির প্রিয়তীর্থ অবিচল গোকর্ণে গিয়া উপস্থিত হইল। ৫৫

শ্রীরামের ভয়ে ভীত যে মারীচ তপস্যায় মনোযোগ দিয়াছিল, সেই পূর্ব্বামাত্য মারীচের নিকট রাবণ গমন করিল। ৫৬

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের বনপর্ব্বান্তর্গত রামোপাখ্যানপর্ব্বে শ্রীরাম-বনাভিগমনবিষয়ক সপ্তসপ্তত্যধিকদ্বিশততম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত। ২৭৭

অষ্টসপ্তত্যধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ।

[মৃগরূপধারিণো মারীচস্য বিনাশঃ, সীতাপহরণঞ্চ ।]

মার্কণ্ডেয় উবাচ।

মারীচস্ত্বথ সম্ভ্রান্তো দৃষ্ট্বা রাবণমাগতম্।
পূজয়ামাস সৎকারৈঃ ফলমূলাদিভিস্ততঃ ॥১

বিশ্রান্তং চৈনমাসীনমন্বাসীনঃ স রাক্ষসঃ।
উবাচ প্রশ্রিতং বাক্যং বাক্যজ্ঞো বাক্যকোবিদম্ ॥২

ন তে প্রকৃতিমান্ বর্ণঃ কচ্চিৎ ক্ষেমং পুরে তব।
কচ্চিৎ প্রকৃতয়ঃ সর্ব্বা ভজন্তে ত্বাং যথা পুরা ॥৩
কিমিহাগমনে চাপি কার্য্যং তে রাক্ষসেশ্বর।
কৃতমিত্যেব তদ্ বিদ্ধি যদ্যপি স্যাৎ সুদুষ্করম্ ॥৪
শশংস রাবণস্তস্মৈ তৎ সর্বং রামচেষ্টিতম্।
সমাসেনৈব কার্য্যাণি ক্রোধামর্ষসমন্বিতঃ ॥৫
মারীচস্ত্বব্রবীচ্ছ্রুত্বা সমাসেনৈব রাবণম্।
অলং তে রামমাসাদ্য বীর্য্যজ্ঞো হ্যস্মি তস্য বৈ ॥৬
বাণবেগং হি কস্তস্য শক্তঃ সোঢ়ুং মহাত্মনঃ।
প্রব্রজ্যায়াং হি মে হেতুঃ স এব পুরুষর্ষভঃ ॥৭
বিনাশমুখমেতৎ তে কেনাখ্যাতং দুরাত্মনা।
তমুবাচাথ সক্রোধো রাবণঃ পরিভর্ৎসয়ন্ ॥৮
অকুর্বতোঽস্মদ্বচনং স্যান্মৃত্যুরপি তে ধ্রুবম্।
মারীচশ্চিন্তয়ামাস বিশিষ্টান্মরণং বরম্ ॥৯
অবশ্যং মরণে প্রাপ্তে করিষ্যাম্যস্য যন্মতম্।
ততস্তং প্রত্যুবাচাথ মারীচো রক্ষসাং বরম্ ॥১০
কিং তে সাহ্যং ময়া কার্য্যং করিষ্যাম্য-
বশোঽপি তৎ।
তমব্রবীদ্ দশগ্রীবো গচ্ছ সীতাং প্রলোভয় ॥১১

অষ্টসপ্তত্যধিকদ্বিশততম অধ্যায়।

[মৃগরূপধারী মারীচের বিনাশ এবং সীতা অপহরণ।]

মার্কণ্ডেয় বলিলেন,—রাবণকে আসিতে দেখিয়া মারীচ সসম্ভ্রমে উঠিয়া পাদ্য, অর্ঘ্য ও ফলমূলাদি অতিথিসৎকারোচিত দ্রব্যের দ্বারা তাহার পূজা করিল।১

যখন রাবণ বিশ্রাম করিয়া আসনে উপবেশন করিল, তখন নিকটবর্ত্তী আসনে উপবিষ্ট ও বাক্যের মর্ম্ম বুঝিতে সমর্থ মারীচ বাক্যের তাৎপর্য্য বুঝিতে নিপুণ রাবণকে জিজ্ঞাসা করিল।২

তোমার শরীরের বর্ণ স্বাভাবিক নহে। তোমার পুরীর কুশল তো? লঙ্কার প্রজাগণ তোমাকে পূর্ব্বের ন্যায়ই ভজনা করিতেছে তো?৩

হে রাক্ষসেশ্বর! তোমার এখানে আগমনের কারণ কি? যদি তাহা দুষ্করও হয়, তথাপি তোমার সেই কার্য্য সিদ্ধ হইয়াছে বলিয়াই ধরিয়া লও।৪

ক্রোধ ও অমর্ষে পরিপূর্ণ রাবণ তাহাকে রামচন্দ্রের বিক্রমের কথা সব বলিয়া নিজের অভিপ্রায়ও সংক্ষেপে তাহাকে বলিল।৫

মারীচ সকল কথা শুনিয়া রাবণকে সংক্ষেপে বলিল—রামচন্দ্রের সহিত বিবাদে কাজ নাই। আমি তাঁহার বীর্য্য ভাল করিয়াই জানি।৬

সেই মহাত্মার বাণবেগ সহ্য করিবার শক্তি কাহার আছে? সেই পুরুষোত্তম শ্রীরামচন্দ্রই আমার এইরূপ তপস্বী হইবার প্রতিকারণ।৭

কোন দুরাত্মা তোমাকে এই বিনাশের মুখে ঠেলিয়া দিতেছে।

তখন রাবণ ক্রুদ্ধ হইয়া তাহাকে ভর্ৎসনা করিতে করিতে বলিল—যদি তুমি আমার কথা না শুন, তবে তোমার মৃত্যু সুনিশ্চিত।

মারীচ তখন চিন্তা করিয়া দেখিল যে, যদি

রত্নশৃঙ্গো মৃগো ভূত্বা রত্নচিত্রতনূরুহঃ
ধ্রুবং সীতা সমালক্ষ্য ত্বাং রামং চোদয়িষ্যতি ॥১২
অপক্রান্তে চ কাকুৎস্থে সীতা বশ্যা ভবিষ্যতি।
তামাদায়াপনেষ্যামি ততঃ স ন ভবিষ্যতি ॥১৩
ভার্য্যাবিয়োগাদ্ দুর্বুদ্ধিরেতৎ সাহ্যং কুরুষ্ব মে।
ইত্যেবমুক্তো মারীচঃ কৃত্বোদকমথাত্মনঃ ॥১৪
রাবণং পুরতো যান্তমন্বগচ্ছৎ সুদুঃখিতঃ।
ততস্তস্যাশ্রমং গত্বা রামস্যাক্লিষ্টকর্মণঃ ॥১৫
চক্রতুস্তৎ তথা সর্বমুভৌ যৎ পূর্বমন্ত্রিতম্।
রাবণস্তু যতির্ভূত্বা মুণ্ডঃ কুণ্ডী ত্রিদণ্ডধৃক্ ॥১৬

অবশ্যই মরিতে হয়, তবে শ্রেষ্ঠ পুরুষ শ্রীরামের হাতে মরাই ভাল। এইরূপ চিন্তা করিয়া সে রাবণের সাহায্য করিতে নিশ্চয় করিল।

অনন্তর মারীচ রাক্ষসরাজ রাবণকে বলিল— বল, আমাকে তোমার কি সাহায্য করিতে হইবে? ইচ্ছা না থাকিলেও আমি অবশ হইয়াও তাহা করিব।

তখন দশানন মারীচকে বলিল—তুমি রত্নময় শৃঙ্গযুক্ত মৃগশরীর ধারণ করিয়া সীতাকে প্রলোভিত কর। তোমার শরীর এমন হইবে যেন প্রতি লোমকূপে চিত্রবিচিত্র নানা রত্ন থাকে। তোমাকে দেখিলে সীতা অবশ্যই ধরিবার জন্য রামকে প্রেরণা দিবে।৮-১২

তুমি রামকে ভুলাইয়া বহু দূরে লইয়া গেলে তখন সীতা আমার বশীভূতা হইবে। আমি তাহাকে লইয়া পলায়ন করিব। আর প্রিয়া পত্নী সীতার বিয়োগে দুর্মতি রাম মরিয়া যাইবে। তুমি এই সাহায্য আমাকে কর।

রাবণের কথা শুনিয়া মারীচ বুঝিল তাহার মৃত্যু সুনিশ্চিত, তাই সে নিজেই নিজের শ্রাদ্ধ তর্পণাদি করিয়া অতি দুঃখিত মনে অগ্রগামী রাবণের অনুসরণ করিল।

মৃগশ্চ ভূত্বা মারীচস্তং দেশমুপজগ্মতুঃ।
দর্শয়ামাস মারীচো বৈদেহীং মৃগরূপধৃক্ ॥১৭
চোদয়ামাস তস্যার্থে সা রামং বিধিচোদিতা।
রামস্তস্যাঃ প্রিয়ং কুর্বন্ ধনুরাদায় সত্বরঃ ॥১৮
রক্ষার্থে লক্ষ্মণং ন্যস্য প্রযযৌ মৃগলিপ্সয়া।
স ধন্বী বদ্ধতূণীরঃ খড়্গগোধাঙ্গুলিত্রবান্ ॥১৯
অন্বধাবন্মৃগং রামো রুদ্রস্তারামৃগং যথা।
সোঽন্তর্হিতঃ পুনস্তস্য দর্শনং রাক্ষসো ব্রজন্ ॥২০
চকর্ষ মহদধ্বানং রামস্তং বুবুধে ততঃ।
নিশাচরং বিদিত্বা তং রাঘবঃ প্রতিভানবান্ ॥২১

তারপর অক্লিষ্টকর্মা শ্রীরামচন্দ্রের আশ্রমের নিকটে গিয়া উভয়ের মন্ত্রণানুরূপ সমস্ত কার্য্য করিল।

রাবণ মুণ্ডিতমস্তক, ত্রিদণ্ডধারী ও ভিক্ষাপাত্র-ধারী সন্ন্যাসী সাজিল এবং মারীচ রত্নমৃগরূপ ধারণ করিয়া সেই স্থানে গিয়া সীতাকে নিজরূপ দেখাইল।১৩-১৭

বিধির বিধানে প্রেরিত হইয়া সীতা মারীচকে ধরিয়া দিবার জন্য শ্রীরামকে বলিল এবং শ্রীরামও সীতার প্রিয় করিতে ইচ্ছুক হইয়া ধনু লইয়া লক্ষ্মণকে সীতার রক্ষার্থ রাখিয়া মৃগটীকে ধরিবার জন্য উহার পশ্চাতে পশ্চাতে ছুটিলেন।

যেমন মৃগশিরা নক্ষত্রের পশ্চাতে ভগবান্ রুদ্র ধাবিত হন, তেমনই শ্রীরামও ধনু, তূণীর, খড়্গ ও গোধাঙ্গুলিত্র লইয়া সেই রত্নমৃগের পশ্চাতে ধাবিত হইলেন।

মৃগ একবার দর্শন দিয়া পুনরায় অন্তর্হিত হয়; এইভাবে সে রামকে বহুদূরে লইয়া গেল; তখন শ্রীরাম বুঝিলেন যে, ইহা মৃগ নয়, মায়াবী রাক্ষস। তখন তিনি অমোঘ শর নিক্ষেপ করিয়া তাহাকে বিদ্ধ করিলেন।১৮-২১

অমোঘং শরমাদায় জঘান মৃগরূপিণম্।
স রামবাণাভিহতঃ কৃত্বা রামস্বরং তদা ॥২২
হা সীতে লক্ষ্মণেত্যেবং চুক্রোশার্তস্বরেণ হ।
শুশ্রাব তস্য বৈদেহী ততস্তাং করুণাং গিরম্ ॥২৩
সা প্রাদ্রবদ্ যতঃ শব্দস্তামুবাচাথ লক্ষ্মণঃ।
অলং তে শঙ্কয়া ভীরু কো রামং প্রহরিষ্যতি ॥২৪
মুহূর্তাদ্ দ্রক্ষ্যসে রামং ভর্তারং ত্বং শুচিস্মিতে।
ইত্যুক্তা সা প্ররুদতী পর্যশঙ্কত লক্ষ্মণম্ ॥২৫
হতা বৈ স্ত্রীস্বভাবেন শুক্লচারিত্রভূষণা।
সা তং পরুষমারব্ধা বক্তুং সাধ্বী পতিব্রতা ॥২৬
নৈষ কামো ভবেন্মূঢ় যং ত্বং প্রার্থয়সে হৃদা।
অপ্যহং শস্ত্রমাদায় হন্যামাত্মানমাত্মনা ॥২৭
পতেয়ং গিরিশৃঙ্গাদ্ বা বিশেয়ং বা হুতাশনম্।
রামং ভর্তারমুৎসৃজ্য ন ত্বহং ত্বাং কথঞ্চন ॥২৮
নিহীনমুপতিষ্ঠেয়ং শার্দূলী ক্রোষ্টুকং যথা।
এতাদৃশং বচঃ শ্রুত্বা লক্ষ্মণঃ প্রিয়রাঘবঃ ॥২৯
পিধায় কর্ণৌ সদ্বৃত্তঃ প্রস্থিতো যেন রাঘবঃ।
স রামস্য পদং গৃহ্য প্রসসার ধনুর্ধরঃ ॥৩০
অবীক্ষমাণো বিম্বোষ্ঠীং প্রযযৌ লক্ষ্মণস্তদা।
এতস্মিন্নন্তরে রক্ষো রাবণঃ প্রত্যদৃশ্যত ॥৩১
অভব্যো ভব্যরূপেণ ভস্মচ্ছন্ন ইবানলঃ।
যতিবেষপ্রতিচ্ছন্নো জিহীর্ষুস্তামনিন্দিতাম্ ॥৩২
সা তমালক্ষ্য সম্প্রাপ্তং ধর্মজ্ঞা জনকাত্মজা।
নিমন্ত্রয়ামাস তদা ফলমূলাশনাদিভিঃ ॥৩৩

তখন মৃগরূপী মারীচ রামবাণে অতিমাত্র আহত হইয়া রামচন্দ্রের স্বর অনুকরণ করত 'হা লক্ষ্মণ' ও 'হা সীতে' বলিয়া আর্তস্বরে চীৎকার করিতে লাগিল।

বৈদেহী (সীতা) সেই করুণ আর্তনাদ শুনিয়া অত্যন্ত বিহ্বলা হইয়া লক্ষ্মণকে রামের সাহায্যার্থে যে দিক্ হইতে সেই স্বর আসিতেছে সেই দিকে অগ্রসর হইতে আদেশ করিলেন। লক্ষ্মণ তখন বলিলেন—'ভীরু! আপনি বৃথাই আশঙ্কা করিতেছেন, শ্রীরামকে প্রহার করিতে সামর্থ্য কাহার আছে?২২-২৪

শুচিস্মিতে! মুহূর্তের মধ্যেই আপনি পতিকে এখানে উপস্থিত দেখিতে পাইবেন।' লক্ষ্মণ এই কথা বলিলে সীতা লক্ষ্মণকে আশঙ্কা করিয়া কাঁদিতে লাগিলেন। পবিত্রচরিত্রা সীতা সাধ্বী পতিব্রতা হইয়াও স্ত্রীস্বভাববশতঃ লক্ষ্মণের চরিত্রের উপর আশঙ্কা করত তাঁহাকে কর্কশবাক্য বলিতে লাগিলেন।২৫-২৬

রে মূঢ়! তুমি মনে মনে যে বস্তু প্রার্থনা করিতেছ, তোমার সে অভিলাষ পূর্ণ হইবে না। আমি শস্ত্রের দ্বারা আত্মহত্যা করিব, অথবা পর্বতশিখরদেশ হইতে লাফাইয়া পড়িব, কিম্বা অগ্নিতে প্রবেশ করিব, তথাপি রামের ন্যায় পতিকে পরিত্যাগ করিয়া তোমার ন্যায় নীচ পুরুষকে ভজনা করিব না। শার্দূলী কি কখনও শৃগালকে বরণ করে?

সীতার এইরূপ কর্কশ বাক্য শুনিয়া শ্রীরামভক্ত সচ্চরিত্র লক্ষ্মণ দুই হাতে কাণ দুইটী ঢাকিয়া ধনু ধারণ করত যে পথে শ্রীরাম গিয়াছিলেন, সেই শ্রীরামপদচিহ্নযুক্ত পথ ধরিয়া বিম্বফলের ন্যায় অরুণবর্ণ ওষ্ঠ ভূষিতা সীতার দিকে তাকাইতে তাকাইতে চলিতে লাগিলেন।

ইত্যবসরে অনিন্দিতা সীতাকে হরণ করিবার ইচ্ছায় ভয়ানক রাক্ষস রাবণকে সুন্দর যতিবেশে নিজেকে আবৃত করিয়া ভস্মাচ্ছাদিত অগ্নির ন্যায় তথায় আসিয়া উপস্থিত হইতে দেখা যাইল।২৭-৩২

ধর্মজ্ঞ সীতা তখন সেই সন্ন্যাসীকে নিজ আশ্রমে সমাগত দেখিয়া ফল-মূলাদি ভোজনের

অবমন্য ততঃ সর্বং স্বরূপং প্রত্যপদ্যত।
সান্ত্বয়ামাস বৈদেহীমিতি রাক্ষসপুঙ্গবঃ ॥৩৪
সীতে রাক্ষসরাজোঽহং রাবণো নাম বিশ্রুতঃ।
মম লঙ্কা পুরী নাম্না রম্যা পারে মহোদধেঃ ॥৩৫
তত্র ত্বং নরনারীষু শোভিষ্যসি ময়া সহ।
ভার্য্যা মে ভব সুশ্রোণি তাপসং ত্যজ রাঘবম্ ॥৩৬
এবমাদীনি বাক্যানি শ্রুত্বা তস্যাথ জানকী।
পিধায় কর্ণৌ সুশ্রোণী মৈবমিত্যব্রবীদ্ বচঃ ॥৩৭
প্রপতেদ্ দ্যৌঃ সনক্ষত্রা পৃথিবী শকলীভবেৎ।
শৈত্যমগ্নিরিয়ান্নাহং ত্যজেয়ং রঘুনন্দনম্ ॥৩৮
কথং হি ভিন্নকরটং পদ্মিনং বনগোচরম্।
উপস্থায় মহানাগং করেণুঃ সূকরং স্পৃশেৎ ॥৩৯
কথং হি পীত্বা মাধ্বীকং পীত্বা চ মধুমাধবীম্।
লোভং সৌবীরকে কুর্য্যান্নারী কাচিদিতি স্মরেৎ॥৪০
ইতি সা তং সমাভাষ্য প্রবিবেশাশ্রমং ততঃ।
ক্রোধাৎ প্রস্ফুরমাণৌষ্ঠী বিধুন্বানা করৌ মুহুঃ ॥৪১
তামভিদ্রুত্য সুশ্রোণীং রাবণঃ প্রত্যষেধয়ৎ।
ভর্ৎসয়িত্বা তু রূক্ষেণ স্বরেণ গতচেতনাম্ ॥৪২
মূর্দ্ধজেষু নিজগ্রাহ ঊর্দ্ধমাচক্রমে ততঃ।
তাং দদর্শ ততো গৃধ্রো জটায়ুর্গিরিগোচরঃ।
রুদতীং রাম রামেতি হ্রিয়মাণাং তপস্বিনীম্ ॥৪৩

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং বনপর্ব্বণি রামোপাখ্যান-পর্ব্বণি মারীচবধে সীতাহরণে চ অষ্ট-সপ্তত্যধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ ॥২৭৮

দ্বারা অতিথিসৎকারের নিমিত্ত নিমন্ত্রণ করিলেন।৩৩

কিন্তু সীতা-প্রদত্ত বস্তু অগ্রাহ্য করত রাক্ষস-রাজ রাবণ নিজরূপ ধারণ করিয়া বৈদেহীকে সান্ত্বনা দিতে লাগিল।৩৪

হে সীতে! আমি রাক্ষসরাজ, আমার নাম লোক বিখ্যাত রাবণ, সমুদ্রের ওপারে আমার লঙ্কা নাম্নী রমণীয়া পুরী আছে।৩৫

তুমি সেখানে নরনারীগণের মধ্যে আমার সহিত বাস করিয়া শোভা প্রাপ্ত হইবে। সুন্দরি! তুমি তাপস রামকে পরিত্যাগ করিয়া আমার ভার্য্যা হও।৩৬

তাহার এই কথাগুলি শুনিয়া সীতা দুহাতে কাণ ঢাকিয়া বলিলেন—"খবরদার! তুমি আমাকে এইরূপ কথা বলিও না।৩৭

নক্ষত্রের সহিত অন্তরীক্ষও ভূমিতে পড়িতে পারে, পৃথিবীও খণ্ড খণ্ড হইয়া ভাঙ্গিয়া পড়িতে পারে এবং অগ্নিও শৈত্য প্রাপ্ত হইতে পারে, কিন্তু সীতা কখনও রঘুনন্দন শ্রীরামকে ত্যাগ করিতে পারে না।৩৮

গণ্ডস্থলে মদধারা বহনকারী পদ্মমালামণ্ডিত বনবাসী গজরাজকে পরিত্যাগ করিয়া হস্তিনী কি কখনও শূকরকে বরণ করিতে পারে?৩৯

যে নারী ফুলের মধু অথবা মধুমক্ষিকার আহৃত মধুপান করিয়াছে, সে কি কখনও কাঁজির রস আস্বাদন করিতে প্রলুব্ধ হয়?৪০

এই কথা বলিয়া ক্রোধে কম্পিতাধরা সীতা হস্ত সঞ্চালন করিতে করিতে কুটীরে প্রবেশ করিতে উদ্যতা হইলেন।৪১

রাবণ তখন দৌড়াইয়া গিয়া তাহার পথ রোধ করত ভয়ে মূর্চ্ছিতপ্রায়া সীতাকে কর্কশস্বরে ভর্ৎসনা করিতে লাগিল।৪২

রাবণ হাতের মুষ্টির দ্বারা তাঁহার কেশ ধারণ করিল। তারপর ঊর্দ্ধদিকে শূন্যমার্গে উঠিল। এইরূপ অবস্থায় তপস্বিনী সীতা 'রাম রাম' বলিয়া উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে লাগিল। তখন পর্ব্বতশিখরস্থিত জটায়ু সীতাকে সেইরূপ অবস্থায় দেখিতে পাইল।৪৩

শ্রীমন্মহর্ষিবেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের বনপর্ব্বান্তর্গত রামোপাখ্যানপর্ব্বে মারীচ বধ ও সীতাহরণবিষয়ক অষ্টসপ্তত্যধিকদ্বিশততম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।২৭৮

একোনাশীত্যধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ।

[রাবণস্য জটায়ুর্বধঃ, শ্রীরামেণ তস্যান্ত্যেষ্টিক্রিয়ায়াঃ সম্পাদনম্, কবন্ধস্য বধঃ দিব্যস্বরূপং লব্ধ্বা তস্য বার্ত্তালাপশ্চ।]

মার্কণ্ডেয় উবাচ।

সখা দশরথস্যাসীজ্জটায়ুররুণাত্মজঃ।
গৃধ্ররাজো মহাবীরঃ সম্পাতির্যস্য সোদরঃ॥
স দদর্শ তদা সীতাং রাবণাঙ্কগতাং স্নুষাম্।
সক্রোধোঽভ্যদ্রবৎ পক্ষী রাবণং রাক্ষসেশ্বরম্॥২
অথৈনমব্রবীদ্ গৃধ্রো মুঞ্চ মুঞ্চেতি মৈথিলীম্।
ধ্রিয়মাণে ময়ি কথং হরিষ্যসি নিশাচর॥৩
ন হি মে মোক্ষ্যসে জীবন্ যদি নোৎসৃজসে বধূম্।
উক্ত্বৈবং রাক্ষসেন্দ্রং তং চকর্ত্ত নখরৈর্ভৃশম্॥৪
পক্ষতুণ্ডপ্রহারৈশ্চ শতশো জর্জরীকৃতম্।
চক্ষার রুধিরং ভূরি গিরিঃ প্রস্রবণৈরিব॥৫

স বধ্যমানো গৃধ্রেণ রামপ্রিয়হিতৈষিণা।
খড়্গমাদায় চিচ্ছেদ ভুজৌ তস্য পতত্রিণঃ॥৬
নিহত্য গৃধ্ররাজং স ভিন্নাভ্রশিখরোপমম্।
ঊর্দ্ধ্বমাচক্রমে সীতাং গৃহীত্বাঙ্কেন রাক্ষসঃ॥৭
যত্র যত্র তু বৈদেহী পশ্যত্যাশ্রমমণ্ডলম্।
সরো বা সরিতো বাপি তত্র মুঞ্চতি ভূষণম্॥৮
সা দদর্শ গিরিপ্রস্থে পঞ্চ বানরপুঙ্গবান্।
তত্র বাসো মহদ্দিব্যমুৎসসর্জ্জ মনস্বিনী॥৯
তৎ তেষাং বানরেন্দ্রাণাং পপাত পবনোদ্ধতম্।
মধ্যে সুপীতং পঞ্চানাং বিদ্যুন্মেঘান্তরে যথা॥১০

একোনাশীত্যধিকদ্বিশততম অধ্যায়।

[রাবণের জটায়ু বধ, শ্রীরামকর্তৃক তাহার অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়া সম্পাদন, কবন্ধ বধ এবং দিব্য স্বরূপ লাভ করিয়া বার্ত্তালাপ।]

মার্কণ্ডেয় বলিলেন,—সূর্য্যসারথি অরুণের পুত্র মহাবীর গৃধ্ররাজ জটায়ু দশরথের সখা ছিলেন এবং সম্পাতি ছিল তাহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা।১

সেই পক্ষী পুত্রবধূস্থানীয়া সীতাকে রাক্ষসরাজ রাবণের অঙ্কগতা দেখিয়া ক্রোধে তাহার দিকে ধাবিত হইল।২

জটায়ু রাবণকে বলিল,—হে নিশাচর! তুমি মিথিলার রাজকন্যাকে পরিত্যাগ কর, পরিত্যাগ কর। আমি বাঁচিয়া থাকিতে তুমি ইহাকে হরণ করিবে কি করিয়া?৩

"যদি তুমি আমার পুত্রবধূকে ছাড়িয়া না দাও, তাহা হইলে তুমি জীবিত অবস্থায় আমার হাত হইতে পরিত্রাণ পাইবে না" এই বলিয়া জটায়ু তাহাকে নখরসমূহের দ্বারা ভীষণভাবে ছিন্ন ভিন্ন করিতে লাগিল।৪

পাখা, ঠোঁট এবং নখরসমূহের আঘাতে রাবণ এরূপ জর্জরিত হইল যে, পর্ব্বতশিখর হইতে প্রবহমাণ প্রস্রবণসমূহের ন্যায় রাবণের শরীর হইতে রক্ত ধারা পড়িতে লাগিল।৫

শ্রীরামের প্রিয় ও হিতকারী জটায়ুর দ্বারা অতিমাত্র ক্ষতবিক্ষত হইয়া রাবণ ক্রোধে খড়্গের দ্বারা জটায়ুর পাখা দুইটী কাটিয়া ফেলিল।৬

আকাশভেদী পর্ব্বতশিখরের ন্যায় বৃহদাকার গৃধ্ররাজকে বধ করিয়া রাক্ষস সীতাকে অঙ্কে লইয়া আকাশমার্গে পলাইতে লাগিল।৭

বৈদেহী যেখানে যেখানেই কোন আশ্রমমণ্ডল, সরোবর বা নদী দেখিতে পাইলেন, সেখানে সেখানেই নিজের অলঙ্কার ফেলিতে লাগিলেন।৮

তিনি যাইতে যাইতে ঋষ্যমূক গিরির উপরে

অচিরেণাতিচক্রাম খেচরঃ খে চরন্নিব।
দদর্শাথ পুরীং রম্যাং বহুদ্বারাং মনোরমাম্ ॥১১
প্রাকারবপ্রসম্বাধাং নির্মিতাং বিশ্বকর্মণা।
প্রবিবেশ পুরীং লঙ্কাং সসীতো রাক্ষসেশ্বরঃ ॥১২

এবং হৃতায়াং বৈদেহ্যাং রামো হত্বা মহামৃগম্।
নিবৃত্তো দদৃশে ধীমান্ ভ্রাতরং লক্ষ্মণং তথা ॥১৩

কথমুৎসৃজ্য বৈদেহীং বনে রাক্ষসসেবিতে।
ইতি তং ভ্রাতরং দৃষ্ট্বা প্রাপ্তোঽসীতি ব্যগর্হয়ৎ ॥১৪

মৃগরূপধরেণাথ রক্ষসা সোঽপকর্ষণম্।
ভ্রাতুরাগমনং চৈব চিন্তয়ন্ পর্য্যতপ্যত ॥১৫

গর্হয়ন্নেব রামস্তু ত্বরিতস্তং সমাসদৎ।
অপি জীবতি বৈদেহী নেতি পশ্যামি লক্ষ্মণ ॥১৬

তস্য তৎ সর্ব্বমাচখ্যৌ সীতায়া লক্ষ্মণো বচঃ।
যদুক্তবত্যসদৃশং বৈদেহী পশ্চিমং বচঃ ॥১৭

দহ্যমানেন তু হৃদা রামোঽভ্যপতদাশ্রমম্।
স দদর্শ তদা গৃধ্রং নিহতং পর্ব্বতোপমম্ ॥১৮

রাক্ষসং শঙ্কমানস্তং বিকৃষ্য বলবদ্ ধনুঃ।
অভ্যধাবত কাকুৎস্থস্ততস্তং সহলক্ষ্মণঃ ॥১৯

স তাবুবাচ তেজস্বী সহিতৌ রামলক্ষ্মণৌ।
গৃধ্ররাজোঽস্মি ভদ্রং বাং সখা দশরথস্য বৈ ॥২০

পাঁচজন শ্রেষ্ঠ বানরকে দেখিতে পাইলেন। সেখানে বুদ্ধিমতী সীতা নিজের একখানা মহামূল্য বস্ত্র (অলঙ্কারের সহিত) নিক্ষেপ করিলেন।৯

সেই সুন্দর পীতবর্ণ বস্ত্রখানি বায়ুদ্বারা চালিত হইয়া মেঘসমূহ মধ্যস্থিত বিদ্যুতের ন্যায় সেই পাঁচ বানরের মাঝখানে গিয়া পড়িল।১০

আকাশচারী পক্ষীর ন্যায় অচিরকালের মধ্যে সেই আকাশচারী রাক্ষসরাজ রাবণ বহুদ্বার-বিশিষ্টা মনোরমা লঙ্কাপুরী দেখিতে পাইলেন।১১

বিশ্বকর্ম্মা কর্ত্তৃক নির্ম্মিতা প্রাকার পরিবেষ্টিতা সেই লঙ্কাপুরীতে রাক্ষসরাজ রাবণ সীতার সহিত প্রবেশ করিলেন।১২

এইরূপে সীতার হরণ হইলে বুদ্ধিমান্ শ্রীরাম সেই মহামৃগরূপ রাক্ষসকে বধ করিয়া ফিরিতে-ছিলেন, এমন সময় লক্ষ্মণকে আসিতে দেখি-লেন।১৩

শ্রীরাম তখন লক্ষ্মণকে "রাক্ষস পরিবেষ্টিত আশ্রমে তুমি সীতাকে ফেলিয়া কেন এখানে আসিলে" এই বলিয়া লক্ষ্মণকে ভর্ৎসনা করিতে লাগিলেন।১৪

রামচন্দ্র মৃগরূপ ধারণ করিয়া রাক্ষসের প্রবঞ্চনা এবং সীতাকে ফেলিয়া লক্ষ্মণের চলিয়া আসা এই উভয় দিক চিন্তা করিয়া অত্যন্ত পরিতাপ করিতে লাগিলেন।১৫

লক্ষ্মণকে ভর্ৎসনা করিতে করিতে দ্রুত তাঁহার নিকটে গেলেন এবং বলিলেন—"সীতাকে জীবিত দেখিতে পাইব কি না সন্দেহ"।১৬

তখন সীতা তাঁহাকে কর্কশ ভাষায় যাহা অনুচিত ও নিন্দাসূচক বাক্য বলিয়াছিলেন, তাহা সবই রামচন্দ্রকে বলিলেন।১৭

আশঙ্কিত সীতাবিরহজনিত শোকে শ্রীরামের হৃদয় দগ্ধ হইতেছিল। তিনি দ্রুত পদে আশ্রমের দিকে চলিতে চলিতে পথে পর্ব্বতাকার এক গৃধ্রকে নিহত দেখিতে পাইলেন।১৮

কাকুৎস্থ শ্রীরাম তাঁহাকে রাক্ষস ভাবিয়া নিজ প্রবল ধনুতে গুণ আরোপ করত লক্ষ্মণের সহিত তাহার দিকে ধাবিত হইলেন।১৯

তখন তেজস্বী গৃধ্ররাজ জটায়ু শ্রীরাম ও লক্ষ্মণকে বলিল,—তোমাদের মঙ্গল হউক। আমি গৃধ্ররাজ, রাজা দশরথের সখা ২০

তস্য তদ্ বচনং শ্রুত্বা সংগৃহ্য ধনুষী শুভে।
কোঽয়ং পিতরমস্মাকং নাম্না হেত্যূচতুশ্চ তৌ ॥২১

ততো দদৃশতুস্তৌ তং ছিন্নপক্ষদ্বয়ং খগম্।
তয়োঃ শশংস গৃধ্রস্তু সীতার্থে রাবণাদ্ বধম্ ॥২২

অপৃচ্ছদ্ রাঘবো গৃধ্রং রাবণঃ কাং দিশং গতঃ।
তস্য গৃধ্রঃ শিরঃকম্পেনাচচক্ষে মমার চ ॥২৩

দক্ষিণামিতি কাকুৎস্থো বিদিত্বাস্য তদিঙ্গিতম্।
সংস্কারং লম্ভয়ামাস সখায়ং পূজয়ন্ পিতুঃ ॥২৪

ততো দৃষ্ট্বাশ্রমপদং ব্যপবিদ্ধবৃসীমঠম্।
বিধ্বস্তকলশং শূন্যং গোমায়ুশতসংকুলম্ ॥২৫

দুঃখশোকসমাবিষ্টৌ বৈদেহীহরণার্দিতৌ।
জগ্মতুর্দণ্ডকারণ্যং দক্ষিণেন পরন্তপৌ ॥২৬

বনে মহতি তস্মিংস্তু রামঃ সৌমিত্রিণা সহ।
দদর্শ মৃগযূথানি দ্রবমাণানি সর্বশঃ ॥২৭

শব্দঞ্চ ঘোরং সত্ত্বানাং দাবাগ্নেরিব বর্দ্ধতঃ।
অপশ্যেতাং মুহূর্ত্তাচ্চ কবন্ধং ঘোরদর্শনম্ ॥২৮

মেঘপর্বতসঙ্কাশং শালস্কন্ধং মহাভুজম্।
উরোগতবিশালাক্ষং মহোদরমহামুখম্ ॥২৯

যদৃচ্ছয়াথ তদ্ রক্ষঃ করে জগ্রাহ লক্ষ্মণম্।
বিষাদমগমৎ সদ্যঃ সৌমিত্রিরথ ভারত ॥৩০

স রামমভিসম্প্রেক্ষ্য কৃষ্যতে যেন তন্মুখম্।
বিষণ্ণশ্চাব্রবীদ্ রামং পশ্যাবস্থামিমাং মম ॥৩১

তাহার সেই কথা শুনিয়া তাঁহারা উভয়ে সুন্দর ধনু ধারণ করত ভাবিলেন কে এই ব্যক্তি আমাদের পিতার নাম উচ্চারণ করিল।২১

অনন্তর তাঁহারা নিকটে গিয়া দেখিলেন যে, একটি পাখী পক্ষদ্বয় ছিন্ন অবস্থায় পড়িয়া আছে। গৃধ্র তখন তাঁহাদিগকে বলিল যে, সীতাকে রক্ষা করিতে গিয়া তিনি রাবণ কর্তৃক নিহত হইয়াছেন।২২

তখন রাঘব গৃধ্রকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"রাবণ কোন দিকে গিয়াছে"? গৃধ্র মাথা নাড়িয়া কোন প্রকারে দক্ষিণদিক্ ইঙ্গিত করত প্রাণত্যাগ করিল।২৩

রামচন্দ্র তাহার ইঙ্গিতে বুঝিলেন যে, রাবণ দক্ষিণদিকে পলাইয়াছে। তখন তিনি সসম্মানে পিতৃসখা জটায়ুর সংকারকার্য্য সমাপ্ত করিলেন।২৪

তারপর রামচন্দ্র আশ্রমের ভিতর গিয়া দেখিলেন যে, বসিবার আসন বাহিরে পড়িয়া আছে, কলস ভাঙ্গিয়া গিয়াছে, কুটীর শূন্য এবং আশ্রম শৃগালাদি জন্তুতে পরিপূর্ণ হইয়াছে।২৫

সীতার অপহরণজনিত দুঃখ ও শোকে আবিষ্ট হইয়া শত্রুদমন রাম ও লক্ষ্মণ দণ্ডকারণ্য হইতে দক্ষিণদিকে যাইতে লাগিলেন।২৬

যাইবার সময় রাম ও লক্ষ্মণ সেই বিশাল বনমধ্যে মৃগগণকে চতুর্দ্দিকে দ্রুত দৌড়াইতে দেখিলেন।২৭

বনে দাবাগ্নি প্রজ্বলিত হইলে যেমন ভয়ানক শব্দ হয়, সকল প্রাণী মিলিয়া সেইরূপ ঘোর শব্দ করিতে করিতে দৌড়াইতেছে। ইহা দেখিয়া রাম ও লক্ষ্মণ চলিতে চলিতে মুহূর্ত্ত মধ্যে ঘোরদর্শন এক কবন্ধ দেখিতে পাইলেন।২৮

সেই কবন্ধ দেখিতে মেঘের ন্যায় কৃষ্ণবর্ণ ও পর্ব্বতের ন্যায় বিশালাকৃতি ছিল; তাহার স্কন্ধ শালবৃক্ষের ন্যায় উচ্চ এবং বাহু দীর্ঘ ছিল;

হরণঞ্চৈব বৈদেহ্যা মম চায়মুপপ্লবঃ।
রাজ্যভ্রংশশ্চ ভবতস্তাতস্য মরণং তথা ॥৩২

নাহং ত্বাং সহ বৈদেহ্যা সমেতং কোসলাগতম্।
দ্রক্ষ্যামি পৃথিবীরাজ্যে পিতৃপৈতামহে স্থিতম্ ॥৩৩

দ্রক্ষ্যন্ত্যার্য্যস্য ধন্যা যে কুশ-লাজ-শমীদলৈঃ।
অভিষিক্তস্য বদনং সোমং শান্তঘনং যথা ॥৩৪

এবং বহুবিধং ধীমান্ বিললাপ স লক্ষ্মণঃ।
তমুবাচাথ কাকুৎস্থঃ সম্ভ্রমেষ্বপ্যসম্ভ্রমঃ ॥৩৫

মা বিষীদ নরব্যাঘ্র নৈষ কশ্চিন্ময়ি স্থিতে।
ছিন্দ্ধ্যস্য দক্ষিণং বাহুং ছিন্নঃ সব্যো ময়া ভুজঃ ॥৩৬

ইত্যেবং বদতা তস্য ভুজো রামেণ পাতিতঃ।
খড়্গেন ভৃশতীক্ষ্ণেন নিকৃত্তস্তিলকাণ্ডবৎ ॥৩৭

ততোঽস্য দক্ষিণং বাহুং খড়্গেনাজঘ্নিবান্ বলী।
সৌমিত্রিরপি সম্প্রেক্ষ্য ভ্রাতরং রাঘবং স্থিতম্ ॥৩৮

পুনর্জঘান পার্শ্বে বৈ তদ্ রক্ষো লক্ষ্মণো ভৃশম্।
গতাসুরপতদ্ ভূমৌ কবন্ধঃ সুমহাংস্ততঃ ॥৩৯

তস্য দেহাদ্ বিনিঃসৃত্য পুরুষো দিব্যদর্শনঃ।
দদৃশে দিবমাস্থায় দিবি সূর্য্য ইব জ্বলন্ ॥৪০

পপ্রচ্ছ রামস্তং বাগ্মী কস্ত্বং প্রব্রূহি পৃচ্ছতঃ।
কাময়া কিমিদং চিত্রমাশ্চর্য্যং প্রতিভাতি মে ॥৪১

তাহার বক্ষঃস্থলে বিশাল দুইটি চক্ষু, বিরাট উদর এবং প্রকাণ্ড মুখ ছিল।২৯

যদৃচ্ছাক্রমে আসিতে আসিতে সেই রাক্ষস লক্ষ্মণকে ধরিয়া ফেলিল। হে ভারত! তখন লক্ষ্মণ তৎক্ষণাৎ বিষাদগ্রস্ত হইলেন।৩০

লক্ষ্মণ রাক্ষস কর্তৃক আকৃষ্ট হইয়া তাহার মুখের দিকে অবশ হইয়া চলিতে লাগিলেন। তিনি বিষণ্ণমুখে রামচন্দ্রের দিকে তাকাইয়া বলিলেন—আমার এই অবস্থা দেখুন।৩১

সীতার হরণ হইল, আমিও এই অসময়ে মরণের মুখে চলিলাম, আপনার রাজ্যচ্যুতি ও পিতার মৃত্যু তো পূর্ব্বেই হইয়াছে।৩২

বৈদেহীর সহিত অযোধ্যার পিতৃপুরুষ-পরম্পরাগত সিংহাসনে পৃথিবীর সম্রাট্‌রূপে আপনার অভিষেক আমি আর দেখিতে পাইব না।৩৩

যাহারা কুশ, খৈ ও শমী পত্রাদির দ্বারা সিংহাসনে অভিষিক্ত পূজনীয় আপনার মেঘমুক্ত চন্দ্রসদৃশ মুখমণ্ডল দর্শন করিবে, তাহারাই ধন্য।৩৪

এইরূপে মতিমান্ লক্ষ্মণ বহু প্রকারে বিলাপ করিতে থাকিলে সঙ্কট অবস্থায়ও স্থিরচিত্তবিশিষ্ট শ্রীরাম তাঁহাকে বলিলেন।৩৫

হে বীরপুরুষ! তুমি বিষণ্ণ হইও না, আমি থাকিতে এই রাক্ষস জীবিত থাকিতে পারে না। তুমি উহার দক্ষিণ বাহু ছেদন কর, আমি ইহার বামবাহু ছেদন করিতেছি।৩৬

এই কথা বলিয়াই শ্রীরাম কবন্ধের বাহু তীক্ষ্ণ খড়্গের দ্বারা তিলবৃক্ষের ডালের ন্যায় অনায়াসে ছেদন করিলেন।৩৭

তারপর বলবান্ সুমিত্রানন্দন লক্ষ্মণও তাহার দক্ষিণ বাহু খড়্গের দ্বারা ছেদন করিলেন। রামচন্দ্রকে সম্মুখে দণ্ডায়মান দেখিয়া লক্ষ্মণ উৎসাহিত হইয়া রাক্ষসের দক্ষিণ পার্শ্বেও খড়্গের দ্বারা ভীষণভাবে আঘাত করিলেন। তখন সেই বিশালশরীরধারী কবন্ধ প্রাণ পরিত্যাগ করিয়া ভূতলে পতিত হইল।৩৮-৩৯

অনন্তর কবন্ধের শরীর হইতে এক দিব্য রূপধারী পুরুষ আবির্ভূত হইয়া আকাশে অবস্থিত

তস্যাচচক্ষে গন্ধর্বো বিশ্বাবসুরহং নৃপ ।
প্রাপ্তো ব্রাহ্মণশাপেন যোনিং রাক্ষসসেবিতাম্ ॥৪২
রাবণেন হৃতা সীতা রাজ্ঞা লঙ্কাধিবাসিনা ।
সুগ্রীবমভিগচ্ছস্ব স তে সাহ্যং করিষ্যতি ॥৪৩
এষা পম্পা শিবজলা হংসকারণ্ডবাযুতা ।
ঋষ্যমূকস্য শৈলস্য সন্নিকর্ষে তটাকিনী ॥৪৪
বসতে তত্র সুগ্রীবশ্চতুর্ভিঃ সচিবৈঃ সহ ।
ভ্রাতা বানররাজস্য বালিনো হেমমালিনঃ ॥৪৫
তেন ত্বং সহ সঙ্গম্য দুঃখমূলং নিবেদয় ।
সমানশীলো ভবতঃ সাহায্যং স করিষ্যতি ॥৪৬
এতাবচ্ছক্যমস্মাভির্বক্তুং দ্রষ্টাসি জানকীম্ ।
ধ্রুবং বানররাজস্য বিদিতো রাবণালয়ঃ ॥৪৭
ইত্যুক্ত্বান্তর্হিতো দিব্যঃ পুরুষঃ স মহাপ্রভঃ ।
বিস্ময়ং জগ্মতুশ্চোভৌ প্রবীরৌ রাম-লক্ষ্মণৌ ॥৪৮

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং বনপর্ব্বণি রামোপাখ্যানপর্ব্বণি কবন্ধহননে একোনাশীত্যধিক-দ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ ॥২৭৯

হইয়া সূর্য্যের ন্যায় দীপ্তি পাইতে লাগিলেন ।৪০

বাগ্মী শ্রীরাম তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন—আমার নিকট এই ব্যাপার বড়ই আশ্চর্য্য মনে হইতেছে, আপনি স্বেচ্ছায় বলুন ; আপনি কে ?৪১

তখন তিনি বলিলেন,—হে রাজন্! আমি বিশ্বাবসুনামে গন্ধর্ব্ব। আমি ব্রাহ্মণের শাপে এই রাক্ষসযোনি প্রাপ্ত হইয়াছিলাম ।৪২

সীতাদেবীকে লঙ্কাবাসী রাজা রাবণ হরণ করিয়াছে। আপনি সুগ্রীবের নিকট গমন করুন। সে আপনাকে সীতার উদ্ধারে সাহায্য করিবে ।৪৩

এখান হইতে অল্প দূরে হংসকারণ্ডবাদি পক্ষিগণে পরিপূর্ণা পম্পানাম্নী নির্মলজলযুক্তা এক সরোবর আছে ; ঐ সরোবর ঋষ্যমূক পর্ব্বতেরই নিকটে ।৪৪

সুগ্রীব চারিজন বানরসহ সেই পর্ব্বতে বাস করিতেছে। সে সুবর্ণমাল্যপরিহিত বানররাজ বালীরই ছোট ভাই ।৪৫

তাহার কাছে গিয়া আপনি আপনার দুঃখের কারণ বলুন ; সমদুঃখে দুঃখী সেই বানর আপনার সাহায্য করিবে ।৪৬

আমি এই পর্য্যন্ত বলিতে পারি যে, আপনি জানকীর দর্শন পাইবেন। কারণ, বানররাজ সুগ্রীব অবশ্যই রাবণের বাসস্থান জানে ।৪৭

এই বলিয়া সেই মহাতেজস্বী দিব্য পুরুষ সহসাই অন্তর্হিত হইলেন। বীরবর রাম ও লক্ষ্মণ উভয়েই এই দিব্য ব্যাপারে বিস্মিত হইলেন ।৪৮

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের বনপর্ব্বান্তর্গত রামোপাখ্যানপর্ব্বে কবন্ধহননবিষয়ক একোনাশীত্যধিকদ্বিশততম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত ।২৭৯

অশীত্যধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ।

[শ্রীরাম-সুগ্রীবয়োর্মিত্রতা, বালী-সুগ্রীবয়োর্যুদ্ধম্, শ্রীরামেণ বালিনো বধঃ, লঙ্কায়ামশোকবনমধ্যে রাক্ষসীভিঃ সন্ত্রস্তায়ৈ সীতায়ৈ ত্রিজটায়া আশ্বাসদানঞ্চ।]

মার্কণ্ডেয় উবাচ।

ততোঽবিদূরে নলিনীং প্রভূতকমলোৎপলাম্।
সীতাহরণদুঃখার্ত্তঃ পম্পাং রামঃ সমাসদৎ ॥১

মারুতেন সুশীতেন সুখেনামৃতগন্ধিনা।
সেব্যমানো বনে তস্মিন্ জগাম মনসা প্রিয়াম্ ॥২

বিললাপ স রাজেন্দ্রস্তত্র কান্তামনুস্মরন্।
কামবাণাভিসন্তপ্তঃ সৌমিত্রিস্তমথাব্রবীৎ ॥৩

ন ত্বমেবংবিধো ভাবঃ স্প্রষ্টুমর্হতি মানদ।
আত্মবন্তমিব ব্যাধিঃ পুরুষং বৃদ্ধশীলিনম্ ॥৪

প্রবৃত্তিরুপলব্ধা তে বৈদেহ্যা রাবণস্য চ।
তাং ত্বং পুরুষকারেণ বুদ্ধ্যা চৈবোপপাদয় ॥৫

অভিগচ্ছাব সুগ্রীবং শৈলস্থং হরিপুঙ্গবম্।
ময়ি শিষ্যে চ ভৃত্যে চ সহায়ে চ সমাশ্বস ॥৬

এবং বহুবিধৈর্বাক্যৈর্লক্ষ্মণেন স রাঘবঃ।
উক্তঃ প্রকৃতিমাপেদে কার্য্যে চানন্তরোঽভবৎ ॥৭

নিষেব্য বারি পম্পায়াস্তর্পয়িত্বা পিতৄনপি।
প্রতস্থতুরুভৌ বীরৌ ভ্রাতরৌ রাম-লক্ষ্মণৌ ॥৮

অশীত্যধিকদ্বিশততম অধ্যায়।

[রাম ও সুগ্রীবের মিত্রতা, বালী ও সুগ্রীবের যুদ্ধ, শ্রীরাম কর্তৃক বালী বধ, লঙ্কায় অশোক-বন মধ্যে রাক্ষসীগণের দ্বারা ভীতা সীতাকে ত্রিজটার আশ্বাসদান।]

মার্কণ্ডেয় বলিলেন,—তারপর সীতাহরণ-দুঃখে পীড়িত শ্রীরাম অদূরে অবস্থিত, বহু কমল ও উৎপলশোভিতা পম্পা-সরোবরে উপস্থিত হইলেন।১

সুশীতল, সুখকর ও অমৃতগন্ধি বায়ুর স্পর্শ লাভ করিয়া শ্রীরামচন্দ্রের মনে সীতাদেবীর কথা উদিত হইল।২

তখন রাজেন্দ্র শ্রীরাম প্রিয়াকে স্মরণ করত কামবাণে পীড়িত হইয়া বিলাপ করিতে লাগিলেন। লক্ষ্মণ তাঁহাকে তদবস্থা দেখিয়া বলিলেন।৩

মানদ! আপনার ন্যায় জিতেন্দ্রিয় পুরুষের পক্ষে এইরূপ দীনভাব শোভা পায় না। বৃদ্ধের ন্যায় সংযম ও নিয়মের সহিত বর্ত্তমান পুরুষকে কি ব্যাধি কখনও স্পর্শ করিতে পারে?৪

আপনি যখন বৈদেহী ও তাঁহার অপহর্ত্তা রাবণের সংবাদ পাইয়াছেন, তখন নিজ বুদ্ধিবলে পুরুষকারের সহায়তায় যাহাতে তাঁহাকে উদ্ধার করা যায়, তাহারই জন্য চেষ্টা করুন।৫

আমরা দুইজনে এখন চিত্রকূট পর্ব্বতের উপরে স্থিত বানরশ্রেষ্ঠ সুগ্রীবের নিকট যাইব। আমি আপনার শিষ্য, ভৃত্য ও সহায়ক; সুতরাং আমি থাকিতে আপনি আশ্বস্ত হউন।৬

লক্ষ্মণের এইরূপ বহুবিধ বাক্যের দ্বারা রঘুনন্দন রামচন্দ্র প্রকৃতিস্থ হইলেন তারপর এবং প্রকৃত কার্য্য সম্পাদনে উদ্যোগী হইলেন।৭

সেই দুই বীর ভ্রাতা রাম ও লক্ষ্মণ পম্পা সরোবরে স্নান করিয়া সেই জলে পিতৃপুরুষের তর্পণ করত সুগ্রীবের উদ্দেশ্যে প্রস্থান করিলেন।৮

তাবৃশ্যমূকমভ্যেত্য বহুমূল-ফল-দ্রুমম্।
গির্য্যগ্রে বানরান্ পঞ্চ বীরৌ দদৃশতুস্তদা ॥৯

সুগ্রীবঃ প্রেষয়ামাস সচিবং বানরং তয়োঃ।
বুদ্ধিমন্তং হনূমন্তং হিমবন্তমিব স্থিতম্ ॥১০

তেন সম্ভাষ্য পূর্ব্বং তৌ সুগ্রীবমভিজগ্মতুঃ।
সখ্যং বানররাজেন চক্রে রামস্তদা নৃপ ॥১১

তদ্ বাসো দর্শয়ামাসুস্তস্য কার্য্যে নিবেদিতে।
বানরাণাস্তু যৎ সীতা হ্রিয়মাণা ব্যপাসৃজৎ ॥১২

তৎ প্রত্যয়করং লব্ধ্বা সুগ্রীবং প্লবগাধিপম্।
পৃথিব্যাং বানরৈশ্বর্য্যে স্বয়ং রামোঽভ্যষেচয়ৎ ॥১৩

প্রতিজজ্ঞে চ কাকুৎস্থঃ সমরে বালিনো বধম্।
সুগ্রীবশ্চাপি বৈদেহ্যাঃ পুনরানয়নং নৃপ ॥১৪

ইত্যুক্ত্বা সময়ং কৃত্বা বিশ্বাস্য চ পরস্পরম্।
অভ্যেত্য সর্ব্বে কিষ্কিন্ধাং তস্থুর্যুদ্ধাভিকাঙ্ক্ষিণঃ ॥১৫

সুগ্রীবঃ প্রাপ্য কিষ্কিন্ধাং নানাদৌঘনিভস্বনঃ।
নাস্য তন্মমৃষে বালী তারা তং প্রত্যষেধয়ৎ ॥১৬

যথা নদতি সুগ্রীবো বলবানেষ বানরঃ।
মন্যে চাশ্রয়বান্ প্রাপ্তো ন ত্বং নিষ্ক্রান্তুমর্হসি ॥১৭

হেমমালী ততো বালী তারাং তারাধিপাননাম্।
প্রোবাচ বচনং বাগ্মী তাং বানরপতিঃ পতিঃ ॥১৮

সর্ব্বভূতরুতজ্ঞা ত্বং পশ্য বুদ্ধ্যা সমন্বিতা।
কেন চাশ্রয়বান্ প্রাপ্তো মমৈষ ভ্রাতৃগন্ধিকঃ ॥১৯

চিন্তয়িত্বা মুহূর্ত্তং তু তারা তারাধিপপ্রভা।
পতিমিত্যব্রবীৎ প্রাজ্ঞা শৃণু সর্বং কপীশ্বর ॥২০

সেই দুই বীর-পুরুষ বহু ফলমূলবিশিষ্ট ঋষ্যমূক পর্ব্বতের নিকট গিয়া শিখরদেশে পাঁচটি বানরকে দেখিলেন।৯

সুগ্রীবও হিমালয় পর্ব্বতের ন্যায় গম্ভীরভাবে অবস্থিত ও বুদ্ধিমান্ হনুমান্নামক তাহার সচিব বানরকে শ্রীরামের নিকট প্রেরণ করিল।১০

হনুমানের সহিত কথাবার্ত্তা বলিয়া তাঁহারা উভয়ে সুগ্রীবের নিকট গমন করিলেন। রাজন্! তারপর শ্রীরামচন্দ্র বানররাজ সুগ্রীবের সহিত মিত্রতা-সূত্রে আবদ্ধ হইলেন।১১

রামচন্দ্রের কার্য্যের কথা সুগ্রীবের নিকট বলিলে সুগ্রীব সেই কাপড়খানি তাঁহাকে দেখাইল, যাহা সীতাদেবী অপহৃতা হইবার সময় তাহাদের সম্মুখে ফেলিয়া দিয়াছিলেন।১২

সীতা-অপহরণের বিশ্বাসজনক প্রমাণ পাইয়া শ্রীরাম সুগ্রীবকে পৃথিবীতে সকল বানরের অধিপতির আসনে অভিষেক করিলেন।১৩

রাজন্! শ্রীরামচন্দ্র সুগ্রীবের নিকট বালী-বধের এবং সুগ্রীবও রামের সীতার পুনরানয়নের প্রতিজ্ঞা করিলেন।১৪

এইরূপে প্রতিজ্ঞার দ্বারা উভয়ে উভয়ের বিশ্বাস উৎপাদন করত সকলে যুদ্ধাকাঙ্ক্ষী হইয়া কিষ্কিন্ধ্যায় আসিয়া অবস্থান করিতে লাগিলেন।১৫

সুগ্রীব কিষ্কিন্ধ্যায় আসিয়া মেঘের ন্যায় গর্জ্জন করিতে লাগিল, তাহা শুনিয়া বালী সহ্য করিতে পারল না। কিন্তু তারা তাহাকে বারণ করিল।১৬

সুগ্রীব যেরূপ গর্জ্জন করিতেছে, তাহাতে মনে হইতেছে সে পূর্ব্ব হইতে অধিক বলবান্ হইয়াছে; সুতরাং তুমি বাহিরে যাইও না।১৭

তখন সুবর্ণমাল্য-পরিহিত তারাপতি বাগ্মী বানররাজ বালী চন্দ্রবদনা তারাকে বলিল।১৮

তুমি সকল প্রাণীরই শব্দকে জান এবং বুদ্ধিমতীও বটে; বল দেখি, এই আমার নামমাত্র ভাইটি কাহার আশ্রয় পাইয়াছে?১৯

হৃতদারো মহাসত্ত্বো রামো দশরথাত্মজঃ।
তুল্যারিমিত্রতাং প্রাপ্তঃ সুগ্রীবেণ ধনুর্দ্ধরঃ ॥২১

ভ্রাতা চাস্য মহাবাহুঃ সৌমিত্রিরপরাজিতঃ।
লক্ষ্মণো নাম মেধাবী স্থিতঃ কার্য্যার্থসিদ্ধয়ে ॥২২

মৈন্দশ্চ দ্বিবিদশ্চাপি হনূমাংশ্চানিলাত্মজঃ।
জাম্ববানৃক্ষরাজশ্চ সুগ্রীবসচিবাঃ স্থিতাঃ ॥২৩

সর্ব্ব এতে মহাত্মানো বুদ্ধিমন্তো মহাবলাঃ।
অলং তব বিনাশায় রামবীর্য্যবলাশ্রয়াৎ ॥২৪

তস্যাস্তদাক্ষিপ্য বচো হিতমুক্তং কপীশ্বরঃ।
পর্য্যশঙ্কত তামীর্ষুঃ সুগ্রীবগতমানসাম্ ॥২৫

তারাং পরুষমুক্ত্বা তু নির্জগাম গুহামুখাৎ।
স্থিতং মাল্যবতোঽভ্যাসে সুগ্রীবং সোঽভ্যভাষত ॥২৬

অসকৃৎ ত্বং ময়া পূর্ব্বং নির্জিতো জীবিতপ্রিয়ঃ।
মুক্তো জ্ঞাতিরিতি জ্ঞাত্বা কা ত্বরা মরণে পুনঃ ॥২৭

ইত্যুক্তঃ প্রাহ সুগ্রীবো ভ্রাতরং হেতুমদ্ বচঃ।
প্রাপ্তকালমমিত্রঘ্নো রামং সম্বোধয়ন্নিব ॥২৮

হৃতরাজ্যস্য মে রাজন্ হৃতদারস্য চ ত্বয়া।
কিং মে জীবিতসামর্থ্যমিতি বিদ্ধি সমাগতম্ ॥২৯

এবমুক্ত্বা বহুবিধং ততস্তৌ সন্নিপেততুঃ।
সমরে বালি-সুগ্রীবৌ শাল-তাল-শিলায়ুধৌ ॥৩০

চন্দ্রপ্রভাতুল্যা কান্তিমতী বিদুষী তারা একমুহূর্ত্ত চিন্তা করিয়া পতিকে বলিল,—"হে কপীশ্বর! তবে শুন।২০

হৃতদার মহাবলী দশরথনন্দন ধনুর্দ্ধর শ্রীরাম সুগ্রীবের সহিত মিত্রতা করিয়াছেন। উভয়েই উভয়ের শত্রুকে নিজের শত্রু এবং উভয়ে উভয়ের মিত্রকে নিজের মিত্ররূপে স্বীকার করিয়া লইয়াছেন।২১

তাঁহার ভাই সুমিত্রানন্দন লক্ষ্মণ মহাবাহু, যুদ্ধে অপরাজিত, মেধাবী এবং রামকার্য্য-সিদ্ধির জন্য সর্ব্বদাই উদ্যত।২২

সুগ্রীবের মৈন্দ, দ্বিবিদ, বায়ুনন্দন হনুমান্ এবং ঋক্ষরাজ (ভল্লুকরাজ) জাম্ববান্—এই চারিজন মন্ত্রী আছে।২৩

ইহারা সকলে মহাত্মা, মহাবলশালী এবং বুদ্ধিমান্। ইহারা সকলে শ্রীরামের বলকে আশ্রয় করিয়া তোমাকে বধ করিতে সমর্থ।২৪

তারা হিতকর বাক্য বলিলেও তাহার কথার উপর আক্ষেপ (নিন্দা) করিয়া বালী বলিতে লাগিল; কারণ, বালীর মনে আশঙ্কা হইয়াছিল যে, তারা সুগ্রীবকে মনে মনে আকাঙ্ক্ষা করে।২৫

তারাকে কর্কশ-বাক্য বলিয়া বালী গুহামুখ হইতে নির্গত হইয়া মাল্যবান্ পর্ব্বতের নিকট গেল এবং সুগ্রীবকে দেখিয়া এইরূপ বলিল।২৬

অনেকবার তোমাকে পরাজিত করিয়া জ্ঞাতি বলিয়া ছাড়িয়া দিয়াছি, তুমিও 'জীবনই অধিক প্রিয়' এইবোধে বাঁচিবার আশায় পলায়ন করিয়াছ। আবার এত তাড়াতাড়ি মরণের ইচ্ছা কেন হইল ?২৭

বালী এই কথা বলিলে সুগ্রীব তখন ভাইকে এই যুক্তিযুক্ত কথা এমনভাবে বলিল, যেন সে রামচন্দ্রকেই সম্বোধন করিয়া বলিতেছে।২৮

রাজন্! তুমি আমার রাজ্য অপহরণ করিয়াছ এবং আমার স্ত্রীকে তোমার অধিকারে রাখিয়াছ, সুতরাং আমার আর বাঁচিয়া থাকিয়া কি লাভ ? আমার মরাই ভাল। এই মনে করিয়াই আমি আসিয়াছি।২৯

ততো জয়তুরত্যোন্যমুভৌ ভূমৌ নিপেততুঃ।
ততো ববল্গতুশ্চিত্রং মুষ্টিভিশ্চ নিজঘ্নতুঃ ॥৩১

ততৌ রুধিরসংসিক্তৌ নখদন্তপরিক্ষতৌ।
শুশুভাতে তদা বীরৌ পুষ্পিতাবিব কিংশুকৌ ॥৩২

ন বিশেষস্তয়োর্যুদ্ধে যদা কশ্চন দৃশ্যতে।
সুগ্রীবস্য তদা মালাং হনুমান্ কণ্ঠ আসজৎ ॥৩৩

স মালয়া তদা বীরঃ শুশুভে কণ্ঠসক্তয়া।
শ্রীমানিব মহাশৈলো মলয়ো মেঘমালয়া ॥৩৪

কৃতচিহ্নন্তু সুগ্রীবং রামো দৃষ্ট্বা মহাধনুঃ।
বিচকর্ষ ধনুঃ শ্রেষ্ঠং বালিমুদ্দিশ্য লক্ষ্যবৎ ॥৩৫

বিস্ফারস্তস্য ধনুষো যন্ত্রস্যেব তদা বভৌ।
বিতত্রাস তদা বালী শরেণাভিহতোরসি ॥৩৬

স ভিন্নহৃদয়ো বালী বক্ত্রাচ্ছোণিতমুদ্বমন্।
দদর্শাবস্থিতং রামং ততঃ সৌমিত্রিণা সহ ॥৩৭

গর্হয়িত্বা স কাকুৎস্থং পপাত ভুবি মূর্চ্ছিতঃ।
তারা দদর্শ তং ভূমৌ তারাপতিসমৌজসম্ ॥৩৮

হতে বালিনি সুগ্রীবঃ কিষ্কিন্ধাং প্রত্যপদ্যত।
তাঞ্চ তারাপতিমুখীং তারাং নিপতিতেশ্বরাম্ ॥৩৯

রামস্তু চতুরো মাসান্ পৃষ্ঠে মাল্যবতঃ শুভে।
নিবাসমকরোদ্ ধীমান্ সুগ্রীবেণাভ্যুপস্থিতঃ ॥৪০

রাবণোঽপি পুরীং গত্বা লঙ্কাং কামবলাৎকৃতঃ।
সীতাং নিবেশয়ামাস ভবনে নন্দনোপমে ॥৪১

এইরূপে বালী ও সুগ্রীব দুইজনে বহুপ্রকার বাগ্যুদ্ধ করিয়া শিলা, শাল ও তালবৃক্ষ লইয়া পরস্পর যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইল।৩০

উভয়েই উভয়কে আঘাত করিতে লাগিল এবং উভয়েই আহত হইয়া পড়িতে লাগিল; উভয়েই বিচিত্র গতিতে লাফাইতে লাগিল এবং উভয়ে উভয়কে মুষ্টির দ্বারা আঘাত করিতে লাগিল।৩১

উভয়েই পরস্পরের নখ ও দন্তের আঘাতে রক্তাপ্লুত হইয়া পুষ্পিত কিংশুক- (শাল্মলী) বৃক্ষের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিল।৩২

যখন উভয়ের ভেদ বুঝা যাইতেছিল না, তখন হনুমান্ সুগ্রীবের কণ্ঠে মালা পরাইয়া দিল।৩৩

সেই মালা পরিয়া বীর সুগ্রীব মেঘমালার দ্বারা পরিশোভিত মলয়-পর্ব্বতের ন্যায় শোভা ধারণ করিল।৩৪

মালার দ্বারা সুগ্রীবের চিহ্ন করিয়া দেওয়ায় রামচন্দ্র বালীকে বধ করিবার জন্য তাঁহার মহাধনু আকর্ষণ করিলেন; যন্ত্রতুল্য সেই ধনুষ্টঙ্কার-শব্দে বালী ভীত হইল এবং সহসাই বক্ষে রাম-শরে বিদ্ধ হইল।৩৫-৩৬

বালীর বক্ষঃস্থল বিদীর্ণ হওয়ায় সে মুখ দিয়া রক্তবমন করিতে করিতে লক্ষ্মণের সহিত শ্রীরামচন্দ্রকে দেখিতে পাইল।৩৭

বালী রামকে (গুপ্তভাবে আঘাত করিবার জন্য) ভর্ৎসনা করিতে করিতে মূর্চ্ছিত হইয়া ভূতলে পতিত হইল। তখন তারা আসিয়া চন্দ্রসদৃশ তেজস্বী বালীকে ভূতলে পতিত অবস্থায় দেখিল।৩৮

বালীর বধ হইলে সুগ্রীব কিষ্কিন্ধ্যানগরী ও অনাথা চন্দ্রমুখী তারা উভয়কেই লাভ করিল।৩৯

রামচন্দ্র বর্ষায় চারিমাস মাল্যবান্-পর্ব্বতের সুন্দর পৃষ্ঠভাগে সুগ্রীবকর্ত্তৃক পূজিত হইয়া অবস্থান করিতে লাগিলেন।৪০

এদিকে কামবশে বশীভূত রাবণও লঙ্কায় গিয়া সীতাকে নন্দনবনসদৃশ রমণীয় নিজ ভবনে

অশোকবনিকাভ্যাসে তাপসাশ্রমসন্নিভে।
ভর্তৃস্মরণতন্বঙ্গী তাপসীবেষধারিণী ॥৪২
উপবাসতপঃশীলা তত্রাস পৃথুলেক্ষণা।
উবাস দুঃখবসতিং ফলমূলকৃতাশনা ॥৪৩

দিদেশ রাক্ষসীস্তত্র রক্ষণে রাক্ষসাধিপঃ।
প্রাসাসি-শূল-পরশু-মুদ্গরালাতধারিণীঃ ॥৪৪
দ্ব্যক্ষীং ত্র্যক্ষীং ললাটাক্ষীং দীর্ঘজিহ্বামজিহ্বিকাম্।
ত্রিস্তনীমেকপাদাঞ্চ ত্রিজটামেকলোচনাম্ ॥৪৫
এতাশ্চান্যাশ্চ দীপ্তাক্ষ্যঃ করভোৎকটমূর্দ্ধজাঃ।
পরিবার্য্যাসতে সীতাং দিবারাত্রমতন্দ্রিতাঃ ॥৪৬

তাস্তু তামায়তাপাঙ্গীং পিশাচ্যো দারুণস্বরাঃ।
তর্জয়ন্তি সদা রৌদ্রাঃ পরুষব্যঞ্জনস্বরাঃ ॥৪৭
খাদাম পাটয়ামৈনাং তিলশঃ প্রবিভজ্য তাম্।
যেয়ং ভর্তারমস্মাকমবমন্যেহ জীবতি ॥৪৮
ইত্যেবং পরিভর্ৎসন্তীস্ত্রাস্যমানা পুনঃ পুনঃ।
ভর্তৃশোকসমাবিষ্টা নিঃশ্বস্যেদমুবাচ তাঃ ॥৪৯
আর্য্যাঃ খাদত মাং শীঘ্রং ন মে লোভোঽস্তি জীবিতে
বিনা তং পুণ্ডরীকাক্ষং নীলকুঞ্চিতমূর্ধজম্ ॥৫০
অপ্যেবাহং নিরাহারা জীবিতপ্রিয়বর্জিতা।
শোষয়িষ্যামি গাত্রাণি ব্যালী তালগতা যথা ॥৫১

লইয়া গেল। সেথায় সীতা তাপস-বেশ ধারণ করত অশোকবনের সন্নিধানে তাপসগণের আশ্রম-সদৃশ শান্তিপূর্ণ স্থানে ভর্তা শ্রীরামচন্দ্রকে সতত স্মরণ করিতে করিতে দুর্ব্বল শরীরে অবস্থান করিতে লাগিলেন।৪১-৪২

আয়তলোচনা সীতা সেখানে উপবাস ও তপস্যায় অভ্যস্ত হইয়া গেলেন। তিনি ফলমূল-মাত্র আহার করিয়া তথায় দুঃখের সহিত বাস করিতে লাগিলেন।৪৩

রাক্ষসরাজ রাবণ সীতার রক্ষণাবেক্ষণের জন্য বহু রাক্ষসী নিযুক্ত করিল; তাহারা প্রাস, অসি, শূল, কুঠার, মুদ্গর ও অলাত প্রভৃতি অস্ত্র ধারণ করিয়া তাঁহাকে রক্ষা করিতে লাগিল। তাহাদের মধ্যে কাহারও দুইটি চোখ, কাহারও বা তিনটি চোখ, কাহারও বা ললাটের উপর একটি চোখ; কাহারও বা জিহ্বা, কাহারও বা জিহ্বাই নাই; কাহারও তিনটি স্তন, কাহারও একটি পা, কাহারও তিনটি জটা, আবার কাহারও বা একটিমাত্র চোখ।৪৫

এইরূপ আরও দীপ্তচক্ষু ও উটের ন্যায় দীর্ঘ ও কর্কশ কেশবিশিষ্ট রাক্ষসীগণ সীতাকে ঘিরিয়া দিনরাত অনলসভাবে পাহারা দিত।৪৬

সেই পিশাচীসদৃশী দারুণ কর্কশস্বরবিশিষ্টা ভয়ঙ্করী রাক্ষসী সদা কটু-ভাষায় আয়তলোচনা সীতাকে তর্জ্জন করিত।৪৭

এই নারী আমাদের ভর্তা রাবণকে অবজ্ঞা করিয়া এখানে বাঁচিয়া রহিয়াছে, সুতরাং ইহাকে টুক্‌রা টুক্‌রা করিয়া ভাগ করত খাইয়া ফেলিব।৪৮

উঁহাদের তাদৃশ কঠোর-ভাষায় তর্জ্জনে ভীতা হইয়া পতিশোকে কাতরা সীতা দীর্ঘ-নিঃশ্বাস পরিত্যাগ করিতে করিতে তাহাদিগকে বলিয়াছিলেন।৪৯

হে সভ্যাবৃন্দ! তোমরা আমাকে সত্বর খাইয়াই ফেল, সেই কমললোচন শ্রীরামকে হারাইয়া আমার বাঁচিয়া থাকিতে বিন্দুমাত্রও ইচ্ছা নাই।৫০

ন ত্বন্যমভিগচ্ছেয়ং পুমাংসং রাঘবাদৃতে।
ইতি জানীত সত্যং মে ক্রিয়তাং যদনন্তরম্ ॥৫২

তস্যাস্তদ্ বচনং শ্রুত্বা রাক্ষস্যস্তাঃ খরস্বনাঃ।
আখ্যাতুং রাক্ষসেন্দ্রায় জগ্মুস্তৎ সর্বমাদৃতাঃ ॥৫৩

গতাসু তাসু সর্বাসু ত্রিজটা নাম রাক্ষসী।
সান্ত্বয়ামাস বৈদেহীং ধর্মজ্ঞা প্রিয়বাদিনী ॥৫৪

সীতে বক্ষ্যামি তে কিঞ্চিদ্ বিশ্বাসং কুরু মে সখি।
ভয়ং ত্বং ত্যজ বামোরু শৃণু চেদং বচো মম ॥৫৫

অবিন্ধ্যো নাম মেধাবী বৃদ্ধো রাক্ষসপুঙ্গবঃ।
স রামস্য হিতান্বেষী ত্বদর্থে হি স মাবদৎ ॥৫৬

সীতা মদ্বচনাদ্ বাচ্যা সমাশ্বাস্য প্রসাদ্য চ।
ভর্ত্তা তে কুশলী রামো লক্ষ্মণানুগতো বলী ॥৫৭

সখ্যং বানররাজেন শক্রপ্রতিমতেজসা।
কৃতবান্ রাঘবঃ শ্রীমাংস্ত্বদর্থে চ সমুদ্যতঃ ॥৫৮

মা চ তেঽস্তু ভয়ং ভীরু রাবণাল্লোকগর্হিতাৎ।
নলকূবরশাপেন রক্ষিতা হ্যসি নন্দিনি ॥৫৯

শপ্তো হ্যেষ পুরা পাপো বধূং রম্ভাং পরামৃশন্।
ন শক্তোত্যবশাং নারীমুপৈতুমজিতেন্দ্রিয়ঃ ॥৬০

ক্ষিপ্রমেষ্যতি তে ভর্ত্তা সুগ্রীবেণাভিরক্ষিতঃ।
সৌমিত্রিসহিতো ধীমাংস্ত্বাং চেতো মোক্ষয়িষ্যতি ॥৬১

আমি বরং জীবনের মায়া পরিত্যাগ করিয়া অনাহারে তালবৃক্ষগতা সর্পিণীর ন্যায় শরীরকে শুষ্ক করিয়া ফেলিব, তথাপি রামচন্দ্র ছাড়া অন্য পুরুষকে আমি ভজনা করিব না। এই সত্য কথা জানিয়া তোমরা অতঃপর যাহা ইচ্ছা করিতে পার।৫১-৫২

সীতার কথা শুনিয়া রুক্ষস্বরা রাক্ষসীগণ সেই কথা বলিবার জন্য আদরের সহিত রাক্ষসরাজের কাছে গেল।৫৩

সেই রাক্ষসীগণ সকলে চলিয়া গেলে ত্রিজটা-নাম্নী ধর্ম্মজ্ঞা প্রিয়বাদিনী রাক্ষসী সীতাকে সান্ত্বনা দিতে লাগিল।৫৪

হে সীতে! হে সখি! তোমাকে আমি কিছু বলিব, আমার কথা বিশ্বাস কর। বামোরু! তুমি ভয় পরিত্যাগ কর, আমার এই কথা শুন।৫৫

অবিন্ধ্যনামে এখানে এক বৃদ্ধ শ্রেষ্ঠ রাক্ষস আছে, সে মেধাবী ও রামচন্দ্রের হিতান্বেষী; সে তোমাকে বলিবার জন্য আমাকে এই কথা বলিয়াছে।৫৬

আমার কথায় সীতাকে আশ্বাস দিয়া বলিবে—তোমার পতি বলবান্ শ্রীরাম লক্ষ্মণের সহিত কুশলেই আছেন।৫৭

তোমাকে উদ্ধার করিবার জন্য শ্রীমান্ রাঘব উদ্যোগ আরম্ভ করত ইন্দ্রতুল্য পরাক্রমশালী বানররাজ সুগ্রীবের সহিত সখ্যস্থাপন করিয়াছেন।৫৮

অতএব ভীরু! লোকনিন্দিত রাবণ হইতে তোমার কোন ভয় নাই। হে নন্দিনি! নলকূবের তাহাকে যে শাপ দিয়াছিলেন, তাহাতেই তুমি রক্ষিতা হইতেছ।৫৯

পূর্ব্বে এই পাপী রাবণ নলকূবেরের বধূ ও নিজের পুত্রবধূসদৃশী রম্ভাকে ধর্ষণ করিয়াছিল। তাহাতে নলকূবের তাহাকে শাপ দিয়াছিলেন যে, অজিতেন্দ্রিয় এই রাবণ কোন অবশা (অনিচ্ছুক) নারীকে বলপূর্ব্বক ধর্ষণ করিতে সমর্থ হইবে না অর্থাৎ ধর্ষণের সঙ্গেসঙ্গেই রাবণের মৃত্যু হইবে।৬০

তারপর হইতে রাবণ কোন নারীর উপর বলাৎকার করিতে পারে না। শীঘ্রই তোমার

স্বপ্না হি সুমহাঘোরা দৃষ্টা মেঽনিষ্টদর্শনাঃ।
বিনাশায়াস্য দুর্বুদ্ধেঃ পৌলস্ত্যকুলঘাতিনঃ ॥৬২

দারুণো হ্যেষ দুষ্টাত্মা ক্ষুদ্রকর্মা নিশাচরঃ।
স্বভাবাচ্ছীলদোষেণ সর্বেষাং ভয়বর্দ্ধনঃ ॥৬৩

স্পর্দ্ধতে সর্বদেবৈর্যঃ কালোপহতচেতনঃ।
ময়া বিনাশলিঙ্গানি স্বপ্নে দৃষ্টানি তস্য বৈ ॥৬৪

তৈলাভিষিক্তো বিকচো মজ্জন্ পঙ্কে দশাননঃ।
অসকৃৎ খরযুক্তে তু রথে নৃত্যন্নিব স্থিতঃ ॥৬৫

কুম্ভকর্ণাদয়শ্চেমে নগ্নাঃ পতিতমূর্দ্ধজাঃ।
গচ্ছন্তি দক্ষিণামাশাং রক্তমাল্যানুলেপনাঃ ॥৬৬

শ্বেতাতপত্রঃ সোষ্ণীষঃ শুক্লমাল্যানুলেপনঃ।
শ্বেতপর্বতমারূঢ় এক এব বিভীষণঃ ॥৬৭

সচিবাশ্চাস্য চত্বারঃ শুক্লমাল্যানুলেপনাঃ।
শ্বেতপর্বতমারূঢ়া মোক্ষ্যন্তেঽস্মান্মহাভয়াৎ ॥৬৮

রামস্যাস্ত্রেণ পৃথিবী পরিক্ষিপ্তা সসাগরা।
যশসা পৃথিবীং কৃৎস্নাং পূরয়িষ্যতি তে পতিঃ ॥৬৯

অস্থিসঞ্চয়মারূঢ়ো ভুঞ্জানো মধুপায়সম্।
লক্ষ্মণশ্চ ময়া দৃষ্টো দিধক্ষুঃ সর্বতো দিশম্ ॥৭০

রুদতী রুধিরার্দ্রাঙ্গী ব্যাঘ্রেণ পরিরক্ষিতা।
অসকৃৎ ত্বং ময়া দৃষ্টা গচ্ছন্তী দিশমুত্তরাম্ ॥৭১

ভর্ত্তা ধীমান্ শ্রীরাম সুগ্রীবের দ্বারা রক্ষিত হইয়া লক্ষ্মণের সহিত এখানে আসিয়া তোমাকে মুক্ত করিবেন।৬১

(অবিন্ধ্যের কথা বলিয়া ত্রিজটা এখন নিজের কথা বলিতেছে) আমি এক অতি ঘোরদর্শন অনিষ্টসূচক স্বপ্ন দেখিয়াছি; উহার দ্বারা বুঝা যায় যে, পুলস্ত্যকুলের ঘাতক দুর্ব্বুদ্ধি রাবণের বিনাশ অবশ্যম্ভাবী।৬২

এই দারুণ দুষ্টাত্মা এবং ক্ষুদ্রকর্ম্মকারী রাক্ষস নিজ স্বভাব ও চরিত্র-দোষে সকল লোকের ভয়বর্দ্ধক হইয়াছে।৬৩

যে রাবণের বুদ্ধি কাল হরণ করিয়াছে এবং যে সকল দেবতার সহিত স্পর্দ্ধা (ঈর্ষা) করে, তাহার বিনাশের সমস্ত চিহ্ন আমি দেখিতে পাইয়াছি।৬৪

রাবণ মুণ্ডিতমস্তকে তৈলস্নাত হইয়া পাঁকে ডুবিতেছে এবং পুনঃপুনঃ গর্দ্দভবাহিত রথে চড়িয়া যেন নৃত্য করিতেছে।৬৫

কুম্ভকর্ণাদি শ্রেষ্ঠ রাক্ষসগণ নগ্ন ও মুণ্ডিত অবস্থায় রক্তবর্ণ চন্দন মাখিয়া রক্তমাল্য ধারণপূর্ব্বক দক্ষিণদিকে যাইতেছে।৬৬

একমাত্র বিভীষণকেই দেখিলাম যে, সে শ্বেতচ্ছত্র, শুভ্রমাল্য ও চন্দনে শোভিত হইয়া উষ্ণীষধারণ করত শ্বেতপর্ব্বতে আরোহণ করিয়া আছে।৬৭

ইহার চারিজন সচিবও শ্বেতমাল্য ও চন্দনে ভূষিত হইয়া শ্বেতপর্ব্বতে আরোহণ করত আমাদিগকে মহাভয় হইতে পরিত্রাণ করিবে।৬৮

শ্রীরামের অস্ত্রে সসাগরা সমস্ত পৃথিবী আচ্ছাদিতা হইয়া গিয়াছে। তোমার পতি নিজ যশে সমস্ত পৃথিবীকে পরিপূরিত করিবেন।৬৯

অস্থিসমূহের রাশির উপরে বসিয়া লক্ষ্মণ দশদিক্ যেন দগ্ধ করিয়াই মধুমিশ্রিত পায়স ভক্ষণ করিতেছেন—এইরূপ আমি স্বপ্ন দেখিয়াছি।৭০

রুধিরলিপ্ত শরীরে ব্যাঘ্রের দ্বারা পরিরক্ষিতা হইয়া তুমি রোদন করিতে করিতে উত্তরদিকে যাইতেছ—ইহা একাধিকবার দেখিয়াছি।৭১

হর্ষমেষ্যসি বৈদেহি ক্ষিপ্রং ভর্ত্রা সমন্বিতা।
রাঘবেণ সহ ভ্রাত্রা সীতে ত্বমচিরাদিব ॥৭২
ইত্যেতন্মৃগশাবাক্ষী তচ্ছ্রুত্বা ত্রিজটাবচঃ।
বভূবাশাবতী বালা পুনর্ভর্তৃসমাগমে ॥৭৩

যাবদভ্যাগতা রৌদ্রাঃ পিশাচ্যস্তাঃ সুদারুণাঃ।
দদৃশুস্তাং ত্রিজটয়া সহাসীনাং যথা পুরা ॥৭৪
ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং
বৈয়াসিক্যাং বনপর্ব্বণি রামোপাখ্যানপর্ব্বণি
ত্রিজটাকৃতসীতাসান্ত্বনে অশীত্যধিক-
দ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ ॥২৮০

হে বিদেহনন্দিনি সীতে। তুমি অবিলম্বে অতি সত্বর ভ্রাতা লক্ষ্মণের সহিত শ্রীরামের সঙ্গে মিলিতা হইয়া আনন্দ লাভ করিবে।৭২

ত্রিজটার মুখে এইসকল কথা শুনিয়া মৃগশাবক-লোচনা সীতা স্বামীর সহিত পুনরায় মিলনের আশা পোষণ করিতে লাগিলেন।৭৩

এই সময়ের মধ্যে অত্যন্ত ক্রূরস্বভাবা ভয়ঙ্করী সেই পিশাচী রাক্ষসীগণ সীতার নিকটে ফিরিয়া আসিয়া দেখিল যে, ত্রিজটা সীতার নিকটে পূর্ব্ববৎই বসিয়া আছে।৭৪

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের বনপর্ব্বান্তর্গত রামোপাখ্যানপর্ব্বে ত্রিজটাকৃতসীতাসান্ত্বনাবিষয়ক অশীত্যধিকদ্বিশততম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।২৮০

একাশীত্যধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ।

[সীতা-রাবণয়োঃ সন্দেশঃ।]

মার্কণ্ডেয় উবাচ।
ততস্তাং ভর্তৃশোকার্তাং দীনাং মলিনবাসসম্।
মণিশেষাভ্যলঙ্কারাং রুদতীঞ্চ পতিব্রতাম্ ॥১
রাক্ষসীভিরুপাস্যন্তীং সমাসীনাং শিলাতলে।
রাবণঃ কামবাণার্তো দদর্শোপসসর্প চ ॥২

দেব-দানব-গন্ধর্ব-যক্ষ-কিম্পুরুষৈর্যুধি।
অজিতোঽশোকবনিকাং যযৌ কন্দর্পপীড়িতঃ ॥৩

দিব্যাম্বরধরঃ শ্রীমান্ সুমৃষ্টমণিকুণ্ডলঃ।
বিচিত্রমাল্যমুকুটো বসন্ত ইব মূর্ত্তিমান্ ॥৪

একাশীত্যধিকদ্বিশততম অধ্যায়।

[সীতা ও রাবণের সংবাদ।]

মার্কণ্ডেয় বলিলেন,—হে যুধিষ্ঠির! অনন্তর পতিশোকার্তা দীনা মলিনবসনা চূড়ামণিমাত্র অলঙ্কারে অলঙ্কৃতা, রোদনপরায়ণা, পতিব্রতা সীতা একদিন শিলাতলে রাক্ষসীগণে পরিবেষ্টিতা হইয়া বসিয়া আছেন, এমন সময় দেব, দানব, গন্ধর্ব্ব, যক্ষ ও কিম্পুরুষগণের দ্বারা যুদ্ধে অপরাজিত রাবণ কামবাণে পীড়িত হইয়া সীতার নিকটে উপস্থিত হইল।১-৩

রাবণের পরিধানে দিব্য বস্ত্র, কর্ণে স্বচ্ছ মণিময় কুণ্ডল এবং মস্তকে বিচিত্র রত্নখচিত মুকুট ও গলদেশে রত্নমালা দোদুল্যমান ছিল; তাহাতে রাবণকে সাক্ষাৎ বসন্তের ন্যায় শোভাসম্পন্ন দেখাইতেছিল।৪

ন কল্পবৃক্ষসদৃশো যত্নাদপি বিভূষিতঃ।
শ্মশানচৈত্যদ্রুমবদ্ ভূষিতোঽপি ভয়ঙ্করঃ ॥৫

স তস্যাস্তনুমধ্যায়াঃ সমীপে রজনীচরঃ।
দদৃশে রোহিণীমেত্য শনৈশ্চর ইব গ্রহঃ ॥৬

স তামামন্ত্র্য সুশ্রোণীং পুষ্পকেতুশরাহতঃ।
ইদমিত্যব্রবীদ্ বাক্যং ত্রস্তাং রৌহীমিবাবলাম্ ॥৭

সীতে পর্য্যাপ্তমেতাবৎ কৃতো ভর্ত্তুরনুগ্রহঃ।
প্রসাদং কুরু তম্বঙ্গি ক্রিয়তাং পরিকর্ম তে ॥৮

ভজস্ব মাং বরারোহে মহার্হাভরণাম্বরা।
ভব মে সর্বনারীণামুত্তমা বরবর্ণিনী ॥৯

সন্তি মে দেবকন্যাশ্চ গন্ধর্বাণাঞ্চ যোষিতঃ।
সন্তি দানবকন্যাশ্চ দৈত্যানাং চাপি যোষিতঃ ॥১০

চতুর্দশ পিশাচানাং কোট্যো মে বচনে স্থিতাঃ।
দ্বিস্তাবৎ পুরুষাদানাং রক্ষসাং ভীমকর্মণাম্ ॥১১

ততো মে ত্রিগুণা যক্ষা যে মদ্বচনকারিণঃ।
কেচিদেব ধনাধ্যক্ষং ভ্রাতরং মে সমাশ্রিতাঃ ॥১২

গন্ধর্বাপ্সরসো ভদ্রে মামাপানগতং সদা।
উপতিষ্ঠন্তি বামোরু যথৈব ভ্রাতরং মম ॥১৩

পুত্রোঽহমপি বিপ্রর্ষেঃ সাক্ষাদ্ বিশ্রবসো মুনেঃ।
পঞ্চমো লোকপালানামিতি মে প্রথিতং যশঃ ॥১৪

দিব্যানি ভক্ষ্যভোজ্যানি পানানি বিবিধানি চ।
যথৈব ত্রিদশেশস্য তথৈব মম ভাবিনি ॥১৫

ক্ষীয়তাং দুষ্কৃতং কর্ম বনবাসকৃতং তব।
ভার্য্যা মে ভব সুশ্রোণি যথা মন্দোদরী তথা ॥১৬

সযত্নে বিভূষিত হইলেও রাবণ কল্পবৃক্ষের ন্যায় আনন্দজনক ছিল না; বরং ভূষিত হইয়াও শ্মশানস্থ চৈত্যবৃক্ষের (বটবৃক্ষ) ন্যায় ভয়ঙ্কর দেখাইতেছিল।৫

রাবণ যখন সূক্ষ্ম-কটিসম্পন্না সীতার নিকটে আসিল, তখন রোহিণী নক্ষত্রের নিকটবর্ত্তী শনিগ্রহের ন্যায় তাহাকে দেখাইতেছিল।৬

কামবাণে পীড়িত রাবণ ভীতা মৃগীর ন্যায় ভয়ভীতা সুন্দরী সীতাকে সম্বোধন করিয়া এইরূপ বলিল।৭

হে সীতে! তুমি আজ পর্য্যন্ত পতির উপর যথেষ্ট অনুগ্রহ করিয়াছ; হে কৃশাঙ্গি! আমার উপর প্রসন্ন হও এবং তোমার শৃঙ্গারোচিত বেশভূষা কর।৮

সুন্দরি! তুমি মহামূল্য বস্ত্র ও আভরণে অলঙ্কৃতা হইয়া আমাকে ভজনা কর এবং আমার সমস্ত স্ত্রীগণের মধ্যে তুমি উত্তমা ও সুন্দরী পাটরাণী হইয়া অবস্থান কর।৯

আমার ভবনমধ্যে অনেক দেবকন্যা, দানবকন্যা ও গন্ধর্ব্বগণের যুবতী স্ত্রী এবং দৈত্যগণের রমণী রহিয়াছে।১০

চৌদ্দ কোটি পিশাচ আমার আজ্ঞা পালন করে এবং আটাইশ কোটি অত্যন্ত ভয়ঙ্কর নরভক্ষক রাক্ষস আমার আদেশের অনুগামী।১১

এদেরও তিনগুণ যক্ষ আমার বশীভূত; খুব অল্পসংখ্যক যক্ষই আমার ভ্রাতা ধনপতি কুবেরের অনুবর্ত্তী।১২

হে ভদ্রে! হে বামোরু! আমার মদ্যপানের সময় গন্ধর্ব্ব ও অপ্সরাগণ ভ্রাতার ন্যায় আমার সেবা করে।১৩

আমিও কুবেরের ন্যায় সাক্ষাৎ ব্রহ্মর্ষি বিশ্রবা-মুনির পুত্র। (ইন্দ্র, যম, বরুণ ও কুবের—এই চার লোকপাল ব্যতীত) লোকপালগণের মধ্যে পঞ্চম লোকপালরূপে আমার যশ সর্ব্বত্র।১৪

হে ভাবিনি! দেবরাজের ন্যায় আমিও

ইত্যুক্তা তেন বৈদেহী পরিবৃত্য শুভাননা।
তৃণমন্তরতঃ কৃত্বা তমুবাচ নিশাচরম্ ॥১৭

অশিবেনাতিবামোরুরজস্রং নেত্রবারিণা।
স্তনাবপতিতৌ বালা সংহতাবভিবর্ষতী ॥১৮

উবাচ বাক্যং তং ক্ষুদ্রং বৈদেহী পতিদেবতা।
অসকৃদ্ বদতো বাক্যমীদৃশং রাক্ষসেশ্বর ॥১৯

বিষাদযুক্তমেতত্তে ময়া শ্রুতমভাগ্যয়া।
তদ্ ভদ্রমুখ ভদ্রং তে মানসং বিনিবর্ত্ত্যতাম্ ॥২০

পরদারাস্ম্যলভ্যা চ সততঞ্চ পতিব্রতা।
ন চৈবৌপয়িকী ভার্য্যা মানুষী কৃপণা তব ॥২১

বিবশাং ধর্ষয়িত্বা চ কাং ত্বং প্রীতিমবাপ্স্যসি।
প্রজাপতিসমো বিপ্রো ব্রহ্মযোনিঃ পিতা তব ॥২২

ন চ পালয়সে ধর্মং লোকপালসমঃ কথম্।
ভ্রাতরং রাজরাজানং মহেশ্বরসখং প্রভুম্ ॥২৩

ধনেশ্বরং ব্যপদিশন্ কথং ত্বিহ ন লজ্জসে।
ইত্যুক্তা প্রারুদৎ সীতা কম্পয়ন্তী পয়োধরৌ ॥২৪

শিরোধরাঞ্চ তন্বঙ্গী মুখং প্রচ্ছাদ্য বাসসা।
তস্যা রুদত্যা ভাবিন্যা দীর্ঘা বেণী সুসংযতা ॥২৫

দদৃশে স্বসিতা স্নিগ্ধা কালী ব্যালীব মূর্দ্ধনি।
শ্রুত্বা তদ্ রাবণো বাক্যং সীতয়োক্তং সুনিষ্ঠুরম্ ॥২৬

দিব্য ভক্ষ্য-ভোজ্যবস্তুসমূহ ও নানাপ্রকার পেয়-রসসমূহ উপভোগ করিয়া থাকি।১৫

সুশ্রোণি! বনবাসজনিত কষ্টদায়ক তোমার পূর্ব্বকৃত দুষ্কর্ম্মের ফলভোগ শেষ হউক। এখন মন্দোদরীর ন্যায় তুমিও আমার পত্নী হও।১৬

রাবণ এই কথা বলিলে পতিকে দেবতা-রূপে মান্যকারিণী পরম সুন্দর জঙ্ঘাধারী সুশোভিতা, শুভাননা, বিদেহরাজকুমারী সীতা অনবরত প্রবহমাণ এবং রাক্ষসগণের অমঙ্গলসূচক অশ্রুধারা উচ্চ কুচদ্বয় আর্দ্রীকৃত করিতে করিতে মধ্যে একখণ্ড তৃণ রক্ষা করত মুখ ফিরাইয়া সেই নীচ রাক্ষসকে বলিলেন।

হে রাক্ষসেশ্বর! তুমি এইরূপ কথা অনেক-বার বলিয়াছ। পুনরায় আমাকে যে এইরূপ কথা শুনিতে হইল, ইহাই আমার দুর্ভাগ্য। তোমার কল্যাণ হউক! ভদ্রমুখ! তোমার মনকে তুমি আমার উপর হইতে সরাইয়া লও।১৭-২০

আমি পরস্ত্রী এবং সতত পতিব্রতা, সুতরাং আমি তোমার সর্ব্বদাই অলভ্যা; আমি দীনা মানবকন্যা, আমি তোমার ন্যায় নিশাচরের ভার্য্যা হইবার যোগ্যা নহি।২১

আমার ন্যায় বিবশা অবলা নারীকে অপমানিত করিয়া তুমি কি করিয়া প্রীতিলাভ করিতেছ? তোমার পিতা ব্রাহ্মণ, ব্রহ্মার পুত্র বলিয়া ব্রহ্মারই সদৃশ।২২

তুমি ধর্ম্মকে পালন কর না, তবে তুমি লোকপালতুল্য হইলে কেমন করিয়া? মহেশ্বরের সখা প্রভু ধনপতি কুবের তোমার ভাই—এইরূপ পরিচয় দিতে তোমার লজ্জা হইতেছে না?

এই কথা বলিয়া কৃশশরীরা সীতা রাবণের ভয়ে কম্পিতা হইয়া মুখ ও মস্তক কাপড়ে ঢাকিয়া রোদন করিতে লাগিলেন। সেই সময় ভয়ে কম্পমানা সীতার স্তন দুইটিও কাঁপিতেছিল।

সীতা যখন এইভাবে রোদন করিতেছিলেন, তখন তাঁহার মস্তকে বদ্ধা, স্নিগ্ধা, দীর্ঘা ও অত্যন্ত কৃষ্ণবর্ণা বেণী বিষধর সর্পের ন্যায় দেখাইতেছিল।

প্রত্যাখ্যাতোঽপি দুর্মেধাঃ পুনরেবাব্রবীদ্ বচঃ।
কামমঙ্গানি মে সীতে দুনোতু মকরধ্বজঃ ॥২৭
ন ত্বামকামাং সুশ্রোণীং সমেষ্যে চারুহাসিনীম্।
কিন্তু শক্যং ময়া কর্ত্তুং যৎ ত্বমদ্যাপি মানুষম্ ॥২৮
আহারভূতমস্মাকং রামমেবানুরুধ্যসে ॥২৯
ইত্যুক্ত্বা তামনিন্দ্যাঙ্গীং স রাক্ষসমহেশ্বরঃ।
তত্রৈবান্তর্হিতো ভূত্বা জগামাভিমতাং দিশম্ ॥৩০
রাক্ষসীভিঃ পরিবৃতা বৈদেহী শোককর্শিতা।
সেব্যমানা ত্রিজটয়া তত্রৈব ন্যবসৎ তদা ॥৩১

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং বনপর্ব্বণি রামোপাখ্যানপর্ব্বণি সীতারাবণসংবাদে একাশীত্যধিক-দ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ ॥২৮১

দুর্ম্মতি রাবণ সীতার নিষ্ঠুর কথা শুনিয়া প্রত্যাখ্যাত হইয়া পুনরায় সীতাকে বলিল,—হে সীতে! মদন আমার অঙ্গসমূহ ভীষণভাবে দগ্ধ করিতেছে। কিন্তু তথাপি 'তুমি না ইচ্ছা করিলে' আমি মধুরহাসিনী সুন্দরী যুবতী তোমার সহিত সমাগত হইব না।

আমি এখন কি করিব? তুমি যে এখনও আমাদের আহারস্বরূপ মানুষ রামকেই ভজনা করিতেছ।২৩-২৯

সেই অনবদ্যাঙ্গী সীতাকে এই কথা বলিয়া রাবণ সেখানেই অন্তর্হিত হইয়া নিজ অভীষ্টস্থানে চলিয়া গেল।৩০

রাক্ষসীগণে পরিবেষ্টিতা সীতা ত্রিজটাকর্ত্তৃক সেবিতা হইয়া সেই অশোকবনেই বাস করিতে লাগিলেন।৩১

শ্রীমন্মহর্ষিবেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের বনপর্ব্বান্তর্গত রামোপাখ্যানপর্ব্বে সীতাহরণসংবাদবিষয়ক অশীত্যধিকদ্বিশততম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।২৮১

দ্ব্যশীত্যধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ।

[সুগ্রীবায় শ্রীরামস্য ক্রোধঃ, সীতান্বেষণায় সুগ্রীবেণ বানরাণাং প্রেষণম্, লঙ্কাতঃ প্রত্যাবৃত্য হনুমতো লঙ্কাযাত্রায়া বৃত্তান্তনিবেদনঞ্চ।]

মার্কণ্ডেয় উবাচ।
রাঘবঃ সহসৌমিত্রিঃ সুগ্রীবেণাভিপালিতঃ।
বসন্ মাল্যবতঃ পৃষ্ঠে দদৃশে বিমলং নভঃ ॥১
স দৃষ্ট্বা বিমলে ব্যোম্নি নির্ম্মলং শশলক্ষণম্।
গ্রহ-নক্ষত্র-তারাভিরনুযাতমমিত্রহা ॥২

দ্ব্যশীত্যধিকদ্বিশততম অধ্যায়।

[শ্রীরামের সুগ্রীবের উপর কোপ, সীতান্বেষণে সুগ্রীবকর্ত্তৃক বানরগণের প্রেষণ এবং লঙ্কা হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া হনুমানের লঙ্কাযাত্রার বৃত্তান্ত নিবেদন।]

মার্কণ্ডেয় বলিলেন,—শ্রীরামচন্দ্র লক্ষ্মণের সহিত সুগ্রীবের দ্বারা সেবিত হইয়া মাল্যবান্-পর্ব্বতে বাস করিতে করিতে আকাশ নির্ম্মল হইয়াছে অর্থাৎ শরৎকাল আসিয়াছে দেখিলেন।১

শরৎকালের নির্ম্মল গগনে গ্রহ, নক্ষত্র, তারা পরিবেষ্টিত নির্ম্মল চন্দ্রকে দর্শন করিয়া শত্রুদমন শ্রীরাম তখন পর্ব্বতের উপরে শয়ন করিয়াছেন,

কুমুদোৎপলপদ্মানাং গন্ধমাদায় বায়ুনা।
মহীধরস্থঃ শীতেন সহসা প্রতিবোধিতঃ ॥৩

প্রভাতে লক্ষ্মণং বীরমভ্যভাষত দুর্মনাঃ।
সীতাং সংস্মৃত্য ধর্মাত্মা রুদ্ধাং রাক্ষসবেশ্মনি ॥৪

গচ্ছ লক্ষ্মণ জানীহি কিষ্কিন্ধ্যায়াং কপীশ্বরম্।
প্রমত্তং গ্রাম্যধর্মেষু কৃতঘ্নং স্বার্থপণ্ডিতম্ ॥৫

যোহসৌ কুলাধমো মূঢ়ো ময়া রাজ্যেহভিষেচিতঃ।
সর্ববানরগোপুচ্ছা যমৃক্ষাশ্চ ভজন্তি বৈ ॥৬

যদর্থং নিহতো বালী ময়া রঘুকুলোদ্বহ।
ত্বয়া সহ মহাবাহো কিষ্কিন্ধ্যোপবনে তদা ॥৭

কৃতঘ্নং তমহং মন্যে বানরাপসদং ভুবি।
যো মামেবংগতো মূঢ়ো ন জানীতেহদ্য লক্ষ্মণ ॥৮

অসৌ মন্যে ন জানীতে সময়প্রতিপালনম্।
কৃতোপকারং মাং নূনমবমন্যাল্পয়া ধিয়া ॥৯

যদি তাবদনুদ্যুক্তঃ শেতে কামসুখাত্মকঃ।
নেতব্যো বালিমার্গেণ সর্বভূতগতিং ত্বয়া ॥১০

অথাপি ঘটতেহস্মাকমর্থে বানরপুঙ্গবঃ।
তমাদায়ৈব কাকুৎস্থ ত্বরাবান্ ভব মা চিরম্ ॥১১

ইত্যুক্তো লক্ষ্মণো ভ্রাত্রা গুরুবাক্যহিতে রতঃ।
প্রতস্থে রুচিরং গৃহ্য সমার্গণগুণং ধনুঃ ॥১২

কিষ্কিন্ধ্যাদ্বারমাসাদ্য প্রবিবেশানিবারিতঃ।
সক্রোধ ইতি তং মত্বা রাজা প্রত্যুদ্যযৌ হরিঃ ॥১৩

তং সদারো বিনীতাত্মা সুগ্রীবঃ প্লবগাধিপঃ।
পূজয়া প্রতিজগ্রাহ প্রীয়মাণস্তদর্হয়া ॥১৪

এমন সময় কুমুদ, উৎপল প্রভৃতি পুষ্পের সুগন্ধবহনকারী শীতল ও সুখস্পর্শ বায়ুদ্বারা তিনি সহসা জাগরিত হইলেন।২-৩

সেই প্রাতঃকালে তাঁহার মনে পড়িয়া গেল যে, সীতা রাক্ষসগৃহে আছেন। তখন ধর্ম্মাত্মা শ্রীরাম বিষণ্ণচিত্তে লক্ষ্মণকে বলিলেন।৪

হে লক্ষ্মণ! তুমি কিষ্কিন্ধ্যায় যাও; দেখ শৃঙ্গারাদি গ্রাম্যরসে আসক্ত স্বার্থপর ও কৃতঘ্ন কপিরাজ সুগ্রীব কি করিতেছে?৫

যে কুলাধমকে আমি রাজ্যে অভিষিক্ত করিয়াছি, সেইজন্য তাহাকে বানর, গোপুচ্ছ ও ভল্লুকগণ ভজনা করিতেছে।৬

রঘুকুলতিলক মহাবাহু লক্ষ্মণ! এই সুগ্রীবের জন্য আমি কিষ্কিন্ধ্যার উপবনে তোমার সহিত মিলিত হইয়া বালীকে বধ করিয়াছি।৭

সেই নীচ বানরকে এখন আমার কৃতঘ্ন বলিয়া মনে হইতেছে। হে লক্ষ্মণ! কেননা, আমার এইরূপ অবস্থার কথা সেই মূর্খ ভুলিয়া গিয়াছে।৮

আমার মনে হয়, সে অল্পবুদ্ধিতাবশতঃ উপকারী আমাকে অবজ্ঞা করত প্রতিজ্ঞাপালনের কথা ভুলিয়া গিয়াছে।৯

যদি সে কোন উদ্যোগ প্রকাশ না করিয়া কামসুখে বশীভূত হইয়া শয়ন করিয়াই থাকে, তবে তাহাকে বালীর পথে সর্ব্বপ্রাণীকে একদিন না একদিন যে গতি লাভ করিতেই হইবে, সেই গতি প্রদান করিবে।১০

লক্ষ্মণ! আর যদি বানররাজ আমার সাহায্য করিতে যত্নবান্ হয়, তবে তাহাকে শীঘ্র আমার কাছে লইয়া আসিবে, বিলম্ব করিবে না।১১

জ্যেষ্ঠ-ভ্রাতা শ্রীরাম এই কথা বলিলে গুরুজনের আজ্ঞা পালনে ও হিতাচরণে তৎপর লক্ষ্মণ তৎক্ষণাৎ গুণযুক্ত সুন্দর ধনুর্ব্বাণ গ্রহণ করত কিষ্কিন্ধ্যার অভিমুখে চলিলেন।১২

তমব্রবীদ্ রামবচঃ সৌমিত্রিরকুতোভয়ঃ।
স তৎ সর্বমশেষেণ শ্রুত্বা প্রহ্বঃ কৃতাঞ্জলিঃ ॥১৫
সভৃত্যদারো রাজেন্দ্র সুগ্রীবো বানরাধিপঃ।
ইদমাহ বচঃ প্রীতো লক্ষ্মণং নরকুঞ্জরম্ ॥১৬
নাস্মি লক্ষ্মণ দুর্মেধা নাকৃতজ্ঞো ন নির্ঘৃণঃ।
শ্রূয়তাং যঃ প্রযত্নো মে সীতা পর্য্যেষণে কৃতঃ ॥১৭
দিশঃ প্রস্থাপিতাঃ সর্বে বিনীতা হরয়ো ময়া।
সর্বেষাঞ্চ কৃতঃ কালো মাসেনাগমনং পুনঃ ॥১৮
যৈরিয়ং সবনা সাদ্রিঃ সপুরা সাগরাম্বরা।
বিচেতব্যা মহী বীর সগ্রাম-নগরাকরা ॥১৯

স মাসঃ পঞ্চরাত্রেণ পূর্ণো ভবিতুমর্হতি।
ততঃ শ্রোষ্যসি রামেণ সহিতঃ সুমহৎ প্রিয়ম্ ॥২০
ইত্যুক্তো লক্ষ্মণস্তেন বানরেন্দ্রেণ ধীমতা।
ত্যক্ত্বা রোষমদীনাত্মা সুগ্রীবং প্রত্যপূজয়ৎ ॥২১
স রামং সহসুগ্রীবো মাল্যবৎ পৃষ্ঠমাস্থিতম্।
অভিগম্যোদয়ং তস্য কার্য্যস্য প্রত্যবেদয়ৎ ॥২২
ইত্যেবং বানরেন্দ্রাস্তে সমাজগ্মুঃ সহস্রশঃ।
দিশস্তিস্রো বিচিত্যাথ ন তু যে দক্ষিণাং গতাঃ ॥২৩
আচখ্যুস্তত্র রামায় মহীং সাগরমেখলাম্।
বিচিতাং ন তু বৈদেহ্যা দর্শনং রাবণস্য বা ॥২৪

কিষ্কিন্ধ্যার দ্বারদেশে কোনরূপ বাধা না পাইয়া তিনি ভিতরে প্রবেশ করিলেন। লক্ষ্মণ ক্রুদ্ধ হইয়া আসিতেছেন, এই সংবাদ পাইয়া রাজা সুগ্রীব তাঁহার প্রত্যুদ্গমনের জন্য অগ্রসর হইল।১৩

পত্নীর সহিত বানররাজ সুগ্রীব বিনীতভাবে যথোচিত পূজা করত তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিল। তখন সুমিত্রানন্দন লক্ষ্মণ অকুতোভয়ে রামচন্দ্রের কথা তাহাকে বলিলেন।

রাজেন্দ্র! সে বিনয় ও নম্রতার সহিত তাঁহার সব কথা শুনিয়া ভার্য্যা ও সেবকগণের সহিত বানররাজ সুগ্রীব করযোড়ে নরশ্রেষ্ঠ লক্ষ্মণকে প্রীতিভরে এই কথা বলিলেন।১৪-১৬

হে লক্ষ্মণ! আমি দুর্ম্মতি, অকৃতজ্ঞ ও নির্দ্দয় নহি। তাহা হইলে আপনি শুনুন, আমি সীতার অন্বেষণের জন্য এপর্য্যন্ত কি করিয়াছি।১৭

আমি চারিদিকে বিনীত বানরগণকে প্রেরণ করিয়াছি এবং পুনরায় তাহাদের ফিরিয়া আসিবার সময় একমাস বাঁধিয়া দিয়াছি।১৮

হে বীর! এই সময়ের মধ্যে তাহাদিগকে পর্ব্বত, পুর, নগর, গ্রাম ও আকরসমূহের সহিত সমুদ্রবসনা এই সমগ্রা পৃথিবীতে অন্বেষণ করিতে হইবে।১৯

তাহাদের নির্দ্দিষ্ট একমাস আর পাঁচ রাত্রিতেই পূর্ণ হইবে; তাহার পরই আপনি রামচন্দ্রের সহিত তাঁহার অত্যন্ত প্রিয় সংবাদ শুনিতে পাইবেন।২০

বুদ্ধিমান্ বানররাজ সুগ্রীব এইরূপ বলিলে উদারহৃদয় লক্ষ্মণ ক্রোধ পরিত্যাগ করিয়া সুগ্রীবকে অভিনন্দিত করিলেন।২১

অনন্তর লক্ষ্মণ সুগ্রীবের সহিত মাল্যবান্-পর্ব্বতের উপরিভাগে অবস্থিত রামচন্দ্রের নিকট আসিয়া সুগ্রীবের উদ্যোগের কথা সব তাঁহাকে নিবেদন করিলেন।২২

তারপর তিনদিক্ হইতে সহস্র সহস্র বানরেন্দ্রগণ সীতান্বেষণ-কার্য্য সমাপ্ত করিয়া ফিরিয়া আসিয়াছে; কেবল দক্ষিণদিকে গত বানরেন্দ্রগণ ফিরে নাই।২৩

তাহারা সকলেই শ্রীরামচন্দ্রের নিকট আসিয়া বলিল যে, আমরা সমুদ্র-পরিবেষ্টিত সমস্ত পৃথিবী খুঁজিয়াও কোথাও সীতাদেবী বা রাবণকে দেখিলাম না।২৪

গতাস্তু দক্ষিণামাশাং যে বৈ বানরপুঙ্গবাঃ
আশাবাংস্তেষু কাকুৎস্থঃ প্রাণানার্ত্তোঽভ্যধারয়ৎ॥২৫
দ্বিমাসোপরমে কালে ব্যতীতে প্লবগাস্ততঃ।
সুগ্রীবমভিগম্যেদং ত্বরিতা বাক্যমব্রুবন্ ॥২৬
রক্ষিতং বালিনা যৎ তৎ স্ফীতং মধুবনং মহৎ।
ত্বয়া চ প্লবগশ্রেষ্ঠ তদ্ ভুঙ্‌ক্তে পবনাত্মজঃ ২৭
বালিপুত্ত্রোঽঙ্গদশ্চৈব যে চান্যে প্লবগর্ষভাঃ।
বিচেতুং দক্ষিণামাশাং রাজন্ প্রস্থাপিতাস্ত্বয়া ॥২৮
তেষামপনয়ং শ্রুত্বা মেনে স কৃতকৃত্যতাম্।
কৃতার্থানাং হি ভৃত্যানামেতদ্ ভবতি চেষ্টিতম্ ॥২৯
স তদ্ রামায় মেধাবী শশংস প্লবগর্ষভঃ।
রামশ্চাপ্যনুমানেন মেনে দৃষ্টাং তু মৈথিলীম্ ॥৩০
হনুমৎপ্রমুখাশ্চাপি বিশ্রান্তাস্তে প্লবঙ্গমাঃ।
অভিজগ্মুর্হরীন্দ্রং তং রাম-লক্ষ্মণসন্নিধৌ ॥৩১
গতিঞ্চ মুখবর্ণঞ্চ দৃষ্ট্বা রামো হনুমতঃ।
অগমৎ প্রত্যয়ং ভূয়ো দৃষ্টা সীতেতি ভারত ॥৩২
হনুমৎপ্রমুখাস্তে তু বানরাঃ পূর্ণমানসাঃ।
প্রণেমুর্বিধিবদ্ রামং সুগ্রীবং লক্ষ্মণং তথা ॥৩৩
তানুবাচানতান্ রামঃ প্রগৃহ্য সশরং ধনুঃ।
অপি মাং জীবয়িষ্যধ্বমপি বঃ কৃতকৃত্যতা ॥৩৪
অপি রাজ্যমযোধ্যায়াং কারয়িষ্যাম্যহং পুনঃ।
নিহত্য সমরে শত্রূনাহৃত্য জনকাত্মজাম্ ।৩৫

এ-সংবাদে শ্রীরাম বেদনায় অত্যন্ত আর্ত্ত হইলেন ও দক্ষিণদিকের বানরশ্রেষ্ঠগণ ফিরিয়া না আসায় তাহাদের উপর আশা স্থাপন করিয়াই প্রাণধারণ করিলেন।২৫

দুইমাস অতীত হইলে পর মধুবনরক্ষক বানরগণ সুগ্রীবের নিকট আসিয়া তাহাকে তাড়াতাড়ি এই কথা বলিল।২৬

বানররাজ! বালীর রক্ষিত সমৃদ্ধ মধুবন, যাহা এখন আপনার রক্ষণাবেক্ষণে আছে, হনুমান্ (রাজাজ্ঞা না পাইলেও) ঐ মধুবনের মধু খাইতেছে।২৭

রাজন্! বালিপুত্র অঙ্গদ ও অন্যান্য যেসকল শ্রেষ্ঠ বানরগণ আপনারই আজ্ঞায় দক্ষিণদিকে সীতার অন্বেষণের জন্য গিয়াছিল, তাহারাই মধুবন ভাঙ্গিয়া মধু খাইতেছে।২৮

সুগ্রীব তাহাদের এই অনুচিত-কার্য্যের কথা শুনিয়া বুঝিলেন যে, ইহারা কৃতকৃত্য হইয়া আসিয়াছে। কেননা, কৃতার্থ সেবকগণের আচরণ এইরূপই হইয়া থাকে।২৯

বুদ্ধিমান্ বানররাজ সুগ্রীব এ-কথা রামচন্দ্রের নিকট নিবেদন করিলে রামচন্দ্রও অনুমান করিলেন যে, নিশ্চয়ই উহারা মিথিলারাজকুমারী সীতাকে দেখিয়া আসিয়াছে।৩০

ইতিমধ্যে হনুমান্ প্রভৃতি শ্রেষ্ঠ বানরগণ বিশ্রামলাভের পর শ্রীরাম ও লক্ষ্মণের নিকটে অবস্থিত বানররাজ সুগ্রীবের নিকটে আসিল।৩১

ভরতবংশধর যুধিষ্ঠির! হনুমানের গতি ও মুখের বর্ণ দেখিয়াই শ্রীরামচন্দ্র বুঝিলেন যে, সে সীতাকে দেখিয়াছে।৩২

সফল-মনোরথ হইয়া আগত হনুমান্ প্রভৃতি বানরগণ সকলে আসিয়া বিধি অনুসারে রাম, লক্ষ্মণ ও সুগ্রীবকে প্রণাম করিল।৩৩

অমোক্ষয়িত্বা বৈদেহীমহত্বা চ রণে রিপূন্।
হৃতদারোঽবধূতশ্চ নাহং জীবিতুমুৎসহে ॥৩৬

ইত্যুক্তবচনং রামং প্রত্যুবাচানিলাত্মজঃ।
প্রিয়মাখ্যামি তে রাম দৃষ্টা সা জানকী ময়া ॥৩৭

বিচিত্য দক্ষিণামাশাং সপর্বত-বনাকরাম্।
শ্রান্তাঃ কালে ব্যতীতে স্ম দৃষ্টবন্তো মহাগুহাম্ ॥৩৮

প্রবিশামো বয়ং তাং তু বহুযোজনমায়তাম্।
সান্ধকারাং সুবিপিনাং গহনাং কীটসেবিতাম্ ॥৩৯

গত্বা সুমহদধ্বানমাদিত্যস্য প্রভাং ততঃ।
দৃষ্টবন্তঃ স্ম তত্রৈব ভবনং দিব্যমন্তরা ॥৪০

ময়স্য কিল দৈত্যস্য তদাসীদ্ বেশ্ম রাঘব।
তত্র প্রভাবতী নাম তপোঽতপ্যত তাপসী ॥৪১

তয়া দত্তানি ভোজ্যানি পানানি বিবিধানি চ।
ভুক্ত্বা লব্ধবলাঃ সন্তস্তয়োক্তেন পথা ততঃ ॥৪২

নির্যায় তস্মাদুদ্দেশাৎ পশ্যামো লবণাম্ভসঃ।
সমীপে সহ্য-মলয়ৌ দর্দুরঞ্চ মহাগিরিম্ ॥৪৩

ততো মলয়মারুহ্য পশ্যন্তো বরুণালয়ম্।
বিষণ্ণা ব্যথিতাঃ খিন্না নিরাশা জীবিতে ভৃশম্ ॥৪৪

অনেকশতবিস্তীর্ণং যোজনানাং মহোদধিম্।
তিমি-নক্র-ঝষাবাসং চিন্তয়ন্তঃ সুদুঃখিতাঃ ॥৪৫

শ্রীরাম ধনুর্ব্বাণ গ্রহণ করত প্রণত সেই বানরগণকে বলিলেন,—তোমরা কি আমাকে জীবনদান করিবে অথবা তোমরা কি কৃতকৃত্য হইয়াছ ?৩৪

আমি কি শত্রুগণকে বধ করত সীতাকে আনিয়া পুনরায় অযোধ্যায় রাজত্ব করিব ?৩৫

বৈদেহীকে উদ্ধার না করিয়া এবং যুদ্ধে শত্রুগণকে বধ না করিয়া ভার্য্যাকে হারাইয়া অবধূত অবস্থায় আমি বাঁচিতে চাহি না।৩৬

শ্রীরামের এই কথা শুনিয়া পবননন্দন হনুমান্ তাঁহাকে বলিল,—হে রাম। আমি আপনার প্রিয় সংবাদ দিব। মা জানকীকে আমি দর্শন করিয়াছি।৩৭

বন, পর্ব্বত ও আকরের সহিত দক্ষিণদিকে সমস্ত দিক্ অন্বেষণ করিয়া যখন আমরা শ্রান্ত হইয়া পড়িলাম ও অনুসন্ধানের জন্য নির্দ্দিষ্ট কাল যখন অতিক্রান্ত হইল, তখন আমরা একটি প্রকাণ্ড গুহা দেখিতে পাই।৩৮

আমরা বহুযোজন দীর্ঘ অন্ধকারাচ্ছন্ন ঘন বন ও কীটসমূহে পরিপূর্ণ সেই গুহার মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া বহু দূর পথ যাইবার পর সূর্য্যের আলোক পাইলাম ও সেই আলোকে একটি দিব্য ভবন দেখিতে পাইলাম।৩৯-৪০

হে রঘুনন্দন। সেই ভবনটি ময়দানবের নিবাসস্থান ছিল এবং তথায় প্রভাবতী নামে এক তপস্বী তপস্যা করিতেছিল।৪১

তাঁহার প্রদত্ত ফল, মূল ও অন্যান্য ভোজ্যবস্তুসমূহ ভক্ষণ করিয়া নূতন বল লাভ করত ও তাহারই নির্দ্দিষ্ট পথে চলিয়া আমরা লবণ সমুদ্রতীরে অবস্থিত সহ্য, মলয় ও দর্দ্দুর পর্ব্বত দেখিতে পাইলাম।৪২-৪৩

তারপর মলয় পর্ব্বতে আরোহণ করত সমুদ্র দর্শন করিয়া আমরা অত্যন্ত খিন্ন, বিষণ্ণ, ব্যথিত এবং জীবনে নিরাশ হইলাম।৪৪

বহুশতযোজন বিস্তীর্ণ এবং তিমি, মকর ও বড় বড় মৎস্য পরিপূর্ণ মহাসমুদ্র দেখিয়া আমরা চিন্তাকুল হইয়া অত্যন্ত দুঃখিত হইলাম।৪৫

তত্রানশনসঙ্কল্পং কৃত্বাসীনা বয়ং তদা।
ততঃ কথান্তে গৃধ্রস্য জটায়োরভবদ্ কথা ॥৪৬
ততঃ পর্বতশৃঙ্গাভং ঘোররূপং ভয়াবহম্।
পক্ষিণং দৃষ্টবন্তঃ স্ম বৈনতেয়মিবাপরম্ ॥৪৭
সোঽস্মানতর্কয়দ্ ভোক্তুমথাভ্যেত্য বচোঽব্রবীৎ।
ভোঃ ক এষ মম ভ্রাতুর্জটায়োঃ কুরুতে কথাম্ ॥৪৮
সম্পাতির্নাম তস্যাহং জ্যেষ্ঠো ভ্রাতা খগাধিপঃ।
অন্যোন্যস্পর্ধয়ারূঢ়াবাবামাদিত্যসংপদম্ ॥৪৯
ততো দগ্ধাবিমৌ পক্ষৌ ন দগ্ধৌ তু জটায়ুষঃ।
তদা মে চিরদৃষ্টঃ স ভ্রাতা গৃধ্রপতিঃ প্রিয়ঃ ॥৫০
নির্দগ্ধপক্ষঃ পতিতো হ্যহমস্মিন্ মহাগিরৌ।
তস্যৈবং বদতোঽস্মাভির্হতো ভ্রাতা নিবেদিতঃ ॥৫১
ব্যসনং ভবতশ্চেদং সংক্ষেপাদ্ বৈ নিবেদিতম্।
স সম্পাতিস্তদা রাজন্ শ্রুত্বা সুমহদপ্রিয়ম্ ॥৫২
বিষণ্ণচেতাঃ পপ্রচ্ছ পুনরস্মানরিন্দম।
কঃ স রামঃ কথং সীতা জটায়ুশ্চ কথং হতঃ ॥৫৩
ইচ্ছামি সর্বমেবৈতচ্ছ্রোতুং প্লবগসত্তমাঃ।
তস্যাহং সর্বমেবৈতদ্ ভবতো ব্যসনাগমম্ ॥৫৪
প্রায়োপবেশনে চৈব হেতুং বিস্তরশোঽব্রুবম্।
সোঽস্মানুত্থাপয়ামাস বাক্যেনানেন পক্ষিরাট্ ॥৫৫
রাবণো বিদিতো মহ্যং লঙ্কা চাস্য মহাপুরী।
দৃষ্টা পারে সমুদ্রস্য ত্রিকূটগিরিকন্দরে ॥৫৬
ভবিত্রী তত্র বৈদেহী ন মেঽস্ত্যত্র বিচারণা।
ইতি তস্য বচঃ শ্রুত্বা বয়মুত্থায় সত্বরাঃ ॥৫৭

আমরা তখন অনশনের সঙ্কল্প করিয়া তাহাতে প্রাণ পরিত্যাগ করিবার জন্য উপবেশন করত প্রসঙ্গতঃ জটায়ুর কথা বলিতেছিলাম।৪৬

এমন সময় আমরা পর্ব্বতের শৃঙ্গসদৃশ, ভয়ঙ্কররূপ, ভয়াবহ ও দ্বিতীয় গরুড়ের ন্যায় আকারবিশিষ্ট একটি পক্ষী দেখিতে পাইলাম।৪৭

ঐ পক্ষী আমাদিগকে খাইয়া ফেলিবার কথাই হয়ত ভাবিতেছিল, কিন্তু আমাদের মুখে জটায়ুর কথা শুনিয়া সে বলিল—"কে তোমরা আমার ভাই জটায়ুর কথা বলিতেছ?৪৮

আমি তাহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা, আমার নাম সম্পাতি, আমরা দুই ভ্রাতা স্পর্দ্ধা করিয়া সূর্য্যের নিকট যাইবার জন্য আকাশে উড়িতেছিলাম।৪৯

এমন সময় ভয়ানক উল্কাপাত হইতে লাগিল; আমি জটায়ুকে বাঁচাইবার জন্য তাহাকে আমার পাখায় ঢাকিয়া ফেলিলাম। ফলে আমার দুইটি পাখা দগ্ধ হইল, কিন্তু জটায়ুর পাখা দুইটী দগ্ধ হইল না। আমি এই পর্ব্বতে আসিয়া পড়িলাম। সেই সময় হইতে আমি জটায়ুকে আর দেখি নাই।

সে এই কথা বলিলে আমরা তাহাকে জটায়ুর মৃত্যুর কথা বলিলাম এবং সেই সঙ্গে আপনার সঙ্কটের কথাও তাহাকে সংক্ষেপে জানাইলাম।

রাজন্! সম্পাতি তখন এই অপ্রিয় সংবাদ শুনিয়া অত্যন্ত বিষণ্ণ হইল। হে শত্রুদমন! সে পুনরায় আমাদিগকে বলিল—সেই রাম ও সীতা কে এবং জটায়ু কেন হত হইল?৫০-৫৩

হে বানরশ্রেষ্ঠগণ! এখন আমি এই সব বৃত্তান্ত শুনিতে ইচ্ছা করি। আমরা তখন বিস্তারিতভাবে আপনার বিপদের কথা এবং আমাদের প্রায়োপবেশনের কারণও বর্ণনা করিলাম। তখন সেই পক্ষিরাজ সম্পাতি এই বাক্যের দ্বারা আমাদিগকে উৎসাহিত করিয়া অনশন হইতে উঠাইল।৫৪-৫৫

রাবণকে আমি জানি এবং আমি তাহার সমুদ্রের পরপারে ত্রিকূটশিখরস্থিত লঙ্কা মহানগরীও দেখিয়াছি।৫৬

সাগরক্রমণে মন্ত্রং মন্ত্রয়ামঃ পরন্তপ ।
নাধ্যবাস্যদ্ যদা কশ্চিৎ সাগরস্য বিলঙ্ঘনম্ ॥৫৮
ততঃ পিতরমাবিশ্য পুপ্লুবেঽহং মহার্ণবম্ ।
শতযোজনবিস্তীর্ণং নিহত্য জলরাক্ষসীম্ ॥৫৯
তত্র সীতা ময়া দৃষ্টা রাবণান্তঃপুরে সতী ।
উপবাসতপঃশীলা ভর্তৃদর্শনলালসা ॥৬০
জটিলা মলদিগ্ধাঙ্গী কৃশা দীনা তপস্বিনী ।
নিমিত্তৈস্তামহং সীতামুপলভ্য পৃথগ্বিধৈঃ ॥৬১
উপসৃত্যাব্রুবং চার্য্যামভিগম্য রহোগতাম্ ।
সীতে রামস্য দূতোঽহং বানরো মারুতাত্মজঃ ॥৬২
ত্বদ্দর্শনমভিপ্রেপ্সুরিহ প্রাপ্তো বিহায়সা ।
রাজপুত্রৌ কুশলিনৌ ভ্রাতরৌ রাম-লক্ষ্মণৌ ॥৬৩

সর্বশাখামৃগেন্দ্রেণ সুগ্রীবেণাভিপালিতৌ ।
কুশলং ত্বাব্রবীদ্ রামঃ সীতে সৌমিত্রিণা সহ ॥৬৪
সখিভাবাচ্চ সুগ্রীবঃ কুশলং ত্বানুপৃচ্ছতি ।
ক্ষিপ্রমেষ্যতি তে ভর্ত্তা সর্বশাখামৃগৈঃ সহ ॥৬৫
প্রত্যয়ং কুরু মে দেবি বানরোঽস্মি ন রাক্ষসঃ ।
মুহূর্ত্তমিব চ ধ্যাত্বা সীতা মাং প্রত্যুবাচ হ ॥৬৬
অবৈমি ত্বাং হনূমন্তমবিন্ধ্যবচনাদহম্ ।
অবিন্ধ্যো হি মহাবাহো রাক্ষসো বৃদ্ধসত্তমঃ ॥৬৭
কথিতস্তেন সুগ্রীবস্ত্বদ্বিধৈঃ সচিবৈর্বৃতঃ ।
গম্যতামিতি চোক্ত্বা মাং সীতা প্রাদাদিমং মণিম্ ॥৬৮
ধারিতা যেন বৈদেহী কালমেতমনিন্দিতা ।
প্রত্যয়ার্থং কথাং চেমাং কথয়ামাস জানকী ॥৬৯

বৈদেহী সেখানেই হইবে, ইহাতে আমার সন্দেহ নাই। শত্রুদমন! তাহার এই কথা শুনিয়া আমরা তাড়াতাড়ি উঠিয়া পড়িলাম এবং সাগর উল্লঙ্ঘনের জন্য মন্ত্রণা করিতে লাগিলাম।

তারপর যখন কেহই সাগর লঙ্ঘন করিতে সাহস করিল না, আমি তখন আমার পিতাকে আশ্রয় করিয়া জলরাক্ষসীকে বধ করত শতযোজন বিস্তীর্ণ সাগর উল্লঙ্ঘন করিলাম ।৫৭-৫৯

আমি সেই লঙ্কাতে রাবণের অন্তঃপুরে সতী সীতাদেবীকে দর্শন করিলাম। যিনি নিজ ভর্তৃদর্শনের লালসায় সর্ব্বদা উপবাস করত তপস্যা করিতেছেন ।৬০

তাঁহাকে জটিলা, মলিনা, কৃশা, দীনা ও তপস্বিনী দেখিয়া ও ভিন্ন ভিন্ন অন্যান্য নানা কারণ দেখিয়া তাঁহাকেই আমি সীতাদেবী বলিয়া নিশ্চয় করিলাম এবং নির্জ্জনে তাঁহার নিকটে বলিলাম—হে দেবী সীতে! আমি রামদূত পবননন্দন হনুমান্নামক বানর ।৬১-৬২

আপনাকে দর্শন করিবার জন্যই আমি আকাশ মার্গে এখানে আসিয়াছি। রাজপুত্র শ্রীরাম ও লক্ষ্মণ দুই ভ্রাতা কুশলেই আছেন ।৬৩

দেবি সীতে! সম্পূর্ণ বানরগণের অধীশ্বর সুগ্রীবের দ্বারা সেবিত হইয়া শ্রীরামচন্দ্র লক্ষ্মণের সহিত আপনাকে কুশল জানাইয়াছেন ।৬৪

মিত্রতাবশতঃ সুগ্রীবও আপনার কুশল জিজ্ঞাসা করিয়াছেন। আপনার ভর্ত্তা শ্রীরাম শীঘ্রই সকল বানরের সহিত এখানে আসিবেন ।৬৫

দেবি! আপনি আমার কথায় বিশ্বাস করুন, আমি রাক্ষস নই, আমি বানর। কিছুক্ষণ চিন্তা করিয়া সীতাদেবী আমাকে প্রত্যুত্তরে বলিলেন ।৬৬

হে হনুমন্! আমি এখন তোমাকে বুঝিতে পারিয়াছি। হে মহাবাহো! এখানে অবিন্ধ্য-নামে এক রাক্ষস আছে; সে জ্ঞানিগণের আদরণীয় ।৬৭

সে আমাকে পূর্ব্বেই এই সংবাদ দিয়াছে যে, তোমার ন্যায় বানরগণের দ্বারা পরিবৃত সুগ্রীব শ্রীরামচন্দ্রের মিত্র হইয়াছে। আচ্ছা, তুমি এখন

ক্ষিপ্তামিষীকাং কাকায় চিত্রকূটে মহাগিরৌ।
ভবতা পুরুষব্যাঘ্র প্রত্যভিজ্ঞানকারণাৎ ॥৭০
(একাক্ষিবিকলঃ কাকঃ সুদুষ্টাত্মা কৃতশ্চ বৈ।)
গ্রাহয়িত্বাহমাত্মানং ততো দগ্ধ্বা চ তাং পুরীম্।
সম্প্রাপ্ত ইতি তং রামঃ প্রিয়বাদিনমার্চয়ৎ ॥৭১

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং বনপর্ব্বণি রামোপাখ্যানপর্ব্বণি হনুমৎপ্রত্যাগমনে দ্ব্যশীত্যধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ ॥২৮২

যাইতে পার, এই বলিয়া এই চূড়ামণি আপনাকে দিবার জন্য দিয়াছেন।৬৮

ঐ চূড়ামণি তিনি এই উদ্দেশ্যেই এতদিনও ধারণ করিয়া রাখিয়াছিলেন। জানকীদেবী আপনার বিশ্বাস উৎপাদনের জন্য আর একটি কথা আমাকে বলিতে বলিলেন।৬৯

তিনি বলিলেন,—হে পুরুষব্যাঘ্র! আপনি মহাগিরি কাকের প্রতি ইষীকা নিক্ষেপ করিয়া তাহার একচক্ষু বিনাশ করিয়াছিলেন। কেবল আপনার বিশ্বাস উৎপাদনের জন্য তিনি এই কথা বলিয়াছেন।৭০

তারপর আমি নিজের নাম ঘোষণা করত সমস্ত লঙ্কাপুরীকে দগ্ধ করিয়া তবে এখানে আসিয়াছি। হনুমানের নিকট হইতে নিজের প্রিয়-কথা শুনিয়া শ্রীরামচন্দ্র তাহাকে প্রশংসা করিলেন।৭১

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের বনপর্ব্বান্তর্গত রামোপাখ্যানপর্ব্বে হনুমৎপ্রত্যাগমনবিষয়ক দ্ব্যশীত্যধিকদ্বিশততম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।২৮২

ত্র্যশীত্যধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ।

[বানরসেনাসজ্ঘটনম্, সেতুনির্ম্মাণম্, বিভীষণস্যাভিষেকঃ, লঙ্কায়াং বানরসেনানাং প্রবেশঃ, রাবণসমীপে দূতরূপেণাঙ্গদস্য প্রেষণঞ্চ।]

মার্কণ্ডেয় উবাচ।
ততস্তত্রৈব রামস্য সমাসীনস্য তৈঃ সহ।
সমাজগ্মুঃ কপিশ্রেষ্ঠাঃ সুগ্রীববচনাৎ তদা ॥১

বৃতঃ কোটিসহস্রেণ বানরাণাং তরস্বিনাম্।
শ্বশুরো বালিনঃ শ্রীমান্ সুষেণো রামমভ্যয়াৎ ॥২
কোটীশতবৃতো বাপি গজো গবয় এব চ।
বানরেন্দ্রৌ মহাবীর্য্যৌ পৃথক্ পৃথগদৃশ্যতাম্ ॥৩

ত্র্যশীত্যধিকদ্বিশততম অধ্যায়।

[বানরসেনা সংগঠন, সেতু-নির্ম্মাণ, বিভীষণের অভিষেক, লঙ্কায় বানরসৈন্যের প্রবেশ এবং রাবণের নিকট অঙ্গদকে দূতরূপে প্রেরণ।]

মার্কণ্ডেয় বলিলেন,—তারপর সেইখানেই উপবিষ্ট রামচন্দ্রের সমক্ষেই সুগ্রীবের আদেশে কপিশ্রেষ্ঠগণ সমাগত হইতে লাগিল।১

সর্ব্বাগ্রে বালীর শ্বশুর শ্রীমান্ সুষেণ একহাজার কোটি বেগশালী বানর লইয়া শ্রীরামের নিকট উপস্থিত হইল।২

মহাপরাক্রমী বানররাজ গজ ও গবয় প্রত্যেকে পৃথক্ পৃথক্ ভাবে একশত কোটি বানর লইয়া উপস্থিত হইল।৩

ষষ্টিঃকোটিসহস্রাণি প্রকর্ষন্ প্রত্যদৃশ্যত।
গোলাঙ্গূলো মহারাজ গবাক্ষো ভীমদর্শনঃ ॥৪

গন্ধমাদনবাসী তু প্রথিতো গন্ধমাদনঃ।
কোটীশতসহস্রাণি হরীণাং সমকর্ষত ॥৫

পনসো নাম মেধাবী বানরঃ সুমহাবলঃ।
কোটীর্দশ দ্বাদশ চ ত্রিংশৎ পঞ্চ প্রকর্ষতি ॥৬

শ্রীমান্ দধিমুখো নাম হরিবৃদ্ধোঽতিবীর্য্যবান্।
প্রচকর্ষ মহাসৈন্যং হরীণাং ভীমতেজসাম্ ॥৭

কৃষ্ণানাং মুখপুণ্ড্রাণামৃক্ষাণাং ভীমকর্ম্মণাম্।
কোটীশতসহস্রেণ জাম্ববান্ প্রত্যদৃশ্যত ॥৮

এতে চান্যে চ বহবো হরিযূথপযূথপাঃ।
অসংখ্যেয়া মহারাজ সমীয়ূ রামকারণাৎ ॥৯

গিরিকূটনিভাঙ্গানাং সিংহানামিব গর্জতাম্।
শ্রূয়তে তুমুলঃ শব্দস্তত্র তত্র প্রধাবতাম্ ॥১০

গিরিকূটনিভাঃ কেচিৎ কেচিন্মহিষসন্নিভাঃ।
শরদভ্রপ্রতীকাশাঃ কেচিদ্ধিঙ্গুলকাননাঃ ॥১১

উৎপতন্তঃ পতন্তশ্চ প্লবমানাশ্চ বানরাঃ।
উদ্ধুন্বন্তোঽপরে রেণূন্ সমাজগ্মুঃ সমন্ততঃ ॥১২

স বানরমহাসৈন্যঃ পূর্ণসাগরসন্নিভঃ।
নিবেশমকরোৎ তত্র সুগ্রীবানুমতে তদা ॥১৩

ততস্তেষু হরীন্দ্রেষু সমাবৃত্তেষু সর্বশঃ।
তিথৌ প্রশস্তে নক্ষত্রে মুহূর্ত্তে চাভিপূজিতে ॥১৪

তেন ব্যূঢেন সৈন্যেন লোকানুদ্বর্ত্তয়ন্নিব।
প্রযযৌ রাঘবঃ শ্রীমান্ সুগ্রীবসহিতস্তদা ॥১৫

মহারাজ! গোলাঙ্গূলজাতীয় ভীমদর্শন গবাক্ষনামক বানর ষাট্সহস্র কোটি বানর লইয়া উপস্থিত হইয়াছে দেখা যাইল।৪

গন্ধমাদনপর্ব্বতে নিবাসকারী গন্ধমাদননামক বানর একলক্ষ কোটি বানর লইয়া উপস্থিত হইল।৫

মেধাবী ও মহাবলশালী পনসনামক বানর সাতান্ন কোটি বানরের সহিত আগমন করিল।৬

বানরগণের মধ্যে বৃদ্ধ অথচ মহাপরাক্রমী শ্রীমান্ দধিমুখনামক বানর ভয়ঙ্কর তেজঃসম্পন্ন বিশাল বানরসেনার সহিত সমাগত হইল।৭

জাম্ববান্‌কে মুখে তিলকাঙ্কিত কৃষ্ণবর্ণ ভয়ঙ্কর পরাক্রমী একলক্ষকোটি ভল্লুকের সহিত উপস্থিত হইতে দেখা যাইল।৮

মহারাজ! এইরূপ অনেক বানরযূথপতিগণেরও যূথপতি বানরগণ অসংখ্য বানর সৈন্যের সহিত শ্রীরামচন্দ্রের সাহায্যার্থে উপস্থিত হইল।৯

পর্ব্বতশৃঙ্গসদৃশ বিশাল আকৃতিবিশিষ্ট বানরগণ সিংহতুল্য গর্জন করিতে করিতে চারিদিকে দৌড়াইতে লাগিল। তাহাতে সেখানে তুমুল শব্দ উত্থিত হইল।১০

কতকগুলি পর্ব্বতশৃঙ্গ-সদৃশ বিশাল, কতকগুলি মহিষের ন্যায় স্থূল ও কৃষ্ণবর্ণ কতকগুলি শরৎকালীন মেঘের ন্যায় শুভ্রবর্ণ এবং অন্য কতকগুলির মুখ হিঙ্গুলের ন্যায় উজ্জ্বল রক্তবর্ণ ছিল।১১

কতকগুলি বানর লাফাইতে লাফাইতে এবং কতকগুলি বানর ধূলি উড়াইতে উড়াইতে তথায় আসিয়া উপস্থিত হইল।১২

পূর্ণসাগরসদৃশ সেই বানর মহাসৈন্য সুগ্রীবের আদেশে মাল্যবান্-পর্ব্বতেরই চারিপার্শ্বে নিবেশ (সৈন্যশিবির) স্থাপন করিল।১৩

তারপর চারিদিক্ হইতে সমস্ত বানরসৈন্য একত্রিত হইলে, প্রশস্ত তিথি, শুভ মুহূর্ত্ত ও উত্তম নক্ষত্র দেখিয়া শ্রীমান্ শ্রীরামচন্দ্র (ও লক্ষ্মণ) সুগ্রীবের সহিত যুদ্ধের জন্য প্রস্থান করিলেন। ব্যূহাকারে রচনাযুক্ত সেই সৈন্যবাহিনীকে দেখিয়া

মুখমাসীৎ তু সৈন্যস্য হনূমান্ মারুতাত্মজঃ।
জঘনং পালয়ামাস সৌমিত্রিরকুতোভয়ঃ ॥১৬
বদ্ধগোধাঙ্গুলিত্রাণৌ রাঘবৌ তত্র জগ্মতুঃ।
বৃতো হরিমহামাত্রৈশ্চন্দ্র-সূর্য্যৌ গ্রহৈরিব ॥১৭
প্রবভৌ হরিসৈন্যং তৎ শাল-তাল-শিলায়ুধম্।
সুমহচ্ছালিভবনং যথা সূর্য্যোদয়ং প্রতি ॥১৮
নল-নীলাঙ্গদ-ক্রাথ-মৈন্দ-দ্বিবিদপালিতা।
যযৌ সুমহতী সেনা রাঘবস্যার্থসিদ্ধয়ে ॥১৯
বিবিধেষু প্রশস্তেষু বহুমূলফলেষু চ।
প্রভূতমধুমূলেষু বারিমৎসু শিবেষু চ ॥২০
নিবসন্তী নিরাবাধা তথৈব গিরিসানুষু।
উপায়াদ্ধরিসেনা সা ক্ষারোদমথ সাগরম্ ॥২১
দ্বিতীয়সাগরনিভং তদ্বলং বহুলধ্বজম্
বেলাবনং সমাসাদ্য নিবাসমকরোৎ তদা ॥২২
ততো দাশরথিঃ শ্রীমান্ সুগ্রীবং প্রত্যভাষত।
মধ্যে বানরমুখ্যানাং প্রাপ্তকালমিদং বচঃ ॥২৩
উপায়ঃ কো নু ভবতাং মতঃ সাগরলঙ্ঘনে।
ইয়ং হি মহতী সেনা সাগরশ্চাতিদুস্তরঃ ॥২৪
তত্রান্যে ব্যাহরন্তি স্ম বানরা বহুমানিনঃ।
সমর্থা লঙ্ঘনে সিন্ধোর্ন তু তৎ কৃৎস্নকারকম্ ॥২৫
কেচিন্নৌভির্ব্যবস্যন্তি কেচিচ্চ বিবিধৈঃ প্লবৈঃ।
নেতি রামস্তু তান্ সর্ব্বান্ সান্ত্বয়ন্ প্রত্যভাষত ॥২৬
শতযোজনবিস্তারং ন শক্তাঃ সর্ববানরাঃ।
ক্রান্তুং তোয়নিধিং বীরা নৈষা বো নৈষ্ঠিকী মতিঃ ॥২৭

মনে হইতেছিল যেন তাহারা সমস্ত লোককে সংহার ফেলিবে ।১৪-১৫

বানরসৈন্যের সম্মুখভাগ পবননন্দন হনুমান্ এবং উহার পৃষ্ঠভাগ নির্ভীক লক্ষ্মণ রক্ষা করিতে করিয়া লাগিলেন ।১৬

গ্রহগণে পরিবৃত চন্দ্র ও সূর্য্যের ন্যায় শ্রীরাম ও লক্ষ্মণ গোধাচর্ম্মনির্ম্মিত অঙ্গুলিত্রাণ (দস্তানা) ধারণ করত বানরমহামন্ত্রিগণে পরিবৃত হইয়া চলিতে লাগিলেন ।১৭

সূর্য্যোদয়ের সময় পাকা শালিধানের বিশাল খেতের ন্যায় শাল, তাল, শিলা প্রভৃতি আয়ুধবিশিষ্ট সেই বিশাল বানরসৈন্যবাহিনীকে দেখাইতেছিল ।১৮

নল, নীল, অঙ্গদ, ক্রাথ, মৈন্দ ও দ্বিবিদ প্রভৃতির দ্বারা অভিরক্ষিতা সেই সুবিশাল বানর-সৈন্যবাহিনী শ্রীরামের কার্য্যসিদ্ধির জন্য চলিতে লাগিল ।১৯

বহু মূল, ফল, মধু এবং জলবিশিষ্ট, প্রশস্ত ও মঙ্গলকর উত্তম বিবিধ পর্ব্বতশিখরের নানাস্থানে বিশ্রাম করিতে করিতে সেই বানরসৈন্য বিনা বাধায় লবণ-সাগরের তীরে গিয়া উপস্থিত হইল ।২০-২১

দ্বিতীয় মহাসাগরতুল্য সেই বহু ধ্বজ পতাকা-বিশিষ্ট সৈন্য সাগরতীরস্থ বনে গিয়া সেখানে অবস্থান করিল ।২২

তখন দশরথনন্দন শ্রীমান্ রামচন্দ্র বানর-মুখ্যগণের মধ্যে বানররাজ সুগ্রীবকে সময়োচিত এই কথা বলিলেন ।২৩

এই সাগর লঙ্ঘনের কি উপায় তোমরা চিন্তা করিতেছ? এই সৈন্যবাহিনীও যেমন বিশাল, আবার এই সাগরও তেমনই অতিদুস্তর ।২৪

তখন অন্য কতকগুলি অভিমানী বানর বলিল, আমরা তো সাগর লঙ্ঘন করিতে পারি, কিন্তু সকলে তো তাহা করিতে পারিবে না ।২৫

কেহ নৌকা কেহ বা ভেলা প্রভৃতির দ্বারা সাগর পার হইবার পরামর্শ দিল, কিন্তু শ্রীরাম তাহাদের সকলকেই ঐ উপায় নিষেধ করত সান্ত্বনা দিয়া বলিলেন ।২৬

নাবো ন সন্তি সেনায়া বহ্ব্যস্তারয়িতুং তথা।
বণিজামুপঘাতঞ্চ কথমস্মদ্বিধশ্চরেৎ ॥২৮

বিস্তীর্ণং চৈব নঃ সৈন্যং হন্যাচ্ছিদ্রেণ বৈ পরঃ।
প্লবোড়ুপপ্রতারশ্চ নৈবাত্র মম রোচতে ॥২৯

অহং ত্বিমং জলনিধিং সমারপ্স্যাম্যুপায়তঃ।
প্রতিশেষ্যাম্যুপবসন্ দর্শয়িষ্যতি মাং ততঃ ॥৩০

ন চেদ্ দর্শয়িতা মার্গং ধক্ষ্যাম্যেনমহং ততঃ।
মহাস্ত্রৈরপ্রতিহতৈরত্যগ্নিপবনোজ্জ্বলৈঃ ॥৩১

ইত্যুক্ত্বা সহ সৌমিত্রিরুপস্পৃশ্যাথ রাঘবঃ।
প্রতিশিশ্যে জলনিধিং বিধিবৎ কুশসংস্তরে ॥ ৩২

বীরগণ। শতযোজনবিস্তীর্ণ সাগর পার হইতে সকল বানর পারিবে না; সুতরাং তোমাদের কাহারও পরামর্শ সর্ব্বজনমান্য সিদ্ধান্তরূপে গ্রহণীয় নহে।২৭

এত প্রচুর নৌকাও নাই যাহার দ্বারা সাগর পার হওয়া যাইতে পারে; বণিক্‌গণের সকল নৌকা গ্রহণ করিলে তাহাদের ক্ষতি হইবে; ইহা আমাদের ন্যায় লোক নিজ স্বার্থের জন্য করিতে পারে না।২৮

তাহা ছাড়া নৌকা প্রভৃতির দ্বারা পার হইতে চেষ্টা করিলে আমাদের বিচ্ছিন্ন সৈন্যসমূহকে শত্রুগণ সংহার করিতে পারে; সুতরাং নৌকা বা ভেলায় পার হওয়ার সিদ্ধান্ত আমার রুচিকর নহে।২৯

আমি উপবাস করিয়া সাগরের আরাধনা করিব, যাহাতে তিনি নিশ্চিতই আমাকে দর্শন দিয়া আমাকে পথ করিয়া দিবেন।৩০

যদি তিনি আমাকে দর্শন না দেন, তবে আমি অপ্রতিহত মহাস্ত্রসমূহের দ্বারা অগ্নি প্রজ্বলিত করিয়া সাগরকে শুকাইয়া ফেলিব।৩১

সাগরস্তু ততঃ স্বপ্নে দর্শয়ামাস রাঘবম্।
দেবো নদনদীভর্ত্তা শ্রীমান্ যাদোগণৈর্বৃতঃ ॥৩৩

কৌশল্যামাতরিত্যেবমাভাষ্য মধুরং বচঃ।
ইদমিত্যাহ রত্নানামাকরৈঃ শতশো বৃতঃ ॥৩৪

ব্রূহি কিং তে করোম্যত্র সাহায্যং পুরুষর্ষভ।
ঐক্ষ্বাকো হ্যস্মি তে জ্ঞাতিরিতি রামস্তমব্রবীৎ ॥৩৫

মার্গমিচ্ছামি সৈন্যস্য দত্তং নদনদীপতে।
যেন গত্বা দশগ্রীবং হন্যাং পৌলস্ত্যপাংসনম্ ॥৩৬

যদ্যেবং যাচতো মার্গং ন প্রদাস্যতি মে ভবান্।
শরৈস্ত্বাং শোষয়িষ্যামি দিব্যাস্ত্রপ্রতিমন্ত্রিতৈঃ ॥৩৭

এই বলিয়া লক্ষ্মণের সহিত শ্রীরামচন্দ্র আচমন করত বিধিপূর্ব্বক কুশের শয্যায় শয়ন করিলেন।৩২

তখন নদ-নদীপতি শ্রীমান্ সাগরদেব হিংস্র জলজন্তুগণের দ্বারা পরিবৃত হইয়া স্বপ্নে শ্রীরামকে দর্শন দিলেন।৩৩

শত শত রত্নের আকরে পরিবৃত সেই সাগর কৌশল্যানন্দন বলিয়া শ্রীরামকে সম্বোধন করত এই মধুর বচনে বলিলেন।৩৪

আমি ইক্ষ্বাকুবংশীয় সগরপুত্রগণের দ্বারা পালিত, আমি আপনার জ্ঞাতি। সুতরাং আপনার কি সাহায্য করিব বলুন ?৩৫

এই কথা শুনিয়া শ্রীরামচন্দ্র তাঁহাকে বলিলেন। হে নদ-নদীপতে! আমি আমার সৈন্যগণের জন্য আপনার প্রদত্ত পথ চাহিতেছি, যাহাতে সাগর পার হইয়া পুলস্ত্যকুলাঙ্গার রাবণকে বধ করিতে পারি।৩৬

যদি আমি প্রার্থনা করিলেও আমাকে আপনি পথ না দেন, তবে আমি দিব্যাস্ত্রে অভিমন্ত্রিত বাণদ্বারা আপনাকে শোষণ করিব।৩৭

ইত্যেবং ব্রুবতঃ শ্রুত্বা রামস্য বরুণালয়ঃ।
উবাচ ব্যথিতো বাক্যমিতি বদ্ধাঞ্জলিঃ স্থিতঃ ॥৩৮

নেচ্ছামি প্রতিঘাতং তে নাস্মি বিঘ্নকরস্তব।
শৃণু চেদং বচো রাম শ্রুত্বা কর্তব্যমাচর ॥৩৯

যদি দাস্যামি তে মার্গং সৈন্যস্য ব্রজতোহহজ্ঞয়া।
অন্যেহপ্যাজ্ঞাপয়িষ্যন্তি মামেবং ধনুষো বলাৎ ॥৪০

অস্তি ত্বত্র নলো নাম বানরঃ শিল্পিসম্মতঃ।
ত্বষ্টুর্দেবস্য তনয়ো বলবান্ বিশ্বকর্মণঃ ॥৪১

স যৎ কাষ্ঠং তৃণং বাপি শিলাং বা ক্ষেপ্স্যতে ময়ি।
সর্বং তদ্ ধারয়িষ্যামি স তে সেতুর্ভবিষ্যতি ॥৪২

ইত্যুক্ত্বান্তর্হিতে তস্মিন্ রামো নলমুবাচ হ।
কুরু সেতুং সমুদ্রে ত্বং শক্তো হ্যসি মতো মম ॥৪৩

তেনোপায়েন কাকুৎস্থঃ সেতুবন্ধমকারয়ৎ।
দশযোজনবিস্তারমায়তং শতযোজনম্ ॥৪৪

নলসেতুরিতি খ্যাতো যোহদ্যাপি প্রথিতো ভুবি।
রামস্যাজ্ঞাং পুরস্কৃত্য নির্যাতো গিরিসন্নিভঃ ॥৪৫

তত্রস্থং স তু ধর্মাত্মা সমাগচ্ছদ্ বিভীষণঃ।
ভ্রাতা বৈ রাক্ষসেন্দ্রস্য চতুর্ভিঃ সচিবৈঃ সহ ॥৪৬

প্রতিজগ্রাহ রামস্তং স্বাগতেন মহামনাঃ।
সুগ্রীবস্য তু শঙ্কাভূৎ প্রণিধিঃ স্যাদিতি স্ম হ ॥৪৭

রাঘবঃ সত্যচেষ্টাভিঃ সম্যক্ চ চরিতেঙ্গিতৈঃ।
যদা তত্ত্বেন তুষ্টোহভূৎ তত এনমপূজয়ৎ ॥৪৮

সর্বরাক্ষসরাজ্যে চাপ্যভ্যষিঞ্চদ্ বিভীষণম্।
চক্রে চ মন্ত্রসচিবং সুহৃদং লক্ষ্মণস্য চ ॥৪৯

শ্রীরামের এই কথা শুনিয়া সাগর ব্যথিতহৃদয়ে করযোড়ে দাঁড়াইয়া শ্রীরামকে বলিলেন।৩৮

হে রাম! আমি আপনার ইচ্ছার ব্যাঘাত অথবা আপনার কার্য্যে বিঘ্ন সৃষ্টি করিতে চাহি না। আমি যাহা বলিতেছি, তাহা শুনিয়া আপনার কর্ত্তব্য স্থির করুন।৩৯

আমি যদি আপনার আদেশে লঙ্কায় গমনকারী আপনার সৈন্যগণকে পথ দিই, তাহা হইলে অন্যেও ধনুর বলে আমার কাছে পথ দিতে আজ্ঞা করিবে।৪০

আপনার সৈন্যগণের মধ্যে দেবশিল্পী বিশ্বকর্ম্মার পুত্র নল-নামে বলবান্ বানর আছে, সে শিল্পী-দিগের আদরণীয়।৪১

সে কাষ্ঠ, তৃণ বা শিলা যাহা কিছু আমাতে নিক্ষেপ করিবে, আমি সে সকলই ধারণ করিব। তাহাতে উহাই আপনার জন্য সেতু হইবে।৪২

এই কথা বলিয়া সাগর অন্তর্হিত হইলে শ্রীরাম নলকে বলিলেন,—তুমি সাগরে সেতু নির্ম্মাণ কর, আমি বিশ্বাস করি, তুমি ইহা করিতে সমর্থ।৪৩

সেই উপায়ে ককুৎস্থবংশাবতংস শ্রীরাম সাগরে দশযোজন বিস্তীর্ণ ও শতযোজন আয়ত এক সেতু নির্ম্মাণ করিলেন।৪৪

ঐ সেতু আজও নলসেতু নামে পৃথিবীতে খ্যাত; শ্রীরামের আজ্ঞায় সাগর ঐ পর্ব্বতাকার সেতু নিজ বক্ষে ধারণ করিয়াছেন।৪৫

সাগর-তীরে অবস্থানকালে রাবণের কনিষ্ঠ-ভ্রাতা ধর্ম্মাত্মা বিভীষণ চারিজন সচিবসহ আগমন করিলেন।৪৬

সুগ্রীব বিভীষণকে রাবণের প্রতিনিধি (গুপ্তচর) মনে করিয়া আশঙ্কা প্রকাশ করিলেও মহামনস্বী শ্রীরাম তাঁহাকে গ্রহণ করিলেন।৪৭

শ্রীরামচন্দ্র যখন বিভীষণের সত্যচেষ্টা, সাধু-চরিত্র ও ইঙ্গিতসমূহের দ্বারা তাঁহার মনোভাব

বিভীষণমতে চৈব সোঽত্যক্রামন্মহার্ণবম্ ।
সসৈন্যঃ সেতুনা তেন মাসেনৈব নরাধিপ ॥৫০
ততো গত্বা সমাসাদ্য লঙ্কোদ্যানান্যনেকশঃ ।
ভেদয়ামাস কপিভির্মহান্তি চ বহূনি চ ॥৫১
ততস্তৌ রাবণামাত্যৌ মন্ত্রিণৌ শুক-সারণৌ ।
চরৌ বানররূপেণ তৌ জগ্রাহ বিভীষণঃ ॥৫২
প্রতিপন্নৌ যদা রূপং রাক্ষসং তৌ নিশাচরৌ ।
দর্শয়িত্বা ততঃ সৈন্যং রামঃ পশ্চাদবাসৃজৎ ॥৫৩
নিবেশ্যোপবনে সৈন্যং তৎ পুরঃ প্রাজ্ঞবানরম্ ।
প্রেষয়ামাস দৌত্যেন রাবণস্য ততোঽঙ্গদম্ ॥৫৪

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং বনপর্ব্বণি রামোপাখ্যানপর্ব্বণি সেতুবন্ধনে ত্র্যশীত্যধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ ॥২৮৩

সমীক্ষা করত সন্তুষ্ট হইলেন, তখন তিনি তাঁহাকে অভিনন্দিত করিলেন ।৪৮

অনন্তর তিনি রাক্ষসরাজ্যে বিভীষণকে অভিষিক্ত করিলেন এবং নিজের মন্ত্রণাসচিব ও লক্ষ্মণের সুহৃৎ করিলেন ।৪৯

নরাধিপ ! বিভীষণের পরামর্শানুসারে তিনি সেই সেতুর দ্বারা সসৈন্যে একমাসের মধ্যেই মহাসাগর পার হইলেন ।৫০

তারপর তিনি বানরসৈন্যের সহিত সাগর পার হইয়া (লঙ্কা ঘিরিয়া ফেলিলেন এবং) বানরগণের দ্বারা লঙ্কার উদ্যানসমূহ ছিন্নভিন্ন করিলেন ।৫১

অনন্তর রাবণের দ্বারা প্রেরিত হইয়া শুক ও সারণ নামে তাহার দুই চর রামসৈন্যমধ্যে বানররূপ ধরিয়া প্রবেশ করিলে বিভীষণ তাহাদিগকে চিনিতে পারিয়া ধরিয়া ফেলিলেন ।৫২

যখন রাক্ষসদ্বয় নিজ রূপে প্রকট হইল, তখন শ্রীরাম তাহাদিগকে নিজ (বিপুল) সৈন্যগণকে দেখাইয়া পরে ছাড়িয়া দিলেন ।৫৩

লঙ্কার উপবনে বানরসৈন্যকে সন্নিবেশিত করিয়া শ্রীরাম বুদ্ধিমান্ যুবরাজ অঙ্গদকে দূতরূপে রাবণের নিকট প্রেরণ করিলেন ।৫৪

শ্রীমন্মহর্ষিবেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের বনপর্ব্বান্তর্গত রামোপাখ্যানপর্ব্বে সেতুবন্ধন-বিষয়ক ত্র্যশীত্যধিকদ্বিশততম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত ।২৮৩

চতুরশীত্যধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ।

[রাবণসমীপং গত্বা শ্রীরামসন্দেশং শ্রাবয়িত্বা অঙ্গদস্য প্রত্যাবর্ত্তনম্, রাক্ষসানাং বানরাণাঞ্চ ঘোরসংগ্রামশ্চ।]

মার্কণ্ডেয় উবাচ।

প্রভূতান্নোদকে তস্মিন্ বহুমূলফলে বনে।
সেনাং নিবেশ্য কাকুৎস্থো বিধিবৎ পর্য্যরক্ষত ॥১
রাবণঃ সবিধং চক্রে লঙ্কায়াং শাস্ত্রনির্ম্মিতাম্।
প্রকৃত্যৈব দুরাধর্ষা দৃঢ়প্রাকার-তোরণা ॥২
অগাধতোয়াঃ পরিখা মীন-নক্রসমাকুলাঃ।
বভূবুঃ সপ্ত দুর্দ্ধর্ষাঃ খাদিরৈঃ শঙ্কুভিশ্চিতাঃ ॥৩
কপাটযন্ত্রদুর্দ্ধর্ষা বভূবুঃ সহুড়োপলাঃ।
সাশীবিষঘটাযোধাঃ সসর্জ্জরসপাংসবঃ ॥৪
মুসলালাত-নারাচ-তোমরাসি-পরশ্বধৈঃ
অন্বিতাশ্চ শতঘ্নীভিঃ সমধূচ্ছিষ্টমুদ্গরাঃ ॥৫
পুরদ্বারেষু সর্বেষু গুল্মাঃ স্থাবর-জঙ্গমাঃ।
বভূবুঃ পত্তিবহুলাঃ প্রভূত-গজবাজিনঃ ॥৬
অঙ্গদস্ত্বথ লঙ্কায়া দ্বারদেশমুপাগতঃ।
বিদিতো রাক্ষসেন্দ্রস্য প্রবিবেশ গতব্যথঃ ॥৭
মধ্যে রাক্ষসকোটীনাং বহ্বীনাং সুমহাবলঃ।
শুশুভে মেঘমালাভিরাদিত্য ইব সংবৃতঃ ॥৮

চতুরশীত্যধিকদ্বিশততম অধ্যায়।

[রাবণের নিকট যাইয়া শ্রীরামের সংবাদ শুনাইয়া অঙ্গদের প্রত্যাবর্ত্তন এবং রাক্ষসগণের ও বানরগণের ঘোর সংগ্রাম।]

মার্কণ্ডেয় বলিলেন,—বহু ফলমূলবিশিষ্ট সেই লঙ্কার উপবনে শ্রীরাম বানরসৈন্যকে সন্নিবেশিত করিয়া যথাবিধি তাহাদিগকে রক্ষা করিতে লাগিলেন।১

এদিকে রাবণ লঙ্কায় শাস্ত্রোক্তপ্রকারে নির্ম্মিত যুদ্ধসামগ্রী সংগ্রহ করিতে লাগিল। লঙ্কার চারিদিকে স্থিত নগরদ্বার অত্যন্ত সুদৃঢ়, সেইজন্য স্বভাবতই উহা দুর্দ্ধর্ষ ছিল, যেখানে আক্রমণকারী শত্রুগণের যাওয়া অত্যন্ত কঠিন ছিল।২

লঙ্কার চারিদিকে গভীর জলবিশিষ্ট এবং মৎস্য, নক্র প্রভৃতি জলজন্তুতে পরিপূর্ণ সাতটি পরিখা ছিল। তাহাদের মধ্যে খদির কাঠের নির্ম্মিত অনেক খুঁটি পোতা ছিল।৩

ঐ পরিখার সংলগ্ন প্রাচীরগুলিতে চারিদিকে বড় বড় লৌহকপাট, ঐ কপাটের সম্মুখে শতঘ্নী প্রভৃতি অস্ত্র এবং উহার উপযুক্তগোলা প্রভৃতি পুঞ্জীকৃত করা ছিল। ঐ পরিখাগুলি বিষধর সর্পসমূহ, দুর্দ্ধর্ষ যোদ্ধৃবৃন্দ, লোহা ও ধূলিতে এমনভাবে পরিপূরিত ছিল যে, ঐগুলিকে পার হইয়া লঙ্কায় প্রবেশ করা অত্যন্ত কঠিন কর্ম্ম ছিল।৪

মুষল, অলাত, নারাচ, তোমর, অসি ও পরশু প্রভৃতি অস্ত্রশস্ত্রে ও মুষ্টিদেশে মোম মাখান মুদ্গর, শতঘ্নী প্রভৃতি মহাস্ত্রসমূহের দ্বারা ঐ পরিখাগুলি সুরক্ষিত ছিল।৫

নগরীর দ্বারসমূহে প্রচ্ছন্নভাবে যুদ্ধ করিবার জন্য বহু সৈন্যবাহিনী নিযুক্ত ছিল। যাহারা একস্থানে অবস্থান মৃত্তিকাস্তূপে করিয়া লতা-গুল্মাদির আড়াল হইতে যুদ্ধ করিত, তাহাদিগকে স্থাবরগুল্ম এবং যাহারা ঘুরিয়া ফিরিয়া আড়াল হইতে যুদ্ধ করিত, তাহাদিগকে জঙ্গমগুল্ম বলা হইত; এইরূপ বহু অশ্বারোহী, গজারোহী ও পদাতিক সৈন্য সর্ব্বদা পাহারায় নিযুক্ত ছিল।৬

অনন্তর রামচন্দ্রকর্ত্তৃক দূতরূপে প্রেরিত হইয়া অঙ্গদ লঙ্কাদ্বারে উপনীত হইল এবং দ্বাররক্ষকগণকে রামদূতরূপে পরিচয় দিলে তাহারা রাবণের অনুমতি লইয়া তাহাকে পথ ছাড়িয়া দিল। অঙ্গদ নিরুদ্বেগে প্রবেশ করিয়া রাবণের সভায় মেঘমালা-

স সমাসাদ্য পৌলস্ত্যমমাত্যৈরভিসংবৃতম্ ।
রামসন্দেশমামন্ত্র্য বাগ্মী বক্তুং প্রচক্রমে ॥৯
আহ ত্বাং রাঘবো রাজন্ কোশলেন্দ্রো মহাযশাঃ ।
প্রাপ্তকালমিদং বাক্যং তদাদৎস্ব কুরুষ্ব চ ॥১০
অকৃতাত্মানমাসাদ্য রাজানমনয়ে রতম্ ।
বিনশ্যন্ত্যনয়াবিষ্টা দেশাশ্চ নগরাণি চ ॥১১
ত্বয়ৈকেনাপরাদ্ধং মে সীতামাহরতা বলাৎ ।
বধায়ানপরাদ্ধানামন্যেষাং তদ্ ভবিষ্যতি ॥১২
যে ত্বয়া বল-দর্প ভ্যামাবিষ্টেন বনেচরাঃ ।
ঋষয়ো হিংসিতাঃ পূর্বং দেবাশ্চাপ্যবমানিতাঃ ॥১৩
রাজর্ষয়শ্চ নিহতা রুদত্যশ্চ হৃতাঃ স্ত্রিয়ঃ ।
তদিদং সমনুপ্রাপ্তং ফলং তস্যানয়স্য তে ॥১৪
হন্তাস্মি ত্বাং সহামাত্যৈর্যুধ্যস্ব পুরুষো ভব ।
পশ্য মে ধনুষো বীর্য্যং মানুষস্য নিশাচর ॥১৫
মুচ্যতাং জানকী সীতা ন মে মোক্ষ্যসি কর্হিচিৎ ।
অরাক্ষসমিমং লোকং কর্ত্তাস্মি নিশিতৈঃ শরৈঃ ॥১৬
ইতি তস্য ব্রুবাণস্য দূতস্য পরুষং বচঃ ।
শ্রুত্বা ন মমৃষে রাজা রাবণঃ ক্রোধমূর্চ্ছিতঃ ॥১৭
ইঙ্গিতজ্ঞাস্ততো ভর্ত্তুশ্চত্বারো রজনীচরাঃ ।
চতুর্ষ্বঙ্গেষু জগৃহুঃ শার্দূলমিব পক্ষিণঃ ॥১৮
তাংস্তথাঙ্গেষু সংসক্তানঙ্গদো রজনীচরান্ ।
আদায়ৈব খমুৎপত্য প্রাসাদতলমাবিশৎ ॥১৯
বেগেনোৎপততস্তস্য পেতুস্তে রজনীচরাঃ ।
ভুবি সম্ভিন্নহৃদয়াঃ প্রহারবরপীড়িতাঃ ॥২০

সমাবৃত সূর্য্যের স্থায় কোটি কোটি রাক্ষসগণে পরিবৃত হইয়া শোভা পাইতে লাগিল ।৭-৮

সে তখন পুলস্ত্যতনয় রাবণকে অমাত্যগণে সমাবৃত দেখিয়া রামচন্দ্রের সংবাদ বাগ্মিতাপূর্ণ ভাষায় বলিতে লাগিল ।৯

হে রাজন্ ! মহাযশা অযোধ্যাপতি শ্রীরামচন্দ্র তোমাকে সময়োচিত যে কথাগুলি বলিয়াছেন, তাহা বলিতেছি—মনোযোগ দিয়া শুন এবং তদনুসারে কার্য্য কর ।১০

অন্যায় কর্ম্মে নিরত এবং অসংযতাত্মা রাজাকে প্রাপ্ত হইয়া দেশ ও নগরসমূহ অপরাধদুষ্ট হইয়া বিনাশপ্রাপ্ত হয় ।১১

সীতাকে বলপূর্ব্বক অপহরণ করিয়া তুমি একাই আমার অপরাধ করিয়াছ বটে, কিন্তু তোমার অপরাধে বহু অনপরাধী (নির্দ্দোষ) অন্য রাক্ষসগণেরও বিনাশ হইবে ।১২

তুমি যে বল ও দর্পে উন্মত্ত হইয়া পূর্ব্বে বনবাসী ঋষিগণকে বধ করিয়াছ, দেবতাগণকে অবমানিত করিয়াছ, বহু রাজর্ষিকে বধ করিয়াছ এবং ক্রন্দনপরায়ণা বহু স্ত্রী হরণ করিয়াছ, সেই সমস্ত অত্যাচারের ফল তোমার নিকট আজ উপস্থিত হইয়াছে ।১৩-১৪

হে নিশাচর ! তুমি পুরুষের ন্যায় আমার সহিত যুদ্ধ কর, আমি তোমার সমস্ত অমাত্যসহিত তোমাকে বধ করিব । যদিও আমি মানুষ ; তথাপি আজ তুমি আমার ধনুর্ব্বল দেখিতে পাইবে ।১৫

জনকনন্দিনী সীতাকে তুমি মুক্ত করিয়া দাও, নতুবা তুমি আমার হাত হইতে মুক্তি পাইবে না (তোমার মৃত্যু সুনিশ্চিত)। আমি সুতীক্ষ্ণ শরজালের দ্বারা এই লোককে রাক্ষসশূন্য করিব ।১৬

শ্রীরামচন্দ্রের দূতের মুখে এই সব কর্কশ কথা শুনিয়া রাজা রাবণ অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া তাহার কথা সহ্য করিতে পারিল না ।১৭

তখন প্রভুর ইঙ্গিত বুঝিতে সমর্থ চারিজন রাক্ষস

সংসক্তো হর্ম্যশিখরাৎ তস্মাৎ পুনরবাপতৎ ।
লঙ্ঘয়িত্বা পুরীং লঙ্কাং সুবেলস্য সমীপতঃ ॥২১
কোশলেন্দ্রমথাগম্য সর্বমাবেদ্য বানরঃ ।
বিশশ্রাম স তেজস্বী রাঘবেণাভিনন্দিতঃ ॥২২
ততঃ সর্বাভিসারেণ হরীণাং বাতরংহসাম্ ।
ভেদয়ামাস লঙ্কায়াঃ প্রাকারং রঘুনন্দনঃ ॥২৩
বিভীষণর্ক্ষাধিপতী পুরস্কৃত্যাথ লক্ষ্মণঃ ।
দক্ষিণং নগরদ্বারমবামৃদ্নাদ্ দুরাসদম্ ॥২৪
করভারুণপাণ্ডূনাং হরীণাং যুদ্ধশালিনাম্ ।
কোটীশতসহস্রেণ লঙ্কামভ্যপতৎ তদা ॥২৫

নিজ আসন হইতে উঠিয়া তৎক্ষণাৎ পক্ষিগণের ব্যাঘ্র-ধারণের ন্যায় অঙ্গদকে ধরিল ।১৮

অঙ্গদ সেই ধৃত চারিজন রাক্ষসকে লইয়া আকাশে লাফ দিয়া প্রাসাদের ছাদে পতিত হইল ।১৯

বেগের সহিত আকাশে উঠিবার সময় সেই রাক্ষসগণ ভূতলে পতিত হইল এবং প্রবল আঘাতে পীড়িত হইয়া তাহাদের বক্ষ বিদীর্ণ হইয়া যাইল ।২০

তারপর ছাদের উপরে স্থিত অঙ্গদ সেই প্রাসাদ-শিখর হইতে পুনরায় লাফ দিল। তাহাতে লঙ্কাপুরী পার হইয়া সুবেলপর্ব্বতের নিকটে উপস্থিত হইল ।২১

কোশলপতি শ্রীরামচন্দ্রের নিকট আসিয়া অঙ্গদ সব কথা নিবেদন করিল। তখন শ্রীরাম-কর্তৃক প্রশংসিত হইয়া সেই তেজস্বী অঙ্গদ বিশ্রাম করিতে লাগিল ।২২

অনন্তর রঘুনন্দন বায়ুতুল্য বেগশালী সমগ্র বানরসৈন্যবাহিনীকে লঙ্কা-অভিমুখে ধাবিত হইবার আদেশ দান করিয়া তাহাদের দ্বারা লঙ্কার প্রাচীর-গুলি ভাঙ্গিয়া তছনছ করিলেন ।২৩

প্রলম্ববাহূরুকরজঙ্ঘান্তরবিলম্বিনাম্ ।
ঋক্ষাণাং ধূম্রবর্ণানাং তিস্রঃ কোট্যো ব্যবস্থিতাঃ ॥২৬
উৎপতদ্ভিঃ পতদ্ভিশ্চ নিপতদ্ভিশ্চ বানরৈঃ ।
নাদৃশ্যত তদা সূর্য্যো রজসা নাশিতপ্রভঃ ॥২৭
শালিপ্রসূনসদৃশৈঃ শিরীষকুসুমপ্রভৈঃ ।
তরুণাদিত্যসদৃশৈঃ শণগৌরৈশ্চ বানরৈঃ ॥২৮
প্রাকারং দদৃশুস্তে তু সমন্তাৎ কপিলীকৃতম্ ।
রাক্ষসা বিস্মিতা রাজন্ সস্ত্রীবৃদ্ধাঃ সমন্ততঃ ॥২৯
বিভিদুস্তে মণিস্তম্ভান্ কর্ণাট্টশিখরাণি চ ।
ভগ্নোন্মথিতশৃঙ্গাণি যন্ত্রাণি চ বিচিক্ষিপুঃ ॥৩০

বিভীষণ ও জাম্ববান্‌কে লইয়া লক্ষ্মণ লঙ্কার দুরতিক্রমণীয় দক্ষিণদ্বারকে ভাঙ্গিয়া ধূলিতে মিশাইয়া দিলেন ।২৪

সেই সময় হস্তীর ন্যায় অরুণ ও পাণ্ডুর বর্ণের যুদ্ধদুর্মদ বানরগণ একলক্ষ কোটি সংখ্যায় লঙ্কার উপরে ঝাঁপাইয়া পড়িল ।২৫

অত্যন্ত লম্বা বাহু, উরু, হস্ত ও জঙ্ঘা—এই সবই যাহাদের বিশাল ছিল এবং ধূম্রবর্ণ তিন কোটি ভল্লুক সৈন্য যুদ্ধের জন্য লঙ্কার মধ্যে ব্যূহাকারে অবস্থান করিতে লাগিল ।২৬

যুগপৎ সকল বানরসৈন্যের লাফালাফি ও ধ্বস্তাধ্বস্তিতে উত্থিত ধূলিরাশির দ্বারা সূর্য্য প্রভাশূন্য হইয়া পড়ায় তাঁহাকে দেখা যাইল না ।২৭

রাজন্! রাক্ষসগণ চারিদিকে স্ত্রী ও বৃদ্ধগণের সহিত বিস্মিত নয়নে দেখিতে লাগিল যে, লঙ্কার প্রাচীরসমূহ শালিধানের পুষ্পতুল্য ও শিরীষ-পুষ্পসদৃশ কান্তিবিশিষ্ট এবং প্রাতঃকালীন সূর্য্যসদৃশ অরুণবর্ণ অসংখ্য বানরে পরিবেষ্টিত কপিলবর্ণ ধারণ করিয়াছে ।২৮-২৯

তাহারা মণিময় স্তম্ভসমূহ ও উচ্চ প্রাসাদশ্রেণীর শিখরসমূহ ভাঙ্গিয়া ফেলিল এবং যন্ত্রসমূহ (কামান ও মেশিনগান প্রভৃতি) ভাঙ্গিয়া দূরে নিক্ষেপ করিল ।৩০

পরিগৃহ্য শতঘ্নীশ্চ সচক্রাঃ সহুড়োপলাঃ।
চিক্ষিপুর্ভুজবেগেন লঙ্কামধ্যে মহাস্বনাঃ ॥৩১
প্রাকারস্থাশ্চ যে কেচিন্নিশাচরগণাস্তথা।
প্রদুদ্রুবুস্তে শতশঃ কপিভিঃ সমভিদ্রুতাঃ ॥৩২
ততস্তু রাজবচনাদ্ রাক্ষসাঃ কামরূপিণঃ।
নির্যযুর্বিকৃতাকারাঃ সহস্রশতসঙ্ঘশঃ ॥৩৩
শস্ত্রবর্ষাণি বর্ষন্তো দ্রাবয়িত্বা বনৌকসঃ।
প্রাকারং শোভয়ন্তস্তে পরং বিক্রমমাস্থিতাঃ ॥৩৪
স মাষরাশিসদৃশৈর্বভূব ক্ষণদাচরৈঃ।
কৃতো নির্বানরো ভূয়ঃ প্রাকারো ভীমদর্শনৈঃ ॥৩৫
পেতুঃ শূলবিভিন্নাঙ্গা বহবো বানরর্ষভাঃ।
স্তম্ভতোরণভগ্নাশ্চ পেতুস্তত্র নিশাচরাঃ ॥৩৬
কেশাকেশ্যভবদ্ যুদ্ধং রক্ষসাং বানরৈঃ সহ।
নখৈর্দন্তৈশ্চ বীরাণাং খাদতাং বৈ পরস্পরম্ ॥৩৭
নিষ্টনন্তো হ্যুভয়তস্তত্র বানর-রাক্ষসাঃ।
হতা নিপতিতা ভূমৌ ন মুঞ্চন্তি পরস্পরম্ ॥৩৮
রামস্তু শরজালানি ববর্ষ জলদো যথা।
তানি লঙ্কাং সমাসাদ্য জঘ্নুস্তান্ রজনীচরান্ ॥৩৯
সৌমিত্রিরপি নারাচৈর্দৃঢ়ধন্বা জিতক্লমঃ।
আদিশ্যাদিশ্য দুর্গস্থান্ পাতয়ামাস রাক্ষসান্ ॥৪০
ততঃ প্রত্যবহারোঽভূৎ সৈন্যানাং রাঘবাজ্ঞয়া।
কৃতে বিমর্দে লঙ্কায়াং লব্ধলক্ষ্যো জয়োত্তরঃ ॥৪১

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং
বৈয়াসিক্যাং বনপর্বণি রামোপাখ্যানপর্বণি
লঙ্কাপ্রবেশে চতুরশীত্যধিক-
দ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ ॥২৮৪

তাহারা চক্র ও গোলাসমূহের সহিত শতঘ্নীসমূহ উঠাইয়া মহাশব্দে বাহুর বেগে লঙ্কার মধ্যে ছুড়িয়া ফেলিতে লাগিল।৩১

বানরগণের দ্বারা তাড়িত হইয়া প্রাকারস্থিত শত শত নিশাচরগণ পলাইতে লাগিল।৩২

তখন রাক্ষসরাজ রাবণের আদেশে বিকৃতাকার কামরূপী রাক্ষসগণ লক্ষ লক্ষ সংখ্যায় শস্ত্র বর্ষণ করত বানরগণকে তাড়াইয়া বিক্রমের সহিত প্রাচীরে অবস্থান করিতে লাগিল।৩৪

মাষরাশিসদৃশ ধূসরবর্ণ ও ভয়ঙ্কর রাক্ষসগণ পুনরায় লঙ্কার প্রাচীরসমূহকে বানরশূন্য করিয়া ফেলিল।৩৫

যেমন শূলাদি অস্ত্রে ছিন্নাঙ্গ হইয়া অনেক শ্রেষ্ঠ বানর মাটিতে পড়িল, তেমনই স্তম্ভ ও তোরণাদির দ্বারা আহত হইয়া বহু নিশাচরও ভূতলে পতিত হইল।৩৬

বীর রাক্ষস ও বানরগণের পরস্পরের কেশাকেশি (উভয়ে কেশ ধারণপূর্ব্বক) ঘোরতর যুদ্ধ হইতে লাগিল। তখন তাহারা পরস্পর পরস্পরকে নখ ও দন্তের দ্বারা ছিন্নভিন্ন করিয়া খাইতে লাগিল।৩৭

ভয়ানক শব্দ করত উভয় দিক্ হইতেই বানর ও রাক্ষসগণ পরস্পরকে আঘাত করিয়া মাটিতে পড়িতে লাগিল; কিন্তু কেহ কাহাকেও মৃত্যু না হওয়া পর্য্যন্ত পরিত্যাগ করিল না।৩৮

শ্রীরাম মেঘের শরজাল বর্ষণ করিতে লাগিলেন। ঐ বাণরাজি লঙ্কার মধ্যে প্রবেশ করিয়া বহু রাক্ষসকে সংহার করিল।৩৯

ক্লেশ ও শ্রান্তিবিজয়ী সুদৃঢ় ধনুর্দ্ধর সুমিত্রানন্দনও নিজের পরিচয় দান করিতে করিতে নারাচসমূহের দ্বারা দুর্গস্থ রাক্ষসদিগকে সংহার করিতে লাগিলেন।৪০

এইরূপে ভয়ানক বিনাশকর রাক্ষসগণের সহিত যুদ্ধে শ্রীরামচন্দ্র লক্ষসিদ্ধি বিজয়লাভ করত শ্রীরামের আদেশে বানর সৈন্যগণ শিবিরে প্রত্যাবর্তন করিল।৪১

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের বনপর্ব্বান্তর্গত রামোপাখ্যানপর্ব্বে লঙ্কাপ্রবেশবিষয়ক চতুরশীত্যধিকদ্বিশততম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।২৮৪

পঞ্চাশীত্যধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ

[শ্রীরাম-রাবণসৈন্যানাং যুদ্ধম্।]

মার্কণ্ডেয় উবাচ।

ততো নিবিশমানাংস্তান্ সৈনিকান্ রাবণানুগাঃ।
অভিজগ্মুর্গণানেকে পিশাচ-ক্ষুদ্ররক্ষসাম্ ॥১
পর্বণঃ পতনো জম্ভঃ খরঃ ক্রোধবশো হরিঃ।
প্ররুজশ্চারুজশ্চৈব প্রঘসশ্চৈবমাদয়ঃ ॥২
ততোঽভিপততাং তেষামদৃশ্যানাং দুরাত্মনাম্।
অন্তর্ধানবধং তজ্জ্ঞশ্চকার স বিভীষণঃ ॥৩
তে দৃশ্যমানা হরিভির্বলিভির্দূরপাতিভিঃ।
নিহতাঃ সর্বশো রাজন্ মহীং জগ্মুর্গতাসবঃ ॥৪
অমৃষ্যমাণঃ সবলো রাবণো নির্যযাবথ।
রাক্ষসানাং বলৈর্ঘোরৈঃ পিশাচানাঞ্চ সংবৃতঃ ॥৫
যুদ্ধশাস্ত্রবিধানজ্ঞ উশনা ইব চাপরঃ।
ব্যূহ্য চৌশনসং ব্যূহং হরীনভ্যবহারয়ৎ ॥৬
রাঘবস্তু বিনির্যান্তং ব্যূঢ়ানীকং দশাননম্।
বার্হস্পত্যং বিধিং কৃত্বা প্রত্যব্যূহন্নিশাচরম্ ॥৭
সমেত্য যুযুধে তত্র ততো রামেণ রাবণঃ।
যুযুধে লক্ষ্মণশ্চাপি তথৈবেন্দ্রজিতা সহ ॥৮
বিরূপাক্ষেণ সুগ্রীবস্তারেণ চ নিখর্বটঃ।
তুণ্ডেন চ নলস্তত্র পটুশঃ পনসেন চ ॥৯
বিষহ্যং যং হি যো মেনে স স তেন সমেয়িবান্।
যুযুধে যুদ্ধবেলায়াং স্ববাহুবলমাশ্রিতঃ ॥১০

পঞ্চাশীত্যধিকদ্বিশততম অধ্যায়।

(শ্রীরাম ও রাবণসৈন্যগণের মধ্য যুদ্ধ)

মার্কণ্ডেয় বলিলেন,—অনন্তর লঙ্কার চতুর্দ্দিকে নিবেশিত বানরসৈন্যের অভিমুখে পিশাচ ও ক্ষুদ্র রাক্ষসগণের একটা দল, যাহার মধ্যে পর্বণ, পতন, জম্ভ, খর, ক্রোধবশ, হরি, প্ররুজ, অরুজ, এবং প্রঘস প্রভৃতি ছিল, তাহারা একসঙ্গে যুগপৎ ধাবিত হইল।১-২

ঐ দুষ্ট রাক্ষসগণ অন্তর্ধানবিদ্যার বলে অদৃশ্য হইয়া আক্রমণ করিতেছিল। বিভীষণ তাহা বুঝিতে পারিয়া তাহাদের অন্তর্ধানশক্তি নষ্ট করিয়া দিল।৩

হে রাজন্! যেমন তাহারা দৃষ্টিগোচর হইল, অমনই বলবান্ বানরগণ দূর হইতে লাফাইয়া তাহাদের উপর পড়িল এবং অল্পক্ষণের মধ্যে তাহারা সকলে নিহত হইল। এইরূপে তাহারা প্রাণ হারাইয়া ভূতলশায়ী হইল।৪

তখন রাবণ ইহা সহ্য করিতে না পারিয়া রাক্ষস পিশাচগণের ভয়ানক সৈন্যবাহিনীর দ্বারা পরিবৃত হইয়া যুদ্ধের জন্য লঙ্কা হইতে বাহির হইল।৫

শুক্রাচার্য্যের ন্যায় যুদ্ধশাস্ত্রাভিজ্ঞ রাবণ ঔশনস ব্যূহ রচনা করিয়া বানরগণকে ঘিরিয়া ফেলিবার উপক্রম করিল।৬

শ্রীরামচন্দ্রও রাবণকে ঔশনস-ব্যূহে সৈন্য সমাবেশিত করিয়া আসিতে দেখিয়া তিনি স্বয়ং সেই রাক্ষসের বিরুদ্ধে বার্হস্পত্য-ব্যূহরূপ ব্যূহ নিজ সৈন্যগণের জন্য রচনা করিলেন।৭

রাবণ যুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিত হইয়া শ্রীরামের সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিল এবং লক্ষ্মণ ইন্দ্রজিতের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন।৮

বিরূপাক্ষের সহিত সুগ্রীব, নিখর্বটের সহিত তার, তুণ্ডের সহিত নল এবং পটুশের সহিত পনস যুদ্ধ করিতে লাগিল।৯

যে নিজেকে যাহার সমান বলিয়া মনে করিল, সে তাহার সহিত নিজ নিজ বাহুবলকে আশ্রয় করিয়া যুদ্ধ করিতে লাগিল।১০

স সম্প্রহারো ববৃধে ভীরূণাং ভয়বর্দ্ধনঃ।
লোমসংহর্ষণো ঘোরঃ পুরা দেবাসুরে যথা ॥১১
রাবণো রামমানর্চ্ছচ্ছক্তিশূলাসিবৃষ্টিভিঃ।
নিশিতৈরায়সৈস্তীক্ষ্ণৈ রাবণং চাপি রাঘবঃ ॥১২
তথৈবেন্দ্রজিতং যত্তং লক্ষ্মণো মর্মভেদিভিঃ।
ইন্দ্রজিচ্চাপি সৌমিত্রিং বিভেদ বহুভিঃ শরৈঃ ॥১৩
বিভীষণঃ প্রহস্তঞ্চ প্রহস্তশ্চ বিভীষণম্।
খগপত্রৈঃ শরৈস্তীক্ষ্ণৈরভ্যবর্ষদ্ গতব্যথঃ ॥১৪
তেষাং বলবতামাসীন্মহাস্ত্রাণাং সমাগমঃ।
বিব্যথুঃ সকলা যেন ত্রয়ো লোকাশ্চরাচরাঃ ॥১৫

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং বনপর্ব্বণি রামোপাখ্যানপর্ব্বণি রামরাবণদ্বন্দ্বযুদ্ধে পঞ্চাশীত্যধিক-দ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ ॥২৮৫

পূর্ব্বকালে সংঘটিত দেবাসুর যুদ্ধের ন্যায় ভীরুগণের ভয়বর্দ্ধন ও লোমহর্ষণ ভয়ানক যুদ্ধ আরম্ভ হইল।১১

রাবণ যেমন শ্রীরামকে শক্তি, শূলাদি বর্ষণ করিতে লাগিল, তেমনই শ্রীরামও লৌহময় তীক্ষ্ণ বাণসমূহের দ্বারা রাবণকে বিদ্ধ করিতে লাগিলেন।১২

লক্ষ্মণ যেমন ইন্দ্রজিৎকে মর্মভেদী বাণসমূহের দ্বারা বিদ্ধ করিতে লাগিলেন, ইন্দ্রজিৎও তেমনই বহু শরের দ্বারা সুমিত্রানন্দন লক্ষ্মণকে বিদ্ধ করিতে লাগিল।১৩

বিভীষণ যেমন প্রহস্তকে, প্রহস্তও তেমনই বিভীষণকে পক্ষীর পালকযুক্ত তীক্ষ্ণ শরসমূহের দ্বারা ব্যথাশূন্য হইয়া প্রহার করিতে লাগিল।১৪

বলবান্ সেই বীরগণের নিক্ষিপ্ত মহাস্ত্রসমূহের এমন ঘোর শব্দ সমুত্থিত হইল যে, মনে হইতে লাগিল, যেন ত্রিলোকের সমস্ত চরাচর প্রাণী ব্যথিত হইয়া উঠিল।১৫

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের বনপর্ব্বান্তর্গত রামোপাখ্যানপর্ব্বে রামরাবণদ্বন্দ্বযুদ্ধবিষয়ক পঞ্চাশীত্যধিকদ্বিশততম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।২৮৫

ষড়শীত্যধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ।

[প্রহস্ত-ধূম্রাক্ষবধেন দুঃখিতেন রাবণেন কুম্ভকর্ণস্য নিদ্রাভঙ্গঃ, যুদ্ধে প্রেরণঞ্চ।]

মার্কণ্ডেয় উবাচ।
ততঃ প্রহস্তঃ সহসা সমভ্যেত্য বিভীষণম্।
গদয়া তাড়য়ামাস বিনদ্য রণকর্কশঃ ॥১
স তয়াভিহতো শ্রীমান্ গদয়া ভীমবেগয়া
নাকম্পত মহাবাহুর্হিমবানিব সুস্থিরঃ ॥২

ষড়শীত্যধিকদ্বিশততম অধ্যায়।

[প্রহস্ত ও ধূম্রাক্ষের বধে দুঃখিত হইয়া রাবণ-কর্তৃক কুম্ভকর্ণের নিদ্রাভঙ্গ এবং যুদ্ধে প্রেরণ।]

মার্কণ্ডেয় বলিলেন,—অনন্তর প্রহস্ত যুদ্ধে নিষ্ঠুর পরাক্রম প্রকাশ করত গর্জন করিতে করিতে বিভীষণকে গদার দ্বারা আঘাত করিল।১

কিন্তু ভয়ঙ্কর বেগশালী সেই গদার আঘাতে আহত হইয়াও শ্রীমান্ বিভীষণ কম্পিত হইল না। সে হিমালয়ের ন্যায় সুস্থিরভাবে দাঁড়াইয়া রহিল।২

ততঃ প্রগৃহ্য বিপুলাং শতঘণ্টাং বিভীষণঃ ।
অনুমন্ত্র্য মহাশক্তিং চিক্ষেপাস্য শিরঃ প্রতি ॥৩
পতন্ত্যা স তয়া বেগাদ্ রাক্ষসোঽশনিবেগয়া ।
হৃতোত্তমাঙ্গো দদৃশে বাতরুগ্ন ইব দ্রুমঃ ॥৪
তং দৃষ্ট্বা নিহতং সংখ্যে প্রহস্তং ক্ষণদাচরম্ ।
অভিদুদ্রাব ধূম্রাক্ষো বেগেন মহতা কপীন্ ॥৫
তস্য মেঘোপমং সৈন্যমাপতদ্ ভীমদর্শনম্ ।
দৃষ্ট্বৈব সহসা দীর্ণা রণে বানরপুঙ্গবাঃ ॥৬
ততস্তান্ সহসা দীর্ণান্ দৃষ্ট্বা বানরপুঙ্গবান্ ।
নির্যযৌ কপিশার্দূলো হনূমান্ মারুতাত্মজঃ ॥৭
তং দৃষ্ট্বাবস্থিতং সংখ্যে হরয়ঃ পবনাত্মজম্ ।
মহত্যা ত্বরয়া রাজন্ সংন্যবর্তন্ত সর্বশঃ ॥৮

তখন বিভীষণ শতঘণ্টাবিশিষ্ট এক বিশাল শক্তি লইয়া প্রহস্তের মস্তক লক্ষ্য করিয়া নিক্ষেপ করিল ।৩

বিদ্যুতের ন্যায় বেগবতী সেই মহাশক্তি সবেগে প্রহস্তের উপর পড়িতেই প্রহস্তের মস্তক বাতাহত বৃক্ষের ন্যায় শরীর হইতে মাটিতে পতিত হইল ।৪

প্রহস্তকে নিহত হইতে দেখিয়া ধূম্রাক্ষনামে এক রাক্ষস মহাবেগে বানরগণের দিকে ধাবিত হইল ।৫

তাহার মেঘের ন্যায় কৃষ্ণবর্ণ ভয়ানক সেনাবাহিনীকে আসিতে দেখিয়া বানরগণ ভীত হইয়া পলাইতে লাগিল ।৬

শ্রেষ্ঠ বানরসৈন্যগণকে ভয়ে সহসা পলাইতে দেখিয়া কপিশ্রেষ্ঠ পবননন্দন হনুমান্ ধূম্রাক্ষের দিকে অগ্রসর হইল ।৭

রাজন্! হনুমান্‌কে যুদ্ধের জন্য উপস্থিত হইতে দেখিয়া সকল বানরই পুনরায় সত্বর ফিরিয়া আসিল ।৮

ততঃ শব্দো মহানাসীৎ তুমুলো লোমহর্ষণঃ ।
রামরাবণসৈন্যানামন্যোন্যমভিধাবতাম্ ॥৯
তস্মিন্ প্রবৃত্তে সংগ্রামে ঘোরে রুধিরকর্দমে ।
ধূম্রাক্ষঃ কপিসৈন্যং তদ্ দ্রাবয়ামাস পত্রিভিঃ ॥১০
তং স রক্ষোমহামাত্রমাপতন্তং সপত্নজিৎ ।
প্রতিজগ্রাহ হনুমাংস্তরসা পবনাত্মজঃ ॥১১
তয়োর্যুদ্ধমভূদ্ ঘোরং হরি-রাক্ষসবীরয়োঃ ।
জিগীষতোর্যুধান্যোন্যমিন্দ্রপ্রহ্লাদয়োরিব ॥১২
গদাভিঃ পরিঘৈশ্চৈব রাক্ষসো জঘ্নিবান্ কপিম্ ।
কপিশ্চ জঘ্নিবান্ রক্ষঃ সস্কন্ধবিটপৈর্দ্রুমৈঃ ॥১৩
ততস্তমতিকোপেন সাশ্বং সরথসারথিম্ ।
ধূম্রাক্ষমবধীৎ ক্রুদ্ধো হনূমান্ মারুতাত্মজঃ ॥১৪

তখন রাম ও রাবণের সৈন্যগণের মধ্যে পরস্পর পরস্পরের দিকে ধাবিত হইয়া প্রহার করিতে থাকিলে তখন প্রহারজনিত তুমুল রোমহর্ষণ শব্দ সমুত্থিত হইল ।৯

শোণিতের দ্বারা কর্দ্দমাক্ত সেই ঘোর সংগ্রাম চলিতে থাকিলে ধূম্রাক্ষ বাণসমূহের দ্বারা বানরসৈন্যগণকে বিত্রাসিত করিতে লাগিল ।১০

বিশালকায় সেই রাক্ষসকে আসিতে দেখিয়া শত্রুজয়ী হনুমান্ তাহার দিকে সবেগে ধাবিত হইল ।১১

তখন ইন্দ্র ও প্রহ্লাদের যুদ্ধের ন্যায় পরস্পর পরস্পরকে জয় করিতে ইচ্ছা করিয়া সেই দুই বীর হনুমান্ ও ধূম্রাক্ষের পরস্পর ঘোর যুদ্ধ হইতে লাগিল ।১২

রাক্ষস গদা ও পরিঘ প্রভৃতি অস্ত্রের দ্বারা যেমন হনুমান্‌কে আঘাত করিতে লাগিল, হনুমান্‌ও তেমনই স্কন্ধ ও শাখা-প্রশাখাযুক্ত বৃক্ষসমূহের দ্বারা সেই রাক্ষসকে প্রহার করিতে লাগিল ।১৩

তারপর পবননন্দন হনুমান্ অত্যন্ত ক্রুদ্ধ

ততস্তং নিহতং দৃষ্ট্বা ধূম্রাক্ষং রাক্ষসোত্তমম্।
হরয়ো জাতবিস্রম্ভা জঘ্নুরভ্যেত্য সৈনিকান্ ॥১৫
তে বধ্যমানা হরিভির্বলিভির্জিতকাশিভিঃ।
রাক্ষসা ভগ্নসঙ্কল্পা লঙ্কামভ্যপতন্ ভয়াৎ ॥১৬
তেঽভিপত্য পুরং ভগ্না হতশেষা নিশাচরাঃ।
সর্বং রাজ্ঞে যথাবৃত্তং রাবণায় ন্যবেদয়ন্ ॥১৭
শ্রুত্বা তু রাবণস্তেভ্যঃ প্রহস্তং নিহতং যুধি।
ধূম্রাক্ষঞ্চ মহেষ্বাসং সসৈন্যং বানরর্ষভৈঃ ॥১৮
সুদীর্ঘমিব নিঃশ্বস্য সমুৎপত্য বরাসনাৎ।
উবাচ কুম্ভকর্ণস্য কর্মকালোঽয়মাগতঃ ॥১৯
ইত্যেবমুক্ত্বা বিবিধৈর্বাদিত্রৈঃ সুমহাস্বনৈঃ।
শয়ানমতিনিদ্রালুং কুম্ভকর্ণমবোধয়ৎ ॥২০

প্রবোধ্য মহতা চৈনং যত্নেনাগতসাধ্বসঃ।
স্বস্থমাসীনমব্যগ্রং বিনিদ্রং রাক্ষসাধিপঃ ॥২১
ততোঽব্রবীদ্ দশগ্রীবঃ কুম্ভকর্ণং মহাবলম্।
ধন্যোঽসি যস্য তে নিদ্রা কুম্ভকর্ণেয়মীদৃশী ॥২২
য ইদং দারুণাকারং ন জানীষে মহাভয়ম্।
এষ তীর্ত্বার্ণবং রামঃ সেতুনা হরিভিঃ সহ ॥২৩
অবমন্যেহ নঃ সর্বান্ করোতি কদনং মহৎ।
ময়া হ্যপহৃতা ভার্য্যা সীতা নামাস্য জানকী ॥২৪
তাং নেতুং স ইহায়াতো বদ্ধ্বা সেতুং মহার্ণবে।
তেন চৈব প্রহস্তাদির্মহান্ নঃ স্বজনো হতঃ ॥২৫
তস্য নান্যো নিহন্তাস্তি ত্বামৃতে শত্রুকর্শন।
স দংশিতোঽভিনির্যায় ত্বমদ্য বলিনাং বর ॥২৬

হইয়া অশ্ব, রথ ও সারথিসহ ধূম্রাক্ষকে বধ করিল।১৪

রাক্ষসোত্তম ধূম্রাক্ষকে নিহত দেখিয়া বানরগণের নিজ শক্তির উপর বিশ্বাস জন্মিল, তখন তাহারা বিশেষভাবে উৎসাহিত হইয়া রাক্ষসগণকে বধ করিতে লাগিল।১৫

বিজয়ে উল্লসিত বানরগণকর্তৃক বধ্যমান হইয়া রাক্ষসগণ সঙ্কল্প পরিত্যাগ করত ভয়ে লঙ্কা-দুর্গের ভিতরে প্রবেশ করিল।১৬

রণে ভঙ্গ দিয়া নিশাচরগণ রাক্ষসরাজ রাবণের নিকট যুদ্ধে পরাজয়ের সকল সংবাদ যথাযথভাবে নিবেদন করিল।১৭

রাবণ তাহাদের মুখে শ্রেষ্ঠ বানরগণের দ্বারা প্রহস্ত ও মহাধনুর্দ্ধর ধূম্রাক্ষ সসৈন্যে নিহত হইয়াছে শুনিয়া দীর্ঘনিঃশ্বাস পরিত্যাগ করত সিংহাসন হইতে উঠিয়া বলিল,—এইবার কুম্ভকর্ণের পরাক্রম প্রকাশের সময় আসিয়াছে।১৮-১৯

এই কথা বলিয়া বিভিন্নপ্রকার উচ্চৈঃস্বরে শব্দকারী বাদ্যযন্ত্রের সাহায্যে অতিনিদ্রালু শয়ান কুম্ভকর্ণকে জাগাইল।২০

রামভয়ে ভীত রাক্ষসরাজ রাবণকর্তৃক জাগরিত কুম্ভকর্ণ যখন বিনিদ্র হইয়া রাবণের নিকটে সুস্থভাবে নিরুদ্বেগে বসিয়াছে, তখন রাবণ মহাবল কুম্ভকর্ণকে বলিল,—"হে কুম্ভকর্ণ! তুমিই ধন্য, কেননা, তোমার এইরূপ ভয়ানক নিদ্রা হয়।২১-২২

আমাদের উপর লঙ্কায় যে দারুণ মহাভয় উপস্থিত হইয়াছে, তাহা তুমি কিছুই জান না। শ্রীরামচন্দ্র সমুদ্রে সেতুবন্ধন করত সমুদ্র উত্তীর্ণ হইয়া বানরসৈন্য লইয়া লঙ্কা অবরোধ করিয়াছে এবং আমাদিগকে অবজ্ঞা করত ভয়ানক মহামারী আরম্ভ করিয়াছে। আমি তাহার পত্নী জনকনন্দিনী সীতাকে হরণ করিয়াছি।২৩-২৪

তাহাকে উদ্ধার করিবার জন্যই রামচন্দ্র সমুদ্রে সেতুবন্ধন করত এখানে আসিয়াছে এবং তাহার সহিত যুদ্ধে প্রহস্তাদি মহাবলী আমাদের স্বজন রাক্ষসগণ নিহত হইয়াছে।২৫

রামাদীন্ সমরে সর্বান্ জহি শত্রুনরিন্দম।
দূষণাবরজৌ চৈব বজ্রবেগ-প্রমাথিনৌ ॥
তৌ ত্বাং বলেন মহতা সহিতাবনুযাস্যতঃ ॥২৭
ইত্যুক্ত্বা রাক্ষসপতিঃ কুম্ভকর্ণং তরস্বিনম্।
সন্দিদেশেতিকর্তব্যং বজ্রবেগ-প্রমাথিনৌ ॥২৮
তথেত্যুক্ত্বা তু তৌ বীরৌ রাবণং দূষণানুজৌ।
কুম্ভকর্ণং পুরস্কৃত্য তূর্ণং নির্যযতুঃ পুরাৎ ॥২৯

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং বনপর্বণি রামোপাখ্যান-পর্ব্বণি কুম্ভকর্ণনির্গমনে ষড়শীত্যধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ ॥২৮৬

হে শত্রুকর্শন! তুমি ভিন্ন তাঁহাকে বধ করিতে পারে, এমন কাহাকেও দেখিতেছি না। বলবান্‌গণের মধ্যে বীর! তুমি কবচ পরিধান করিয়া যুদ্ধে গমন করত রামাদি শত্রুকে বধ কর। দূষণের ছোট ভাই বজ্রবেগ ও প্রমাথী বিশাল সৈন্যের সহিত তোমার অনুসরণ করিবে।২৬-২৭

বেগবান্ কুম্ভকর্ণকে এই কথা বলিয়া রাবণ বজ্রবেগ ও প্রমাথীকে ইতিকর্তব্য সম্বন্ধে নির্দেশ করিল।২৮

'যে আজ্ঞা' বলিয়া দূষণের ছোট ভাই দুইজন কুম্ভকর্ণকে সম্মুখে রাখিয়া (মহতী সেনার সহায্যে) রামের সহিত যুদ্ধ করিবার জন্য নির্গত হইল।২৯

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের বনপর্ব্বান্তর্গত রামোপাখ্যানপর্ব্বে কুম্ভকর্ণাদি-নির্গমনবিষয়ক ষড়শীত্যধিকদ্বিশততম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।২৮৬

সপ্তাশীত্যধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ।

[কুম্ভকর্ণ-বজ্রবেগ-প্রমাথিনাং বধঃ।]

মার্কণ্ডেয় উবাচ।
ততো নির্যায় স্বপুরাৎ কুম্ভকর্ণঃ সহানুগঃ।
অপশ্যৎ কপিসৈন্যং তজ্জিতকাশ্যগ্রতঃ স্থিতম্ ॥১

স বীক্ষমাণস্তৎ সৈন্যং রামদর্শনকাঙ্ক্ষয়া।
অপশ্যচ্চাপি সৌমিত্রিং ধনুষ্পাণিং ব্যবস্থিতম্ ॥২
তমভ্যেত্যাশু হরয়ঃ পরিবব্রুঃ সমন্ততঃ।
অভ্যঘ্নংশ্চ মহাকায়ৈর্বহুভির্জগতীরুহৈঃ ॥৩
করজৈরতুদংশ্চান্যে বিহায় ভয়মুত্তমম্।
বহুধা যুধ্যমানাস্তে যুদ্ধমার্গৈঃ প্লবঙ্গমাঃ ॥৪
নানাপ্রহরণৈর্ভীমৈ রাক্ষসেন্দ্রমতাড়য়ন্।
স তাড্যমানঃ প্রহসন্ ভক্ষয়ামাস বানরান্ ॥৫

সপ্তাশীত্যধিকদ্বিশততম অধ্যায়।

[কুম্ভকর্ণ, বজ্রবেগ ও প্রমাথী বধ।]

মার্কণ্ডেয় বলিলেন,—অনন্তর কুম্ভকর্ণ অনুচরদ্বয়ের সহিত লঙ্কাপুরী হইতে নির্গত হইয়া বিজয়ে উল্লসিত বানরসৈন্যবাহিনীকে সম্মুখেই অবস্থিত দেখিল।১

সে রামচন্দ্রের দর্শনের আকাঙ্ক্ষায় সৈন্যগণের দিকে তাকাইতে তাকাইতে অগ্রসর হইয়া ধনুঃহস্তে দণ্ডায়মান সুমিত্রানন্দনকে দেখিতে পাইল।২

তখন বানরগণ নির্ভয়ে আসিয়া তাহাকে অতি সত্বর

বলং চণ্ডবলাখ্যঞ্চ বজ্রবাহুঞ্চ বানরম্ ।
তদ্ দৃষ্ট্বা ব্যথনং কর্ম কুম্ভকর্ণস্য রক্ষসঃ ॥৬
উদক্রোশন্ পরিত্রস্তাস্তারপ্রভৃতয়স্তদা ।
তামুচ্চৈঃ ক্রোশতঃ সৈন্যান্ শ্রুত্বা স হরিযূথপান্ ॥৭
অভিদুদ্রাব সুগ্রীবঃ কুম্ভকর্ণমপেতভীঃ ।
ততো নিপত্য বেগেন কুম্ভকর্ণং মহামনাঃ ॥৮
শালেন জঘিবান্ মূর্দ্ধ্নি বলেন কপিকুঞ্জরঃ ।
স মহাত্মা মহাবেগঃ কুম্ভকর্ণস্য মূর্দ্ধনি ॥৯
বিভেদ শালং সুগ্রীবো ন চৈবাব্যথয়ৎ কপিঃ ।
ততো বিনদ্য সহসা শালস্পর্শবিবোধিতঃ ॥১০
দোর্ভ্যামাদায় সুগ্রীবং কুম্ভকর্ণোঽহরদ্ বলাৎ ।
হ্রিয়মাণং তু সুগ্রীবং কুম্ভকর্ণেন রক্ষসা ॥১১
অবেক্ষ্যাভ্যদ্রবদ্ বীরঃ সৌমিত্রির্মিত্রনন্দনঃ ।
সোঽভিপত্য মহাবেগং রুক্মপুঙ্খং মহাশরম্ ॥১২
প্রাহিণোৎ কুম্ভকর্ণায় লক্ষ্মণঃ পরবীরহা ।
স তস্য দেহাবরণং ভিত্ত্বা দেহঞ্চ সায়কঃ ॥১৩
জগাম দারয়ন্ ভূমিং রুধিরেণ সমুক্ষিতঃ ।
তথা স ভিন্নহৃদয়ঃ সমুৎসৃজ্য কপীশ্বরম্ ॥১৪
(বেগেন মহতাবিষ্টস্তিষ্ঠ তিষ্ঠেতি চাব্রবীৎ ।)
কুম্ভকর্ণো মহেষ্বাসঃ প্রগৃহীতশিলায়ুধঃ ।
অভিদুদ্রাব সৌমিত্রিমুদ্যম্য মহতীং শিলাম্ ॥১৫

চারিদিক্ হইতে ঘিরিয়া বিরাটাকার বহু বৃক্ষসমূহের দ্বারা তাহাকে প্রহার করিতে লাগিল ।৩

তাহারা কুম্ভকর্ণ হইতে আগত মহাভয় পরিত্যাগ করত কেহ কেহ নখরাঘাতে তাহাকে ক্ষতবিক্ষত করিতে লাগিল। আবার অন্য বানরগণ নানাবিধ যুদ্ধকৌশল অবলম্বন করত যুদ্ধ করিতে করিতে বহুপ্রকার ভয়ঙ্কর অস্ত্রদ্বারা রাক্ষসশ্রেষ্ঠ কুম্ভকর্ণকে যুগপৎ আঘাত করিতে লাগিল।

এইরূপে বানরদলকর্তৃক প্রহৃত হইয়া কুম্ভকর্ণ হাস্য করত বল, চণ্ডবল, বজ্রবাহু প্রভৃতি বানরগণকে ধরিয়া গিলিয়া ফেলিল।

রাক্ষস কুম্ভকর্ণের এইরূপ দুঃখ ও ভয়োৎপাদক কর্ম্ম দেখিয়া তার প্রভৃতি বানরগণ ভীত হইয়া উচ্চৈঃস্বরে চীৎকার করিতে লাগিল।

নিজ সৈন্যগণ ও বানর যূথপতিগণ উচ্চৈঃস্বরে চীৎকার করিতেছে শুনিয়া সুগ্রীব নির্ভয়ে কুম্ভকর্ণের অভিমুখে ধাবিত হইল।

অনন্তর কুম্ভকর্ণের নিকটে লাফাইয়া পড়িয়া মহামনা কপিশ্রেষ্ঠ সুগ্রীব প্রকাণ্ড শালবৃক্ষের দ্বারা বলপূর্ব্বক তাহাকে প্রহার করিল।

সেই মহাত্মা মহাবেগশালী কপিবর সুগ্রীব কুম্ভকর্ণের মস্তকে শালবৃক্ষ আঘাত করিয়া তাহাকে ভাঙ্গিয়া ফেলিল, কিন্তু তাহাতে কুম্ভকর্ণের কোন বেদনা উৎপাদন করিতে পারিল না।

শালবৃক্ষের স্পর্শে কুম্ভকর্ণ কতকটা সাবধান হইল এবং সহসা গর্জ্জন করত দুই হাতে সুগ্রীবকে ধরিয়া বলপূর্ব্বক হরণ করিতে লাগিল।

রাক্ষস কুম্ভকর্ণ সুগ্রীবকে হরণ করিতেছে দেখিয়া মিত্রগণের আনন্দবর্দ্ধন বীর সুমিত্রানন্দন লক্ষ্মণ ধাবিত হইলেন।

শত্রুবীরনাশী লক্ষ্মণ কুম্ভকর্ণের সম্মুখে গিয়া সুবর্ণময় পক্ষ-সুশোভিত মহাবেগশালী এক মহাশর নিক্ষেপ করিলেন।

সেই বাণ কুম্ভকর্ণের কবচ ও শরীরকে ভেদ করিয়া রক্তাপ্লুত অবস্থায় পৃথিবীকেও বিদীর্ণ করত পাতালে প্রবেশ করিল।

সেই বাণাঘাতে কুম্ভকর্ণের হৃদয় বিদ্ধ হওয়ায় শিলাস্ত্রধারী মহাধনুর্দ্ধর কুম্ভকর্ণ পীড়িত হইয়া তাড়াতাড়ি কপীশ্বরকে ছাড়িয়া দিল এবং 'দাঁড়াও' 'দাঁড়াও' বলিয়া প্রকাণ্ড একটি প্রস্তরখণ্ড লইয়া লক্ষ্মণের অভিমুখে ধাবিত হইল।৪-১৫

তস্যাভিপততস্তূর্ণং ক্ষুরাভ্যামুচ্ছ্রিতৌ করৌ।
চিচ্ছেদ নিশিতাগ্রাভ্যাং স বভূব চতুর্ভুজঃ ॥১৬
তানপ্যস্য ভুজান্ সর্বান্ প্রগৃহীতশিলায়ুধান্।
ক্ষুরৈশ্চিচ্ছেদ লঘ্বস্ত্রং সৌমিত্রিঃ প্রতিদর্শয়ন্ ॥১৭
স বভূবাতিকায়শ্চ বহুপাদশিরোভুজঃ।
তং ব্রহ্মাস্ত্রেণ সৌমিত্রির্দদারাদ্রিচয়োপমম্ ॥১৮
স পপাত মহাবীর্য্যো দিব্যাস্ত্রাভিহতো রণে।
মহাশনিবিনির্দগ্ধঃ পাদপোঽঙ্কুরবানিব ॥১৯
তং দৃষ্ট্বা বৃত্রসঙ্কাশং কুম্ভকর্ণং তরস্বিনম্।
গতাসুং পতিতং ভূমৌ রাক্ষসাঃ প্রাদ্রবন্ ভয়াৎ ॥২০
তথা তান্ দ্রবতো যোধান্ দৃষ্ট্বা তৌ দূষণানুজৌ।
অবস্থাপ্যাথ সৌমিত্রিং সংক্রুদ্ধাবভ্যধাবতাম্ ॥২১
তাবাদ্রবন্তৌ সংক্রুদ্ধৌ বজ্রবেগ-প্রমাথিনৌ।
অভিজগ্রাহ সৌমিত্রির্বিনদ্যোভৌ পতত্রিভিঃ ॥২২
ততঃ সুতুমুলং যুদ্ধমভবল্লোমহর্ষণম্।
দূষণানুজয়োঃ পার্থ লক্ষ্মণস্য চ ধীমতঃ ॥২৩
মহতা শরবর্ষেণ রাক্ষসৌ সোঽভ্যবর্ষত।
তৌ চাপি বীরৌ সংক্রুদ্ধাবুভৌ তং সমবর্ষতাম্ ॥২৪
মুহূর্ত্তমেবমভবদ্ বজ্রবেগ-প্রমাথিনোঃ।
সৌমিত্রেশ্চ মহাবাহোঃ সম্প্রহারঃ সুদারুণঃ ॥২৫
অথাদ্রিশৃঙ্গমাদায় হনুমান্ মারুতাত্মজঃ।
অভিক্রুত্যাদদে প্রাণান্ বজ্রবেগস্য রক্ষসঃ ॥২৬
নীলশ্চ মহতা গ্রাব্ণা দূষণাবরজং হরিঃ।
প্রমাথিনমভিক্রুত্য প্রমমাথ মহাবলঃ ॥২৭

তাহাকে আসিতে দেখিয়া লক্ষ্মণ দ্রুত অত্যন্ত তীক্ষ্ণধারাল ক্ষুরাস্ত্রদ্বয়ের দ্বারা কুম্ভকর্ণের উর্দ্ধোত্থিত হস্তদুইটি কাটিয়া ফেলিলেন। তাহাতে কুম্ভকর্ণ তৎক্ষণাৎ চতুর্ভুজ হইল।১৬

লক্ষ্মণও তৎক্ষণাৎ অস্ত্রপ্রয়োগের ক্ষিপ্রতা দেখাইয়া ক্ষুরাস্ত্রের দ্বারা তাহার চারিটী হাত কাটিয়া ফেলিলেন। ঐ সকল হাতে শিলা অস্ত্র ধৃত ছিল।১৭

তখন কুম্ভকর্ণ বহুপাদ, বহুমস্তক ও বহুভুজ-বিশিষ্ট বিরাট্ আকার ধারণ করিল। লক্ষ্মণ তখন ব্রহ্মঅস্ত্র নিক্ষেপ করত পর্ব্বতরাজির ন্যায় বিশালাকার কুম্ভকর্ণকে বিদীর্ণ করিলেন।১৮

তখন মহাপরাক্রমী কুম্ভকর্ণ দিব্যাস্ত্রের দ্বারা বিদ্ধ হইয়া বজ্রাহত শাখাপত্রাদিযুক্ত বৃক্ষের ন্যায় রণভূমিতে পতিত হইল।১৯

বৃত্রাসুরসদৃশ বেগশালী কুম্ভকর্ণকে প্রাণশূন্য হইয়া ভূমিতে পতিত দেখিয়া রাক্ষসেরা ভয়ে পলাইতে লাগিল।২০

রাক্ষসগণকে পলায়নপর দেখিয়া দূষণের অনুজ দুই ভাই বজ্রবেগ ও প্রমাথী অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া রাক্ষসসৈন্যগণকে আশ্বাস প্রদান করত অবস্থিত করাইয়া সুমিত্রানন্দন লক্ষ্মণের দিকে ধাবিত হইল।২১

অত্যন্ত ক্রুদ্ধ বজ্রবেগ ও প্রমাথী এই দুই জনকে বেগে অগ্রসর হইতে দেখিয়া সুমিত্রানন্দন উচ্চৈঃস্বরে সিংহধ্বনি করিয়া শরসমূহের দ্বারা তাহাদের গতি রোধ করিলেন।২২

হে পার্থ! তখন দূষণের অনুজ ভ্রাতৃদ্বয় বজ্রবেগ ও প্রমাথীর সহিত পরম বুদ্ধিমান্ লক্ষ্মণের তুমুল রোমহর্ষণ যুদ্ধ আরম্ভ হইল।২৩

লক্ষ্মণ যেমন তাহাদের উপর ভয়ঙ্কর বাণবর্ষণ করিতে লাগিলেন, তেমনই এই দুই বীর রাক্ষসও কুপিত হইয়া শরজালের দ্বারা লক্ষ্মণকে আবৃত করিতে লাগিল।২৪

এইরূপ এক মুহূর্ত্ত কাল ধরিয়া বজ্রবেগ, প্রমাথী ও মহাবাহু লক্ষ্মণের দারুণ বাণপ্রহার চলিতে লাগিল।২৫

ইত্যবসরে পবননন্দন হনুমান্ বিরাট পর্ব্বতশৃঙ্গ আনিয়া অতি দ্রুত ধাবিত হইয়া তাহার আঘাতে রাক্ষস বজ্রবেগের প্রাণ হরণ করিল।২৬

ততঃ প্রাবর্ত্তত পুনঃ সংগ্রামঃ কটুকোদয়ঃ।
রাম-রাবণসৈন্যানামন্যোন্যমভিধাবতাম্ ॥২৮
শতশো নৈঋর্তান্ বন্যা জঘ্নুর্বন্যাংশ্চ নৈঋর্তাঃ।
নৈঋর্তাস্তত্র বধ্যন্তে প্রায়েণ ন তু বানরাঃ ॥২৯

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং বনপর্বণি রামোপাখ্যানপর্বণি কুম্ভকর্ণাদিবধে সপ্তাশীত্যধিক-দ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ ॥২৮৭

এ দিকে মহাবলবান্ নীল অপর এক বৃহৎ পাথর লইয়া দূষণের অনুজ ভ্রাতা প্রমাথীকে আঘাত করিল এবং তাহার শরীরকে চূর্ণবিচূর্ণ করিয়া দিল।২৭

তখন রাম ও রাবণের সৈন্যগণের মধ্যে পুনরায় তুমুল যুদ্ধ বাধিয়া গেল। এই যুদ্ধের পরিণাম অতিশয় কটু (ভয়ঙ্কর) ছিল।২৮

রাক্ষসগণ যেমন বহু বানরকে বধ করিল, তেমনই বানরগণও বহু রাক্ষসকে বধ করিল। কিন্তু সংখ্যায় বানরের তুলনায় রাক্ষসের বধ অনেক বেশী হইল।২৯

শ্রীমন্মহর্ষিবেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের বনপর্ব্বান্তর্গত রামোপাখ্যানপর্ব্বে কুম্ভকর্ণাদিবধবিষয়ক সপ্তাশীত্যধিকদ্বিশততম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।২৮৭

অষ্টাশীত্যধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ।

[ইন্দ্রজিতো মায়াময়ং যুদ্ধম্, শ্রীরাম-লক্ষ্মণয়োর্মূর্চ্ছা চ]

মার্কণ্ডেয় উবাচ।
ততঃ শ্রুত্বা হতং সংখ্যে কুম্ভকর্ণং সহানুগম্।
প্রহস্তঞ্চ মহেষ্বাসং ধূম্রাক্ষং চাতিতেজসম্ ॥১

পুত্রমিন্দ্রজিতং বীরং রাবণঃ প্রত্যভাষত।
জহি রামমমিত্রঘ্ন সুগ্রীবঞ্চ সলক্ষ্মণম্ ॥২

ত্বয়া হি মম সৎপুত্র যশো দীপ্তমুপার্জ্জিতম্।
জিত্বা বজ্রধরং সংখ্যে সহস্রাক্ষং শচীপতিম্ ॥৩
অন্তর্হিতঃ প্রকাশো বা দিব্যৈর্দত্তবরৈঃ শরৈঃ।
জহি শত্রূনমিত্রঘ্ন মম শস্ত্রভৃতাং বর ॥৪
রাম-লক্ষ্মণ-সুগ্রীবাঃ শরস্পর্শং ন তেঽনঘ।
সমর্থাঃ প্রতিসোঢ়ুঞ্চ কুতস্তদনুযায়িনঃ ॥৫

অষ্টাশীত্যধিকদ্বিশততম অধ্যায়।

[ইন্দ্রজিতের মায়াময় যুদ্ধ এবং শ্রীরাম ও লক্ষ্মণের মূর্চ্ছা।]

মার্কণ্ডেয় বলিলেন—কুম্ভকর্ণ অনুজদ্বয়ের সহিত যুদ্ধে নিহত হইয়াছে—ইহা শুনিয়া এবং মহাধনুর্দ্ধর প্রহস্ত ও অত্যন্ততেজস্বী ধূম্রাক্ষের মৃত্যুর কথা স্মরণ করিয়া রাবণ নিজ বীরপুত্র ইন্দ্রজিতকে বলিলেন—হে শত্রুহন্ তুমি রাম, লক্ষ্মণ ও সুগ্রীবকে বধ কর।১-২

হে সৎপুত্র! তুমিই বজ্রধর সহস্রাক্ষ শচীপতি ইন্দ্রকে যুদ্ধে জয় করিয়া ত্রিলোকে আমার প্রদীপ্ত যশ উপার্জ্জন করিয়া দিয়াছ।৩

হে অমিত্রঘ্ন! হে শস্ত্রধরশ্রেষ্ঠ! তুমি অন্তর্হিত-ভাবে বা প্রকাশ্যে যেমন করিয়াই হউক বর-প্রভাবার্জ্জিত দিব্য শরসমূহের দ্বারা আমার শত্রুগণকে বধ কর।৪

হে অনঘ! রাম, লক্ষ্মণ এবং সুগ্রীবও তোমার

অকৃতা যা প্রহস্তেন কুম্ভকর্ণেন চানঘ।
খরস্যাপচিতিঃ সংখ্যে তাং গচ্ছ ত্বং মহাভুজ ॥৬
ত্বমদ্য নিশিতৈর্বাণৈর্হত্বা শত্রূন্ সসৈনিকান্।
প্রতিনন্দয় মাং পুত্র পুরা জিত্বেব বাসবম্ ॥৭
ইত্যুক্তঃ স তথেত্যুক্ত্বা রথমাস্থায় দংশিতঃ।
প্রযযাবিন্দ্রজিদ্ রাজংস্তূর্ণমায়োধনং প্রতি ॥৮
ততো বিশ্রাব্য বিস্পষ্টং নাম রাক্ষসপুঙ্গবঃ।
আহ্বয়ামাস সমরে লক্ষ্মণং শুভলক্ষণম্ ॥৯
তং লক্ষ্মণোঽভ্যধাবচ্চ প্রগৃহ্য সশরং ধনুঃ।
ত্রাসয়ংস্তলঘোষেণ সিংহঃ ক্ষুদ্রমৃগান্ যথা ॥১০
তয়োঃ সমভবদ্ যুদ্ধং সুমহজ্জয়গৃদ্ধিনোঃ।
দিব্যাস্ত্রবিদুষোস্তীব্রমন্যোন্যস্পর্ধিনোস্তদা ॥১১
রাবণিস্তু যদা নৈনং বিশেষয়তি সায়কৈঃ।
ততো গুরুতরং যত্নমাতিষ্ঠদ্ বলিনাং বরঃ ॥১২
তত এনং মহাবেগৈরর্দয়ামাস তোমরৈঃ।
তানাগতান্ স চিচ্ছেদ সৌমিত্রির্নিশিতৈঃ শরৈঃ ॥১৩
তে নিকৃত্তাঃ শরৈস্তীক্ষ্ণৈর্ন্যপতন্ ধরণীতলে।
তমঙ্গদো বালিসুতঃ শ্রীমানুদ্যম্য পাদপম্ ॥১৪
অভিদ্রুত্য মহাবেগস্তাড়য়ামাস মূর্ধনি।
তস্যেন্দ্রজিদসন্ত্রাস্তঃ প্রাসেনোরসি বীর্য্যবান্ ॥১৫
প্রহর্তুমৈচ্ছৎ তং চাস্য প্রাসং চিচ্ছেদ লক্ষ্মণঃ।
তমভ্যাসগতং বীরমঙ্গদং রাবণাত্মজঃ ॥১৬
গদয়াতাড়য়ৎ সব্যে পার্শ্বে বানরপুঙ্গবম্।
তমচিন্ত্য প্রহারং স বলবান্ বালিনঃ সুতঃ ॥১৭

শরাঘাত সহ্য করিতে সমর্থ নহে, তাঁহাদের অনুগামীরা তো দূরের কথা।৫

নিষ্পাপ মহাবাহো! যুদ্ধে খরের বধের প্রতিশোধ, যাহা প্রহস্ত বা কুম্ভকর্ণ গ্রহণ করিতে পারে নাই, তাহা তুমি গ্রহণ কর।৬

পূর্ব্বে ইন্দ্রকে জয় করিয়া তুমি যেরূপ আমাকে আনন্দ দিয়াছিলে, তুমি এখন যুদ্ধে তীক্ষ্ণ বাণসমূহের দ্বারা শত্রুগণকে বধ করিয়া আমাকে সেইরূপ আনন্দ প্রদান কর।৭

রাজন্! রাবণের এই কথা শুনিয়া ইন্দ্রজিৎ 'আচ্ছা তাহাই হউক' বলিয়া কবচ পরিধান করত রথে আরোহণপূর্ব্বক দ্রুত যুদ্ধস্থলে উপস্থিত হইল।৮

অনন্তর রাক্ষসশ্রেষ্ঠ ইন্দ্রজিৎ নিজের নাম স্পষ্টভাবে শুনাইয়া শুভলক্ষণ লক্ষ্মণকে যুদ্ধে আহ্বান করিল।৯

লক্ষ্মণ ধনু গ্রহণ করিয়া বাণের সহিত জ্যাতলঘোষে রাক্ষসগণকে ত্রাসিত করত ক্ষুদ্র মৃগসমূহের প্রতি সিংহের ন্যায় ধাবিত হইলেন।১০

উভয়েই দিব্যাস্ত্রবেত্তা ছিলেন এবং পরস্পরের প্রতি স্পর্দ্ধা পোষণ করিতেন; সুতরাং যুদ্ধে বিজয়াকাঙ্ক্ষী হইয়া উভয়ের তুমুল যুদ্ধ বাধিয়া গেল।১১

যখন রাবণতনয় শরযুদ্ধে লক্ষ্মণকে অতিক্রম করিতে সমর্থ হইল না, তখন বলবান্‌গণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ইন্দ্রজিৎ গুরুতর প্রযত্নে মনোনিবেশ করিল।১২

সে লক্ষ্মণকে লক্ষ্য করিয়া তোমরসমূহ নিক্ষেপ করত পীড়িত করিতে চেষ্টা করিল, কিন্তু লক্ষ্মণ আগত তোমরগুলি তীক্ষ্ণ শরসমূহের দ্বারা কাটিয়া ফেলিলেন।১৩

ইন্দ্রজিৎ কর্তৃক নিক্ষিপ্ত তোমরগুলি লক্ষ্মণের তীক্ষ্ণ শরসমূহে ছিন্নভিন্ন হইয়া মাটিতে পড়িল। সেই সময় মহাবেগশালী বালিপুত্র অঙ্গদ একটি বৃক্ষ উঠাইয়া দ্রুত ধাবিত হইয়া ইন্দ্রজিতের মাথায় মারিল। পরাক্রমী বীর ইন্দ্রজিৎ তাহাতে বিচলিত না হইয়া অঙ্গদকে প্রাস অস্ত্র মারিতে ইচ্ছা করিল। কিন্তু লক্ষ্মণ অর্দ্ধপথে তাহা খণ্ডন করিলেন।

সমর্জ্জেন্দ্রজিতঃ ক্রোধাচ্ছালস্কন্ধং তথাঙ্গদঃ।
সোঽঙ্গদেন রুষোৎসৃষ্টো বধায়েন্দ্রজিতস্তরুঃ ॥১৮

জঘানেন্দ্রজিতঃ পার্থ রথং সাশ্বং সসারথিম্।
ততো হতাশ্বাৎ প্রস্কন্দ্য রথাৎ স হতসারথিঃ ॥১৯

তত্রৈবান্তর্দধে রাজন্ মায়য়া রাবণাত্মজঃ।
অন্তর্হিতং বিদিত্বা তং বহুমায়ঞ্চ রাক্ষসম্ ॥২০

রামস্তং দেশমাগম্য তৎ সৈন্যং পর্য্যরক্ষত।
স রামমুদ্দিশ্য শরৈস্ততো দত্তবরৈস্তদা ॥২১

বিব্যাধ সর্বগাত্রেষু লক্ষ্মণঞ্চ মহাবলম্।
তমদৃশ্যং শরৈঃ শূরৌ মায়য়ান্তর্হিতং তদা ॥২২

যোধয়ামাসতুরুভৌ রাবণিং রাম-লক্ষ্মণৌ।
স রুষা সর্বগাত্রেষু তয়োঃ পুরুষসিংহয়োঃ ॥২৩

অসৃজৎ সায়কান্ ভূয়ঃ শতশোঽথ সহস্রশঃ।
তমদৃশ্যং বিচিন্বন্তঃ সৃজন্তমনিশং শরান্ ॥২৪

হরয়ো বিবিশুর্ব্যোম প্রগৃহ্য মহতীঃ শিলাঃ।
তাংশ্চ তৌ চাপ্যদৃশ্যঃ স শরৈর্বিব্যাধ রাক্ষসঃ ॥২৫

স ভৃশং তাড়য়ামাস রাবণির্মায়য়াবৃতঃ।
তৌ শরৈরাচিতৌ বীরৌ ভ্রাতরৌ রাম-লক্ষ্মণৌ।
পেততুর্গগনাদ্ ভূমিং সূর্য্যাচন্দ্রমসাবিব ॥২৬

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং বনপর্ব্বণি রামোপাখ্যানপর্ব্বণি ইন্দ্রজিদ্‌যুদ্ধে অষ্টাশীত্যধিক-দ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ ॥২৮৮

নিকটে আগত বীর বানরশ্রেষ্ঠ অঙ্গদের বামপার্শ্বে রাবণপুত্র ইন্দ্রজিৎ তখন গদার দ্বারা আঘাত করিল। ইন্দ্রজিতের গদাঘাতকে গ্রাহ্য না করিয়াই বলবান্ বালিতনয় ক্রোধে তাহার উপর শালবৃক্ষের দ্বারা আঘাত করিল।

যুধিষ্ঠির! ইন্দ্রজিতের বধের জন্য ক্রোধভরে নিক্ষিপ্ত ঐ শালবৃক্ষ ইন্দ্রজিতের অশ্ব ও সারথিসহ রথকে ধ্বংস করিল।

রাজন্! হতাশ্ব ও হতসারথি হইয়া রাবণতনয় ইন্দ্রজিৎ তখন লাফ দিয়া আকাশে উঠিয়া মায়ার আশ্রয়ে অন্তর্হিত হইল।

ইন্দ্রজিৎকে অন্তর্হিত দেখিয়া এবং সে অনেক মায়া জানে ইহা জানিয়া স্বয়ং শ্রীরামচন্দ্র তথায় আসিয়া বানর-সৈন্যকে রক্ষা করিতে লাগিলেন।

ইন্দ্রজিৎ তখন অন্তর্হিতভাবে শ্রীরাম ও মহাবল লক্ষ্মণকে তীক্ষ্ণ বরলব্ধ শরসমূহের দ্বারা বিদ্ধ করিতে লাগিল।

মায়ার দ্বারা অন্তর্হিত হওয়ায় অদৃশ্যভাবে স্থিত রাবণপুত্র ইন্দ্রজিতের সহিত বীরবর রাম ও লক্ষ্মণ (আন্দাজে) যুদ্ধ করিতে লাগিলেন।

ইন্দ্রজিৎও পুনঃ পুনঃ ক্রুদ্ধ হইয়া পুরুষশ্রেষ্ঠ রাম-লক্ষ্মণের সর্ব্বাঙ্গে শত শত সহস্র সহস্র শর বর্ষণ করিতে লাগিল।

নিরন্তর বাণবর্ষণকারী অদৃশ্য ইন্দ্রজিৎকে খুঁজিয়া বাহির করিবার জন্য বানরগণ আকাশে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড পাথর লইয়া ঘুরিতে লাগিল।

কিন্তু সেই রাবণতনয় ইন্দ্রজিৎ মায়াদ্বারা আচ্ছন্ন থাকায় অদৃশ্যভাবে বানরগণকে ও ভ্রাতৃদ্বয় রাম লক্ষ্মণকে শরবিদ্ধ করিতে লাগিল। এইরূপে ইন্দ্রজিৎ তাঁহাদিগকে ভীষণভাবে পীড়িত করিতে লাগিল।১৪-২৫

সমস্ত শরীরে বাণবিদ্ধ হইয়া দুই বীর ভ্রাতা রাম ও লক্ষ্মণ আকাশ হইতে ভূমিতে পতিত সূর্য্য ও চন্দ্র ন্যায় ভূমিতে পতিত হইলেন।২৬

শ্রীমহর্ষিবেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের বনপর্ব্বান্তর্গত রামোপাখ্যানপর্ব্বে ইন্দ্রজিদ্‌যুদ্ধবিষয়ক অষ্টাশীত্যধিকদ্বিশততমাধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।২৮৮

একোননবত্যধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ।

[সচেতন-রাম-লক্ষ্মণয়োঃ কুবেরপ্রেরিতাভিমন্ত্রিতজলেন বানরৈঃ সহ স্ব-স্ব-নেত্রপ্রক্ষালনম্, লক্ষ্মণস্যেন্দ্রজিদ্বধঃ, সীতাং হন্তুমুদ্যতস্য রাবণস্যাবিন্ধ্যেন নিবারণঞ্চ।]

মার্কণ্ডেয় উবাচ।

তাবুভৌ পতিতৌ দৃষ্ট্বা ভ্রাতরৌ রাম-লক্ষ্মণৌ।
ববন্ধ রাবণির্ভূয়ঃ শরৈর্দত্তবরৈস্তদা ॥১
তৌ বীরৌ শরবন্ধেন বদ্ধাবিন্দ্রজিতা রণে।
রেজতুঃ পুরুষব্যাঘ্রৌ শকুন্তাবিব পঞ্জরে ॥২
তৌ দৃষ্ট্বা পতিতৌ ভূমৌ শতশঃ সায়কৈশ্চিতৌ।
সুগ্রীবঃ কপিভিঃ সার্দ্ধং পরিবার্য্য ততঃ স্থিতঃ ॥৩
সুষেণমৈন্দদ্বিবিদৈঃ কুমুদেনাঙ্গদেন চ।
হনুমন্নীলতারৈশ্চ নলেন চ কপীশ্বরঃ ॥৪
ততস্তং দেশমাগম্য কৃতকর্ম্মা বিভীষণঃ।
বোধয়ামাস তৌ বীরৌ প্রজ্ঞাস্ত্রেণ প্রবোধিতৌ ॥৫
বিশল্যৌ চাপি সুগ্রীবঃ ক্ষণেনৈতৌ চকার হ।
বিশল্যয়া মহৌষধ্যা দিব্যমন্ত্রপ্রযুক্তয়া ॥৬
তৌ লব্ধসংজ্ঞৌ নৃবরৌ বিশল্যাবুদতিষ্ঠতাম্।
গততন্দ্রীক্লমৌ চাপি ক্ষণেনৈতৌ মহারথৌ ॥৭
ততো বিভীষণঃ পার্থ রামমিক্ষ্বাকুনন্দনম্।
উবাচ বিজ্বরং দৃষ্ট্বা কৃতাঞ্জলিরিদং বচঃ ॥৮
ইদমম্ভো গৃহীত্বা তু রাজরাজস্য শাসনাৎ।
গুহ্যকোঽভ্যাগতঃ শ্বেতাৎ ত্বৎসকাশমরিন্দম ॥৯
ইদমম্ভঃ কুবেরস্তে মহারাজঃ প্রযচ্ছতি।
অন্তর্হিতানাং ভূতানাং দর্শনার্থং পরন্তপ ॥১০

একোননবত্যধিকদ্বিশততম অধ্যায়।

[সচেতন হইয়া রাম লক্ষ্মণ কর্তৃক কুবেরপ্রেরিত অভিমন্ত্রিত জলের দ্বারা বানরগণের সহিত নিজেদের নেত্রক্ষালন, লক্ষ্মণকর্তৃক ইন্দ্রজিৎ বধ এবং সীতাকে বধ করিতে উদ্যত রাবণকে অবিন্ধ্যের নিবারণ।]

মার্কণ্ডেয় বলিলেন,—রাম ও লক্ষ্মণকে ভূতলে পতিত দেখিয়া রাবণি (ইন্দ্রজিৎ) পুনরায় বরলব্ধ শরসমূহের দ্বারা তাঁহাদিগকে বন্ধন করিল।১

ইন্দ্রজিৎ কর্তৃক শরবন্ধনে বদ্ধ হইয়া সেই দুই বীর পুরুষশ্রেষ্ঠ রাম-লক্ষ্মণ উভয়ে পিঞ্জরাবদ্ধ পাখীর ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন।২

তাঁহাদিগকে ঐভাবে শরবিদ্ধ ও ভূমিতে পতিত দেখিয়া সুগ্রীব বানরগণের সহিত দুইজনকে ঘিরিয়া অবস্থান করিতে লাগিল।৩

সুষেণ, মৈন্দ, দ্বিবিদ, কুমুদ, অঙ্গদ, হনুমান্, নীল, তার ও নল ইহারা সকলে মিলিয়া উভয়কে রক্ষা করিতে লাগিল।৪

এমন সময় কৃতকর্ম্মা বিভীষণ সেখানে আসিল এবং প্রজ্ঞাস্ত্রের দ্বারা দুই বীরের জ্ঞান ফিরাইয়া আনিল।৫

সুগ্রীবও ক্ষণকালের মধ্যে বিশল্যা মহৌষধিকে মন্ত্রপূত করিয়া শ্রীরামলক্ষ্মণের সমস্ত ক্ষত স্থানে প্রদান করত ক্ষতশূন্য করিল।৬

অল্পক্ষণের মধ্যেই দুই নরশ্রেষ্ঠ বীর মহারথ সংজ্ঞা লাভ করত আলস্য ও শ্রান্তিরহিত হইয়া অক্ষত শরীরে উঠিয়া বসিলেন।৭

যুধিষ্ঠির! তখন বিভীষণ ইক্ষ্বাকুনন্দন শ্রীরামকে সুস্থ দেখিয়া তাঁহাকে এইরূপ বলিলেন—।৮

হে অরিন্দম! রাজরাজ কুবেরের আদেশে শ্বেত-পর্ব্বত হইতে এই জল লইয়া এক গুহ্যক আপনার নিকট আসিয়াছে।৯

অনেন মৃষ্টনয়নো ভূতান্যন্তর্হিতান্যুত।
ভবান্ দ্রক্ষ্যতি যস্মৈ চ প্রদাস্যতি নরঃ স তু ॥১১
তথেতি রামস্তদ্ বারি প্রতিগৃহ্যাভিসংস্কৃতম্।
চকার নেত্রয়োঃ শৌচং লক্ষ্মণশ্চ মহামনাঃ ॥১২
সুগ্রীবজাম্ববন্তৌ চ হনুমানঙ্গদস্তথা।
মৈন্দদ্বিবিদনীলাশ্চ প্রায়ঃ প্লবগসত্তমাঃ ॥১৩
তথা সমভবচ্চাপি যদুবাচ বিভীষণঃ।
ক্ষণেনাতীন্দ্রিয়াণ্যেষাং চক্ষূংষ্যাসন্ যুধিষ্ঠির ॥১৪
ইন্দ্রজিৎ কৃতকর্মা চ পিত্রে কর্ম তদাত্মনঃ।
নিবেদ্য পুনরাগচ্ছৎ ত্বরয়াজিশিরঃ প্রতি ॥১৫
তমাপতন্তং সংক্রুদ্ধং পুনরেব যুযুৎসয়া।
অভিদুদ্রাব সৌমিত্রিবিভীষণ মতে স্থিতঃ ॥১৬

অকৃতাহ্নিকমেবৈনং জিঘাংসুর্জিতকাশিনম্।
শরৈর্জঘান সংক্রুদ্ধঃ কৃতসংজ্ঞোঽথ লক্ষ্মণঃ ॥১৭
তয়োঃ সমভবদ্ যুদ্ধং তদান্যোন্যং জিগীষতোঃ।
অতীব চিত্রমাশ্চর্য্যং শক্রপ্রহ্লাদয়োরিব ॥১৮
অবিধ্যদিন্দ্রজিৎ তীক্ষ্ণৈঃ সৌমিত্রিং মর্মভেদিভিঃ।
সৌমিত্রিশ্চানলস্পর্শৈরবিধ্যদ্ রাবণিং শরৈঃ ॥১৯
সৌমিত্রিশরসংস্পর্শাদ্ রাবণিঃ ক্রোধমূর্চ্ছিতঃ।
অসৃজল্লক্ষ্মণায়াষ্টৌ শরানাশীবিষোপমান্ ॥২০
তস্যাসূন্ পাবকস্পর্শৈঃ সৌমিত্রিঃ পতত্রিভিস্ত্রিভিঃ।
যথা নিরহরদ্ বীরস্তন্মে নিগদতঃ শৃণু ॥২১

হে পরন্তপ! মহারাজ কুবের অন্তর্হিত প্রাণিগণকে দেখিতে পাওয়ার জন্যই এই জল আপনাকে দিয়াছেন।১০

আপনি এই জলে চোখ ধুইয়া ফেলিলে অন্তর্হিত প্রাণিগণকে দেখিতে পাইবেন এবং যাহাকে আপনি দিবেন, সেই ব্যক্তিও উহা চোখে দিলে দেখিতে পাইবে।১১

শ্রীরাম 'বেশ, ভাল কথা' এই বলিয়া সেই অভিমন্ত্রিত জল লইয়া উহাতে চোখ ধুইয়া ফেলিলেন এবং মহামনা লক্ষ্মণও তাহাই করিলেন।১২

অনন্তর সুগ্রীব, জাম্ববান্, হনুমান্, অঙ্গদ, মৈন্দ, দ্বিবিদ, নীল প্রভৃতি প্রায় সকল শ্রেষ্ঠ বানরগণই ঐ জলে চোখ ধুইয়া ফেলিল।১৩

বিভীষণ যাহা বলিয়াছিলেন, তাহাই হইল। হে যুধিষ্ঠির! তাঁহারা সকলেই ক্ষণকালের মধ্যে অতীন্দ্রিয় বস্তুসমূহ দর্শন করিতে লাগিলেন।১৪

ইন্দ্রজিৎ কৃতকৃত্য হইয়া পিতাকে যুদ্ধস্থলে নিজের বীরোচিত সমস্ত সংবাদ বলিল এবং তাড়াতাড়ি পুনরায় যুদ্ধক্ষেত্রে ফিরিয়া আসিল।১৫

তাহাকে পুনরায় ক্রুদ্ধ হইয়া যুদ্ধ করিতে আসিতে দেখিয়া লক্ষ্মণ বিভীষণের পরামর্শানুসারে তাহার প্রতি ধাবিত হইলেন।১৬

ইন্দ্রজিৎ নিত্যকর্ম সম্পাদন করিবার পূর্ব্বেই তাহাকে বধ করিতে ইচ্ছুক হইয়া সংজ্ঞাপ্রাপ্ত লক্ষ্মণ বিজয়োন্মত্ত ইন্দ্রজিৎকে শরসমূহের দ্বারা আঘাত করিলেন।১৭

তখন পরস্পর পরস্পরকে জয় করিতে ইচ্ছুক হইয়া লক্ষ্মণ ও ইন্দ্রজিৎ-এর মধ্যে ইন্দ্রের সহিত প্রহ্লাদের ন্যায় বিচিত্র আশ্চর্য্যজনক যুদ্ধ আরম্ভ হইল।১৮

ইন্দ্রজিৎ যেমন মর্মভেদী তীক্ষ্ণ শরসমূহের দ্বারা লক্ষ্মণকে বিঁধিতে লাগিল, শ্রীলক্ষ্মণও অনলসদৃশ বাণসমূহের দ্বারা রাবণতনয় ইন্দ্রজিৎকে বিঁধিতে লাগিলেন।১৯

সুমিত্রানন্দন লক্ষ্মণের শরাঘাতে পীড়িত হইয়া ইন্দ্রজিৎ ক্রোধে লক্ষ্মণকে আটটি সর্পসদৃশ বাণের দ্বারা বিদ্ধ করিলেন।২০

একেনাস্য ধনুর্গ্রস্তং বাহুং দেহাদপাতয়ৎ।
দ্বিতীয়েন সনারাচং ভুজং ভূমৌ ন্যপাতয়ৎ ॥২২

তৃতীয়েন তু বাণেন পৃথুধারেণ ভাস্বতা।
জহার সুনসং চাপি শিরো ভ্রাজিষ্ণুকুণ্ডলম্ ॥২৩

বিনিকৃত্তভুজস্কন্ধং কবন্ধং ভীমদর্শনম্।
তং হত্বা সূতমপ্যস্ত্রৈর্জঘান বলিনাং বরঃ ॥২৪

লঙ্কাং প্রবেশয়ামাসুস্তং রথং বাজিনস্তদা।
দদর্শ রাবণস্তঞ্চ রথং পুত্রবিনাকৃতম্ ॥২৫

স পুত্রনিহতং জ্ঞাত্বা ত্রাসাৎ সম্ভ্রান্তমানসঃ।
রাবণঃ শোকমোহার্ত্তো বৈদেহীং হন্তুমুদ্যতঃ ॥২৬

তখন বীর সুমিত্রানন্দন অগ্নিতুল্যস্পর্শবিশিষ্ট তিনটী বাণের দ্বারা যেভাবে ইন্দ্রজিতের প্রাণ হরণ করিলেন ; তাহা বলিতেছি শ্রবণ কর।২১

তিনি একবাণে যে হাতে ইন্দ্রজিৎ ধনু ধারণ করিয়াছিল, সেই হাতটিকে কাটিয়া দেহ হইতে পৃথক্ করিয়া দিলেন এবং নারাচগ্রহণকারী হাতটিকে কাটিয়া ভূমিতে পাতিত করিলেন।২২

তারপর তৃতীয় তীক্ষ্ণধার ও দীপ্তিশালী বাণে সকুণ্ডল ইন্দ্রজিতের সুন্দর নাসিকাযুক্ত ও শোভাশালী কুণ্ডলভূষিত মস্তকটি পাতিত করিলেন।২৩

ভুজ ও স্কন্ধ বিচ্ছিন্ন হইয়া যাওয়ায় ইন্দ্রজিৎকে কবন্ধের ন্যায় ভয়ানক দেখাইতেছিল। বলশালিগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ বলবান্ লক্ষ্মণ তাহাকে বধ করিয়া তাহার সারথিকে অস্ত্রের দ্বারা বধ করিলেন।২৪

তখন সারথিহীন সেই রথকে অশ্বগণ লঙ্কায় লইয়া গেল। রাবণ পুত্রহীন সেই রথকে দেখিতে পাইল।২৫

সে পুত্রকে নিহত জানিয়া ভয়ে উদ্ভ্রান্তচিত্ত হইয়া পড়িল। তৎপরে শোক ও মোহে আর্ত্ত

অশোকবনিকাস্থাং তাং রামদর্শনলালসাম্।
খড়্গমাদায় দুষ্টাত্মা জবেনাভিপপাত হ ॥২৭

তং দৃষ্ট্বা তস্য দুর্বুদ্ধেরবিন্ধ্যঃ পাপনিশ্চয়ম্।
শময়ামাস সংক্রুদ্ধং শ্রূয়তাং যেন হেতুনা ॥২৮

মহারাজ্যে স্থিতো দীপ্তে ন স্ত্রিয়ং হন্তুমর্হসি।
হতৈবৈষা যদা স্ত্রী চ বন্ধনস্থা চ তে বশে ॥২৯

ন চৈষা দেহভেদেন হতা স্যাদিতি মে মতিঃ।
জহি ভর্তারমেবাস্যা হতে তস্মিন্ হতা ভবেৎ ॥৩০

ন হি তে বিক্রমে তুল্যঃ সাক্ষাদপি শতক্রতুঃ।
অসকৃদ্ধি ত্বয়া সেন্দ্রাস্ত্রাসিতাস্ত্রিদশা যুধি ॥৩১

হইয়া বৈদেহীকে বধ করিতে উদ্যত হইল।২৬

অশোকবনে স্থিতা রামদর্শনলালসা সীতাকে কাটিবার জন্য দুষ্টাত্মা রাবণ খড়্গ লইয়া বেগে ধাবিত হইল।২৭

দুষ্টাত্মা রাবণের এই পাপনিশ্চয়ের কথা জানিয়া অবিন্ধ্য রাক্ষস যেরূপ হেতু প্রদর্শন করিয়া অত্যন্ত ক্রুদ্ধ রাবণকে শান্ত করিল, তাহা শ্রবণ কর।২৮

লঙ্কার সমুজ্জ্বল সম্রাট্পদে অধিষ্ঠিত হইয়া তুমি স্ত্রীবধ করিতে পার না, যে স্ত্রী হইয়া তোমার বশের মধ্যে রহিয়াছে এবং তোমার গৃহে বন্দিনী হইয়া রহিয়াছে, সে তো মরিয়াই আছে।২৯

ইহার শরীরকে নাশ করিলেই যে ইহার বিনাশ হইবে, ইহা আমি মনে করি না। ইহার স্বামীকে বধ কর, তাহার বিনাশ হইলেই ইহার বিনাশ হইবে।৩০

সাক্ষাৎ ইন্দ্রও বিক্রমে তোমার সদৃশ নহে, তুমি যুদ্ধে কতবার ইন্দ্রের সহিত দেবগণের ত্রাস করিয়াছ।৩১

এবং বহুবিধৈর্ব্বাক্যৈরবিন্ধ্যো রাবণং তদা।
ক্রুদ্ধং সংশময়ামাস জগৃহে চ স তদ্বচঃ ॥৩২
নির্য্যাণে স মতিং কৃত্বা নিধায়াসিং ক্ষপাচরঃ।
আজ্ঞাপয়ামাস তদা রথো মে কল্প্যতামিতি ॥৩৩

এইরূপ বহুবিধ বাক্যের দ্বারা অবিন্ধ্য রাবণকে বুঝাইয়া তাহার ক্রোধকে প্রশমিত করিল, রাবণও তাহার কথা গ্রহণ করিল।৩২

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং বনপর্ব্বণি রামোপাখ্যানপর্ব্বণি ইন্দ্রজিদ্বধে একোননবত্যধিক-দ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ ॥২৮৯

তখন রাজা দশানন যুদ্ধে যাইবার জন্য কৃতনিশ্চয় হইয়া খড়্গ রাখিয়া ভৃত্যগণকে আদেশ করিল—"আমার রথ সাজাও"।৩৩

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের বনপর্ব্বান্তর্গত রামোপাখ্যানপর্ব্বে ইন্দ্রজিদ্-বধবিষয়ক একোননবত্যধিকদ্বিশততম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।২৮৯

নবত্যধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ।

[রামরাবণয়োর্যুদ্ধম্, রাবণবধশ্চ।]

মার্কণ্ডেয় উবাচ।
ততঃ ক্রুদ্ধো দশগ্রীবঃ প্রিয়ে পুত্রে নিপাতিতে।
নির্য্যযৌ রথমাস্থায় হেমরত্নবিভূষিতম্ ॥১
স বৃতো রাক্ষসৈর্ঘোরৈর্বিবিধায়ুধপাণিভিঃ।
অভিদুদ্রাব রামং স যোধয়ন্ হরিযূথপান্ ॥২
তমাদ্রবন্তং সংক্রুদ্ধং মৈন্দনীলনলাঙ্গদাঃ।
হনূমান্ জাম্ববাংশ্চৈব সসৈন্যাঃ পর্য্যবারয়ন্ ॥৩

তে দশগ্রীবসৈন্যং তদৃক্ষবানরপুঙ্গবাঃ।
দ্রুমৈর্বিধ্বংসয়াংচক্রুর্দশগ্রীবস্য পশ্যতঃ ॥৪
ততঃ স সৈন্যমালোক্য বধ্যমানমরাতিভিঃ।
মায়াবী চাসৃজন্মায়াং রাবণো রাক্ষসাধিপঃ ॥৫
তস্য দেহবিনিষ্ক্রান্তাঃ শতশোঽথ সহস্রশঃ।
রাক্ষসাঃ প্রত্যদৃশ্যন্ত শরশক্ত্যৃষ্টিপাণয়ঃ ॥৬

নবত্যধিকদ্বিশততম অধ্যায়।

[রাম ও রাবণের যুদ্ধ এবং রাবণ বধ।]

মার্কণ্ডেয় বলিলেন,—অনন্তর নিজ প্রিয়পুত্র ইন্দ্রজিৎ যুদ্ধে নিপতিত হইলে দশানন আরও ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিল। তখন সে হেমরত্নবিভূষিত রথে চড়িয়া যুদ্ধ করিবার জন্য ঘোরদর্শন বিবিধ অস্ত্রধারী রাক্ষসগণে পরিবেষ্টিত হইয়া বহির্গত হইল এবং বানরযূথপতিগণের সহিত যুদ্ধ করিতে করিতে শ্রীরামচন্দ্রের দিকে ধাবিত হইল।১-২

ক্রুদ্ধ হইয়া রাবণকে যুদ্ধে আসিতে দেখিয়া মৈন্দ, নীল, নল, অঙ্গদ, হনুমান্ ও জাম্ববান্ প্রভৃতি বানর-নায়কগণ সসৈন্যে তাহাকে ঘিরিয়া ফেলিল।৩

সেই ঋক্ষ ও বানরশ্রেষ্ঠগণ দশাননের সম্মুখেই তাহার সৈন্যগণকে বৃক্ষসমূহের আঘাতে ধ্বংস করিতে লাগিল।৪

বানরগণের দ্বারা নিজ সৈন্যগণের বিনাশ হইতেছে দেখিয়া মায়াবী রাক্ষসরাজ রাবণ মায়া সৃষ্টি করিল।৫

তান্ রামো জঘ্নিবান্ সর্বান্ দিব্যেনাস্ত্রেণ রাক্ষসান্।
অথ ভূয়োঽপি মায়াং স ব্যদধাদ্ রাক্ষসাধিপঃ ॥৭

কৃত্বা রামস্য রূপাণি লক্ষ্মণস্য চ ভারত।
অভিদুদ্রাব রামঞ্চ লক্ষ্মণঞ্চ দশাননঃ ॥৮

ততস্তে রামমার্চ্ছন্তো লক্ষ্মণঞ্চ ক্ষপাচরাঃ।
অভিপেতুস্তদা রামং প্রগৃহীতশরাসনাঃ ॥৯

তাং দৃষ্ট্বা রাক্ষসেন্দ্রস্য মায়ামিক্ষ্বাকুনন্দনঃ।
উবাচ রামং সৌমিত্রিরসম্ভ্রান্তো বৃহদ্বচঃ ॥১০

জহীমান্ রাক্ষসান্ পাপানাত্মনঃ প্রতিরূপকান্।
জঘান রামস্তাংশ্চান্যানাত্মনঃ প্রতিরূপকান্ ॥১১

ততো হর্য্যশ্বযুক্তেন রথেনাদিত্যবর্চসা।
উপতস্থে রণে রামং মাতলিঃ শক্রসারথিঃ ॥১২

তাহার শরীর হইতে শত শত সহস্র সহস্র রাক্ষস শর, শক্তি, ঋষ্টি প্রভৃতি অস্ত্র হাতে লইয়া বিনির্গত হইতেছে দেখা গেল।৬

শ্রীরামচন্দ্র তখন দিব্য অস্ত্র বর্ষণ করিয়া সেই সমস্ত রাক্ষসগণকে বধ করিলেন। তখন রাক্ষসাধিপতি রাবণ পুনরায় মায়া সৃষ্টি করিল।৭

হে ভারত! দশানন রাম ও লক্ষ্মণের রূপ ধারণ করিয়া রাম ও লক্ষ্মণের দিকে ধাবিত হইল।৮

সেই সকল রামরূপধারী রাক্ষসগণ শরাসন গ্রহণ করত রাম ও লক্ষ্মণকে পীড়িত করিতে করিতে তাঁহাদের দিকে ধাবিত হইল।৯

ইক্ষ্বাকুকুলের আনন্দবর্দ্ধনকারী সুমিত্রানন্দন লক্ষ্মণ ইহা লক্ষ্য করত বিহ্বল না হইয়া শ্রীরামকে এই মহত্ত্বপূর্ণ বাক্য বলিলেন—।১০

এই আপনার রূপধারণকারী পাপী রাক্ষসগণকে আপনি এখনই বধ করুন। তখন শ্রীরামও তৎক্ষণাৎ ঐ নিজের প্রতিরূপধারী রাক্ষসগুলিকে ও অন্যান্য রাক্ষসদিগকে বধ করিলেন।১১

মাতলিরুবাচ।

অয়ং হর্য্যশ্বযুগ্ জৈত্রো মঘোনঃ স্যন্দনোত্তমঃ।
অনেন শক্রঃ কাকুৎস্থঃ সমরে দৈত্যদানবান্ ॥১৩
শতশঃ পুরুষব্যাঘ্র রথোদারেণ জঘ্নিবান্।
তদনেন নরব্যাঘ্র ময়া যত্তেন সংযুগে ॥১৪
স্যন্দনেন জহি ক্ষিপ্রং রাবণং মা চিরং কৃথাঃ।
ইত্যুক্তো রাঘবস্তথ্যং বচোঽশঙ্কত মাতলেঃ ॥১৫
মায়ৈষা রাক্ষসস্যেতি তমুবাচ বিভীষণঃ।
নেয়ং মায়া নরব্যাঘ্র রাবণস্য দুরাত্মনঃ ॥১৬
তদাতিষ্ঠ রথং শীঘ্রমিমমৈন্দ্রং মহাদ্যুতে।
ততঃ প্রহৃষ্টঃ কাকুৎস্থস্তথেত্যুক্ত্বা বিভীষণম্ ॥১৭
রথেনাভিপপাতাথ দশগ্রীবং রুষান্বিতঃ।
হাহাকৃতানি ভূতানি রাবণে সমভিদ্রুতে ॥১৮

অনন্তর হরিদ্বর্ণের অশ্বযুক্ত সূর্য্যতুল্য জাজ্বল্যমান রথ লইয়া ইন্দ্রের সারথি মাতলি শ্রীরামচন্দ্রের নিকট রণস্থলে আসিয়া উপস্থিত হইলেন।১২

মাতলি বলিলেন,—হে পুরুষোত্তম শ্রীরাম! এই হরিদ্বর্ণের অশ্বযুক্ত বিজয়শীল উত্তম রথ, ইহা দেবরাজ ইন্দ্রের রথ, এই বিশাল রথে চড়িয়া ইন্দ্র শত শত দৈত্যদানবকে সংহার করিয়াছে। হে নরশ্রেষ্ঠ! আপনিও আমার চালিত এই রথে চড়িয়া রাবণকে শীঘ্র বধ করুন, বিলম্ব করিবেন না।

মাতলির কথা শুনিয়া শ্রীরামচন্দ্রের আশঙ্কা হইল 'ইহা রাক্ষসী মায়া নহে তো'?

তখন বিভীষণ তাঁহাকে বলিলেন—হে নরশ্রেষ্ঠ! এ দুরাত্মা রাবণের মায়া নয়।১৩-১৬

হে মহাতেজস্বিন্! আপনি শীঘ্র ইন্দ্রের এই রথে উঠিয়া বসুন। বিভীষণের কথা শুনিয়া শ্রীরামচন্দ্র 'তাহাই হউক' বলিয়া হৃষ্টান্তঃকরণে সেই রথে উঠিলেন এবং ক্রুদ্ধ হইয়া রথের দ্বারা রাবণের দিকে

সিংহনাদাঃ সপটহা দিবি দিব্যাস্তথানদন্ ।
দশকন্ধর-রাজসূন্বোস্তথা যুদ্ধমভূম্মহৎ ॥১৯

অলব্ধোপমমন্যত্র তয়োরেব তথাভবৎ ।
স রামায় মহাঘোরং বিসসর্জ্জ নিশাচরঃ ॥২০
শূলমিন্দ্রাশনিপ্রখ্যং ব্রহ্মদণ্ডমিবোদ্যতম্ ।
তচ্ছূলং সত্বরং রামশ্চিচ্ছেদ নিশিতৈঃ শরৈঃ ॥২১

তদ্ দৃষ্ট্বা দুষ্করং কর্ম রাবণং ভয়মাবিশৎ ।
ততঃ ক্রুদ্ধঃ সসর্জ্জাশু দশগ্রীবঃ শিতাঙ্কুরান্ ॥২২

সহস্রাযুতশো রামে শস্ত্রাণি বিবিধানি চ ।
ততো ভুশুণ্ডীঃ শূলানি মুসলানি পরশ্বধান্ ॥২৩
শক্তীশ্চ বিবিধাকারাঃ শতঘ্নীশ্চ শিতান্ ক্ষুরান্ ।
তাং মায়াং বিকৃতাং দৃষ্ট্বা দশগ্রীবস্য রক্ষসঃ ॥২৪

ভয়াৎ প্রদুদ্রুবুঃ সর্বে বানরাঃ সর্বতো দিশম্ ।
ততঃ সুপত্রং সুমুখং হেমপুঙ্খং শরোত্তমম্ ॥২৫

তূণাদাদায় কাকুৎস্থো ব্রহ্মাস্ত্রেণ যুযোজ হ ।
তং বাণবর্য্যং রামেণ ব্রহ্মাস্ত্রেণানুমন্ত্রিতম্ ॥২৬

জহৃষুর্দেবগন্ধর্বা দৃষ্ট্বা শক্রপুরোগমাঃ ।
অল্পাবশেষমায়ুশ্চ ততোঽমন্যন্ত রক্ষসঃ ॥২৭
ব্রহ্মাস্ত্রোদীরণাচ্ছত্রোর্দেবদানবকিন্নরাঃ ।
ততঃ সসর্জ্জ তং রামঃ শরমপ্রতিমৌজসম্ ॥২৮

রাবণান্তকরং ঘোরং ব্রহ্মদণ্ডমিবোদ্যতম্ ।
মুক্তমাত্রেণ রামেণ দূরাকৃষ্টেন ভারত ॥২৯
স তেন রাক্ষসশ্রেষ্ঠঃ সরথঃ সাশ্বসারথিঃ ।
প্রজজ্বাল মহাজ্বালেনাগ্নিনাভিপরিপ্লুতঃ ॥৩০

ধাবিত হইলেন। শ্রীরামকে রাবণের দিকে ধাবিত হইতে দেখিয়া সকল প্রাণী হাহাকার করিয়া উঠিল।১৭-১৮

দেবগণ সিংহনাদ করত দিব্য পটহাদি বাদ্যসমূহ বাজাইতে লাগিলেন। তখন দশানন ও শ্রীরামের মধ্যে মহাযুদ্ধ আরম্ভ হইল।১৯

উভয়ের যুদ্ধের অন্য কোন উপমা না থাকায় তাঁহারাই উহার উপমা হইলেন। নিশাচর রাবণ রামচন্দ্রের প্রতি ইন্দ্রের বজ্রসদৃশ ও উদ্যত ব্রহ্মদণ্ডের ন্যায় ভয়ঙ্কর শূল নিক্ষেপ করিল, কিন্তু শ্রীরাম তখন নিজ তীক্ষ্ণ বাণসমূহে ঐ শূল সত্বর অর্দ্ধপথেই খণ্ডন করিলেন।২০-২১

শ্রীরামের এই দুষ্কর কর্ম্ম দেখিয়া রাবণের ভয় হইল এবং দশানন ক্রুদ্ধ হইয়া অতি দ্রুত সুতীক্ষ্ণ শর-সমূহ নিক্ষেপ করিতে লাগিল।২২

সহস্র সহস্র অযুত অযুত ভুশুণ্ডী শূল, মুসল নানাপ্রকার শক্তি, পরশু এবং শতঘ্নী প্রভৃতি বিবিধ তীক্ষ্ণ অস্ত্রসমূহ নিক্ষেপ করিতে লাগিল।

রাক্ষস রাবণের ঐ বিকৃত মায়া দেখিয়া ভয়ে বানরগণ চারিদিকে পলাইতে লাগিল।

তখন শ্রীরাম সুন্দর পক্ষযুক্ত, উত্তম অগ্রভাগ-বিশিষ্ট ও স্বর্ণময়পক্ষশোভিত একটী উত্তম শর তূণ হইতে গ্রহণ করিয়া ব্রহ্মাস্ত্রে অভিমন্ত্রিত করত ধনুতে যুক্ত করিলেন। সেই শ্রেষ্ঠবাণ ধনুকে যোজনা করিলে ইন্দ্রাদি দেবগণ আনন্দিত হইয়া মনে করিলেন, রাবণের আয়ু আর অল্পক্ষণই আছে; দেব, দানব ও কিন্নরগণ সকলেই বুঝিতে পারিল যে, শ্রীরাম কর্ত্তৃক শত্রুর প্রতি এবার ব্রহ্মাস্ত্রের প্রয়োগ হইল।

রামচন্দ্র তখন উত্তোলিত ব্রহ্মদণ্ডের ন্যায় ভয়ঙ্কর অতুলনীয় তেজসম্পন্ন রাবণান্তকর সেই শর রাবণের দিকে নিক্ষেপ করিলেন।

হে ভারত! শ্রীরাম কর্ত্তৃক দূর পর্য্যন্ত আকর্ষণ করিয়া সেই অস্ত্র ছাড়িবামাত্রই অশ্ব, সারথি ও রথের সহিত রাক্ষসরাজ রাবণ প্রজ্বলিত অগ্নির লেলিহান শিখায়

ততঃ প্রহৃষ্টাস্ত্রিদশাঃ সগন্ধর্ব্বচারণাঃ।
নিহতং রাবণং দৃষ্ট্বা রামেণাক্লিষ্টকর্ম্মণা ॥৩১

তত্যজুস্তং মহাভাগং পঞ্চ ভূতানি রাবণম্।
ভ্রংশিতঃ সর্বলোকেভ্যঃ স হি ব্রহ্মাস্ত্রতেজসা ॥৩২

শরীরধাতবো হ্যস্য মাংসং রুধিরমেব চ।
নেশুর্ব্রহ্মাস্ত্রনির্দগ্ধা ন চ ভস্মাপ্যদৃশ্যত ॥৩৩

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং
বৈয়াসিক্যাং বনপর্ব্বণি রামোপাখ্যানপর্ব্বণি
রাবণবধে নবত্যধিক-দ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ ॥২৯০

দ্বারা পরিবেষ্টিত হইয়া জ্বলিতে লাগিল। ২৮-৩০

অনায়াসে মহৎকর্ম্মকারী শ্রীরাম কর্তৃক রাবণকে নিহত দেখিয়া দেবতাবৃন্দ গন্ধর্ব্ব, যক্ষ ও চারণগণের সহিত পরম হৃষ্ট হইলেন।৩১

তখন পঞ্চ মহাভূত মহাভাগ্যবান্ রাবণকে ত্যাগ করিল। রাবণ ব্রহ্মাস্ত্রতেজে দগ্ধ হইয়া সর্ব্বলোক-ভ্রষ্ট হইয়াছিল।৩২

ব্রহ্মাস্ত্রের তেজে রাবণের শরীরের মাংস, শোণিতাদি সকল ধাতুই এমনই দগ্ধ হইয়াছিল যে, তাহার শরীরের ভস্মও দেখা গেল না।৩৩

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের বনপর্ব্বান্তর্গত রামোপাখ্যানপর্ব্বে রাবণবধবিষয়ক নবত্যধিকদ্বিশততম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।২৯০

একনবত্যধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ।

[সীতাং প্রতি শ্রীরামস্য সন্দেহঃ, দেবৈঃ সীতায়াঃ শুদ্ধেঃ সমর্থনম্, লঙ্কাতঃ সসৈন্য-শ্রীরামস্য প্রস্থানম্, কিষ্কিন্ধ্যায়া অযোধ্যামাগম্য ভরতেন সহ মিলনম্, রাজ্যে শ্রীরামস্যাভিষেকশ্চ।]

মার্কণ্ডেয় উবাচ।
স হত্বা রাবণং ক্ষুদ্রং রাক্ষসেন্দ্রং সুরদ্বিষম্।
বভূব হৃষ্টঃ সসুহৃদ্ রামঃ সৌমিত্রিণা সহ ॥১

ততো হতে দশগ্রীবে দেবাঃ সর্ষিপুরোগমাঃ।
আশীর্ভির্জয়যুক্তাভিরানর্চুস্তং মহাভুজম্ ॥২

রামং কমলপত্রাক্ষং তুষ্টুবুঃ সর্বদেবতাঃ।
গন্ধর্বাঃ পুষ্পবর্ষৈশ্চ বাগ্ভিশ্চ ত্রিদশালয়াঃ ॥৩

পূজয়িত্বা যথা রামং প্রতিজগ্মুর্যথাগতম্।
তন্মহোৎসবসঙ্কাশমাসীদাকাশমচ্যুত ॥৪

একনবত্যধিকদ্বিশততম অধ্যায়।

[সীতার প্রতি শ্রীরামের সন্দেহ, দেবগণ কর্তৃক সীতার শুদ্ধির সমর্থন, লঙ্কা হইতে স্ববাহিনীর শ্রীরামের প্রস্থান, কিষ্কিন্ধ্যা হইতে অযোধ্যায় আগমন করত ভরতের সহিত মিলন এবং রাজ্যে শ্রীরামের অভিষেক।]

মার্কণ্ডেয় বলিলেন,—নীচাশয় দেবদ্বেষী রাক্ষস-রাজ রাবণকে বধ করিয়া শ্রীরামচন্দ্র সুমিত্রানন্দন লক্ষ্মণ ও সুহৃদ্গণসহ পরম প্রীত হইলেন।১

দশানন নিহত হইলে দেবগণ ও ঋষিগণ জয়যুক্ত আশীর্ব্বচনের দ্বারা মহাবাহু শ্রীরামকে সম্বর্দ্ধনা করিলেন।২

স্বর্গবাসী দেবতা ও গন্ধর্ব্বগণ পুষ্পবর্ষণ করিতে করিতে উত্তম বাণী দ্বারা কমলনয়ন শ্রীরামের স্তব করিলেন।৩

শ্রীরামকে পূজা করিয়া তাহারা সকলে যেভাবে আসিয়াছিলেন, সেই ভাবে গমন করিলেন। স্ব-মহিমা হইতে অবিচ্যুত যুধিষ্ঠির। তাহাতে গগন যেন

ততো হত্বা দশগ্রীবং লঙ্কাং রামো মহাযশাঃ।
বিভীষণায় প্রদদৌ প্রভুঃ পরপুরঞ্জয়ঃ ॥৫
ততঃ সীতাং পুরস্কৃত্য বিভীষণপুরস্কৃতাম্।
অবিন্ধ্যো নাম সুপ্রজ্ঞো বৃদ্ধামাত্যো বিনির্যযৌ ॥৬
উবাচ চ মহাত্মানং কাকুৎস্থং দৈন্যমাস্থিতঃ।
প্রতীচ্ছ দেবীং সদ্‌বৃত্তাং মহাত্মন্ জানকীমিতি ॥৭
এতচ্ছ্রুত্বা বচস্তস্মাদবতীর্য্য রথোত্তমাৎ।
বাষ্পেণাপিহিতাং সীতাং দদর্শেক্ষ্বাকুনন্দনঃ ॥৮
তাং দৃষ্ট্বা চারুসর্বাঙ্গীং যানস্থাং শোককর্শিতাম্।
মলোপচিতসর্বাঙ্গীং জটিলাং কৃষ্ণবাসসম্ ॥৯
উবাচ রামো বৈদেহীং পরামর্শবিশঙ্কিতঃ।
গচ্ছ বৈদেহি মুক্তা ত্বং যৎ কার্য্যং তন্ময়া কৃতম্ ॥১

মহোৎসবে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল।৪

শত্রুনগরবিজয়ী মহাযশস্বী প্রভু শ্রীরাম দশাননকে বধ করিয়া লঙ্কাকে জয় করত বিভীষণকে প্রদান করিলেন।৫

তারপর বিভীষণকে সম্মুখে রাখিয়া সীতাকে লইয়া রাবণের বৃদ্ধ অমাত্য সুবুদ্ধি অবিন্ধ্যনামক রাক্ষস লঙ্কা হইতে নির্গত হইল।৬

সে ককুৎস্থকুলভূষণ মহাত্মা রামের নিকট আসিয়া দীনভাবে বলিল—হে মহাত্মন্! আপনি সচ্চরিত্রা জনকনন্দিনী সীতাদেবীকে গ্রহণ করুন।৭

ইহা শুনিয়া ইক্ষ্বাকুনন্দন শ্রীরাম দেখিলেন যে, সীতা সেই উত্তম রথ হইতে অবতীর্ণ হইয়া বাষ্পাকুলনয়নে সম্মুখে দাঁড়াইয়া আছেন।৮

শিবিকাতে অবস্থিতা সীতা শোকে কৃশা হইয়াছিলেন, তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ মলিন ছিল, চুল জট পাকাইয়া গিয়াছিল, কাপড়ও ময়লা হইয়াছিল; এরূপভাবে অবস্থিতা সীতাকে দর্শন করিয়া পরপুরুষের স্পর্শ আশঙ্কা করত শ্রীরাম বলিলেন—“হে

মামাসাদ্য পতিং ভদ্রে ন ত্বং রাক্ষসবেশ্মনি।
জরাং ব্রজেথা ইতি মে নিহতোঽসৌ নিশাচরঃ ॥১১
কথং হ্যস্মদ্বিধো জাতু জানন্ ধর্মবিনিশ্চয়ম্।
পরহস্তগতাং নারীং মুহূর্তমপি ধারয়েৎ ॥১২

সুবৃত্তামসুবৃত্তাং বাপ্যহং ত্বামদ্য মৈথিলি।
নোৎসহে পরিভোগায় শ্বাবলীঢ়ং হবির্যথা ॥১৩

ততঃ সা সহসা বালা তচ্ছ্রুত্বা দারুণং বচঃ।
পপাত দেবী ব্যথিতা নিকৃত্তা কদলী যথা ॥১৪

যোঽপ্যস্যা হর্ষসম্ভূতো মুখরাগস্তদাভবৎ।
ক্ষণেন স পুনর্নষ্টো নিঃশ্বাস ইব দর্পণে ॥১৫

বৈদেহি! তুমি যথা ইচ্ছা গমন করিতে পার, আমার যাহা কর্ত্তব্য, আমি তাহা করিয়াছি।৯-১০

ভদ্রে! আমার ন্যায় পতিকে পাইয়া বৃদ্ধাবস্থা পর্য্যন্ত তোমাকে কোন রাক্ষসের গৃহে অবস্থান না করিতে হয়, এই জন্যই আমি সেই রাক্ষসকে বধ করিয়াছি।১১

আমাদের ন্যায় পুরুষ ধর্ম্মের তত্ত্ব জানিয়াও পরহস্তগতা নারীকে কি করিয়া এক মুহূর্ত্তও নিকটে রাখিতে পারে? ১২

মিথিলরাজকুমারি! তুমি সচ্চরিত্রাই হও অথবা অসচ্চরিত্রাই হও, কুকুরের দ্বারা লেহিত ঘৃতের ন্যায় আমি আজ তোমাকে উপভোগের জন্য লইতে উৎসাহ বোধ করিতেছি না।১৩

শ্রীরামচন্দ্রের ঐরূপ সহসা দারুণ কথা শুনিয়া সীতাদেবী অত্যন্ত ব্যথিত হইয়া ছিন্ন কদলী বৃক্ষের ন্যায় ভূতলে পতিতা হইলেন।১৪

তখন সীতাদেবীর রামচন্দ্রের দর্শনে যে আনন্দোত্থিত মুখভঙ্গী হইয়াছিল, তাহা দর্পণে নিশ্বাসে প্রতিহত মুখবিম্বের ন্যায় সহসা অন্তর্হিত হইল।১৫

ততস্তে হরয়ঃ সর্বে তচ্ছ্রুত্বা রামভাষিতম্।
গতাসুকল্পা নিশ্চেষ্টা বভূবুঃ সহলক্ষ্মণাঃ ॥১৬
ততো দেবো বিশুদ্ধাত্মা বিমানেন চতুর্মুখঃ।
পদ্মযোনির্জগৎস্রষ্টা দর্শয়ামাস রাঘবম্ ॥১৭
শক্রশ্চাগ্নিশ্চ বায়ুশ্চ যমো বরুণ এব চ।
যক্ষাধিপশ্চ ভগবাংস্তথা সপ্তর্ষয়োঽমলাঃ ॥১৮
রাজা দশরথশ্চৈব দিব্যভাস্বরমূর্ত্তিমান্।
বিমানেন মহার্হেণ হংসযুক্তেন ভাস্বতা ॥১৯
ততোঽন্তরিক্ষং তৎ সর্বং দেব-গন্ধর্বসঙ্কুলম্।
শুশুভে তারকাচিত্রং শরদীব নভস্তলম্ ॥২০
তত উত্থায় বৈদেহী তেষাং মধ্যে যশস্বিনী।
উবাচ বাক্যং কল্যাণী রামং পৃথুলবক্ষসম্ ॥২১
রাজপুত্র ন তে দোষং করোমি বিদিতা হি তে।
গতিঃ স্ত্রীণাং নরাণাঞ্চ শৃণু চেদং বচো মম ॥২২
অন্তশ্চরতি ভূতানাং মাতরিশ্বা সদাগতিঃ।
স মে বিমুঞ্চতু প্রাণান্ যদি পাপং চরাম্যহম্ ॥২৩
অগ্নিরাপস্তথাকাশং পৃথিবী বায়ুরেব চ।
বিমুঞ্চন্তু মম প্রাণান্ যদি পাপং চরাম্যহম্ ॥২৪
যথাহং ত্বদৃতে বীর নান্যং স্বপ্নেঽপ্যচিন্তয়ম্।
তথা মে দেবনির্দ্দিষ্টস্ত্বমেব হি পতির্ভব ॥২৫
ততোঽন্তরিক্ষে বাগাসীৎ সুভগা লোকসাক্ষিণী।
পুণ্যা সংহর্ষণী তেষাং বানরাণাং মহাত্মনাম্ ॥২৬

বায়ুরুবাচ।

ভো ভো রাঘব সত্যং বৈ বায়ুরস্মি সদাগতিঃ।
অপাপা মৈথিলী রাজন্ সংগচ্ছ সহ ভার্য্যয়া ॥২৭

অগ্নিরুবাচ।

অহমন্তঃশরীরস্থো ভূতানাং রঘুনন্দন।
সুসূক্ষ্মমপি কাকুৎস্থ মৈথিলী নাপরাধ্যতি ॥২৮

লক্ষ্মণের সহিত সকল বানর শ্রীরামের সেই কথা শুনিয়া প্রাণহীন শরীরের ন্যায় নিশ্চেষ্ট হইয়া অবস্থান করিতে লাগিল।১৬

তখন বিশুদ্ধাত্মা জগৎস্রষ্টা পদ্মযোনি ব্রহ্মা বিমানে শ্রীরামের নিকট আসিয়া দর্শন দিলেন।১৭

অনন্তর ইন্দ্র, অগ্নি, বায়ু, যম, বরুণ, যক্ষরাজ ভগবান্ কুবের ও নির্ম্মলহৃদয় সপ্তর্ষিগণ আগমন করিলেন।১৮

রাজা দশরথ দিব্যতেজোময় মূর্ত্তিতে বহুমূল্য, জ্যোতির্ম্ময় ও হংসযুক্ত বিমানে চড়িয়া সেখানে আগমন করিলেন।১৯

তাহাতে সেই সময় দেবতা ও গন্ধর্ব্বগণে পরিপূর্ণ গগনমণ্ডল অসংখ্য তারকায় বিচিত্র শরৎকালীন আকাশের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিল।২০

তখন বিদেহরাজকুমারী কল্যাণী ও যশস্বিনী সীতাদেবী দেবতাগণের মধ্যে দাঁড়াইয়া বিশালবক্ষা শ্রীরামকে এই কথা বলিলেন—।২১

হে রাজপুত্র। আমি আপনার কোন দোষ দিতেছি না। মনুষ্যলোকে স্ত্রী ও পুরুষের কি গতি তাহা আপনি ভাল করিয়াই জানেন। কেবল আমার এই কথা শ্রবণ করুন।২২

নিরন্তর বিচরণশীল বায়ুদেব সমস্ত প্রাণীর অন্তরে বিরাজমান আছেন। যদি আমি পাপ করিয়া থাকি, তাহা হইলে বায়ুদেব আমার প্রাণ হরণ করুন।২৩

যদি আমি পাপ করিয়া থাকি, তাহা হইলে অগ্নি, জল, আকাশ, বায়ু ও পৃথিবী ইঁহারা সকলেই আমার প্রাণ হরণ করুন।২৪

হে বীর। যদি আমি আপনাকে ছাড়া কাহাকেও স্বপ্নেও কখনও চিন্তা না করিয়া থাকি; তাহা হইলে আপনিই আমার দেবনির্দ্দিষ্ট একমাত্র পতি হউন।২৫

তখন অন্তরিক্ষে মহাত্মা বানরগণের আনন্দবর্দ্ধিকা পুণ্যময়ী লোকসাক্ষিণী সৌভাগ্যলক্ষণা পুণ্যময়ী বাণী উচ্চারিত হইল।২৬

বরুণ উবাচ।

রসা বৈ মৎপ্রসূতা হি ভূতদেহেষু রাঘব।
অহং বৈ ত্বাং প্রব্রবীমি মৈথিলী প্রতিগৃহ্যতাম্ ॥২৯

ব্রহ্মোবাচ।

পুত্র নৈতদিহাশ্চর্য্যং ত্বয়ি রাজর্ষিধর্ম্মিণি।
সাধো সদ্বৃত্ত কাকুৎস্থ শৃণু চেদং বচো মম ॥৩০

শত্রুরেষ ত্বয়া বীর দেবগন্ধর্বভোগিনাম্।
যক্ষাণাং দানবানাঞ্চ মহর্ষীণাঞ্চ পাতিতঃ ॥৩১

অবধ্যঃ সর্বভূতানাং মৎপ্রসাদাৎ পুরাভবৎ।
কস্মাচ্চিৎ কারণাৎ পাপঃ কঞ্চিৎ
কালমুপেক্ষিতঃ ॥৩২

বধার্থমাত্মনস্তেন হৃতা সীতা দুরাত্মনা।
নলকূবরশাপেন রক্ষা চাস্যাঃ কৃতা ময়া ॥৩৩

যদি হ্যকামাং সেবেত স্ত্রিয়মন্যামপি ধ্রুবম্।
শতধাস্য ফলেন্মূর্দ্ধা ইত্যুক্তঃ সোঽভবৎ পুরা ॥৩৪

নাত্র শঙ্কা ত্বয়া কার্য্যা প্রতীচ্ছেমাং মহাদ্যুতে।
কৃতং ত্বয়া মহৎ কার্য্যং দেবানামমরপ্রভ ॥৩৫

দশরথ উবাচ।

প্রীতোঽস্মি তস্য ভদ্রং তে পিতা দশরথোঽস্মি তে।
অনুজানামি রাজ্যঞ্চ প্রশাধি পুরুষোত্তম ॥৩৬

রাম উবাচ।

অভিবাদয়ে ত্বাং রাজেন্দ্র যদি ত্বং জনকো মম।
গমিষ্যামি পুরীং রম্যামযোধ্যাং শাসনাৎ তব ॥৩৭

বায়ু বলিলেন,—হে রাঘব! আমি সদা বিচরণশীল বায়ু তোমাকে বলিতেছি। এই মিথিলা-রাজনন্দিনী নিষ্পাপা। হে রাজন্! তুমি এই ভার্য্যার সহিত মিলিত হও।২৭

অগ্নি বলিলেন,—হে রঘুনন্দন! আমি প্রত্যেক জীবের শরীরমধ্যে অবস্থান করি। আমি বলিতেছি, মৈথিলী ক্ষুদ্র হইতেও ক্ষুদ্র অপরাধও করেন নাই।২৮

বরুণ বলিলেন,—হে শ্রীরাম! আমি বরুণ। সর্ব্বপ্রাণীর শরীরে যে জলতত্ত্ব আছে, উহা আমা হইতেই উৎপন্ন। সেই আমি তোমাকে বলিতেছি, তুমি মৈথিলীকে গ্রহণ কর।২৯

ব্রহ্মা বলিলেন,—হে পুত্র! হে সাধো! হে সচ্চরিত্র! হে কাকুৎস্থ! তোমার ন্যায় রাজর্ষি ধর্ম্মের অনুগত পুরুষের পক্ষে এইরূপ আচরণ মোটেই আশ্চর্য্য-জনক নয়। আমি যাহা বলিতেছি, শ্রবণ কর।৩০

হে বীর! দেব, গন্ধর্ব্ব, পন্নগ, যক্ষ, দানব ও মহর্ষিগণের শত্রু এই রাবণকে তুমি বধ করিয়াছ।৩১

পুরাকালে এই দুষ্ট আমারই দেওয়া বরে সর্ব্ব প্রাণীর অবধ্য হইয়াছিল, কোন কারণবশতঃ আমাকে কিছু কাল এই পাপী রাবণকে উপেক্ষা করিতে হইয়াছে।৩২

দুরাত্মা রাবণ নিজের বধের জন্যই সীতাকে হরণ করিয়াছিল; আমি পূর্ব্বেই নলকূবরের শাপের দ্বারা ইহার রক্ষার ব্যবস্থা করিয়াছিলাম।৩৩

নলকূবর পূর্ব্বে ইহাকে শাপ দিয়াছিল যে, যদি রাবণ অকামা কোন নারীকে বলপূর্ব্বক ধর্ষণ করে, তবে তৎক্ষণাৎ তাহার মস্তক শতধা বিদীর্ণ হইবে।৩৪

সুতরাং হে মহাতেজস্বী শ্রীরাম! তুমি ইহার সম্বন্ধে কোন শঙ্কাই করিও না, ইহাকে গ্রহণ কর; হে অমরসদৃশ! তুমি দেবগণের মহৎ কার্য্যসাধন করিয়াছ।৩৫

দশরথ বলিলেন,—বৎস! আমি তোমার পিতা দশরথ। আমি তোমার আচরণে অত্যন্ত প্রীত হইয়াছি; তোমার কল্যাণ হউক। হে পুরুষোত্তম! আমি অনুমতি দিতেছি; তুমি রাজ্য শাসন কর।৩৬

মার্কণ্ডেয় উবাচ।

তমুবাচ পিতা ভূয়ঃ প্রহৃষ্টো ভরতর্ষভ।
গচ্ছাযোধ্যাং প্রশাধীতি রামং রক্তান্তলোচনম্ ॥৩৮
সম্পূর্ণানীহ বর্ষাণি চতুর্দশ মহাদ্যুতে।
ততো দেবান্ নমস্কৃত্য সুহৃদ্ভিরভিনন্দিতঃ ॥৩৯
মহেন্দ্র ইব পৌলোম্যা ভার্য্যয়া স সমেয়িবান্।
ততো বরং দদৌ তস্মৈ হ্যবিন্ধ্যায় পরন্তপঃ ॥৪০
ত্রিজটাং চার্থ-মানাভ্যাং যোজয়ামাস রাক্ষসীম্।
তমুবাচ ততো ব্রহ্মা দেবৈঃ শক্রপুরোগমৈঃ ॥৪১
কৌশল্যামাতরিষ্টাংস্তে বরানদ্য দদানি কান্।
বব্রে রামঃ স্থিতিং ধর্মে শত্রুভিশ্চাপরাজয়ম্ ॥৪২
রাক্ষসৈর্নিহতানাঞ্চ বানরাণাং সমুদ্ভবম্।
ততস্তে ব্রহ্মণা প্রোক্তে তথেতি বচনে তদা ॥৪৩
সমুত্তস্থুর্মহারাজ বানরা লব্ধচেতনঃ।
সীতা চাপি মহাভাগা বরং হনুমতে দদৌ ॥৪৪
রামকীর্ত্ত্যা সমং পুত্র জীবিতং তে ভবিষ্যতি।
দিব্যাস্ত্বামুপভোগাশ্চ মৎপ্রসাদকৃতাঃ সদা ॥৪৫
উপস্থাস্যন্তি হনুমন্নিতি স্ম হরিলোচন।
ততস্তে প্রেক্ষমাণানাং তেষামক্লিষ্টকর্মণাম্ ॥৪৬
অন্তর্দ্ধানং যযুর্দেবাঃ সর্বে শক্রপুরোগমাঃ।
দৃষ্ট্বা রামং তু জানক্যা সঙ্গতং শক্রসারথিঃ ॥৪৭
উবাচ পরমপ্রীতঃ সুহৃন্মধ্য ইদং বচঃ।
দেব-গন্ধর্ব্ব-যক্ষাণাং মানুষাসুর-ভোগিনাম্ ॥৪৮
অপনীতং ত্বয়া দুঃখমিদং সত্যপরাক্রম।
সদেবাসুর-গন্ধর্বা যক্ষ-রাক্ষস-পন্নগাঃ ॥৪৯
কথয়িষ্যন্তি লোকাস্ত্বাং যাবদ্ ভূমির্ধরিষ্যতি।
ইত্যেবমুক্ত্বানুজ্ঞাপ্য রামং শস্ত্রভৃতাং বরম্ ॥৫০

শ্রীরাম বলিলেন,—হে রাজেন্দ্র! যদি আপনি আমার পিতা হন, তবে আপনাকে আমি অভিবাদন করিতেছি; আপনার আদেশে আমি রমণীয়া অযোধ্যাপুরীতে গমন করিব।৩৭

মার্কণ্ডেয় বলিলেন,—হে ভরতশ্রেষ্ঠ যুধিষ্ঠির! পিতা দশরথ প্রীতমনে পুনরায় রক্তান্তলোচন শ্রীরামকে বলিলেন—মহাদ্যুতে! তোমার চৌদ্দ বৎসর সম্পূর্ণ বনবাস হইয়াছে। এখন তুমি অযোধ্যায় চলিয়া যাও এবং রাজ্য শাসন কর।

তখন শ্রীরাম দেবতাগণকে নমস্কার করিয়া ও সুহৃদ্গণ কর্তৃক অভিনন্দিত হইয়া শচীর সহিত ইন্দ্রের ন্যায় সীতার সহিত মিলিত হইলেন।

অনন্তর শত্রুদমন শ্রীরাম অবিন্ধ্য রাক্ষসকে অভীপ্সিত বর দান করিলেন।৩৮-৪০

তিনি ত্রিজটা রাক্ষসীকে অর্থ ও সম্মানের দ্বারা সন্তুষ্ট করিলেন। তারপর ব্রহ্মা ইন্দ্রপ্রমুখ দেবগণের সহিত শ্রীরামকে বলিলেন।৪১

হে কৌশল্যানন্দন! তোমাকে কয়েকটি অভীষ্ট বর প্রদান করিব। তখন রাম বর প্রার্থনা করিলেন,—"ধর্ম্মে যেন সর্ব্বদাই আমার নিষ্ঠা থাকে, শত্রুগণের নিকট সর্ব্বদাই যেন অপরাজেয় থাকি এবং আমারই জন্য নিহত বানরগণ যেন পুনরায় জীবিত হয়।

অনন্তর ব্রহ্মা তদুত্তরে 'তথাস্তু' বলিলেন। মহারাজ! ব্রহ্মা এই কথা বলিলে, সকল বানর জ্ঞানলাভ করত বাঁচিয়া উঠিল।

মহাভাগ্যবতী সীতা হনুমান্কে এই বর দিলেন,—পুত্র! যতদিন শ্রীরামের কীর্ত্তি জগতে বিদ্যমান থাকিবে, ততদিন তুমি জীবিত থাকিবে।

হে পিঙ্গলনয়ন হনুমান্! তোমার জীবিতকাল পর্য্যন্ত আমার প্রসাদে তোমার নিকট দিব্য ভোগ্য-দ্রব্যসমূহ উপস্থিত হইবে।

তখন অনায়াসে মহাপরাক্রমকারী বানরগণের সম্মুখেই ইন্দ্রাদি সকল দেবগণ অন্তর্হিত হইলেন।

সম্পূজ্যাপাক্রমৎ তেন রথেনাদিত্যবর্চসা।
ততঃ সীতাং পুরস্কৃত্য রামঃ সৌমিত্রিণা সহ ॥৫১
সুগ্রীবপ্রমুখৈশ্চৈব সহিতঃ সর্ববানরৈঃ।
বিধায় রক্ষাং লঙ্কায়াং বিভীষণপুরস্কৃতঃ ॥৫২
সন্ততার পুনস্তেন সেতুনা মকরালয়ম্।
পুষ্পকেণ বিমানেন খেচরেণ বিরাজতা ॥৫৩
কামগেন যথামুখ্যৈরমাত্যৈঃ সংবৃতো বশী।
ততস্তীরে সমুদ্রস্য যত্র শিশ্যে স পার্থিবঃ ॥৫৪
তত্রৈবোবাস ধর্মাত্মা সহিতঃ সর্ববানরৈঃ।
অথৈনান্ রাঘবঃ কালে সমানীয়াভিপূজ্য চ ॥৫৫
বিসর্জ্জয়ামাস তদা রত্নৈঃ সন্তোষ্য সর্বশঃ।
গতেষু বানরেন্দ্রেষু গোপুচ্ছর্ক্ষেষু তেষু চ ॥৫৬
সুগ্রীবসহিতো রামঃ কিষ্কিন্ধ্যাং পুনরাগমৎ।
বিভীষণেনানুগতঃ সুগ্রীবসহিতস্তদা ॥৫৭
পুষ্পকেণ বিমানেন বৈদেহ্যা দর্শয়ন্ বনম্।
কিষ্কিন্ধ্যাং তু সমাসাদ্য রামঃ প্রহরতাং বরঃ ॥৫৮
অঙ্গদং কৃতকর্মাণং যৌবরাজ্যেঽভ্যষেচয়ৎ।
ততস্তৈরেব সহিতো রামঃ সৌমিত্রিণা সহ ॥৫৯
তথাগতেন মার্গেণ প্রযযৌ স্বপুরং প্রতি।
অযোধ্যাং স সমাসাদ্য পুরীং রাষ্ট্রপতিস্ততঃ ॥৬০

জনকনন্দিনী সীতার সহিত শ্রীরামকে মিলিত দর্শন করিয়া ইন্দ্রসারথি মাতলি পরম প্রীতমনে সুহৃদ্‌গণের মধ্যে এই কথা বলিলেন,—হে সত্যপরাক্রম রাম! আপনি দেবতা, গন্ধর্ব, যক্ষ, মানুষ, অসুর, পন্নগ প্রভৃতি সকল প্রাণীর দুঃখকে অপনয়ন করিলেন।

যতদিন পৃথিবী থাকিবে, ততদিন দেবতা, যক্ষ, রাক্ষস, অসুর ও নাগের সহিত সম্পূর্ণ জগতের প্রাণী আপনার যশ গান করিবে।

এই বলিয়া মাতলি শস্ত্রধারিগণ শ্রেষ্ঠ শ্রীরামের অনুজ্ঞা লইয়া ও তাঁহার পূজা করত দিব্য এবং সূর্য্যের ন্যায় জ্যোতির্ময় রথে আরোহণ করিয়া প্রস্থান করিলেন।

অনন্তর জিতেন্দ্রিয় শ্রীরাম লঙ্কাপুরীর যথোচিত রক্ষার ব্যবস্থা করিয়া লক্ষ্মণের সহিত সীতাদেবীকে অগ্রে রাখিয়া সুগ্রীবপ্রমুখ সকল বানর এবং বিভীষণ-প্রমুখ তাঁহার মুখ্যসচিবগণকে সঙ্গে লইয়া কামগামী আকাশচারী ও শোভাসম্পন্ন পুষ্পক বিমানে আরোহণ করত তাহার দ্বারা পূর্ব্বোক্ত সেতুপথের উপর দিয়া পুনরায় মকরালয় সাগর পার হইলেন।

তারপর সমুদ্রের তীরে যেখানে ধর্ম্মাত্মা শ্রীরাম উপবাস করিয়া সমুদ্রের উপাসনা করিয়াছিলেন, সেই স্থানে সকল বানরের সহিত একরাত্রি বাস করিলেন।

অনন্তর শ্রীরাম উপযুক্ত সময়ে সকলকে নিজের নিকট ডাকিয়া যথাযোগ্য আদর, সৎকার এবং রত্নাদিদানের দ্বারা সন্তুষ্ট করিয়া সকল বানর ও ভল্লুককে বিদায় দিলেন।

সেই শ্রেষ্ঠ বানর, গোপুচ্ছ ও ভল্লুক স্ব স্ব স্থানে চলিয়া গেলে শ্রীরাম সুগ্রীবকে লইয়া কিষ্কিন্ধ্যায় পুনরায় আগমন করিলেন।

তথায় তিনি বিভীষণ ও সুগ্রীবকে সঙ্গে করিয়া পুষ্পকবিমানে ঘুরিয়া ঘুরিয়া সীতাকে বনভূমি ও বনশোভা দেখাইলেন এবং যোদ্ধৃবর্গশ্রেষ্ঠ শ্রীরাম কিষ্কিন্ধ্যায় আসিয়া কৃতকর্মা অঙ্গদকে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করিলেন।

তারপর লক্ষ্মণ এবং সুগ্রীবাদির সহিত শ্রীরামচন্দ্র যে মার্গে বনে আসিয়াছিলেন, সেই মার্গ দিয়াই পুষ্পক বিমানে নিজপুরী অযোধ্যার দিকে চলিলেন।

অযোধ্যাপুরীর নিকটে গমন করত রাষ্ট্রপতি শ্রীরাম সেই সময় হনুমান্‌কে দূত করিয়া ভরতের নিকট পাঠাইলেন। তারপর বায়ুপুত্র হনুমান্ ভরতের সমস্ত কার্য্য ও ভাব লক্ষ্য করিয়া শ্রীরামচন্দ্রের

ভরতায় হনূমন্তং দূতং প্রাস্থাপয়ৎ তদা ।
লক্ষয়িত্বেঙ্গিতং সর্বং প্রিয়ং তস্মৈ নিবেদ্য বৈ ॥৬১
বায়ুপুত্রে পুনঃ প্রাপ্তে নন্দিগ্রামমুপাগমৎ ।
স তত্র মলদিগ্ধাঙ্গং ভরতং চীরবাসসম্ ॥৬২
অগ্রতঃ পাদুকে কৃত্বা দদর্শাসীনমাসনে।
সঙ্গতো ভরতেনাথ শত্রুঘ্নেন চ বীর্য্যবান্ ॥৬৩
রাঘবঃ সহসৌমিত্রির্মুমুদে ভরতর্ষভ ।
ততো ভরত-শত্রুঘ্নৌ সমেতৌ গুরুণা তদা ॥৬৪
বৈদেহ্যা দর্শনেনোভৌ প্রহর্ষং সমবাপতুঃ ।
তস্মৈ তদ্ ভরতো রাজ্যমাগতায়াভিসৎকৃতম্ ।
ন্যাসং নির্য্যাতয়ামাস যুক্তং পরময়া মুদা ॥৬৫
ততস্তং বৈষ্ণবে শূরং নক্ষত্রেঽভিমতেঽহনি ।
বশিষ্ঠো বামদেবশ্চ সহিতাবভ্যষিঞ্চতাম্ ॥৬৬
সোঽভিষিক্তঃ কপিশ্রেষ্ঠং সুগ্রীবং সসুহৃজ্জনম্ ।
বিভীষণঞ্চ পৌলস্ত্যমন্বজানাদ্ গৃহান্ প্রতি ॥৬৭
অভ্যর্চ্য বিবিধৈর্ভোগৈঃ প্রীতিযুক্তৌ মুদা যুতৌ ।
সমাধায়েতিকর্ত্তব্যং দুঃখেন বিসসর্জ্জ হ ॥৬৮
পুষ্পকঞ্চ বিমানং তৎ পূজয়িত্বা স রাঘবঃ ।
প্রাদাদ্ বৈশ্রবণায়ৈব প্রীত্যা স রঘুনন্দনঃ ॥৬৯
ততো দেবর্ষিসহিতঃ সরিতং গোমতীমনু ।
দশাশ্বমেধানাজহ্রে জারূথ্যান্ স নিরর্গলান্ ॥৭০

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং বনপর্ব্বণি রামোপাখ্যান-পর্ব্বণি শ্রীরামাভিষেকে একনবত্য-ধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ ॥২৯১

পুনরাগমনরূপ প্রিয়কথা ভরতকে নিবেদন করিয়া শ্রীরামের নিকট পুনরায় ফিরিয়া আসিলে শ্রীরাম নন্দিগ্রামে গেলেন।

তিনি সেখানে দেখিলেন ভরত বস্ত্রখণ্ড পরিধান করিয়া মলিনশরীরে তাঁহার পাদুকাকে অগ্রে রাখিয়া অর্থাৎ তাহাকে প্রতিনিধি করত আসনে উপবিষ্ট হইয়া রাজ্য শাসন করিতেছেন।

হে ভরতশ্রেষ্ঠ যুধিষ্ঠির ! ভরত ও শত্রুঘ্নের সহিত মিলিত হইয়া লক্ষ্মণের সহিত মহাপরাক্রমী শ্রীরাম পরম প্রীতি লাভ করিলেন।

অনন্তর ভরত ও শত্রুঘ্ন জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা শ্রীরামের সহিত মিলিত হইয়া সীতার দর্শনলাভ করত পরমানন্দ লাভ করিলেন।

ভরত পরমানন্দের সহিত তাহার নিকট গচ্ছিত সমস্ত রাজ্য অযোধ্যায় আগত শ্রীরামকে অত্যন্ত সৎকারপূর্ব্বক ফিরাইয়া দিলেন।৪২-৬৫

অনন্তর বিষ্ণু দেবতাসম্বন্ধী শ্রবণানক্ষত্রযুক্ত শুভ-কাল উপস্থিত হইলে বশিষ্ঠ ও বামদেব দুই ঋষি শ্রীরামকে অযোধ্যায় রাজসিংহাসনে অভিষিক্ত করিলেন।৬৬

রাজ্যাভিষেকের পর শ্রীরাম কপিশ্রেষ্ঠ সুগ্রীবকে বানরগণের সহিত এবং রাক্ষসগণের সহিত রাক্ষসরাজ বিভীষণকে নিজগৃহে যাইবার অনুমতি দিলেন।৬৭

উভয়কে যথাযোগ্য ভোগাদির দ্বারা প্রীত করিয়া এবং মিষ্টভাষা ও ব্যবহারের দ্বারা সন্তুষ্ট করিয়া সুগ্রীব ও বিভীষণকে কর্ত্তব্য শিক্ষাদান করত অতি কষ্টে বিদায় দিলেন।৬৮

অনন্তর পুষ্পকবিমানের যথাযোগ্য পূজা করিয়া রঘুনন্দন শ্রীরাম প্রীতচিত্তে পুনরায় কুবেরের নিকটেই উহাকে পাঠাইয়া দিলেন।৬৯

তারপর তিনি দেবর্ষিগণের সহিত গোমতী নদীর তীরে দশটি অশ্বমেধ যজ্ঞ করিয়াছিলেন, যাহা সবই প্রশংসনীয় ছিল এবং যে সকল যজ্ঞে অন্নাদি লাভের জন্য আগত যাচকগণকে কখনও ফিরাইয়া দেওয়া হয় নাই।৭০

শ্রীমন্মহর্ষিবেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের বনপর্ব্বান্তর্গত রামোপাখ্যানপর্ব্বে শ্রীরামাভিষেক-বিষয়ক একনবত্যধিকদ্বিশততম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।২৯১

দ্বিনবত্যধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ।

[যুধিষ্ঠিরায় মহর্ষি-মার্কণ্ডেয়স্যাশ্বাসপ্রদানম্।]

মার্কণ্ডেয় উবাচ।

এবমেতন্মহাবাহো রামেণামিততেজসা।
প্রাপ্তং ব্যসনমত্যুগ্রং বনবাসকৃতং পুরা ॥১

মা শুচঃ পুরুষব্যাঘ্র ক্ষত্রিয়োঽসি পরন্তপ।
বাহুবীর্য্যাশ্রিতে মার্গে বর্ত্তসে দীপ্তনির্ণয়ে ॥২

ন হি তে বৃজিনং কিঞ্চিদ্ বর্ত্ততে পরমণ্বপি।
অস্মিন্ মার্গে বিষীদেয়ুঃ সেন্দ্রা অপি সুরাসুরাঃ ॥৩

সংহত্য নিহতো বৃত্রো মরুদ্ভির্বজ্রপাণিনা।
নমুচিশ্চৈব দুর্দ্ধর্ষো দীর্ঘজিহ্বা চ রাক্ষসী ॥৪

সহায়বতি সর্বার্থা সন্তিষ্ঠন্তীহ সর্বশঃ।
কিং নু তস্যাজিতং সংখ্যে যস্য ভ্রাতা ধনঞ্জয়ঃ ॥৫

অয়ঞ্চ বলিনাং শ্রেষ্ঠো ভীমো ভীমপরাক্রমঃ।
যুবানৌ চ মহেষ্বাসৌ বীরৌ মাদ্রবতীসুতৌ ॥৬

এভিঃ সহায়ৈঃ কস্মাৎ ত্বং বিষীদসি পরন্তপ।
য ইমে বজ্রিণঃ সেনাং জয়েয়ুঃ সমরুদ্গণাম্ ॥৭

ত্বমপ্যেভির্মহেষ্বাসৈঃ সহায়ৈর্দেবরূপিভিঃ।
বিজেষ্যসে রণে সর্বানমিত্রান্ ভরতর্ষভ ॥৮

ইতশ্চ ত্বমিমং পশ্য সৈন্ধবেন দুরাত্মনা।
বলিনা বীর্য্যমত্তেন হৃতামেভির্মহাত্মভিঃ ॥৯

আনীতাং দ্রৌপদীং কৃষ্ণাং কৃত্বা কর্ম সুদুষ্করম্।
জয়দ্রথঞ্চ রাজানং বিজিতং বশমাগতম্ ॥১০

দ্বিনবত্যধিকদ্বিশততম অধ্যায়।

[মহর্ষি মার্কণ্ডেয়ের যুধিষ্ঠিরকে আশ্বাস প্রদান।]

মার্কণ্ডেয় বলিলেন,—মহাবাহু যুধিষ্ঠির! এইরূপে অমিততেজা স্বয়ং শ্রীরামচন্দ্রও পুরাকালে বনবাস-কষ্ট এবং সীতাহরণজনিত মহাসঙ্কট প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।১

হে শত্রুদমন পুরুষশ্রেষ্ঠ! তুমি ক্ষত্রিয়, সুতরাং দুঃখ করিও না। তুমি এমন মার্গে চলিতেছ, যে মার্গে বাহুবলের উপরেই ভরসা করিয়া চলিতে হয় এবং যে মার্গে অভীষ্টফলের প্রাপ্তি প্রত্যক্ষ ও অসন্দিগ্ধ।২

শ্রীরামের কষ্টের তুলনায় তোমার এই কষ্ট অণুমাত্রও নয়। ইন্দ্রের সহিত সমস্ত দেবগণ এবং অসুরগণও এই ক্ষত্রিয়ধর্ম্মের মার্গে চলিয়া থাকে।৩

বজ্রধর ইন্দ্র মরুৎ প্রভৃতি দেবগণের সহায়তায় দুর্দ্ধর্ষ বীর বৃত্র, নমুচি প্রভৃতি অসুর এবং দীর্ঘজিহ্বা প্রভৃতি রাক্ষসীকে বধ করিয়াছিলেন।৪

যাহার সমর্থ সহায়কগণ বর্ত্তমান থাকে, তাহার সকল মনোরথই পূর্ণ হয়। যুদ্ধে তাহার অজেয় ও অপ্রাপ্য জগতে কি আছে, যাহার ভ্রাতা স্বয়ং ধনঞ্জয়?৫

এই ভয়ঙ্কর পরাক্রমশালী ভীম সকল বলশালিগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ এবং মাদ্রীপুত্র নকুল ও সহদেব বীর, যুবা ও মহাধনুর্দ্ধর।৬

শত্রুদমন! এইরূপ ভাইগণ তোমার সহায় থাকিতে তুমি বিষাদপ্রাপ্ত হও কেন? ইহারা মরুদ্‌গণের সহিত ইন্দ্রের সৈন্যবাহিনীকেও জয় করিতে সমর্থ।৭

হে ভরতশ্রেষ্ঠ! তুমি তোমার এই দেবস্বরূপ মহাধনুর্দ্ধর ভ্রাতৃবৃন্দের সহায়তায় যুদ্ধে শত্রুগণকে অবশ্যই পরাজিত করিবে।৮

তুমি তো এখনই দেখিলে যে, দ্রৌপদীর অপহরণকারী নিজ পরাক্রমে উন্মত্ত, মহাবল, দুরাত্মা রাজা জয়দ্রথকে মুহূর্ত্তের মধ্যে পরাজিত

অসহায়েন রামেণ বৈদেহী পুনরাহৃতা।
হত্বা সংখ্যে দশগ্রীবং রাক্ষসং ভীমবিক্রমম্ ॥১১

যস্য শাখামৃগা মিত্রাণ্যৃক্ষাঃ কালমুখাস্তথা।
জাত্যন্তরগতা রাজন্নেতদ্ বুদ্ধ্যানুচিন্তয় ॥১২

তস্মাৎ স ত্বং কুরুশ্রেষ্ঠ মা শুচো ভরতর্ষভ।
ত্বদ্বিধা হি মহাত্মানো ন শোচন্তি পরন্তপ ॥১৩

করিয়া তোমার বশীভূত করত কি সুদুষ্কর কর্ম্মই না তোমার এই মহাত্মা ভ্রাতৃবৃন্দ সম্পাদন করিল ?৯-১০

শ্রীরামচন্দ্রের স্বজাতীয় কোন সহায়ক না থাকিলেও, ভীমবিক্রম রাক্ষস রাবণকে যুদ্ধে বধ করিয়া সীতাকে পুনরুদ্ধার করিয়াছিলেন।১১

হে রাজন্! তুমি বুদ্ধিদ্বারা চিন্তা করিয়া দেখ, তাঁহার সহায়ক ও মিত্র বানর, গোপুচ্ছ ও ভল্লুক; যাহারা পশুজাতি ছিল (কিন্তু তোমার সহায়ক চারি বীর ভ্রাতা বিদ্যমান।)১২

বৈশম্পায়ন উবাচ।
এবমাশ্বাসিতো রাজা মার্কণ্ডেয়েন ধীমতা।
ত্যক্ত্বা দুঃখমদীনাত্মা পুনরপ্যেনমব্রবীৎ ॥১৪

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং বনপর্ব্বণি রামোপাখ্যানপর্ব্বণি যুধিষ্ঠিরাশ্বাসনে দ্বিনবত্যধিক-দ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ ॥২৯২

সুতরাং হে কুরুশ্রেষ্ঠ! হে ভরতভূষণ! তুমি শোক করিও না। (কেননা, তোমার সহায়ক ধনুর্দ্ধরাগ্রগণ্য তোমার ভাইগণ এবং অন্যান্য রাজন্যবৃন্দ আছেন।) হে পরন্তপ! তোমার ন্যায় মহাত্মা পুরুষগণ কখনও শোক করেন না।১৩

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—মহর্ষি পরমজ্ঞানী মার্কণ্ডেয়কর্তৃক এইরূপে আশ্বাসিত হইয়া রাজা যুধিষ্ঠির দুঃখ ও দীনভাব পরিত্যাগ করত পুনরায় তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন।১৪

শ্রীমন্মহর্ষিবেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের বনপর্ব্বান্তর্গত রামোপাখ্যানপর্ব্বে যুধিষ্ঠিরাশ্বাসনবিষয়ক দ্বিনবত্যধিকদ্বিশততমাধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।২৯২

(পতিব্রতামাহাত্ম্যপর্ব্ব)

ত্রিনবত্যধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ।

[সাবিত্রীদেব্যাঃ বরদানপ্রভাবেণ রাজ্ঞোঽশ্বপতেঃ সাবিত্রীনামকন্যাপ্রাপ্তিঃ, পতিবরণায় সাবিত্র্যাঃ বিভিন্নদেশভ্রমণঞ্চ।]

যুধিষ্ঠির উবাচ।
নাত্মানমনুশোচামি নেমান্ ভ্রাতৄন্ মহামুনে।
হরণঞ্চাপি রাজ্যস্য যথেমাং দ্রুপদাত্মজাম্ ॥১

দ্যূতে দুরাত্মভিঃ ক্লিষ্টাঃ কৃষ্ণয়া তারিতা বয়ম্।
জয়দ্রথেন চ পুনর্বনাচ্চাপি হৃতা বলাৎ ॥২

(পতিব্রতামাহাত্ম্যপর্ব্ব।)

ত্রিনবত্যধিকদ্বিশততম অধ্যায়।

[রাজা অশ্বপতির সাবিত্রীদেবীর বরদানপ্রভাবে সাবিত্রীনাম্নী কন্যাপ্রাপ্তি এবং পতি-বরণের জন্য সাবিত্রীর বিভিন্ন দেশে ভ্রমণ।]

যুধিষ্ঠির বলিলেন,—হে মহামুনে! আমি আমার জন্য, আমার ভাইদের জন্য অথবা রাজ্যের হরণের জন্যও সেরূপ শোক করি না, যেরূপ এই দ্রুপদকন্যা দ্রৌপদীর জন্য শোক করি।১

একবার পাশাখেলায় আমরা দাসত্বে আবদ্ধ

অস্তি সীমন্তিনী কাচিদ্ দৃষ্টপূর্বাপি বা শ্রুতা।
পতিব্রতা মহাভাগা যথেয়ং দ্রুপদাত্মজা ॥৩

মার্কণ্ডেয় উবাচ।

শৃণু রাজন্ কুলস্ত্রীণাং মহাভাগ্যং যুধিষ্ঠির।
সর্বমেতদ্ যথা প্রাপ্তং সাবিত্র্যা রাজকন্যয়া ॥৪

আসীন্মদ্রেষু ধর্মাত্মা রাজা পরমধার্মিকঃ।
ব্রহ্মণ্যশ্চ মহাত্মা চ সত্যসন্ধো জিতেন্দ্রিয়ঃ ॥৫

যজ্বা দানপতির্দক্ষঃ পৌরজানপদপ্রিয়ঃ।
পার্থিবোঽশ্বপতির্নাম সর্বভূতহিতে রতঃ ॥৬

ক্ষমাবাননপত্যশ্চ সত্যবাগ্ বিজিতেন্দ্রিয়ঃ।
অতিক্রান্তেন বয়সা সন্তাপমুপজগ্মিবান্ ॥৭

অপত্যোৎপাদনার্থঞ্চ তীব্রং নিয়মমাস্থিতঃ।
কালে পরিমিতাহারো ব্রহ্মচারী জিতেন্দ্রিয়ঃ ॥৮

হুত্বা শতসহস্রং স সাবিত্র্যা রাজসত্তমঃ।
ষষ্ঠে ষষ্ঠে তদা কালে বভূব মিতভোজনঃ ॥৯

এতেন নিয়মেনাসীদ্ বর্ষাণ্যষ্টাদশৈব তু।
পূর্ণে ত্বষ্টাদশে বর্ষে সাবিত্রী তুষ্টিমভ্যগাৎ ॥১০

রূপিণী তু তদা রাজন্ দর্শয়ামাস তং নৃপম্।
অগ্নিহোত্রাৎ সমুত্থায় হর্ষেণ মহতান্বিতা।
উবাচ চৈনং বরদা বচনং পার্থিবং তদা ॥১১
(সা তমশ্বপতিং রাজন্ সাবিত্রী নিয়মে স্থিতম্।)

সাবিত্র্যুবাচ।

ব্রহ্মচর্য্যেণ শুদ্ধেন দমেন নিয়মেন চ।
সর্বাত্মনা চ ভক্ত্যা চ তুষ্টাস্মি তব পার্থিব ॥১২

হইয়া বিপন্ন হইয়াছিলাম, তখন এই কৃষ্ণাই আমাদিগকে দাসত্ব হইতে মুক্ত করিয়াছে; অথচ সেই পতিব্রতাকেও বন হইতে জয়দ্রথ বলপূর্ব্বক হরণ করিয়া কষ্ট দিল।২

হে মুনে! এমন কোন নারীকে আপনি দেখিয়াছেন অথবা তাঁহার কথা শুনিয়াছেন, যিনি এই দ্রুপদকন্যার ন্যায় মহাভাগ্যবতী ও পতিব্রতা ছিলেন ?৩

মার্কণ্ডেয় বলিলেন,—হে রাজন্! তবে কুলস্ত্রীগণের মহাভাগ্যের কথা শ্রবণ কর। রাজকন্যা সাবিত্রী যেমন করিয়া এই পাতিব্রত্যাদি সকল গুণ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, তাহা বলিতেছি, শ্রবণ কর।৪

মদ্রদেশে (মাদ্রাজে) পরমধার্ম্মিক এক রাজা রাজত্ব করিতেন। তিনি ব্রাহ্মণভক্ত, মহাত্মা, সত্যপ্রতিজ্ঞ ও জিতেন্দ্রিয় ছিলেন।৫

তিনি যাজ্ঞিক, দানবীর, রাজকর্ম্মে দক্ষ এবং নগর ও জনপদবাসী প্রজাগণের প্রিয় ছিলেন। সকল প্রাণীর হিতে নিরত সেই রাজার নাম ছিল অশ্বপতি।৬

তিনি ক্ষমাশীল, সত্যবাদী ও জিতেন্দ্রিয় হইলেও নিঃসন্তান ছিলেন। নিজের বয়সও অধিক হইয়াছে —এজন্য তাঁহার মনে খুব দুঃখ ছিল।৭

সন্তান উৎপত্তির জন্য তিনি কঠোর নিয়ম ও নির্দ্দিষ্ট সময়ে মিতাহার করিয়া ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করত ইন্দ্রিয়গণকে সংযত রাখিতেন।৮

রাজশ্রেষ্ঠ অশ্বপতি সাবিত্রী (গায়ত্রী) মন্ত্রে প্রতিদিন (ব্রাহ্মণের সহিত) এক হাজার আহুতি প্রদান করিয়া দিনের ষষ্ঠভাগে পরিমিত ভোজন করিতেন।৯

এইরূপ আঠার বৎসর নিয়ম পালন করিবার পর অষ্টাদশ পর্ব্ব পূর্ণ হইলে সাবিত্রীদেবী তাঁহার উপর সন্তুষ্ট হইলেন।১০

রাজন্ যুধিষ্ঠির! রাজা অগ্নিহোত্রের অগ্নি হইতে মূর্ত্তিমতী বরদাত্রী সাবিত্রী দেবী আবির্ভূতা হইয়া অত্যন্ত সন্তুষ্টচিত্তে বর দিবার জন্য রাজাকে বলিলেন।১১

বরং বৃণীষ্বাশ্বপতে মদ্ররাজ যদীপ্সিতম্ ।
ন প্রমাদশ্চ ধর্মেষু কর্ত্তব্যস্তে কথঞ্চন ॥১৩

অশ্বপতিরুবাচ ।

অপত্যার্থঃ সমারম্ভঃ কৃতো ধর্মেপ্সয়া ময়া ।
পুত্রো মে বহবো দেবি ভবেয়ুঃ কুলভাবনাঃ ॥১৪

তুষ্টাসি যদি মে দেবি বরমেতং বৃণোম্যহম্ ।
সন্তানং পরমো ধর্ম ইত্যাহুর্মাং দ্বিজাতয়ঃ ॥১৫

সাবিত্র্যুবাচ ।

পূর্বমেব ময়া রাজন্নভিপ্রায়মিমং তব ।
জ্ঞাত্বা পুত্রার্থমুক্তো বৈ ভগবাংস্তে পিতামহঃ ॥১৬

প্রসাদাচ্চৈব তস্মাৎ তে স্বয়ম্ভুবিহিতাদ্ ভুবি ।
কন্যা তেজস্বিনী সৌম্য ক্ষিপ্রমেব ভবিষ্যতি ॥১৭

উত্তরঞ্চ ন তে কিঞ্চিদ্ ব্যাহর্ত্তব্যং কথঞ্চন ।
পিতামহনিসর্গেণ তুষ্টা হ্যেতদ্ ব্রবীমি তে ॥১৮

মার্কণ্ডেয় উবাচ ।

স তথেতি প্রতিজ্ঞায় সাবিত্র্যা বচনং নৃপঃ ।
প্রসাদয়ামাস পুনঃ ক্ষিপ্রমেবৈতদ্ ভবিষ্যতি ॥১৯

অন্তর্হিতায়াং সাবিত্র্যাং জগাম স্বপুরং নৃপঃ ।
স্বরাজ্যে চাবসদ্ বীরঃ প্রজা ধর্মেণ পালয়ন্ ॥২০

কস্মিংশ্চিৎ তু গতে কালে স রাজা নিয়তব্রতঃ ।
জ্যেষ্ঠায়াং ধর্মচারিণ্যাং মহিষ্যাং গর্ভমাদধে ॥২১

রাজপুত্র্যাস্তু গর্ভঃ স মালব্যা ভরতর্ষভ ।
ব্যবর্দ্ধত তদা শুক্লে তারাপতিরিবাম্বরে ॥২২

সাবিত্রী বলিলেন,—ভূপতে ! শুদ্ধ ব্রহ্মচর্য্য, দম, (ইন্দ্রিয়সংযম), নিয়ম (মনোনিগ্রহ) এবং তোমার ঐকান্তিকী ভক্তিতে আমি তুষ্ট হইয়াছি। হে মদ্ররাজ ! তুমি অভীপ্সিত বর প্রার্থনা কর অশ্বপতে। তুমি ধর্ম্মে কখনও প্রমাদ করিও না।১২-১৩

অশ্বপতি বলিলেন,—দেবি ! আমি ধর্ম্মপ্রাপ্ত বুদ্ধিতে সন্তানলাভের জন্য এই ব্রত করিয়াছি। বংশের গৌরবরক্ষক বহু পুত্র আমার হউক।১৪

হে দেবি ! যদি আপনি তুষ্ট হইয়া থাকেন, তবে আপনি আমাকে এই বর প্রদান করুন। ব্রাহ্মণগণ বলেন, গৃহস্থের পক্ষে পুত্রই পরম ধর্ম্ম।১৫

সাবিত্রী বলিলেন,—রাজন্ ! আমি পূর্ব্বেই তোমার এই অভিপ্রায় জানিয়া ভগবান্ পিতামহকে তোমার পুত্রের জন্য বলিয়াছিলাম।১৬

হে সৌম্য ! স্বয়ম্ভূ ব্রহ্মার প্রসাদে তোমার একটী তেজস্বিনী কন্যা শীঘ্রই এই পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করিবে।১৭

এ বিষয়ে তুমি কোন প্রতিবাদ বা উত্তর কিছুই করিও না। পিতামহের আজ্ঞায় সন্তুষ্ট হইয়া আমি তোমাকে একথা বলিতেছি।১৮

মার্কণ্ডেয় বলিলেন,—তখন রাজা সাবিত্রীদেবীর কথা শুনিয়া 'তাহাই হউক' বলিয়া তাঁহার আজ্ঞা পালন করিতে স্বীকার করিলেন এবং দেবীকে প্রসন্ন করিয়া বলিলেন,—"যেন আপনার এই বাক্য শীঘ্রই সফল হয়"।১৯

সাবিত্রীদেবী অন্তর্হিত হইয়া যাইলে বীর রাজা অশ্বপতি নিজ রাজ্যে ফিরিয়া গিয়া ধর্ম্মানুসারে প্রজাপালন করিতে লাগিলেন।২০

পরে কোন সময়ে নিয়মপূর্ব্বক উত্তম ব্রত-পালনকারী রাজা অশ্বপতি ধর্ম্মপরায়ণা জ্যেষ্ঠা মহিষীতে গর্ভাধান করিলেন।২১

ভরতশ্রেষ্ঠ ! অশ্বপতির ভার্য্যা রাজপুত্রী মালবীর সেই গর্ভ গগনে শুক্লপক্ষের চন্দ্রের ন্যায় ক্রমশঃ বর্দ্ধিত হইতে লাগিল।২২

প্রাপ্তে কালে তু সুষুবে কন্যাং রাজীবলোচনাম্।
ক্রিয়াশ্চ তস্যা মুদিতশ্চক্রে চ নৃপসত্তমঃ ॥২৩

সাবিত্র্যা প্রীতয়া দত্তা সাবিত্র্যা হুতয়া হ্যপি।
সাবিত্রীত্যেব নামাস্যাশ্চক্রুর্বিপ্রাস্তথা পিতা ॥২৪

সা বিগ্রহবতীব শ্রীর্ব্যবর্দ্ধত নৃপাত্মজা।
কালেন চাপি সা কন্যা যৌবনস্থা বভূব হ ॥২৫

তাং সুমধ্যাং পৃথুশ্রোণীং প্রতিমাং কাঞ্চনীমিব।
প্রাপ্তেয়ং দেবকন্যেতি দৃষ্ট্বা সম্মেনিরে জনাঃ ॥২৬

তাং তু পদ্মপলাশাক্ষীং জ্বলন্তীমিব তেজসা।
ন কশ্চিদ্ বরয়ামাস তেজসা প্রতিবারিতঃ ॥২৭

অথোপোষ্য শিরঃ স্নাতা দেবতামভিগম্য সা।
হুত্বাগ্নিং বিধিবদ্ বিপ্রান্ বাচয়ামাস পর্ব্বণি ॥২৮

ততঃ সুমনসঃ শেষাঃ প্রতিগৃহ্য মহাত্মনঃ।
পিতুঃ সমীপমগমদ্ দেবী শ্রীরিব রূপিণী ॥২৯

সাভিবাদ্য পিতুঃ পাদৌ শেষাঃ পূর্ব্বং নিবেদ্য চ।
কৃতাঞ্জলির্বরারোহা নৃপতেঃ পার্শ্বমাস্থিতা ॥৩০

যৌবনস্থাং তু তাং দৃষ্ট্বা স্বাং সুতাং দেবরূপিণীম্
অযাচ্যমানাঞ্চ বরৈর্নৃপতির্দুঃখিতোঽভবৎ ॥৩১

রাজোবাচ।

পুত্রি প্রদানকালস্তে ন চ কশ্চিদ্ বৃণোতি মাম্।
স্বয়মন্বিচ্ছ ভর্ত্তারং গুণৈঃ সদৃশমাত্মনঃ ॥৩২

প্রার্থিতঃ পুরুষো যশ্চ স নিবেদ্যস্ত্বয়া মম।
বিমৃশ্যাহং প্রদাস্যামি বরয় ত্বং যথেপ্সিতম্ ॥৩৩

যথাকালে তিনি এক কমললোচনা কন্যা প্রসব করিলেন। রাজশ্রেষ্ঠ অশ্বপতি তাহার জাতকর্ম্মাদি সংস্কারকর্ম্ম যথাবিধি সমাধা করিলেন ।২৩

সাবিত্রী-হোমে এবং সাবিত্রীর কৃপায় ঐ কন্যা জন্মগ্রহণ করায় ব্রাহ্মণগণ ও পিতা অশ্বপতি তাহার 'সাবিত্রী' নামই রাখিয়া দিলেন ।২৪

মূর্ত্তিমতী লক্ষ্মীর ন্যায় সেই রাজকন্যা বর্দ্ধিতা হইয়া কালে যৌবনপ্রাপ্তা হইল ।২৫

সেই সুমধ্যমা ও পৃথুশ্রোণী রাজকন্যাকে সুবর্ণময়ী প্রতিমার ন্যায় দেখিয়া জনগণ তাহাকে দেবকন্যার ন্যায় শ্রদ্ধা করিতে লাগিল ।২৬

প্রজ্বলিত অগ্নির ন্যায় তাহার তেজে অভিভূত হইয়া সেই পদ্মপলাশলোচনা সাবিত্রীকে কোন রাজকুমার বিবাহ করিতে সাহস করিল না ২৭

অনন্তর একদিন পর্ব্বকালে সাবিত্রী উপবাস করত মস্তক ডুবাইয়া স্নান করিয়া দেবতার পূজা পূর্ব্বক ব্রাহ্মণগণের দ্বারা অগ্নিতে আহুতি দেওয়াইয়া স্বস্তিবাচন করাইলেন ।২৮

তারপর ইষ্টদেবতার প্রসাদী পুষ্প লইয়া সাবিত্রী মূর্ত্তিমতী লক্ষ্মীর ন্যায় সুশোভিতা হইয়া মহাত্মা পিতার নিকটে গমন করিলেন ।২৯

প্রথমে তাঁহার হাতে নির্ম্মাল্য প্রদান করিয়া তাঁহাকে প্রণাম করত সুন্দরী রাজকন্যা সাবিত্রী করযোড়ে পিতার পার্শ্বে দণ্ডায়মানা হইলেন ।৩০

দেবীরূপিণী নিজ কন্যাকে যুবতী দর্শন করিয়া তাহাকে কোন বর প্রার্থনা করিতেছে না স্মরণ করত মনে মনে খুবই দুঃখিত হইলেন ।৩১

রাজা বলিলেন,—হে পুত্রি! তোমাকে সম্প্রদান করিবার সময় হইয়াছে, অথচ কোন বর স্বেচ্ছায় আমার নিকট তোমাকে বিবাহ করিবার ইচ্ছায় আসিতেছে না। তুমি তোমার সদৃশ গুণবান্ বরকে স্বয়ংই বরণ করিয়া লও ।৩২

তোমার প্রার্থিত কোন পুরুষ যদি থাকে, তবে তাহা নিঃসঙ্কোচে আমাকে বল। আমি বিবেচনা করিয়া তাহার সহিত বিবাহের ব্যবস্থা করিয়া দিব ।৩৩

শ্রুতং হি ধর্মশাস্ত্রেষু পঠ্যমানং দ্বিজাতিভিঃ।
তথা ত্বমপি কল্যাণি গদতো মে বচঃ শৃণু ॥৩৪
অপ্রদাতা পিতা বাচ্যো বাচ্যশ্চানুপযন্ পতিঃ।
মৃতে ভর্ত্তরি পুত্রশ্চ বাচ্যো মাতুররক্ষিতা ॥৩৫
ইদং মে বচনং শ্রুত্বা ভর্ত্তুরন্বেষণে ত্বর।
দেবতানাং যথা বাচ্যো ন ভবেয়ং তথা কুরু ॥৩৬

মার্কণ্ডেয় উবাচ।

এবমুক্ত্বা দুহিতরং তথা বৃদ্ধাংশ্চ মন্ত্রিণঃ।
ব্যাদিদেশানুযাত্রঞ্চ গম্যতাং চেত্যচোদয়ৎ ॥৩৭
সাভিবাদ্য পিতুঃ পাদৌ ব্রীড়িতেব মনস্বিনী।
পিতুর্বচনমাজ্ঞায় নির্জগামাবিচারিতম্ ॥৩৮
সা হৈমং রথমাস্থায় স্থবিরৈঃ সচিবৈর্বৃতা।
তপোবনানি রম্যাণি রাজর্ষীণাং জগাম হ ॥৩৯
মান্যানাং তত্র বৃদ্ধানাং কৃত্বা পাদাভিবাদনম্।
বনানি ক্রমশস্তাত সর্বাণ্যেবাভ্যগচ্ছত ॥৪০
এবং তীর্থেষু সর্বেষু ধনোৎসর্গং নৃপাত্মজা।
কুর্বতী দ্বিজমুখ্যানাং তং তং দেশং জগাম হ ॥৪১

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং বনপর্বণি পতিব্রতামাহাত্ম্যপর্বণি সাবিত্র্যুপাখ্যানে ত্রিনবত্যধিক-দ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ ॥২৯৩

কল্যাণি! ব্রাহ্মণগণের নিকট হইতে ধর্ম-শাস্ত্রের কথা আমি শুনিয়াছি; তাহা আমি তোমাকে বলিতেছি, তুমি শ্রবণ কর।৩৪

যুবতী কন্যাকে সৎপাত্রে সম্প্রদান না করিলে পিতা নিন্দনীয়, ঋতুমতী স্ত্রীতে উপগত না হইলে পতি নিন্দনীয় এবং বিধবা মাতাকে রক্ষা না করিলে পুত্র নিন্দনীয় হয়।৩৫

এই বচনানুসারে তুমি পতির অন্বেষণে দ্রুত যত্নবতী হও। আমি যাহাতে দেবগণের নিকট নিন্দনীয় না হই, সেইরূপ কর।৩৬

মার্কণ্ডেয় বলিলেন,—কন্যাকে এই কথা বলিয়া তিনি বৃদ্ধ মন্ত্রিগণকে কন্যার সহিত অনুগমন করিতে আদেশ করিলেন।৩৭

মনস্বিনী সাবিত্রী লজ্জিতা হইলেও, পিতৃবাক্যের গুরুত্ব উপলব্ধি করিয়া কোন বিচার-বিবেচনা না করিয়াই পিতার চরণদ্বয় বন্দনা করত মন্ত্রি-গণের সহিত বাহির হইলেন।৩৮

তিনি সুবর্ণময় রথে চড়িয়া বৃদ্ধ মন্ত্রিগণের সহিত রাজর্ষিগণের রমণীয় তপোবনে গমন করিলেন।৩৯

তাত যুধিষ্ঠির! সেইসব স্থানে মাননীয়গণকে প্রণাম করত সকল তপোবনেই ক্রমশঃ ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিলেন।৪০

এইরূপে রাজকন্যা সাবিত্রী তীর্থসমূহে শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণগণকে ধনদান করিতে করিতে এক তপোবন হইতে তপোবনান্তরে গমন করিতে লাগিলেন।৪১

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের বনপর্বান্তর্গত সাবিত্র্যুপাখ্যানপর্বে ত্রিনবত্যধিকদ্বিশততম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।২৯৩

চতুর্নবত্যধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ।

[সত্যবন্তং পরিণেতুং সাবিত্রীদেব্যা নিশ্চয়ঃ।]

মার্কণ্ডেয় উবাচ।

অথ মদ্রাধিপো রাজা নারদেন সমাগতঃ।
উপবিষ্টঃ সভামধ্যে কথাযোগেন ভারত ॥১

ততোঽভিগম্য তীর্থানি সর্বাণ্যেবাশ্রমাংস্তথা।
আজগাম পিতুর্বেশ্ম সাবিত্রী সহ মন্ত্রিভিঃ ॥২

নারদেন সহাসীনং সা দৃষ্ট্বা পিতরং শুভা।
উভয়োরেব শিরসা চক্রে পাদাভিবাদনম্ ॥৩

নারদ উবাচ।

ক গতাভূৎ সুতেয়ং তে কুতশ্চৈবাগতা নৃপ।
কিমর্থং যুবতীং ভর্ত্রে ন চৈনাং সম্প্রযচ্ছসি ॥৪

অশ্বপতিরুবাচ।

কার্য্যেণ খল্বনেনৈব প্রোষিতাদ্যৈব চাগতা।
এতস্যাঃ শৃণু দেবর্ষে ভর্তারং যোঽনয়া বৃতঃ ॥৫

মার্কণ্ডেয় উবাচ।

সা ব্রূহি বিস্তরেণেতি পিত্রা সঞ্চোদিতা শুভা।
তদৈব তস্য বচনং প্রতিগৃহ্যেদমব্রবীৎ ॥৬

সাবিত্র্যুবাচ।

আসীচ্ছাল্বেষু ধর্মাত্মা ক্ষত্রিয়ঃ পৃথিবীপতিঃ।
দ্যুমৎসেন ইতি খ্যাতঃ পশ্চাদন্ধো বভূব হ ॥৭

বিনষ্টচক্ষুষস্তস্য বালপুত্রস্য ধীমতঃ।
সামীপ্যেন হৃতং রাজ্যং ছিদ্রেঽস্মিন্ পূর্ববৈরিণা ॥৮

স বালবৎসয়া সার্দ্ধং ভার্য্যয়া প্রস্থিতো বনম্।
মহারণ্যং গতশ্চাপি তপস্তেপে মহাব্রতঃ ॥৯

তস্য পুত্রঃ পুরে জাতঃ সংবৃদ্ধশ্চ তপোবনে।
সত্যবাননুরূপো মে ভর্ত্তেতি মনসা বৃতঃ ॥১০

চতুর্নবত্যধিকদ্বিশততম অধ্যায়।

[সত্যবান্‌কে বিবাহ করিতে সাবিত্রী-দেবীর নিশ্চয়।]

মার্কণ্ডেয় বলিলেন,—ভরতবংশধর যুধিষ্ঠির! অনন্তর একদিন দেবর্ষি নারদ মদ্রাধিপ অশ্বপতির নিকট আগমন করিলে, রাজা তাঁহার সহিত কথাবার্ত্তা বলিতে লাগিলেন।১

এমন সময় সমস্ত তীর্থ ও আশ্রমসমূহ দর্শন করিয়া সাবিত্রী মন্ত্রিগণের সহিত পিত্রালয়ে প্রবেশ করিলেন।২

দেবর্ষি নারদের সহিত পিতাকে একত্র উপবিষ্ট দেখিয়া শুভলক্ষণা সাবিত্রী মস্তকদ্বারা উভয়েরই চরণ বন্দনা করিলেন।৩

নারদ বলিলেন,—রাজন্! তোমার এই কন্যা কোথায় গিয়াছিল এবং কোথা হইতে আসিল, তুমি তোমার যুবতী কন্যাকে সৎপাত্রে অর্পণ করিতেছ না কেন?৪

অশ্বপতি বলিলেন,—দেবর্ষে! এই কার্য্যের জন্যই আমি তাহাকে পাঠাইয়াছিলাম। আজই সে ফিরিয়া আসিল। আপনি ইহার মুখেই শুনুন, সে কাহাকে পতিরূপে বরণ করিয়াছে।৫

মার্কণ্ডেয় বলিলেন,—'বিস্তার করিয়া বল', এই কথা পিতা অশ্বপতি বলিলে কল্যাণী সাবিত্রী তাঁহার কথা গ্রহণ করিয়া এই কথা বলিলেন।৬

সাবিত্রী বলিলেন,—শাল্বদেশে দ্যুমৎসেননামক একজন ধর্ম্মাত্মা ক্ষত্রিয় রাজা ছিলেন; তিনি এখন অন্ধ হইয়াছেন।৭

তাঁহার সেই অন্ধাবস্থা এবং তাঁহার পুত্রও বালক; এইরূপ সুযোগে তাঁহার পূর্ব্বশত্রু তাঁহার রাজ্য হরণ করিয়াছে।৮

নারদ উবাচ।

অহো বত মহৎ পাপং সাবিত্র্যা নৃপতে কৃতম্।
অজানন্ত্যা যদনয়া গুণবান্ সত্যবান্ বৃতঃ ॥১১

সত্যং বদত্যস্য পিতা সত্যং মাতা প্রভাষতে।
ততোঽস্য ব্রাহ্মণাশ্চক্রুর্নামৈতৎ সত্যবানিতি ॥১২

বালস্যাশ্বাঃ প্রিয়াশ্চাস্য করোত্যশ্বাংশ্চ মৃন্ময়ান্।
চিত্রেঽপি বিলিখত্যশ্বাংশ্চিত্রাশ্ব ইতি চোচ্যতে ॥১৩

রাজোবাচ।

অপীদানীং স তেজস্বী বুদ্ধিমান্ বা নৃপাত্মজ।
ক্ষমাবানপি বা শূরঃ সত্যবান্ পিতৃবৎসলঃ ॥১৪

নারদ উবাচ।

বিবস্বানিব তেজস্বী বৃহস্পতিসমো মতৌ।
মহেন্দ্র ইব বীরশ্চ বসুধেব সমন্বিতঃ ॥১৫

অশ্বপতিরুবাচ।

অপি রাজাত্মজো দাতা ব্রহ্মণ্যশ্চাপি সত্যবান্।
রূপবানপ্যুদারো বাপ্যথবা প্রিয়দর্শনঃ ॥১৬

নারদ উবাচ।

সাংকৃতে রন্তিদেবস্য স্বশক্ত্যা দানতঃ সমঃ।
ব্রহ্মণ্যঃ সত্যবাদী চ শিবিরৌশীনরো যথা ॥১৭

যযাতিরিব চোদারঃ সোমবৎ প্রিয়দর্শনঃ।
রূপেণান্যতমোঽশ্বিভ্যাং দ্যুমৎসেনসুতো বলী ॥১৮

স দান্তঃ স মৃদুঃ শূরঃ স সত্যঃ সংযতেন্দ্রিয়ঃ।
স মৈত্রঃ সোঽনসূয়শ্চ স হ্রীমান্ দ্যুতিমাংশ্চ সঃ ॥১৯

নিত্যশশ্চার্জবং তস্মিন্ স্থিতিস্তস্যৈব চ ধ্রুবা।
সংক্ষেপতস্তপোবৃদ্ধৈঃ শীলবৃদ্ধৈশ্চ কথ্যতে ॥২০

তিনি তখন বালক পুত্রের সহিত ভার্য্যাকে সঙ্গে লইয়া বনে গমন করিলেন। সেই উত্তমব্রতধারী দ্যুমৎসেন মহাবন মধ্যে বাস করিয়া তীব্র তপস্যা করিতে লাগিলেন।৯

তাঁহার পুত্র নগরে জন্মগ্রহণ করিলেও তপোবনেই বর্দ্ধিত; তাঁহার নাম সত্যবান্; আমি তাঁহাকেই আমার পতিরূপে মনে মনে বরণ করিয়াছি।১০

নারদ বলিলেন,—হে রাজন্! সাবিত্রী মহা-অনর্থ করিয়াছে। এ না জানিয়া গুণবান্ হইলেও যে সত্যবান্‌কে গ্রহণ করিয়াছে, ইহা অতীব অন্যায় হইয়াছে।১১

ইহার পিতা সদা সত্য কথা বলেন এবং ইহার মাতাও সদা সত্যভাষিণী, এজন্য ব্রাহ্মণগণ ইহার নাম রাখিয়াছেন 'সত্যবান্'।১২

এই বালকের নিকট অশ্ব অত্যন্ত প্রিয় ছিল, এ মাটি দিয়া অশ্বমূর্ত্তি গড়িত এবং অশ্বের ছবি আঁকিত, এজন্য ইহাকে চিত্রাশ্বও বলা হয়।১৩

রাজা বলিলেন,—সেই রাজকুমার সত্যবান্ এখন বুদ্ধিমান্, ক্ষমাবান্, সত্যবান্, শূরবীর এবং পিতৃ-বৎসল তো নিশ্চয়ই হইবে? ১৪

নারদ বলিলেন,—এই সত্যবান্ সূর্য্যের ন্যায় তেজস্বী, বৃহস্পতির ন্যায় বুদ্ধিমান্, দেবরাজের ন্যায় বীর এবং পৃথিবীর ন্যায় ক্ষমাশীল।১৫

অশ্বপতি বলিলেন,—আচ্ছা এই রাজপুত্র দাতা, ব্রাহ্মণভক্ত, সত্যাশ্রয়ী, রূপবান্, উদার এবং দেখিতে সুন্দর তো? ১৬

নারদ বলিলেন,—এই সত্যবান্ নিজ শক্তি অনুসারে দানে সঙ্কৃতিনন্দন রন্তিদেবের সদৃশ এবং উশীনর পুত্র শিবির ন্যায় ব্রাহ্মণভক্ত ও সত্যবাদী।১৭

সে যযাতির ন্যায় উদার, চন্দ্রের ন্যায় দেখিতে সুন্দর এবং দ্যুমৎসেনের এই বলবান্ পুত্র রূপে অশ্বিনীকুমারদ্বয়ের অন্যতম ॥১৮

সে দান্ত (জিতেন্দ্রিয়), মৃদুস্বভাব, বীর, সত্যনিষ্ঠ, সংযতেন্দ্রিয়, মিত্রভাবাপন্ন, অসূয়াশূন্য, লজ্জাবান্ ও কান্তিমান্।১৯

অশ্বপতিরুবাচ ।

গুণৈরুপেতং সর্ব্বৈস্তং ভগবন্ প্রব্রবীষি মে ।
দোষানপ্যস্য মে ব্রূহি যদি সন্তীহ কেচন ॥২১

নারদ উবাচ ।

এক এবাস্য দোষো হি গুণানাক্রম্য তিষ্ঠতি ।
স চ দোষঃ প্রযত্নেন ন শক্যমতিবর্ত্তিতুম্ ॥২২

একো দোষোঽস্তি নান্যোঽস্য সোঽদ্যপ্রভৃতি সত্যবান্ ।
সংবৎসরেণ ক্ষীণায়ুর্দেহন্যাসং করিষ্যতি ॥২৩

রাজোবাচ ।

এহি সাবিত্রি গচ্ছস্ব অন্যং বরয় শোভনে ।
তস্য দোষো মহানেকো গুণানাক্রম্য চ স্থিতঃ ॥২৪

সত্যবানের মধ্যে সরলতা সর্ব্বদা বিরাজমান এবং পূর্ব্বোক্ত সব গুণে অলঙ্কৃত—ইহা তপোবৃদ্ধ ও উত্তমচরিত্রসম্পন্ন পুরুষগণ সত্যবানের সম্বন্ধে বলিয়া থাকেন ।২০

অশ্বপতি বলিলেন,—হে ভগবন্ ! সে সকল গুণে অলঙ্কৃত, ইহা তো আপনি আমাকে বলিলেন। যদি তাহার দোষ কিছু থাকে, তবে তাহাও বলুন ।২১

নারদ বলিলেন,—একমাত্র দোষই তাহার সকল গুণকে আচ্ছাদন করিয়া আছে, যাহা প্রযত্ন করিয়াও অতিক্রম করা যাইবে না ।২২

একমাত্র দোষই তাহার আছে, তাহা হইতেছে এই যে, সে ক্ষীণায়ু এবং আজ হইতে সংবৎসরের মধ্যেই সে শরীর পরিত্যাগ করিবে ।২৩

রাজা বলিলেন,—সাবিত্রী ! মা, এইদিকে এস, শুন, কল্যাণি ! তুমি অন্য কোন বরকে বরণ কর, তাহার একটী দোষই সমস্ত গুণকে ঢাকিয়া ফেলিয়াছে ।২৪

যথা মে ভগবানাহ নারদো দেবসৎকৃতঃ ।
সংবৎসরেণ সোঽল্পায়ুর্দেহন্যাসং করিষ্যতি ॥২৫

সাবিত্র্যুবাচ ।

সকৃদংশো নিপততি সকৃৎ কন্যা প্রদীয়তে ।
সকৃদাহ দদানীতি ত্রীণ্যেতানি সকৃৎ সকৃৎ ॥২৬

দীর্ঘায়ুরথবাল্পায়ুঃ সগুণো নির্গুণোঽপি বা ।
সকৃদ্ বৃতো ময়া ভর্ত্তা ন দ্বিতীয়ং বৃণোম্যহম্ ॥২৭

মনসা নিশ্চয়ং কৃত্বা ততো বাচাভিধীয়তে ।
ক্রিয়তে কর্ম্মণা পশ্চাৎ প্রমাণং মে মনস্ততঃ ॥২৮

নারদ উবাচ ।

স্থিরা বুদ্ধির্নরশ্রেষ্ঠ সাবিত্র্যা দুহিতুস্তব ।
নৈষা বারয়িতুং শক্যা ধর্ম্মাদস্মাৎ কথঞ্চন ॥২৯

দেবপূজিত ভগবান্ নারদ যাহা বলিলেন, তাহা তো শুনিয়াছ ; এক বৎসরের মধ্যে ইহার প্রাণ যাইবে ।২৫

সাবিত্রী বলিলেন,—পৈতৃক ধন একবারই ভাগ হয়, কন্যা একবারই সম্প্রদান করা হয়, দান করিতেছি—ইহাও একবারই বলা হয়—এই তিনটি বস্তু একবারই হয় ।২৬

দীর্ঘায়ু বা অল্পায়ু হউক, সগুণ বা নির্গুণ হউক, আমি একবার তাঁহাকে পতি বলিয়া বরণ করিয়াছি, আমি আর কাহাকেও পতিত্বে বরণ করিব না ।২৭

মনের দ্বারা নিশ্চয় করিয়া পরে বাক্যে প্রকাশ করা হয়, তারপর কর্ম্মের দ্বারা তাহা সম্পাদন করা হয়, সুতরাং মনই সর্ব্বত্র প্রমাণস্বরূপ ।২৮

নারদ বলিলেন,—হে নরশ্রেষ্ঠ ! তোমার কন্যা সাবিত্রীর বুদ্ধি অতি স্থির, সুতরাং ইহাকে ধর্ম্ম হইতে বিচ্যুত করিবার জন্য বারণ করা কোন প্রকারেই উচিত নয় ।২৯

নাস্যস্মিন্ পুরুষে সন্তি যে সত্যবতি বৈ গুণাঃ।
প্রদানমেব তস্মান্মে রোচতে দুহিতুস্তব ॥৩০

রাজোবাচ।

অবিচাল্যং তদুক্তং যৎ তথ্যং ভগবতা বচঃ।
করিষ্যাম্যেতদেবঞ্চ গুরুর্হি ভগবান্ মম ॥৩১

নারদ উবাচ।

অবিঘ্নমস্তু সাবিত্র্যাঃ প্রদানে দুহিতুস্তব।
সাধয়িষ্যাম্যহং তাবৎ সর্বেষাং ভদ্রমস্তু বঃ ॥৩২

অন্য কোন পুরুষে সত্যবানের ন্যায় এত গুণ নাই, সুতরাং তোমার কন্যাকে তাহার হাতে সম্প্রদান করাই আমার কাছে রুচিকর মনে হইতেছে।৩০

রাজা বলিলেন,—আপনি যাহা বলিয়াছেন, আমি তাহার অন্যথা করিব না; আপনিই আমার গুরু; আমি আপনার ইচ্ছামতই কাজ করিব।৩১

মার্কণ্ডেয় উবাচ।

এবমুক্ত্বা সমুৎপত্য নারদস্ত্রিদিবং গতঃ।
রাজাপি দুহিতুঃ সর্বং বৈবাহিকমকারয়ৎ ॥৩৩

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং বনপর্বণি পতিব্রতামাহাত্ম্যপর্বণি সাবিত্র্যুপাখ্যানে চতুর্নবত্যধিক-দ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ ॥২৯৪

নারদ বলিলেন,—তোমার কন্যা সাবিত্রীর সম্প্রদান বিঘ্নশূন্য হউক; আমি এখন যাইতেছি। তোমাদের সকলের কল্যাণ হউক।৩২

মার্কণ্ডেয় বলিলেন,—এই বলিয়া দেবর্ষি নারদ স্বর্গে চলিয়া গেলেন। রাজাও কন্যার বিবাহের জন্য প্রস্তুত হইতে লাগিলেন।৩৩

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের বনপর্বান্তর্গত সাবিত্র্যুপাখ্যানপর্বে চতুর্নবত্যধিকদ্বিশততম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।২৯৪

পঞ্চনবত্যধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ।

[সত্যবৎ-সাবিত্র্যোর্বিবাহঃ, সাবিত্র্যাঃ সেবয়া সর্বেষাং সন্তোষবিধানঞ্চ।]

মার্কণ্ডেয় উবাচ।

অথ কন্যাপ্রদানে স তমেবার্থং বিচিন্তয়ন্।
সমানিন্যে চ তৎ সর্বং ভাণ্ডং বৈবাহিকং নৃপঃ ॥১

ততো বৃদ্ধান্ দ্বিজান্ সর্বানৃত্বিজঃ সপুরোহিতান্।
সমাহূয় দিনে পুণ্যে প্রযযৌ সহ কন্যয়া ॥২

মেধ্যারণ্যং স গত্বা চ দ্যুমৎসেনাশ্রমং নৃপঃ।
পদ্ভ্যামেব দ্বিজৈঃ সার্ধং রাজর্ষিং তমুপাগমৎ ॥৩

পঞ্চনবত্যধিকদ্বিশততম অধ্যায়।

[সত্যবান্ ও সাবিত্রীর বিবাহ এবং সাবিত্রীর সেবার দ্বারা সকলের সন্তোষবিধান।]

মার্কণ্ডেয় বলিলেন,—অনন্তর নারদের কথা স্মরণ করিয়া রাজা অশ্বপতি কন্যার বিবাহের জন্য সকল দ্রব্য একত্রিত করাইলেন।১

তারপর বৃদ্ধ ব্রাহ্মণগণ, সকল ঋত্বিক্ ও পুরোহিতকে লইয়া পুণ্যদিনে কন্যার সহিত রাজা

তত্রাপশ্যন্মহাভাগং শালবৃক্ষমুপাশ্রিতম্।
কৌশ্যাং বৃস্যাং সমাসীনং চক্ষুর্হীনং নৃপং তদা ॥৪

স রাজা তস্য রাজর্ষেঃ কৃত্বা পূজাং যথার্হতঃ।
বাচা সুনিয়তো ভূত্বা চকারাত্মনিবেদনম্ ॥৫

তস্যার্ঘ্যমাসনঞ্চৈব গাং চাবেদ্য স ধর্মবিৎ।
কিমাগমনমিত্যেবং রাজা রাজানমব্রবীৎ ॥৬

তস্য সর্বমভিপ্রায়মিতিকর্তব্যতাঞ্চ তাম্।
সত্যবন্তং সমুদ্দিশ্য সর্বমেব ন্যবেদয়ৎ ॥৭

অশ্বপতিরুবাচ।

সাবিত্রী নাম রাজর্ষে কন্যেয়ং মম শোভনা।
তাং স্বধর্মেণ ধর্মজ্ঞ স্নুষার্থে ত্বং গৃহাণ মে ॥৮

অশ্বপতি তপোবন অভিমুখে প্রস্থান করিলেন।২

অনন্তর অশ্বপতি মেধ্যারণ্যে গমন করত ব্রাহ্মণগণের সহিত পায়ে হাঁটিয়া রাজর্ষি দ্যুমৎসেনের আশ্রমে গেলেন।৩

তারপর সেই তপোবনে গিয়া শালবৃক্ষের নীচে কুশাসনে উপবিষ্ট, মহাভাগ নেত্রশূন্য রাজাকে দেখিলেন।৪

তারপর রাজা অশ্বপতি রাজর্ষি দ্যুমৎসেনের যথাযোগ্য পূজা করিয়া সংযতবাক্যে নিজ পরিচয় প্রদান করিলেন।৫

তখন ধর্মজ্ঞ রাজা দ্যুমৎসেন মদ্ররাজ অশ্বপতিকে পাদ্য, অর্ঘ্য ও একটী গাভী নিবেদন করত তাঁহার অর্চনা করিয়া রাজাকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"আপনার আগমনের কারণ কি"? ৬

তখন রাজা অশ্বপতি তদুত্তরে সত্যবান্‌কে উদ্দেশ্য করিয়া ইতিকর্তব্যতা সহ সব কথা রাজর্ষি দ্যুমৎসেনকে নিবেদন করিলেন।৭

অশ্বপতি বলিলেন,—হে রাজর্ষে! সাবিত্রী নামে আমার এই পরমা সুন্দরী কন্যা আছে। ধর্মজ্ঞ! আপনি ধর্মানুসারে আমার এই কন্যাকে আপনার পুত্রবধূরূপে গ্রহণ করুন।৮

দ্যুমৎসেন উবাচ।

চ্যুতাঃ স্ম রাজ্যাদ্ বনবাসমাশ্রিতা-
শ্চরাম ধর্মং নিয়তাস্তপস্বিনঃ।
কথং ত্বনর্হা বনবাসমাশ্রমে
নিবৎস্যতে ক্লেশমিমং সুতা তব ॥৯

অশ্বপতিরুবাচ।

সুখঞ্চ দুঃখঞ্চ ভবাভবাত্মকং
যদা বিজানাতি সুতাহমেব চ।
ন মদ্বিধে যুজ্যতি বাক্যমীদৃশং
বিনিশ্চয়েনাভিগতোঽস্মি তে নৃপ ॥১০
আশাং নার্হসি মে হন্তুং সৌহৃদাৎ প্রণতস্য চ।
অভিতশ্চাগতং প্রেম্না প্রত্যাখ্যাতুং ন মার্হসি ॥১১

দ্যুমৎসেন বলিলেন,—আমি রাজ্যভ্রষ্ট হইয়া বনের আশ্রয় গ্রহণ করত সংযম-নিয়মের সহিত তপস্বী জীবনযাপন করিতে করিতে ধর্মানুষ্ঠান করিতেছি। আপনার কন্যা বনে বাস করিবার যোগ্যা নয়, এখানে ক্লেশ সহ্য করিয়া কেমন করিয়া থাকিবে?৯

অশ্বপতি বলিলেন,—রাজন্! সুখ ও দুঃখ—এই দুইই উৎপত্তি-বিনাশশীল, ইহা আমি ও আমার কন্যা ভাল করিয়াই জানি। সুতরাং আমাদের প্রতি এরূপ বাক্য প্রয়োগ করা আপনার উচিত নয়। আমি সব কিছুই পূর্ব্ব হইতে নিশ্চয় করিয়াই আসিয়াছি।১০

আপনি সৌহার্দ্দবশতঃ প্রণত আমার আশাকে ছেদন করিবেন না। আমি বড়ই প্রীতির সহিত আপনার নিকট আসিয়াছি; আমাকে প্রত্যাখ্যান করিবেন না।১১

অনুরূপো হি যুক্তশ্চ ত্বং মমাহং তবাপি চ।
স্নুষাং প্রতীচ্ছ মে কন্যাং ভার্য্যাং সত্যবতঃ সতঃ ॥১২

দ্যুমৎসেন উবাচ।

পূর্ব্বমেবাভিলষিতঃ সম্বন্ধো মে ত্বয়া সহ।
ভ্রষ্টরাজ্যস্ত্বহমিতি তত এতদ্ বিচারিতম্ ॥১৩
অভিপ্রায়স্ত্বয়ং যো মে পূর্ব্বমেবাভিকাঙ্ক্ষিতঃ।
স নির্ব্বর্ত্ততু মেঽদ্যৈব কাঙ্ক্ষিতো হ্যসি মেঽতিথিঃ॥১৪

ততঃ সর্ব্বান্ সমানায্য দ্বিজানাশ্রমবাসিনঃ।
যথাবিধি সমুদ্বাহং কারয়ামাসতুর্নৃপৌ ॥১৫
দত্ত্বা সোঽশ্বপতিঃ কন্যাং যথার্হং সপরিচ্ছদম্।
যযৌ স্বমেব ভবনং যুক্তঃ পরময়া মুদা ॥১৬

আপনি যেমন আমার বংশের অনুরূপ, তেমনই আমিও আপনার বংশের অনুরূপ ; সুতরাং আপনি আমার কন্যাকে সত্যবানের ভার্য্যারূপে এবং আপনার পুত্রবধূরূপে গ্রহণ করুন ।১২

দ্যুমৎসেন বলিলেন,—আমি আপনার সহিত বৈবাহিক সম্বন্ধ স্থাপন করিতে পূর্ব্ব হইতেই ইচ্ছুক ছিলাম। কিন্তু আমি রাজ্যভ্রষ্ট হওয়ায় এইসব কথা বিচার করিতেছিলাম ।১৩

আমার পূর্ব্বাকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হইবার সুযোগ যখন স্বয়ং আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে, তখন আজই তাহা পূর্ণ হউক। আপনি আমার মনোবাঞ্ছিত অতিথি ।১৪

তখন আশ্রমস্থ সমস্ত ব্রাহ্মণকে আনাইয়া উভয় রাজা যথাবিধি সত্যবান্ ও সাবিত্রীর বিবাহ-কার্য্য সম্পাদন করাইলেন ।১৫

অশ্বপতি অলঙ্কার ও পরিচ্ছদের সহিত কন্যা সম্প্রদান করিয়া পরম আনন্দে নিজ নগরে চলিয়া গেলেন ।১৬

সত্যবানপি তাং ভার্য্যাং লব্ধ্বা সর্ব্বগুণান্বিতাম্।
মুমুদে সা চ তং লব্ধ্বা ভর্ত্তারং মনসেপ্সিতম্ ॥১৭
গতে পিতরি সর্ব্বাণি সংন্যস্যাভরণানি সা।
জগৃহে বল্কলান্যেব বস্ত্রং কাষায়মেব চ ॥১৮
পরিচারৈর্গুণৈশ্চৈব প্রশ্রয়েণ দমেন চ।
সর্ব্বকামক্রিয়াভিশ্চ সর্ব্বেষাং তুষ্টিমাবহৎ ॥১৯
শ্বশ্রূং শরীরসৎকারৈঃ সর্ব্বৈরাচ্ছাদনাদিভিঃ।
শ্বশুরং দেবসৎকারৈর্ব্বাচঃ সংযমনেন চ ॥২০
তথৈব প্রিয়বাদেন নৈপুণেন শমেন চ।
রহশ্চৈবোপচারেণ ভর্ত্তারং পর্য্যতোষয়ৎ ॥২১
এবং তত্রাশ্রমে তেষাং তদা নিবসতাং সতাম্।
কালস্তপস্যতাং কশ্চিদপাক্রামত ভারত ॥২২

সত্যবান্ সর্ব্বগুণান্বিতা পত্নীকে লাভ করিয়া খুবই আনন্দিত হইলেন এবং সাবিত্রীও নিজের অভীষ্ট পতি লাভ করিয়া পরম আনন্দ অনুভব করিলেন ।১৭

পিতা চলিয়া গেলে সাবিত্রী বহুমূল্য বস্ত্র ও আভরণ পরিত্যাগ করিয়া বল্কল ও কাষায়-বস্ত্র (গেরুয়া-বস্ত্র) ধারণ করিলেন ।১৮

পরিচর্য্যা, স্বাভাবিক গুণসমূহ, বিনয় ও ইন্দ্রিয়-সংযম এবং ইঙ্গিত বুঝিয়া সকলের অভীষ্ট-কার্য্য সম্পাদনের দ্বারা সাবিত্রী সকলের সন্তোষ অর্জ্জন করিলেন ।১৯

শাশুড়ীকে শারীরিক-সেবা ও বস্ত্রাদি প্রদান দ্বারা এবং দেবতার ন্যায় শ্বশুরকে বাক্‌সংযম-সহকারে সেবা করিয়া উভয়কেই সন্তুষ্ট করিলেন ।২০

সেইরূপ মধুর সম্ভাষণ, নৈপুণ্য, মনঃসংযম ও নির্জ্জনে শারীরিক সেবার দ্বারা পতিকে সন্তুষ্ট করিলেন ।২১

সাবিত্র্যা গ্লায়মানায়াস্তিষ্ঠন্ত্যাস্তু দিবানিশম্।
নারদেন যদুক্তং তদ্ বাক্যং মনসি বর্ত্ততে ॥২৩

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং বনপর্ব্বণি পতিব্রতামাহাত্ম্যপর্ব্বণি সাবিত্র্যুপাখ্যানে পঞ্চনবত্যধিক-দ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ ॥২৯৫

ভারত! এইরূপে তপস্যা করিতে করিতে আশ্রমে সেই সজ্জনগণের কিছুকাল অতিবাহিত হইল।২২

দিনরাত সত্যবানের অল্পায়ুত্ব সম্বন্ধে দেবর্ষি নারদের কথা চিন্তা করিয়া সাবিত্রী ক্রমশঃই অধিক গ্লানি অনুভব করিতে লাগিলেন।২৩

শ্রীমন্মহর্ষিবেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের বনপর্ব্বান্তর্গত পতিব্রতামাহাত্ম্যপর্ব্বে সাবিত্রিউপাখ্যানবিষয়ক পঞ্চনবত্যধিকদ্বিশততম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।২৯৫

ষণ্ণবত্যধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ।

[সাবিত্র্যা ব্রতপালনম্, শ্বশ্রূ-শ্বশুরয়োরনুমতিক্রমেণ সত্যবতা সহ তস্যা বনগমনঞ্চ।]

মার্কণ্ডেয় উবাচ

ততঃ কালে বহুতিথে ব্যতিক্রান্তে কদাচন।
প্রাপ্তঃ স কালো মর্ত্তব্যং যত্র সত্যবতা নৃপ ॥১

গণয়ন্ত্যাশ্চ সাবিত্র্যা দিবসে দিবসে গতে।
যদ্ বাক্যং নারদেনোক্তং বর্ত্ততে হৃদি নিত্যশঃ ॥২

চতুর্থেঽহনি মর্ত্তব্যমিতি সঞ্চিন্ত্য ভাবিনী।
ব্রতং ত্রিরাত্রমুদ্দিশ্য দিবারাত্রং স্থিতাভবৎ ॥৩

তং শ্রুত্বা নিয়মং তস্যা ভৃশং দুঃখান্বিতো নৃপঃ
উত্থায় বাক্যং সাবিত্রীমব্রবীৎ পরিসান্ত্বয়ন্ ॥৪

দ্যুমৎসেন উবাচ।

অতিতীব্রোঽয়মারম্ভস্ত্বয়ারব্ধো নৃপাত্মজে।
তিসৃণাং বসতীনাং হি স্থানং পরমদুশ্চরম্ ॥৫

সাবিত্র্যুবাচ।

ন কার্য্যস্তাত সন্তাপঃ পারয়িষ্যাম্যহং ব্রতম্।
ব্যবসায়কৃতং হীদং ব্যবসায়শ্চ কারণম্ ॥৬

ষণ্ণবত্যধিকদ্বিশততম অধ্যায়।

[সাবিত্রীর ব্রতপালন এবং শ্বশুর-শাশুড়ির অনুমতিক্রমে সত্যবানের সহিত তাঁহার বনগমন।]

মার্কণ্ডেয় বলিলেন,—রাজন্ যুধিষ্ঠির! তারপর বহুদিন চলিয়া গেলে সত্যবানের মৃত্যুকাল আসিয়া উপস্থিত হইল।১

নারদের কথা সদা হৃদয়ে ধরিয়া রাখিয়া সাবিত্রী প্রত্যেকটি দিন গণনা করিয়া রাখিতেছিলেন।২

আজ হইতে চতুর্থ দিনে সত্যবানের মৃত্যু হইবে—ইহা গণনার দ্বারা বুঝিতে পারিয়া সাবিত্রী তিনরাত্রির ব্রত গ্রহণ করিলেন। তিনি দিবারাত্র দাঁড়াইয়া থাকিতেন।৩

সাবিত্রীর এই কঠোর ব্রতের কথা শুনিয়া রাজা দ্যুমৎসেন অত্যন্ত দুঃখিত হইলেন এবং আসন হইতে উঠিয়া তাঁহাকে সান্ত্বনা দিতে লাগিলেন।৪

দ্যুমৎসেন উবাচ।
ব্রতং ভিন্ধীতি বক্তুং ত্বাং নাস্মি শক্তঃ কথঞ্চন।
পারয়স্বেতি বচনং যুক্তমস্মদ্বিধো বদেৎ ॥৭
মার্কণ্ডেয় উবাচ।
এবমুক্ত্বা দ্যুমৎসেনো বিররাম মহামনাঃ।
তিষ্ঠন্তী চৈব সাবিত্রী কাষ্ঠভূতেব লক্ষ্যতে ॥৮
শ্বোভূতে ভর্তৃমরণে সাবিত্র্যা ভরতর্ষভ।
দুঃখান্বিতায়াস্তিষ্ঠন্ত্যাঃ সা রাত্রির্ব্যত্যবর্ত্তত ॥৯
অদ্য তদ্ দিবসং চেতি হুত্বা দীপ্তং হুতাশনম্।
যুগমাত্রোদিতে সূর্য্যে কৃত্বা পৌর্বাহ্ণিকীঃ ক্রিয়াঃ ॥১০
ততঃ সর্বান্ দ্বিজান্ বৃদ্ধান্ শ্বশ্রূং শ্বশুরমেব চ।
অভিবাদ্যানুপূর্ব্যেণ প্রাঞ্জলির্নিয়তা স্থিতা ॥১১
অবৈধব্যাশিষস্তে তু সাবিত্র্যর্থং হিতাঃ শুভাঃ।
উচুস্তপস্বিনঃ সর্বে তপোবননিবাসিনঃ ॥১২
এবমস্ত্বিতি সাবিত্রী ধ্যানযোগপরায়ণা।
মনসা তা গিরঃ সর্বা প্রত্যগৃহ্ণাৎ তপস্বিনাম্ ॥১৩
তং কালং তং মুহূর্ত্তঞ্চ প্রতীক্ষন্তী নৃপাত্মজা।
যথোক্তং নারদবচশ্চিন্তয়ন্তী সুদুঃখিতা ॥১৪
ততস্তু শ্বশ্রূ-শ্বশুরাবূচতুস্তাং নৃপাত্মজাম্।
একান্তমাস্থিতাং বাক্যং প্রীত্যা ভরতসত্তম ॥১৫

দ্যুমৎসেন বলিলেন,—হে রাজকুমারি! তুমি অতি তীব্র ব্রত ধারণ করিয়াছ। তিন দিন অনাহারে থাকা অত্যন্ত কষ্টকর।৫

সাবিত্রী বলিলেন,—হে তাত! আপনি মনে দুঃখ করিবেন না। আমি এ ব্রত করিতে পারিব। আমি ইহা দৃঢ়নিশ্চয় করিয়াছি। কার্য্য করিবার বিষয়ে দৃঢ়নিশ্চয়ই সর্ব্ব প্রকার দুষ্কর কর্ম্ম সাধনের হেতু।৬

দ্যুমৎসেন বলিলেন,—'তুমি ব্রত ভঙ্গ কর' এ কথা আমি কখনও বলতে পারি না। "তুমি ব্রত করিতে সমর্থ হও" এই আশীর্ব্বচন বলাই আমাদের ন্যায় গুরুজনের কর্ত্তব্য।৭

মার্কণ্ডেয় বলিলেন,—এই কথা বলিয়া দ্যুমৎসেন মৌন অবলম্বন করিলেন। সাবিত্রী একস্থানে কাষ্ঠের ন্যায় অবস্থান করিতেছেন দেখা গেল।৮

ভরতশ্রেষ্ঠ! আগামী কল্য স্বামীর মৃত্যু হইবে এই কথা চিন্তা করিয়া অত্যন্ত দুঃখান্বিতা সাবিত্রীর সেই রাত্রি অতিবাহিত হইল।৯

"আজই সেই দিন" এই কথা মনে করিয়া সাবিত্রী সূর্য্যদেব উদিত হইয়া চারিহাত মাত্র উপরে উঠিতেই তাঁহার পূর্ব্বাহ্নে করণীয় কৃত্যসকল সম্পাদন করত (ব্রাহ্মণের দ্বারা) অগ্নিতে আহুতি দেওয়াইলেন।১০

অনন্তর তিনি বনমধ্যস্থ সকল বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ, শ্বশুর ও শাশুড়ীকে প্রণাম করত কৃতাঞ্জলি হইয়া অবস্থান করিলেন।১১

তখন তপোবননিবাসী সকল তপস্বীই সাবিত্রীর হিতকর 'তুমি অবৈধব্য লাভ কর' এইরূপ মঙ্গলময় আশীর্ব্বাদ করিলেন।১২

ধ্যানযোগপরায়ণা সাবিত্রী তপস্বিগণের সেই আশীর্ব্বাদ শ্রদ্ধার সহিত মনে মনে গ্রহণ করিলেন।১৩

নারদের কথা অনবরত চিন্তা করত রাজকন্যা সাবিত্রী সেই কাল ও মুহূর্ত্তের প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন এবং অতিশয় দুঃখে জর্জ্জরিতা হইয়া পড়িলেন।১৪

হে ভরতশ্রেষ্ঠ! তারপর সাবিত্রীর শ্বশুর ও শাশুড়ী একান্তে উপবিষ্টা সাবিত্রীকে আদরের সহিত বলিলেন।১৫

শ্বশুরাবূচতুঃ ।
ব্রতং যথোপদিষ্টং তু তথা তৎ পারিতং ত্বয়া ।
আহারকালঃ সম্প্রাপ্তঃ ক্রিয়তাং যদনন্তরম্ ॥১৬

সাবিত্র্যুবাচ ।
অস্তং গতে ময়াদিত্যে ভোক্তব্যং কৃতকাময়া ।
এষ মে হৃদি সঙ্কল্পঃ সময়শ্চ কৃতো ময়া ॥১৭

মার্কণ্ডেয় উবাচ ।
এবং সম্ভাষমাণায়াঃ সাবিত্র্যা ভোজনং প্রতি ।
স্কন্ধে পরশুমাদায় সত্যবান্ প্রস্থিতো বনম্ ॥১৮

সাবিত্রী ত্বাহ ভর্ত্তারং নৈকস্ত্বং গন্তুমর্হসি ।
সহ ত্বয়া গমিষ্যামি ন হি ত্বাং হাতুমুৎসহে ॥১৯

সত্যবানুবাচ ।
বনং ন গতপূর্ব্বং তে দুঃখঃ পন্থাশ্চ ভাবিনি ।
ব্রতোপবাসক্ষামা চ কথং পদ্ভ্যাং গমিষ্যসি ॥২০

সাবিত্র্যুবাচ ।
উপবাসান্ন মে গ্লানির্নাস্তি চাপি পরিশ্রমঃ ।
গমনে চ কৃতোৎসাহাং প্রতিষেদ্ধুং ন মার্হসি ॥২১

সত্যবানুবাচ ।
যদি তে গমনোৎসাহঃ করিষ্যামি তব প্রিয়ম্ ।
মম ত্বামন্ত্রয় গুরূন্ ন মাং দোষঃ স্পৃশেদয়ম্ ॥২২

মার্কণ্ডেয় উবাচ ।
সাভিবাদ্যাব্রবীৎ শ্বশ্রূং শ্বশুরঞ্চ মহাব্রতা ।
অয়ং গচ্ছতি মে ভর্ত্তা ফলাহারো মহাবনম্ ॥২৩

ইচ্ছেয়মভ্যনুজ্ঞাতা আর্য্যয়া শ্বশুরেণ হ ।
অনেন সহ নির্গন্তুং ন মেঽদ্য বিরহঃ ক্ষমঃ ॥২৪

গুর্ব্বগ্নিহোত্রার্থকৃতে প্রস্থিতশ্চ সুতস্তব ।
ন নিবার্য্যো নিবার্য্যঃ স্যাদন্যথা প্রস্থিতো বনম্ ॥২৫

শ্বশুর ও শাশুড়ী বলিলেন,—তুমি শাস্ত্রের উপদেশানুসারে যথাবিধি ব্রত তো পালন করিয়াছ, এখন আহারের সময় হইয়াছে, অতঃপর কর্ত্তব্য ব্রতের পারণস্বরূপ আহার কর ।১৬

সাবিত্রী বলিলেন,—সূর্য্যদেব অস্তমিত হইলে আমি ভোজন করিব এইরূপ কামনা করিয়াই আমি মনে মনে সঙ্কল্প ও শপথ করিয়াছি ।১৭

মার্কণ্ডেয় বলিলেন,—সাবিত্রী যখন ভোজন সম্বন্ধে এইরূপ কথাবার্ত্তা বলিতেছিলেন, তখন সত্যবান্ কুঠার লইয়া বনে যাইতেছিলেন ।১৮

তখন সাবিত্রী পতিকে বলিলেন,—তুমি একা আজ বনে যাইতে পারিবে না। আমি তোমার সঙ্গে যাইব। তোমাকে একাকী যাইতে দিতে আমি উৎসাহ বোধ করিতেছি না ।১৯

সত্যবান্ বলিলেন,—সুন্দরি! বনে তো পূর্ব্বে কখনও তুমি যাও নাই; বনের পথ অত্যন্ত কষ্টকর; তাহা ছাড়া তুমি উপবাসে অত্যন্ত দুর্ব্বল হইয়া পড়িয়াছ, তুমি কি করিয়া বনের মধ্যে হাঁটিয়া যাইবে ?২০

সাবিত্রী বলিলেন,—উপবাসে আমার কোন গ্লানি বা পরিশ্রম হয় নাই। তোমার সঙ্গে বনে যাইতে আমার খুব উৎসাহ হইতেছে, আমাকে নিষেধ করিও না ।২১

সত্যবান্ বলিলেন,—যদি তোমার গমনে এতই উৎসাহ থাকে, তবে আমি তোমার প্রীতির জন্য তোমাকে বাধা দিব না। কিন্তু তুমি এক কাজ কর, আমার পিতামাতার অনুমতি নাও, তাহা হইলে আমার আর কোন দোষ থাকিবে না ।২২

মার্কণ্ডেয় বলিলেন,—তখন উত্তমব্রতপালনকারিণী সাবিত্রী শ্বশুর ও শাশুড়ীকে প্রণাম করিয়া বলিলেন,—আমার স্বামী ফলাদি আনিবার জন্য গভীর বনে যাইতেছেন ।২৩

পূজনীয় শ্বশুর শাশুড়ী! আপনারা অনুমতি

সংবৎসরঃ কিঞ্চিদূনো ন নিষ্ক্রান্তাহমাশ্রমাৎ।
বনং কুসুমিতং দ্রষ্টুং পরং কৌতূহলং হি মে ॥২৬

দ্যুমৎসেন উবাচ।

যতঃ প্রভৃতি সাবিত্রী পিত্রা দত্তা স্নুষা মম।
নানয়াভ্যর্থনাযুক্তমুক্তপূর্বং স্মরাম্যহম্ ॥২৭

তদেষা লভতাং কামং যথাভিলষিতং বধূঃ।
অপ্রমাদশ্চ কর্ত্তব্যঃ পুত্রি সত্যবতঃ পথি ॥২৮

মার্কণ্ডেয় উবাচ।

উভাভ্যামভ্যনুজ্ঞাতা সা জগাম যশস্বিনী।
সহ ভর্ত্রা হসন্তীব হৃদয়েন বিদূয়তা ॥২৯

সা বনানি বিচিত্রাণি রমণীয়ানি সর্বশঃ।
ময়ূরগণজুষ্টানি দদর্শ বিপুলেক্ষণা ॥৩০

নদীঃ পুণ্যবহাশ্চৈব পুষ্পিতাংশ্চ নগোত্তমান্।
সত্যবানাহ পশ্যেতি সাবিত্রীং মধুরং বচঃ ॥৩১

নিরীক্ষমাণা ভর্ত্তারং সর্বাবস্থমনিন্দিতা।
মৃতমেব হি ভর্ত্তারং কালে মুনিবচঃ স্মরন্ ॥৩২

অনুব্রজন্তী ভর্ত্তারং জগাম মৃদুগামিনী।
দ্বিধেব হৃদয়ং কৃত্বা তঞ্চ কালমবেক্ষতী ॥৩৩

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং বনপর্বণি পতিব্রতামাহাত্ম্যপর্বণি সাবিত্র্যুপাখ্যানে ষণ্ণবত্যধিকদ্বিশততমোহধ্যায়ঃ॥২৯৬

করিলে আমিও তাঁহার সঙ্গে যাই। আজ ইঁহার ক্ষণকাল বিরহও আমার নিকট দুঃসহ বোধ হইতেছে।২৪

গুরু ও অগ্নিহোত্রের কার্য্যসাধন কাষ্ঠ কাটিবার জন্য আপনার পুত্র বনে যাইতেছেন, সুতরাং তাঁহাকে নিবারণ করাও সম্ভব নয়, তাহা ছাড়া অন্য কোন কার্য্যে গেলেও বা নিবারণ করা চলিত।২৫

এক বৎসর পূর্ণ হইতে অল্পক্ষণই বাকি আছে, আমি এই আশ্রম হইতে কোথাও যাই নাই; আজ কুসুমিত বনকে দর্শন করিতে আমার বড়ই কৌতূহল হইতেছে।২৬

দ্যুমৎসেন বলিলেন,—যতদিন হইতে আমার এই পুত্রবধূ আমার কাছে আসিয়াছে, ততদিন হইতে সে আমার নিকট কখনও একটীবারও কোন আবদার করিয়াছে বলিয়া আমার স্মরণ হইতেছে না।২৭

সুতরাং ইহার এই অভিলাষ পূর্ণ হউক। যাও মা, তুমি সত্যবানের সঙ্গে বনে যাও; কিন্তু পথে তাহার সহিত সর্ব্বদা প্রমাদশূন্য (সাবধান) হইয়াই অবস্থান করিবে।২৮

মার্কণ্ডেয় বলিলেন,—হৃদয়ে অত্যন্ত ব্যথিতা থাকিলেও যশস্বিনী সাবিত্রী শ্বশুর ও শাশুড়ী উভয়ের অনুমতি পাইয়া হাসিতে হাসিতে পতির সহিত বনে গমন করিলেন।২৯

সেই বিশালনয়না সাবিত্রী ময়ূরগণসেবিত রমণীয় বনসমূহের বিচিত্র শোভা দর্শন করিতে করিতে চলিলেন।৩০

সত্যবান্ মধুর ভাষায় সাবিত্রীকে বলিলেন,—"এই পুণ্যজলবাহিনী নদী ও পুষ্পিত বৃক্ষসমূহ দর্শন কর"।৩১

সতী সাধ্বী সাবিত্রী নিজ পতির সকল অবস্থা পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে নিরীক্ষণ করিতেছিলেন; কারণ, নারদের বাক্য স্মরণ করিয়া উঁহার এইরূপ নিশ্চয় হইয়া গিয়াছিল কি যে, সময় আসিলেই তাহার পতির মৃত্যু হইবে।৩২

সাবিত্রী যেন দুই হৃদয় লইয়া ভর্ত্তার অনুগমন করিতে লাগিলেন। এক হৃদয়ে তিনি পতির মৃত্যুর কথা চিন্তা করিয়া গ্লানি অনুভব করিতেছেন, অপর হৃদয়ে তিনি স্বামীর সহিত হাসিয়া কথা বলিতে লাগিলেন।৩৩

শ্রীমন্মহর্ষিবেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের বনপর্ব্বান্তর্গত পতিব্রতামাহাত্ম্যপর্ব্বে সাবিত্রী-উপাখ্যানবিষয়ক ষণ্ণবত্যধিকদ্বিশততমাধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।২৯৬

সপ্তনবত্যধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ।

[সাবিত্রী-যমসংলাপঃ, সন্তুষ্টস্য যমরাজস্য সাবিত্র্যৈ বরদানম্, সত্যবতো জীবনপ্রত্যর্পণম্, সত্যবৎ-সাবিত্র্যোঃ পরস্পরং কথোপকথনম্, আশ্রমং প্রতি প্রস্থানঞ্চ।]

মার্কণ্ডেয় উবাচ।

অথ ভার্য্যাসহায়ঃ স ফলান্যাদায় বীর্য্যবান্।
কঠিনং পূরয়ামাস ততঃ কাষ্ঠান্যপাটয়ৎ ॥১

তস্য পাটয়তঃ কাষ্ঠং স্বেদো বৈ সমজায়ত।
ব্যায়ামেন চ তেনাস্য জজ্ঞে শিরসি বেদনা ॥২

সোঽভিগম্য প্রিয়াং ভার্য্যামুবাচ শ্রমপীড়িতঃ।

সত্যবানুবাচ।

ব্যায়ামেন মমানেন জাতা শিরসি বেদনা ॥৩

অঙ্গানি চৈব সাবিত্রি হৃদয়ং দূয়তীব চ।
অস্বস্থমিব চাত্মানং লক্ষয়ে মিতভাষিণি ॥৪

শূলৈরিব শিরো বিদ্ধমিদং সংলক্ষয়াম্যহম্।
তৎ স্বপ্তুমিচ্ছে কল্যাণি ন স্থাতুং শক্তিরস্তি মে ॥৫

সা সমাসাদ্য সাবিত্রী ভর্ত্তারমুপগম্য চ।
উৎসঙ্গেঽস্য শিরঃ কৃত্বা নিষসাদ মহীতলে ॥৬

ততঃ সা নারদবচো বিমৃশন্তী তপস্বিনী।
তং মুহূর্ত্তং ক্ষণং বেলাং দিবসঞ্চ যুযোজ হ ॥৭

মুহূর্ত্তাদেব চাপশ্যৎ পুরুষং রক্তবাসসম্।
বদ্ধমৌলিং বপুষ্মন্তমাদিত্যসমতেজসম্ ॥৮

শ্যামাবদাতং রক্তাক্ষং পাশহস্তং ভয়াবহম্।
স্থিতং সত্যবতঃ পার্শ্বে নিরীক্ষন্তং তমেব চ ॥৯

তং দৃষ্ট্বা সহসোত্থায় ভর্ত্তুর্ন্যস্য শনৈঃ শিরঃ।
কৃতাঞ্জলিরুবাচার্ত্তা হৃদয়েন প্রবেপতী ॥১০

সপ্তনবত্যধিকদ্বিশততম অধ্যায়।

[সাবিত্রী ও যমের আলাপ, সন্তুষ্ট হইয়া যমরাজের সাবিত্রীকে বরদান, সত্যবানের জীবন প্রত্যর্পণ, সত্যবান্ ও সাবিত্রীর পরস্পর কথোপকথন এবং আশ্রম অভিমুখে প্রস্থান।]

মার্কণ্ডেয় বলিলেন,—অনন্তর বলবান্ সত্যবান্ পত্নীর সহিত ফলসমূহ আহরণ করিয়া একটী কাঠের টুকরী বোঝাই করিলেন; তারপর কাঠ কাটিতে লাগিলেন।১

কাঠ কাটিতে কাটিতে তাঁহার শরীর হইতে ঘাম ছুটিতে লাগিল এবং পরিশ্রমের ফলে তিনি মস্তকে বেদনা অনুভব করিতে লাগিলেন; তখন তিনি পরিশ্রান্ত ও বেদনাপীড়িত হইয়া পত্নীর নিকট আসিয়া বলিলেন।

সত্যবান্ বলিলেন,—এই কাষ্ঠকর্ত্তনের পরিশ্রমে আমি মস্তকে বেদনা অনুভব করিতেছি।২-৩

সাবিত্রি! আমি সমস্ত শরীরে ও হৃদয়ে পর্য্যন্ত ভয়ানক পীড়া অনুভব করিতেছি। হে মিতভাষিণি! আমি নিজেকে অত্যন্ত অসুস্থ লক্ষ্য করিতেছি।৪

আমার মনে হইতেছে কেহ আমার মস্তকে শূল বিদ্ধ করিতেছে। কল্যাণি! আমি আর দাঁড়াইয়া থাকিতে পারিতেছি না। আমি একটু ঘুমাইতে চাই।৫

তখন সাবিত্রী তাড়াতাড়ি স্বামীর নিকট গিয়া তাহার মস্তক নিজের কোলে রাখিয়া মাটিতে বসিয়া পড়িলেন।৬

তখন তিনি নারদের কথা স্মরণ করত গণিয়া দেখিলেন যে, ঠিক সেই দিন, সেই বেলা, সেই মুহূর্ত্ত ও সেইক্ষণ আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে।৭

এক মুহূর্ত্তের (দুইদণ্ড বা ৪৮ মিনিট) মধ্যেই তিনি দেখিলেন যে, মুকুটধারী, রক্তবস্ত্র পরিহিত, আদিত্যতুল্য জ্যোতির্ম্ময়, কৃষ্ণবর্ণ, আরক্তচক্ষু, ভয়াবহ

সাবিত্র্যুবাচ।

দৈবতং ত্বাভিজানামি বপুরেতদ্ধ্যমানুষম্।
কাময়া ব্রূহি দেবেশ কস্ত্বং কিঞ্চ চিকীর্ষসি ॥১১

যম উবাচ।

পতিব্রতাসি সাবিত্রি তথৈব চ তপোঽন্বিতা।
অতস্ত্বামভিভাষামি বিদ্ধি মাং ত্বং শুভে যমম্ ॥১২
অয়ং তে সত্যবান্ ভর্ত্তা ক্ষীণায়ুঃ পার্থিবাত্মজঃ।
নেষ্যামি তমহং বদ্ধ্বা বিদ্ধ্যেতন্মে চিকীর্ষিতম্ ॥১৩

সাবিত্র্যুবাচ।

শ্রূয়তে ভগবন্ দূতাস্তবাগচ্ছন্তি মানবান্।
নেতুং কিল ভবান্ কস্মাদাগতোঽসি স্বয়ং প্রভো ॥১৪

মার্কণ্ডেয় উবাচ।

ইত্যুক্তঃ পিতৃরাজস্তাং ভগবান্ স্বচিকীর্ষিতম্।
যথাবৎ সর্বমাখ্যাতুং তৎপ্রিয়ার্থং প্রচক্রমে ॥১৫
অয়ঞ্চ ধর্মসংযুক্তো রূপবান্ গুণসাগরঃ।
নার্হো মৎপুরুষৈর্নেতুমতোঽস্মি স্বয়মাগতঃ ॥১৬
ততঃ সত্যবতঃ কায়াৎ পাশবদ্ধং বশং গতম্।
অঙ্গুষ্ঠমাত্রং পুরুষং নিশ্চকর্ষ যমো বলাৎ ॥১৭
ততঃ সমুদ্ধৃতপ্রাণং গতশ্বাসং হতপ্রভম্।
নির্বিচেষ্টং শরীরং তদ্ বভূবাপ্রিয়দর্শনম্ ॥১৮
যমস্তু তং ততো বদ্ধ্বা প্রয়াতো দক্ষিণামুখঃ।
সাবিত্রী চৈব দুঃখার্ত্তা যমমেবান্বগচ্ছত।
নিয়মব্রতসংসিদ্ধা মহাভাগা পতিব্রতা ॥১৯

এক পুরুষ পাশহস্তে সত্যবানের নিকট আসিয়া তাঁহাকে নিরীক্ষণ করিতেছে।৮-৯

সেই পুরুষকে দর্শন করিয়া সাবিত্রী পতির মস্তক কোল হইতে ধীরে ধীরে নামাইয়া সহসা গাত্রোত্থান করত অন্তরে কাঁপিতে কাঁপিতে আর্ত্তস্বরে তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন।১০

সাবিত্রী বলিলেন,—আপনার এই অমানুষ শরীর দেখিয়া আপনাকে দেবতা বলিয়া মনে হইতেছে। দেবেশ্বর। আপনি কৃপা করিয়া বলুন, আপনি কে? এবং কি করিতে এখানে আসিয়াছেন?১১

যম বলিলেন,—হে সাবিত্রি। তুমি পতিব্রতা ও তপস্বিনী। সুতরাং তোমার সঙ্গে কথা বলিতেছি। হে শুভে। তুমি আমাকে যমরাজ বলিয়া জানিবে।১২

এই তোমার ভর্ত্তা রাজপুত্র সত্যবান্ ক্ষীণায়ু হইয়াছে; ইহাকে পাশবদ্ধ করিয়া লইয়া যাইতে আসিয়াছি।১৩

সাবিত্রী বলিলেন,— ভগবন্! শুনা যায় আপনার দূতগণ আসিয়া মানুষকে লইয়া যায়, কিন্তু হে প্রভো। আপনি স্বয়ং কেন আসিয়াছেন?১৪

মার্কণ্ডেয় বলিলেন,—সাবিত্রী এই কথা বলিলে তখন ভগবান্ পিতৃরাজ যম তাঁহার প্রীতির জন্য নিজের কর্ত্তব্য সব বলিতে আরম্ভ করিলেন।১৫

এই সত্যবান্ রূপবান্, গুণের সাগর এবং ধর্ম্মবলে বলীয়ান্; সুতরাং এ আমার দূতগণ কর্ত্তৃক নীত হইবার যোগ্য নহে, সুতরাং আমি স্বয়ংই ইহাকে লইতে আসিয়াছি।১৬

এই বলিয়া যম সত্যবানের শরীর হইতে পাশবদ্ধ অঙ্গুষ্ঠমাত্র বিবশ পুরুষকে বলপূর্ব্বক আকর্ষণ করিলেন।১৭

তখন প্রাণ নির্গত হওয়ায় শ্বাসহীন সেই দেহ প্রভা ও চেষ্টাশূন্য হইয়া দেখিতে অপ্রিয় কদাকার হইয়া উঠিল।১৮

যম তাহাকে পাশবদ্ধ করিয়া তাহাকে লইয়া দক্ষিণ দিকে চলিতে লাগিলেন। তখন নিয়মব্রত-

যম উবাচ।

নিবর্ত্ত গচ্ছ সাবিত্রি কুরুষ্বাস্যৌর্দ্ধ্বদেহিকম্।
কৃতং ভর্ত্তুস্ত্বয়ানৃণ্যং যাবদ্ গম্যং গতং ত্বয়া ॥২০

সাবিত্র্যুবাচ।

যত্র মে নীয়তে ভর্ত্তা স্বয়ং বা যত্র গচ্ছতি।
ময়া চ তত্র গন্তব্যমেষ ধর্ম্মঃ সনাতনঃ ॥২১
তপসা গুরুভক্ত্যা চ ভর্ত্তুঃ স্নেহাদ্ ব্রতেন চ।
তব চৈব প্রসাদেন ন মে প্রতিহতা গতিঃ ॥২২
প্রাহুঃ সাপ্তপদং মৈত্রং বুধাস্তত্ত্বার্থদর্শিনঃ।
মিত্রতাঞ্চ পুরস্কৃত্য কিঞ্চিদ্ বক্ষ্যামি তচ্ছৃণু ॥২৩
নানাত্মবন্তস্তু বনে চরন্তি
ধর্ম্মঞ্চ বাসঞ্চ পরিশ্রমঞ্চ।
বিজ্ঞানতো ধর্ম্মমুদাহরন্তি
তস্মাৎ সন্তো ধর্ম্মমাহুঃ প্রধানম্ ॥২৪
একস্য ধর্ম্মেণ সতাং মতেন
সর্ব্বে স্ম তং মার্গমনুপ্রপন্নাঃ।
মা বৈ দ্বিতীয়ং মা তৃতীয়ঞ্চ বাঞ্ছেৎ
তস্মাৎ সন্তো ধর্ম্মমাহুঃ প্রধানম্ ॥২৫

যম উবাচ।

নিবর্ত্ত তুষ্টোঽস্মি তবানয়া গিরা
স্বরাক্ষরব্যঞ্জনহেতুযুক্তয়া।
বরং বৃণীষ্বেহ বিনাস্য জীবিতং
দদানি তে সর্ব্বমনিন্দিতে বরম্ ॥২৬

কর্ষিতা মহাভাগ্যবতী পতিব্রতা সাবিত্রী দুঃখে অভিভূত হইয়া যমের পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিতে লাগিলেন।১৯

যম বলিলেন,—হে সাবিত্রি! তুমি ফিরিয়া যাও; তোমার স্বামীর ঔর্দ্ধদেহিক ক্রিয়াসকল (অন্ত্যেষ্টি সংস্কারাদি) সমাপন কর। পতির ঋণ হইতে তুমি মুক্ত হইয়াছ; পতির অনুগমন যতদূর পর্য্যন্ত করা উচিত, তাহা তুমি করিয়াছ; এখন তুমি ফিরিয়া যাও।২০

সাবিত্রী বলিলেন,—যেখানে আমার পতিকে আপনি লইয়া যাইতেছেন অথবা আপনি স্বয়ং যেখানে যাইতেছেন, আমারও সেইখানে যাওয়া কর্ত্তব্য; ইহাই সনাতন ধর্ম্ম।২১

তপস্যা, গুরুজনে ভক্তি, পতির স্নেহ, ব্রত এবং আপনার প্রসন্নতার প্রভাবে আমার গতি অপ্রতিহতা হইয়াছে; (সুতরাং আমি চলিতে কোন কষ্টবোধ করিতেছি না)।২২

তত্ত্বদর্শী বিদ্বান্‌গণ বলেন, কাহারও সহিত সাত পা পর্য্যন্ত গেলেই তাহার সহিত মিত্রতা হয়, সুতরাং আপনার সহিত সেই মিত্রতার বলে আপনাকে কিছু বলিব, শুনুন।২৩

যাঁহারা মনকে ও ইন্দ্রিয়গণকে বশীভূত করিতে পারেন নাই, তাঁহারা বনে বাস করিয়া ধর্ম্মপালন, গুরুকুলে বাস ও তপস্যা করিতে পারেন না; সংযতমনা পুরুষই ধর্ম্ম আচরণ করিতে পারেন। মহাপুরুষগণ বলেন—বিবেক বিচারে ধর্ম্মপ্রাপ্তি হয়, এইজন্য সাধুগণ ধর্ম্মকেই প্রধান বলিয়াছেন।২৪

যে কোন একটি বর্ণের (ব্রাহ্মণাদি জাতির) ধর্ম্ম সৎপুরুষ সম্মতভাবে পালন করিলে সকল লোকই সেই পথের অনুসরণ করিয়া কৃতার্থ হয়; সুতরাং দ্বিতীয় বা তৃতীয় মার্গের ইচ্ছা করা উচিত নয়; এইজন্য সাধুগণ ধর্ম্মকেই প্রধান বলিয়াছেন।২৫

যম বলিলেন,—হে অনিন্দিতে সাবিত্রি! তুমি ফিরিয়া যাও। তোমার স্বর, অক্ষর, ব্যঞ্জন এবং যুক্তিযুক্তসমন্বিত বাক্যদ্বারা আমি সন্তুষ্ট হইয়াছি। তুমি সত্যবানের প্রাণভিন্ন আর যে কোন বর চাহিয়া লও; আমি তোমাকে সব কিছুই প্রদান করিব।২৬

সাবিত্র্যুবাচ।

চ্যুতঃ স্বরাজ্যাদ্ বনবাসমাশ্রিতো
বিনষ্টচক্ষুঃ শ্বশুরো মমাশ্রমে।
স লব্ধচক্ষুর্বলবান্ ভবেন্নৃপ-
স্তব প্রসাদাজ্জ্বলনার্কসন্নিভঃ ॥২৭

যম উবাচ।

দদানি তেঽহং তমনিন্দিতে বরং
যথা ত্বয়োক্তং ভবিতা চ তৎ তথা।
তবাধ্বনা গ্লানিমিবোপলক্ষয়ে
নিবর্ত গচ্ছস্ব ন তে শ্রমো ভবেৎ ॥২৮

সাবিত্র্যুবাচ।

শ্রমঃ কুতো ভর্তৃসমীপতো হি মে
যতো হি ভর্তা মম সা গতির্ধ্রুবা।
যতঃ পতিং নেষ্যসি তত্র মে গতিঃ
সুরেশ ভূয়শ্চ বচো নিবোধ মে ॥২৯

সতাং সকৃৎসঙ্গতমীপ্সিতং পরং
ততঃ পরং মিত্রমিতি প্রচক্ষতে।
ন চাফলং সৎপুরুষেণ সঙ্গতং
ততঃ সতাং সন্নিবসেৎ সমাগমে ॥৩০

যম উবাচ।

মনোঽনুকূলং বুধবুদ্ধিবর্দ্ধনং
ত্বয়া যদুক্তং বচনং হিতাশ্রয়ম্।
বিনা পুনঃ সত্যবতোঽস্য জীবিতং
বরং দ্বিতীয়ং বরয়স্ব ভামিনি ॥৩১

সাবিত্র্যুবাচ।

হৃতং পুরা মে শ্বশুরস্য ধীমতঃ
স্বমেব রাজ্যং লভতাং স পার্থিবঃ।
জহ্যাৎ স্বধর্মং ন চ মে গুরুর্যথা
দ্বিতীয়মেতদ্ বরয়ামি তে বরম্ ॥৩২

সাবিত্রী বলিলেন,—আমার শ্বশুর চক্ষু হারাইয়া রাজ্যভ্রষ্ট হইয়াছেন এবং আশ্রমে বাস করিতেছেন। তিনি আপনার প্রভাবে পুনরায় চক্ষুলাভ করুন এবং বলবান্, সূর্য্য ও অগ্নিতুল্য তেজস্বী হউন।২৭

যম বলিলেন,—হে অনিন্দিতে! তোমার অভীষ্ট বর প্রদান করিলাম; তুমি যাহা চাহিয়াছ, তাহাই হইবে। তুমি পথশ্রমে ক্লান্ত হইয়াছ বলিয়া দেখিতে পাইতেছি। এবার তুমি ফিরিয়া যাও, যাহাতে তোমার আরও শ্রান্তি না হয়।২৮

সাবিত্রী বলিলেন,—স্বামীর কাছে থাকিয়া আমার আবার শ্রম কিসের? যেখানে আমার স্বামীর গতি, আমারও গতি সেইখানেই। যেখানে আমার পতিকে লইয়া যাইতেছেন, উহাই আমারও গন্তব্যস্থল। হে সুরেশ! পুনরায় আপনাকে আমি বলিতেছি, উহা শ্রবণ করুন।২৯

সৎপুরুষের সহিত একবার সঙ্গও ঈপ্সিত; কারণ, তাহাতেই তাঁহার সহিত মিত্রতা হয়, সৎসঙ্গ কখনও নিষ্ফল হয় না; অতএব সৎপুরুষের সঙ্গ লাভ করিলে সদা তাঁহার সহিতই বাস করিবে।৩০

যম বলিলেন,—তুমি যাহা বলিলে, তাহা হিতকর, আমার মনের অনুকূল এবং জ্ঞানিগণের জ্ঞানের বর্দ্ধক। সুতরাং হে ভামিনি! আমি তোমাকে দ্বিতীয় বর দিব; তুমি সত্যবানের জীবন ব্যতিরেকে যে কোন বর প্রার্থনা কর।৩১

সাবিত্রি বলিলেন,—আমার বুদ্ধিমান্ শ্বশুর তাঁহার পূর্ব্বের হৃত রাজ্য পুনরায় লাভ করুন এবং আমার পূজ্য গুরু (শ্বশুর) যেন স্বধর্ম্ম হইতে ভ্রষ্ট না হন—ইহাই আমার দ্বিতীয় বর।৩২

যম উবাচ।

স্বমেব রাজ্যং প্রতিপৎস্যতেঽচিরা-
ন চ স্বধর্মাৎ পরিহাস্যতে নৃপঃ।
কৃতেন কামেন ময়া নৃপাত্মজে
নিবর্ত্ত গচ্ছস্ব ন তে শ্রমো ভবেৎ ॥৩৩

সাবিত্র্যুবাচ।

প্রজাস্ত্বয়ৈতা নিয়মেন সংযতা
নিয়ম্য চৈতা নয়সে নিকামযা।
ততো যমত্বং তব দেব বিশ্রুতং
নিবোধ চেমাং গিরমীরিতাং ময়া ॥৩৪

অদ্রোহঃ সর্বভূতেষু কর্মণা মনসা গিরা।
অনুগ্রহশ্চ দানঞ্চ সতাং ধর্মঃ সনাতনঃ ॥৩৫

এবংপ্রায়শ্চ লোকোঽয়ং মনুষ্যাঃ শক্তিপেশলাঃ।
সন্তস্ত্বেবাপ্যমিত্রেষু দয়াং প্রাপ্তেষু কুর্বতে ॥৩৬

যম উবাচ।

পিপাসিতস্যেব ভবেদ্ যথা পয়-
স্তথা ত্বয়া বাক্যমিদং সমীরিতম্।
বিনা পুনঃ সত্যবতোঽস্য জীবিতং
বরং বৃণীষ্বেহ শুভে যদিচ্ছসি ॥৩৭

সাবিত্র্যুবাচ।

মমানপত্যঃ পৃথিবীপতিঃ পিতা
ভবেৎ পিতুঃ পুত্রশতং তথৌরসম্।
কুলস্য সন্তানকরঞ্চ যদ্ ভবেৎ
তৃতীয়মেতদ্ বরয়ামি তে বরম্ ॥৩৮

যম উবাচ।

কুলস্য সন্তানকরং সুবর্চসং
শতং সুতানাং পিতুরস্তু তে শুভে।
কৃতেন কামেন নরাধিপাত্মজে
নিবর্ত্ত দূরং হি পথস্ত্বমাগতা ॥৩৯

যম বলিলেন,—তোমার শ্বশুর রাজা দ্যুমৎসেন শীঘ্রই পুনরায় নিজরাজ্য অনায়াসে প্রাপ্ত হইবেন এবং তিনি কামনার বশীভূত হইয়াও কখনও স্বধর্ম্ম ত্যাগ করিবেন না। রাজকুমারি! আমার দ্বারা তোমার কামনা পূর্ণ হইয়াছে। এখন তুমি ফিরিয়া যাও, যাহাতে তোমার আরও পরিশ্রম না হয়।৩৩

সাবিত্রী বলিলেন,—হে দেব! আপনি এই সকল প্রজাকে লইয়া গিয়া নিয়মানুসারে সংযমের সহিত নিজের বশীভূত করিয়া রাখেন এবং পরে আপনি আপনার ইচ্ছানুযায়ী বিভিন্ন লোকে পাঠাইয়া দেন; এই জন্যই আপনার 'যম' এই নাম জগতে বিখ্যাত। অতঃপর আমি যাহা বলিব, তাহা শ্রবণ করুন।৩৪

কায়মনোবাক্যে কোন প্রাণীর প্রতি দ্রোহ না করা, সকলের উপর দয়াভাব রাখা ও দান করা ইহাই সৎপুরুষগণের সনাতন ধর্ম্ম।৩৫

এ সংসারে সকল লোকই প্রায় অল্পায়ু, বিশেষতঃ মনুষ্যগণ তো শক্তিহীন; কিন্তু আপনার ন্যায় সৎপুরুষগণ শরণাগত হইলে শত্রুর উপরও দয়া করিয়া থাকেন (সুতরাং আমার ন্যায় দীনা মানুষীকে আপনি দয়া কেন না করিবেন?)।৩৬

যম বলিলেন,—পিপাসিত ব্যক্তির নিকট জল যেমন প্রিয়, তোমার বাক্যগুলিও তেমনই প্রিয় বোধ হইতেছে। হে শুভে! তুমি সত্যবানের জীবন ভিন্ন অন্য যে কোন তৃতীয় অভীষ্ট বর গ্রহণ কর।৩৭

সাবিত্রী বলিলেন,—আমার পিতা রাজা হইয়াও পুত্রহীন, যেন তাঁহার ঔরসে শত পুত্র জন্মগ্রহণ করে, যাহারা তাঁহার কুলপরম্পরায় সন্তানধারা রক্ষা করিতে পারে—এই আমি এই তৃতীয় বর প্রার্থনা করিলাম।৩৮

সাবিত্র্যুবাচ।

ন দূরমেতন্মম ভর্ত্তৃসান্নিধ্যৌ
মনো হি মে দূরতরং প্রধাবতি।
অথ ব্রজন্নেব গিরং সমুদ্যতাং
ময়োচ্যমানাং শৃণু ভূয় এব চ ॥৪০

বিবস্বতস্ত্বং তনয়ঃ প্রতাপবাং-
স্ততো হি বৈবস্বত উচ্যসে বুধৈঃ।
সমেন ধর্ম্মেণ চরন্তি তাঃ প্রজা-
স্ততস্তবেহেশ্বর ধর্ম্মরাজতা ॥৪১

আত্মন্যপি ন বিশ্বাসস্তথা ভবতি সৎসু যঃ।
তস্মাৎ সৎসু বিশেষেণ সর্বঃ প্রণয়মিচ্ছতি ॥৪২

সৌহৃদাৎ সর্বভূতানাং বিশ্বাসো নাম জায়তে।
তস্মাৎ সৎসু বিশেষেণ বিশ্বাসং কুরুতে জনঃ ॥৪৩

যম উবাচ।

উদাহৃতং তে বচনং যদঙ্গনে
শুভে ন তাদৃক্ ত্বদৃতে শ্রুতং ময়া।
অনেন তুষ্টোঽস্মি বিনাস্য জীবিতং
বরং চতুর্থং বরয়স্ব গচ্ছ চ ॥৪৪

সাবিত্র্যুবাচ।

মমাত্মজং সত্যবতস্তথৌরসং
ভবেদুভাভ্যামিহ যৎ কুলোদ্বহম্।
শতং সুতানাং বলবীর্য্যশালিনা-
মিদং চতুর্থং বরয়ামি তে বরম্ ॥৪৫

যম উবাচ।

শতং সুতানাং বলবীর্য্যশালিনাং
ভবিষ্যতি প্রীতিকরং তবাবলে।
পরিশ্রমস্তে ন ভবেন্নৃপাত্মজে
নিবর্ত্ত দূরং হি পথস্ত্বমাগতা ॥৪৬

যম বলিলেন,—শুভে! তোমার পিতার তেজস্বী শত পুত্র হউক, যাহারা তোমার পিতার সন্তানধারা অবিচ্ছিন্ন রাখিবে। রাজকুমারি! তোমার এ কামনাও আমি পূরণ করিলাম। এবার তুমি ফিরিয়া যাও, তুমি অনেক পথ আসিয়াছ।৩৯

সাবিত্রী বলিলেন,—আমি স্বামীর নিকটে অবস্থিত থাকায় আমার কাছে ইহা দূরত্ব বলিয়াই মনে হইতেছে না। অনন্তর আপনার সঙ্গে যাইতে যাইতে আমি যে কথা বলিব, তাহা আপনি কৃপা করিয়া পুনরায় শ্রবণ করুন।৪০

আপনি বিবস্বান্ (সূর্য্য)-দেবের প্রতাপশালী পুত্র, এজন্য বিদ্বান্ পুরুষগণ আপনাকে বৈবস্বত বলিয়া থাকেন এবং আপনি ধর্ম্মানুসারে সমস্ত প্রজার উপর সমানভাবে আচরণ করেন, এজন্য আপনাকে ধর্ম্মরাজ বলা হয়।৪১

মানুষ নিজেকে সেরূপ বিশ্বাস করিতে পারে না, যেরূপ বিশ্বাস সে সজ্জনে করিয়া থাকে। এজন্য সজ্জনগণের সহিতই সকলে প্রণয় করিতে ইচ্ছা করে।৪২

সৌহার্দ্দবশতই সকল প্রাণীর পরস্পরের উপর বিশ্বাস জন্মে। সজ্জনগণের মধ্যে সেই সৌহার্দ্দভাব সর্ব্বদা থাকায় সকলে তাঁহাদিগকেই বিশ্বাস করে।৪৩

যম বলিলেন,—অঙ্গনে! যেমন মধুর কথা তুমি বলিতেছ, তুমি ভিন্ন আর কাহারও নিকট আমি এরূপ কথা শুনি নাই। কল্যাণি! এজন্য আমি খুবই সন্তুষ্ট হইয়াছি, তুমি সত্যবানের জীবন ভিন্ন যে কোন চতুর্থ বর চাহিয়া লও এবং ফিরিয়া যাও।৪৪

সাবিত্রী বলিলেন,—আমার গর্ভে ও পতি সত্যবানের ঔরসে বংশরক্ষক বলবীর্য্যশালী শত পুত্র জন্মলাভ করুক—এই আমি আপনার নিকট চতুর্থ

সাবিত্র্যুবাচ।

সতাং সদা শাশ্বতধর্মবৃত্তিঃ
সন্তো ন সীদন্তি ন চ ব্যথন্তি।
সতাং সদ্ভির্নাফলঃ সঙ্গমোঽস্তি
সদ্ভ্যো ভয়ং নানুবর্ত্তন্তি সন্তঃ ॥৪৭

সন্তো হি সত্যেন নয়ন্তি সূর্য্যং
সন্তো ভূমিং তপসা ধারয়ন্তি।
সন্তো গতির্ভূতভব্যস্য রাজন্
সতাং মধ্যে নাবসীদন্তি সন্তঃ ॥৪৮

আর্য্যজুষ্টমিদং বৃত্তমিতি বিজ্ঞায় শাশ্বতম্।
সন্তঃ পরার্থং কুর্ব্বাণা নাবেক্ষন্তি পরস্পরম্ ॥৪৯

ন চ প্রসাদঃ সৎপুরুষেষু মোঘো
ন চাপ্যর্থো নশ্যতি নাপি মানঃ।
যস্মাদেতন্নিয়তং সৎসু নিত্যং
তস্মাৎ সন্তো রক্ষিতারো ভবন্তি ॥৫০

যম উবাচ।

যথা যথা ভাষসি ধর্মসংহিতং
মনোঽনুকূলং সুপদং মহার্থবৎ।
তথা তথা মে ত্বয়ি ভক্তিরুত্তমা
বরং বৃণীষ্বাপ্রতিমং পতিব্রতে ॥৫১

সাবিত্র্যুবাচ।

ন তেঽপবর্গঃ সুকৃতাদ্ বিনাকৃত-
স্তথা যথান্যেষু বরেষু মানদ।
বরং বৃণে জীবতু সত্যবানয়ং
যথা মৃতা হ্যেবমহং পতিং বিনা ॥৫২

বর প্রার্থনা করিতেছি।৪৫

যম বলিলেন,—অবলে! তোমার প্রীতিকর বলবীর্য্যশালী শত পুত্র তোমার হইবে। রাজকুমারি! তুমি আর পরিশ্রম করিয়া আসিও না। এখন ফিরিয়া যাও। তুমি অনেক পথ চলিয়া আসিয়াছ।৪৬

সাবিত্রী বলিলেন,—সজ্জনগণ সদাই ধর্ম্মানুকূল আচরণ করিয়া থাকেন। সৎপুরুষগণ ধর্ম্মাচরণে কখনও অবসন্ন বা ব্যথিত হন না। সজ্জনগণের সহিত সজ্জনগণের সঙ্গ কখনও নিষ্ফল হয় না এবং সজ্জনগণ হইতে সজ্জনগণের কখনও ভয় হয় না।৪৭

সজ্জনগণই সত্যের দ্বারা সূর্য্যকে চালিত করেন, সজ্জনগণই তপস্যার দ্বারা পৃথিবীকে ধারণ করিয়া থাকেন। হে ধর্ম্মরাজ! সজ্জনগণই বর্ত্তমান, ভূত ও ভবিষ্যতের একমাত্র গতি এবং সজ্জনগণের মধ্যে থাকিয়া সজ্জন কখনও দুঃখ পান না।৪৮

সজ্জনগণের আচরিত এই সনাতন সদাচার —ইহা জানিয়া শ্রেষ্ঠপুরুষগণ পরোপকার করিয়া থাকে এবং পরস্পর একে অপরের স্বার্থের দিকে দৃষ্টিপাত করেন না।৪৯

সৎপুরুষগণের প্রসন্নতা কখনও বিফল হয় না। তাঁহাদের কৃপায় সজ্জনের মান ও অর্থ কখনও নষ্ট হয় না; যেহেতু এই গুণগুলি (প্রসন্নতা, অর্থ ও মান) সৎপুরুষগণের মধ্যে সর্ব্বদাই বর্ত্তমান থাকে; সেইজন্য সৎপুরুষগণ সকলেরই রক্ষাকর্ত্তা হন।৫০

যম বলিলেন,—পতিব্রতে! তুমি যেমন যেমন মধুর, ধর্ম্মানুকূল, মনোরম ও গূঢ়ার্থবিশিষ্ট কথাগুলি বলিতেছ, তোমার উপর আমার ঠিক তেমন তেমনই উত্তমা শ্রদ্ধা উৎপন্ন হইতেছে। অতএব তুমি আমার নিকট হইতে কোন উৎকৃষ্ট বর চাহিয়া লও।৫১

সাবিত্রী বলিলেন,—হে মানদ! আপনার প্রদত্ত আমার পুত্রপ্রাপ্তিরূপ অন্তিম বরটি পুণ্যময় দাম্পত্য-সংযোগ ব্যতীত সফল হইবে না। যেরূপে অন্য বরগুলি সিদ্ধ হইয়াছে, সেইরূপ এই বর সিদ্ধ হইবে

ন কাময়ে ভর্তৃবিনাকৃতা সুখং
ন কাময়ে ভর্তৃবিনাকৃতা দিবম্।
ন কাময়ে ভর্তৃবিনাকৃতা শ্রিয়ং
ন ভর্তৃহীনা ব্যবসামি জীবিতুম্ ॥৫৩

বরাতিসর্গঃ শতপুত্রতা মম
ত্বয়ৈব দত্তো হ্রিয়তে চ মে পতিঃ।
বরং বৃণে জীবতু সত্যবানয়ং
তবৈব সত্যং বচনং ভবিষ্যতি ॥৫৪

মার্কণ্ডেয় উবাচ।

তথেত্যুক্ত্বা তু তং পাশং মুক্ত্বা বৈবস্বতো যমঃ।
ধর্মরাজঃ প্রহৃষ্টাত্মা সাবিত্রীমিদমব্রবীৎ ॥৫৫

এষ ভদ্রে ময়া মুক্তো ভর্তা তে কুলনন্দিনি।
(তোষিতোঽহং ত্বয়া সাধ্বি বাক্যৈর্ধর্মার্থসংহিতৈঃ।)
অরোগস্তব নেয়শ্চ সিদ্ধার্থঃ স ভবিষ্যতি ॥৫৬

চতুর্বর্ষশতায়ুশ্চ ত্বয়া সার্ধমবাপ্স্যতি।
ইষ্ট্বা যজ্ঞৈশ্চ ধর্মেণ খ্যাতিং লোকে গমিষ্যতি ॥৫৭

ত্বয়ি পুত্রশতং চৈব সত্যবান্ জনয়িষ্যতি।
তে চাপি সর্বে রাজানঃ ক্ষত্রিয়াঃ পুত্রপৌত্রিণঃ ॥৫৮

খ্যাতাস্ত্বন্নামধেয়াশ্চ ভবিষ্যন্তীহ শাশ্বতঃ।
পিতুশ্চ তে পুত্রশতং ভবিতা তব মাতরি ॥৫৯

মালব্যাং মালবা নাম শাশ্বতাঃ পুত্রপৌত্রিণঃ।
ভ্রাতরস্তে ভবিষ্যন্তি ক্ষত্রিয়াস্ত্রিদশোপমাঃ ॥৬০

এবং তস্যৈ বরং দত্ত্বা ধর্মরাজঃ প্রতাপবান্।
নিবর্তয়িত্বা সাবিত্রীং স্বমেব ভবনং যযৌ ॥৬১

সাবিত্র্যপি যমে যাতে ভর্তারং প্রতিলভ্য চ।
জগাম তত্র যত্রাস্য ভর্তুঃ শাবং কলেবরম্ ॥৬২

না, সেইজন্য এই বর চাহিতেছি যে, আমার পতি এই সত্যবান জীবিত হউন, তাঁহাকে বিনা আমি মৃতের ন্যায় অবস্থান করিতেছি।৫২

আমি স্বামীকে ছাড়িয়া কোন ঐহিক সুখ চাহি না, অথবা স্বর্গও চাহি না; তাঁহাকে ছাড়িয়া কোনরূপ ঐশ্বর্য্য এমন কি আমি বাঁচিয়া থাকিতেও চাহি না।৫৩

আপনিই আমাকে বর দিলেন, 'আমার শতপুত্র হউক', অথচ আপনিই আমার পতিকে হরণ করিতেছেন, ইহা বড়ই অদ্ভুত মনে হইতেছে। সুতরাং আমি বর প্রার্থনা করিতেছি যে, সত্যবান্ জীবিত হউন, তাহা হইলে আপনার বাক্যও সত্য হইবে।৫৪

মার্কণ্ডেয় বলিলেন,—'তাহাই হউক' বলিয়া সূর্য্যতনয় ধর্ম্মরাজ যম সত্যবান্‌কে শাপমুক্ত করিয়া আনন্দিত হৃদয়ে এই কথা বলিলেন।৫৫

হে ভদ্রে! এই নাও আমি তোমার পতিকে আমি মুক্ত করিয়া দিলাম। সত্যবান্ কুলের আনন্দবর্দ্ধনকারিণি! (আমি তোমার ধর্ম্মার্থপূর্ণ-বাক্যে অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়াছি)। এই সত্যবান্ নীরোগ, সফল মনোরথ ও তোমাদ্বারা লইয়া যাইবার যোগ্য হইয়াছে।৫৬

তোমার সহিত এই সত্যবান্ চারিশত বৎসর বাঁচিয়া থাকিবে এবং যজ্ঞাদি অনুষ্ঠান করিয়া পৃথিবীতে খ্যাতিলাভ করিবে।৫৭

সত্যবান্ তোমাতে শতপুত্র উৎপাদন করিবে। সেইসব ক্ষত্রিয় রাজকুমার রাজা হইবে এবং পুত্র-পৌত্রশালী হইবে।৫৮

জগতে তোমারই নামে তাহারা শাশ্বতী কীর্ত্তি লাভ করিবে। তোমার মাতার গর্ভেও তোমার পিতার শতপুত্র জন্মলাভ করিবে।৫৯

তাহারা তোমার মাতা মালবীর গর্ভে জন্মলাভ করায় 'মালব' নামে বিখ্যাত হইবে। তোমার

সা ভূমৌ প্রেক্ষ্য ভর্ত্তারমুপসৃত্যোপগৃহ্য চ।
উৎসঙ্গে শির আরোপ্য ভূমাবুপবিবেশ হ ॥৬৩
সংজ্ঞাঞ্চ স পুনর্লব্ধ্বা সাবিত্রীমভ্যভাষত।
প্রোষ্যাগত ইব প্রেম্ণা পুনঃ পুনরুদীক্ষ্য বৈ ॥৬৪

সত্যবানুবাচ।

সুচিরং বত সুপ্তোঽস্মি কিমর্থং নাববোধিতঃ।
ক চাসৌ পুরুষঃ শ্যামো যোঽসৌ মাং সঞ্চকর্ষ হ ॥৬৫

সাবিত্র্যুবাচ।

সুচিরং ত্বং প্রসুপ্তোঽসি মমাঙ্কে পুরুষর্ষভ।
গতঃ স ভগবান্ দেবঃ প্রজাসংযমনো যমঃ ॥৬৬
বিশ্রান্তোঽসি মহাভাগ বিনিদ্রশ্চ নৃপাত্মজ।
যদি শক্যং সমুত্তিষ্ঠ বিগাঢ়াং পশ্য শর্ব্বরীম্ ॥৬৭

মার্কণ্ডেয় উবাচ।

উপলভ্য ততঃ সংজ্ঞাং সুখসুপ্ত ইবোত্থিতঃ।
দিশঃ সর্ব্বা বনান্তাংশ্চ নিরীক্ষ্যোবাচ সত্যবান্ ॥৬৮
ফলাহারোঽস্মি নিষ্ক্রান্তস্ত্বয়া সহ সুমধ্যমে।
ততঃ পাটয়তঃ কাষ্ঠং শিরসো মে রুজাভবৎ ॥৬৯
শিরোঽভিতাপসন্তপ্তঃ স্থাতুং চিরমশক্নুবন্।
তবোৎসঙ্গে প্রসুপ্তোঽস্মি ইতি সর্ব্বং স্মরে শুভে ॥৭০

ত্বয়োপগূঢ়স্য চ মে নিদ্রয়াপহৃতং মনঃ।
ততোঽপশ্যং তমো ঘোরং পুরুষঞ্চ মহৌজসম্ ॥৭১

তদ্ যদি ত্বং বিজানাসি কিং তদ্ ব্রূহি সুমধ্যমে।
স্বপ্নো মে যদি বা দৃষ্টো যদি বা সত্যমেব তৎ ॥৭২

ক্ষত্রিয় ভ্রাতারা পুত্রপৌত্রবিশিষ্ট এবং দেবগণের ন্যায় তেজস্বী হইবে।৬০

এইরূপে প্রতাপশালী ধর্ম্মরাজ সাবিত্রীকে বরদান করত তাহাকে ফিরাইয়া দিয়া নিজ ভবনে চলিয়া গেলেন।৬১

যম চলিয়া গেলে সাবিত্রীও পতিকে লাভ করত সেই স্থানে চলিয়া গেলেন, যেখানে সত্যবানের মৃতদেহ পড়িয়াছিল।৬২

তিনি পতিকে ভূমিতে পতিত দেখিয়া তাঁহার নিকট যাইয়া তাঁহার মস্তক নিজ কোলে লইলেন এবং মাটিতে বসিলেন।৬৩

পুনরায় জ্ঞানলাভ করিয়া সত্যবান্ প্রবাস হইতে আগত পুরুষের ন্যায় প্রেমের সহিত সাবিত্রীকে বারংবার দর্শন করিতে করিতে তাঁহাকে বলিলেন।৬৪

সত্যবান্ বলিলেন,—আমি অনেকক্ষণ ঘুমাইয়াছিলাম, তুমি আমাকে জাগাও নাই কেন? যে আমাকে বলপূর্ব্বক আকর্ষণ করিয়াছিল, সেই শ্যামবর্ণ পুরুষটী কোথায় গেল?৬৫

সাবিত্রী বলিলেন,—তুমি অনেকক্ষণ আমার কোলে ঘুমাইয়াছিলে। প্রজাগণের নিয়ন্তা ভগবান্ যমই সেই শ্যামবর্ণ পুরুষ, তিনি এখন চলিয়া গিয়াছেন।৬৬

মহাভাগ রাজপুত্র! তুমি অনেকক্ষণ বিশ্রাম করিয়াছ এবং তুমি নিদ্রাশূন্যও হইয়াছ। যদি উঠিতে পার, তবে উঠ; দেখ অনেক গভীর রাত্রি হইয়াছে।৬৭

মার্কণ্ডেয় বলিলেন,—অনন্তর সংজ্ঞা লাভ করিয়া সুখসুপ্ত ব্যক্তি যেমন জাগরিত হয়, তেমনই ভাবে জাগরিত হইয়া সকল দিক্ ও বনান্তসমূহ নিরীক্ষণ করত সত্যবান্ সাবিত্রীকে বলিলেন,—সুমধ্যমে! আমি ফলাদি আহরণ করিবার জন্য তোমার সহিত নির্গত হইয়াছিলাম; ফল আহরণ করিয়া কাঠ কাটিবার সময় আমার মাথায় ভয়ানক বেদনা হইতে লাগিল ৬৮-৬৯

শিরোবেদনায় অত্যন্ত কাতর হইয়া আমি দাঁড়াইয়া থাকিতে না পারিয়া তোমার কোলে মস্তক রাখিয়া ঘুমাইয়া পড়িলাম। হে শুভে! এ সব কথা আমার এখন স্মরণ হইতেছে।৭০

তমুবাচাথ সাবিত্রী রজনী ব্যবগাহতে।
শ্বস্তে সর্বে যথাবৃত্তমাখ্যাস্যামি নৃপাত্মজ ॥৭৩
উত্তিষ্ঠোত্তিষ্ঠ ভদ্রং তে পিতরৌ পশ্য সুব্রত।
বিগাঢ়া রজনী চেয়ং নিবৃত্তশ্চ দিবাকরঃ ॥৭৪
নক্তঞ্চরাশ্চরন্ত্যেতে হৃষ্টাঃ ক্রূরাভিভাষিণঃ।
শ্রূয়ন্তে পর্ণশব্দাশ্চ মৃগাণাং চরতাং বনে ॥৭৫
এতা ঘোরং শিবা নাদান্ দিশং দক্ষিণপশ্চিমাম্।
আস্থায় বিরুবন্ত্যুগ্রাঃ কম্পয়ন্ত্যো মনো মম ॥৭৬

সত্যবানুবাচ।

বনং প্রতিভয়াকারং ঘনেন তমসাবৃতম্।
ন বিজ্ঞাস্যসি পন্থানং গন্তুং চৈব ন শক্ষ্যসি ॥৭৭

সাবিত্র্যুবাচ।

অস্মিন্নদ্য বনে দগ্ধে শুষ্কবৃক্ষঃ স্থিতো জ্বলন্।
বায়ুনা ধম্যমানোঽত্র দৃশ্যতেঽগ্নিঃ ক্বচিৎ ক্বচিৎ ॥৭৮

ততোঽগ্নিমানয়িত্বেহ জ্বালয়িষ্যামি সর্বতঃ।
কাষ্ঠানীমানি সন্তীহ জহি সন্তাপমাত্মনঃ ॥৭৯

যদি নোৎসহসে গন্তুং সরুজং ত্বাং হি লক্ষয়ে।
ন চ জ্ঞাস্যসি পন্থানং তমসা সংবৃতে বনে ॥৮০

শ্বঃ প্রভাতে বনে দৃশ্যে যাস্যাবোঽনুমতে তব।
বসাবেহ ক্ষপামেকাং রুচিতং যদি তেঽনঘ ॥৮১

তোমার অঙ্গস্পর্শে আমার মন নিদ্রায় অভিভূত হইল এবং তাহার পরই আমি সব অন্ধকারাচ্ছন্ন দেখিতে লাগিলাম। ইহার কিছুক্ষণ পরে সেই শ্যামবর্ণ জ্যোতির্ময় পুরুষকে দর্শন করিলাম।৭১

হে সুমধ্যমে! তুমি যদি জান, তবে সত্য করিয়া বল; আমি যাহা দেখিলাম, তাহা কি স্বপ্ন না সত্য?৭২

সাবিত্রী তাঁহাকে বলিলেন,—হে রাজপুত্র! এখন আশ্রমে চল; রাত্রি অনেক হইয়াছে; আগামী কল্য আমি তোমাকে যাহা হইয়াছে, তাহা সব বলিব।৭৩

সুব্রত! তোমার কল্যাণ হউক, তুমি তাড়াতাড়ি উঠ, তোমার পিতামাতাকে দর্শন কর; ঘোর রাত্রি হইয়াছে, সূর্য্যদেব অনেকক্ষণ অস্তমিত হইয়াছেন।৭৪

ক্রূরশব্দকারী নিশাচরসমূহ হৃষ্টান্তঃকরণে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে, ঐ শুন, বনে বিচরণকারী পশুগণের পায়ের শব্দ শুনা যাইতেছে।৭৫

এই শিবাগণ ঘোর শব্দ করিয়া দক্ষিণ ও পশ্চিম দিকে যাইয়া আরও ভয়ঙ্কর শব্দ করিতেছে। তাহাদের এই স্বরে আমার হৃদয় কম্পিত হইতেছে।৭৬

সত্যবান্ বলিলেন,—বন যেরূপ অন্ধকারাচ্ছন্ন হইয়া ঘোরতর ধারণ করিয়াছে, তাহাতে তুমি পথ চিনিতে পারিবে না এবং যাইতেও সমর্থ হইবে না।৭৭

সাবিত্রী বলিলেন,—এই বনে আজ আগুন লাগিয়াছিল। ঐ দেখ একটি শুষ্কবৃক্ষ এখনও জ্বলিতেছে। বায়ুর দ্বারা প্রজ্বলিত হইয়া ঐ আগুন কোথাও কোথাও দেখা যাইতেছে।৭৮

এখানে এই যে কাঠগুলি রহিয়াছে, ঐ আগুন আনিয়া ঐগুলিকে জ্বালাইয়া দিব। তুমি নিজ চিন্তা দূর কর।৭৯

আমি তোমাকে এখনও রুগ্ন মনে করিতেছি, সেইজন্য যদি যাইতে সাহস না কর, কিংবা এই অন্ধকারাবৃত বনে পথ চিনিতে পারিবে না মনে কর, তবে তোমার যদি অনুমতি হয়, তাহা হইলে যখন স্পষ্টভাবে বনের সব কিছু দেখিতে পাইব, তখন কাল সকাল বেলায় আমরা দুইজনে যাইব। হে নিষ্পাপ! যদি তোমার ইহাই রুচিকর হয়, তবে একরাত্রি আমরা এই বনে বাস করিব।৮০-৮১

সত্যবানুবাচ।
শিরোরুজা নিবৃত্তা মে স্বস্থান্যঙ্গানি লক্ষয়ে।
মাতাপিতৃভ্যামিচ্ছামি সঙ্গমং ত্বৎপ্রসাদজম্ ॥৮২
ন কদাচিদ্ বিকালং হি গতপূর্ব্বোময়াশ্রমঃ।
অনাগতায়াং সন্ধ্যায়াং মাতা মে প্ররুণদ্ধি মাম্ ॥৮৩
দিবাপি ময়ি নিষ্ক্রান্তে সন্তপ্যেতে গুরুর্মম।
বিচিনোতি হি মাং তাতঃ সহৈবাশ্রমবাসিভিঃ ॥৮৪
মাত্রা পিত্রা চ সুভৃশং দুঃখিতাভ্যামহং পুরা।
উপালব্ধশ্চ বহুশশ্চিরেণাগচ্ছসীতি হ ॥৮৫
কা ত্ববস্থা তয়োরদ্য মদর্থমিতি চিন্তয়ে।
তয়োরদৃশ্যে ময়ি চ মহদ্ দুঃখং ভবিষ্যতি ॥৮৬
পুরা মামূচতুশ্চৈব রাত্রাবস্রায়মাণকৌ।
ভৃশং সুদুঃখিতৌ বৃদ্ধৌ বহুশঃ প্রীতিসংযুতৌ ॥৮৭
ত্বয়া হীনৌ ন জীবাব মুহূর্ত্তমপি পুত্রক।
যাবদ্ ধরিষ্যসে পুত্র তাবন্নৌ জীবিতং ধ্রুবম্ ॥৮৮
বৃদ্ধয়োরন্ধয়োর্দৃষ্টিত্বয়ি বংশঃ প্রতিষ্ঠিতঃ।
ত্বয়ি পিণ্ডশ্চ কীর্তিশ্চ সন্তানং চাবয়োরিতি ॥৮৯
মাতা বৃদ্ধা পিতা বৃদ্ধস্তয়োর্যষ্টিরহং কিল।
তৌ রাত্রৌ মামপশ্যন্তৌ কামবস্থাং গমিষ্যতঃ ॥৯০
নিদ্রায়াশ্চাভ্যসূয়ামি যস্যা হেতোঃ পিতা মম।
মাতা চ সংশয়ং প্রাপ্তা মৎকৃতেঽনপকারিণী ॥৯১

সত্যবান্ বলিলেন আমার শিরোবেদনা নিবৃত্ত হইয়াছে এবং অঙ্গ সকলও সুস্থই মনে হইতেছে। আজ তোমার কৃপাপ্রসাদে আমি আমার মাতা-পিতার সহিত মিলিত হইতে চাই।৮২

আমি কখনও পূর্ব্বে অসময়ে আশ্রমে ফিরি নাই। সন্ধ্যা হইতে না হইতেই মা আমাকে রুদ্ধ করিয়া রাখেন অর্থাৎ বাহিরে যাইতে দেন না; (সুতরাং তোমার সাহায্যে আমি মাতা ও পিতার দর্শন করিতে ইচ্ছা করি)।৮৩

দিনের বেলাতেও আমি যদি বাহিরে কোথাও দূরে চলিয়া যাই, তবে আমার মাতা ও পিতা উদ্বিগ্ন হইয়া পড়েন। সকল আশ্রমবাসীর সহিত মিলিয়া আমাকে খুঁজিতে থাকেন।৮৪

তুমি বিলম্ব করিয়া কেন আসিতেছ এইরূপ বলিয়া আমার মা ও বাবা অত্যন্ত দুঃখিত হইয়া আমাকে পূর্ব্বে অনেকবার তিরস্কার করিয়াছেন।৮৫

আমি চিন্তা করিতেছি, আমাকে না দেখিয়া আমার জন্য তাঁহাদের এতক্ষণ কি অবস্থা হইয়াছে। আমাকে না দেখিলে তাঁহাদের ভয়ানক কষ্ট হইবে।৮৬

পূর্ব্বের কথা মনে হইতেছে, আমাকে যথাসময়ে আমার বৃদ্ধ বাবা ও মা দুঃখিত হইয়া কাঁদিতে কাঁদিতে অত্যন্ত প্রীতির সহিত বলিয়াছেন।৮৭

হে পুত্র! তোমাকে ছাড়া আমরা এক মুহূর্ত্তও জীবিত থাকিব না। বৎস! তুমি যতক্ষণ বাঁচিয়া আছ, ততক্ষণই আমরাও নিশ্চয় বাঁচিয়া থাকিব ৮৮

বৃদ্ধ আমরা দুজনই অন্ধ, আজ আমাদের দুইজনের বংশের প্রতিষ্ঠা, পিণ্ড, কীর্ত্তি ও বংশধর সন্তান সব তোমার উপরেই নির্ভর করিতেছে।৮৯

মাতা ও পিতা উভয়েই বৃদ্ধ, উভয়েরই যষ্টিস্বরূপ আমি; রাত্রিতে আমাকে না দেখিলে তাঁহাদের যে কি অবস্থা হইবে, তাহা আমি বুঝিতে পারিতেছি না।৯০

আমার এখন আমার নিদ্রার উপরেই দ্বেষ হইতেছে, যাহার জন্য আমার মা ও বাবা আমাকে না দেখিয়া সংশয়াকুল হইয়া চিন্তা করিবেন।৯১

অহঞ্চ সংশয়ং প্রাপ্তঃ কৃচ্ছ্রামাপদমাস্থিতঃ।
মাতাপিতৃভ্যাং হি বিনা নাহং জীবিতুমুৎসহে ॥৯২

ব্যক্তমাকুলয়া বুদ্ধ্যা প্রজ্ঞাচক্ষুঃ পিতা মম।
একৈকমস্যাং বেলায়াং পৃচ্ছত্যাশ্রমবাসিনম্ ॥৯৩

নাত্মানমনুশোচামি যথাহং পিতরং শুভে।
ভর্ত্তারং চাপ্যনুগতাং মাতরং পরিদুর্বলাম্ ॥৯৪

মৎকৃতেন হি তাবদ্য সন্তাপং পরমেষ্যতঃ।
জীবন্তাবনুজীবামি ভর্ত্তব্যৌ তৌ ময়েতি হ ॥৯৫

তয়োঃ প্রিয়ং মে কর্ত্তব্যমিতি জানামি চাপ্যহম্।

মার্কণ্ডেয় উবাচ।

এবমুক্ত্বা স ধর্মাত্মা গুরুভক্তো গুরুপ্রিয়ঃ ॥৯৬

ঐ কষ্টকর বিপদাবস্থা প্রাপ্ত হইয়া আজ আমারও জীবন সংশয় অবস্থায় হইয়াছিল সত্য; কিন্তু আমি আজ মা বাবাকে না দেখিয়া বাঁচিয়া থাকিতে চাহি না।৯২

আমার স্পষ্টই মনে হইতেছে যে, আমার প্রজ্ঞাচক্ষু (অন্ধ) পিতা এতক্ষণ আমাকে না দেখিয়া উদ্বিগ্নচিত্তে আশ্রমবাসী প্রত্যেক মানুষকে আমার কথা জিজ্ঞাসা করিতেছেন।৯৩

শুভে! আমি নিজের জন্য তেমন দুঃখ করি না, যেমন আমার অন্ধ পিতা ও স্বামীর অনুগতা ও অত্যন্ত দুর্ব্বলা আমার মাতার জন্য করি।৯৪

আমার জন্য আজ তাঁহারা অত্যন্ত সন্তপ্ত হইবেন। আমারই ভরণীয় ও পোষণীয় তাঁহারা বাঁচিয়া থাকিলেই আমি বাঁচিয়া থাকিব। আমিও এইমাত্র জানি যে, তাঁহাদের প্রিয় আমাকে করিতে হইবে।

মার্কণ্ডেয় বলিলেন,—এই কথা বলিয়া পিতৃভক্ত

উচ্ছ্রিত্য বাহু দুঃখার্ত্তঃ সুস্বরং প্ররুরোদ হ।
ততোঽব্রবীৎ তথা দৃষ্ট্বা ভর্ত্তারং শোককর্শিতম্ ॥৯৭

প্রমৃজ্যাশ্রূণি নেত্রাভ্যাং সাবিত্রী ধর্মচারিণী।
যদি মেঽস্তি তপস্তপ্তং যদি দত্তং হুতং যদি ॥৯৮

শ্বশ্রূ-শ্বশুর-ভর্ত্তৄণাং মম পুণ্যাস্তু শর্বরী।
ন স্মরাম্যুক্তপূর্ব্বং বৈ স্বৈরেষ্বপ্যনৃতাং গিরম্ ॥৯৯

তেন সত্যেন তাবদ্য ধ্রিয়েতাং শ্বশুরৌ মম।

সত্যবানুবাচ।

কাময়ে দর্শনং পিত্রোর্যাহি সাবিত্রি মা চিরম্ ॥১০০

(অপি নাম গুরূ তৌ হি পশ্যেয়ং ধ্রীয়মাণকৌ।)
পুরা মাতুঃ পিতুর্বাপি যদি পশ্যামি বিপ্রিয়ম্।
ন জীবিষ্যে বরারোহে সত্যেনাত্মানমালভে ॥১০১

ও পিতার প্রিয় ধর্ম্মাত্মা সত্যবান্ দুই হাত উঠাইয়া উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিতে লাগিলেন।

তখন ধর্ম্মচারিণী সাবিত্রী স্বামীকে শোকার্ত্ত দেখিয়া তাঁহার দুই চোখ হইতে জল মুছাইয়া দিয়া বলিলেন,—যদি আমি একটুও তপস্যা, দান ও হোম করিয়া থাকি, তবে আমার শ্বশুর, শাশুড়ী ও স্বামীর পক্ষে এই রাত্রি পুণ্যময়ী হউক।

আমি পূর্ব্বে কখনও উপহাসচ্ছলেও মিথ্যা কথা বলি নাই। এই সত্যের বলে আমি আজ বলিতেছি যে, এই রাত্রে আমার শ্বশুর শাশুড়ী জীবনধারণ করিবেন।

সত্যবান্ বলিলেন,—হে সাবিত্রি! আমি পিতা-মাতার দর্শন করিতে চাই; তুমি শীঘ্র উঠিয়া চল; বিলম্ব করিও না।৯৫-১০০

হে বরারোহে! আমি পূর্ব্বেই শপথ করিয়া বলিতেছি, যদি আমি গিয়া দেখি যে পিতামাতার অপ্রিয় হইয়াছে, তাহা হইলে আমি জীবন রাখিব না।১০১

যদি ধর্ম্মে চ তে বুদ্ধির্মাং চেজ্জীবন্তমিচ্ছসি।
মম প্রিয়ং বা কর্ত্তব্যং গচ্ছাবাশ্রমমন্তিকাৎ ॥১০২

মার্কণ্ডেয় উবাচ।

সাবিত্রী তত উত্থায় কেশান্ সংযম্য ভাবিনী।
পতিমুত্থাপয়ামাস বাহুভ্যাং পরিগৃহ্য বৈ ॥১০৩
উত্থায় সত্যবাংশ্চাপি প্রমৃজ্যাঙ্গানি পাণিনা।
সর্ব্বা দিশঃ সমালোক্য কঠিনে দৃষ্টিমাদধে ॥১০৪
তমুবাচাথ সাবিত্রী শ্বঃ ফলানি হরিষ্যসি।
যোগক্ষেমার্থমেতং তে নেষ্যামি পরশুং ত্বহম্ ॥১০৫
কৃত্বা কঠিনভারং সা বৃক্ষশাখাবলম্বিনম্।
গৃহীত্বা পরশুং ভর্ত্তুঃ সকাশে পুনরাগমৎ ॥১০৬
বামে স্কন্ধে তু বামোরূর্ভর্ত্তুর্বাহুং নিবেশ্য চ।
দক্ষিণেন পরিষ্বজ্য জগাম গজগামিনী ॥১০৭

সত্যবানুবাচ।

অভ্যাসগমনাদ্ ভীরু পন্থানো বিদিতা মম।
বৃক্ষান্তরালোকিতয়া জ্যোৎস্নয়া চাপি লক্ষয়ে ॥১০৮
আগতৌ স্বঃ পথা যেন ফলান্যবচিতানি চ।
যথাগতং শুভে গচ্ছ পন্থানং মা বিচারয় ॥১০৯
পলাশখণ্ডে চৈতস্মিন্ পন্থা ব্যাবর্ত্ততে দ্বিধা।
তস্যোত্তরেণ যঃ পন্থাস্তেন গচ্ছ ত্বরস্ব চ ॥১১০
স্বস্থোঽস্মি বলবানস্মি দিদৃক্ষুঃ পিতরাবুভৌ।

মার্কণ্ডেয় উবাচ।

ব্রুবন্নেবং ত্বরাযুক্তঃ সম্প্রায়াদাশ্রমং প্রতি ॥১১১

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং বনপর্ব্বণি পতিব্রতামাহাত্ম্যপর্ব্বণি সাবিত্র্যুপাখ্যানে সপ্তনবত্যধিক-দ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ ॥২৯৭

যদি তোমার ধর্ম্মে মতি থাকে এবং আমাকে জীবিত দেখিতে চাও, যদি আমার প্রিয় করাই তোমার অভিপ্রেত হয়, তবে চল আমরা এখনই আশ্রমে যাই।১০২

মার্কণ্ডেয় বলিলেন,—সাবিত্রী তখন উঠিয়া নিজ কেশ বাঁধিয়া লইলেন এবং দুই বাহুতে পতিকে ধরিয়া উঠাইলেন।১০৩

সত্যবান্‌ও উঠিয়া নিজ শরীর ঝাড়িয়া ফেলিয়া সবদিকে একবার তাকাইয়া লইলেন, তৎপর সেই ঝুড়ির দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করিলেন।১০৪

তখন সাবিত্রী বলিলেন,—ফলগুলি তুমি আগামী কল্য লইয়া যাইও; আমি যোগক্ষেমের সাধনীভূত এই কুঠারটীকে লইয়া যাই।১০৫

এই বলিয়া তিনি ফলের ঝুড়িটী বৃক্ষশাখায় ঝুলাইয়া রাখিয়া পরশু লইয়া ভর্ত্তার নিকট ফিরিয়া আসিলেন।১০৬

সেই বামোরু সাবিত্রী স্বামীর বাম বাহুটি নিজ বাম স্কন্ধে রাখিয়া ডান হাতে স্বামীকে ধরিয়া গজেন্দ্রগমনে চলিতে লাগিলেন।১০৭

সত্যবান্ বলিলেন,—হে ভীরু! নিত্য যাওয়া-আসার অভ্যাস থাকায় পথ আমার অত্যন্ত পরিচিত। বৃক্ষের অন্তরালস্থিত জ্যোৎস্নায় আমি পথও দেখিতে পাইতেছি।১০৮

শুভে! যে পথে আসিয়া আমরা ফল পাড়িয়াছিলাম, সেই পথ দিয়াই যেমন আসিয়াছিলে তেমনই অবিচারে চলিতে থাক।১০৯

পলাশবনের মধ্যে গিয়া এই পথ দ্বিধা বিভক্ত হইবে; সেখানে গিয়া উত্তরের দিকের পথে চলিবে; তাড়াতাড়ি চল। আমি এখন সুস্থ হইয়াছি, পিতামাতাকে দেখিবার জন্য মন ছটফট করিতেছে। মার্কণ্ডেয় বলিলেন,—এইরূপ বলিতে বলিতে তাড়াতাড়ি তাঁহারা আশ্রম অভিমুখে চলিতে লাগিলেন।১১০-১১১

শ্রীমন্মহর্ষিবেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের বনপর্ব্বান্তর্গত পতিব্রতামাহাত্ম্যপর্ব্বে সাবিত্রী-উপাখ্যানবিষয়ক সপ্তনবত্যধিকদ্বিশততমাধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।২৯৭

অষ্টনবত্যধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ।

[সত্যবতে সপত্নীক-দ্যুমৎসেনস্য চিন্তা, ঋষীণাং তাভ্যামাশ্বাসদানম্, সাবিত্রী-সত্যবতোরাগমনম্, সাবিত্র্যা বিলম্বকারণবর্ণনঞ্চ।]

মার্কণ্ডেয় উবাচ।

এতস্মিন্নেব কালে তু দ্যুমৎসেনো মহাবলঃ।
লব্ধচক্ষুঃ প্রসন্নায়াং দৃষ্ট্যাং সর্বং দদর্শ হ ॥১

স সর্বানাশ্রমান্ গত্বা শৈব্যয়া সহ ভার্য্যয়া।
পুত্রহেতোঃ পরামার্ত্তিং জগাম ভরতর্ষভ ॥২

তাবাশ্রমান্ নদীশ্চৈব বনানি চ সরাংসি চ।
তস্যাং নিশি বিচিন্বন্তৌ দম্পতী পরিজগ্মতুঃ ॥৩

শ্রুত্বা শব্দং তু যং কঞ্চিদুন্মুখৌ সুতশঙ্কয়া।
সাবিত্রীসহিতোঽভ্যেতি সত্যবানিত্যধাবতাম্ ॥৪

ভিন্নৈশ্চ পরুষৈঃ পাদৈঃ সব্রণৈঃ শোণিতোক্ষিতৈঃ
কুশ-কণ্টকবিদ্ধাঙ্গাবুন্মত্তাবিব ধাবতঃ ॥৫

ততোঽভিসৃত্য তৈর্বিপ্রৈঃ সর্বৈরাশ্রমবাসিভিঃ।
পরিবার্য্য সমাশ্বাস্য তাবানীতৌ স্বমাশ্রমম্ ॥৬

তত্র ভার্য্যাসহায়ঃ স বৃতো বৃদ্ধৈস্তপোধনৈঃ।
আশ্বাসিতোঽপি চিত্রার্থৈঃ পূর্বরাজ্ঞাং কথাশ্রয়ৈঃ ॥৭

ততস্তৌ পুনরাশ্বস্তৌ বৃদ্ধৌ পুত্রদিদৃক্ষয়া।
বাল্যবৃত্তানি পুত্রস্য স্মরন্তৌ ভৃশদুঃখিতৌ ॥৮

পুনরুক্ত্বা চ করুণাং বাচং তৌ শোককর্শিতৌ।
হা পুত্র হা সাধ্বি বধূঃ ক্বাসি ক্বাসীত্যরোদতাম্।
ব্রাহ্মণঃ সত্যবাক্ তেষামুবাচেদং তয়োর্বচঃ ॥৯

অষ্টনবত্যধিকদ্বিশততম

[সত্যবানের জন্য পত্নীসহিত দ্যুমৎসেনের চিন্তা, তাঁহাদিগকে ঋষিগণের আশ্বাসদান, সাবিত্রী ও সত্যবানের আগমন এবং সাবিত্রীকর্তৃক বিলম্বের সমস্ত কারণ বর্ণন।]

মার্কণ্ডেয় বলিলেন,—এই অবসরে মহাবলশালী দ্যুমৎসেন তাঁহার দৃষ্টি ফিরাইয়া পাইলেন এবং প্রসন্ন-নয়নে সব কিছুই দেখিতে লাগিলেন।১

হে ভরতর্ষভ! তিনি সমস্ত আশ্রমে পত্নী শৈব্যার সহিত পুত্রের জন্য অত্যন্ত পীড়িত হইয়া অন্বেষণ করিতে লাগিলেন।২

তাঁহারা উভয়ে সকল আশ্রম, নদী, বন ও সরোবর সেই রাত্রিতে তন্ন তন্ন করিয়া খুঁজিয়া বেড়াইতে লাগিলেন।৩

কোন শব্দ শুনিলেই তাঁহারা পুত্রের পদশব্দ মনে করিয়া উন্মুখ হইয়া সাবিত্রীর সহিত সত্যবান্ আসিতেছে এই কথা বলিতে লাগিলেন।৪

কুশ ও কণ্টকাদিতে তাঁহাদের পা ক্ষত-বিক্ষত হইয়া রক্ত পড়িতে লাগিল, তথাপি তাঁহারা উন্মত্তের ন্যায় উভয়ে ইতস্ততঃ ছুটাছুটি করিতে লাগিলেন।৫

তখন আশ্রমবাসী ব্রাহ্মণগণ তাঁহাদের দুইজনকে ঘিরিয়া আশ্বাস দিতে দিতে নিজ আশ্রমে লইয়া গেলেন।৬

অনন্তর ভার্য্যার সহিত বৃদ্ধ রাজাকে ব্রাহ্মণেরা পূর্ব্বরাজগণের বিচিত্র কাহিনী বর্ণনা দিয়া আশ্বাস দিতে লাগিলেন। ইহাতে তাঁহারা কিছুক্ষণের জন্য আশ্বস্ত হইলেও পুত্রের দর্শনেচ্ছায় তাহার বাল্য-কথা স্মরণ করিয়া অত্যন্ত দুঃখিত হইয়া পড়িলেন।৮

সেই শোককাতর পিতা, মাতা বারংবার কারুণ্যপূর্ণ বাক্য বলিতে বলিতে "হা পুত্র! হা সাধ্বি বধূ! তোমরা কোথায় আছ? তোমরা কোথায় আছ?" এই বলিয়া কাঁদিতে লাগিলেন।

সুবর্চা উবাচ।

যথাস্য ভার্য্যা সাবিত্রী তপসা চ দমেন চ।
আচারেণ চ সংযুক্তা তথা জীবতি সত্যবান্ ॥১০

গৌতম উবাচ।

বেদাঃ সাঙ্গা ময়াধীতাস্তপো মে সঞ্চিতং মহৎ।
কৌমারব্রহ্মচর্য্যঞ্চ গুরবোঽগ্নিশ্চ তোষিতাঃ ॥১১

সমাহিতেন চীর্ণানি সর্ব্বাণ্যেব ব্রতানি মে।
বায়ুভক্ষোপবাসশ্চ কৃতো মে বিধিবৎ পুরা ॥১২

অনেন তপসা বেদ্মি সর্বং পরচিকীর্ষিতম্।
সত্যমেতন্নিবোধধ্বং ধ্রিয়তে সত্যবানিতি ॥১৩

শিষ্য উবাচ।

উপাধ্যায়স্য মে বক্ত্রাদ্ যথা বাক্যং বিনিঃসৃতম্।
নৈব জাতু ভবেন্মিথ্যা তথা জীবতি সত্যবান্ ॥১৪

ঋষয় উচুঃ।

যথাস্য ভার্য্যা সাবিত্রী সর্ব্বৈরেব সুলক্ষণৈঃ।
অবৈধব্যকরৈর্যুক্তা তথা জীবতি সত্যবান্ ॥১৫

ভরদ্বাজ উবাচ।

যথাস্য ভার্য্যা সাবিত্রী তপসা চ দমেন চ।
আচারেণ চ সংযুক্তা তথা জীবতি সত্যবান্ ॥১৬

দাল্ভ্য উবাচ।

যথা দৃষ্টিঃ প্রবৃত্তা তে সাবিত্র্যাশ্চ যথা ব্রতম্।
গতাহারমকৃত্বা চ তথা জীবতি সত্যবান্ ॥১৭

আপস্তম্ব উবাচ।

যথা বদন্তি শান্তায়াং দিশি বৈ মৃগপক্ষিণঃ।
পার্থিবী চ প্রবৃত্তিস্তে তথা জীবতি সত্যবান্ ॥১৮

তখন সেই ব্রাহ্মণগণের মধ্যে একজন সত্যবাদী ব্রাহ্মণ তাঁহাদিগকে বলিলেন।৯

সুবর্চ্চা বলিলেন,—সত্যবানের ভার্য্যা সাবিত্রী যেরূপ তপস্যা, ইন্দ্রিয়সংযম ও সদাচারযুক্তা, তাহাতে তাঁহার পুণ্যে সত্যবানও জীবিত আছেন।১০

গৌতম বলিলেন,—আমি শিক্ষা, কল্প, ব্যাকরণ, নিরুক্ত, ছন্দঃ ও জ্যোতিষ—এই ছয় অঙ্গের সহিত বেদসমূহ অধ্যয়ন করিয়াছি। আমি মহাতপস্যা সঞ্চয় করিয়াছি। আমি কুমার অবস্থা হইতে ব্রহ্মচর্য্য পালন পূর্ব্বক গুরুজন ও অগ্নির সেবা করত তাঁহাদিগকে সন্তুষ্ট করিয়াছি। আমি মনোযোগের সহিত সকল ব্রত সম্পূর্ণ করিয়াছি এবং পুরাকালে বায়ুভক্ষণ করিয়া বিধি অনুসারে নানাপ্রকার ব্রতও আমি করিয়াছি; সেই তপস্যার বলে আমি সব জানিতে পারি। তুমি সত্য করিয়া জান যে সত্যবান্ জীবিত আছে।১১-১৩

গৌতমের শিষ্য বলিলেন,—আমার উপাধ্যায়ের মুখ হইতে যে বাক্য নির্গত হইয়াছে, উহা কখনও মিথ্যা হইবে না; সত্যবান্ জীবিত আছে।১৪

ঋষিগণ বলিলেন,—যেহেতু ইহার ভার্য্যা অবৈধব্যসূচক সকল প্রকার শুভলক্ষণের দ্বারা যুক্ত; সেইহেতু সত্যবান্ জীবিত আছে।১৫

ভারদ্বাজ বলিলেন,—ইহার পত্নী সাবিত্রী যেরূপ তপস্যা, ইন্দ্রিয়সংযম ও সদাচারযুক্তা, সেইহেতু সত্যবান্ জীবিত আছে।১৭

দাল্ভ্য বলিলেন,—যখন আপনার দৃষ্টি ফিরিয়া আসিয়াছে, যখন সাবিত্রী কঠোর ব্রত করিয়া অনাহারে চলিয়া গিয়াছে, তখন সত্যবান্ নিশ্চয়ই জীবিত আছে।১৭

আপস্তম্ব বলিলেন,—দিক্‌সকল শান্তভাব অবলম্বন করায় যেরূপ মৃগ ও পক্ষিগণ শব্দ করিতেছে এবং আপনি যেরূপ রাজোচিত ধর্ম্মের অনুষ্ঠান করিতেছেন, তাহাতেই বুঝা যাইতেছে যে, সত্যবান্ জীবিত আছে।১৮

ধৌম্য উবাচ ।

সর্বৈর্গুণৈরুপেতস্তে যথা পুত্রো জনপ্রিয়ঃ ।
দীর্ঘায়ুর্লক্ষণোপেতস্তথা জীবতি সত্যবান্ ॥১৯

মার্কণ্ডেয় উবাচ ।

এবমাশ্বাসিতস্তৈস্ত সত্যবাগ্ভিস্তপস্বিভিঃ ।
তাংস্তান্ বিগণয়ন্ সর্বাংস্ততঃ স্থির ইবাভবৎ ॥২০
ততো মুহূর্তাৎ সাবিত্রী ভর্ত্রা সত্যবতা সহ ।
আজগামাশ্রমং রাত্রৌ প্রহৃষ্টা প্রবিবেশ হ ॥২১

ব্রাহ্মণা উচুঃ ।

পুত্রেণ সঙ্গতং ত্বাং তু চক্ষুষ্মন্তং নিরীক্ষ্য চ ।
সর্বে বয়ং বৈ পৃচ্ছামো বৃদ্ধিং বৈ পৃথিবীপতে ॥২২
সমাগমেন পুত্রস্য সাবিত্র্যা দর্শনেন চ ।
চক্ষুষশ্চাত্মনো লাভাৎ ত্রিভির্দিষ্ট্যা বিবর্ধসে ॥২৩
সর্বৈরস্মাভিরুক্তং যৎ তথা তন্নাত্র সংশয়ঃ ।
ভূয়োভূয়ঃ সমৃদ্ধিস্তে ক্ষিপ্রমেব ভবিষ্যতি ॥২৪
ততোঽগ্নিং তত্র সংজ্বাল্য দ্বিজাস্তে সর্ব এব হি ।
উপাসাঞ্চক্রিরে পার্থ দ্যুমৎসেনং মহীপতিম্ ॥২৫
শৈব্যা চ সত্যবাংশ্চৈব সাবিত্রী চৈকতঃ স্থিতাঃ ।
সর্বৈস্তৈরভ্যনুজ্ঞাতা বিশোকাঃ সমুপাবিশন্ ॥২৬
ততো রাজ্ঞা সহাসীনাঃ সর্বে তে বনবাসিনঃ ।
জাতকৌতূহলাঃ পার্থ পপ্রচ্ছুর্নৃপতেঃ সুতম্ ॥২৭

ঋষয় উচুঃ ।

প্রাগেব নাগতং কস্মাৎ সভার্যেণ ত্বয়া বিভো ।
বিরাত্রে চাগতং কস্মাৎ কোঽনুবন্ধস্তবাভবৎ ॥২৮
সন্তাপিতঃ পিতা মাতা বয়ং চৈব নৃপাত্মজ ।
কস্মাদিতি ন জানীমস্তৎ সর্বং বক্তুমর্হসি ॥২৯

ধৌম্য বলিলেন,—তোমার পুত্র যেরূপ সর্ব্বসুলক্ষণসম্পন্ন, জনপ্রিয় এবং দীর্ঘায়ুষ্ট্‌সূচক সকল লক্ষণে লক্ষিত, তাহাতেই বুঝা যাইতেছে যে সত্যবান্ জীবিত আছে।১৯

মার্কণ্ডেয় বলিলেন,—সত্যবাদী তপস্বিগণ এইরূপ আশ্বাস দিলে রাজা তাঁহাদের কথায় বিশ্বাস করত স্থৈর্য্য অবলম্বন করিলেন।২০

ইহার দুইদণ্ডের মধ্যেই সাবিত্রী পতি সত্যবানের সহিত রাত্রিতেই আশ্রমে আসিলেন এবং আনন্দিতচিত্তে ভিতরে প্রবেশ করিলেন।২১

ব্রাহ্মণগণ বলিলেন,—হে মহারাজ! তোমাকে তোমার পুত্রের সহিত মিলিত দেখিয়া এবং তুমি দৃষ্টিশক্তি পুনরায় ফিরিয়া পাইয়াছ দেখিয়া আমরা তোমার ভবিষ্যৎ অভ্যুদয়ের অনুমান করিতেছি।২২

সৌভাগ্যক্রমে পুত্রের সহিত সমাগম, সাবিত্রীর দর্শন এবং দৃষ্টিশক্তির পুনঃপ্রাপ্তি—এই তিন মিলিয়াই তোমার অভ্যুদয়ের সূচনা করিতেছে।২৩

আমরা সকলে যাহা বলিয়াছি, তাহাতে এখন আর কোন সংশয় নাই। শীঘ্রই তোমার বারংবার বিশেষ অভ্যুদয় অবশ্যই হইবে।২৪

কুন্তীনন্দন যুধিষ্ঠির! তারপর ব্রাহ্মণগণ সকলে অগ্নি প্রজ্বলিত করিয়া রাজা দ্যুমৎসেনের নিকট আসিয়া বসিলেন।২৫

শৈব্যা, সত্যবান্ ও সাবিত্রী—ইহারা একপার্শ্বে দাঁড়াইয়া ছিলেন। তারপর তাঁহারা ঋষিগণের অনুমতি লইয়া শোকরহিত অবস্থায় সেখানে আসিয়া বসিলেন।২৬

হে পার্থ! তারপর রাজার নিকটে উপবিষ্ট বনবাসী ব্রাহ্মণগণ কৌতূহলান্বিত হইয়া রাজার পুত্র সত্যবান্‌কে জিজ্ঞাসা করিলেন।২৭

ঋষিগণ বলিলেন,—রাজকুমার! তুমি স্ত্রীর সহিত পূর্ব্বেই কেন প্রত্যাবর্ত্তন কর নাই? এত রাত্রি অতিবাহিত করিয়া আসিবার কারণ কি? তোমার কি প্রতিবন্ধকই বা হইয়াছিল?২৮

সত্যবানুবাচ।

পিত্রাহমভ্যনুজ্ঞাতঃ সাবিত্রীসহিতো গতঃ।
অথ মেঽভূচ্ছিরোদুঃখং বনে কাষ্ঠানি ভিন্দতঃ ॥৩০

সুপ্তশ্চাহং বেদনয়া চিরমিত্যুপলক্ষয়ে।
তাবৎ কালং ন চ ময়া সুপ্তপূর্ব্বং কদাচন ॥৩১

সর্ব্বেষামেব ভবতাং সন্তাপো মে ভবেদিতি।
অতো বিরাত্রাগমনং নান্যদস্তীহ কারণম্ ॥৩২

গৌতম উবাচ।

অকস্মাচ্চক্ষুষঃ প্রাপ্তির্দ্যুমৎসেনস্য তে পিতুঃ।
নাস্য ত্বং কারণং বেৎসি সাবিত্রী বক্তুমর্হতি ॥৩৩

শ্রোতুমিচ্ছামি সাবিত্রি ত্বং হি বেত্থ পরাবরম্।
ত্বাং হি জানামি সাবিত্রি সাবিত্রীমিব তেজসা ॥৩৪

ত্বমত্র হেতুং জানীষে তস্মাৎ সত্যং নিরুচ্যতাম্।
রহস্যং যদি তে নাস্তি কিঞ্চিদত্র বদস্ব নঃ ॥৩৫

সাবিত্র্যুবাচ।

এবমেতদ্ যথা বেত্থ সঙ্কল্পো নান্যথা হি বঃ।
ন হি কিঞ্চিদ্ রহস্যং মে শ্রূয়তাং তথ্যমেব যৎ ॥৩৬

মৃত্যুর্মে পত্যুরাখ্যাতো নারদেন মহাত্মনা।
স চাদ্য দিবসঃ প্রাপ্তস্ততো নৈনং জহাম্যহম্ ॥৩৭

সুপ্তং চৈনং যমঃ সাক্ষাদুপাগচ্ছৎ সকিঙ্করঃ।
স এনমনয়দ্ বদ্ধ্বা দিশং পিতৃনিষেবিতাম্ ॥৩৮

অস্তৌষং তমহং দেবং সত্যেন বচসা বিভুম্।
পঞ্চ বৈ তেন মে দত্তা বরাঃ শৃণুত তান্ মম ॥৩৯

হে রাজপুত্র! তোমার বাবা, মা এবং আমরা সকলে তোমাদের জন্য অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হইয়াছিলাম। তোমার বিলম্বের কারণ আমরা কিছুই জানি না। সুতরাং তুমি উহার কারণ বর্ণনা কর।২৯

সত্যবান্ বলিলেন,—পিতার অনুমতি লইয়া সবিত্রীর সহিত আমি বনে গিয়া কাঠ কাটিবার সময় আমার মাথায় ভয়ানক যন্ত্রণা হইতে থাকে।৩০

আমি তখন বেদনাপ্রশমনের জন্য অনেকক্ষণ ঘুমাইয়া পড়িয়াছিলাম। ইতঃপূর্ব্বে আমি এতক্ষণ কখনও ঘুমাই নাই।৩১

জাগিয়া দেখিলাম যে, অনেক রাত্রি হইয়াছে; আপনার চিন্তা না হয়, এজন্য তাড়াতাড়ি চলিয়া আসিলাম; ইহা ছাড়া অন্য কোন কারণ নাই।৩২

গৌতম বলিলেন,—অকস্মাৎ তোমার পিতা দ্যুমৎসেনের দৃষ্টিশক্তির পুনঃপ্রাপ্তি হইয়াছে, ইহার কারণ তুমি জান না; সাবিত্রী ইহার কারণ বলিতে পারে।৩৩

হে সাবিত্রি! তোমার নিকট আমরা ইহার কারণ শুনিতে চাই; তুমি ভূত ও ভবিষ্যৎ সবই জান। আমরা তোমাকে সাবিত্রীদেবীর ন্যায় তেজস্বিনী বলিয়া জানি।৩৪

তুমিই ইহার কারণ অবশ্যই জান; যদি গোপনীয় না হয়, তবে আমাদিগকে প্রকৃত সত্য ঘটনা প্রকাশ করিয়া বল।৩৫

সাবিত্রী বলিলেন,—আপনারা যাহা বুঝিয়াছেন, তাহা মিথ্যা নয়; এবিষয়ে গোপন করিবার কিছু নাই; আপনারা প্রকৃত ঘটনা শ্রবণ করুন।৩৬

মহাত্মা নারদ পূর্ব্বে বলিয়াছিলেন যে, আজই আমার স্বামীর মৃত্যুদিন; এইজন্যই আমি আজ ইহার সঙ্গ পরিত্যাগ করি নাই।৩৭

ইনি যখন ঘুমাইয়াছিলেন, তখন স্বয়ং যম কিঙ্করের সহিত সেখানে উপস্থিত হইয়া ইহাকে পাশবদ্ধ করিয়া দক্ষিণদিকে লইয়া যাইতে থাকেন।৩৮

সেই সময় আমি ভগবান্ যমকে অনেক সত্য-বচনদ্বারা স্তুতি করিলাম। তখন তিনি সন্তুষ্ট

চক্ষুষী চ স্বরাজ্যঞ্চ দ্বৌ বরৌ শ্বশুরস্য মে।
লব্ধং পিতুঃ পুত্রশতং পুত্রাণাং চাত্মনঃ শতম্ ॥৪০
চতুর্বর্ষশতায়ুর্মে ভর্ত্তা লব্ধশ্চ সত্যবান্।
ভর্ত্তুর্হি জীবিতার্থং তু ময়া চীর্ণং স্থিরং ব্রতম্ ॥৪১
এতৎ সর্বং ময়াখ্যাতং কারণং বিস্তরেণ বঃ।
যথাবৃত্তং সুখোদর্কমিদং দুঃখং মহন্মম ॥৪২

ঋষয় ঊচুঃ।

নিমজ্জমানং ব্যসনৈরভিদ্রুতং
কুলং নরেন্দ্রস্য তমোময়ে হ্রদে।
ত্বয়া সুশীলব্রতপুণ্যয়া কুলং
সমুদ্ধৃতং সাধ্বি পুনঃ কুলীনয়া ॥৪৩

মার্কণ্ডেয় উবাচ।

তথা প্রশস্য হ্যভিপূজ্য চৈব
বরস্ত্রিয়ং তামৃষয়ঃ সমাগতাঃ।
নরেন্দ্রমামন্ত্র্য সপুত্রমঞ্জসা
শিবেন জগ্মুর্মুদিতাঃ স্বমালয়ম্ ॥৪৪

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং বনপর্বণি পতিব্রতামাহাত্ম্যপর্বণি সাবিত্র্যুপাখ্যানে অষ্টনবত্যধিক-দ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ ॥২৯৮

হইয়া আমাকে পাঁচটি বর দিলেন; সেই বরগুলি আপনারা আমার নিকট হইতে শুনুন।৩৯

শ্বশুরের জন্য নেত্রদ্বয়প্রাপ্তি ও স্বরাজ্যপ্রাপ্তি—এই দুই বর, পিতার জন্য শতপুত্র এবং আমার জন্য শতপুত্র লাভ—এই চারি বর লাভ করিলাম।৪০

পঞ্চম বরে আমার স্বামীর চারিশত বৎসর আয়ুসহ তাঁহার জীবনপ্রাপ্তি হইয়াছে। আমি যে ব্রত আচরণ করিয়াছিলাম, উহা আমার পতির জীবনের জন্যই।৪১

আমাদের আগমনের বিলম্ববিষয়ে এই সমস্ত কারণই আমি বিস্তারিত ভাবে বলিলাম। আমি যাহা কিছু অতিশয় কষ্ট করিয়াছি, তাহার শেষ ফল সুখস্বরূপই হইয়াছে।৪২

ঋষিগণ বলিলেন,—হে সাধ্বি! অন্ধকারময় হ্রদে বিপদসমূহরূপ বিপাকে পড়িয়া নিমজ্জমান রাজা দ্যুমৎসেনের এই কুলকে তোমার পুণ্যব্রত ও চরিত্রের বলে তুমি উদ্ধার করিয়াছ।৪৩

মার্কণ্ডেয় বলিলেন,—এইরূপে নারীশিরোমণি সাবিত্রীকে ভূরি ভূরি প্রশংসা এবং আদর আপ্যায়ন করত পুত্রের সহিত রাজা দ্যুমৎসেনকে আশীর্বাদ করিয়া তাঁহার অনুমতি লইয়া সমাগত ঋষিবৃন্দ স্ব স্ব আশ্রমে চলিয়া গেলেন।৪৪

শ্রীমন্মহর্ষিবেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের বনপর্বান্তর্গত পতিব্রতামাহাত্ম্যপর্বে সাবিত্রিউপাখ্যানবিষয়ক অষ্টনবত্যধিকদ্বিশততম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।২৯৮

নবনবত্যধিকদ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ।

[শাল্বদেশীয়প্রজানামনুরোধেন মহারাজ-দ্যুমৎসেনস্য রাজ্যাভিষেকঃ, সাবিত্র্যাঃ শতপুত্র-শতভ্রাতৃলাভশ্চ।]

মার্কণ্ডেয় উবাচ।

তস্যাং রাত্র্যাং ব্যতীতায়ামুদিতে সূর্য্যমণ্ডলে।
কৃতপৌর্বাহ্ণিকাঃ সর্বে সমেয়ুস্তে তপোধনাঃ ॥১
তদেব সর্বং সাবিত্র্যা মহাভাগ্যং মহর্ষয়ঃ।
দ্যুমৎসেনায় নাতৃপ্যন্ কথয়ন্তঃ পুনঃ পুনঃ ॥২
ততঃ প্রকৃতয়ঃ সর্বাঃ শাল্বেভ্যোঽভ্যাগতা নৃপ।
আচখ্যুর্নিহতং চৈব স্বেনামাত্যেন তং দ্বিষম্ ॥৩
তং মন্ত্রিণা হতং শ্রুত্বা সসহায়ং সবান্ধবম্।
ন্যবেদয়ন্ যথাবৃত্তং বিদ্রুতঞ্চ দ্বিষদ্বলম্ ॥৪
ঐকমত্যঞ্চ সর্বস্য জনস্যাথ নৃপং প্রতি।
সচক্ষুর্বাপ্যচক্ষুর্বা স নো রাজা ভবিষ্যতি ॥৫
অনেন নিশ্চয়েনেহ বয়ং প্রস্থাপিতা নৃপ।
প্রাপ্তানীমানি যানানি চতুরঙ্গঞ্চ তে বলম্ ॥৬

প্রযাহি রাজন্ ভদ্রং তে ঘুষ্টস্তে নগরে জয়ঃ।
অধ্যাস্স্ব চিররাত্রায় পিতৃপৈতামহং পদম্ ॥৭
চক্ষুষ্মন্তঞ্চ তং দৃষ্ট্বা রাজানং বপুষান্বিতম্।
মূর্দ্ধ্না নিপতিতাঃ সর্বে বিস্ময়োৎফুল্ললোচনাঃ ॥৮

নবনবত্যধিকদ্বিশততম অধ্যায়।

[শাল্বদেশের প্রজাগণের অনুরোধে মহারাজ দ্যুমৎসেনের রাজ্যাভিষেক এবং সাবিত্রীর শত পুত্র ও শত ভ্রাতা লাভ।]

মার্কণ্ডেয় বলিলেন,—সেই রাত্রি ব্যতীত হইলে সূর্য্যোদয়ের পর তপোধন ব্রাহ্মণগণ নিজ নিজ পূর্ব্বাহ্ণকালোচিত নিত্য কৃত্য সমাপন করিয়া রাজার আশ্রমে আসিয়া সমবেত হইলেন।১

মহর্ষিগণ সকলে দ্যুমৎসেনের নিকট সাবিত্রী-দেবীর পরম সৌভাগ্যের কথা পুনঃ পুনঃ বলিয়াও তৃপ্তি লাভ করিতে পারিলেন না।২

রাজন্! অনন্তর শাল্বদেশের সকল প্রজা আসিয়া দ্যুমৎসেনের নিকট নিবেদন করিল, "আপনার শত্রু নিজ অমাত্যের দ্বারাই নিহত হইয়াছে"।৩

তাহাকে মন্ত্রিকর্ত্তৃক নিহত দেখিয়া শত্রুদল সহায়কগণ ও বান্ধবগণের সহিত স্বদেশে পলায়ন করিয়াছে। এই সব যথাযথ বৃত্তান্ত তাহারা দ্যুমৎসেনকে জানাইল। তাহারা আরও বলিল,—সমস্ত জনগণ নিশ্চয় করিয়া এ বিষয়ে একমত হইয়াছে যে, আমাদের রাজা দ্যুমৎসেনের উপরে আমাদের পূর্ণ বিশ্বাস আছে। তিনি অন্ধই হউন বা চক্ষুষ্মান্ই হউন, ভূতপূর্ব্ব মহারাজ দ্যুমৎসেনই আমাদের রাজা হইবেন।৪-৫

রাজন্! এইরূপ নিশ্চয় করিয়া আমরা প্রেরিত হইয়াছি। এই যানসমূহ প্রস্তুত আছে এবং চতুরঙ্গিণী সেনাসমূহও আপনার সেবার্থে উপস্থিত হইয়াছে।৬

হে রাজন্! আপনার কল্যাণ হউক; নগরে আপনার জয় বিঘোষিত হইয়াছে; আপনি দীর্ঘকাল পর্য্যন্ত আপনার পিতৃপিতামহাগত নিজ পদে প্রতিষ্ঠিত হউন।৭

রাজাকে চক্ষুষ্মান্ ও সুশোভিত শরীরসম্পন্ন দেখিয়া তাহাদের নয়ন বিস্ময়েই উৎফুল্ল হইয়া উঠিল। তখন তাহারা রাজার চরণতলে নিপতিত হইল।৮

ততোঽভিবাদ্য তান্ বৃদ্ধান্ দ্বিজানাশ্রমবাসিনঃ।
তৈশ্চাভিপূজিতঃ সর্বৈঃ প্রযযৌ নগরং প্রতি ॥৯

শৈব্যা চ সহ সাবিত্র্যা স্বাস্তীর্ণেন সুবর্চসা।
নরযুক্তেন যানেন প্রযযৌ সেনয়া বৃতা ॥১০

ততোঽভিষিষিচুঃ প্রীত্যা দ্যুমৎসেনং পুরোহিতাঃ।
পুত্রং চাস্য মহাত্মানং যৌবরাজ্যেঽভ্যষেচয়ন্ ॥১১

ততঃ কালেন মহতা সাবিত্র্যাঃ কীর্তিবর্ধনম্।
তদ্ বৈ পুত্রশতং জজ্ঞে শূরাণামনিবর্তিনাম্ ॥১২

ভ্রাতৄণাং সোদরাণাঞ্চ তথৈবাস্যাভবচ্ছতম্।
মদ্রাধিপস্যাশ্বপতের্মালব্যাং সুমহদ্ বলম্ ॥১৩

এবমাত্মা পিতা মাতা শ্বশ্রূঃ শ্বশুর এব চ।
ভর্তুঃ কুলঞ্চ সাবিত্র্যা সর্বং কৃচ্ছ্রাৎ সমুদ্ধৃতম্ ॥১৪

তথৈবৈষা হি কল্যাণী দ্রৌপদী শীলসম্মতা।
তারয়িষ্যতি বঃ সর্বান্ সাবিত্রীব কুলাঙ্গনা ॥১৫

বৈশম্পায়ন উবাচ।

এবং স পাণ্ডবস্তেন অনুনীতো মহাত্মনা।
বিশোকো বিজ্বরো রাজন্ কাম্যকে ন্যবসৎ তদা ॥১৬

যশ্চেদং শৃণুয়াদ্ ভক্ত্যা সাবিত্র্যাখ্যানমুত্তমম্।
স সুখী সর্বসিদ্ধার্থো ন দুঃখং প্রাপ্নুয়ান্নরঃ ॥১৭

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং বনপর্ব্বণি পতিব্রতামাহাত্ম্যপর্বণি সাবিত্র্যুপাখ্যানে নবনবত্যধিক-দ্বিশততমোঽধ্যায়ঃ ॥২৯৯

অনন্তর রাজা আশ্রমবাসী সকল বৃদ্ধ ব্রাহ্মণকে প্রণাম করিয়া এবং তাঁহাদের দ্বারা সম্মানিত হইয়া নগরের অভিমুখে গমন করিলেন।৯

সাবিত্রীর সহিত মহারাণী শৈব্যা সুন্দররূপে আস্তীর্ণ উজ্জ্বল শয্যাযুক্ত মনুষ্যবাহিত শিবিকায় চড়িয়া সৈন্যগণে পরিবৃতা হইয়া নগরে গেলেন।১০

তাঁহারা রাজ্যে উপস্থিত হইলে পুরোহিতগণ প্রসন্নতার সহিত দ্যুমৎসেনকে রাজসিংহাসনে এবং তাঁহার পুত্র মহাত্মা সত্যবান্‌কে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করিলেন।১১

অনন্তর দীর্ঘকাল পরে সাবিত্রী দেবীর বংশের কীর্তিবর্দ্ধন, বীরশ্রেষ্ঠ ও সংগ্রামে অপরাঙ্মুখ শতপুত্র জন্মগ্রহণ করিল।১২

এদিকে মদ্ররাজ অশ্বপতির ঔরসে ও মালবীর গর্ভে সাবিত্রীর একশত ভ্রাতা জন্মিল। তাহারা সকলেই অত্যন্ত বলশালী ছিল।১৩

এইরূপে সাবিত্রী দেবী নিজেকে, পিতা, মাতা, শ্বশুর, শাশুড়ীকে এবং স্বামীর কুলকে সমস্ত আপদ হইতে উদ্ধার করিলেন।১৪

তোমাদের পত্নী এই সুশীলা, কুলাঙ্গনা, কল্যাণী দ্রৌপদী ও সাবিত্রীর ন্যায় তোমাদের সকলকে সকল সঙ্কট হইতে উদ্ধার করিবে।১৫

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—রাজন্ জনমেজয়! এইভাবে মহাত্মা মার্কণ্ডেয় কর্তৃক প্রবোধিত হইয়া জ্যেষ্ঠ পাণ্ডব যুধিষ্ঠির সমস্ত শোক ও দুঃখ ভুলিয়া কাম্যক বনে বাস করিতে লাগিলেন।১৬

যে ব্যক্তি এই সাবিত্রীর উত্তম উপাখ্যান ভক্তির সহিত শ্রবণ করে, সে সর্ব্বাভীষ্ট লাভ করত পরম সুখ লাভ করে, কখনও দুঃখ পায় না।১৭

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের বনপর্ব্বান্তর্গত পতিব্রতামাহাত্ম্যপর্ব্বে সাবিত্র্যুপাখ্যানবিষয়ক নবনবত্যধিকদ্বিশততম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।২৯৯

(কুণ্ডলাহরণপর্ব্ব)

ত্রিশততমোঽধ্যায়ঃ।

[স্বপ্নে কর্ণায় দর্শনং দত্ত্বা সূর্য্যেণ পুরন্দরায় কবচকুণ্ডলদানস্য নিষেধঃ, কর্ণস্য পুরন্দরায় তৎপ্রদানাগ্রহপ্রদর্শনঞ্চ।]

জনমেজয় উবাচ।

যৎ তৎ তদা মহদ্ ব্রহ্মঁল্লোমশো বাক্যমব্রবীৎ।
ইন্দ্রস্য বচনাদেব পাণ্ডুপুত্রং যুধিষ্ঠিরম্ ॥১

যচ্চাপি তে ভয়ং তীব্রং ন চ কীর্ত্তয়সে কচিৎ।
তচ্চাপ্যপহরিষ্যামি ধনঞ্জয় ইতো গতে ॥২

কিং নু তস্মিন্ জপতাং শ্রেষ্ঠ কর্ণং প্রতি মহদ্ ভয়ম্।
আসীন্ন চ স ধর্ম্মাত্মা কথয়ামাস কস্যচিৎ ॥৩

বৈশম্পায়ন উবাচ।

অহং তে রাজশার্দূল কথয়ামি কথামিমাম্।
পৃচ্ছতো ভরতশ্রেষ্ঠ শুশ্রূষস্ব গিরং মম ॥৪

দ্বাদশে সমতিক্রান্তে বর্ষে প্রাপ্তে ত্রয়োদশে।
পাণ্ডূনাং হিতকৃচ্ছক্রঃ কর্ণং ভিক্ষিতুমুদ্যতঃ ॥৫

অভিপ্রায়মথো জ্ঞাত্বা মহেন্দ্রস্য বিভাবসুঃ।
কুণ্ডলার্থে মহারাজ সূর্য্যঃ কর্ণমুপাগতঃ ॥৬

মহার্হে শয়নে বীর স্পর্দ্ধ্যাস্তরণসংবৃতে।
শয়ানমতিবিশ্বস্তং ব্রহ্মণ্যং সত্যবাদিনম্ ॥৭

স্বপ্নান্তে নিশি রাজেন্দ্র দর্শয়ামাস রশ্মিবান্।
কৃপয়া পরয়াবিষ্টঃ পুত্রস্নেহাচ্চ ভারত ॥৮

ব্রাহ্মণো বেদবিদ্ ভূত্বা সূর্য্যো যোগদ্ধিরূপবান্।
হিতার্থমব্রবীৎ কর্ণং সান্ত্বপূর্ব্বমিদং বচঃ ॥৯

(কুণ্ডলাহরণপর্ব্ব)

ত্রিশততম অধ্যায়।

[কর্ণকে স্বপ্নে দর্শন দিয়া সূর্য্যদেব কর্ত্তৃক ইন্দ্রকে কবচ ও কুণ্ডল দিতে নিষেধ এবং কর্ণের ইন্দ্রকে উহা দিবারই আগ্রহ প্রদর্শন।]

জনমেজয় বলিলেন,—হে ব্রহ্মন্! লোমশমুনি ইন্দ্রের কথানুসারে পাণ্ডুপুত্র যুধিষ্ঠিরকে এই মহত্ত্বপূর্ণ বাক্যে বলিয়াছিলেন,—"তোমার কর্ণসম্বন্ধে যে অত্যন্ত ভয়ের কথা বলিতেছ এবং যাহা তুমি কাহারও কাছে প্রকাশ কর না, অর্জ্জুন স্বর্গ হইতে চলিয়া আসিলে আমি তোমার সে ভয়ও দূর করিয়া দিব।" হে জাপকগণশ্রেষ্ঠ! কর্ণের সম্বন্ধে মহাত্মা ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরের এমন কি ভয় ছিল, যাহা তিনি কাহারও কাছে প্রকাশ করিতেন না?।১-৩

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—হে নৃপোত্তম ভরতশ্রেষ্ঠ! তুমি যখন সেই সব কথা জিজ্ঞাসা করিলে, তখন আমি উহা বলিতেছি, শ্রবণ কর।৪

পাণ্ডবগণের বনবাসের দ্বাদশবর্ষ অতিক্রম করিয়া যখন ত্রয়োদশ বর্ষ আরম্ভ হইয়াছে; তখন পাণ্ডবগণের হিতকারী ইন্দ্র কর্ণের নিকট কবচ ও কুণ্ডল ভিক্ষা করিতে উদ্যত হইলেন।৫

মহারাজ! ইন্দ্রের এই অভিপ্রায় জানিতে পারিয়া সূর্য্যদেব কর্ণের কুণ্ডলরক্ষার জন্য কর্ণের নিকটে গেলেন।৬

তখন অতিশয় সুন্দর আস্তরণ (বিছানা)-যুক্ত মহামূল্য শয্যায় অতি বিশ্বস্তভাবে ব্রাহ্মণভক্ত সত্যবাদী বীর কর্ণ নিদ্রিত ছিলেন।৭

মহারাজ ভরতশ্রেষ্ঠ! তখন অংশুমালী সূর্য্যদেব স্বপ্নে তাঁহাকে রাত্রিতে পুত্রস্নেহবশতঃ কৃপাবিষ্ট হইয়া দর্শন দিলেন।৮

তিনি বেদবিদ্ যোগসমৃদ্ধিযুক্ত ব্রাহ্মণের রূপ ধারণ করিয়া কর্ণের হিতের জন্য সান্ত্বনাপূর্ব্বক এই কথা বলিলেন।৯

কর্ণ মদ্বচনং তাত শৃণু সত্যভৃতাং বর ।
ব্রুবতোঽদ্য মহাবাহো সৌহৃদাৎ পরমং হিতম্ ॥১০
উপায়াস্যতি শক্রস্ত্বাং পাণ্ডবানাং হিতেপ্সয়া ।
ব্রাহ্মণচ্ছদ্মনা কর্ণ কুণ্ডলাপজিহীর্ষয়া ॥১১
বিদিতং তেন শীলং তে সর্বস্য জগতস্তথা ।
যথা ত্বং ভিক্ষিতঃ সদ্ভির্দদাস্যেব ন যাচসে ॥১২
ত্বং হি তাত দদাস্যেব ব্রাহ্মণেভ্যঃ প্রযাচিতম্ ।
বিত্তং যচ্চান্যদপ্যাহুর্ন প্রত্যাখ্যাসি কস্যচিৎ ॥১৩
ত্বাং তু চৈবংবিধং জ্ঞাত্বা স্বয়ং বৈ পাকশাসনঃ ।
আগন্তা কুণ্ডলার্থায় কবচং চৈব ভিক্ষিতুম্ ॥১৪
তস্মৈ প্রযাচমানায় ন দেয়ে কুণ্ডলে ত্বয়া ।
অনুনেয়ঃ পরং শক্ত্যা শ্রেয় এতদ্ধি তে পরম্ ॥১৫

কুণ্ডলার্থে ব্রুবংস্তাত কারণৈর্বহুভিস্ত্বয়া ।
অন্যৈর্বহুবিধৈর্বিত্তৈঃ সন্নিবার্য্যঃ পুনঃ পুনঃ ॥১৬
রত্নৈঃ স্ত্রীভিস্তথা গোভির্ধনৈর্বহুবিধৈরপি ।
নিদর্শনৈশ্চ বহুভিঃ কুণ্ডলেপ্সুঃ পুরন্দরঃ ॥১৭
যদি দাস্যসি কর্ণ ত্বং সহজে কুণ্ডলে শুভে ।
আয়ুষঃ প্রক্ষয়ং গত্বা মৃত্যোর্বশমুপৈষ্যসি ॥১৮
কবচেন সমাযুক্তঃ কুণ্ডলাভ্যাঞ্চ মানদ ।
অবধ্যস্ত্বং রণেঽরীণামিতি বিদ্ধি বচো মম ॥১৯
অমৃতাদুত্থিতং হ্যেতদুভয়ং রত্নসম্ভবম্ ।
তস্মাদ্ রক্ষ্যং ত্বয়া কর্ণ জীবিতং চেৎ প্রিয়ং তব ॥২০
কো মামেবং ভবান্ প্রাহ দর্শয়ন্ সৌহৃদং পরম্ ।
কাময়া ভগবন্ ব্রূহি কো ভবান্ দ্বিজবেশধৃক্ ॥২১

হে কর্ণ! হে সত্যবাদিশ্রেষ্ঠ! আমি আজ সৌহার্দ্দবশতঃ তোমাকে একটি কথা বলিতেছি। হে মহাবাহো! তুমি তাহা মনোযোগ দিয়া শ্রবণ কর।১০

হে কর্ণ! পাণ্ডবগণের হিতকামী ইন্দ্র তোমার কুণ্ডল (ও কবচ) হরণ করিবার উদ্দেশ্যে ব্রাহ্মণের ছদ্মবেশে তোমার কাছে আসিবে।১১

জগতে সকলেই তোমার এই ব্রতের কথা জানে যে, কোন সৎপুরুষ যাচক তোমার কাছে কিছু চাহিলে, তুমি তাহাকে তাহা অবশ্যই দাও; কখনও ফিরাও না অথবা তাহার কাছে নিজেও কিছু যাচ্ঞাও কর না।১২

বৎস! তুমি ব্রাহ্মণগণকে সর্ব্বদাই তাহাদের প্রার্থিত-বস্তু দান কর এবং তাহার সহিত অন্য যে-সমস্ত বিত্তাদি যাচ্ঞা করে, তাহাও প্রদান করিয়া থাক, কখনও প্রত্যাখ্যান কর না।১৩

তোমার এইরূপ স্বভাব জানিয়া স্বয়ং ইন্দ্র তোমার নিকট কবচ ও কুণ্ডল যাচ্ঞা করিতে আসিবে।১৪

সে চাহিলেও তাহাকে তোমার কুণ্ডলদুইটি দিবে না, বরং অনুনয়-বিনয়সহকারে বুঝাইয়া ফিরাইবে—ইহাতেই তোমার পরম মঙ্গল হইবে।১৫

বৎস! কুণ্ডল চাহিলে তুমি নানাবিধ কারণ দেখাইয়া উহার পরিবর্তে অন্যপ্রকার ধনাদি দিবার প্রসঙ্গ তুলিয়া বার বার তাহাকে কুণ্ডল যাচ্ঞা করিতে নিষেধ করিবে।১৬

রত্ন, স্ত্রী, গাভী, বহুপ্রকার উল্লেখযোগ্য ধনের দ্বারা এবং নানা দৃষ্টান্ত দ্বারা কুণ্ডলার্থী ইন্দ্রকে নিবারণ করিবে।১৭

হে কর্ণ! যদি তোমার সহজাত কবচ ও কুণ্ডলদ্বয় ইন্দ্রকে প্রদান কর, তবে জানিও, তোমার আয়ু শেষ হইয়াছে এবং তুমি মৃত্যুর বশীভূত হইয়াছ।১৮

হে মানদ! কুণ্ডলদ্বয় ও কবচ যতক্ষণ তোমার শরীরে থাকিবে, ততক্ষণ তুমি যুদ্ধে তোমার শত্রুগণের অবধ্য—আমার এই কথা মনে রাখিও।১৯

ব্রাহ্মণ উবাচ।

অহং তাত সহস্রাংশুঃ সৌহৃদাৎ ত্বাং নিদর্শয়ে।
কুরুষ্বৈতদ্ বচো মে ত্বমেতচ্ছ্রেয়ঃ পরং হি তে ॥২২

কর্ণ উবাচ

শ্রেয় এব মমাত্যন্তং যস্য মে গোপতিঃ প্রভুঃ।
প্রবক্তাদ্য হিতান্বেষী শৃণু চেদং বচো মম ॥২৩

প্রসাদয়ে ত্বাং বরদং প্রণয়াচ্চ ব্রবীম্যহম্।
ন নিবার্য্যো ব্রতাদস্মাদহং যদ্যস্মি তে প্রিয়ঃ ॥২৪

ব্রতং বৈ মম লোকোঽয়ং বেত্তি কৃৎস্নং বিভাবসো।
যথাহং দ্বিজমুখ্যেভ্যো দদ্যাং প্রাণানপি ধ্রুবম্ ॥২৫

যদ্যাগচ্ছতি মাং শক্রো ব্রাহ্মণচ্ছদ্মনা বৃতঃ।
হিতার্থং পাণ্ডুপুত্রাণাং খেচরোত্তম ভিক্ষিতুম্ ॥২৬

দাস্যামি বিবুধশ্রেষ্ঠ কুণ্ডলে বর্ম চোত্তমম্।
ন মে কীর্ত্তিঃ প্রণশ্যেত ত্রিষু লোকেষু বিশ্রুতা ॥২৭

মাদৃশস্য যশস্যং হি ন যুক্তং প্রাণরক্ষণম্।
যুক্তং হি যশসা যুক্তং মরণং লোকসম্মতম্ ॥২৮

সোঽহমিন্দ্রায় দাস্যামি কুণ্ডলে সহ বর্ম্মণা।
যদি মাং বলবৃত্রঘ্নো ভিক্ষার্থমুপযাস্যতি ॥২৯

হিতার্থং পাণ্ডুপুত্রাণাং কুণ্ডলে মে প্রযাচিতুম্।
তন্মে কীর্ত্তিকরং লোকে তস্যাকীর্ত্তির্ভবিষ্যতি ॥৩০

কর্ণ! এই রত্নময় কবচ ও কুণ্ডল অমৃত হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। সুতরাং তোমার প্রাণ যদি তোমার প্রিয় হয়, তবে ঐ দুইটিকে অবশ্যই রক্ষা করিবে।২০

কর্ণ বলিলেন,—হে ভগবন্! যে আপনি সৌহার্দ্দবশতঃ স্বেচ্ছায় ব্রাহ্মণের রূপ ধরিয়া আমার হিত উপদেশ করিতেছেন, সেই আপনি কে, তাহা বলুন?২১

ব্রাহ্মণ বলিলেন,—হে বৎস! আমি সহস্রাংশু সূর্য্যদেব। সৌহার্দ্দবশতঃ আমি তোমাকে দেখা দিলাম ও হিতকথা বলিলাম। তুমি আমার কথা পালন করিবে; ইহাতে তোমার কল্যাণ হইবে।২২

কর্ণ বলিলেন,—রশ্মিমালী প্রভু সূর্য্যদেব আমার হিতান্বেষী হইয়া আমাকে যাহা বলিয়াছেন, তাহা তো আমার পক্ষে অত্যন্ত শ্রেয়স্কর। কিন্তু আপনি আমার এই কথা শ্রবণ করুন।২৩

আপনি বরদায়ক দেবতা, আমি আপনার প্রসন্নতা ভিক্ষা করিতেছি এবং প্রণয়বশতঃ বলিতেছি; আপনি আমাকে নিবারণ করিবেন না, যদি আমি আপনার প্রিয় হই, তবে আপনি আমাকে আমার ব্রত হইতে চ্যুত করিবেন না।২৪

হে সূর্য্যদেব! সমস্ত জগৎ এ কথা জানে যে, আমি শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণগণকে আমার প্রাণও নিশ্চিতরূপে দান করিতে পারি।২৫

গগন-বিচরণশীলশ্রেষ্ঠ সূর্য্যদেব! যদি ইন্দ্রও পাণ্ডবগণের হিতাকাঙ্ক্ষী হইয়া ব্রাহ্মণবেশে ভিক্ষা করিতে আসেন, তাহা হইলে আমি আমার কুণ্ডল ও কবচ অবশ্যই দান করিব। আমার লোকবিশ্রুত যশ নষ্ট না হউক—ইহাই আমি চাই।২৭

আমাদের ন্যায় পুরুষের পক্ষে যশ রক্ষা করা একান্ত কর্ত্তব্য, পরন্তু প্রাণ রক্ষা করা উচিত নহে; কারণ, যশের সহিত যে মরণ উহা লোকসম্মত।২৮

এই অবস্থায় বল ও বৃত্রাসুরহন্তা দেবরাজ ইন্দ্র যদি আমার নিকট ভিক্ষার জন্য আসেন, তবে আমি কবচের সহিত কুণ্ডলদ্বয় অবশ্যই তাঁহাকে প্রদান করিব।২৯

পাণ্ডবগণের হিতের জন্য আমার কাছে তিনি কুণ্ডল যাচ্ঞা করিলে তাঁহারই অকীর্ত্তি হইবে, আমার কীর্ত্তি বর্দ্ধিত হইবে।৩০

বৃণোমি কীর্ত্তিং লোকে হি জীবিতেনাপি ভানুমন্।
কীর্ত্তিমানশ্নুতে স্বর্গং হীনকীর্ত্তিস্তু নশ্যতি ॥৩১

কীর্ত্তির্হি পুরুষং লোকে সংজীবয়তি মাতৃবৎ।
অকীর্ত্তির্জীবিতং হন্তি জীবতোঽপি শরীরিণঃ ॥৩২

অয়ং পুরাণঃ শ্লোকো হি স্বয়ং গীতো বিভাবসো।
ধাত্রা লোকেশ্বর যথা কীর্ত্তিরায়ুর্নরস্য হ ॥৩৩

পুরুষস্য পরে লোকে কীর্ত্তিরেব পরায়ণম্।
ইহ লোকে বিশুদ্ধা চ কীর্ত্তিরায়ুর্বিবর্দ্ধিনী ॥৩৪

সোঽহং শরীরজে দত্ত্বা কীর্ত্তিং প্রাপ্স্যামি শাশ্বতীম্।
দত্ত্বা চ বিধিবদ্ দানং ব্রাহ্মণেভ্যো যথাবিধি ॥৩৫

হুত্বা শরীরং সংগ্রামে কৃত্বা কর্ম সুদুষ্করম্।
বিজিত্য চ পরানাজৌ যশঃ প্রাপ্স্যামি কেবলম্ ॥৩৬

ভীতানামভয়ং দত্ত্বা সংগ্রামে জীবিতার্থিনাম্।
বৃদ্ধান্ বালান্ দ্বিজাতীংশ্চ মোক্ষয়িত্বা মহাভয়াৎ ॥৩৭

প্রাপ্স্যামি পরমং লোকে যশঃ স্বর্গ্যমনুত্তমম্।
জীবিতেনাপি মে রক্ষ্যা কীর্ত্তিস্তদ্ বিদ্ধি মে ব্রতম্ ॥৩৮

সোঽহং দত্ত্বা মঘবতে ভিক্ষামেতামনুত্তমাম্।
ব্রাহ্মণচ্ছদ্মিনে দেব লোকে গন্তা পরাং গতিম্ ॥৩৯

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং বনপর্ব্বণি কুণ্ডলাহরণপর্ব্বণি সূর্য্য-কর্ণসংবাদে ত্রিশততমোঽধ্যায়ঃ ॥৩০০

সূর্য্যদেব! আমি প্রাণের বিনিময়ে কীর্ত্তিকেই বরণ করিব, যেহেতু কীর্ত্তিমান্ মানুষ স্বর্গলাভ করেন। কিন্তু কীর্ত্তিহীন পুরুষ বিনাশ লাভ করে।৩১

কীর্ত্তিই মানুষকে মাতার ন্যায় নূতন জীবন দান করিয়া থাকে। অকীর্ত্তি জীবিত মানুষেরও জীবনকে নাশ করে।৩২

হে বিভাবসো! হে লোকেশ্বর! স্বয়ং বিধাতা এইরূপ একটী প্রাচীন শ্লোক গান করিয়াছেন,—কীর্ত্তিই মানুষের আয়ু।৩৩

পরলোকে মানুষের কীর্ত্তিই একমাত্র পরম আশ্রয় এবং ইহলোকে বিশুদ্ধা কীর্ত্তি মানুষের কীর্ত্তিবর্দ্ধন করিয়া থাকে।৩৪

আমি আমার সহজাত কবচ ও কুণ্ডল বিধিপূর্ব্বক ব্রাহ্মণকে দান করিয়া অক্ষয় কীর্ত্তি লাভ করিব। যুদ্ধে শত্রুজয়রূপ পরম দুষ্কর কর্ম্ম সম্পাদন করত অথবা সংগ্রামে শরীর ত্যাগ করত কেবল যশ লাভ করিব।৩৫-৩৬

রণাঙ্গনে ভীত ও শরণাগত সৈন্যগণকে অভয় দান করিয়া এবং সংসারে বালক, বৃদ্ধ ও ব্রাহ্মণগণকে মহাভয় হইতে মুক্ত করিয়া আমি স্বর্গানুকূল অনুত্তম যশ লাভ করিব, সুতরাং আমার জীবনের বিনিময়েও কীর্ত্তি রক্ষা করাই হইতেছে আমার ব্রত।৩৭-৩৮

হে দেব! অতএব আমি ব্রাহ্মণবেশী ইন্দ্রকে এই অনুত্তমা ভিক্ষা প্রদান করিয়া পরলোকে পরমা গতি প্রাপ্ত হইব।৩৯

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের বনপর্ব্বান্তর্গত কুণ্ডলাহরণপর্ব্বে সূর্য্যকর্ণসংলাপবিষয়ক ত্রিশততম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।৩০০

একাধিকত্রিশততমোঽধ্যায়ঃ।

[কর্ণং প্রবোধয়তা সূর্য্যদেবেনেন্দ্রায় কুণ্ডলদাননিষেধঃ।]

সূর্য্য উবাচ।

মাহিতং কর্ণ কার্ষীস্ত্বমাত্মনঃ সুহৃদাং তথা।
পুত্রাণামথ ভার্য্যাণামথো মাতুরথো পিতুঃ ॥১

শরীরস্যাবিরোধেন প্রাণিনাং প্রাণভৃদ্বর।
ইষ্যতে যশসঃ প্রাপ্তিঃ কীর্তিশ্চ ত্রিদিবে স্থিরা ॥২

যত্ত্বং প্রাণবিরোধেন কীর্তিমিচ্ছসি শাশ্বতীম্।
সা তে প্রাণান্ সমাদায় গমিষ্যতি ন সংশয়ঃ ॥৩

জীবতাং কুরুতে কার্য্যং পিতা মাতা সুতাস্তথা।
যে চান্যে বান্ধবাঃ কেচিল্লোকেঽস্মিন্ পুরুষর্ষভ ॥৪

রাজানশ্চ নরব্যাঘ্র পৌরুষেণ নিবোধ তৎ।
কীর্তিশ্চ জীবতঃ সাধ্বী পুরুষস্য মহাদ্যুতে ॥৫

মৃতস্য কীর্ত্ত্যা কিং কার্য্যং ভস্মীভূতস্য দেহিনঃ।
মৃতঃ কীর্তিং ন জানীতে জীবন্ কীর্তিং সমশ্নুতে ॥৬

মৃতস্য কীর্তির্মর্ত্ত্যস্য যথা মালা গতায়ুষঃ।
অহং তু ত্বাং ব্রবীম্যেতদ্ ভক্তোঽসীতি হিতেপ্সয়া ॥৭

ভক্তিমন্তো হি মে রক্ষ্যা ইত্যেতেনাপি হেতুনা।
ভক্তোঽয়ং পরয়া ভক্ত্যা মামিত্যেব মহাভুজ ॥
মমাপি ভক্তিরুৎপন্না স ত্বং কুরু বচো মম ॥৮

অস্তি চাত্র পরং কিঞ্চিদধ্যাত্মং দেবনির্মিতম্।
অতশ্চ ত্বাং ব্রবীম্যেতৎ ক্রিয়তামবিশঙ্কয়া ॥৯

একাধিকত্রিশততম অধ্যায়।

[কর্ণকে প্রবোধদানকারী সূর্য্যদেবকর্তৃক ইন্দ্রকে কুণ্ডল প্রদান না করিতে আদেশপ্রদান।]

সূর্য্য বলিলেন,—হে কর্ণ! তুমি নিজের, নিজ সুহৃদ্, পুত্র, পত্নীদিগের এবং মাতা, পিতা ও ভার্য্যার অহিত করিও না।১

প্রাণধারিগণশ্রেষ্ঠ কর্ণ! বিরোধ না করিয়াই অর্থাৎ শরীরের হানি না করিয়াই শরীরকে রক্ষাদ্বারা প্রাণিগণের ইহলোকে যশের প্রাপ্তি হয় ও পরলোকে বিপুলা কীর্ত্তি লাভ হয়।২

তুমি যে প্রাণের বিনিময়ে চিরস্থায়িনী কীর্ত্তি লাভ করিতে চাহিতেছ, উহা তোমার প্রাণকে লইয়াই যাইবে—সন্দেহ নাই।৩

পুরুষশ্রেষ্ঠ! পিতা, মাতা, পুত্র ও অন্যান্য বান্ধবগণ জীবিত পুরুষের নিকট হইতেই উপকার চায়, মৃত পুরুষের নিকট হইতে নয়।৪

মহাতেজস্বী নরশ্রেষ্ঠ! এজগতে রাজারা জীবিত অবস্থাতেই পৌরুষের দ্বারা কীর্ত্তি লাভ করিতে চায়, ইহা তুমি অবগত হও। জীবিত পুরুষের পক্ষেই কীর্ত্তি সর্ব্বোৎকৃষ্টা বলিয়া জানিবে।৫

মৃত মানুষের দেহ ভস্মীভূত হইলে তখন তাহার কীর্ত্তি দিয়া কি লাভ হইবে? মৃত মানুষ কীর্ত্তিকে জানিতেও পারে না, জীবিত মানুষই কীর্ত্তিতে সুখভোগ করে।৬

মৃত মানুষের কীর্ত্তি শবের গলায় পরিহিত মালার ন্যায়। আমি তোমাকে এ-কথা বলিতেছি এইজন্য যে, তুমি আমার ভক্ত, তোমার হিত চিন্তা করা আমার উচিত।৭

মহাভুজ! ভক্তগণকে রক্ষা করা আমার কর্ত্তব্য; তুমি আমাকে খুব ভক্তি কর, এজন্য আমিও তোমাকে ভালবাসি; তুমি আমার কথা পালন কর।৮

দেবগুহ্যং ত্বয়া জ্ঞাতুং ন শক্যং পুরুষর্ষভ।
তস্মান্নাখ্যামি তে গুহ্যং কালে বেৎস্যতি তদ্
ভবান্ ॥১০

পুনরুক্তঞ্চ বক্ষ্যামি ত্বং রাধেয় নিবোধ তৎ।
মাস্মৈ তে কুণ্ডলে দদ্যা ভিক্ষিতে বজ্রপাণিনা ॥১১

শোভসে কুণ্ডলাভ্যাঞ্চ রুচিরাভ্যাং মহাদ্যুতে।
বিশাখয়োর্মধ্যগতঃ শশীব বিমলে দিবি ॥১২

কীর্ত্তিশ্চ জীবতঃ সাধ্বী পুরুষস্যেতি বিদ্ধি তৎ।
প্রত্যাখ্যেয়স্ত্বয়া তাত কুণ্ডলার্থে সুরেশ্বরঃ ॥১৩

শক্যা বহুবিধৈর্বাক্যৈঃ কুণ্ডলেপ্সা ত্বয়ানঘ।
বিহন্তুং দেবরাজস্য হেতুযুক্তৈঃ পুনঃ পুনঃ ॥১৪

হেতুমদুপপন্নার্থৈর্মাধুর্য্যকৃতভূষণৈঃ।
পুরন্দরস্য কর্ণ ত্বং বুদ্ধিমেতামপানুদ ॥১৫

ত্বং হি নিত্যং নরব্যাঘ্র স্পর্দ্ধসে সব্যসাচিনা।
সব্যসাচী ত্বয়া চেহ যুধি শূরঃ সমেষ্যতি ॥১৬

ন তু ত্বামর্জ্জুনঃ শক্তঃ কুণ্ডলাভ্যাং সমন্বিতম্।
বিজেতুং যুধি যদ্যস্য স্বয়মিন্দ্রঃ সখা ভবেৎ ॥১৭

তস্মান্ন দেয়ে শক্রায় ত্বয়ৈতে কুণ্ডলে শুভে।
সংগ্রামে যদি নির্জ্জেতুং কর্ণ কাময়সেঽর্জ্জুনম্ ॥১৮

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং
বৈয়াসিক্যাং বনপর্ব্বণি কুণ্ডলাহরণপর্ব্বণি
সূর্য্যকর্ণসংবাদে একাধিকত্রিশত-
তমোঽধ্যায়ঃ ॥৩০১

ইহার মধ্যে কিছু দৈববিহিত আধ্যাত্মিক রহস্য আছে; এজন্যও আমি তোমাকে বলিতেছি—তুমি অবিশঙ্কিতচিত্তে আমার কথা অনুসারে কাজ কর।৯

হে পুরুষশ্রেষ্ঠ! দেব-গুহ্য বস্তু তোমার পক্ষে জানা সম্ভব নয়; তোমাকে তাহা বলিব না, তুমি পরে তাহা জানিতে পারিবে।১০

হে রাধাসুত! আমি পুনর্ব্বার তোমাকে তাহা বলিতেছি, শুন। ইন্দ্র ভিক্ষা করিতে আসিলে তাহাকে কবচ ও কুণ্ডলদ্বয় দিবে না।১১

মহাতেজস্বী কর্ণ! আকাশে বিশাখানামক দুই নক্ষত্রের মধ্যে যেমন চন্দ্রের শোভা হয়, তেমনই দুই কুণ্ডলের মধ্যবর্ত্তী হইয়া তুমিও শোভা প্রাপ্ত হও।১২

বৎস! জীবিত অবস্থাতেই কীর্ত্তি শ্রেয়স্করী বলিয়া জানিবে; সুতরাং কুণ্ডল চাহিলে সুরেশ্বরকে প্রত্যাখান করিবে।১৩

নিষ্পাপ! তুমি দেবরাজের প্রার্থনাকে যুক্তিপূর্ণ বাক্যের দ্বারা পুনঃ পুনঃ খণ্ডন করিয়া তাহার কুণ্ডলের প্রার্থনাকে ব্যাহত করিবে।১৪

কর্ণ! তুমি যুক্তিপূর্ণ মধুর ভাষণের দ্বারা পুরন্দরের বুদ্ধিকে পরিবর্ত্তিত করিবে।১৫

নরশ্রেষ্ঠ! তুমি সর্ব্বদাই সব্যসাচী অর্জ্জুনের সহিত যুদ্ধে স্পর্দ্ধা প্রকাশ কর। বীর সব্যসাচী অর্জ্জুন তোমার সহিত অবশ্যই যুদ্ধ করিতে আসিবে।১৬

কিন্তু ইন্দ্র স্বয়ংও যদি সব্যসাচীর সখা হয়, তথাপি সব্যসাচী কুণ্ডলসমন্বিত তোমাকে যুদ্ধে জয় করিতে পারিবে না।১৭

অতএব হে কর্ণ! তুমি যদি রণক্ষেত্রে অর্জ্জুনকে জয় করিতে চাও, তবে ইন্দ্রকে কবচ ও কুণ্ডলদ্বয় কিছুতেই দিবে না।১৮

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের বনপর্ব্বান্তর্গত কুণ্ডলাহরণপর্ব্বে
সূর্য্য-কর্ণসংবাদবিষয়ক একাধিকত্রিশততম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।৩০১

দ্ব্যধিকত্রিশততমোহধ্যায়ঃ।

[সূর্য্য-কর্ণয়োরালাপঃ, সূর্য্যাজ্ঞয়া ইন্দ্রতঃ শক্তিং গৃহীত্বা তস্মৈ কবচং কুণ্ডলদ্বয়ঞ্চ দাতুং কর্ণস্য নিশ্চয়শ্চ।]

কর্ণ উবাচ।

ভগবংস্তমহং ভক্তো যথা মাং বেত্থ গোপতে।
তথা পরমতিগ্মাংশো নাস্ত্যদেয়ং কথঞ্চন ॥১

ন মে দারা ন মে পুত্রা ন চাত্মা সুহৃদো ন চ।
তথেষ্টা বৈ সদা ভক্ত্যা যথা ত্বং গোপতে মম ॥২

ইষ্টানাঞ্চ মহাত্মানো ভক্তানাঞ্চ ন সংশয়ঃ।
কুর্বন্তি ভক্তিমিষ্টাঞ্চ জানীষে ত্বঞ্চ ভাস্করঃ ॥৩

ইষ্টো ভক্তশ্চ মে কর্ণো ন চান্যদ্ দৈবতং দিবি।
জানীত ইতি বৈ কৃত্বা ভগবানাহ মদ্ধিতম্ ॥৪

ভূয়শ্চ শিরসা যাচে প্রসাদ্য চ পুনঃ পুনঃ।
ইতি ব্রবীমি তিগ্মাংশো ত্বং তু মে ক্ষন্তুমর্হসি ॥৫

বিভেমি ন তথা মৃত্যোর্যথা বিভ্যেঽনৃতাদহম্।
বিশেষেণ দ্বিজাতীনাং সর্বেষাং সর্বদা সতাম্ ॥৬

প্রদানে জীবিতস্যাপি ন মেঽত্রাস্তি বিচারণা।
যচ্চ মামাত্থ দেব ত্বং পাণ্ডবং ফাল্গুনং প্রতি ॥৭

ব্যেতু সন্তাপজং দুঃখং তব ভাস্কর মানসম্।
অর্জুনপ্রতিমং চৈব বিজেষ্যামি রণেঽর্জুনম্ ॥৮

তবাপি বিদিতং দেব মমাপ্যস্ত্রবলং মহৎ।
জামদগ্ন্যাদুপাত্তং যৎ তথা দ্রোণান্মহাত্মনঃ ॥৯

দ্ব্যধিকত্রিশততম অধ্যায়।

[সূর্য্য ও কর্ণের আলাপ এবং সূর্য্যের আজ্ঞায় ইন্দ্রের নিকট হইতে শক্তি গ্রহণ করিয়া তাঁহাকে কবচ ও কুণ্ডলদ্বয় দান করিতে কর্ণের নিশ্চয়।]

কর্ণ বলিলেন,—হে সূর্য্য! আপনি ভগবান্, আমি আপনার পরম ভক্ত, ইহা আপনি জানেন। প্রখরকিরণসম্পন্ন! আপনাকে আমার কিছুই অদেয় নাই।১

হে সূর্য্যদেব! আমার স্ত্রী, পুত্র, সুহৃদ্ এবং আমার আত্মাও আমার নিকট সেরূপ প্রিয় নয়, যেরূপ আপনি আমার নিকট প্রিয়।২

হে ভাস্কর! আপনি ইহাও জানেন, মহাত্মাগণ নিজ প্রিয় ভক্তগণের উপর বিশেষ কৃপা রাখেন—ইহাতে সন্দেহ নাই।৩

"কর্ণ আমার প্রিয় ভক্ত, সে আমাকে ভিন্ন অন্য কোন দেবতাকে জানে না"—ইহা আপনি জানেন; সেইজন্য আপনি আমার এই হিতোপদেশ করিতেছেন।৪

তীব্রকিরণশোভিত সূর্য্যদেব! আমি পুনঃ পুনঃ আপনাকে প্রণামের দ্বারা প্রার্থনা করিতেছি যে, আপনি আমাকে ক্ষমা করিবেন।৫

আমি মৃত্যুকেও তত ভয় করি না, যত ভয় মিথ্যাকে করি; বিশেষতঃ সেই মিথ্যা ব্যবহার যদি সজ্জন ও ব্রাহ্মণের সহিত করিতে হয়। এরূপ স্থলে যাচ্ঞা করিলে আমি আমার প্রাণকেও বিনা বিচারে দিতে পারি।৬

হে দেব! পাণ্ডুতনয় অর্জ্জুন হইতে আমার যে ভয়ের কথা আপনি বলিতেছেন, আপনি সে দুশ্চিন্তা পরিত্যাগ করুন। কার্ত্তবীর্য্যার্জ্জুন-প্রতিম হইলেও অর্জ্জুনকে আমি যুদ্ধে জয় করিব।৭-৮

আপনার ইহাই জানা আছে যে, আমি জমদগ্নি-পুত্র পরশুরাম ও মহাত্মা দ্রোণাচার্য্যের নিকট সমস্ত অস্ত্রবিদ্যা শিখিয়াছি, আমারও অস্ত্রবল অতিবিশাল।৯

[মহাভারত—চতুর্বিংশ

[অষ্টমবর্ষ, জ্যৈষ্ঠ মাস, ১৩৭৭] [দ্বাদশ সংখ্যা—স্নান যাত্রা]

আর্য্যশাস্ত্র

শ্রীশ্রীসীতারামদাসওঙ্কারনাথপ্রবর্তিত

শ্রীমন্মহর্ষিবেদব্যাসপ্রণীতম্

শ্রীনিরঞ্জনস্বরূপব্রহ্মচারি-নবতীর্থকৃতবঙ্গভাষানুবাদসহিতম্।

তৃতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার অন্তর্গত আঞ্চলিক ভাষার উন্নয়ন ও সমৃদ্ধিকল্পে মহামান্য সরকারমহোদয়ের অর্থানুকূল্যে এই পুস্তক স্বল্পমূল্যে দেওয়া সম্ভব হইতেছে।

যুগ্ম-সম্পাদক—
মহামহোপাধ্যায় শ্রীকালীপদতর্কাচার্য্য
শ্রীশ্রীজীবভট্টাচার্য্যন্যায়তীর্থ

বার্ষিক মূল্য সডাক ১৫·০০ টাকা] [প্রতি সংখ্যা ১·৫০ টাকা]

স্বত্বাধিকারী :—
শ্রীসত্যধর্ম্মপ্রচারসঙ্ঘ
(জয়গুরু সম্প্রদায়)

সহ-সম্পাদকসঙ্ঘ

শ্রীশ্যামাশঙ্কর বিদ্যাভূষণ
শ্রীনারায়ণ গোস্বামী ন্যায়াচার্য্য
শ্রীরঘুনাথ কাব্য-ব্যাকরণতীর্থ
শ্রীহরিনারায়ণ তর্ক-বেদ-ব্যাকরণতীর্থ
শ্রীরামরঞ্জন কাব্য-ব্যাকরণতীর্থ
শ্রীদিলীপকুমার মুখোপাধ্যায় কাব্যতীর্থ এম্. এ.

মুদ্রণ-কর্ম্মকিঙ্কর :—
কিঙ্কর বিমলানন্দ।
ডাঃ শ্রীজিতেন্দ্র নাথ দে, এম্. বি., ডি. ও. এম্. এস্.
ডি. পি. এইচ ডি. টি. এম্. এণ্ড
এইচ (লণ্ডন)।

শ্রীরামরঞ্জন কাব্য-ব্যাকরণতীর্থ কর্তৃক শ্রীসীতারা
বৈদিক মহাবিদ্যালয়, ৭।২, পি. ডব্লিউ. ি
রোড, কলিকাতা—৩৫ হইতে প্রকাশিত
৯এ, হরি পাল লেন, কলিকাতা—
আলেকজান্ড্রা প্রিন্টিং ওয়ার্কস্ হইতে মুদ্রাপিত
১৫ই জ্যৈষ্ঠ, ১৩৭৭।

কার্য্যালয় :—
৬৮সি, বিধান সরণী (বিবেকানন্দ রোডের মোড়) কলিকাতা—৬
ফোন ৩৪-৪৪০৮

নিয়মাবলী

১। আর্য্যশাস্ত্র শাস্ত্রময় মাসিক পত্র প্রতি মাসে ইহার ১টি সংখ্যা প্রকাশিত হয়। আষাঢ় (জুন-জুলাই) মাস হইতে ইহার বর্ষারম্ভ।

২। এই মাসিকপত্রে মন্বাদি বিংশতিসংহিতা, প্রজাপতি-স্মৃতিপ্রভৃতি বহু দুর্লভ স্মৃতিগ্রন্থ, বাল্মীকি-রামায়ণ, শ্রীবিষ্ণুপুরাণ ও শ্রীমদ্ভাগবত প্রকাশিত হইয়াছে। বর্ত্তমানে মহাভারত প্রকাশিত হইতেছে। তারপর আর্য্যশাস্ত্রে অপ্রকাশিত যাবতীয় আর্য্যশাস্ত্র ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হইবে।

৩। ইহার অগ্রিম বার্ষিক গ্রাহকমূল্য ভারত ও পাকিস্তানে সডাক ১৫.০০, প্রতি সংখ্যা ১.৫০ নঃ পঃ মাত্র; অন্যত্র বার্ষিক সডাক ২০.০০, প্রতি সংখ্যা ২.০০ মাত্র। গ্রাহকমূল্য অগ্রিম দেয়।

৪। প্রতি বাংলামাসের দ্বিতীয় সপ্তাহে ইহার একটি সংখ্যা প্রকাশিত হইবামাত্র গ্রাহকগণের নিকট পাঠান হয়। বাংলামাসের তৃতীয় সপ্তাহের মধ্যে উক্ত সংখ্যা না পাইলে স্থানীয় ডাকঘরে খোঁজ লইয়া চতুর্থ সপ্তাহের মধ্যে কলিকাতা কার্য্যালয়ে অবশ্যই জানাইতে হইবে।

ঠিকানা-পরিবর্তন পূর্ববর্তী বাংলামাসের মধ্যে অবশ্যই জানাইতে হইবে।

৫। মাসিকপত্র-সংক্রান্ত কোন অভিযোগ প্রভৃতি থাকিলে "সম্পূজক আর্য্যশাস্ত্র, শ্রীসীতারাম বৈদিক মহাবিদ্যালয়, ৭।২, পি. ডব্লিউ. ডি. রোড, কলিকাতা—৩৫" এই ঠিকানায় জানাইতে হইবে। কেবল অর্থাদি ও মাসিকপত্রের প্রাপ্তি অপ্রাপ্তিবিষয়ক পত্রাদি "সঞ্চালক আর্য্যশাস্ত্র, ৩৮সি, বিধান সরণী, কলিকাতা—৬" এই ঠিকানায় পাঠাইতে হইবে।

মণি-অর্ডার কুপণ ও পত্রাদিতে গ্রাহকের নাম, ঠিকানা ও গ্রাহক-নম্বর সুস্পষ্টভাবে অবশ্যই লিখিতে হইবে।

৬। গ্রাহকগণের পত্র-লিখিত নির্দেশ অনুযায়ী সকল ব্যবস্থা শীঘ্রই গ্রহণ করা হয় কিন্তু প্রয়োজন না মনে করিলে পত্রের উত্তর দেওয়া হয় না। পত্রের উত্তর আশা করিলে গ্রাহকগণকে জবাবী-পত্র (রিপ্লাইকার্ড) অবশ্যই দিতে হইবে।

৭। আর্য্যশাস্ত্রের পুরাতন সংখ্যাগুলি একত্রে ডাকে পাঠাইবার নির্দেশ থাকিলে গ্রাহকগণকে পাঠাইবার ডাক-মাশুল অবশ্যই দিতে হইবে, কার্য্যালয়ে আসিয়া বা ডাকযোগ ব্যতীত অন্য কোন উপায়ে গ্রহণ করিলে তাহা দিতে হইবে না।

৮। উল্লিখিত ৪-৭ নং নিয়মাবলী পালিত না হইলে পত্র-পরিচালকগণের পক্ষে কোন দায়িত্ব গ্রহণ করা সম্ভব নহে।

শ্রীসীতারাম বৈদিক মহাবিদ্যালয়
৭।২, পি. ডব্লিউ. ডি. রোড, আলমবাজার
কলিকাতা—৩৫

সম্পূজক—আর্য্যশাস্ত্র

ॐশ্রীশ্রীগুরবে নমঃ

শ্রীশ্রীঠাকুরের বাণী

পুষ্করমঠ
ভরতপুর-কুঞ্জ
গৌঘাট
৮।৫।৭০

যে মায়েরা বাবারা একে (ওঙ্কারকে) সত্য সত্য ভালবাসে, তারা নিত্য আর্য্যশাস্ত্র প'ড়্বে ও প্রাণপণে আর্য্যশাস্ত্র প্রচারের চেষ্টা ক'র্বে। আর্য্যশাস্ত্রের সেবায় জগতের মহাকল্যাণ সাধিত হবেই হবে।

ওঙ্কার

বিশেষ নিবেদন—

আর্য্যশাস্ত্রের গ্রাহকগণের নিকট আমাদের বিনীত নিবেদন এই যে,—তাঁহারা যেন প্রত্যেকে অন্ততঃপক্ষে একটি করিয়াও গ্রাহক সংগ্রহ করিয়া দেন।

বিনীত
সম্পূজক—আর্য্যশাস্ত্র

আর্য্যশাস্ত্রে পূর্ব্বপ্রকাশিত নিম্নলিখিত গ্রন্থগুলি এখনও পাওয়া যায়।

১। মনুসংহিতা ৩·০০ টাকা

২। বিংশতিসংহিতা ও স্মৃতি ২২·৫০ ,,

সংহিতা—মনু, অত্রি, বিষ্ণু, হারীত, যাজ্ঞবল্ক্য, উশনঃ, অঙ্গিরঃ, যম, আপস্তম্ব, সংবর্ত্ত, কাত্যায়ন, বৃহস্পতি, পরাশর, ব্যাস, শঙ্খ, লিখিত, দক্ষ, গৌতম, শাতাতপ, বসিষ্ঠ।

স্মৃতি—প্রজাপতি, লঘুশঙ্খ, শঙ্খ-লিখিত, ঔশনস, বৃহদ্‌যম, লঘুযম, অরুণ, অত্রি, আঙ্গিরস, কপিল, লঘ্বাশ্বলায়ন, বাধূল, বৃদ্ধহারীত, লোহিত, দালভ্য, কণ্ব, বৃহৎপরাশর, নারদ।)

৩। শ্রীবাল্মীকি রামায়ণ ৩০·০০ টাকা

৪। শ্রীবিষ্ণুপুরাণ ৯·০০ ,,

৫। শ্রীমদ্‌ভাগবত ৪২·০০ ,,

(ডাক মাশুল স্বতন্ত্র)

ইদং ত্বমনুজানীহি সুরশ্রেষ্ঠ ব্রতং মম।
ভিক্ষতে বজ্রিণে দদ্যামপি জীবিতমাত্মনঃ ॥১০

সূর্য্য উবাচ।
যদি তাত দদাস্যেতে বজ্রিণে কুণ্ডলে শুভে।
ত্বমপ্যেনমথো ব্রূয়া বিজয়ার্থং মহাবলম্ ॥১১

নিয়মেন প্রদদ্যাং তে কুণ্ডলে বৈ শতক্রতো।
অবধ্যো হ্যসি ভূতানাং কুণ্ডলাভ্যাং সমন্বিতঃ ॥১২

অর্জুনেন বিনাশং হি তব দানবসূদনঃ।
প্রার্থয়ানো রণে বৎস কুণ্ডলে তে জিহীর্ষতি ॥১৩

স ত্বমপ্যেনমারাধ্য সুনৃতাভিঃ পুনঃ পুনঃ।
অভ্যর্থয়েথা দেবেশমমোঘার্থং পুরন্দরম্ ॥১৪
অমোঘাং দেহি মে শক্তিমমিত্রবিনিবর্হিণীম্।
দাস্যামি তে সহস্রাক্ষ কুণ্ডলে বর্ম চোত্তমম্ ॥১৫

ইত্যেব নিয়মেন ত্বং দদ্যাঃ শক্রায় কুণ্ডলে।
তয়া ত্বং কর্ণ সংগ্রামে হনিষ্যসি রণে রিপূন্ ॥১৬

নাহত্বা হি মহাবাহো শত্রূনেতি করং পুনঃ।
সা শক্তির্দেবরাজস্য শতশোঽথ সহস্রশঃ ॥১৭

বৈশম্পায়ন উবাচ।
এবমুক্ত্বা সহস্রাংশুঃ সহসান্তরধীয়ত।
(কর্ণস্তু বুবুধে রাজন্ স্বপ্নান্তে প্রবদন্নিব।
প্রতিবুদ্ধস্তু রাধেয়ঃ স্বপ্নং সঞ্চিন্ত্য ভারত ॥
চকার নিশ্চয়ং রাজন্ শক্ত্যর্থং বদতাং বরঃ।
যদি মামিন্দ্র আয়াতি কুণ্ডলার্থং পরন্তপঃ ॥
শক্ত্যা তস্মৈ প্রদাস্যামি কুণ্ডলে বর্ম চৈব হ।
স কৃত্বা প্রাতরুত্থায় কার্য্যাণি ভরতর্ষভ ॥
ব্রাহ্মণান্ বাচয়িত্বাথ যথাকার্য্যমুপাক্রমৎ।
বিধিনা রাজশার্দূল মুহূর্ত্তমজপৎ ততঃ ॥)
ততঃ সূর্য্যায় জপ্যান্তে কর্ণঃ স্বপ্নং ন্যবেদয়ৎ ॥১৮

যথাদৃষ্টং যথাতত্ত্বং যথোক্তমুভয়োর্নিশি।
তৎ সর্ব্বমানুপূর্ব্ব্যেণ শশংসাস্মৈ বৃষস্তদা ॥১৯

সুরশ্রেষ্ঠ! আপনি আমার এই দানব্রতবিষয়ে অনুমতি দান করুন যে, যদি ইন্দ্র আসিয়াও ভিক্ষা করে, তবে আমি তাঁহাকে যেন আমার প্রাণও দিতে সমর্থ হই।১০

সূর্য্য বলিলেন,—হে বৎস! যদি তুমি ইন্দ্রকে শুভ কুণ্ডলদ্বয় প্রদানই কর, তবে তুমি মহাবলী ইন্দ্রকে বলিবে, আমি যুদ্ধে জয়লাভের জন্য একটি সর্ত্তে কুণ্ডল দিতে পারি।১১

শতক্রতো! আমি এক নিয়মানুসারে আমার এই কুণ্ডলদ্বয় প্রদান করিব। তুমি এই কুণ্ডলদ্বয়ের দ্বারা সমস্ত প্রাণীর অবধ্য হইয়াছ। বৎস! এই কারণে ইন্দ্র অর্জ্জুনের দ্বারা তোমার বিনাশের জন্যই প্রার্থনার দ্বারা কুণ্ডল হরণ করিতে চায়।১২-১৩

সুতরাং তুমিও ইন্দ্রকে মধুর ভাষায় পুনঃ পুনঃ তুষ্ট করিয়া তাঁহার নিকট অমোঘা একাঘ্নী শক্তি চাহিয়া লইবে।১৪

তুমি বলিবে, হে সহস্রলোচন! আপনি শত্রুবিনাশিনী অমোঘা শক্তি আমাকে দিন, তাহা হইলে আমিও কুণ্ডল ও উত্তম বর্ম্ম প্রদান করিব।১৫

কর্ণ! এইরূপ সর্ত্তে তুমি ইন্দ্রকে কুণ্ডল দুইটি (ও কবচ) দিবে। তাহা হইলে তুমি যুদ্ধে সেই শক্তির দ্বারা শত্রুগণকে বধ করিতে সক্ষম হইবে।১৬

মহাবাহো! ইন্দ্রের সেই শক্তি শত শত ও সহস্র সহস্র শত্রু সংহার না করিয়া পুনরায় হস্তে ফিরিয়া আসে না।১৭

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—এই বলিয়া সূর্য্যদেব সহসা অন্তর্ধান করিলেন। অনন্তর কর্ণ প্রভাতকালে

তচ্ছ্রুত্বা ভগবান্ দেবো ভানুঃ স্বর্ভানুসূদনঃ।
উবাচ ত্বং তথেত্যেব কর্ণং সূর্য্যঃ স্ময়ন্নিব ॥২০

ততস্তত্ত্বমিতি জ্ঞাত্বা রাধেয়ঃ পরবীরহা।
শক্তিমেবাভিকাঙ্ক্ষন্ বৈ বাসবং প্রত্যপালয়ৎ ॥২১

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং বনপর্বণি কুণ্ডলাহরণপর্বণি সূর্য্য-কর্ণসংবাদে দ্ব্যধিকত্রিশততমোঽধ্যায়ঃ ॥৩০২

জাগরিত হইয়া জপের শেষে স্বপ্নের কথা সূর্য্যদেবকে নিবেদন করিলেন।১৮

রাত্রিতে যেরূপ দেখিয়াছিলেন এবং দুইজনে যেরূপ আলাপ-আলোচনা করিয়াছিলেন, সেই সমস্ত আনুপূর্বীকক্রমে ও যথাযথভাবে সূর্য্যকে বলিলেন।১৯

তাহা শুনিয়া প্রতাপশালী রাহুদমন ভগবান্ সূর্য্যদেব ঈষৎ হাসিয়া কর্ণকে বলিলেন, তুমি যাহা দেখিয়াছ তাহা সবই ঠিক।২০

তখন শত্রুবীরহন্তা রাধাপুত্র কর্ণ স্বপ্নবৃত্তান্ত যথার্থ বুঝিয়া শক্তিলাভের ইচ্ছায় ইন্দ্রের প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন।২১

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের বনপর্ব্বান্তর্গত কুণ্ডলাহরণপর্ব্বে সূর্য্য-কর্ণআলাপবিষয়ক ত্রিশততম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।৩০২

ত্র্যধিকত্রিশততমোঽধ্যায়ঃ।

[কুন্তিভোজগৃহে মহর্ষি-দুর্ব্বাসস আগমনম্, তস্য সেবায়ৈ রাজ্ঞা কুন্ত্যা নিযুক্তিশ্চ।]

জনমেজয় উবাচ।

কিং তদ্ গুহ্যং ন চাখ্যাতং কর্ণায়েহোষ্ণরশ্মিনা।
কীদৃশে কুণ্ডলে তে চ কবচং চৈব কীদৃশম্ ॥১

কুতশ্চ কবচং তস্য কুণ্ডলে চৈব সত্তম।
এতদিচ্ছাম্যহং শ্রোতুং তন্মে ব্রূহি তপোধন ॥২

বৈশম্পায়ন উবাচ।

অয়ং রাজন্ ব্রবীম্যেতৎ তস্য গুহ্যং বিভাবসোঃ।
যাদৃশে কুণ্ডলে তে চ কবচং চৈব যাদৃশম্ ॥৩

কুন্তিভোজং পুরা রাজন্ ব্রাহ্মণঃ পর্য্যুপস্থিতঃ।
তিগ্মতেজা মহাপ্রাংশুঃ শ্মশ্রুদণ্ডজটাধরঃ ॥৪

ত্র্যধিকত্রিশততম অধ্যায়।

[কুন্তিভোজগৃহে মহর্ষি দুর্ব্বাসার আগমন এবং তাঁহার সেবার জন্য রাজা কর্তৃক কুন্তীকে নিযুক্তি।]

জনমেজয় বলিলেন,—হে তপোধন! সেই গোপনীয় কথাটি কি, যাহা কর্ণের নিকটে আদিত্যদেব প্রকাশ করিলেন না? কবচ ও কুণ্ডল দুইটী কিরূপ ছিল? সাধুশ্রেষ্ঠ তপোধন! উহা কোথা হইতে কর্ণ পাইয়াছিলেন? এই বিষয়গুলি আমি শুনিতে চাই, আপনি কৃপা করিয়া বলুন।১-২

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—হে রাজন্! সূর্য্যের গুহ্য কথাটি এবং কুণ্ডলদ্বয় ও কবচটি যেরূপ ছিল, তাহা আমি বলিতেছি, শুন।৩

দর্শনীয়োঽনবদ্যাঙ্গস্তেজসা প্রজ্বলন্নিব।
মধুপিঙ্গো মধুরবাক্ তপঃস্বাধ্যায়ভূষণঃ ॥৫

স রাজানং কুন্তিভোজমব্রবীৎ সুমহাতপাঃ।
ভিক্ষামিচ্ছামি বৈ ভোক্তুং তব গেহে বিমৎসরঃ ॥৬

ন মে ব্যলীকং কর্ত্তব্যং ত্বয়া বা তব চানুগৈঃ।
এবং বৎস্যামি তে গেহে যদি তে রোচতেঽনঘ ॥৭

যথাকামঞ্চ গচ্ছেয়মাগচ্ছেয়ং তথৈব চ।
শয্যাসনে চ মে রাজন্ নাপরাধ্যেত কশ্চন ॥৮

তমব্রবীৎ কুন্তিভোজঃ প্রীতযুক্তমিদং বচঃ।
এবমস্তু পরং চেতি পুনশ্চৈনমথাব্রবীৎ ॥৯

মম কন্যা মহাপ্রাজ্ঞ পৃথা নাম যশস্বিনী।
শীলবৃত্তান্বিতা সাধ্বী নিয়তা চৈব ভাবিনী ॥১০

উপস্থাস্যতি সা ত্বাং বৈ পূজয়ানবমন্য চ।
তস্যাশ্চ শীলবৃত্তেন তুষ্টিং সমুপযাস্যসি ॥১১

এবমুক্ত্বা তু তং বিপ্রমভিপূজ্য যথাবিধি।
উবাচ কন্যামভ্যেত্য পৃথাং পৃথুললোচনাম্ ॥১২

অয়ং বৎসে মহাভাগো ব্রাহ্মণো বস্তুমিচ্ছতি।
মম গেহে ময়া চাস্য তথেত্যেবং প্রতিশ্রুতম্ ॥১৩

ত্বয়ি বৎসে পরাধস্য ব্রাহ্মণস্যাভিরাধনম্।
তন্মে বাক্যমমিথ্যা ত্বং কর্ত্তুমর্হসি কর্হিচিৎ ॥১৪

হে রাজন্! রাজা কুন্তিভোজের নিকটে একসময় একজন তেজস্বী ব্রাহ্মণ উপস্থিত হইলেন। তিনি অতিশয় লম্বা ও উগ্রতেজা ছিলেন এবং শ্মশ্রু, দণ্ড, জটা ও কমণ্ডলুধারী ছিলেন। আবার তিনি দেখিতেও অতি সুন্দর এবং জ্যোতির্ম্ময় ছিলেন। তাঁহার শরীরের বর্ণ মধুর ন্যায় পিঙ্গলবর্ণ ছিল; তিনি মধুরভাষী ও তপস্যা এবং স্বাধ্যায়সম্পন্ন ছিলেন।৪-৫

সেই মহাতপা ব্রাহ্মণ কুন্তিভোজের নিকট গিয়া বলিলেন—হে মাৎসর্য্যরহিত নৃপতে! আমি ভোজনের জন্য তোমার গৃহে কিছু ভিক্ষা চাই।৬

আমার সর্ত্ত হইতেছে এই যে, তুমি বা তোমার অনুগামী সেবকগণ কেহই আমার ইচ্ছার বিরুদ্ধে কোন কাজ করিবে না। রাজন্! তাহা হইলেই আমি তোমার গৃহে বাস করিব, নতুবা নয়।৭

রাজন্! আমার ইচ্ছামত আমি যেখানে ইচ্ছা সেখানে যাতায়াত করিব, আমার শয্যা বা আসনের নিকট কেহ কোন অপরাধজনক কাজ করিবে না।৮

তাহা শুনিয়া কুন্তিভোজ প্রীতিপূর্ণ বাক্যে বলিলেন,—'তাহাই হইবে'। এই কথা বলিয়া তিনি পুনরায় ব্রাহ্মণকে বলিলেন —।৯

মহাপ্রাজ্ঞ! আমার একটী পৃথা নাম্নী কন্যা আছে, সে সচ্চরিত্রা ও সদাচারসমন্বিতা, সাধ্বী, নিয়মানুগা, হৃদয়বতী; সুতরাং যশস্বিনী।১০

সে যথেষ্ট শ্রদ্ধার সহিত ও অবহেলাশূন্যা হইয়া সতত আপনার সেবা করিবে এবং আশা করি তাহার স্বভাব ও সদাচারে আপনি পরমা প্রীতি লাভ করিবেন।১১

এই বলিয়া তিনি সেই ব্রাহ্মণের যথাবিধি পূজা করিলেন এবং বিশালনয়না কন্যা কুন্তীর নিকট গিয়া বলিলেন।১২

হে বৎসে! এই মহাভাগ ব্রাহ্মণ আমার গৃহে বাস করিতে চাহেন এবং আমিও "তাহাই হউক" বলিয়া তাহাতে স্বীকৃত হইয়াছি।১৩

তোমার উপরই এই তেজস্বী ব্রাহ্মণের সেবা ও আরাধনা সম্পূর্ণ নির্ভর করিতেছে; আমি তাঁহাকে

অয়ং তপস্বী ভগবান্ স্বাধ্যায়নিয়তো দ্বিজঃ।
যদ্ যদ্ ব্রূয়াম্মহাতেজাস্তত্তদ্ দেয়মমৎসরাৎ ॥১৫
ব্রাহ্মণো হি পরং তেজো ব্রাহ্মণো হি পরং তপঃ
ব্রাহ্মণানাং নমস্কারৈঃ সূর্য্যো দিবি বিরাজতে ॥১৬
অমানয়ন্ হি মানার্হান্ বাতাপিশ্চ মহাসুরঃ।
নিহতো ব্রহ্মদণ্ডেন তালজঙ্ঘস্তথৈব চ ॥১৭
সোঽয়ং বৎসে মহাভার আহিতস্ত্বয়ি সাম্প্রতম্।
ত্বং সদা নিয়তা কুর্য্যা ব্রাহ্মণস্যাভিরাধনম্ ॥১৮
জানামি প্রণিধানং তে বাল্যাৎ প্রভৃতি নন্দিনি।
ব্রাহ্মণেষ্বিহ সর্বেষু গুরু-বন্ধুষু চৈব হ ॥১৯
তথা প্রেষ্যেষু সর্বেষু মিত্রসম্বন্ধিমাতৃষু।
ময়ি চৈব যথাবৎ ত্বং সর্বমাবৃত্য বর্ত্তসে ॥২০
ন হ্যতুষ্টো জনোঽস্তীহ পুরে চান্তঃপুরে চ তে।
সম্যগ্বৃত্তানবদ্যাঙ্গি তব ভৃত্যজনেষ্বপি ॥২১
সন্দেষ্টব্যাং তু মন্যে ত্বাং দ্বিজাতিং কোপনং প্রতি
পৃথে বালেতি কৃত্বা বৈ সুতা চাসি মমেতি চ ॥২২
বৃষ্ণীনাঞ্চ কুলে জাতা শূরস্য দয়িতা সুতা।
দত্তা প্রীতিমতা মহ্যং পিত্রা বালা পুরা স্বয়ম্ ॥২৩
বসুদেবস্য ভগিনী সুতানাং প্রবরা মম।
অগ্র্যমগ্রে প্রতিজ্ঞায় তেনাসি দুহিতা মম ॥২৪
তাদৃশে হি কুলে জাতা কুলে চৈব বিবর্দ্ধিতা।
সুখাৎ সুখমনুপ্রাপ্তা হ্রদাদ্ধ্রদমিবাগতা ॥২৫
দৌষ্কুলেয়া বিশেষেণ কথঞ্চিৎ প্রগ্রহং গতাঃ।
বালভাবাদ্ বিকুর্বন্তি প্রায়শঃ প্রমদাঃ শুভে ॥২৬

সেইরূপই বলিয়াছি; তুমি আমার কথা মিথ্যা হইতে দিবে না।১৪

এই তপস্বী ব্রাহ্মণ বেদাধ্যয়নরত ও নিয়মনিষ্ঠ; সাক্ষাৎ ভগবান্ বলিয়াই ইহাকে মনে করিবে। ইনি যখন যাহা চাহিবেন বা করিতে বলিবেন, তৎক্ষণাৎ তাহা দ্বিধাশূন্য হইয়া দিবে এবং তাহাই করিবে।১৫

ব্রাহ্মণই শ্রেষ্ঠ তেজ, ব্রাহ্মণই শ্রেষ্ঠ তপস্যা, ব্রাহ্মণগণকে নমস্কার করিয়াই সূর্য্যদেব আকাশে বিরাজমান রহিয়াছেন।১৬

মাননীয় ব্রাহ্মণকে না মানিয়া মহাসুর বাতাপি এবং তালজঙ্ঘ ব্রহ্মদণ্ডের দ্বারা নিহত হইয়াছিল।১৭

হে বৎসে! সুতরাং আমি এখন তোমার উপর এই মহাভার অর্পণ করিলাম; তুমি নিয়মানুগা হইয়া ব্রাহ্মণের আরাধনা করিবে।১৮

নন্দিনি! আমি তোমার এই একাগ্রচিত্ততার কথা জানি; তুমি বাল্যকাল হইতেই সকল ব্রাহ্মণ, গুরুজন, আত্মীয়স্বজন, ভৃত্য, মিত্র, কুটুম্ব ও মাতৃগণের প্রতি তোমার অতুলনীয় শ্রদ্ধা ও একাগ্রতার সহিত সেবা করিয়া সকলকে আকৃষ্ট করিয়াছ।১৯-২০

নগরে ও অন্তঃপুরে আত্মীয় বন্ধুগণের মধ্যে কেহই তোমার প্রতি অসন্তুষ্ট নহে। অনবদ্যাঙ্গি! এমন কি ভৃত্যবর্গের প্রতি তোমার আচরণ প্রশংসনীয়।২১

হে পৃথে! তথাপি তুমি বালিকা ও আমার কন্যা, আর এই ব্রাহ্মণ কোপনস্বভাব; এজন্য তোমাকে কিছু উপদেশ দেওয়া আবশ্যক মনে করিতেছি।২২

তুমি বৃষ্ণিকুলে জন্মগ্রহণ করিয়াছ; তুমি শূরসেনের প্রিয় কন্যা; পূর্ব্বে তোমার পিতা আমার প্রতি প্রীতিবশতঃ তোমাকে আমায় দিয়াছিলেন।২৩

তুমি বসুদেবের ভগিনী এবং শূরসেনের সন্তানগণের মধ্যে সকলের জ্যেষ্ঠা; তিনি আমাকে তাঁহার প্রথম সন্তান দিবেন বলিয়া প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন; তাই তুমি আমার দুহিতা (কন্যা) হইয়াছ।২৪

তুমি সেইরূপ শ্রেষ্ঠকুলে জন্মগ্রহণ করিয়া আমাদের এই শ্রেষ্ঠকুলে পালিতা ও পোষিতা হইয়া বর্দ্ধিত

পৃথে রাজকুলে জন্ম রূপং চাপি তবাদ্ভুতম্।
তেন তেনাসি সম্পন্না সমুপেতা চ ভাবিনী ॥২৭

সা ত্বং দর্পং পরিত্যজ্য দম্ভং মানঞ্চ ভাবিনি।
আরাধ্য বরদং বিপ্রং শ্রেয়সা যোক্ষ্যসে পৃথে ॥২৮

এবং প্রাপ্স্যসি কল্যাণি কল্যাণমনঘে ধ্রুবম্।
কোপিতে চ দ্বিজশ্রেষ্ঠে কৃৎস্নং দহ্যেত মে কুলম্ ॥২৯

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং বনপর্বণি কুণ্ডলাহরণপর্বণি পৃথোপদেশে ত্র্যধিকত্রিশততমোঽধ্যায়ঃ ॥৩০৩

হইয়াছ। এক হ্রদ হইতে অপর হ্রদে জলধারার যাওয়ার ন্যায় তুমি এক সুখময় কুল হইতে অপর সুখময় কুলে আসিয়াছ।২৫

শুভে! দুষ্কুলে জাত কন্যাগণ কোন বিশেষ আগ্রহে পড়িয়া অবিবেকবশতঃ প্রায়শঃই বিকার প্রাপ্ত হয়। (পরন্তু তোমাতে সেরূপ আশঙ্কা নাই।) ২৬

হে পৃথে! তুমি রাজকুলে জন্মিয়াছ, তোমার রূপও অদ্ভুত। যেমন তোমার রূপ ও কুল, তেমনই তুমি সদ্গুণ ও সদাচারে সম্পন্না এবং হৃদয়বতী।২৭

সদ্ভাবসম্পন্না পৃথে! সুতরাং দর্প, দম্ভ ও মান পরিত্যাগ করিয়া এই বরদাতা তপস্বী ব্রাহ্মণের সেবা করিলে তুমি পরম কল্যাণ লাভ করিবে।২৮

হে কল্যাণি! হে অনঘে! এই ব্রাহ্মণকে সন্তুষ্ট করিতে পারিলে তুমি পরম কল্যাণ প্রাপ্ত হইবে; কিন্তু এই দ্বিজশ্রেষ্ঠ ক্রুদ্ধ হইলে তিনি আমার সম্পূর্ণ কুলকেই দগ্ধ করিবেন।২৯

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের বনপর্ব্বান্তর্গত কুণ্ডলাহরণপর্ব্বে কুন্তীদেবীকে উপদেশবিষয়ক ত্র্যধিকত্রিশততম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।৩০৩

চতুরধিকত্রিশততমোঽধ্যায়ঃ।

[পিত্রা সহ কুন্তীদেব্যা আলাপঃ, ব্রাহ্মণস্য পরিচর্য্যা চ।]

কুন্ত্যুবাচ।

ব্রাহ্মণং যন্ত্রিতা রাজন্ উপস্থাস্যামি পূজয়া।
যথাপ্রতিজ্ঞং রাজেন্দ্র ন চ মিথ্যা ব্রবীম্যহম্ ॥১

এষ চৈব স্বভাবো মে পূজয়েয়ং দ্বিজানিতি।
তব চৈব প্রিয়ং কার্য্যং শ্রেয়শ্চ পরমং মম ॥২

চতুরধিকত্রিশততম অধ্যায়।

[পিতার সহিত কুন্তীদেবীর আলাপ এবং ব্রাহ্মণের পরিচর্য্যা।]

কুন্তী বলিলেন,—রাজন্! আমি আপনার প্রতিজ্ঞানুসারে নিয়মানুগা হইয়া এই ব্রাহ্মণের নিরন্তর সেবা করিব। রাজেন্দ্র! আমি মিথ্যা বলিতেছি না।১

আমার প্রকৃতিই হইল ব্রাহ্মণগণের সেবা ও পূজা করা। আর আপনার প্রিয় কর্ম করা তো আমার পক্ষে পরম কল্যাণকর।২

যদ্যেবৈষ্যতি সায়াহ্নে যদি প্রাতরথো নিশি।
যদ্যর্দ্ধরাত্রে ভগবান্ ন মে কোপং করিষ্যতি ॥৩
লাভো মমৈষ রাজেন্দ্র যদ্ বৈ পূজয়তী দ্বিজান্।
আদেশে তব তিষ্ঠন্তী হিতং কুর্য্যাং নরোত্তম ॥৪
বিস্রব্ধো ভব রাজেন্দ্র ন ব্যলীকং দ্বিজোত্তমঃ।
বসন্ প্রাপ্স্যতি তে গেহে সত্যমেতদ্ ব্রবীমি তে ॥৫
যৎ প্রিয়ঞ্চ দ্বিজস্যাস্য হিতঞ্চৈব তবানঘ।
যতিষ্যামি তথা রাজন্ ব্যেতু তে মানসো জ্বরঃ ॥৬
ব্রাহ্মণা হি মহাভাগাঃ পূজিতাঃ পৃথিবীপতে।
তারণায় সমর্থাঃ স্যুর্বিপরীতে বধায় চ ॥৭
সাহমেতদ্ বিজানন্তী তোষয়িষ্যে দ্বিজোত্তমম্।
ন মৎকৃতে ব্যথাং রাজন্ প্রাপ্স্যসি দ্বিজসত্তমাৎ ॥৮
অপরাধেঽপি রাজেন্দ্র রাজ্ঞামশ্রেয়সে দ্বিজাঃ।
ভবন্তি চ্যবনো যদ্বৎ সুকন্যায়াঃ কৃতে পুরা ॥৯
নিয়মেন পরেণাহমুপস্থাস্যে দ্বিজোত্তমম্।
যথা ত্বয়া নরেন্দ্রেদং ভাষিতং ব্রাহ্মণং প্রতি ॥১০
এবং ব্রুবন্তীং বহুশঃ পরিষ্বজ্য সমর্থ্য চ।
ইতি চেতি চ কর্ত্তব্যং রাজা সর্বমথাদিশৎ ॥১১

রাজোবাচ।

এবমেতৎ ত্বয়া ভদ্রে কর্ত্তব্যমবিশঙ্কয়া।
মদ্ধিতার্থং তথাত্মার্থং কুলার্থং চাপ্যনিন্দিতে ॥১২
এবমুক্ত্বা তু তাং কন্যাং কুন্তিভোজো মহাযশাঃ।
পৃথাং পরিদদৌ তস্মৈ দ্বিজায় দ্বিজবৎসলঃ ॥১৩

এই পরম পূজনীয় ব্রাহ্মণ যদি সায়াহ্নকালে, প্রাতঃকালে, রাত্রিতে অথবা অর্দ্ধরাত্রেও আসিয়া উপস্থিত হন, তথাপি তিনি আমার মনে ক্রোধ উৎপন্ন করিতে পারিবেন না; কারণ, আমি সব সময় তাঁহার সেবার জন্য প্রস্তুত থাকিব।৩

হে নরোত্তম মহারাজ! আমার ইহা পরম লাভ যে, আপনার আদেশানুসারে ব্রাহ্মণের সেবা ও পূজা করিতে করিতে আপনারই হিতকর কার্য্যে নিযুক্তা থাকিব।৪

হে মহারাজ! আপনি আমাকে বিশ্বাস করুন; আপনার এই ভবনে নিবাসকালে সেই ব্রাহ্মণ নিজ মনের প্রতিকূল কোন কার্য্য দেখিতে পাইবেন না। ইহা আমি সত্য করিয়া আপনাকে বলিতেছি।৫

নিষ্পাপ নরেশ! আপনি মনে কোন উদ্বেগ পোষণ করিবেন না; এই ব্রাহ্মণের যাহা প্রিয়, আপনার যাহা হিতকর, তাহাই করিতে আমি যত্ন করিব।৬

হে পৃথিবীপতে! মহাভাগ্যশালী ব্রাহ্মণগণ প্রীত হইলে যেমন জগতকে উদ্ধার করিতে পারেন, তেমনই ক্রুদ্ধ হইলে জগৎকে সংহারও করিতে পারেন।৭

আমি একথা ভাল করিয়াই জানি; সুতরাং আমি এই শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণকে সর্ব্বপ্রকারে সন্তুষ্ট রাখিব। রাজন্! আমার জন্য এই দ্বিজশ্রেষ্ঠ হইতে আপনি কোন কষ্ট পাইবেন না।৮

হে রাজেন্দ্র! কোন বালিকার দ্বারা অপরাধ অনুষ্ঠিত হইলেও ব্রাহ্মণগণ রাজগণের অহিত করিতে উদ্যত হন; যেমন পূর্ব্বে চ্যবনমুনি কন্যা সুকন্যার অপরাধের জন্য তাহার পিতা মহারাজ শর্য্যাতির অহিত করিতে উদ্যত হইয়াছিলেন।৯

নরেন্দ্র! আপনি যেরূপভাবে পূর্ব্বে দ্বিজশ্রেষ্ঠ তপস্বী ব্রাহ্মণকে বলিয়াছেন, আমি নিয়মানুগা হইয়া সেইরূপ ভাবেই সেই ব্রাহ্মণের সেবা করিব।১০

কুন্তী এই কথা বলিলে, রাজা তাঁহার কথা সমর্থন করত তাঁহাকে পুনঃ পুনঃ আলিঙ্গন করিলেন এবং সর্ব্বপ্রকার ইতিকর্ত্তব্যসমূহ উপদেশ করিলেন।১১

ইয়ং ব্রহ্মন্ মম সুতা বালা সুখবিবর্দ্ধিতা।
অপরাধ্যেত যৎকিঞ্চিন্ন কার্য্যং হৃদি তৎ ত্বয়া ॥১৪
দ্বিজাতয়ো মহাভাগা বৃদ্ধবালতপস্বিষু।
ভবন্ত্যক্রোধনাঃ প্রায়ো হ্যপরাদ্ধেষু নিত্যদা ॥১৫
সুমহত্যপরাধেঽপি ক্ষান্তিঃ কার্য্যা দ্বিজাতিভিঃ।
যথাশক্তি যথোৎসাহং পূজা গ্রাহ্যা দ্বিজোত্তম ॥১৬
তথেতি ব্রাহ্মণেনোক্তঃ স রাজা প্রীতমানসঃ।
হংসচন্দ্রাংশুসঙ্কাশং গৃহমস্মৈ ন্যবেদয়ৎ ॥১৭
তত্রাগ্নিশরণে কৢপ্তমাসনং তস্য ভানুমৎ।
আহারাদি চ সর্ব্বং তৎ তথৈব প্রত্যবেদয়ৎ ॥১৮
নিক্ষিপ্য রাজপুত্রী তু তন্দ্রীং মানং তথৈব চ।
আতস্থে পরমং যত্নং ব্রাহ্মণস্যাভিরাধনে ॥১৯
তত্র সা ব্রাহ্মণং গত্বা পৃথা শৌচপরা সতী।
বিধিবৎ পরিচারার্হং দেববৎ পর্য্যতোষয়ৎ ॥২০

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং বনপর্ব্বণি কুণ্ডলাহরণপর্ব্বণি পৃথাদ্বিজপরিচর্য্যায়াং চতুরধিক-ত্রিশততমোঽধ্যায়ঃ ॥৩০৪

রাজা বলিলেন,—হে আনন্দিতে! হে কল্যাণি! তুমি যে আমার, আমার কুল ও তোমার নিজের জন্য নিঃশঙ্কচিত্তে এই সব কার্য্য করিবে—ইহা আমি ভাল করিয়াই জানি।১২

ব্রাহ্মণপ্রেমী মহাযশস্বী কুন্তিভোজ নিজ কন্যাকে এই কথা বলিয়া রাজা সেই ব্রাহ্মণের নিকট কুন্তীকে লইয়া গিয়া তাঁহাকে প্রদান করিলেন।১৩

তারপর তিনি ব্রাহ্মণকে বলিলেন,—"হে ব্রহ্মন্! আমার এই কন্যা কুন্তী এখনও বালিকা এবং সুখে লালিতা হইয়াছে; যদি আপনার নিকট সে কোন অপরাধ করে, তবে তাহাতে আপনি কৃপা করিয়া ইহার উপর ক্রোধ করিবেন না এবং মনে কিছু করিবেন না।১৪

মহাভাগ দ্বিজাতিগণ সাধারণতঃ দয়ালু হন; তাঁহারা বৃদ্ধ, বালক ও তপস্বিগণের প্রতি সদা অপরাধ করিলেও কখনও ক্রুদ্ধ হন্ না।১৫

হে দ্বিজোত্তম! মহাপরাধ করিলেও ব্রাহ্মণগণের উহা ক্ষমা করা উচিত এবং শক্তি ও উত্তম অনুসারে ভক্ত কর্ত্তৃক কৃত সেবাদি গ্রহণ করাও উচিত।১৬

ব্রাহ্মণ 'তথাস্তু' বলিয়া রাজার এই কথা স্বীকার করিলেন। ইহাতে রাজা অত্যন্ত প্রীত হইলেন। তখন তিনি সেই ব্রাহ্মণের বাসের জন্য হংস ও চন্দ্রতুল্য উজ্জ্বল একটি ভবন দিলেন।১৭

অগ্নিহোত্রের গৃহে তাঁহার জন্য একটি তেজোময় সুন্দর আসন দেওয়া হইল এবং আহারাদি সব কিছু দ্রব্য রাজা তাঁহাকে নিবেদন করিলেন।১৮

রাজপুত্রী কুন্তী আলস্য ও অভিমান পরিত্যাগ করিয়া পরম যত্ন সহকারে ব্রাহ্মণের আরাধনায় নিযুক্তা রহিলেন।১৯

তারপর সেই সতীসাধ্বী কুন্তী পরম পবিত্র হইয়া সেই ব্রাহ্মণের নিকট গমন করত বিধি অনুসারে দেবতার ন্যায় আরাধনা করত পূর্ণরূপে তাঁহাকে সন্তুষ্ট করিলেন।২০

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের বনপর্ব্বান্তর্গত কুণ্ডলাহরণপর্ব্বে কুন্তী কর্ত্তৃক দ্বিজের সেবাবিষয়ক চতুরধিকত্রিশততম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।৩০৪

পঞ্চাধিকত্রিশততমোঽধ্যায়ঃ।

[কুন্ত্যাঃ সেবয়া তুষ্টেন তপস্বিনা ব্রাহ্মণেন তস্যৈ মন্ত্রস্যোপদেশঃ।]

বৈশম্পায়ন উবাচ।

সা তু কন্যা মহারাজ ব্রাহ্মণং সংশিতব্রতম্‌।
তোষয়ামাস শুদ্ধেন মনসা সংশিতব্রতা ॥১

প্রাতরেষ্যাম্যথেত্যুক্ত্বা কদাচিদ্‌ দ্বিজসত্তমঃ।
তত আয়াতি রাজেন্দ্র সায়ং রাত্রাবথো পুনঃ ॥২

তঞ্চ সর্বাসু বেলাসু ভক্ষ্যভোজ্যপ্রতিশ্রয়ৈঃ।
পূজয়ামাস সা কন্যা বর্দ্ধমানৈস্তু সর্বদা ॥৩

অন্নাদিসমুদাচারঃ শয্যাসনকৃতস্তথা।
দিবসে দিবসে তস্য বর্দ্ধতে ন তু হীয়তে ॥৪

নির্ভৎর্সনাপবাদৈশ্চ তথৈবাপ্রিয়য়া গিরা।
ব্রাহ্মণস্য পৃথা রাজন্‌ ন চকারাপ্রিয়ং তদা ॥৫

ব্যস্তে কালে পুনশ্চৈতি ন চৈতি বহুশো দ্বিজঃ
সুদুর্লভমপি হ্যন্নং দীয়তামিতি সোঽব্রবীৎ ॥৬

কৃতমেব চ তৎ সর্বং যথা তস্মৈ ন্যবেদয়ৎ।
শিষ্যবৎ পুত্রবচ্চৈব স্বসৃবচ্চ সুসংযতা ॥৭

যথোপজোষং রাজেন্দ্র দ্বিজাতিপ্রবরস্য সা।
প্রীতিমুৎপাদয়ামাস কন্যারত্নমনিন্দিতা ॥৮

পঞ্চাধিকত্রিশততম অধ্যায়।

[কুন্তীর সেবায় সন্তুষ্ট হইয়া সেই তপস্বী ব্রাহ্মণ-কর্তৃক তাঁহাকে মন্ত্রের উপদেশ।]

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—হে মহারাজ! সেই কন্যা উত্তমব্রত পালন করিতে করিতে শুদ্ধ মনে সেবা করিয়া কঠোর ব্রতনিষ্ঠ সেই ব্রাহ্মণকে সন্তুষ্ট করিলেন।১

রাজেন্দ্র! সেই শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণ প্রাতঃকালেই আসিব বলিয়া গমন করিতেন। তারপর কিন্তু তিনি কখনও সায়ংকালে কখনও বা রাত্রিতে আসিতেন।২

কিন্তু সেই কন্যাও তেমনই সকল সময়েই ভক্ষ্য, ভোজ্য, আসন, শয্যা প্রভৃতি সমস্ত সামগ্রী পূর্ব্বাপেক্ষা অধিকরূপে প্রস্তুত রাখিয়া অনলস-ভাবে সর্ব্বদা ব্রাহ্মণের সেবা করিতে লাগিলেন।৩

তিনি প্রতিদিনই পূর্ব্বদিন অপেক্ষা অধিক অধিক অন্নাদির দ্বারা তাঁহার সেবা করিতে লাগিলেন। তাঁহার জন্য শয্যা ও আসনাদির সুবিধাও পূর্ব্বাপেক্ষা অধিক প্রদান করিতেন। এইভাবে প্রতিদিন তাঁহার সেবার উপচার বর্দ্ধিত হইতেই লাগিল, কিন্তু কম হইল না।৪

রাজন্‌! ব্রাহ্মণ যতই তাঁহাকে ভর্ৎসনা, দোষারোপ এবং কর্কশ ভাষা প্রয়োগ করুন না কেন, পৃথা তাহাতে রুষ্ট হইতেন না এবং তাঁহার অপ্রিয় কিছু করিতেন না।৫

ব্রাহ্মণ এমন সময় ফিরিয়া আসিতেন, যখন পৃথা হয়ত অন্য কাজে অত্যন্ত ব্যগ্র আছেন; আবার হয়ত কখনও বহুদিন পর্য্যন্ত আসিতেনই না; কখনও আবার ফিরিয়া আসিয়াই এমন অন্ন চাহিতেন, যাহা দুর্লভ।৬

কিন্তু কুন্তী তাঁহার প্রার্থিত বস্তু এইরূপে প্রস্তুত করিয়া দিতেন, যেন মনে হইত উহা পূর্ব্বেই প্রস্তুত আছে। তিনি অত্যন্ত সংযত হইয়া শিষ্য, পুত্র বা ভগিনীর ন্যায় তাঁহার সর্ব্বদা সেবা করিতেন।৭

রাজেন্দ্র! সেই অনিন্দিতা কন্যারত্ন সেই ব্রাহ্মণপ্রবরের ইচ্ছানুসারে সেবা করিয়া তাঁহার পরমা প্রীতি উৎপাদন করিলেন।৮

তস্যাস্তু শীলবৃত্তেন তুতোষ দ্বিজসত্তমঃ।
অবধানেন ভূয়োঽস্যাঃ পরং যত্নমথাকরোৎ ॥৯
তাং প্রভাতে চ সায়ঞ্চ পিতা পপ্রচ্ছ ভারত।
অপি তুষ্যতি তে পুত্রি ব্রাহ্মণঃ পরিচর্য্যয়া ॥১০
তং সা পরমমিত্যেব প্রত্যুবাচ যশস্বিনী।
ততঃ প্রীতিমবাপাগ্র্যাং কুন্তিভোজো মহামনাঃ ॥১১
ততঃ সংবৎসরে পূর্ণে যদাসৌ জপতাং বরঃ।
নাপশ্যদ্ দুষ্কৃতং কিঞ্চিৎ পৃথায়াঃ সৌহৃদে রতঃ ॥১২
ততঃ প্রীতমনা ভূত্বা স এনাং ব্রাহ্মণোঽব্রবীৎ।
প্রীতোঽস্মি পরমং ভদ্রে পরিচারেণ তে শুভে ॥১৩
বরান্ বৃণীষ্ব কল্যাণি দুরাপান্ মানুষৈরিহ।
যৈস্ত্বং সীমন্তিনীঃ সর্ব্বা যশসাভিভবিষ্যসি ॥১৪॥

কুন্ত্যুবাচ।

কৃতানি মম সর্ব্বাণি যস্যা মে বেদবিত্তম।
ত্বং প্রসন্নঃ পিতা চৈব কৃতং বিপ্র বরৈর্মম ॥১৫

ব্রাহ্মণ উবাচ।

যদি নেচ্ছসি মত্তস্ত্বং বরং ভদ্রে শুচিস্মিতে।
ইমং মন্ত্রং গৃহাণ ত্বমাহ্বানায় দিবৌকসাম্ ॥১৬

যং যং দেবং ত্বমেতেন মন্ত্রেণাবাহয়িষ্যসি।
তেন তেন বশে ভদ্রে স্থাতব্যং তে ভবিষ্যতি ॥১৭

অকামো বা সকামো বা স সমেষ্যতি তে বশে।
বিবুধো মন্ত্রসংশান্তো ভবেদ্ ভৃত্য ইবানতঃ ॥১৮

তাঁহার চরিত্রে ও সদাচারে এবং সদা-সাবধানতায় সেই দ্বিজবর সন্তুষ্ট হইলেন। তিনি তখন কুন্তীর হিত করিবার কথা চিন্তা করিতে লাগিলেন।৯

ভরতবংশধর জনমেজয়! পিতা কুন্তীভোজ প্রতিদিন সকাল ও সন্ধ্যায় কন্যাকে জিজ্ঞাসা করিতেন—পুত্রি! ব্রাহ্মণ তোমার উপর সন্তুষ্ট আছেন তো?১০

যখন যশস্বিনী কন্যা কুন্তী বলিতেন—'হাঁ পিতঃ! তিনি খুবই প্রসন্ন আছেন।' তখন মহামনা রাজা কুন্তিভোজ অত্যন্ত প্রীতিলাভ করিতেন।১১

তারপর এক বৎসর পূর্ণ হইলে যখন সেই জাপকগণশ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণ দেখিলেন যে, কুন্তীর কোন ত্রুটিই আবিষ্কার করা গেল না, তখন সেই ব্রাহ্মণ প্রীতমনে তাঁহাকে বলিলেন,—হে ভদ্রে! তোমার সেবায় আমি পরম প্রীত হইয়াছি। হে শুভে! হে কল্যাণি! তুমি মানুষের দুষ্প্রাপ্য এরূপ বরসমূহ যাচ্ঞা কর; যাহাদের প্রভাবে তুমি এই জগতে সকল নারীর মধ্যে যশস্বিনী হইতে পার।১২-১৪

কুন্তী বলিলেন,—হে বেদজ্ঞগণশ্রেষ্ঠ! আমার সেবায় আপনি ও আমার পিতা উভয়েই যে সন্তুষ্ট হইয়াছেন, ইহাতেই আমার সব কামনা পূর্ণ হইয়াছে। হে বিপ্রবর! আমাকে পৃথক্‌ভাবে বর দিবার কোন প্রয়োজন নাই।১৫

ব্রাহ্মণ বলিলেন,—হে ভদ্রে! হে পবিত্র ঈষদ্‌হাস্যময়ি! যদি তুমি আমার নিকট পৃথক্‌ভাবে কোন বর না চাও, তবে তুমি দেবতাগণের আহ্বানের জন্য এই মন্ত্র গ্রহণ কর।১৬

হে কল্যাণি! তুমি এই মন্ত্রের দ্বারা যে যে দেবতাকে আহ্বান করিবে, তাহাতে তাঁহারা তোমার বশীভূত হইয়া অবস্থান করিবেন।১৭

সেই দেবতা তোমার প্রতি সকাম হউন বা অকাম হউন না কেন, তিনি তোমার বশে আসিবেনই। মন্ত্রের প্রভাবে দেবতা হইয়াও ভৃত্যের ন্যায় তোমার কাছে নত হইয়া অবস্থান করিবেন।১৮

বৈশম্পায়ন উবাচ।
ন শশাক দ্বিতীয়ং সা প্রত্যাখ্যাতুমনিন্দিতা।
তং বৈ দ্বিজাতিপ্রবরং তদা শাপভয়ান্নৃপ ॥১৯

ততস্তামনবদ্যাঙ্গীং গ্রাহয়ামাস স দ্বিজঃ।
মন্ত্রগ্রামং তদা রাজন্নথর্বশিরসি শ্রুতম্ ॥২০

তং প্রদায় তু রাজেন্দ্র কুন্তিভোজমুবাচ হ।
উষিতোঽস্মি সুখং রাজন্ কন্যয়া পরিতোষিতঃ ॥২১

তব গেহেষু বিহিতঃ সদা সুপ্রতিপূজিতঃ।
সাধয়িষ্যামহে তাবদিত্যুক্ত্বান্তরধীয়ত ॥২২

স তু রাজা দ্বিজং দৃষ্ট্বা তত্রৈবান্তর্হিতং তদা।
বভূব বিস্ময়াবিষ্টঃ পৃথাঞ্চ সমপূজয়ৎ ॥২৩

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং বনপর্ব্বণি কুণ্ডলাহরণপর্ব্বণি পৃথায়া মন্ত্রপ্রাপ্তৌ পঞ্চাধিক-ত্রিশততমোঽধ্যায়ঃ ॥৩০৫

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—হে নৃপ! অনিন্দিতা পৃথা ব্রাহ্মণকে দ্বিতীয়বার প্রত্যাখ্যান করিতে সাহস করিলেন না; কেননা কোপনস্বভাব ব্রাহ্মণ যদি কোন শাপ দেন, এই ভয় তাঁহার ছিল।১৯

রাজন্! তখন সেই ব্রাহ্মণ অথর্ব্ববেদের উপনিষদে প্রসিদ্ধ সেই মন্ত্রসমূহ সেই অনবদ্যাঙ্গী পৃথাকে শিখাইলেন।২০

মহারাজ! তাঁহাকে সেই মন্ত্র প্রদান করিয়া ব্রাহ্মণ কুন্তীভোজকে বলিলেন,—"হে রাজন্! আমি তোমার ভবনে সুখে বাস করিয়াছি এবং তোমার কন্যার সেবায় আমি খুবই তুষ্ট হইয়াছি। তোমার গৃহে তোমার কন্যার দ্বারা সদা পরম যত্নে সেবিত হইয়াছি। এখন্ আমি নিজ কার্য্যসিদ্ধির জন্য এখান হইতে চলিয়া যাইব।" এই বলিয়া সেই ব্রাহ্মণ তথা হইতে অন্তর্দ্ধান করিলেন।২১-২২

রাজা সেই ব্রাহ্মণকে সহসা অন্তর্হিত হইতে দেখিয়া বিস্মিত হইলেন এবং পৃথাকে খুব আদর করিতে লাগিলেন।২৩

শ্রীমন্মহর্ষিবেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের বনপর্ব্বান্তর্গত কুণ্ডলাহরণপর্ব্বে কুন্তীর মন্ত্রপ্রাপ্তিবিষয়ক পঞ্চাধিকত্রিশততমাধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।৩০৫

ষড়ধিকত্রিশততমোঽধ্যায়ঃ।

[কুন্ত্যা সূর্য্যস্যাবাহনম্ তেন সহ কুন্ত্যাঃ কথোপকথনঞ্চ।]

বৈশম্পায়ন উবাচ।
গতে তস্মিন্ দ্বিজশ্রেষ্ঠে কস্মিংশ্চিৎ কারণান্তরে।
চিন্তয়ামাস সা কন্যা মন্ত্রগ্রামবলাবলম্ ॥১

অয়ং বৈ কীদৃশস্তেন মম দত্তো মহাত্মনা।
মন্ত্রগ্রামো বলং তস্য জ্ঞাস্যে নাতিচিরাদিতি ॥২

ষড়ধিকত্রিশততম অধ্যায়।

[কুন্তী কর্তৃক সূর্য্যদেবের আবাহন এবং তাঁহার সহিত কুন্তীর কথোপকথন।]

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—সেই দ্বিজবর চলিয়া গেলে কোন কারণবশতঃ সেই কন্যা কুন্তী (ব্রাহ্মণ প্রদত্ত) মন্ত্র-সমূহের বলাবল বিষয়ে চিন্তা করিতে লাগিলেন।১

এবং সঞ্চিন্তয়ন্তী সা দদর্শর্ত্তুং যদৃচ্ছয়া।
ব্রীড়িতা সাভবদ্ বালা কন্যাভাবে রজস্বলা ॥৩

ততো হর্ম্ম্যতলস্থা সা মহার্হশয়নোচিতা।
প্রাচ্যাং দিশি সমুদ্যন্তং দদর্শাদিত্যমণ্ডলম্ ॥৪

তত্র বদ্ধমনোদৃষ্টিরভবৎ সা সুমধ্যমা।
ন চাতপ্যত রূপেণ ভানোঃ সন্ধ্যাগতস্য সা ॥৫

তস্যা দৃষ্টিরভূদ্ দিব্যা সাপশ্যদ্ দিব্যদর্শনম্।
আমুক্তকবচং দেবং কুণ্ডলাভ্যাং বিভূষিতম্ ॥৬

তস্যাঃ কৌতূহলং ত্বাসীন্মন্ত্রং প্রতি নরাধিপ।
আহ্বানমকরোৎ সাথ তস্য দেবস্য ভাবিনী ॥৭

প্রাণানুপস্পৃশ্য তদা হ্যাজুহাব দিবাকরম্।
আজগাম ততো রাজংস্ত্বরমাণো দিবাকরঃ ॥৮

মধুপিঙ্গো মহাবাহুঃ কম্বুগ্রীবো হসন্নিব।
অঙ্গদী বদ্ধমুকুটো দিশঃ প্রজ্বালয়ন্নিব ॥৯

যোগাৎ কৃত্বা দ্বিধাত্মানমাজগাম ততাপ চ।
আবভাষে ততঃ কুন্তীং সাম্না পরমবল্গুনা ॥১০

আগতোঽস্মি বশং ভদ্রে তব মন্ত্রবলাৎ কৃতঃ।
কিং করোমি বশো রাজ্ঞি ব্রূহি কর্তা তদস্মি তে ॥১১

কুন্ত্যুবাচ।

গম্যতাং ভগবংস্তত্র যত এবাগতো হ্যসি।
কৌতূহলাৎ সমাহূতঃ প্রসীদ ভগবন্নিতি ॥১২

ঐ মহাত্মা আমাকে যে এই মন্ত্রগুলি দিলেন, উহারা প্রকৃত কিরূপ পরীক্ষা করিয়া শীঘ্রই ইহার বলাবল জানিয়া লইব।২

এইরূপ চিন্তা করিতে করিতেই সেই কন্যা লক্ষ্য করিলেন যে, তাহার শরীরে ঋতুমতী হওয়ার লক্ষণ দেখা দিয়াছে। কন্যাবস্থায় এইরূপ রজোদর্শন করিয়া তিনি ভয়ানক লজ্জিতা হইলেন।৩

তারপর তিনি প্রাসাদে মহামূল্য শয্যায় শায়িত অবস্থায় দেখিলেন যে, পূর্ব্বদিকে সূর্য্যমণ্ডল দেখা যাইতেছে।৪

প্রাতঃ সন্ধ্যার সময় উদীয়মান সূর্য্যের দিকে সুমধ্যমা কুন্তীর মন ও দৃষ্টি উভয়ই নিবদ্ধ হইল তখন ভানুর সেই রূপে তিনি তাপিত হইলেন না। তারপর তিনি ঐভাবে সূর্য্যকে দর্শন করিতে করিতে তাঁহার দিব্য দৃষ্টি হইল এবং তিনি সূর্য্যমণ্ডলের মধ্যে দিব্য কবচ ও কুণ্ডলে সুশোভিত এক দিব্য পুরুষকে দর্শন করিলেন।৫-৬

নরেশ্বর! তখন তাঁহার উক্ত মন্ত্রের শক্তি সম্বন্ধে কৌতূহল হইল এবং উহা পরীক্ষা করিবার জন্য সদ্ভাববতী কুন্তী ঐ মন্ত্রের দ্বারা সূর্য্যকে আহ্বান করিলেন।৭

বিধিপূর্ব্বক আচমন করত প্রাণায়াম করিয়া তিনি ঐ মন্ত্রের দ্বারা দিবাকরকে আহ্বান করিলেন। হে রাজন্! তখন ব্যগ্রতার সহিত দিবাকর সেখানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন।৮

তাঁহার অঙ্গের কান্তি মধুর ন্যায় পিঙ্গলবর্ণ ছিল, তাঁহার হস্ত বিশাল ও গ্রীবা শঙ্খের ন্যায় ছিল; তাঁহাকে দেখিয়া মনে হইতেছিল, তিনি যেন হাসিতেছেন। তাঁহার বাহুতে অঙ্গদ এবং মস্তকে মুকুট ছিল; তিনি যেন দিক্‌সমূহ আলোকিত করিয়া বিরাজমান ছিলেন।৯

তিনি যোগবলে নিজেকে দুই ভাগে বিভক্ত করিয়া এক শরীরে জগৎকে তাপিত করিতে লাগিলেন এবং অপর শরীরে কুন্তীর নিকট উপস্থিত হইয়া সান্ত্বনাপূর্ব্বক মধুর বাণীতে বলিতে লাগিলেন।১০

হে ভদ্রে! আমি তোমার মন্ত্রবলে বশীভূত হইয়া আগমন করিয়াছি, এখন আমি তোমার বশীভূত; রাজকুমারি! আমি তোমার কি কার্য্য সাধন করিব বল?১১

সূর্য্য উবাচ।

গমিষ্যেঽহং যথা মাং ত্বং ব্রবীষি তনুমধ্যমে।
ন তু দেবং সমাহূয় ন্যায্যং প্রেষয়িতুং বৃথা ॥১৩

তবাভিসন্ধিঃ সুভগে সূর্য্যাৎ পুত্রো ভবেদিতি।
বীর্য্যেণাপ্রতিমো লোকে কবচী কুণ্ডলীতি চ ॥১৪

সা ত্বমাত্মপ্রদানং বৈ কুরুষ্ব গজগামিনী।
উৎপৎস্যতি হি পুত্রস্তে যথাসঙ্কল্পমঙ্গনে ॥১৫

অথ গচ্ছাম্যহং ভদ্রে ত্বয়া সঙ্গম্য সুস্মিতে।
যদি ত্বং বচনং নাদ্য করিষ্যসি মম প্রিয়ম্ ॥১৬

শপিষ্যে ত্বামহং ক্রুদ্ধো ব্রাহ্মণং পিতরঞ্চ তে।
ত্বৎকৃতে তান্ প্রধক্ষ্যামি সর্বানপি ন সংশয়ঃ ॥১৭

পিতরং চৈব তে মূঢ়ং যো ন বেত্তি তবানয়ম্।
তস্য চ ব্রাহ্মণস্যাদ্য যোঽসৌ মন্ত্রমদাৎ তব ॥১৮

শীলবৃত্তমবিজ্ঞায় ধাস্যামি বিনয়ং পরম্।
এতে হি বিবুধাঃ সর্বে পুরন্দরমুখা দিবি ॥১৯

ত্বয়া প্রলব্ধং পশ্যন্তি স্ময়ন্ত ইব ভাবিনি।
পশ্য চৈনান্ সুরগণান্ দিব্যং চক্ষুরিদং হি তে।
পূর্বমেব ময়া দত্তং দৃষ্টবত্যসি যেন মাম্ ॥২০

বৈশম্পায়ন উবাচ।

ততোঽপশ্যৎ ত্রিদশান্ রাজপুত্রী
সর্বানেব স্বেষু ধিষ্ণ্যেষু স্বস্থান্।
প্রভাবন্তং ভানুমন্তং মহান্তং
যথাদিত্যং রোচমানাংস্তথৈব ॥২১

সা তান্ দৃষ্ট্বা ব্রীড়মানেব বালা
সূর্য্যং দেবী বচনং প্রাহ ভীতা।
গচ্ছ ত্বং বৈ গোপতে স্বং বিমানং
কন্যাভাবাদ্ দুঃখ এবাপচারঃ ॥২২

কুন্তী বলিলেন,—হে ভগবন্! আপনি প্রসন্ন হউন, আমি কৌতূহলের বশীভূত হইয়াই আপনাকে আহ্বান করিয়াছিলাম। ভগবন্! এখন আপনি যে স্থানে ছিলেন, সেই স্থানে ফিরিয়া যাউন।১২

সূর্য্য বলিলেন,—হে তনুমধ্যমে! তুমি যেমন বলিতেছ, তাহাতে আমি চলিয়া যাইব ঠিকই; কিন্তু কোন দেবতাকে আহ্বান করিয়া তাহাকে বৃথা ফিরাইয়া দেওয়া সমুচিত কার্য্য নয়।১৩

হে সুন্দরি! তাহা ছাড়া তোমার মনে এরূপ কামনার উদয় হইয়াছিল যে, 'সূর্য্যদেব হইতে আমার একটী কবচ ও কুণ্ডলবিশিষ্ট অতুলনীয় বীর্য্যবান্ পুত্র হউক"।১৪

গজগামিনি! সুতরাং তুমি আমাকে তোমার শরীর প্রদান কর। অঙ্গনে! ইহাতে তোমার সঙ্কল্পানুসারে তোমার ঐরূপই পুত্র জন্মিবে।১৫

ভদ্রে! তোমার ঈষৎ হাসিটি বড় সুন্দর। আমি তোমার সহিত সঙ্গম করত চলিয়া যাইব। যদি তুমি আমার প্রিয় কথা না রাখ, তবে তোমার জন্য আমি তোমার মন্ত্রদাতা ব্রাহ্মণ ও তোমার পিতা উভয়কেই শাপের দ্বারা দগ্ধ করিব সন্দেহ নাই।১৬-১৭

যে মূর্খ পিতা তোমার এই অন্যায়কে জানে এবং যে ব্রাহ্মণ শীল ও সদাচার না জানিয়াই তোমাকে এই মন্ত্র দিয়াছে, তাহাদের উভয়কেই আমি উত্তমরূপে শিক্ষা দিব।

হে ভামিনি! ঐ দেখ, ইন্দ্রাদিদেবতা স্বর্গে থাকিয়া তোমার দ্বারা আমাকে প্রবঞ্চিত হইতে দেখিয়া হাসিতেছেন। তোমার চক্ষুতে আমি দিব্য-দৃষ্টি পূর্ব্বেই প্রদান করিয়াছি, যাহার ফলে তুমি আমাকে দেখিতে পাইয়াছিলে।১৮-২০

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—তখন রাজপুত্রী কুন্তী স্ব স্ব স্থানস্থিত ইন্দ্রাদি দেবতাকে প্রভা ও জ্যোতি-বিশিষ্ট ভগবান্ সূর্য্যের ন্যায় নিজ নিজ রূপে জাজ্বল্যমান অবস্থায় দেখিতে পাইলেন।২১

পিতা মাতা গুরবশ্চৈব যেঽন্যে
দেহস্যাস্য প্রভবন্তি প্রদানে।
নাহং ধর্ম্মং লোপয়িষ্যামি লোকে
স্ত্রীণাং বৃত্তং পূজ্যতে দেহরক্ষা ॥২৩
ময়া মন্ত্রবলং জ্ঞাতুমাহূতস্ত্বং বিভাবসো।
বাল্যাদ্ বালেতি তৎ কৃত্বা ক্ষন্তুমর্হসি মে বিভো ॥২৪
সূর্য্য উবাচ।
বালেতি কৃত্বানুনয়ং তবাহং
দদানি নান্যানুনয়ং লভেত।
আত্মপ্রদানং কুরু কুন্তিকন্যে
শান্তিস্তবৈবং হি ভবেচ্চ ভীরু ॥২৫
ন চাপি গন্তুং যুক্তং হি ময়া মিথ্যাকৃতেন বৈ।
অসমেত্য ত্বয়া ভীরু মন্ত্রাহূতেন ভাবিনি ॥২৬
গমিষ্যাম্যনবদ্যাঙ্গি লোকে সমবহাস্যতাম্।
সর্ব্বেষাং বিবুধানাঞ্চ বক্তব্যঃ স্যাং তথা শুভে ॥২৭
সা ত্বং ময়া সমাগচ্ছ লপ্স্যসে মাদৃশং সুতম্।
বিশিষ্টা সর্বলোকেষু ভবিষ্যসি ন সংশয়ঃ ॥২৮
ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং বনপর্ব্বণি কুণ্ডলাহরণপর্ব্বণি সূর্য্যাহ্বানে ষড়ধিকত্রিশততমোঽধ্যায়ঃ ॥৩০৬

তিনি তাঁহাদিগকে দেখিয়া অত্যন্ত লজ্জিতা হইয়া পড়িলেন এবং ভীতা হইয়া সূর্য্যদেবকে বলিলেন,—হে কিরণসম্পন্ন সূর্য্যদেব! আপনি নিজ বিমানে গমন করুন। আমি বালিকাবুদ্ধিবশতঃ এইরূপ অপরাধ করিয়া ফেলিয়াছি।২২

আমার পিতা, মাতা ও অন্যান্য গুরুজনই এই দেহ প্রদান করিবার অধিকারী; সুতরাং আমি নিজ ধর্ম্মলোপ করিব না। এই দেহের পবিত্রতা রক্ষা করাই স্ত্রীলোকের ধর্ম্ম বলা হইয়াছে এবং উহাই জগতে সমাদৃত আছে।২৩

হে বিভাবসো! আমি মন্ত্রের বল পরীক্ষা করিবার জন্য আপনাকে বালিকাবুদ্ধিবশতঃই আহ্বান করিয়াছিলাম; হে বিভো! আপনি আমার সে অপরাধ ক্ষমা করুন।২৪

সূর্য্য বলিলেন,—কুন্তীভোজকুমারী কুন্তি! তুমি বালিকা, এই জন্যই আমি তোমাকে এতক্ষণ অনুনয় বিনয় করিতেছি, অন্য কোন স্ত্রীলোক হইলে এইরূপ অনুনয়ের অবসর পাইত না। তুমি আমাকে তোমার শরীর প্রদান কর। হে ভীরু! ইহাতেই তোমার শান্তি লাভ হইবে।২৫

ভীরু! আমি তোমার মন্ত্রের দ্বারা আহূত হইয়াছি, এই অবস্থায় আমি তোমার সহিত মিলিত না হইয়া প্রবঞ্চিত হইয়া ফিরিয়া যাইতে পারি না। সুন্দরি! তাহা হইলে সকল দেবতা আমাকে উপহাস করিবে। অনবদ্যাঙ্গি! শুভে! সমস্ত দেবতার মধ্যে আমাকে নিন্দনীয় হইয়া থাকিতে হইবে।২৬-২৭

সুতরাং আমার সহিত সমাগতা হও। তুমি আমার সদৃশ পুত্র লাভ করিবে; সে সর্ব্বলোকে বিখ্যাত হইবে।২৮

শ্রীমন্মহর্ষিবেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের বনপর্ব্বান্তর্গত কুণ্ডলাহরণপর্ব্বে সূর্য্যের আহ্বানবিষয়ক ষড়ধিকত্রিশততম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।৩০৬

সপ্তাধিকত্রিশততমোঽধ্যায়ঃ।

[সূর্য্যেণ কুন্ত্যা উদরে গর্ভস্য সংস্থাপনম্।]

বৈশম্পায়ন উবাচ।

সা তু কন্যা বহুবিধং ব্রুবন্তী মধুরং বচঃ।
অনুনেতুং সহস্রাংশুং ন শশাক মনস্বিনী ॥১

ন শশাক যদা বালা প্রত্যাখ্যাতুং তমোনুদম্।
ভীতা শাপাৎ ততো রাজন্ দধ্যৌ দীর্ঘমথান্তরম্ ॥২

অনাগসঃ পিতুঃ শাপো ব্রাহ্মণস্য তথৈব চ।
মন্নিমিত্তঃ কথং ন স্যাৎ ক্রুদ্ধাদস্মাদ্ বিভাবসোঃ ॥৩

বালেনাপি সতা মোহাদ্ ভৃশং পাপকৃতান্যপি।
নাভ্যাসাদয়িতব্যানি তেজাংসি চ তপাংসি চ ॥৪

সাহমদ্য ভৃশং ভীতা গৃহীতা চ করে ভৃশম্।
কথং ত্বকার্য্যং কুর্য্যাং বৈ প্রদানং হ্যাত্মনঃ স্বয়ম্ ॥৫

বৈশম্পায়ন উবাচ।

সা বৈ শাপপরিত্রস্তা বহু চিন্তয়তী হৃদা।
মোহেনাভিপরীতাঙ্গী স্ময়মানা পুনঃ পুনঃ ॥৬

তং দেবমব্রবীদ্ ভীতা বন্ধূনাং রাজসত্তম।
ব্রীড়াবিহ্বলয়া বাচা শাপত্রস্তা বিশাম্পতে ॥৭

কুন্ত্যুবাচ।

পিতা মে ধ্রিয়তে দেব মাতা চান্যে চ বান্ধবাঃ।
ন তেষু ধ্রিয়মাণেষু বিধিলোপো ভবেদয়ম্ ॥৮

ত্বয়া তু সঙ্গমো দেব যদি স্যাদ্ বিধিবর্জ্জিতঃ।
মন্নিমিত্তং কুলস্যাস্য লোকে কীর্ত্তির্নশেৎ ততঃ ॥৯

সপ্তাধিকত্রিশততম অধ্যায়।

[সূর্য্যকর্ত্তৃক কুন্তীর উদরে গর্ভ স্থাপন।]

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—সেই মনস্বিনী রাজকন্যা কুন্তী বহুবিধ মধুর বাক্যেও সহস্রাংশু সূর্য্যদেবকে বুঝাইতে সমর্থা হইলেন না।১

রাজন্! যখন সেই বালিকা শাপের ভয়ে অন্ধকারনাশী সূর্য্যদেবকে প্রত্যাখ্যান করিতে সমর্থা হইলেন না, তখন তিনি অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিলেন।২

আমার পিতা ও ব্রাহ্মণ নিরপরাধ; তাঁহারা আমার জন্য কেন ক্রুদ্ধ সূর্য্যদেব হইতে শাপদগ্ধ হইবেন?৩

সজ্জন বালকগণের উচিত যে, তাহারা যেন মোহবশতঃ পাপশূন্য তেজস্বী ও তপস্বী পুরুষের নিকট না যায়।৪

হায়, আজ আমি সূর্য্যদেবের হাতে পড়িয়া অত্যন্ত ভীতা হইয়া পড়িয়াছি। আমি নিজেই নিজের শরীরপ্রদানরূপ এই অকার্য্য কি করিয়া করিব?৫

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—নৃপশ্রেষ্ঠ! কুন্তী এক দিকে সূর্য্যদেবের শাপের ভয়ে ভীতা হইয়া চিন্তা করিতেছেন, অপরদিকে তাঁহার সান্নিধ্যবশতঃ কামনায় সর্ব্বাঙ্গ জর্জরিত হইতেছে ও মুখে মন্দ হাসির আবির্ভাব হইতেছে, অন্যদিকে আত্মীয়স্বজন কেহ দেখিয়া ফেলে এ ভয়ও তাঁহার হইতেছে। ভূপাল! এইরূপ নানা বিরুদ্ধভাবের মধ্যে পড়িয়া লজ্জাবিহ্বলকণ্ঠে শাপভীতা কুন্তী সূর্য্যদেবকে বলিলেন।৬-৭

কুন্তী বলিলেন,—দেব! আমার পিতা, মাতা ও অন্যান্য আত্মীয় স্বজনগণ জীবিত আছেন। তাঁহারা জীবিত থাকিতে কাহাকেও আমার শরীর দানে যেন বিধিলোপ না হয়।৮

দেব! যদি আপনার সহিত শাস্ত্রকথিত সদাচারবর্জ্জিত বিপরীত সঙ্গম হয়, তবে আমার জন্য আমার এই কুলের কীর্ত্তি নষ্ট হইবে।৯

অথবা ধর্ম্মমেতং ত্বং মন্যসে তপতাং বর।
ঋতে প্রদানাদ্ বন্ধুভ্যস্তব কামং করোম্যহম্ ॥১০
আত্মপ্রদানং দুর্দ্ধর্ষ তব কৃত্বা সতী ত্বহম্।
ত্বয়ি ধর্ম্মো যশশ্চৈব কীর্ত্তিরায়ুশ্চ দেহিনাম্ ॥১১

সূর্য্য উবাচ।

ন তে পিতা ন তে মাতা গুরবো বা শুচিস্মিতে।
প্রভবন্তি বরারোহে ভদ্রং তে শৃণু মে বচঃ ॥১২
সর্বান্ কাময়তে যস্মাৎ কমের্ধাতোশ্চ ভাবিনি।
তস্মাৎ কন্যেহ সুশ্রোণি স্বতন্ত্রা বরবর্ণিনি ॥১৩
নাধর্মশ্চরিতঃ কশ্চিৎ ত্বয়া ভবতি ভাবিনি।
অধর্ম্মং কুত এবাহং বরেয়ং লোককাম্যয়া ॥১৪

অনাবৃতাঃ স্ত্রিয়ঃ সর্বা নরাশ্চ বরবর্ণিনি।
স্বভাব এষ লোকানাং বিকারোঽন্য ইতি স্মৃতঃ ॥১৫

সা ময়া সহ সঙ্গম্য পুনঃ কন্যা ভবিষ্যসি।
পুত্রশ্চ তে মহাবাহুর্ভবিষ্যতি মহাযশাঃ ॥১৬

কুন্ত্যুবাচ।

যদি পুত্রো মম ভবেৎ ত্বত্তঃ সর্বতমোনুদ।
কুণ্ডলী কবচী শূরো মহাবাহুর্মহাবলঃ ॥১৭

সূর্য্য উবাচ।

ভবিষ্যতি মহাবাহুঃ কুণ্ডলী দিব্যবর্ম্মভৃৎ।
উভয়ং চামৃতময়ং তস্য ভদ্রে ভবিষ্যতি ॥১৮

তাপদায়কগণশ্রেষ্ঠ দিবাকর! অথবা যদি আপনি আমার আত্মীয়গণের অনুমতি ব্যতিরেকেও আপনাকে আমার শরীরদান ধর্ম্মোচিত বলিয়া মনে করেন, তবে আমি আপনার কামনা পূর্ণ করিতে পারি।১০

দুর্দ্ধর্ষ দেব! আমি আপনাকে আত্মদান করিয়াও কি সতী সাধ্বী থাকিতে পারি? আপনাতেই সমস্ত জীবের ধর্ম্ম, যশ, কীর্ত্তি ও আয়ু প্রতিষ্ঠিত।১১

সূর্য্যদেব বলিলেন,—শুচিস্মিতে! বরারোহে! তোমার কল্যাণ হউক; তুমি আমার কথা শ্রবণ কর। তোমার পিতা, মাতা বা গুরুজনগণ তোমাকে এই কার্য্য হইতে রোধ করিতে সমর্থ নহে।১৩

সদ্ভাবসম্পন্নে! কামনার্থক 'কম্' ধাতু হইতে কন্যা শব্দটী সৃষ্ট হইয়াছে। সুন্দরি! যেহেতু কন্যা স্বয়ম্বরাদিতে উপস্থিত বরসমূহের মধ্যে একজনকে নিজের বররূপে কামনা করিতে পারে, সেই হেতু ইহাকে কন্যা বলা হইয়াছে। এই কন্যা নিজ বর-নিরূপণে স্বতন্ত্রা।১৩

ভাবিনি! আমার সহিত সমাগমে তোমার কোনরূপ অধর্ম্ম হইতে পারে না, আমি কি লৌকিক কামনার বশীভূত হইয়া কোনরূপ অধর্ম্মকে বরণ করিতে পারি?১৪

সুন্দরি! আমি লোকসাক্ষী সূর্য্যদেব, আমার নিকট সকল নারী ও পুরুষ অনাবৃত; অন্য যে কিছু বিকার আছে উহাকে সাধারণ মানুষের স্বভাব বলা হইয়াছে।১৫

তুমি আমার সহিত সঙ্গম করিলেও পুনরায় কন্যাত্ব প্রাপ্ত হইবে এবং তোমার পুত্রও মহাবাহু ও মহাযশস্বী হইবে।১৬

কুন্তী বলিলেন,—হে সর্ব্ববিধ অন্ধকারনাশী সূর্য্যদেব! আপনার নিকট হইতে প্রাপ্ত আমার পুত্র কি সত্যই কুণ্ডল ও কবচধারী, মহাবাহু, মহাবলী ও মহাবীর হইবে?১৭

সূর্য্য বলিলেন,—ভদ্রে! তোমার পুত্র অবশ্যই দিব্য কুণ্ডল ও কবচধারণ করিয়াই জন্মগ্রহণ করিবে এবং সেই কুণ্ডল ও কবচ এই উভয়ই অমৃতময় হইবে।১৮

কুন্ত্যুবাচ।

যদ্যেতদমৃতাদস্তি কুণ্ডলে বর্ম চোত্তমম্।
মম পুত্রস্য যং বৈ ত্বং মত্ত উৎপাদয়িষ্যসি ॥১৯
অস্তু মে সঙ্গমো দেব যথোক্তং ভগবংস্ত্বয়া।
তদ্বীর্য্যরূপসত্ত্বৌজা ধর্ম্মযুক্তো ভবেৎ স চ ॥২০

সূর্য্য উবাচ।

অদিত্যা কুণ্ডলে রাজ্ঞি দত্তে মে মত্তকাশিনি।
তেহস্য দাস্যামি বৈ ভীরু বর্ম চৈবেদমুত্তমম্ ॥২১

কুন্ত্যুবাচ।

পরমং ভগবন্নেবং সঙ্গমিষ্যে ত্বয়া সহ।
যদি পুত্রো ভবেদেবং যথা বদসি গোপতে ॥২২

বৈশম্পায়ন উবাচ।

তথেত্যুক্ত্বা তু তাং কুন্তীমাবিবেশ বিহঙ্গমঃ।
স্বর্ভানুশত্রুর্যোগাত্মা নাভ্যাং পস্পর্শ চৈব তাম্ ॥২৩

ততঃ সা বিহ্বলেবাসীৎ কন্যা সূর্য্যস্য তেজসা।
পপাত চাথ সা দেবী শয়নে মূঢ়চেতনা ॥২৪

সূর্য্য উবাচ।

সাধয়িষ্যামি সুশ্রোণি পুত্রং বৈ জনয়িষ্যসি।
সর্বশস্ত্রভৃতাং শ্রেষ্ঠং কন্যা চৈব ভবিষ্যসি ॥২৫

ততঃ সা ব্রীড়িতা বালা তদা সূর্য্যমথাব্রবীৎ।
এবমস্ত্বিতি রাজেন্দ্র প্রস্থিতং ভূরিবর্চসম্ ॥২৬

বৈশম্পায়ন উবাচ।

ইতি স্মোক্তা কুন্তিরাজাত্মজা সা
বিবস্বন্তং যাচমানা সলজ্জা।
তস্মিন্ পুণ্যে শয়নীয়ে পপাত
মোহাবিষ্টা ভজ্যমানা লতেব ॥২৭

কুন্তী বলিলেন,—যদি আপনার দ্বারা উৎপন্ন আমার পুত্রের কুণ্ডল ও উত্তম কবচ অমৃতময় হয়, তবে হে ভগবন্! আপনার কামনা অনুসারে আপনার সহিত আমার সঙ্গম হউক এবং আপনার বীর্য্যসম্ভূত এ পুত্র যেন আপনার ন্যায় বীর্য্য, রূপ, ধৈর্য্য ও ওজঃশক্তি সম্পন্ন এবং ধার্ম্মিক হয়।১৯-২০

সূর্য্য বলিলেন,—যৌবনমদসুশোভিতে রাজকুমারি! আমার মাতা অদিতি দেবী আমাকে যে দুইটী কুণ্ডল দিয়াছিলেন, উহা এবং এই উত্তম বর্ম্মও আমি তাহাকে দিব।২১

কুন্তী বলিলেন,—রশ্মিপতি ভগবন্ সূর্য্যদেব! আপনি যেরূপ বলিতেছেন, এইরূপই যদি আমার পুত্র হয়, তবে আমি আপনার সহিত উত্তম সঙ্গম করিতে প্রস্তুত।২২

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—'তাহাই হইবে' এই বলিয়া আকাশচারী রাহুশত্রু সূর্য্যদেব যোগরূপে কুন্তীদেবীর শরীরে প্রবেশ করিলেন এবং নাভিদেশ স্পর্শ করিলেন।২৩

তখন সেই কন্যা সূর্য্যদেবের তেজে অভিভূত হইলেন এবং মূর্চ্ছিতপ্রায় হইয়া শয্যার উপর পড়িয়া গেলেন।২৪

সূর্য্য বলিলেন,—সুন্দরি! আমি সেইরূপই ব্যবস্থা করিব, যাহাতে তোমার পুত্র শস্ত্রধারিগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ হয় এবং তোমারও কন্যাত্ব বর্ত্তমান থাকে।২৫

মহারাজ! অনন্তর সেই বালিকা সঙ্গমে সমুদ্যত মহাতেজস্বী সূর্য্যদেবের দিকে তাকাইয়া লজ্জিতভাবে বলিলেন, 'তাহাই হউক।'২৬

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—এই বলিয়া কুন্তিভোজকন্যা সূর্য্যদেবের নিকট পুত্রের জন্য প্রার্থনা করিতে করিতে লজ্জান্বিতা ও মোহাবিষ্টা হইয়া ছিন্না লতার ন্যায় পবিত্র শয্যার উপর পতিত হইলেন।২৭

তিগ্মাংশুস্তাং তেজসা মোহয়িত্বা
যোগেনাবিশ্যাত্মসংস্থাং চকার।
ন চৈবৈনাং দূষয়ামাস ভানুঃ
সংজ্ঞাং লেভে ভূয় এবাথ বালা ॥২৮

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং বনপর্ব্বণি কুণ্ডলাহরণপর্ব্বণি সূর্য্যকুন্তীসমাগমে সপ্তাধিক-ত্রিশততমোঽধ্যায়ঃ ॥৩০৭

প্রখরকিরণ সূর্য্যদেব নিজ তেজে তাঁহাকে মোহিত করিয়া যোগবলে তাঁহার মধ্যে তেজোময় গর্ভ সঞ্চার করিলেন, পরন্তু তাঁহার কন্যাত্ব নষ্ট করিলেন না। অনন্তর সেই কন্যা পুনরায় সংজ্ঞা লাভ করিলেন।২৮

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের বনপর্ব্বান্তর্গত কুণ্ডলাহরণপর্ব্বে সূর্য্য-কুন্তীসঙ্গমবিষয়ক সপ্তাধিকত্রিশততম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।৩০৭

অষ্টাধিকত্রিশততমোঽধ্যায়ঃ।

[কর্ণস্য জন্ম, মঞ্জূষায়াং নিধায় কুন্ত্যা জলে কর্ণস্য প্রবাহণম্, বিলাপশ্চ।]

বৈশম্পায়ন উবাচ।
ততো গর্ভঃ সমভবৎ পৃথায়াঃ পৃথিবীপতে।
শুক্লে দশোত্তরে পক্ষে তারাপতিরিবাম্বরে ॥১

সা বান্ধবভয়াদ্ বালা গর্ভং তং বিনিগূহতী।
ধারয়ামাস সুশ্রোণী ন চৈনাং বুবুধে জনঃ ॥২

ন হি তাং বেদ নার্য্যন্যা কাচিদ্ ধাত্রেয়িকামৃতে।
কন্যাপুরগতাং বালাং নিপুণাং পরিরক্ষণে ॥৩
ততঃ কালেন সা গর্ভং সুষুবে বরবর্ণিনী।
কন্যৈব তস্য দেবস্য প্রসাদাদমরপ্রভম্ ॥৪
তথৈবাবদ্ধকবচং কনকোজ্জ্বলকুণ্ডলম্।
হর্য্যক্ষং বৃষভস্কন্ধং যথাস্য পিতরং তথা ॥৫

অষ্টাধিকত্রিশততম অধ্যায়

[কর্ণের জন্ম, কুন্তীকর্ত্তৃক পেটিকাতে স্থাপিত করিয়া কর্ণকে জলপ্রবাহে ভাসাইয়া দেওয়া এবং বিলাপ।]

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—হে পৃথিবীপতে! অনন্তর একাদশ মাস মাঘ মাসের শুক্লপক্ষে গগনে উদিত চন্দ্রের ন্যায় পৃথার গর্ভ হইল।১

সুন্দরকোটিভাগশোভিতা কুন্তী আত্মীয়স্বজনের ভয়ে গর্ভকে সর্ব্বদা অত্যন্ত গোপন ভাবে ধারণ করিতেন। সেইজন্য কোন মানুষই জানিত না যে, তিনি গর্ভবতী।২

একমাত্র ধাত্রী ছাড়া আর কোন রমণীই এই সংবাদ জানিত না; তিনি কন্যাগণের অন্তঃপুরেই থাকিতেন এবং নিপুণতার সহিত গর্ভকে গোপন রাখিতেন।৩

তারপর যথাকালে সুন্দরী কুন্তী দেবতার ন্যায় তেজস্বী এক পুত্র প্রসব করিলেন; কিন্তু সূর্য্যের প্রসাদে তাঁহার কন্যাত্ব নষ্ট হইল না।৪

পিতা সূর্য্যদেবের ন্যায় কবচ ও সুবর্ণময় কুণ্ডল ধারণ করিয়াই সেই পুত্র জন্মগ্রহণ করিল। তাহার লোচন সিংহের লোচনের ন্যায় এবং স্কন্ধ বৃষের স্কন্ধের ন্যায় ছিল।৫

জাতমাত্রঞ্চ তং গর্ভং ধাত্র্যা সম্মন্ত্র্য ভাবিনী।
মঞ্জূষায়াং সমাধায় স্বাস্তীর্ণায়াং সমন্ততঃ ॥৬

মধূচ্ছিষ্টস্থিতায়াং সা সুখায়াং রুদতী তথা।
শ্লক্ষ্ণায়াং সুপিধানায়ামশ্বনদ্যামবাসৃজৎ ॥৭

জানতী চাপ্যকর্তব্যং কন্যায়া গর্ভধারণম্।
পুত্রস্নেহেন সা রাজন্ করুণং পর্য্যদেবয়ৎ ॥৮

সমুৎসৃজন্তী মঞ্জূষামশ্বনদ্যাং তদা জলে।
উবাচ রুদতী কুন্তী যানি বাক্যানি তচ্ছৃণু ॥৯

স্বস্তি তেঽস্তরিক্ষেভ্যঃ পার্থিবেভ্যশ্চ পুত্রক।
দিব্যেভ্যশ্চৈব ভূতেভ্যস্তথা তোয়চরাশ্চ যে ॥১০

শিবাস্তে সন্তু পন্থানো মা চ তে পরিপন্থিনঃ
আগতাশ্চ তথা পুত্র ভবন্ত্বদ্রোহচেতসঃ ॥১১

পাতু ত্বাং বরুণো রাজা সলিলে সলিলেশ্বরঃ।
অন্তরিক্ষেঽন্তরিক্ষস্থঃ পবনঃ সর্বগস্তথা ॥১২

পিতা ত্বাং পাতু সর্বত্র তপনস্তপতাং বরঃ।
যেন দত্তোঽসি মে পুত্র দিব্যেন বিধিনা কিল ॥১৩

আদিত্যা বসবো রুদ্রাঃ সাধ্যা বিশ্বে চ দেবতাঃ।
মরুতশ্চ সহেন্দ্রেণ দিশশ্চ সদিগীশ্বরাঃ ॥১৪

রক্ষন্তু ত্বাং সুরাঃ সর্বে সমেষু বিষমেষু চ।
বেৎস্যামি ত্বাং বিদেশেঽপি কবচেনাভিসূচিতম্ ॥১৫

বালক জন্মিবামাত্রই ধাত্রীর সহিত পরামর্শ করিয়া সদ্‌ভাবযুক্তা কুন্তী একটা পেটিকার মধ্যে চারিদিকে সুন্দর বিছানা বিছাইয়া দিলেন। তারপর তাহার চারিদিকে মোম মাখাইয়া দিলেন যাহাতে জল প্রবেশ করিতে না পারে। এইভাবে যখন সেই পেটিকা সর্বাঙ্গসুন্দর ও সুখপ্রদ হইল, তখন তাহার মধ্যে শিশুকে শোয়াইলেন এবং কাঁদিতে কাঁদিতে ধাত্রীর দ্বারা উহাকে অশ্বনদীতে ভাসাইয়া দিলেন।৬-৭

রাজন্! কন্যার গর্ভধারণ অত্যন্ত নিন্দনীয়—ইহা জানিয়াই তিনি পেটিকাকে জলমধ্যে ভাসাইয়া দিলেন বটে, কিন্তু তিনি গোপনে পুত্রশোকে কাতর হইয়া করুণভাবে বিলাপ করিতে লাগিলেন।৮

সেই সময় অশ্বনদীর জলে সন্তানটিকে ভাসাইয়া দিবার কালে কুন্তী কাঁদিতে কাঁদিতে যে কথাগুলি বলিয়াছিলেন, তাহা শ্রবণ কর।৯

পুত্র! অন্তরিক্ষে বিচরণকারী, পৃথিবীতে বিচরণকারী দিব্য ও জলচর প্রাণিগণ হইতে তোমার মঙ্গল হউক।১০

হে পুত্র! তোমার পথ মঙ্গলময় হউক। তোমার নিকট কোন শত্রু যেন না আসে এবং যাহারা নিকটে আসিবে তাহারাও যেন দ্রোহ আচরণ না করে।১১

জলপতি রাজা বরুণ জলে তোমায় রক্ষা করুন এবং অন্তরিক্ষস্থিত সর্বত্র গমনকারী বায়ু তোমায় অন্তরিক্ষে রক্ষা করুন।১২

পুত্র! তোমার পিতা তাপদাতাদিগের মধ্যে শ্রেষ্ঠ তপন, যিনি তোমাকে দিব্য বিধির বলে আমার গর্ভে স্থাপিত করিয়াছিলেন, তিনি তোমাকে সর্বত্র রক্ষা করুন।১৩

দ্বাদশ আদিত্য, অষ্ট বসু, একাদশ রুদ্র, সাধ্য, অশ্বিনীকুমার দ্বয়, ইন্দ্রের সহিত মরুদ্‌গণ, দিক্‌পালগণের সহিত দিক্‌সমূহ ও সকল দেবতাগণ সম ও বিষম সর্ব্ব স্থলে তোমাকে রক্ষা করুন। আমি বিদেশেও তোমাকে এই কবচ ও কুণ্ডলশোভিত দেখিয়াই চিনিয়া লইব।১৪-১৫

ধন্যস্তে পুত্র জনকো দেবো ভানুর্বিভাবসুঃ।
যস্ত্বাং দ্রক্ষ্যতি দিব্যেন চক্ষুষা বাহিনীগতম্ ॥১৬
ধন্যা সা প্রমদা যা ত্বাং পুত্রত্বে কল্পয়িষ্যতি।
যস্যাস্ত্বং তৃষিতঃ পুত্র স্তনং পাস্যসি দেবজ ॥১৭
কো নু স্বপ্নস্তয়া দৃষ্টো যা ত্বামাদিত্যবর্চসম্।
দিব্যবর্মসমাযুক্তং দিব্যকুণ্ডলভূষিতম্ ॥১৮
পদ্মায়তবিশালাক্ষং পদ্মতাম্রদলোজ্জ্বলম্।
সুললাটং সুকেশান্তং পুত্রত্বে কল্পয়িষ্যতি ॥১৯
ধন্যা দ্রক্ষ্যন্তি পুত্র ত্বাং ভূমৌ সংসর্পমাণকম্।
অব্যক্তকলবাক্যানি বদন্তং রেণুগুণ্ঠিতম্ ॥২০
ধন্যা দ্রক্ষ্যন্তি পুত্র ত্বাং পুনর্যৌবনগোচরম্।
হিমবদ্বনসম্ভূতং সিংহং কেশরিণং যথা ॥২১

এবং বহুবিধং রাজন্ বিলপ্য করুণং পৃথা।
অবাসৃজত মঞ্জূষামশ্বনদ্যাস্তদা জলে ॥২২
রুদতী পুত্রশোকার্তা নিশীথে কমলেক্ষণা।
ধাত্র্যা সহ পৃথা রাজন্ পুত্রদর্শনলালসা ॥২৩
বিসর্জয়িত্বা মঞ্জূষাং সম্বোধনভয়াৎ পিতুঃ।
বিবেশ রাজভবনং পুনঃ শোকাতুরা ততঃ ॥২৪
মঞ্জূষা ত্বশ্বনদ্যাঃ সা যযৌ চর্মণ্বতীং নদীম্।
চর্মণ্বত্যাশ্চ যমুনাং ততো গঙ্গাং জগাম হ ॥২৫
গঙ্গায়াঃ সূতবিষয়ং চম্পামনুযযৌ পুরীম্।
স মঞ্জুষাগতো গর্ভস্তরঙ্গৈরুহ্যমানকঃ ॥২৬

হে! পুত্র তোমার জনক দেবদেব বিভাবসুই ধন্য; কেননা, তিনি তোমাকে নদীতে প্রবাহিত অবস্থাতেও দিব্যচক্ষুর দ্বারা দর্শন করিতেছেন।১৬

দেবপুত্র! সেই নারীই ধন্যা, যে তোমাকে পুত্ররূপে পাইবে এবং তুমি তৃষ্ণার্ত হইয়া যাহার স্তন পান করিবে।১৭

সেই ভাগ্যবতী রমণী কি সুখস্বপ্ন দেখিয়াছে, যাহার ফলে দিব্যগর্ভসম্ভূত, আদিত্যতুল্য তেজস্বী, দিব্য কবচ এবং কুণ্ডলভূষিত, পদ্মপত্রের ন্যায় আয়ত দীর্ঘ লোচন, রক্তবর্ণ কমল দলের ন্যায় উজ্জ্বল গৌরবর্ণ, সুন্দর ললাট ও সুন্দর কেশবিশিষ্ট তোমাকে পুত্ররূপে পাইবে।১৮-১৯

পুত্র! তাহারাই ধন্য, যাহারা তোমাকে ভূমিতে হামাগুড়ি দিয়া চলিতে, অব্যক্ত অস্ফুট বাক্য বলিতে ও ধূলিধূসরিত অঙ্গে দেখিতে থাকিবে।২০

পুত্র! তাহারাই ধন্য, যাহারা যৌবনপ্রাপ্ত তোমাকে হিমালয়ের বন হইতে নির্গত কেশর-বিশিষ্ট সিংহের ন্যায় দর্শন করিবে।২১

রাজন্! এইরূপে বহুপ্রকারে বিলাপ করিতে করিতে পৃথা (কুন্তী) সেই পেটিকাটিকে অশ্বনদীর জলে ভাসাইয়া দিলেন।২২

রাজন্ জনমেজয়! এইভাবে পুত্রশোকার্তা কমল-লোচনা পৃথা পুত্রদর্শন লালসায় নিশীথরাত্রিতে সেই অশ্বনদীর তীরে ধাত্রীর সহিত অনেকক্ষণ বিলাপ করিলেন।২৩

তারপর পেটিকাটিকে নদীর জলে ভাসাইয়া পিতার জিজ্ঞাসার ভয়ে শোকাতুরা অবস্থায় তাড়াতাড়ি রাজভবনে প্রবেশ করিলেন।২৪

তারপর সেই পেটিকা অশ্বনদী হইতে চর্মণ্বতী নদীতে, তথা হইতে যমুনায় এবং যমুনা হইতে গঙ্গার জলে প্রবেশ করিল।২৫

অনন্তর ঐ পেটিকা গঙ্গার তরঙ্গে বাহিত হইয়া তারঙ্গিত সূতজাতির বাসস্থান চম্পাপুরীতে গিয়া উপস্থিত হইল।২৬

অমৃতাদুত্থিতং দিব্যং তনুবর্ম সকুণ্ডলম্।
ধারয়ামাস তং গর্ভং দৈবস্ক বিধিনির্মিতম্ ॥২৭

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং বনপর্ব্বণি কুণ্ডলাহরণপর্ব্বণি কর্ণপরিত্যাগে অষ্টাধিকত্রিশততমোঽধ্যায়ঃ ॥৩০৮

এই চম্পাপুরীই অমৃতোৎপন্ন, দিব্য কবচ ও কুণ্ডল-পরিহিত এবং বিধিনির্ম্মিত ঐ দেবগর্ভটিকে রক্ষা করিয়াছিল।২৭

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের বনপর্ব্বান্তর্গত কুণ্ডলাহরণপর্ব্বে কর্ণপরিত্যাগবিষয়ক অষ্টাধিকত্রিশততম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।৩০৮

নবাধিকত্রিশততমোঽধ্যায়ঃ।

[অধিরথসূতেন তৎপত্নীরাধয়া চ কর্ণস্য প্রাপ্তিঃ, রাধাকর্ত্তৃকং তস্য পালনম্, হস্তিনাপুরে কর্ণস্য শিক্ষা দীক্ষা চ, তথা মহেন্দ্রস্যাগমনম্।]

বৈশম্পায়ন উবাচ।

এতস্মিন্নেব কালে তু ধৃতরাষ্ট্রস্য বৈ সখা।
সূতোঽধিরথ ইত্যেব সদারো জাহ্নবীং যযৌ ॥১

তস্য ভার্য্যাভবদ্ রাজন্ রূপেণাসদৃশী ভুবি।
রাধা নাম মহাভাগা ন সা পুত্রমবিন্দত ॥২

নবাধিকত্রিশততম অধ্যায়।

[অধিরথসূত ও তৎপত্নী রাধাকর্ত্তৃক কর্ণকে প্রাপ্তি, রাধাকর্ত্তৃক উহার পালন, হস্তিনাপুরে কর্ণের শিক্ষা-দীক্ষা এবং ইন্দ্রের আগমন।]

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—এই সময়ে ধৃতরাষ্ট্রের সখা অধিরথনামক সূত তাহার স্ত্রীর সহিত গঙ্গায় গিয়াছিল।১

রাজন্! তাহার অতুলনীয় রূপবতী পরম সৌভাগ্যশালিনী রাধানাম্নী ভার্য্যা ছিল বটে, কিন্তু তাহার কোন পুত্র ছিল না।২

অপত্যার্থে পরং যত্নমকরোচ্চ বিশেষতঃ।
সা দদর্শাথ মঞ্জূষামুহ্যমানাং যদৃচ্ছয়া ॥৩

দত্তরক্ষাপ্রতিসরামন্বালম্ভনশোভনাম্।
ঊর্ম্মীতরঙ্গৈর্জাহ্নব্যাঃ সমানীতামুপহ্বরম্ ॥৪

সা তু কৌতূহলাৎ প্রাপ্তাং গ্রাহয়ামাস ভাবিনী।
ততো নিবেদয়ামাস সূতস্যাধিরথস্য বৈ ॥৫

পুত্রলাভের জন্য সে অনেক চেষ্টা করিয়াও তাহা লাভ করিতে পারে নাই। একদিন সে নদীতে দৈবযোগে প্রবাহিতা সেই পেটিকাটি দেখিতে পাইল।৩

লতাদি দ্বারা আচ্ছাদনে সুরক্ষিতা ও সিন্দুর-লেপনে সুসজ্জিতা সেই পেটিকা গঙ্গার তরঙ্গাঘাতে তটে আসিয়া লাগিয়াছিল।৪

উহা দর্শন করত কৌতূহলের বশবর্ত্তিনী হইয়া সদ্ভাববতী রাধা সেবকগণের দ্বারা পেটিকাটিকে আনাইল এবং পরে উহা অধিরথের নিকট নিবেদন করিল।৫

স তামুদ্ধৃত্য মঞ্জুষামুৎসার্য্য জলমন্তিকাৎ।
যন্ত্রেরুদ্ঘাটয়ামাস সোঽপশ্যৎ তত্র বালকম্ ॥৬

তরুণাদিত্যসঙ্কাশং হেমবর্মধরং তথা।
মৃষ্টকুণ্ডলযুক্তেন বদনেন বিরাজতা ॥৭

স সূতো ভার্য্যয়া সার্দ্ধং বিস্ময়োৎফুল্ললোচনঃ।
অঙ্কমারোপ্য তং বালং ভার্য্যাং বচনমব্রবীৎ ॥৮

ইদমত্যদ্ভুতং ভীরু যতো জাতোঽস্মি ভাবিনি।
দৃষ্টবান্ দেবগর্ভোঽয়ং মন্যেঽস্মান্ সমুপাগতঃ ॥৯

অনপত্যস্য পুত্রোঽয়ং দেবৈর্দত্তো ধ্রুবং মম।
ইত্যুক্ত্বা তং দদৌ পুত্রং রাধায়ৈ স মহীপতে ॥১০

প্রতিজগ্রাহ তং রাধা বিধিবদ্ দিব্যরূপিণম্।
পুত্রং কমলগর্ভাভং দেবগর্ভং শ্রিয়া বৃতম্ ॥১১

(তন্মৎ সমান্ত্রবচ্চাস্তা দৈবাদিত্যথ নিশ্চয়ঃ।)
পুপোষ চৈনং বিধিবদ্ ববৃধে স চ বীর্য্যবান্।
ততঃ প্রভৃতি চাপ্যন্যে প্রাভবন্নৌরসাঃ সুতাঃ ॥১২

বসুবর্মধরং দৃষ্ট্বা তং বালং হেমকুণ্ডলম্।
নামাস্য বসুষেণেতি ততশ্চক্রুর্দ্বিজাতয়ঃ ॥১৩

এবং স সূতপুত্রত্বং জগামামিতবিক্রমঃ।
বসুষেণ ইতি খ্যাতো বৃষ ইত্যেব স প্রভুঃ ॥১৪

সূতস্য ববৃধেঽঙ্গেষু শ্রেষ্ঠঃ পুত্রঃ স বীর্য্যবান্।
চারেণ বিদিতশ্চাসীৎ পৃথয়া দিব্যবর্মভৃৎ ॥১৫

সূতস্ত্বধিরথঃ পুত্রং বিবৃদ্ধং সময়েন তম্।
দৃষ্ট্বা প্রস্থাপয়ামাস পুরং বারণসাহ্বয়ম্ ॥১৬

তত্রোপসদনং চক্রে দ্রোণস্যেষ্বস্ত্রকর্ম্মণি।
সখ্যং দুর্য্যোধনেনৈবমগমৎ স চ বীর্য্যবান্ ॥১৭

অধিরথ মঞ্জুষাটিকে (পেটিকাটিকে) জল হইতে উঠাইয়া যন্ত্রদ্বারা উহাকে খুলিয়া উহার মধ্যে এক প্রাতঃকালীন সূর্য্যের ন্যায় বর্ণবিশিষ্ট, সুবর্ণময় কবচধারী ও উজ্জ্বল কুণ্ডলে ভূষিত কর্ণশোভিত বদন দ্বারা প্রকাশিত পরম সুন্দর বালককে দর্শন করিল।৬-৭

পত্নীর সহিত বিস্ময়ে উৎফুল্ললোচন হইয়া সূত অধিরথ শিশুপুত্রটিকে কোলে লইল এবংপত্নীকে এই কথা বলিল।৮

হে ভীরু! আমি জন্মলাভের পর হইতে আজই এই অদ্ভুত বালককে দর্শন করিলাম। ভাবিনি! আমি মনে করি, আমাদের ভাগ্যবশতঃই এই শিশু আমাদের নিকট আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে।৯

আমাকে পুত্রহীন জানিয়া নিশ্চয়ই দেবতারা আমাকে এই পুত্র দিয়াছেন। ভূপতে জনমেজয়! এই বলিয়া অধিরথ সেই পুত্রকে রাধার হাতে দিল।১০

অধিরথপত্নী রাধা কমলের গর্ভসদৃশ কান্তিমান্, সৌন্দর্য্যমণ্ডিত, দেবশিশুতুল্য ও দিব্যরূপধারী সেই পুত্রকে বিধিবদ্ গ্রহণ করিল।১১

সে তাহাকে বিধি অনুসারে পোষণ করিতে লাগিল এবং সেই শক্তিমান্ বালক তাহাতে দিনে দিনে বর্দ্ধিত হইতে লাগিল। তারপর রাধার গর্ভে ও অধিরথের ঔরসে অনেকগুলি পুত্র জন্মিয়াছিল।১২

বালককে বসু (সুবর্ণ)-ময় কবচ ও স্বর্ণ-কুণ্ডল ধারণ করিতে দেখিয়া ব্রাহ্মণগণ তাহার নামকরণ করিলেন "বসুষেণ"।১৩

এইরূপে সেই অমিতপরাক্রমী ও সামর্থ্যশালী বালক বসুষেণ ও বৃষ নামে জগতে বিখ্যাত হইয়া সূতপুত্রত্ব প্রাপ্ত হইল।১৪

সেই বীর্য্যবান্ শ্রেষ্ঠ বালক অঙ্গদেশে সূতপুত্ররূপে বর্দ্ধিত হইতে লাগিল। পৃথা (কুন্তী) গুপ্তচরের দ্বারা এই সংবাদ সংগ্রহ করিলেন যে, দিব্য কবচধারী সেই বালক অধিরথের গৃহে পালিত হইতেছে।১৫

দ্রোণাৎ কৃপাচ্চ রামাচ্চ সোঽস্ত্রগ্রামং চতুর্বিধম্।
লব্ধ্বা লোকেঽভবৎ খ্যাতঃ পরমেষ্বাসতাং গতঃ ॥১৮
সন্ধায় ধার্তরাষ্ট্রেণ পার্থানাং বিপ্রিয়ে রতঃ।
যোদ্ধুমাশংসতে নিত্যং ফাল্গুনেন বিশাম্পতে ॥১৯
সদা হি তস্য স্পর্ধাসীদর্জুনেন বিশাম্পতে।
অর্জুনস্য চ কর্ণেন যতো দৃষ্টো বভূব সঃ ॥২০
এতদ্ গুহ্যং মহারাজ সূর্য্যস্যাসীন্ন সংশয়ঃ।
যঃ সূর্য্যসম্ভবঃ কর্ণঃ কুন্ত্যাং সূতকুলে তথা ॥২১
তং তু কুণ্ডলিনং দৃষ্ট্বা বর্মণা চ সমন্বিতম্।
অবধ্যং সমরে মত্বা পর্য্যতপ্যদ্ যুধিষ্ঠিরঃ ॥২২

কালক্রমে নিজ পুত্রকে যৌবনপ্রাপ্ত দেখিয়া অধিরথ তাহাকে অস্ত্রশিক্ষার জন্য হস্তিনাপুরে পাঠাইয়া দিল।১৬

সেখানে কর্ণ আচার্য্য দ্রোণের শিষ্যতা গ্রহণ করত সেইখানেই অস্ত্রশিক্ষা করিতে লাগিল এবং ধীরে ধীরে দুর্য্যোধনের সহিত শক্তিমান্ কর্ণের বিশেষ মিত্রতাও হইল।১৭

দ্রোণ, কৃপ ও পরশুরামের নিকট হইতে চারি প্রকার অস্ত্র শিক্ষা করিয়া তিনি জগতে মহাধনুর্দ্ধর-রূপে খ্যাতি লাভ করিলেন।১৮

ধৃতরাষ্ট্রপুত্র দুর্য্যোধনের সহিত কর্ণ মিত্রতা স্থাপন করিয়া পাণ্ডবগণের অনিষ্ট কার্য্যে নিরত হইলেন এবং সর্ব্বদাই অর্জ্জুনের সহিত যুদ্ধ করিবার স্পর্দ্ধা পোষণ করিতে লাগিলেন।১৯

ভূপতে। কর্ণ সর্ব্বদাই যেমন অর্জ্জুনের সহিত যুদ্ধ করিবার স্পর্দ্ধা পোষণ করিতেন, অর্জ্জুনও তদ্রূপ কর্ণের সহিত যুদ্ধের স্পর্দ্ধা পোষণ করিতেন।২০

যদা চ কর্ণো রাজেন্দ্র ভানুমন্তং দিবাকরম্।
স্তৌতি মধ্যন্দিনে প্রাপ্তে প্রাঞ্জলিঃ সলিলে স্থিতঃ॥২৩
তত্রৈনমুপতিষ্ঠন্তি ব্রাহ্মণা ধনহেতুনা।
নাদেয়ং তস্য তৎকালে কিঞ্চিদস্তি দ্বিজাতিষু ॥২৪
তমিন্দ্রো ব্রাহ্মণো ভূত্বা ভিক্ষাং দেহীত্যুপস্থিতঃ।
স্বাগতং চেতি রাধেয়স্তমথ প্রত্যভাষত ॥২৫

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং
বৈয়াসিক্যাং বনপর্ব্বণি কুণ্ডলাহরণপর্ব্বণি
রাধাকর্ণপ্রাপ্তৌ নবাধিক-
ত্রিশততমোঽধ্যায়ঃ ॥৩০৯

হে মহারাজ! সূর্য্যদেবের নিকট কর্ণের এই জন্ম কথাই গুহ্য ছিল—ইহাতে সন্দেহ নাই। এইরূপে কুন্তীর গর্ভে সূর্য্যদেবের ঔরসজাত কর্ণ সূতকুলে বর্দ্ধিত হইয়াছিলেন।২১

যুধিষ্ঠির তাহাকে দিব্য সুবর্ণময় কবচ ও কুণ্ডলে সুশোভিত দেখিয়া এবং তিনি যে উহাদ্বারা সমরে অবধ্য ইহা জানিয়াই পরিতাপ করিয়াছিলেন।২২

রাজেন্দ্র! যখন কর্ণ মধ্যাহ্নকালে জলে দাঁড়াইয়া করজোড়ে অংশুমালী সূর্য্যদেবকে স্তব করিতেন, তখন ব্রাহ্মণগণ ধনলাভের জন্য তাঁহার নিকট উপস্থিত হইতেন। সেই ব্রাহ্মণগণকে অদেয় কর্ণের কিছুই ছিল না।২৩-২৪

তারপর একদিন যখন ঐ সময়ে ইন্দ্র ব্রাহ্মণবেশে কর্ণের নিকট উপস্থিত হইয়া বলিলেন,—"আমাকে ভিক্ষা দাও"; তখন রাধাপুত্র কর্ণ তাঁহাকে স্বাগত জানাইলেন।২৫

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের বনপর্ব্বান্তর্গত কুণ্ডলাহরণপর্ব্বে রাধা কর্ত্তৃক কর্ণের প্রাপ্তিবিষয়ক নবাধিকত্রিশততম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।৩০৯

দশাধিকত্রিশততমোঽধ্যায়ঃ।

[ইন্দ্রেণ কর্ণায়ামোঘশক্তিদানম্, কর্ণতঃ কবচ-কুণ্ডল-গ্রহণঞ্চ।]

বৈশম্পায়ন উবাচ।

দেবরাজমনুপ্রাপ্তং ব্রাহ্মণচ্ছদ্মনা বৃতম্।
দৃষ্ট্বা স্বাগতমিত্যাহ ন বুবোধাস্য মানসম্ ॥১
হিরণ্যকণ্ঠীঃ প্রমদা গ্রামান্ বা বহুগোকুলান্।
কিং দদানীতি তং বিপ্রমুবাচাধিরথিস্ততঃ ॥২

ব্রাহ্মণ উবাচ।

হিরণ্যকণ্ঠ্যঃ প্রমদা যচ্চান্যৎ প্রীতিবর্ধনম্।
নাহং দত্তমিহেচ্ছামি তদর্থিভ্যঃ প্রদীয়তাম্ ॥৩
যদেতৎ সহজং বর্ম কুণ্ডলে চ তবানঘ।
এতদুৎকৃত্য মে দেহি যদি সত্যব্রতো ভবান্ ॥৪
এতদিচ্ছাম্যহং ক্ষিপ্রং ত্বয়া দত্তং পরন্তপ।
এষ মে সর্বলাভানাং লাভঃ পরমকো মতঃ ॥৫

কর্ণ উবাচ।

অবনিং প্রমদা গাশ্চ নির্বাপং বহুবার্ষিকম্।
তৎ তে বিপ্র প্রদাস্যামি ন তু বর্ম সকুণ্ডলম্ ॥৬

বৈশম্পায়ন উবাচ।

এবং বহুবিধৈর্বাক্যৈর্যাচ্যমানঃ স তু দ্বিজঃ।
কর্ণেন ভরতশ্রেষ্ঠ নান্যং বরমযাচত ॥৭
সান্ত্বিতশ্চ যথাশক্তি পূজিতশ্চ যথাবিধি।
ন চান্যং স দ্বিজশ্রেষ্ঠঃ কাময়ামাস বৈ বরম্ ॥৮
যদা নান্যং প্রবৃণুতে বরং বৈ দ্বিজসত্তমঃ।
(বিনাস্য সহজং বর্ম কুণ্ডলে চ বিশাম্পতে।)
তদৈনমব্রবীদ্ ভূয়ো রাধেয়ঃ প্রহসন্নিব ॥৯

দশাধিকত্রিশততম অধ্যায়।

[ইন্দ্রকর্তৃক কর্ণকে অমোঘ শক্তিদান এবং কর্ণের নিকট হইতে কবচ কুণ্ডল গ্রহণ।]

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—ব্রাহ্মণের ছদ্মবেশী দেবরাজকে আসিতে দেখিয়া কর্ণ স্বাগত জানাইলেন। সেই সময় তিনি তাঁহার মনোভাব কিছুই বুঝিতে পারিলেন না।১

তখন অধিরথনন্দন কর্ণ তাঁহাকে বলিলেন,—আপনাকে সুবর্ণহার পরিহিত স্ত্রীসমূহ অথবা বহু-গোকুলে পূর্ণ অনেক গ্রাম দান করিব ?২

ব্রাহ্মণ বলিলেন,—তোমার প্রদত্ত স্বর্ণবিভূষণে ভূষিত স্ত্রী বা গ্রাম, যাহা সাধারণতঃ লোকের আনন্দ বর্দ্ধন করে, উহা আমি চাই না, তুমি অন্য প্রার্থিগণকে উহা দাও।৩

নিষ্পাপ। যদি তুমি সত্যব্রত হও, তবে তোমার এই সহজাত কবচ ও কুণ্ডলদ্বয় কাটিয়া আমাকে প্রদান কর।৪

শক্রদমন। তুমি সত্বর ঐগুলি আমাকে প্রদান কর—ইহাই আমি চাই ; ইহাকেই সকল লাভের মধ্যে শ্রেষ্ঠ লাভ বলিয়া মনে করি।৫

কর্ণ বলিলেন,—ব্রহ্মন্। আপনি যদি সুন্দরী নারী, গাভী, এবং বহুবর্ষব্যাপী জীবিকার অনুরূপ বৃত্তি চাহেন, আমি তাহা সবই দিতে পারি, কিন্তু আমার কবচ ও কুণ্ডল দিতে পারি না।৬

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—ভরতশ্রেষ্ঠ। এইরূপ বহুলোভনীয় বস্তুর লোভ দেখাইলেও ব্রাহ্মণ অন্য কিছু লইতে সম্মত হইলেন না।৭

কর্ণ তাঁহাকে যথাশক্তি অনেক বুঝাইলেন এবং বিধিঅনুসারে তাঁহার পূজাও করিলেন, তথাপি সেই দ্বিজশ্রেষ্ঠ অন্য কিছু চাহিলেন না।৮

যখন সেই দ্বিজোত্তম অন্য বরই লইতে স্বীকৃত হইলেন না, তখন রাধাপুত্র কর্ণ যেন হাসিতে হাসিতে তাঁহাকে বলিলেন।৯

সহজং বর্ম মে বিপ্র কুণ্ডলে চামৃতোদ্ভবে।
তেনাবধ্যোঽস্মি লোকেষু ততো নৈতজ্জহাম্যহম্ ॥১০

বিশালং পৃথিবীরাজ্যং ক্ষেমং নিহতকণ্টকম্।
প্রতিগৃহ্নীষ্ব মত্তস্ত্বং সাধু ব্রাহ্মণপুঙ্গব ॥১১

কুণ্ডলাভ্যাং বিমুক্তোঽহং বর্মণা সহজেন চ।
গমনীয়ো ভবিষ্যামি শত্রূণাং দ্বিজসত্তম ॥১২

বৈশম্পায়ন উবাচ।

যদান্যং ন বরং বব্রে ভগবান্ পাকশাসনঃ।
ততঃ প্রহস্য কর্ণস্তং পুনরিত্যব্রবীদ্ বচঃ ॥১৩

বিদিতো দেবদেবেশ প্রাগেবাসি মম প্রভো।
ন তু ন্যায্যং ময়া দাতুং তব শক্র বৃথা বরম্ ॥১৪

ত্বং হি দেবেশ্বরঃ সাক্ষাৎ ত্বয়া দেয়ো বরো মম।
অন্যেষাং চৈব ভূতানামীশ্বরো হ্যসি ভূতকৃৎ ॥১৫

যদি দাস্যামি তে দেব কুণ্ডলে কবচং তথা।
বধ্যতামুপযাস্যামি ত্বঞ্চ শক্রাবহাস্যতাম্ ॥১৬

যস্মাদ্ বিনিময়ং কৃত্বা কুণ্ডলে বর্ম চোত্তমম্।
হরস্ব শক্র কামং মে ন দদ্যামহমন্যথা ॥১৭

শক্র উবাচ।

বিদিতোঽহং রবেঃ পূর্বমায়ানেব তবান্তিকম্।
তেন তে সর্বমাখ্যাতমেবমেতন্ন সংশয়ঃ ॥১৮

কামমস্তু তথা তাত তব কর্ণ যথেচ্ছসি।
বর্জয়িত্বা তু মে বজ্রং প্রবৃণীষ্ব যথেচ্ছসি ॥১৯

হে বিপ্র! আমার এই সহজাত বর্ম ও কুণ্ডলদ্বয় অমৃত হইতে উৎপন্ন ; ইহার দ্বারা আমি যুদ্ধে অবধ্য বলিয়া লোকে জানে ; সুতরাং আমি ইহাকে পরিত্যাগ করিতে পারি না।১০

হে ব্রাহ্মণবর! আপনাকে নিষ্কণ্টক, উত্তম ও কল্যাণময় এই বিশাল পৃথিবীরাজ্য প্রদান করিতেছি, আপনি তাহা গ্রহণ করুন।১১

দ্বিজশ্রেষ্ঠ! আমি যদি এই সহজাত কবচ ও কুণ্ডলদ্বয় হইতে বিমুক্ত হই, তবে আমি সহজেই শত্রুগণের বধ্য হইব (অতএব আপনি ইহা চাহিবেন না।)।১২

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—যখন ভগবান্ পাকশাসন ইন্দ্র অন্য কোন বস্তু প্রার্থনা করিলেন না, তখন কর্ণ পুনরায় হাসিয়া তাঁহাকে এই কথা বলিলেন।১৩

হে দেবদেবেশ্বর! হে প্রভো! আমি পূর্ব্বেই জানিতে পারিয়াছি যে, আপনি আসিয়া এইরূপ বর চাহিবেন। কিন্তু হে শক্র! আপনার প্রার্থনাকে নিষ্ফল করিয়া দেওয়া আমার অভিপ্রেতও নয় এবং ব্রতধারীর পক্ষে তাহা ন্যায্যও নয়।১৪

আপনি সাক্ষাৎ দেবরাজ ; আপনিও আমাকে কিছু বর দিন ; কারণ, আপনি তো সকল জীবেরই ঈশ্বর ও জীবের সৃষ্টিকারী।১৫

হে দেব! আমি যদি কবচ ও কুণ্ডলদ্বয় আপনাকে দিয়া শত্রুগণের বধ্য হই, তবে হে শক্র! সকল লোকে আপনাকে উপহাস করিবে। সুতরাং বিনিময় করিয়া উত্তম কবচ ও কুণ্ডলদ্বয় গ্রহণ করুন, নতুবা ইহা দিব না।১৬-১৭

শক্র বলিলেন,—আমি তোমার কাছে আসিব ইহা সূর্য্যদেব পূর্ব্বেই জানিতে পারিয়াছিলেন। তিনিই তোমাকে সব বলিয়াছেন,—ইহাতে কোন সংশয় নাই।১৮

বৎস কর্ণ! তাহাই হউক, তুমি আমার বজ্র ব্যতিরেকে আর যে কোন বস্তু আমার নিকট হইতে চাহিয়া লইতে পার।১৯

বৈশম্পায়ন উবাচ।
ততঃ কর্ণঃ প্রহৃষ্টস্তু উপসঙ্গম্য বাসবম্।
অমোঘাং শক্তিমভ্যেত্য বব্রে সম্পূর্ণমানসঃ ॥২০

কর্ণ উবাচ।
বর্মণা কুণ্ডলাভ্যাঞ্চ শক্তিং মে দেহি বাসব।
অমোঘাং শত্রুসঙ্ঘানাং ঘাতিনীং পৃতনামুখে ॥২১

ততঃ সঞ্চিন্ত্য মনসা মুহূর্তমিব বাসবঃ।
শক্ত্যর্থং পৃথিবীপাল কর্ণং বাক্যমথাব্রবীৎ ॥২২

কুণ্ডলে মে প্রযচ্ছস্ব বর্ম চৈব শরীরজম্।
গৃহাণ কর্ণ শক্তিং ত্বমনেন সময়েন চ ॥২৩

অমোঘা হন্তি শতশঃ শত্রূন্ মম করচ্যুতা।
পুনশ্চ পাণিমভ্যেতি মম দৈত্যান্ বিনিঘ্নতঃ ॥২৪

সেয়ং তব করপ্রাপ্তা হত্বৈকং রিপুমূর্জিতম্।
গর্জন্তং প্রতপন্তঞ্চ মামেবৈষ্যতি সূতজ ॥২৫

কর্ণ উবাচ।
একমেবাহমিচ্ছামি রিপুং হন্তুং মহাহবে।
গর্জন্তং প্রতপন্তঞ্চ যতো মম ভয়ং ভবেৎ ॥২৬

ইন্দ্র উবাচ।
একং হনিষ্যসি রিপুং গর্জন্তং বলিনং রণে।
ত্বং তু যং প্রার্থয়স্যেকং রক্ষ্যতে স মহাত্মনা ॥২৭

যমাহুর্বেদবিদ্বাংসো বরাহমপরাজিতম্।
নারায়ণমচিন্ত্যঞ্চ তেন কৃষ্ণেন রক্ষ্যতে ॥২৮

কর্ণ উবাচ।
এবমপ্যস্তু ভগবন্নেকবীরবধে মম।
অমোঘাং দেহি মে শক্তিং যথা হন্যাং প্রতাপিনম্ ॥২৯

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—তখন কর্ণ প্রসন্ন হইয়া দেবরাজের নিকটে যাইলেন এবং সফলমনোরথ হইয়া তাঁহার নিকট অমোঘা শক্তি প্রার্থনা করিলেন।২০

কর্ণ বলিলেন,—হে বাসব! আপনি আমার এই কুণ্ডলদ্বয় ও বর্ম লইয়া আমাকে সৈন্যসম্মুখে শত্রুসঙ্ঘঘাতিনী আপনার সেই অমোঘা শক্তি প্রদান করুন।২১

হে রাজন্! তারপর ইন্দ্র মুহূর্তকাল চিন্তা করিয়া শক্তিসম্বন্ধে কর্ণকে এই বাক্য বলিলেন।২২

হে কর্ণ! তুমি তোমার শরীরজাত কুণ্ডলদ্বয় ও কবচ প্রথমে আমাকে দান কর, পরে এই সর্ত অনুসারে তুমি আমার নিকট হইতে এই শক্তি গ্রহণ কর।২৩

এই অমোঘা শক্তি আমার হাত হইতে নিক্ষিপ্ত হইয়া আমার শত্রু শত শত দৈত্যকে সংহার করত পুনরায় আমার হাতে ফিরিয়া আসে।২৪

হে সূতজ! সেই এই অমোঘা শক্তি তোমার করচ্যুত হইয়া গর্জ্জনকারী ও প্রতাপশালী বলবান্ শত্রুকেও সংহার করত আমার নিকট পুনরায় ফিরিয়া যাইবে।২৫

কর্ণ বলিলেন,—মহাযুদ্ধে গর্জ্জনকারী ও প্রতাপশালী যে শত্রুকে দেখিয়া আমার ভয় হইবে, সেই একটিমাত্র শত্রুকেই আমি বধ করিতে ইচ্ছা করি।২৬

ইন্দ্র বলিলেন,—তুমি গর্জ্জনকারী ও প্রতাপশালী একজন শত্রুকেই যখন বধ করিতে চাহিতেছ, তবে জানিও—তোমার অভিপ্রেত শত্রু ইহার দ্বারা নিহত হইবে না। কারণ, সে পরমাত্মা শ্রীকৃষ্ণকর্তৃক রক্ষিত। যাঁহাকে বিদ্বান্‌গণ বরণীয়তম, অপরাজিত ও অচিন্ত্য নারায়ণ বলিয়া কীর্ত্তন করেন, সেই কৃষ্ণই তাহাকে রক্ষা করিতেছেন। (সুতরাং তাহাকে বধ করা কাহারও সাধ্যায়ত্ত নহে)।২৭-২৮

উৎকৃত্য তু প্রদাস্যামি কুণ্ডলে কবচঞ্চ তে।
নিকৃত্তেষু তু গাত্রেষু ন মে বীভৎসতা ভবেৎ ॥৩০
ইন্দ্র উবাচ।
ন তে বীভৎসতা কর্ণ ভবিষ্যতি কথঞ্চন।
ব্রণশ্চৈব ন গাত্রেষু যস্ত্বং নানৃতমিচ্ছসি ॥৩১
যাদৃশস্তে পিতুর্বর্ণস্তেজশ্চ বদতাং বর।
তাদৃশেনৈব বর্ণেন ত্বং কর্ণ ভবিতা পুনঃ ॥৩২
বিদ্যমানেষু শস্ত্রেষু যদ্যমোঘামসংশয়ে।
প্রমত্তো মোক্ষ্যসে চাপি ত্বয্যেবৈষা পতিষ্যতি ॥৩৩
কর্ণ উবাচ।
সংশয়ং পরমং প্রাপ্য বিমোক্ষ্যে বাসবীমিমাম্।
যথা মামাত্থ শক্র ত্বং সত্যমেতদ্ ব্রবীমি তে ॥৩৪

বৈশম্পায়ন উবাচ।
ততঃ শক্তিং প্রজ্বলিতাং প্রতিগৃহ্য বিশাম্পতে।
শস্ত্রং গৃহীত্বা নিশিতং সর্বগাত্রাণ্যকৃন্তত ॥৩৫
ততো দেবা মানবা দানবাশ্চ
নিকৃন্তন্তং কর্ণমাত্মানমেবম্।
দৃষ্ট্বা সর্বে সিংহনাদান্ প্রণেদু-
র্ন হ্যস্যাসীন্মুখজো বৈ বিকারঃ ॥৩৬
ততো দিব্যা দুন্দুভয়ঃ প্রণেদুঃ
পপাতোচ্চৈঃ পুষ্পবর্ষঞ্চ দিব্যম্।
দৃষ্ট্বা কর্ণং শস্ত্রসংকৃত্তগাত্রং
মুহুশ্চাপি স্ময়মানং নৃবীরম্ ॥৩৭

হে ভগবন্! এইরূপই হউক। একজন প্রতাপশালী বীরকে বধ করিবার জন্যই আমাকে অমোঘা শক্তি প্রদান করুন।২৯

আমি শরীর হইতে কবচ ও কুণ্ডল দুইটি কাটিয়া আপনাকে দিতেছি। আমার শরীর হইতে কাটিয়া দিলেও তাহাতে আপনার কৃপায় যেন শরীরের কোনরূপ বৈরূপ্য না হয়।৩০

ইন্দ্র বলিলেন,—হে কর্ণ! ইহাতে তোমার শরীরে কোন বৈরূপ্য হইবে না; এমন কি, শরীরে ক্ষত পর্য্যন্ত হইবে না; কারণ, তোমার মধ্যে কোন অসত্যের ইচ্ছা নাই।৩১

হে বাগ্মিগণশ্রেষ্ঠ কর্ণ! তোমার পিতার যেমন বর্ণ ও তেজ আছে, পুনরায় তুমিও সেইরূপ বর্ণ ও তেজঃসম্পন্ন হইবে।৩২

যতক্ষণ তোমার কাছে অন্যান্য শত্রুঘাতী দৈবাস্ত্র সকল বিদ্যমান থাকিবে এবং তোমার প্রাণসংশয় উপস্থিত না হইবে, ততক্ষণ এই অমোঘা শক্তিকে শত্রুর উপর নিক্ষেপ করিবে না। যদি মত্তভাবশতঃ তাহা কর, তবে উহা শত্রুর উপর পতিত না হইয়া তোমার উপর পতিত হইবে।৩৩

কর্ণ বলিলেন,—হে শক্র! আপনাকে ইহা আমি সত্য করিয়াই বলিতেছি যে, প্রাণসংশয় উপস্থিত না হইলে আমি এই ঐন্দ্রী শক্তি নিক্ষেপ করিব না।৩৪

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—হে রাজন্! অনন্তর কর্ণ ইন্দ্রের নিকট হইতে প্রজ্বলিত শক্তি গ্রহণ করত নিজ শরীরের অঙ্গসমূহ নিশিত (ধারাল) অস্ত্রদ্বারা কাটিয়া ফেলিলেন।৩৫

কর্ণ যখন নিজ শরীর হইতে কবচ ও কুণ্ডল কাটিয়া দিতেছিলেন, তখন দেবতা, মানব ও দানবগণ সিংহনাদ করিতে লাগিলেন। কিন্তু তাহা শুনিয়াও কর্ণের মুখে এতটুকু বিকারও উৎপন্ন হয় নাই।৩৬

স্মিতহাস্যকারী কর্ণের উপর তাঁহার সত্যরক্ষারূপ কার্য্যে প্রীত হইয়া দেবগণ দিব্য দুন্দুভি প্রভৃতি বাদ্য বাজাইতে এবং কর্ণের উপর মুহুর্মুহুঃ দিব্য পুষ্পসমূহ বর্ষণ করিতে লাগিলেন।৩৭

ততশ্ছিত্ত্বা কবচং দিব্যমঙ্গাৎ
তথৈবার্দ্রং প্রদদৌ বাসবায়।
তথোৎকৃত্য প্রদদৌ কুণ্ডলে তে
কর্ণাৎ তস্মাৎ কর্মণা তেন কর্ণঃ ॥৩৮
ততঃ শক্রঃ প্রহসন্ বঞ্চয়িত্বা
কর্ণং লোকে যশসা যোজয়িত্বা।
কৃতং কার্য্যং পাণ্ডবানাং হি মেনে
ততঃ পশ্চাদ্ দিবমেবোৎপপাত ॥৩৯
শ্রুত্বা কর্ণং মুষিতং ধার্ত্তরাষ্ট্রা
দীনাঃ সর্বে ভগ্নদর্পা ইবাসন্।
তাং চাবস্থাং গমিতং সূতপুত্রং
শ্রুত্বা পার্থা জহৃষুঃ কাননস্থাঃ ॥৪০
জনমেজয় উবাচ।
কস্থা বীরাঃ পাণ্ডবাস্তে বভূবুঃ
কুতশ্চৈতচ্ছ্রুতবন্তঃ প্রিয়ং তৎ।
কিং বাকার্ষুর্দ্বাদশেঽব্দে ব্যতীতে
তন্মে সর্বং ভগবান্ ব্যাকরোতু ॥৪১
বৈশম্পায়ন উবাচ।
লব্ধা কৃষ্ণাং সৈন্ধবং দ্রাবয়িত্বা
বিপ্রৈঃ সার্দ্ধং কাম্যকাদাশ্রমাৎ তে।
মার্কণ্ডেয়াচ্ছ্রুতবন্তঃ পুরাণং
দেবর্ষীণাং চরিতং বিস্তরেণ ॥৪২
(প্রত্যাজগ্মুঃ সরথাঃ সানুযাত্রাঃ
সর্বৈঃ সার্দ্ধং সূতপৌরোগবৈস্তে।
ততো যযুর্দ্বৈতবনে নৃবীরা
নিস্তীর্য্যৈবং বনবাসং সমগ্রম্ ॥)

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং বনপর্ব্বণি কুণ্ডলাহরণপর্ব্বণি কবচকুণ্ডলদানে দশাধিক-ত্রিশততমোঽধ্যায়ঃ ॥৩১০

তারপর কর্ণ তাহার অঙ্গ হইতে দিব্য কবচ কাটিয়া রক্তাপ্লুত অবস্থাতেই উহা ইন্দ্রের হাতে দিলেন এবং কর্ণ হইতে কুণ্ডলদ্বয়ও কাটিয়া তাঁহাকে দিলেন। এই কর্ম্মের দ্বারাই তিনি কর্ণ নামে খ্যাত হইলেন।৩৮

অনন্তর এইরূপে ইন্দ্র হাসিতে হাসিতে কর্ণকে বঞ্চনা এবং যশস্বী করিয়া পাণ্ডবগণের কার্য্য সাধন করা হইয়াছে—ইহা নিশ্চয় করিলেন এবং পরে স্বর্গে চলিয়া গেলেন।৩৯

ইন্দ্রকর্ত্তৃক কর্ণের কবচকুণ্ডল অপহৃত হইয়াছে এই কথা শুনিয়া ধৃতরাষ্ট্রতনয়গণ যেন ভগ্নদর্প ও দীনভাবাপন্ন হইয়া পড়িলেন এবং বনে থাকিয়াও পাণ্ডবগণ চরমুখে একথা জানিতে পারিয়া আনন্দিত হইলেন।৪০

জনমেজয় বলিলেন,—ঐ সময় পাণ্ডবগণ কোথায় ছিলেন; কোথা হইতে তাঁহারা ঐ কথা শুনিলেন এবং তারপর দ্বাদশ বর্ষের অন্তে তাঁহারা কি করিলেন—এই সব কথা আপনি আমাদিগকে বলুন।৪১

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—সিন্ধুরাজকে কাম্যকবন হইতে বিতাড়িত করিয়া দ্রৌপদীকে উদ্ধার করত পাণ্ডবগণ যখন মার্কণ্ডেয় ঋষির মুখ হইতে পুরাণ-কথা এবং দেবতা ও ঋষিগণের চরিত্র শ্রবণ করিতেছিলেন, সেই সময় এ কথাও শুনিতে পাইয়াছিলেন।৪২

(তারপর বীরবর পাণ্ডবগণ রথ, সূত ও পুরবাসিগণের সহিত বনবাসের সম্পূর্ণ সময় ব্যয় করিয়া পুনরায় দ্বৈতবনে ফিরিয়া গেলেন।)

শ্রীমন্মহর্ষিবেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের বনপর্ব্বান্তর্গত কুণ্ডলাহরণপর্ব্বে কবচকুণ্ডলদানবিষয়ক দশাধিকত্রিশততমাধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।৩১০

একাদশাধিকত্রিশততমোঽধ্যায়ঃ।

[ব্রাহ্মণস্যারণীমন্থনকাষ্ঠানুসন্ধানায় পাণ্ডবানাং মৃগং প্রতি ধাবনম্, দুঃখঞ্চ ।]

জনমেজয় উবাচ ।
এবং হৃতায়াং ভার্য্যায়াং প্রাপ্য ক্লেশমনুত্তমম্ ।
প্রতিপদ্য ততঃ কৃষ্ণাং কিমকুর্বত পাণ্ডবাঃ ॥১
বৈশম্পায়ন উবাচ ।
এবং হৃতায়াং কৃষ্ণায়াং প্রাপ্য ক্লেশমনুত্তমম্ ।
বিহায় কাম্যকং রাজা সহ ভ্রাতৃভিরচ্যুতঃ ॥২
পুনর্দ্বৈতবনং রম্যমাজগাম যুধিষ্ঠিরঃ ।
স্বাদুমূলফলং রম্যং বিচিত্রবহুপাদপম্ ॥৩
অনুভুক্তফলাহারাঃ সর্ব এব মিতাশনাঃ ।
ন্যবসন্ পাণ্ডবাস্তত্র কৃষ্ণয়া সহ ভার্য্যয়া ॥৪
বসন্ দ্বৈতবনে রাজা কুন্তীপুত্রো যুধিষ্ঠিরঃ ।
ভীমসেনোঽর্জুনশ্চৈব মাদ্রীপুত্রৌ চ পাণ্ডবৌ ॥৫
ব্রাহ্মণার্থে পরাক্রান্তা ধর্মাত্মানো যতব্রতাঃ ।
ক্লেশমার্চ্ছন্ত বিপুলং সুখোদর্কং পরন্তপাঃ ॥৬
তস্মিন্ প্রতিবসন্তস্তে যৎ প্রাপুঃ কুরুসত্তমাঃ ।
বনে ক্লেশং সুখোদর্কং তৎ প্রবক্ষ্যামি তে শৃণু ॥৭
অরণীসহিতং মন্থং ব্রাহ্মণস্য তপস্বিনঃ ।
মৃগস্য ঘর্ষমাণস্য বিষাণে সমসজ্জত ॥৮
তদাদায় গতো রাজংস্ত্বরমাণো মহামৃগঃ ।
আশ্রমান্তরিতঃ শীঘ্রং প্লবমানো মহাজবঃ ॥৯
হ্রিয়মাণং তু তং দৃষ্ট্বা স বিপ্রঃ কুরুসত্তম ।
ত্বরিতোঽভ্যাগমৎ তত্র অগ্নিহোত্রপরীপ্সয়া ॥১০
অজাতশত্রুমাসীনং ভ্রাতৃভিঃ সহিতং বনে ।
আগম্য ব্রাহ্মণস্তূর্ণং সন্তপ্তশ্চেদমব্রবীৎ ॥১১

একাদশাধিকত্রিশততম অধ্যায় ।

[ব্রাহ্মণের অরণীমন্থন কাষ্ঠ সন্ধানের জন্য পাণ্ডবগণের মৃগের প্রতি অনুধাবন ও দুঃখ ।]

জনমেজয় বলিলেন,—বহু কষ্টে অপহৃত ভার্য্যা দ্রৌপদীকে উদ্ধার করত অনন্তর পাণ্ডবগণ কি করিলেন ?১

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—দ্রৌপদীর অপহরণে বহু ক্লেশপ্রাপ্ত হইয়া অনন্তর স্বকীয় ধর্ম্ম হইতে অবিচ্যুত রাজা যুধিষ্ঠির ভ্রাতৃগণের সহিত কাম্যকবন ত্যাগ করিয়া পুনরায় দ্বৈতবনে উপস্থিত হইলেন। সেখানে সুস্বাদু ফল, মূল ও বহু বিচিত্র বৃক্ষ বিদ্যমান ছিল ।২-৩

পাণ্ডবেরা সেখানে ফলাহার ও মিতাহার করত ভার্য্যা কৃষ্ণার সহিত বাস করিতে লাগিলেন ।৪

দ্বৈতবনবাসী কুন্তীপুত্র রাজা যুধিষ্ঠির ভীমসেন, অর্জ্জুন এবং পাণ্ডুবংশধর দুই মাদ্রীপুত্র নকুল ও সহদেব প্রভৃতি ধর্ম্মাত্মা শত্রুদমন পাণ্ডবগণ ব্রত ধারণ করত ব্রাহ্মণগণের রক্ষায় পরাক্রম করিতে গিয়া ভাবিসুখের সূচক বহু দুঃখ ভোগ করিয়াছিলেন ।৫-৬

সেখানে বাস করিবার সময়ে ভাবিসুখের জনক যে দুঃখ বনে কুরুশ্রেষ্ঠগণ পাইয়াছিলেন, তাহা বলিতেছি, শ্রবণ কর ।৭

এক তপস্বী ব্রাহ্মণের অরণীসহিত মন্থনকাষ্ঠটি একটা বৃক্ষে টাঙ্গান ছিল, সেখানে একটা মৃগ আসিয়া গা ঘষিতে থাকিলে সেই কাষ্ঠটি তাহার শৃঙ্গে আটকাইয়া গেল ।৮

রাজন্! ঐ কাষ্ঠ লইয়া মৃগটী অতি দ্রুত লাফাইতে লাফাইতে সেই আশ্রম হইতে অন্যত্র সরিয়া পড়িল ।৯

অরণীসহিতং মন্থং সমাসক্তং বনস্পতৌ।
মৃগস্য ঘর্ষমাণস্য বিষাণে সমসজ্জত ॥১২
তমাদায় গতো রাজংস্ত্বরমাণো মহামৃগঃ।
আশ্রমাৎ ত্বরিতঃ শীঘ্রং প্লবমানো মহাজবঃ ॥১৩
তস্য গত্বা পদং রাজন্নাসাদ্য চ মহামৃগম্।
অগ্নিহোত্রং ন লুপ্যেত তদানয়ত পাণ্ডবাঃ ॥১৪
ব্রাহ্মণস্য বচঃ শ্রুত্বা সন্তপ্তোঽথ যুধিষ্ঠিরঃ।
ধনুরাদায় কৌন্তেয়ঃ প্রাদ্রবদ্ ভ্রাতৃভিঃ সহ ॥১৫
সন্নদ্ধা ধন্বিনঃ সর্বে প্রাদ্রবন্ নরপুঙ্গবাঃ।
ব্রাহ্মণার্থে যতন্তস্তে শীঘ্রমন্বগমন্ মৃগম্ ॥১৬
কর্ণি-নালীক-নারাচানুৎসৃজন্তো মহারথাঃ।
নাবিধ্যন্ পাণ্ডবাস্তত্র পশ্যন্তো মৃগমন্তিকাৎ ॥১৭
তেষাং প্রযতমানানাং নাদৃশ্যত মহামৃগঃ।
অপশ্যন্তো মৃগং শ্রান্তা দুঃখং প্রাপ্তা মনস্বিনঃ ॥১৮
শীতলচ্ছায়মাগম্য ন্যগ্রোধং গহনে বনে।
ক্ষুৎপিপাসাপরীতাঙ্গাঃ পাণ্ডবাঃ সমুপাবিশন্ ॥১৯
তেষাং সমুপবিষ্টানাং নকুলো দুঃখিতস্তদা।
অব্রবীদ্ ভ্রাতরং শ্রেষ্ঠমমর্ষাৎ কুরুনন্দনম্ ॥২০
নাস্মিন্ কুলে জাতু মমজ্জ ধর্মো
ন চালস্যাদর্থলোপো বভূব।
অনুত্তরাঃ সর্বভূতেষু ভূয়ঃ
সম্প্রাপ্তাঃ স্মঃ সংশয়ং কিং নু রাজন্ ॥২১

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং অনুশাসনপর্বণি আরণেয়-পর্বণি মৃগান্বেষণে একাদশাধিক-ত্রিশততমোঽধ্যায়ঃ ॥৩১১

কুরুশ্রেষ্ঠ! কাষ্ঠকে লইয়া যাইতে দেখিয়া সেই ব্রাহ্মণ অগ্নিহোত্রের রক্ষার জন্য তাড়াতাড়ি পাণ্ডবগণের নিকটে আসিলেন।১০

ভ্রাতৃগণের সহিত উপবিষ্ট অজাতশত্রু যুধিষ্ঠিরকে দেখিয়া ব্রাহ্মণ তাড়াতাড়ি তাঁহার নিকটে আগমন করত দুঃখিত হইয়া বলিলেন।১১

হে রাজন্! অরণীর সহিত আমার অগ্নিহোত্রের মন্থনদণ্ডটি বৃক্ষের উপরে রক্ষিত ছিল। তারপর উহার সহিত গাত্রঘর্ষণকারী এক মৃগের শিংএ উহা আটকাইয়া গিয়াছিল। সেই মহাবেগগামী মৃগটী সেই কাষ্ঠ লইয়া আশ্রম হইতে তাড়াতাড়ি পলাইয়া গিয়াছে।১২-১৩

হে রাজন্! হে পাণ্ডবগণ! আপনারা সেই মৃগের পদাঙ্ক অনুসরণ করত আমার মন্থনকাষ্ঠটী আনাইয়া দিন, তাহা হইলে আমার অগ্নিহোত্র লুপ্ত হইবে না।১৪

ব্রাহ্মণের কথা শুনিয়া সন্তপ্তহৃদয়ে কুন্তীপুত্র যুধিষ্ঠির ভ্রাতৃগণের সহিত ধনু লইয়া তৎক্ষণাৎ মৃগের পশ্চাতে ধাবিত হইলেন।১৫

সেই নরশ্রেষ্ঠগণ ব্রাহ্মণের জন্য যত্নবান্ হইয়া ধনুঃ ও কবচাদি ধারণ করত দ্রুত মৃগের পশ্চাতে ধাবিত হইলেন।১৬

মহারথ পাণ্ডবগণ নিকটে সেই মৃগকে দেখিয়া কর্ণিকা, নালীক, নারাচ প্রভৃতি অস্ত্র নিক্ষেপ করিয়াও তাহাকে বিদ্ধ করিতে পারিলেন না।১৭

তাঁহারা যত্নের সহিত অন্বেষণ করিয়াও সেই মৃগটীকে দেখিতে পাইলেন না। উহাকে না পাইয়া পরিশ্রান্তও মনস্বী পাণ্ডবেরা বড়ই দুঃখিত হইলেন।১৮

তখন পাণ্ডবগণ ক্ষুধা ও পিপাসায় পরিশ্রান্ত হইয়া গহন বনে একটা বটবৃক্ষের শীতল ছায়ায় উপবেশন করিলেন।১৯

তাঁহারা সকলেই বসিয়া আছেন, এমন সময় নকুল অমর্ষবশতঃ কুরুনন্দন জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা যুধিষ্ঠিরকে এইরূপ বলিলেন।২০

রাজন্! আমাদের কুলে কখনও ধর্ম্মলোপ বা আলস্যবশতঃ কখনও অর্থলোপ হয় নাই এবং আমরা জ্ঞানতঃ কোন প্রার্থীকে নিরাশ করি নাই, তবে আমরা এইরূপ ধর্ম্মসংশয়ে কেন পড়িলাম?২১

শ্রীমন্মহর্ষিবেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের বনপর্ব্বান্তর্গত আরণেয়পর্ব্বে মৃগান্বেষণবিষয়ক একাদশাধিকত্রিশততম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।৩১১

দ্বাদশাধিকত্রিশততমোঽধ্যায়ঃ।

[জলমানেতুং নকুলাদিভ্রাতৃচতুষ্টয়ানাং সরোবরতীরে গমনম্, অচেতনানাং তেষাং ভূপতনঞ্চ।]

যম উবাচ।

নাপদামস্তি মর্য্যাদা ন নিমিত্তং ন কারণম্।
ধর্মস্তু বিভজত্যর্থমুভয়োঃ পুণ্য-পাপয়োঃ ॥১

ভীম উবাচ।

প্রাতিকাম্যনয়ৎ কৃষ্ণাং সভায়াং প্রেষ্যবৎ তদা।
ন ময়া নিহিতস্তত্র তেন প্রাপ্তাঃ স্ম সংশয়ম্ ॥২

অর্জ্জুন উবাচ।

বাচস্তীক্ষ্ণাস্থিভেদিন্যঃ সূতপুত্রেণ ভাষিতাঃ।
অতিতীব্রা ময়া ক্ষান্তাস্তেন প্রাপ্তাঃ স্ম সংশয়ম্ ॥৩

সহদেব উবাচ।

শকুনিস্ত্বাং যদাজৈষীদক্ষদ্যূতেন ভারত।
স ময়া ন হতস্তত্র তেন প্রাপ্তাঃ স্ম সংশয়ম্ ॥৪

বৈশম্পায়ন উবাচ।

ততো যুধিষ্ঠিরো রাজা নকুলং বাক্যমব্রবীৎ।
আরুহ্য বৃক্ষং মাদ্রেয় নিরীক্ষস্ব দিশো দশ ॥৫

পানীয়মন্তিকে পশ্য বৃক্ষাংশ্চাপ্যুদকাশ্রিতান্।
এতে হি ভ্রাতরঃ শ্রান্তাস্তব তাত পিপাসিতাঃ ॥৬

নকুলস্তু তথেত্যুক্ত্বা শীঘ্রমারুহ্য পাদপম্।
অব্রবীদ্ ভ্রাতরং জ্যেষ্ঠমভিবীক্ষ্য সমন্ততঃ ॥৭

পশ্যামি বহুলান্ রাজন্ বৃক্ষানুদকসংশ্রয়ান্।
সারসানাঞ্চ নির্হ্রাদমত্রোদকমসংশয়ম্ ॥৮

ততোঽব্রবীৎ সত্যধৃতিঃ কুন্তীপুত্রো যুধিষ্ঠিরঃ।
গচ্ছ সৌম্য ততঃ শীঘ্রং তূর্ণং পানীয়মানয় ॥৯

দ্বাদশাধিকত্রিশততম অধ্যায়।

[জল আনিতে যাইয়া নকুল প্রভৃতি চারি ভ্রাতার সরোবরের তীরে গমন এবং অচেতন হইয়া ভূমিতে পতন।]

যুধিষ্ঠির বলিলেন,—আপদগুলির কোন সীমা নাই এবং উহাদের নিমিত্ত বা কারণ কিছুই সব সময় বুঝিতে পারা যায় না। তবে মূল সিদ্ধান্ত হইতেছে এই যে, পূর্ব্বজন্মের কৃত পাপ ও পুণ্যই প্রারব্ধরূপে এই জন্মে দুঃখ ও সুখরূপ ফল বিভাগ করে।১

ভীম বলিলেন,—দূত প্রাতিকামীর পরিবর্ত্তে দূতরূপে দুঃশাসন যখন দ্রৌপদীকে দাসীর ন্যায় কৌরবসভায় টানিয়া আনিতেছিল, তখন যে আমি তাহাকে বধ করি নাই, সেই পাপেই আমাদের এই ধর্ম্মসঙ্কট উপস্থিত হইয়াছে।২

অর্জ্জুন বলিলেন,—সূতপুত্র কর্ণ কঠোর অস্থিভেদনকারী যে সকল অত্যন্ত কটু কথা দ্রৌপদীকে বলিয়াছিল, আমি যে শক্তি থাকিতেও তাহা ক্ষমা করিয়াছিলাম, সেই পাপেই আমাদের এই ধর্ম্মসঙ্কট উপস্থিত হইয়াছে।৩

সহদেব বলিলেন,—হে ভারত! শকুনি যখন আপনাকে কপটদ্যূতে পরাজিত করিয়াছিল, আমি যে তখন তাহাকে বধ করি নাই, সেই পাপেই আমাদের আজ এই ধর্ম্মসঙ্কট দেখা দিয়াছে।৪

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—তারপর যুধিষ্ঠির নকুলকে বলিলেন,—মাদ্রীনন্দন! এই গাছে উঠিয়া চারিদিকে দৃষ্টিপাত করিয়া দেখ দেখি, নিকটে কোন জলাশয় কিংবা জলাশয়ের তীরস্থিত বৃক্ষ আছে কিনা? বৎস! তোমার ভ্রাতারা সকলেই শ্রান্ত ও পিপাসার্ত্ত।৫-৬

নকুল "আচ্ছা" বলিয়া তৎক্ষণাৎ নিকটবর্ত্তী একটী উচ্চ বৃক্ষে আরোহণ করত চারিদিকে দৃষ্টিপাত

নকুলস্তু তথেত্যুক্ত্বা ভ্রাতুর্জ্যেষ্ঠস্য শাসনাৎ।
প্রাদ্রবদ্ যত্র পানীয়ং শীঘ্রং চৈবাভ্যপদ্যত ॥১০

স দৃষ্ট্বা বিমলং তোয়ং সারসৈঃ পরিবারিতম্।
পাতুকামস্ততো বাচমন্তরিক্ষাৎ স শুশ্রুবে ॥১১

যক্ষ উবাচ।

মা তাত সাহসং কার্ষীর্মম পূর্বপরিগ্রহঃ।
প্রশ্নানুক্ত্বা তু মাদ্রেয় ততঃ পিব হরস্ব চ ॥১২

অনাদৃত্য তু তদ্ বাক্যং নকুলঃ সুপিপাসিতঃ।
অপিবচ্ছীতলং তোয়ং পীত্বা চ নিপপাত হ ॥১৩

চিরায়মাণে নকুলে কুন্তীপুত্রো যুধিষ্ঠিরঃ।
অব্রবীদ্ ভ্রাতরং বীরং সহদেবমরিন্দমম্ ॥১৪

ভ্রাতা হি চিরযাতো নঃ সহদেব তবাগ্রজঃ।
তথৈবানয় সোদর্য্যং পানীয়ঞ্চ ত্বমানয় ॥১৫

সহদেবস্তথেত্যুক্ত্বা তাং দিশং প্রত্যপদ্যত।
দদর্শ চ হতং ভূমৌ ভ্রাতরং নকুলং তদা ॥১৬

ভ্রাতৃশোকাভিসন্তপ্তস্তৃষয়া চ প্রপীড়িতঃ।
অভিদুদ্রাব পানীয়ং ততো বাগভ্যভাষত ॥১৭

মা তাত সাহসং কার্ষীর্মম পূর্বপরিগ্রহঃ।
প্রশ্নানুক্ত্বা যথাকামং পিবস্ব চ হরস্ব চ ॥১৮

অনাদৃত্য তু তদ্ বাক্যং সহদেবঃ পিপাসিতঃ।
অপিবচ্ছীতলং তোয়ং পীত্বা চ নিপপাত হ ॥১৯

করিয়া জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাকে বলিলেন।৭

হে মহারাজ! জলতীরস্থ বহু বৃক্ষ দেখিতে পাইতেছি। ঐ বৃক্ষগুলিতে সারসপক্ষিগণের শব্দ শুনা যাইতেছে। ইহাতে নিঃসংশয়ে বলা যায় যে, নিকটে কোন সরোবরে আছে।৮

তখন সত্যপালনকারী কুন্তীনন্দন যুধিষ্ঠির বলিলেন,—হে বৎস! তুমি শীঘ্র যাও, এই তূণগুলি ভরিয়া তথা হইতে জল লইয়া আইস।৯

নকুল 'আচ্ছা, যাচ্ছি' বলিয়া যুধিষ্ঠিরের আদেশে জলের জন্য দ্রুত সেই দিকে গেলেন এবং শীঘ্রই সেখানে উপস্থিত হইলেন।১০

তিনি সারসগণে পরিবৃত নির্ম্মল জল দেখিয়া যেমন পান করিতে উদ্যত হইয়াছেন, অমনই অন্তরিক্ষ হইতে বাণী শুনিতে পাইলেন।১১

যক্ষ বলিলেন,—হে বৎস! তুমি এই জল পান করিতে দুঃসাহস করিও না। এই সরোবর পূর্ব্ব হইতেই আমার অধিকারে আছে। মাদ্রীনন্দন! প্রথমে আমার প্রশ্নের উত্তর দাও, তারপর জলপান কর এবং জল লইয়া যাও।১২

কিন্তু নকুল অত্যন্ত পিপাসিত ছিলেন, তাই তিনি সেই কথা অনাদর করত সুশীতল জল পান করিলেন। তাহাতে তিনি সঙ্গে সঙ্গেই অচেতন হইয়া ভূমিতে পতিত হইলেন।১৩

নকুল অনেকক্ষণ ফিরিয়া না আসায় কুন্তীপুত্র যুধিষ্ঠির শত্রুদমন বীর ভ্রাতা সহদেবকে বলিলেন।১৪

হে সহদেব! আমাদের অনুজ ও তোমার অগ্রজ ভ্রাতা নকুল এখান থেকে অনেকক্ষণ গিয়াছে, তুমি গিয়া তোমার সহোদর ভ্রাতাকে লইয়া আইস এবং সেই সঙ্গে জলও লইয়া আইস।১৫

সহদেব 'আচ্ছা' বলিয়া সেইদিকে দ্রুত গমন করিলেন এবং সেখানে গিয়া দেখিলেন যে, সরোবরের তীরে নকুল মৃতবৎ পড়িয়া আছেন।১৬

ভ্রাতৃশোকে ও পিপাসায় অত্যন্ত সন্তপ্ত হইয়া সহদেব যেমন জলপান করিতে উদ্যত হইয়াছেন, অমনই সেই অশরীরিণী বাণী বলিলেন।১৭

হে বৎস! তুমি জলপানের দুঃসাহস করিও না; কারণ, ইহা পূর্ব্ব হইতে আমার অধিকারে আছে। আগে আমার কথার উত্তর দাও, পরে

অথাব্রবীৎ স বিজয়ং কুন্তীপুত্ত্রো যুধিষ্ঠিরঃ।
ভ্রাতরৌ তে চিরগতৌ বীভৎসো শত্রুকর্শন ॥২০
তৌ চৈবানয় ভদ্রং তে পানীয়ঞ্চ ত্বমানয়।
ত্বং হি নস্তাত সর্বেষাং দুঃখিতানামপাশ্রয়ঃ ॥২১
এবমুক্তো গুড়াকেশঃ প্রগৃহ্য সশরং ধনুঃ।
আমুক্তখড়্গো মেধাবী তৎ সরঃ প্রত্যপদ্যত ॥২২
ততঃ পুরুষশার্দ্দূলৌ পানীয়হরণে গতৌ।
তৌ দদর্শ হতৌ তত্র ভ্রাতরৌ শ্বেতবাহনঃ ॥২৩
প্রসুপ্তাবিব তৌ দৃষ্ট্বা নরসিংহঃ সুদুঃখিতঃ।
ধনুরুদ্যম্য কৌন্তেয়ো ব্যলোকয়ত তদ্ বনম্ ॥২৪

নাপশ্যৎ তত্র কিঞ্চিৎ স ভূতমস্মিন্ মহাবনে।
সব্যসাচী ততঃ শ্রান্তঃ পানীয়ং সোঽভ্যধাবত ॥২৫
অভিধাবংস্ততো বাক্যমন্তরিক্ষাৎ স শুশ্রুবে।
কিমাসীদসি পানীয়ং নৈতচ্ছক্যং বলাৎ ত্বয়া ॥২৬
কৌন্তেয় যদি প্রশ্নাংস্তান্ ময়োক্তান্ প্রতিপৎস্যসে।
ততঃ পাস্যসি পানীয়ং হরিষ্যসি চ ভারত ॥২৭
বারিতস্ত্বব্রবীৎ পার্থো দৃশ্যমানো নিবারয়।
যাবদ্ বাণৈর্বিনির্ভিন্নঃ পুনর্নৈবং বদিষ্যসি ॥২৮
এবমুক্ত্বা ততঃ পার্থঃ শরৈরস্ত্রানুমন্ত্রিতৈঃ।
প্রববর্ষ দিশঃ কৃৎস্নাঃ শব্দবেধঞ্চ দর্শয়ন্ ॥২৯

ইচ্ছানুসারে জল পান করিও এবং উহা লইয়া যাইও।১৮

পিপাসিত সহদেব তাঁহার কথা অনাদর করত সেই শীতল জল পান করিলেন এবং জল পানের সঙ্গে সঙ্গেই অচেতন হইয়া ভূমিতে পড়িয়া গেলেন।১৯

তখন কুন্তীপুত্র যুধিষ্ঠির অর্জ্জুনকে বলিলেন,—হে শত্রুনাশন বীভৎসো! তোমার কনিষ্ঠ দুই ভাই অনেকক্ষণ গিয়াছে।২০

তোমার কল্যাণ হউক। তুমি যাও, তাহাদিগকে সঙ্গে করিয়া লইয়া আইস এবং জলও লইয়া আইস। বৎস! দুঃখে পীড়িত আমাদের সকলের তুমিই একমাত্র আশ্রয়।২১

যুধিষ্ঠির এইরূপ বলিলে নিদ্রাবিজয়ী বুদ্ধিমান্ অর্জ্জুন ধনু, শর ও খড়্গ লইয়া সেই সরোবরের নিকট গিয়া উপস্থিত হইলেন।২২

তথায় শ্বেতবাহন অর্জ্জুন দেখিলেন যে, জল আনয়নের জন্য পূর্ব্বে আগত পুরুষশ্রেষ্ঠ দুই ভাই সেইস্থানে মৃতবৎ পড়িয়া আছে।২৩

তাঁহাদিগকে প্রগাঢ় নিদ্রিতের ন্যায় পতিত দেখিয়া অর্জ্জুন অত্যন্ত দুঃখিত হইলেন এবং ধনু উদ্যত করিয়া সেই বনের চারিদিকে তাকাইতে লাগিলেন।২৪

কিন্তু সেই বিশাল বনভূমিতে কোন প্রাণী দেখিতে পাইলেন না। তারপর সব্যসাচী অর্জ্জুন শ্রান্ত হইয়া জল পান করিবার জন্য জলের দিকে ধাবিত হইলেন।২৫

সেই সময় তিনি অন্তরিক্ষ হইতে কথিত ব শুনিতে পাইলেন,—কুন্তীনন্দন! তুমি কেন জলের নিকট যাইতেছ? এই জল বলপূর্ব্বক পান করিতে পারিবে না। হে ভারত! যদি তুমি আমার প্রশ্নগুলির উত্তর দিতে পার, তবে জল পান করিতে ও লইয়া যাইতে পারিবে।২৬-২৭

এইরূপে নিবারিত হইয়া অর্জ্জুন বলিলেন,—আচ্ছা, তুমি আমার সম্মুখে আসিয়া আমাকে বারণ কর, তাহা হইলে দেখিতে পাইবে আমার বাণে ছিন্নভিন্ন হইয়া আর কথা বলিতে পারিবে না।২৮

এই কথা বলিয়া অর্জ্জুন দিব্যাস্ত্রে অনুমন্ত্রিত শরসমূহে ও শব্দবেধী বাণসমূহে দশদিক্ আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিলেন।২৯

কর্ণি-নালীক-নারাচানুৎসৃজন্ ভরতর্ষভ।
স মোঘানিষূন্ মুক্ত্বা তৃষ্ণয়াভিপ্রপীড়িতঃ ॥৩০

অনেকৈরিষুসঙ্ঘাতৈরন্তরিক্ষে ববর্ষ হ।
যক্ষ উবাচ।
কিং বিঘাতেন তে পার্থ প্রশ্নানুক্ত্বা ততঃ পিব ॥৩১

অনুক্ত্বা চ পিবন্ প্রশ্নান্ পীত্বৈব ন ভবিষ্যসি।
এবমুক্তস্ততঃ পার্থঃ সব্যসাচী ধনঞ্জয়ঃ ॥৩২

অবজ্ঞায়ৈব তাং বাচং পীত্বৈব নিপপাত হ।
অথাব্রবীদ্ ভীমসেনং কুন্তীপুত্রো যুধিষ্ঠিরঃ ॥৩৩

নকুলঃ সহদেবশ্চ বীভৎসুশ্চ পরন্তপ।
চিরং গতাস্তোয়হেতোর্ন চাগচ্ছন্তি ভারত ॥৩৪

তাংশ্চৈবানয় ভদ্রং তে পানীয়ঞ্চ ত্বমানয়।
ভীমসেনস্তথেত্যুক্ত্বা তং দেশং প্রত্যপদ্যত ॥৩৫

যত্র তে পুরুষব্যাঘ্রা ভ্রাতরোঽস্য নিপাতিতাঃ।
তান্ দৃষ্ট্বা দুঃখিতো ভীমস্তৃষয়া চ প্রপীড়িতঃ ॥৩৬

অমন্যত মহাবাহুঃ কর্ম তদ্ যক্ষ-রক্ষসাম্।
স চিন্তয়ামাস তদা যোদ্ধব্যং ধ্রুবমদ্য বৈ ॥৩৭

পাস্যামি তাবৎ পানীয়মিতি পার্থো বৃকোদরঃ।
ততোঽভ্যধাবৎ পানীয়ং পিপাসুঃ পুরুষর্ষভঃ ॥৩৮

যক্ষ উবাচ।
মা তাত সাহসং কার্ষীর্মম পূর্বপরিগ্রহঃ।
প্রশ্নানুক্ত্বা তু কৌন্তেয় ততঃ পিব হরস্ব চ ॥৩৯

ভরতশ্রেষ্ঠ জনমেজয়! অর্জ্জুন কর্ণিকা, নারাচ, নালীক প্রভৃতি নানাবিধ অমোঘ বাণসমূহ পরিত্যাগ করিয়া তৃষ্ণায় পীড়িত হইয়া পড়িলেন। তাহাতেও তিনি আকাশে বহু বাণ বর্ষণ করিলেন।

যক্ষ বলিলেন,—হে পার্থ! বৃথা বাণবর্ষণ করিয়া (নিরপরাধ) প্রাণীর হিংসা করিয়া কি লাভ? তুমি আগে আমার প্রশ্নগুলির উত্তর দাও পরে জল পান কর।৩০-৩১

তুমি যদি আমার প্রশ্নগুলির উত্তর না দিয়া জল পান কর, তবে তুমিও জীবিত থাকিবে না। এইরূপে উক্ত হইয়াও সব্যসাচী ধনঞ্জয় সেই কথা গ্রাহ্য না করিয়া যেমন জল পান করিলেন, অমনই মৃতবৎ মাটীতে পড়িয়া গেলেন। তখন কুন্তীপুত্র যুধিষ্ঠির ভীমসেনকে বলিলেন।৩২-৩৩

পরন্তপ ভরতনন্দন! নকুল, সহদেব ও অর্জ্জুন,—তিনজন জলের জন্য বহুক্ষণ গিয়াও এখনও ফিরিতেছে না।৩৪

তোমার কল্যাণ হউক। তুমি তাহাদিগকে সঙ্গে করিয়া লইয়া আইস এবং সেই সঙ্গে জলও লইয়া আইস। ভীমসেন "আজ্ঞে হাঁ" বলিয়া সেই স্থানে গিয়া উপস্থিত হইলেন, যেখানে তাঁহার পুরুষশ্রেষ্ঠ তিন ভ্রাতা মৃতবৎ পড়িয়া আছেন। তাঁহাদের ঐ অবস্থা দেখিয়া ও তৃষ্ণায় অত্যন্ত পীড়িত হইয়া তিনি ব্যথিত হইলেন।৩৫-৩৬

মহাবাহু ভীমসেন তখন মনে মনে স্থির করিলেন,—ইহা নিশ্চিতই যক্ষ ও রাক্ষসদিগের কার্য্য, সুতরাং ইহাদের সহিত এখনই যুদ্ধ করিতে হইবে।৩৭

এইরূপ নিশ্চয় করিয়া পুরুষশ্রেষ্ঠ কুন্তীপুত্র বৃকোদর চিন্তা করিলেন, আচ্ছা, আগে জলপান করিয়া লই, তারপর যুদ্ধ করিতে হয় করিব। এই বলিয়া পিপাসার্ত্ত ভীমসেন জলপান করিবার জন্য ধাবিত হইলেন।৩৮

যক্ষ বলিলেন,—হে বৎস! তুমি জলপানের দুঃসাহস করিও না; কারণ, ইহা আমার পূর্ব্ব

এবমুক্তস্তদা ভীমো যক্ষেণামিততেজসা।
অনুক্ত্বৈব তু তান্ প্রশ্নান্ পীত্বৈব নিপপাত হ ॥৪০
ততঃ কুন্তীসুতো রাজা প্রচিন্ত্য পুরুষর্ষভঃ।
সমুত্থায় মহাবাহুর্দহ্যমানেন চেতসা ॥৪১
ব্যপেতজননির্ঘোষং প্রবিবেশ মহাবনম্।
রুরুভিশ্চ বরাহৈশ্চ পক্ষিভিশ্চ নিষেবিতম্ ॥৪২
নীলভাস্বরবর্ণৈশ্চ পাদপৈরুপশোভিতম্।
ভ্রমরৈরুপগীতঞ্চ পক্ষিভিশ্চ মহাযশাঃ ॥৪৩
স গচ্ছন্ কাননে তস্মিন্ হেমজালপরিষ্কৃতম্।
দদর্শ তৎ সরঃ শ্রীমান্ বিশ্বকর্ম্মকৃতং যথা ॥৪৪
উপেতং নলিনীজালৈঃ সিন্ধুবারৈঃ সবেতসৈঃ।
কেতকৈঃ করবীরৈশ্চ পিপ্পলৈশ্চৈব সংবৃতম্।
(ততো ধর্ম্মসুতঃ শ্রীমান্ ভ্রাতৃদর্শনলালসঃ।)
শ্রমার্ত্তস্তদুপাগম্য সরো দৃষ্ট্বাথ বিস্মিতঃ ॥৪৫

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং বনপর্ব্বণি আরণেয়পর্ব্বণি নকুলাদিপতনে দ্বাদশাধিক-ত্রিশততমোঽধ্যায়ঃ ॥৩১২

হইতেই অধিকৃত। কুন্তীপুত্র! আগে আমার প্রশ্নগুলির উত্তর দাও, পরে জলপান করিতে ও উহা লইয়া যাইতে পারিবে।৩৯

অমিততেজস্বী যক্ষ কর্তৃক এইরূপ উক্ত হইয়া ভীমসেন সেই প্রশ্নগুলির উত্তর কিছু না বলিয়াই যেমন জলপান করিলেন, অমনই মৃতবৎ নিপতিত হইলেন।৪০

তখন কুন্তীতনয় পুরুষশ্রেষ্ঠ মহাবাহু রাজা যুধিষ্ঠির চিন্তিত হইয়া অত্যন্ত ব্যথিত হৃদয়ে উঠিয়া পড়িলেন এবং বহু রুরু, বরাহ ও পক্ষী প্রভৃতির দ্বারা নিষেবিত জনকোলাহলশূন্য সেই মহাবনে প্রবেশ করিলেন।৪১-৪২

ঐ বন নীলবর্ণের উজ্জ্বল বৃক্ষসমূহে পরিপূর্ণ ছিল, সেইরূপ নানাবিধ বৃক্ষশ্রেণীতে ঐ বন শোভা পাইতেছিল। ভ্রমর ও পক্ষিসমূহ ঐ বনে কলরব করিতেছিল। মহাযশস্বী শ্রীমান্ যুধিষ্ঠির বনের মধ্যে যাইতে যাইতে এক সরোবর দেখিলেন; উহা সুবর্ণময় কুসুমকেসরে বিভূষিত ছিল। স্বয়ং বিশ্বকর্ম্মা ঐ সরোবর নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন।৪৩-৪৪

ঐ সরোবরে পদ্মসমূহ বিকশিত ছিল এবং উহার তীরে সিন্ধুবার, বেতস, কেতক, করবী, পিপ্পল প্রভৃতি বৃক্ষসমূহ অবস্থিত ছিল। তখন (ধর্ম্মরাজ ভ্রাতৃগণের দর্শনের ইচ্ছায়) তিনি শ্রমপীড়িত অবস্থায় সেই সরোবরের তীরে উপস্থিত হইয়াই বিস্মিত হইলেন।৪৫

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের বনপর্ব্বান্তর্গত আরণেয়পর্ব্বে নকুলাদিপতনবিষয়ক দ্বাদশাধিকত্রিশততম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।৩১২

ত্রয়োদশাধিকত্রিশততমোঽধ্যায়ঃ।

[যস্য যক্ষকৃতপ্রশ্নস্যোত্তরদানম্, তদুত্তরসন্তুষ্টস্য যক্ষস্য চতুর্ভ্যো ভ্রাতৃভ্যো জীবনদানঞ্চ।]

বৈশম্পায়ন উবাচ।

স দদর্শ হতান্ ভ্রাতৄন্ লোকপালানিব চ্যুতান্।
যুগান্তে সমনুপ্রাপ্তে শক্রপ্রতিমগৌরবান্ ॥১

বিনিকীর্ণধনুর্বাণং দৃষ্ট্বা নিহতমর্জুনম্।
ভীমসেনং যমৌ চৈব নির্বিচেষ্টান্ গতায়ুষঃ ॥২

স দীর্ঘমুষ্ণং নিঃশ্বস্য শোকবাষ্পপরিপ্লুতঃ।
তান্ দৃষ্ট্বা পতিতান্ ভ্রাতৄন্ সর্বাংশ্চিন্তাসমন্বিতঃ॥৩
ধর্মপুত্রো মহাবাহুর্বিললাপ সুবিস্তরম্।
নন্নু ত্বয়া মহাবাহো প্রতিজ্ঞাতং বৃকোদর ॥৪

সুযোধনস্য ভেৎস্যামি গদয়া সক্‌থিনী রণে।
ব্যর্থং তদদ্য মে সর্বং ত্বয়ি বীর নিপাতিতে ॥৫

মহাত্মনি মহাবাহো কুরূণাং কীর্তিবর্ধনে।
মনুষ্যসম্ভবা বাচো বিধর্মিণ্যঃ প্রতিশ্রুতাঃ ॥৬
ভবতাং দিব্যবাচস্তু তা ভবন্তু কথং মৃষা।
দেবাশ্চাপি যদাবোচন্ সূতকে ত্বাং ধনঞ্জয় ॥৭
সহস্রাক্ষাদনবরঃ কুন্তি পুত্রস্তবেতি বৈ।
উত্তরে পারিযাত্রে চ জগুর্ভূতানি সর্বশঃ ॥৮
বিপ্রণষ্টাং শ্রিয়ং চৈষামাহর্তা পুনরঞ্জসা।
নাস্য জেতা রণে কশ্চিদজেতা নৈষ কস্যচিৎ ॥৯
সোঽয়ং মৃত্যুবশং যাতঃ কথং জিষ্ণুর্মহাবলঃ।
অয়ং মমাশাং সংহত্য শেতে ভূমৌ ধনঞ্জয়ঃ ॥১০
আশ্রিত্য যং বয়ং নাথং দুঃখান্যেতানি সেহিম।
রণে প্রমত্তৌ বীরৌ চ সদা শক্রনিবর্হণৌ ॥১১

ত্রয়োদশাধিকত্রিশততম

[যুধিষ্ঠির কর্তৃক যক্ষকৃত প্রশ্নের উত্তর দান এবং তাঁহার উত্তরে সন্তুষ্ট হইয়া যক্ষ কর্তৃক চারি ভ্রাতার জীবন দান।]

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—যুধিষ্ঠির দেখিলেন যে, ইন্দ্রতুল্য প্রতাপশালী তাঁহার ভ্রাতৃবৃন্দ প্রলয়-কালে স্বস্থানভ্রষ্ট লোকপালগণের ন্যায় সেখানে পড়িয়া আছে।১

তিনি দেখিলেন এদিক্ ওদিকে ছড়িয়ে পড়া ধনু ও বাণের মধ্যে অর্জুন পড়িয়া আছে। ভীমসেন, নকুল ও সহদেবকেও মৃতবৎ নিশ্চেষ্ট হইয়া পতিত দর্শন করত যুধিষ্ঠির দীর্ঘ-নিঃশ্বাস পরিত্যাগ করিতে করিতে বাষ্পাকুলনয়নে শোক-সন্তপ্ত হইয়া উঠিলেন। মহাবাহু ধর্মপুত্র যুধিষ্ঠির সকল ভ্রাতৃবৃন্দকে পতিত দেখিয়া চিন্তান্বিত হইলেন এবং বহুক্ষণ বিলাপ করিতে লাগিলেন।

হে মহাবাহো বৃকোদর! তুমি প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলে, যুদ্ধে গদাদ্বারা সুযোধনের উরু ভঙ্গ করিবে। মহাবাহো! তুমি কৌরবগণের কীর্ত্তি-বর্দ্ধন, তোমার হৃদয় বিশাল। বীর! তুমি নিপতিত হওয়ায় আজ আমার সে আশা ব্যর্থ হইয়া গেল। মনুষ্যের প্রতিজ্ঞা মিথ্যা হইতে পারে, কিন্তু তোমাদের সম্বন্ধে সেই দেববাক্য কি করিয়া মিথ্যা হইবে?

হে ধনঞ্জয়! তোমার জন্মের সময় দেবতাগণ জননী কুন্তীদেবীকে বলিয়াছিলেন—"হে কুন্তি! তোমার এই পুত্র সহস্রলোচন ইন্দ্র হইতে কোন অংশে কম হইবে না"। উত্তর পারিযাত্র পর্ব্বতের সকল প্রাণীই তোমার বিষয়ে এইরূপ বলিয়াছিল—"এই পুত্র শীঘ্রই বিনষ্ট শ্রীকে ফিরাইয়া আনিবে। যুদ্ধে এ সকলকে জয় করিবে। কিন্তু শক্র-বিনাশকারী বীর ইহাকে কেহই জয় করিতে পারিবে না"।২-৯

কথং রিপুবশং যাতৌ কুন্তীপুত্ত্রৌ মহাবলৌ।
যৌ সর্বাস্ত্রাপ্রতিহতৌ ভীমসেন-ধনঞ্জয়ৌ ॥১২

অশ্মসারময়ং নূনং হৃদয়ং মম দুর্হৃদঃ।
যমৌ যদেতৌ দৃষ্ট্বাদ্য পতিতৌ নাবদীর্য্যতে ॥১৩

শাস্ত্রজ্ঞা দেশকালজ্ঞাস্তপোযুক্তাঃ ক্রিয়ান্বিতাঃ।
অকৃত্বা সদৃশং কর্ম কিং শেধ্বং পুরুষর্ষভাঃ ॥১৪

অবিক্ষতশরীরাশ্চাপ্যপ্রমৃষ্টশরাসনাঃ।
অসংজ্ঞা ভুবি সঙ্গম্য কিং শেধ্বমপরাজিতাঃ ॥১৫

সানুনিবাদ্রেঃ সংসুপ্তান্ দৃষ্ট্বা ভ্রাতৄন্ মহামতিঃ।
সুখং প্রসুপ্তান্ প্রস্বিন্নঃ স্বিন্নঃ কষ্টাং দশাং গতঃ ॥১৬

এবমেবেদমিত্যুক্ত্বা ধর্মাত্মা স নরেশ্বরঃ।
শোকসাগরমধ্যস্থো দধ্যৌ কারণমাকুলঃ ॥১৭

ইতি কর্তব্যতাং চেতি দেশকালবিভাগবিৎ।
নাভিপেদে মহাবাহুশ্চিন্তয়ানো মহামতিঃ ॥১৮

অথ সংস্তভ্য ধর্মাত্মা তদাত্মানং তপোযুতঃ।
এবং বিলপ্য বহুধা ধর্মপুত্ত্রো যুধিষ্ঠিরঃ ॥১৯

বুদ্ধ্যা বিচিন্তয়ামাস বীরাঃ কেন নিপাতিতাঃ ॥২০

নৈষাং শস্ত্রপ্রহারোঽস্তি পদং নেহাস্তি কস্যচিৎ।
ভূতং মহদিদং মন্যে ভ্রাতরো যেন মে হতাঃ ॥২১

সেই মহাবলী ধনঞ্জয় মৃত্যুর বশীভূত হইয়া আমার সকল আশা নির্ম্মূল করত শয়ন করিয়া আছে; ইহাকে ভরসা করিয়াই আমরা এত দুঃখসমূহ সহ্য করিয়াছি।

কুন্তীর যে দুই পুত্র ভীমসেন ও ধনঞ্জয় মহাবলশালী বীর, সকলপ্রকার অস্ত্রের দ্বারা অপ্রতিহত এবং যুদ্ধে উন্মত্ত হইয়া যুদ্ধ করত শত্রুগণকে বিনাশ করে, তাহারা আজ কি করিয়া সহসা শত্রুর বশীভূত হইল ?১০-১২

দুষ্ট আমার হৃদয় নিশ্চয়ই প্রস্তরের ন্যায় কঠিন, নতুবা আজ যমজ ভাইদুইটিকে মৃত দেখিয়াও আমার হৃদয় কেন বিদীর্ণ হইতেছে না ?১৩

পুরুষশ্রেষ্ঠগণ। তোমরা সকলেই শাস্ত্রজ্ঞ, দেশ ও কালবিষয়ে অভিজ্ঞ, তপস্বী ও ক্রিয়াবান্; তোমরা তোমাদের যোগ্য কর্ম্ম না করিয়া (মৃতের ন্যায়) শুইয়া আছ কেন ?১৪

তোমাদের কাহারও শরাসন ভগ্ন হয় নাই এবং তোমাদের শরীরে কোন ক্ষতচিহ্নও নাই; অতএব তোমরা কাহারও দ্বারা পরাজিতও হও নাই; তবে সংজ্ঞাহীন হইয়া কেন ভূতলে শয়ন করিয়া আছ ?১৫

পর্ব্বতের শিখরসদৃশ বিশালাকৃতি ভ্রাতৃগণকে সুখে গাঢ় নিদ্রায় অভিভূত হইয়া মানুষের ন্যায় সংজ্ঞাহীন দর্শন করিয়া মহামতি যুধিষ্ঠির অত্যন্ত খিন্ন হইয়া ভয়ানক কষ্ট অনুভব করিতে লাগিলেন।১৬

"ইহা কোনও কিছু গূঢ় রহস্যাবৃত ব্যাপার হইবে"—এই বলিয়া ধর্ম্মাত্মা যুধিষ্ঠির শোকসাগরে নিমজ্জমান হইয়া ব্যাকুলচিত্তে ভাইদের মৃত্যুর কারণ চিন্তা করিতে লাগিলেন।১৭

পৃথক্ পৃথক্ ভাবে দেশ ও কালসম্বন্ধে প্রকৃত তত্ত্বজ্ঞ মহাবাহু মহামতি যুধিষ্ঠির ইতিকর্ত্তব্যতাসম্বন্ধে চিন্তা করিয়াও কোন কারণসম্বন্ধে স্থিরনিশ্চয় করিতে পারিলেন না।১৮

অনন্তর ধর্ম্মাত্মা ও তপস্বী যুধিষ্ঠির নিজ মনকে স্থির করিতে চেষ্টা করিয়াও শোকাধিক্যবশতঃ তাহা করিতে সক্ষম না হইয়া বহুপ্রকারে বিলাপ করিলেন। অনন্তর মনকে কতকটা স্থির করিয়া বুদ্ধির দ্বারা বিচার করিতে লাগিলেন—কে এই মহাবীরগণকে নিপাতিত করিল ? ইহাদের কাহারও শরীরে কোথাও অস্ত্রাঘাতের চিহ্ন নাই।

একাগ্রং চিন্তয়িষ্যামি পীত্বা বেৎস্যামি বা জলম্।
স্যাৎ তু দুর্য্যোধনেনেদমুপাংশুবিহিতং কৃতম্ ॥২২

গান্ধাররাজরচিতং সতত জিহ্মবুদ্ধিনা।
যস্য কার্য্যমকার্য্যং বা সমমেব ভবত্যুত ॥২৩

কস্তস্য বিশ্বসেদ্ বীরো দুষ্কৃতেরকৃতাত্মনঃ।
অথবা পুরুষৈর্গূঢ়ৈঃ প্রয়োগোঽয়ং দুরাত্মনঃ ॥২৪

ভবেদিতি মহাবুদ্ধির্বহুধা তদচিন্তয়ৎ।
তস্যাসীন্ন বিষেণেদমুদকং দূষিতং যথা ॥২৫

মৃতানামপি চৈতেষাং বিকৃতং নৈব জায়তে।
মুখবর্ণাঃ প্রসন্না মে ভ্রাতৄণামিত্যচিন্তয়ৎ ॥২৬

একৈকশশ্চৌঘবলানিমান্ পুরুষসত্তমান্।
কোঽন্যঃ প্রতিসমাসেত কালান্তকযমাদৃতে ॥২৭

এতেন ব্যবসায়েন তৎ তোয়ং ব্যবগাঢ়বান্।
গাহমানশ্চ তৎ তোয়মন্তরিক্ষাৎ স শুশ্রুবে ॥২৮

যক্ষ উবাচ।

অহং বকঃ শৈবলমৎস্যভক্ষো
নীতা ময়া প্রেতবশং তবানুজাঃ।
ত্বং পঞ্চমো ভবিতা রাজপুত্র
ন চেৎ প্রশ্নান্ পৃচ্ছতো ব্যাকরোষি ॥২৯

মা তাত সাহসং কার্ষীর্মম পূর্বপরিগ্রহঃ।
প্রশ্নানুক্ত্বা তু কৌন্তেয় ততঃ পিব হরস্ব চ ॥৩০

সুতরাং যে প্রাণী আমার ভ্রাতৃগণকে বধ করিয়াছে, সে কোন অলৌকিক শক্তিসম্পন্ন জীব (বা ঈশ্বর) হইবে।১৯-২১

একাগ্রভাবে চিন্তা করিয়া ইহার কারণ অনুধাবন করিব অথবা জলপান করত সুস্থির হইয়া চিন্তা করিব। কিংবা এমনও তো হইতে পারে, ইহার মূলে দুর্য্যোধনের কোন গূঢ় ষড়যন্ত্র আছে।২২

অথবা সতত কুটিলবুদ্ধি গান্ধাররাজ শকুনির কোন ব্যাপার হইতে পারে; কারণ, শকুনির পক্ষে কার্য্য বা অকার্য্য সবই সমান। অজিতাত্মা ঐ দুষ্ট শকুনিকে কে বিশ্বাস করিতে পারে? সেই দুরাত্মা হয়ত কতকগুলি গুপ্তঘাতক নিযুক্ত করিয়াও ইহাদিগকে বধ করিতে পারে।২৩-২৪

এইরূপ বহুপ্রকার চিন্তা করিয়া পরম বুদ্ধিমান্ যুধিষ্ঠির প্রথমে জল পরীক্ষা করিলেন, কিন্তু তাহা বিষদূষিত দেখিলেন না।২৫

তিনি আরও লক্ষ্য করিলেন যে, মৃত ভাই-গণের শরীরে কোনরূপ বিকার নাই; তাহাদের সকলেরই মুখবর্ণ অবিকৃত এবং প্রসন্ন—সুতরাং চিন্তা করিতে লাগিলেন।২৬

তিনি ভাবিলেন—আমার এই পুরুষশ্রেষ্ঠ ভাইগণের প্রত্যেকের শরীরে অগাধ বল আছে, সুতরাং ইহাদের বধ করা কালান্তক যম ভিন্ন অন্যের সাধ্যায়ত্ত নহে।২৭

এইরূপ নিশ্চয় করিয়া যুধিষ্ঠির সেই জলপান করিবার জন্য জলে নামিবার ইচ্ছা করিলেন এবং জলে নামিতেই অন্তরিক্ষ হইতে বাণী শুনিতে পাইলেন।২৮

যক্ষ বলিলেন,—আমি শৈবাল ও মৎস্যভোজী বক, আমি তোমার অনুজ ভ্রাতৃবৃন্দকে বিনাশ করিয়াছি। হে রাজপুত্র! তুমিও মৃত্যুর বশীভূত পঞ্চম পুরুষ হইবে, যদি তুমি আমার জিজ্ঞাসিত প্রশ্নগুলির উত্তর না দাও।২৯

বৎস! এই সরোবর পূর্ব্ব হইতে আমার অধিকারে আছে, আমাকে অবজ্ঞা করিবার সাহস করিও না। কুন্তীনন্দন! আমার প্রশ্নগুলির আগে উত্তর দাও, পরে জল পান করত ঐ জল লইয়া যাও।৩০

ষ্ঠির উবাচ।

রুদ্রাণাং বা বসূনাং বা মরুতাং বা প্রধানভাক্।
পৃচ্ছামি কো ভবান্ দেবো নৈতচ্ছকুনিনা কৃতম্ ॥৩১
হিমবান্ পারিযাত্রশ্চ বিন্ধ্যো মলয় এব চ।
চত্বারঃ পর্বতাঃ কেন পাতিতা ভূরিতেজসঃ ॥৩২
অতীব তে মহৎ কর্ম কৃতঞ্চ বলিনাং বর।
যান্ ন দেবা ন গন্ধর্বা নাসুরাশ্চ ন রাক্ষসাঃ ॥৩৩
বিষহেরন্ মহাযুদ্ধে কৃতং তে তন্মহাদ্ভুতম্।
ন তে জানামি যৎ কার্য্যং নাভিজানামি কাঙ্ক্ষিতম্ ॥৩৪
কৌতূহলং মহজ্জাতং সাধ্বসং চাগতং মম।
যেনাস্ম্যুদ্বিগ্নহৃদয়ঃ সমুৎপন্নশিরোজ্বরঃ ॥৩৫
পৃচ্ছামি ভগবংস্তস্মাৎ কো ভবানিহ তিষ্ঠতি।

যক্ষ উবাচ।

যক্ষোঽহমস্মি ভদ্রং তে নাস্মি পক্ষী জলেচরঃ ॥৩৬
ময়ৈতে নিহতাঃ সর্বে ভ্রাতরস্তে মহৌজসঃ।

বৈশম্পায়ন উবাচ।

ততস্তামশিবাং শ্রুত্বা বাচং স পরুষাক্ষরাম্ ॥৩৭
যক্ষস্য ব্রুবতো রাজন্নুপক্রম্য তদা স্থিতঃ।
বিরূপাক্ষং মহাকায়ং যক্ষং তালসমুচ্ছ্রয়ম্ ॥৩৮
জ্বলনার্কপ্রতীকাশমধৃষ্যং পর্বতোপমম্।
বৃক্ষমাশ্রিত্য তিষ্ঠন্তং দদর্শ ভরতর্ষভঃ ॥৩৯
মেঘগম্ভীরনাদেন তর্জয়ন্তং মহাস্বনম্।

যক্ষ উবাচ।

ইমে তে ভ্রাতরো রাজন্ বার্য্যমাণা ময়াসকৃৎ ॥৪০

যুধিষ্ঠির বলিলেন,—হে দেব! আপনি কে? আপনি রুদ্রগণ বসুগণ অথবা মরুদ্গণের মধ্যে কোন প্রধান পুরুষ? আমি আপনার পরিচয় জানিতে চাই; কেননা, আমার ভাইদের বধ করা কোন পাখীর কাজ নয়।৩১

কোন মহাতেজস্বী ব্যক্তি আজ হিমালয়, পারিযাত্র, বিন্ধ্য ও মলয় এই চারিটি পর্ব্বতকে নিপাতিত করিয়াছে?৩২

বলবান্গণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ বীর! আপনি অত্যন্ত দুষ্কর কর্ম্ম করিয়াছেন। মহাসমরমধ্যে যে বীরগণকে দেবতা, গন্ধর্ব্ব, যক্ষ, রাক্ষস ও অসুরগণও সহ্য করিতে পারে নাই, আপনি তাহাদিগকে পাতিত করিয়া অদ্ভুত পরাক্রম প্রকাশ করিলেন। আমি আপনার কার্য্য ও উদ্দেশ্য কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না।৩৩-৩৪

আপনার পরিচয় জানিবার জন্য যেমন আমার কৌতূহল হইতেছে, তেমনই ভয়ও হইতেছে, যেজন্য আমি অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হইয়া শিরঃপীড়া অনুভব করিতেছি।৩৫

হে ভগবন্! আমি জানিতে চাই, "কে আপনি এখানে বকরূপে অবস্থান করিতেছেন?"

যক্ষ বলিলেন,—আমি যক্ষ। তোমার কল্যাণ হউক। আমি জলচর পক্ষী নহি। আমি তোমার মাহাবীর্য্যশালী ভ্রাতৃবৃন্দকে নিহত করিয়াছি।

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—রাজন্ জনমেজয়! তখন সেই অমঙ্গলময়ী কর্কশ অক্ষরসমন্বিতা যক্ষের এই কথা শুনিয়া ভরতশ্রেষ্ঠ যুধিষ্ঠির তাঁহার নিকটে গিয়া দাঁড়াইলেন এবং দেখিলেন বিশালশরীর, বিকৃত নয়ন, দুর্দ্ধর্ষ, তালবৃক্ষের ন্যায় লম্বা, অগ্নি ও সূর্য্যের ন্যায় দীপ্তিবিশিষ্ট ও পর্ব্বতসদৃশ উচ্চ এক যক্ষ একটি বৃক্ষকে আশ্রয় করিয়া অবস্থান করিতেছে এবং উচ্চশব্দকারী এই যক্ষ মেঘতুল্য গম্ভীর নিনাদে তর্জ্জন করিতেছে।

যক্ষ বলিলেন,—রাজন্! তোমার এই ভাইগণকে আমি বারবার নিবারণ করিলেও

বলাৎ তোয়ং জিহীর্ষন্তস্ততো বৈ মৃদিতা ময়া।
ন পেয়মুদকং রাজন্ প্রাণানিহ পরীপ্সতা ॥৪১

পার্থ মা সাহসং কার্ষীর্মম পূর্বপরিগ্রহঃ।
প্রশ্নানুক্ত্বা তু কৌন্তেয় ততঃ পিব হরস্ব চ ॥৪২

যুধিষ্ঠির উবাচ।

ন চাহং কাময়ে যক্ষ তব পূর্বপরিগ্রহম্।
কামং নৈতৎ প্রশংসন্তি সন্তো হি পুরুষাঃ সদা ॥৪৩

যদাত্মনা স্বমাত্মানং প্রশংসেৎ পুরুষর্ষভ।
যথাপ্রজ্ঞং তু তে প্রশ্নান্ প্রতিবক্ষ্যামি পৃচ্ছ মাম্॥৪৪

যক্ষ উবাচ।

কিং স্বিদাদিত্যমুন্নয়তি কে চ তস্যাভিতশ্চরাঃ।
কশ্চৈনমস্তং নয়তি তস্মিংশ্চ প্রতিতিষ্ঠতি ॥৪৫

যুধিষ্ঠির উবাচ।

ব্রহ্মাদিত্যমুন্নয়তি দেবাস্তস্যাভিতশ্চরাঃ।
ধর্মশ্চাস্তং নয়তি চ সত্যে চ প্রতিতিষ্ঠতি ॥৪৬

যক্ষ উবাচ।

কেনস্বিচ্ছ্রোত্রিয়ো ভবতি কেনস্বিদ্ বিন্দতে মহৎ।
কেনস্বিদ্ দ্বিতীয়বান্ ভবতি রাজন্ কেন চ বুদ্ধিমান্ ॥৪৭

যুধিষ্ঠির উবাচ।

শ্রুতেন শ্রোত্রিয়ো ভবতি তপসা বিন্দতে মহৎ।
ধৃত্যা দ্বিতীয়বান্ ভবতি বুদ্ধিমান্ বৃদ্ধসেবয়া ॥৪৮

যক্ষ উবাচ।

কিং ব্রাহ্মণানাং দেবত্বং কশ্চ ধর্মঃ সতামিব।
কশ্চৈষাং মানুষো ভাবঃ কিমেষামসতামিব ॥৪৯

আমার কথা না মানিয়া জল পান করাতেই আমি ইহাদিগকে নিহত করিয়াছি। রাজন্ যুধিষ্ঠির! তুমিও যদি প্রাণ রক্ষা করিতে চাও, তবে আমার প্রশ্নগুলির উত্তর না দিয়া জল পান করিও না।৩৫-৪১

পার্থ! এই সরোবর পূর্ব হইতেই আমার অধিকারে আছে, সুতরাং জলপান করিতে সাহস করিও না। কুন্তীনন্দন! আমার প্রশ্নগুলির উত্তর দিয়া পরে জল পান কর এবং জল লইয়া যাও।৪২

[যুধিষ্ঠি]র বলিলেন,—হে যক্ষ! আমি তোমার অধিকারে স্থিত বস্তু গ্রহণ করিতে চাহি না; কারণ, এরূপ কার্য্যকে নিশ্চয়ই কোন সৎপুরুষ সদা প্রশংসনীয় বলিয়া মনে করেন না।৪৩

হে পুরুষশ্রেষ্ঠ! আবার নিজেকে নিজের প্রশংসা করাও সৎপুরুষের কাজ নয়। আমার বুদ্ধি অনুসারে আমি তোমার প্রশ্নগুলির উত্তর দিতে চেষ্টা করিব। তুমি আমাকে প্রশ্ন কর।৪৪

যক্ষ বলিলেন,—কে এই সূর্য্যকে উদিত করে? সূর্য্যের চারিদিকে কাহারা বিচরণ করে? কে ইঁহাকে অস্ত গমন করায় এবং কাহাকে আশ্রয় করিয়া ইনি প্রতিষ্ঠিত আছেন?৪৫

যুধিষ্ঠির বলিলেন,—ব্রহ্মই আদিত্যকে উদিত করান, দেবগণই ইঁহার পার্শ্বচর, ধর্ম্মই ইঁহাকে অস্তগমন করান এবং সত্যেই ইনি প্রতিষ্ঠিত।৪৬

যক্ষ বলিলেন,—রাজন্! মানুষ শ্রোত্রিয় হয় কি প্রকারে? কিসের দ্বারা মহৎ পদ প্রাপ্ত হওয়া যায়? কিসের দ্বারা দ্বিতীয়বান্ হওয়া যায়? কিসে বুদ্ধিমান্ হওয়া যায়?৪৭

যুধিষ্ঠির বলিলেন,—শ্রুত অর্থাৎ বেদাধ্যয়নের দ্বারাই মানুষ শ্রোত্রিয় হয়। তপস্যার দ্বারাই মহৎ পদ লাভ হয়। ধৈর্য্যদ্বারা মানুষ দ্বিতীয়বান্ (সহায়যুক্ত) হয় এবং বৃদ্ধের (জ্ঞানী ব্যক্তির) সেবার দ্বারাই মানুষ বুদ্ধিমান্ হয়।৪৮

যক্ষ বলিলেন,—ব্রাহ্মণের দেবত্ব কি? সৎপুরুষগণের ধর্ম্মসদৃশ কোন্ ধর্ম্ম ব্রাহ্মণে আছে?

ষ্ঠির উবাচ।

স্বাধ্যায় এষাং দেবত্বং তপ এষাং সতামিব।
মরণং মানুষো ভাবঃ পরিবাদোঽসতামিব ॥৫০

যক্ষ উবাচ।

কিং ক্ষত্রিয়াণাং দেবত্বং কশ্চ ধর্ম্মঃ সতামিব।
ভয়ং বৈ মানুষো ভাবঃ কিমেষামসতামিব ॥৫১

ধিষ্ঠির উবাচ।

ইষ্বস্ত্রমেষাং দেবত্বং যজ্ঞ এষাং সতামিব।
ভয়ং বৈ মানুষো ভাবঃ পরিত্যাগোঽসতামিব ॥৫২

যক্ষ উবাচ।

কিমেকং যজ্ঞিয়ং সাম কিমেকং যজ্ঞিয়ং যজুঃ।
কা চৈষাং বৃণুতে যজ্ঞং কাং যজ্ঞো নাতিবর্ত্ততে ॥৫৩

যুধিষ্ঠির উবাচ।

প্রাণো বৈ যজ্ঞিয়ং সাম মনো বৈ যজ্ঞিয়ং যজুঃ।
ঋগেকা বৃণুতে যজ্ঞং তাং যজ্ঞো নাতিবর্ত্ততে ॥৫৪

যক্ষ উবাচ।

কিংস্বিদাবপতাং শ্রেষ্ঠং কিংস্বিন্নিবপতাং বরম্।
কিংস্বিৎ প্রতিতিষ্ঠমানানাং কিংস্বিৎ
প্রসবতাং বরম্ ॥৫৫

যুধিষ্ঠির উবাচ।

বর্ষমাবপতাং শ্রেষ্ঠং বীজং নিবপতাং বরম্।
গাবঃ প্রতিতিষ্ঠমানানাং পুত্রঃ প্রসবতাং বরঃ ॥৫৬

যক্ষ উবাচ।

ইন্দ্রিয়ার্থমনুভবন্ বুদ্ধিমাঁল্লোকপূজিতঃ।
সম্মতঃ সর্ব্বভূতানামুচ্ছ্বসন্ কো ন জীবতি ॥৫৭

তাঁহার মনুষ্যভাবই বা কি? এবং অসৎপুরুষসদৃশ কি আচরণই বা তাঁহার মধ্যে আছে?৪৯

যুধিষ্ঠির বলিলেন,—স্বাধ্যায়ই ব্রাহ্মণের দেবত্ব, তপস্যাই ইহার সৎপুরুষোচিত গুণ, মরণই ইহার মনুষ্যোচিত ভাব এবং অন্যের নিন্দা করাই ইহার অসৎপুরুষোচিত আচরণ।৫০

যক্ষ বলিলেন,—ক্ষত্রিয়ের দেবত্ব কি? সৎপুরুষগণের ন্যায় তাঁহাদের ধর্ম্ম কি? ক্ষত্রিয়ের মধ্যে মনুষ্যোচিত ভাব কি? এবং ইহাদের অসৎপুরুষোচিত ভাব কি?৫১

যুধিষ্ঠির বলিলেন,—ধনুর্ব্বাণই ক্ষত্রিয়ের দেবত্ব, যজ্ঞই তাঁহার সৎপুরুষোচিত ধর্ম্ম, ভয়ই তাঁহার মানুষোচিত ভাব এবং শরণাগতকে পরিত্যাগ করাই ইহার অসৎপুরুষোচিত কার্য্য।৫২

যক্ষ বলিলেন,—কোন্ একটি বস্তু যাজ্ঞিয় সাম? কোন্ একটি বস্তু যজ্ঞিয় যজুঃ? কোন্ এক বস্তু যজ্ঞকে বরণ করে? এবং কোন্ এক বস্তুকে যজ্ঞ অতিক্রম করে না?

যুধিষ্ঠির বলিলেন,—প্রাণই যজ্ঞিয় সাম, মনই যজ্ঞিয় যজুঃ, একমাত্র ঋক্‌মন্ত্রই যজ্ঞকে বরণ করে এবং উহাকেই যজ্ঞ কখনও অতিক্রম করে না।৫৪

যক্ষ বলিলেন,—ক্ষেত্র-চাষকারীর নিকট কোন্ বস্তু প্রধান? রোপণকারীর নিকট কোন্ বস্তু প্রধান? প্রতিষ্ঠিত ধনিগণের নিকট কোন্ বস্তু শ্রেষ্ঠ এবং সন্তান-উৎপাদনকারীর নিকট কোন্ বস্তু প্রধান?৫৫

যুধিষ্ঠির বলিলেন,—চাষীর নিকট বর্ষণ শ্রেষ্ঠ, রোপণকারীর নিকট বীজ শ্রেষ্ঠ; প্রতিষ্ঠিত ধনীর নিকট গো-সম্পদ্ (গো-পালন, পোষণ ও সংগ্রহ) শ্রেষ্ঠ এবং সন্তানেচ্ছুর নিকট পুত্রই প্রধান।৫৬

যক্ষ বলিলেন,—এমন কোন্ পুরুষ আছে, যে বুদ্ধিমান্, লোকপূজিত, সর্ব্বপ্রাণীর দ্বারা সম্মানিত, ইন্দ্রিয়ের বিষয়সমূহের ভোগে রত এবং শ্বাস-প্রশ্বাসগ্রহণকারী হইয়াও বস্তুতঃপক্ষে জীবিত নহে?৫৭

যুধিষ্ঠির উবাচ

দেবতাতিথিভৃত্যানাং পিতৃণামাত্মনশ্চ যঃ।
ন নির্বপতি পঞ্চানামুচ্ছ্বসন্ ন স জীবতি ॥৫৮

যক্ষ উবাচ।

কিংস্বিদ্ গুরুতরং ভূমেঃ কিংস্বিদুচ্চতরঞ্চ খাৎ।
কিংস্বিচ্ছীঘ্রতরং বায়োঃ কিংস্বিদ্ বহুতরং তৃণাৎ॥৫৯

যুধিষ্ঠির উবাচ।

মাতা গুরুতরা ভূমেঃ খাৎ পিতোচ্চতরস্তথা।
মনঃ শীঘ্রতরং বাতাচ্চিন্তা বহুতরী তৃণাৎ ॥৬০

যক্ষ উবাচ।

কিংস্বিৎ সুপ্তং ন নিমিষতি কিংস্বিজ্জাতং ন চোপতি
কস্যস্বিদ্ধৃদয়ং নাস্তি কিংস্বিদ্ বেগেন বর্দ্ধতে ॥৬১

যুধিষ্ঠির উবাচ

মৎস্যঃ সুপ্তো ন নিমিষত্যণ্ডং জাতং ন চোপতি।
অশ্মনো হৃদয়ং নাস্তি নদী বেগেন বর্দ্ধতে ॥৬২

যক্ষ উবাচ।

কিংস্বিৎ প্রবসতো মিত্রং কিংস্বিন্মিত্রং গৃহে সতঃ।
আতুরস্য চ কিং মিত্রং কিংস্বিন্মিত্রং মরিষ্যতঃ ॥৬৩

যুধিষ্ঠির উবাচ।

সার্থঃ প্রবসতো মিত্রং ভার্য্যা মিত্রং গৃহে সতঃ।
আতুরস্য ভিষঙ্ মিত্রং দানং মিত্রং মরিষ্যতঃ ॥৬৪

যক্ষ উবাচ।

কোঽতিথিঃ সর্বভূতানাং কিংস্বিদ্ ধর্মং সনাতনম্।
অমৃতং কিংস্বিদ্ রাজেন্দ্র কিংস্বিৎ সর্বমিদং জগৎ ॥৬৫

যুধিষ্ঠির উবাচ।

অতিথিঃ সর্বভূতানামগ্নিঃ সোমো গবামৃতম্।
সনাতনোঽমৃতো ধর্মো বায়ুঃ সর্বমিদং জগৎ ॥৬৬

যক্ষ উবাচ।

কিংস্বিদেকো বিচরতে জাতঃ কো জায়তে পুনঃ।
কিংস্বিদ্ধিমস্য ভৈষজ্যং কিংস্বিদাবপনং মহৎ ॥৬৭

যুধিষ্ঠির বলিলেন,—যে ব্যক্তি দেবতা, অতিথি, ভৃত্য, পিতৃপুরুষগণ এবং আত্মা—এই পাঁচজনের দানাদি দ্বারা পোষণ করে না, সে জীবিত হইয়াও মৃত।৫৮

যক্ষ বলিলেন,—পৃথিবী হইতে অধিক ভার কি? আকাশ হইতে উচ্চতর কি? বায়ুর চেয়েও শীঘ্রগামী কে? কোন্ বস্তু তৃণের চেয়ে সংখ্যায় অধিক?৫৯

বলিলেন,—মাতা পৃথিবীর চেয়েও গুরুতরা (ভারবত্তরা ও পূজনীয়া)। আকাশ হইতেও পিতা উচ্চতর। মন বায়ু হইতেও শীঘ্রগামী এবং চিন্তা তৃণ হইতেও সংখ্যায় অধিক।৬০

যক্ষ বলিলেন,—কোন বস্তু নিদ্রিত অবস্থাতেও চোখ বুজে না? কোন বস্তু জন্মিয়াও চেষ্টা করে না? কাহার হৃদয় নাই? কোন বস্তু বেগে বর্দ্ধিত হয়।৬১

যুধিষ্ঠির বলিলেন,—মাছ ঘুমাইয়াও চোখ বুজে না, অণ্ড জন্মিয়াও নড়ে না, পাথরের হৃদয় নাই, নদী বেগে বর্দ্ধিত হয়।৬২

যক্ষ বলিলেন,—প্রবাসে মিত্র কে? গৃহে মিত্র কে? আতুরের মিত্র কে? মুমূর্ষুর মিত্র কে?৬৩

যুধিষ্ঠির বলিলেন,—সহযাত্রিগণই মানুষের প্রবাসে মিত্র, স্ত্রীই গৃহস্থের মিত্র; আতুরের (রোগীর) মিত্র বৈদ্য এবং মুমূর্ষুর মিত্র দান।৬৪

যক্ষ বলিলেন,—সকল প্রাণীর অতিথি কে? সনাতন ধর্ম্ম কি? হে রাজেন্দ্র! অমৃত কি বস্তু? এই সমস্ত জগতের স্বরূপ কি?৬৫

যুধিষ্ঠির বলিলেন,—অগ্নিই সর্ব্ব প্রাণীর অতিথি। অবিনাশী নিত্য ধর্ম্মই সনাতন ধর্ম্ম,

ষ্ঠির উবাচ।

সূর্য্য একো বিচরতে চন্দ্রমা জায়তে পুনঃ।
অগ্নির্হিমস্য ভৈষজ্যং ভূমিরাবপনং মহৎ ॥৬৮

যক্ষ উবাচ।

কিংস্বিদেকপদং ধর্ম্ম্যং কিংস্বিদেকপদং যশঃ।
কিংস্বিদেকপদং স্বর্গ্যং কিংস্বিদেকপদং সুখম্ ॥৬৯

যুধিষ্ঠির উবাচ।

দাক্ষ্যমেকপদং ধর্ম্ম্যং দানমেকপদং যশঃ।
সত্যমেকপদং স্বর্গ্যং শীলমেকপদং সুখম্ ॥৭০

যক্ষ উবাচ।

কিংস্বিদাত্মা মনুষ্যস্য কিংস্বিদ্ দৈবকৃতঃ সখা।
উপজীবনং কিংস্বিদস্য কিংস্বিদস্য পরায়ণম্ ॥৭১

ষ্ঠির উবাচ।

পুত্র আত্মা মনুষ্যস্য ভার্য্যা দৈবকৃতঃ সখা।
উপজীবনঞ্চ পর্জ্জন্যো দানমস্য পরায়ণম্ ॥৭২

যক্ষ উবাচ।

ধন্যানামুত্তমং কিংস্বিদ্ ধনানাং স্যাৎ কিমুত্তমম্।
লাভানামুত্তমং কিং স্যাৎ সুখানাং স্যাৎ
কিমুত্তমম্ ॥৭৩

যুধিষ্ঠির উবাচ।

ধন্যানামুত্তমং দাক্ষ্যং ধনানামুত্তমং শ্রুতম্।
লাভানাং শ্রেয় আরোগ্যং সুখানাং তুষ্টিরুত্তমা ॥৭৪

যক্ষ উবাচ।

কশ্চ ধর্ম্মঃ পরো লোকে কশ্চ ধর্ম্মঃ সদাফলঃ।
কিং নয়ম্য ন শোচন্তি কৈশ্চ সন্ধির্ন জীর্য্যতে ॥৭৫

গোরুর দুধই অমৃত এবং বায়ুই সমস্ত জগতের স্বরূপ।৬৬

যক্ষ বলিলেন—কে একাকী বিচরণ করে? জাত হইয়াও পুনরায় জন্মে কে? হিমের (শীতের) ঔষধ কি? মহাক্ষেত্র কি?৬৭

যুধিষ্ঠির বলিলেন,—সূর্য্যই একা বিচরণ করেন। অগ্নিই হিমের ঔষধ। চন্দ্রই পুনরায় জন্মগ্রহণ করেন এবং পৃথিবীই মহাক্ষেত্র।৬৮

যক্ষ জিজ্ঞাসা করিলেন,—ধর্ম্মের মুখ্য স্থান কি? যশের মুখ্য স্থান কি? স্বর্গের মুখ্য স্থান কি? এবং সুখের মুখ্য স্থান কি?৬৯

ষ্ঠির বলিলেন,—দক্ষতাই ধর্ম্মের মুখ্যস্থান, দানই যশের মুখ্যস্থান, সত্যই স্বর্গের মুখ্যস্থান এবং চরিত্রই সুখের মুখ্যস্থান।৭০

যক্ষ বলিলেন,—মনুষ্যের আত্মা কে, দৈবকৃত সখা কে, জীবনের সহায় কি এবং পরম অবলম্বন কি?৭১

যুধিষ্ঠির বলিলেন,—পুত্রই মনুষ্যের আত্মা, ভার্য্যাই দৈবকৃত সখী, মেঘই তাহার জীবনের সহায় এবং দানই তাহার পরম অবলম্বন।৭২

যক্ষ বলিলেন,—ধন্য পুরুষগণের গুণের মধ্যে কোন গুণ উত্তম? ধন সকলের মধ্যে উত্তম ধন কি? লাভসমূহের মধ্যে উত্তম লাভ কি? সকল সুখের মধ্যে উত্তম সুখ কি?৭৩

যুধিষ্ঠির বলিলেন,—দক্ষতাই ধন্যবস্তুগণের মধ্যে উত্তম। সকল ধনের মধ্যে শাস্ত্রজ্ঞানই উত্তম ধন। সর্ব্ববিধ লাভের মধ্যে আরোগ্যই উত্তম লাভ এবং যাবতীয় সুখের মধ্যে তুষ্টিই (সন্তোষই) উত্তম সুখ।৭৪

যক্ষ বলিলেন,—লোকে কোন্ ধর্ম্ম শ্রেষ্ঠ? কোন্ ধর্ম্ম সর্ব্বদা ফলদায়ী? কাহাকে সংযত করিলে অনুশোচনা করিতে হয়না? কাহার দ্বারা

যুধিষ্ঠির উবাচ।

আনৃশংস্যং পরো ধর্মস্ত্রয়ীধর্মঃ সদাফলঃ।
মনো যম্য ন শোচন্তি সন্ধিঃ সদ্ভির্ন জীর্য্যতে ॥৭৬

যক্ষ উবাচ।

কিং নু হিত্বা প্রিয়ো ভবতি
কিং নু হিত্বা ন শোচতি।
কিং নু হিত্বার্থবান্ ভবতি
কিং নু হিত্বা সুখী ভবেৎ ॥৭৭

যুধিষ্ঠির উবাচ।

মানং হিত্বা প্রিয়ো ভবতি
ক্রোধং হিত্বা ন শোচতি।
কামং হিত্বার্থবান্ ভবতি
লোভং হিত্বা সুখী ভবেৎ ॥৭৮

যক্ষ উবাচ।

কিমর্থং ব্রাহ্মণে দানং কিমর্থং নটনর্ত্তকে।
কিমর্থং চৈব ভৃত্যেষু কিমর্থং চৈব রাজসু ॥৭৯

যুধিষ্ঠির উবাচ।

ধর্মার্থং ব্রাহ্মণে দানং যশোঽর্থং নটনর্ত্তকে।
ভৃত্যেষু ভরণার্থং বৈ ভয়ার্থং চৈব রাজসু ॥৮০

যক্ষ উবাচ।

কেনস্বিদাবৃতো লোকঃ কেনস্বিন্ন প্রকাশতে।
কেন ত্যজতি মিত্রাণি কেন স্বর্গং ন গচ্ছতি ॥৮১

যুধিষ্ঠির উবাচ।

অজ্ঞানেনাবৃতো লোকস্তমসা ন প্রকাশতে।
লোভাৎ ত্যজতি মিত্রাণি সঙ্গাৎ স্বর্গং ন
গচ্ছতি ॥৮২

যক্ষ উবাচ।

মৃতঃ কথং স্যাৎ পুরুষঃ কথং রাষ্ট্রং মৃতং ভবেৎ।
শ্রাদ্ধং মৃতং কথং বা স্যাৎ কথং যজ্ঞো
মৃতো ভবেৎ ॥৮৩

সন্ধি কখনও ভঙ্গ হয় না?৭৫

যুধিষ্ঠির বলিলেন,—অনৃশংসতাই (দয়াই) পরম ধর্ম্ম। ত্রয়ীধর্ম্মই (বেদোক্ত যাগযজ্ঞই) সদা ফলদায়ী এবং সজ্জনের সহিত কৃত সন্ধি কখন ভঙ্গ হয় না।৭৬

যক্ষ বলিলেন,—কাহাকে বর্জন করিয়া মানুষ প্রিয় হয়? মানুষ কাহাকে বর্জন করিয়া শোক করে না? কাহাকে বর্জন করিয়া অর্থবান্ হয়? এবং কাহাকে ত্যাগ করিয়া সুখী হয়?৭৭

যুধিষ্ঠির বলিলেন,—মানুষ মান পরিত্যাগ করিলে প্রিয় হয়, ক্রোধ পরিত্যাগ করিয়া কখনও শোক করে না, কামকে ত্যাগ করিয়া অর্থবান্ হয় এবং লোভকে ত্যাগ করিয়া সুখী হয়।৭৮

যক্ষ বলিলেন,—কিসের জন্য ব্রাহ্মণকে, কিসের জন্য নট ও নর্ত্তককে, কিসের জন্য ভৃত্যকে এবং কিসের জন্য রাজাকে দান করা হয়?৭৯

যুধিষ্ঠির বলিলেন,—ধর্ম্মের জন্য ব্রাহ্মণকে, যশের জন্য নট ও নর্ত্তককে, ভরণের জন্য ভৃত্যকে এবং ভয়ের জন্য রাজাকে দান করা হয়।৮০

যক্ষ বলিলেন,—কিসের দ্বারা লোক আবৃত আছে? কাহার দ্বারা উহা প্রকাশিত হয় না? কাহার জন্য মানুষ মিত্রকে ত্যাগ করে এবং কিসের জন্য মানুষ স্বর্গে যায় না?৮১

যুধিষ্ঠির বলিলেন,—অজ্ঞানের দ্বারা জগৎ আবৃত। তমোগুণের দ্বারা এক জীব অপর জীবের নিকট প্রকাশিত হয় না। লোভবশতঃ মানুষ মিত্রকে ত্যাগ করে এবং আসক্তির জন্যই মানুষ স্বর্গে যায় না।৮২

যুধিষ্ঠির উবাচ।

মৃতো দরিদ্রঃ পুরুষো মৃতং রাষ্ট্রমরাজকম্।
মৃতমশ্রোত্রিয়ং শ্রাদ্ধং মৃতো যজ্ঞস্ত্বদক্ষিণঃ ॥৮৪

যক্ষ উবাচ।

কা দিক্ কিমুদকং প্রোক্তং কিমন্নং কিঞ্চ বৈ বিষম্।
শ্রাদ্ধস্য কালমাখ্যাহি ততঃ পিব হরস্ব চ ॥৮৫

যুধিষ্ঠির উবাচ।

সন্তো দিগ্ জলমাকাশং গৌরন্নং প্রার্থনা বিষম্।
শ্রাদ্ধস্য ব্রাহ্মণঃ কালঃ কথং বা যক্ষ মন্যসে ॥৮৬

যক্ষ উবাচ।

তপঃ কিংলক্ষণং প্রোক্তং কো দমশ্চ প্রকীর্ত্তিতঃ।
ক্ষমা চ কা পরা প্রোক্তা কা চ হ্রীঃ পরিকীর্ত্তিতা ॥৮৭

যুধিষ্ঠির উবাচ।

তপঃ স্বধর্মবর্তিত্বং মনসো দমনং দমঃ।
ক্ষমা দ্বন্দ্বসহিষ্ণুত্বং হ্রীরকার্য্যনিবর্ত্তনম্ ॥৮৮

যক্ষ উবাচ।

কিং জ্ঞানং প্রোচ্যতে রাজন্ কঃ শমশ্চ প্রকীর্ত্তিতঃ।
দয়া চ কা পরা প্রোক্তা কিং চার্জ্জবমুদাহৃতম্ ॥৮৯

যুধিষ্ঠির উবাচ।

জ্ঞানং তত্ত্বার্থসম্বোধঃ শমশ্চিত্তপ্রশান্ততা।
দয়া সর্ব্বসুখৈষিত্বমার্জ্জবং সমচিত্ততা ॥৯০

যক্ষ উবাচ।

কঃ শত্রুর্দুর্জ্জয়ঃ পুংসাং কশ্চ ব্যাধিরনন্তকঃ।
কীদৃশশ্চ স্মৃতঃ সাধুরসাধুঃ কীদৃশঃ স্মৃতঃ ॥৯১

যুধিষ্ঠির উবাচ।

ক্রোধঃ সুদুর্জ্জয়ঃ শত্রুর্লোভো ব্যাধিরনন্তকঃ।
সর্ব্বভূতহিতঃ সাধুরসাধুর্নির্দ্দয়ঃ স্মৃতঃ ॥৯২

যক্ষ বলিলেন,—কিরূপ মানুষকে মৃত (জীবন্মৃত) বলা হয়, কিরূপ রাষ্ট্রকে মৃত (বিনষ্ট) বলা হয়, কিরূপ শ্রাদ্ধকে মৃত (পণ্ড) বলা হয় এবং কিরূপ যজ্ঞকে মৃত (নষ্ট) বলা হয়?৮৩

যুধিষ্ঠির বলিলেন,—দরিদ্র মানুষকেই মৃত, অরাজক রাজ্যকেই বিনষ্ট, শ্রোত্রিয় ব্রাহ্মণ বিনা কৃত শ্রাদ্ধকেই বৃথা এবং দক্ষিণাশূন্য যজ্ঞকেই নষ্ট বলা হয়।৮৪

যক্ষ বলিলেন,—কাহাকে দিক্, কাহাকে উদক্, কাহাকে অন্ন, কাহাকে বিষ বলে এবং শ্রাদ্ধের কাল কি? এই কথার উত্তর দিয়া জল পান কর এবং উহা লইয়া যাও।৮৫

যুধিষ্ঠির বলিলেন,—সৎপুরুষগণই দিক্, আকাশই জল, যাচ্ঞাই বিষ, ব্রাহ্মণই হইল শ্রাদ্ধের কাল। হে যক্ষ! এ বিষয়ে আপনি বা কি মনে করেন?৮৬

যক্ষ বলিলেন,—তপস্যার লক্ষণ কি? দম কাহাকে বলে? পরা ক্ষান্তি এবং লজ্জাই বা কাহাকে বলে?৮৭

যুধিষ্ঠির বলিলেন,—স্বধর্ম্মনিষ্ঠাই তপস্যা, মনের দমনই দম, শীতোষ্ণাদি দ্বন্দ্বসহিষ্ণুতাই ক্ষমা এবং অকার্য্য হইতে নিবৃত্ত হওয়ার নামই লজ্জা।৮৮

যক্ষ বলিলেন,—হে রাজন্! জ্ঞান কাহাকে বলে? কাহাকে শম, পরম দয়া এবং সরলতা বলিয়া কথিত হয়?৮৯

যুধিষ্ঠির বলিলেন,—পরমাত্ম-তত্ত্বের যথার্থ বোধই (অপরোক্ষ জ্ঞানই) জ্ঞান, চিত্তের শান্তিই শম, সকলের সুখ ইচ্ছাকরাই পরম দয়া এবং সমচিত্ততাই সরলতা।৯০

যক্ষ বলিলেন,—মনুষ্যের কোন্ শত্রু দুর্জ্জয়?

যক্ষ উবাচ।

কো মোহঃ প্রোচ্যতে রাজন্ কশ্চ মানঃ প্রকীর্তিতঃ।
কিমালস্যঞ্চ বিজ্ঞেয়ং কশ্চ শোকঃ প্রকীর্তিতঃ ॥৯৩

যুধিষ্ঠির উবাচ।

মোহো হি ধর্মমূঢ়ত্বং মানস্ত্বাত্মাভিমানিতা।
ধর্মনিষ্ক্রিয়তালস্যং শোকস্ত্বজ্ঞানমুচ্যতে ॥৯৪

যক্ষ উবাচ।

কিং স্থৈর্য্যমৃষিভিঃ প্রোক্তং কিঞ্চ ধৈর্য্যমুদাহৃতম্।
স্নানঞ্চ কিং পরং প্রোক্তং দানঞ্চ কিমিহোচ্যতে ॥৯৫

যুধিষ্ঠির উবাচ।

স্বধর্মে স্থিরতা স্থৈর্য্যং ধৈর্য্যমিন্দ্রিয়নিগ্রহঃ।
স্নানং মনোমলত্যাগো দানং বৈ ভূতরক্ষণম্ ॥৯৬

যক্ষ উবাচ।

কঃ পণ্ডিতঃ পুমান্ জ্ঞেয়ো নাস্তিকঃ কশ্চ উচ্যতে
কো মূর্খঃ কশ্চ কামঃ স্যাৎ কো মৎসর ইতি স্মৃতঃ ॥৯৭

যুধিষ্ঠির উবাচ।

ধর্মজ্ঞঃ পণ্ডিতো জ্ঞেয়ো নাস্তিকো মূর্খ উচ্যতে।
কামঃ সংসারহেতুশ্চ হৃত্তাপো মৎসরঃ স্মৃতঃ ॥৯৮

যক্ষ উবাচ।

কোঽহঙ্কার ইতি প্রোক্তঃ কশ্চ দম্ভঃ প্রকীর্তিতঃ।
কিং তদ্ দৈবং পরং প্রোক্তং কিং তৎ পৈশুন্যমুচ্যতে ॥৯৯

যুধিষ্ঠির উবাচ।

মহাজ্ঞানমহঙ্কারো দম্ভো ধর্মো ধ্বজোচ্ছ্রয়ঃ।
দৈবং দানফলং প্রোক্তং পৈশুন্যং পরদূষণম্ ॥১০০

যক্ষ উবাচ।

ধর্মশ্চার্থশ্চ কামশ্চ পরস্পরবিরোধিনঃ।
এষাং নিত্যবিরুদ্ধানাং কথমেকত্র সঙ্গমঃ ॥১০১

কোন্ ব্যাধি অনন্ত? কোন্ ব্যক্তি সাধু এবং অসাধু বা কাহাকে বলে?৯১

যুধিষ্ঠির বলিলেন,—মানুষের ক্রোধই হইল সুদুর্জয় শত্রু। লোভ হইল মানুষের অনন্ত ব্যাধি। সর্বপ্রাণীর হিতকারী ব্যক্তিই সাধু এবং নির্দ্দয় পুরুষই অসাধু।৯২

যক্ষ বলিলেন,—রাজন্! মোহ, মান, আলস্য, এবং শোক কাহাকে বলে?৯৩

যুধিষ্ঠির বলিলেন,—ধর্ম্মে মূঢ়তাই মোহ। আত্মাভিমানই মান। ধর্ম্মে নিষ্ক্রিয়তাই আলস্য এবং অজ্ঞানই শোক।৯৪

যক্ষ বলিলেন,—ঋষিগণ স্থৈর্য্য, ধৈর্য্য, পরম স্নান এবং পরম দান কাহাকে বলিয়াছেন?৯৫

যুধিষ্ঠির বলিলেন,—স্বধর্ম্মে স্থিরতাই স্থৈর্য্য, ইন্দ্রিয়নিগ্রহই ধৈর্য্য, মনের কালুষ্যনাশই পরম স্নান এবং প্রাণিগণের রক্ষণই পরম দান।৯৬

যক্ষ বলিলেন,—পণ্ডিত, নাস্তিক, মূর্খ, কাম এবং মাৎসর্য্য কাহাকে বলে?৯৭

যুধিষ্ঠির বলিলেন,—ধর্ম্মজ্ঞ ব্যক্তিই পণ্ডিত, নাস্তিককেই মূর্খ বলা হয়, জন্ম-মরণরূপ সংসারের কারণই হইল কাম এবং হৃদয়ের সন্তাপই মাৎসর্য্য।৯৮

যক্ষ বলিলেন,—অহঙ্কার, দম্ভ, পরম দৈব এবং পৈশুন্য (খলতা) কাহাকে বলে?৯৯

যুধিষ্ঠির বলিলেন,—মহান্ অজ্ঞানই অহঙ্কার, নিজেকে অত্যন্ত ধার্ম্মিক মনে করাই দম্ভ, দানের ফলই পরম দৈব এবং অন্যের উপর দোষারোপ করার নামই পৈশুন্য।১০০

যক্ষ বলিলেন,—ধর্ম্ম, অর্থ ও কাম—ইহারা পরস্পর বিরোধী। নিত্যবিরোধী এই তিনটীর একত্র অবস্থিতি কি করিয়া সম্ভব?১০১

ঠির উবাচ।

যদা ধর্মশ্চ ভার্য্যা চ পরস্পরবশানুগৌ।
তদা ধর্মার্থকামানাং ত্রয়াণামপি সঙ্গমঃ ॥১০২

যক্ষ উবাচ।

অক্ষয়ো নরকঃ কেন প্রাপ্যতে ভরতর্ষভ।
এতন্মে পৃচ্ছতঃ প্রশ্নং তচ্ছীঘ্রং বক্তুমর্হসি ॥১০৩

যুধিষ্ঠির উবাচ।

ব্রাহ্মণং স্বয়মাহূয় যাচমানমকিঞ্চনম্।
পশ্চান্নাস্তীতি যো ব্রূয়াৎ সোহক্ষয়ং নরকং ব্রজেৎ ॥১০৪

বেদেষু ধর্মশাস্ত্রেষু মিথ্যা যো বৈ দ্বিজাতিষু।
দেবেষু পিতৃধর্মেষু সোহক্ষয়ং নরকং ব্রজেৎ ॥১০৫

বিদ্যমানে ধনে লোভাদ্ দানভোগবিবর্জিতঃ।
পশ্চান্নাস্তীতি যো ব্রূয়াৎ সোহক্ষয়ং নরকং ব্রজেৎ ॥১০৬

যক্ষ উবাচ।

রাজন্ কুলেন বৃত্তেন স্বাধ্যায়েন শ্রুতেন বা।
ব্রাহ্মণ্যং কেন ভবতি প্রব্রূহ্যেতৎ সুনিশ্চিতম্ ॥১০৭

ঠির উবাচ।

শৃণু যক্ষ কুলং তাত ন স্বাধ্যায়ো ন চ শ্রুতম্।
কারণং হি দ্বিজত্বে চ বৃত্তমেব ন সংশয়ঃ ॥১০৮

বৃত্তং যত্নেন সংরক্ষ্যং ব্রাহ্মণেন বিশেষতঃ।
অক্ষীণবৃত্তো ন ক্ষীণো বৃত্ততস্তু হতো হতঃ ॥১০৯

পঠকাঃ পঠকাশ্চৈব যে চান্যে শাস্ত্রচিন্তকাঃ।
সর্বে ব্যসনিনো মূর্খা যঃ ক্রিয়াবান্ স পণ্ডিতঃ ॥১১০

চতুর্বেদোহপি দুর্বৃত্তঃ স শূদ্রাদতিরিচ্যতে।
যোহগ্নিহোত্রপরো দান্তঃ স ব্রাহ্মণ ইতি স্মৃতঃ ॥১১১

যুধিষ্ঠির বলিলেন,—যখন ধর্ম্ম ও ভার্য্যা পরস্পরের অবিরোধী হইয়া মনুষ্যের বশীভূত থাকে, তখন ধর্ম্ম, অর্থ ও কাম—পরস্পরবিরোধী এই তিনটীর একত্রাবস্থিতি সম্ভব।১০২

যক্ষ বলিলেন,—কে অক্ষয় নরক প্রাপ্ত হয়? এই প্রশ্নের উত্তর তুমি শীঘ্র দাও।১০৩

যুধিষ্ঠির বলিলেন,—যাচ্ঞাকারী দরিদ্র ব্রাহ্মণকে স্বয়ং ডাকিয়া আনিয়া যে পরে 'নাই' বলিয়া ফিরাইয়া দেয়, সে-ই অক্ষয় নরক প্রাপ্ত হয়।১০৪

যে ব্যক্তি বেদ, ধর্ম্মশাস্ত্র, ব্রাহ্মণ, দেবতা ও পিতৃপুরুষগণের প্রতি মিথ্যা-বুদ্ধি রাখে, সেই অক্ষয় নরক প্রাপ্ত হয়।১০৫

ধন থাকিতেও লোভবশতঃ যে ব্যক্তি ধনের দান ও ভোগ করিতে অনিচ্ছুক হইয়া ব্রাহ্মণাদি দানযোগ্য পাত্রে এবং স্ত্রী-পুত্রাদিকে 'নাই' বলিয়া প্রত্যাখ্যান করে, সে-ই অক্ষয় নরক প্রাপ্ত হয়।১০৬

যক্ষ বলিলেন,—হে রাজন্! কুল, সদাচার, স্বাধ্যায় এবং শাস্ত্র-শ্রবণ—ইহাদের মধ্যে কোন্‌টির দ্বারা উত্তম ব্রাহ্মণত্ব লাভ হয়, তাহা বল।১০৭

র বলিলেন,—হে তাত যক্ষ! কুল, স্বাধ্যায় ও শাস্ত্র-শ্রবণ—ইহাদের মধ্যে কোনটিই উত্তম ব্রাহ্মণত্বের প্রতি কারণ হয় না; ব্রাহ্মণোচিত কর্ম্মসমূহের আচরণেই উত্তম ব্রাহ্মণত্ব লাভ হয়—ইহাতে সংশয় নাই।১০৮

সেইজন্য ব্রাহ্মণ বিশেষভাবে ব্রাহ্মণোচিত কর্ম্মসমূহ যত্নের সহিত অনুষ্ঠান করিবে। যাহার আচরণ (সদাচার) অক্ষুণ্ণ থাকে, তাহার উত্তম ব্রাহ্মণত্বও অক্ষুণ্ণ থাকে, কিন্তু যাহার আচরণ ক্ষুণ্ণ হয়, তাহার উত্তম ব্রাহ্মণত্বও ক্ষুণ্ণ হয়।১০৯

যক্ষ উবাচ।

প্রিয়বচনবাদী কিং লভতে

বিমৃশিতকার্য্যকরঃ কিং লভতে।

বহুমিত্রকরঃ কিং লভতে

ধর্ম্মরতঃ কিং লভতে কথয় ॥১১২

যুধিষ্ঠির উবাচ।

প্রিয়বচনবাদী প্রিয়ো ভবতি

বিমৃশিতকার্য্যকরোঽধিকং জয়তি।

বহুমিত্রকরঃ সুখং বসতে

যশ্চ ধর্ম্মরতঃ স গতিং লভতে ॥১১৩

যক্ষ উবাচ।

কো মোদতে কিমাশ্চর্য্যং কঃ পন্থাঃ কা চ বার্ত্তিকা।

মমৈতাংশ্চতুরঃ প্রশ্নান্ কথয়িত্বা জলং পিব ॥১১৪

যুধিষ্ঠির উবাচ।

পঞ্চমেঽহনি ষষ্ঠে বা শাকং পচতি স্বে গৃহে।

অনৃণী চাপ্রবাসী চ স বারিচর মোদতে ॥১১৫

অহন্যহনি ভূতানি গচ্ছন্তীহ যমালয়ম্।

শেষাঃ স্থাবরমিচ্ছন্তি কিমাশ্চর্য্যমতঃ পরম্ ॥১১৬

তর্কোঽপ্রতিষ্ঠঃ শ্রুতয়ো বিভিন্না

নৈকো ঋষির্যস্য মতং প্রমাণম্।

ধর্ম্মস্য তত্ত্বং নিহিতং গুহায়াং

মহাজনো যেন গতঃ স পন্থাঃ ॥১১৭

অস্মিন্ মহামোহময়ে কটাহে

সূর্য্যাগ্নিনা রাত্রিদিবেন্ধনেন।

মাসর্ত্তুদর্বীপরিঘট্টনেন

ভূতানি কালঃ পচতীতি বার্ত্তা ॥১১৮

অধ্যয়নশীল, অধ্যাপনাপরায়ণ এবং শাস্ত্রীয় বিচারে পারদর্শী—ইহারা যদি ব্যসনী হয় অর্থাৎ কেবল আসক্তিবশতঃই অধ্যয়নাদি করে, কিন্তু ব্রাহ্মণোচিত কর্ম্ম না করে, তাহা হইলে তাহাদিগকে মূর্খই বলিতে হইবে; যে ক্রিয়াবান্, তাহাকেই পণ্ডিত বলা যাইবে।১১০

চারিবেদে পারদর্শী হইয়াও যদি দুরাচারী হয়, তাহা হইলে সে শূদ্রেরও অধম; কিন্তু তেমন বিদ্বান্ না হইয়াও যিনি অগ্নিহোত্রাদি-পরায়ণ ও দমগুণসম্পন্ন, তাঁহাকেই ব্রাহ্মণ বলে।১১১

যক্ষ বলিলেন,—বল, মধুরভাষী কি লাভ করে? বিচারপূর্ব্বক কার্য্যানুষ্ঠানকারী কি প্রাপ্ত হয়? বহুমিত্রকারী এবং ধর্ম্মনিরত ব্যক্তি কিরূপ ফল লাভ করে?১১২

যুধিষ্ঠির বলিলেন,—মধুরভাষী সকলের প্রিয় হয়, বিবিধ পরামর্শ করিয়া কর্ম্মকারী অধিক সাফল্য লাভ করে, বহুমিত্রকারী সুখী হয় এবং ধর্ম্মনিরত পুরুষ সদ্‌গতি লাভ করে।১১৩

যক্ষ বলিলেন,—কে সুখী? আশ্চর্য্য কি? পথ কি? এবং বার্ত্তা কি?—এই চারি প্রশ্নের উত্তর দিয়া তবে জল পান কর।১১৪

[illegible]র বলিলেন,—হে জলচর যক্ষ! যে ব্যক্তি পঞ্চম বা ষষ্ঠদিনে নিজের গৃহে বসিয়া শাকান্নও পাক করিয়া খায়; অথচ সে ঋণী ও প্রবাসী নয়, সে-ই সুখী।১১৫

প্রতিদিনই মানুষ যমালয়ে যাইতেছে, ইহা দেখিয়াও যে অবশিষ্ট লোক চিরকাল বাঁচিয়া থাকিতে চায়, ইহার চেয়ে আশ্চর্য্য আর কি হইতে পারে?১১৬

শাস্ত্রসম্পর্কশূন্য তর্কের কোন প্রতিষ্ঠা নাই, শ্রুতি-সমূহ পরস্পরবিরোধী বচনে পূর্ণ, এমন একজনও ঋষি (বেদব্যাখ্যাতা) নাই যাঁহার মত প্রমাণ বলিয়া গণ্য হয়,—সুতরাং ধর্ম্মের তত্ত্ব অত্যন্ত নিগূঢ়,

যক্ষ উবাচ।

ব্যাখ্যাতা মে ত্বয়া প্রশ্না যাথাতথ্যং পরন্তপ।
পুরুষং ত্বিদানীং ব্যাখ্যাহি যশ্চ সর্বধনী নরঃ॥১১৯

যুধিষ্ঠির উবাচ।

দিবং স্পৃশতি ভূমিঞ্চ শব্দঃ পুণ্যেন কর্মণা।
যাবৎ স শব্দো ভবতি তাবৎ পুরুষ উচ্যতে॥১২০
তুল্যে প্রিয়াপ্রিয়ে যস্য সুখদুঃখে তথৈব চ।
অতীতানাগতে চোভে স বৈ সর্বধনী নরঃ॥১২১
(ভূত-ভব্য-ভবিষ্যেষু নিঃস্পৃহঃ শান্তমানসঃ।
সুপ্রসন্নঃ সদা যোগী স বৈ সর্বধনীশ্বরঃ।)

যক্ষ উবাচ।

ব্যাখ্যাতঃ পুরুষো রাজন্ যশ্চ সর্বধনী নরঃ।
তস্মাৎ ত্বমেকং ভ্রাতৃণাং যমিচ্ছসি স জীবতু॥১২২

যুধিষ্ঠির উবাচ।

শ্যামো য এষ রক্তাক্ষো বৃহচ্ছাল ইবোত্থিতঃ।
ব্যূঢোরস্কো মহাবাহুর্নকুলো যক্ষ জীবতু॥১২৩

যক্ষ উবাচ।

প্রিয়স্তে ভীমসেনোঽয়মর্জুনো বঃ পরায়ণম্।
স কস্মান্নকুলং রাজন্ সাপত্নং জীবমিচ্ছসি॥১২৪

যস্য নাগসহস্রেণ দশসংখ্যেন বৈ বলম্।
তুল্যং তং ভীমমুৎসৃজ্য নকুলং জীবমিচ্ছসি॥১২৫

তথৈনং মনুজাঃ প্রাহুর্ভীমসেনং প্রিয়ং তব।
অথ কেনানুভাবেন সাপত্নং জীবমিচ্ছসি॥১২৬

অতএব মহাজনগণ যে পথে গিয়াছেন—উহাই পথ।১১৭

এই মহামোহময় সংসার কটাহে (কড়াইয়ে) কাল সূর্য্যরূপ অগ্নিতে মাস ও ঋতুরূপ হাতার দ্বারা দিন ও রাত্রিরূপ ইন্ধনের সাহায্যে সমস্ত প্রাণিগণকে পাক করিতেছেন, ইহাই বার্ত্তা।১১৮

যক্ষ বলিলেন,—তুমি এপর্য্যন্ত আমার সকল প্রশ্নের যথাযথ উত্তর দান করিয়াছ, হে পরন্তপ! এখন তুমি পুরুষের ব্যাখ্যা কর এবং সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ধনী কে?১১৯

বলিলেন,—যে পুরুষের পুণ্যকীর্ত্তির কথা যতদিন স্বর্গ ও পৃথিবীতে প্রচারিত থাকে, ততদিনই সেই পুরুষ পুরুষপদবাচ্য।১২০

যাহার নিকট প্রিয় ও অপ্রিয়, সুখ ও দুঃখ এবং অতীত ও অনাগত—এই দ্বন্দ্বগুলি সমান; সে-ই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ধনী। (ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমান —সমস্ত বিষয়ে নিস্পৃহ, শান্তচিত্ত এবং সর্ব্বদা সুপ্রসন্ন, এমন যিনি যোগী পুরুষ, তিনিই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ধনী)।১২১

যক্ষ বলিলেন,—হে রাজন্! তুমি সর্ব্বধনী শব্দের যেরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছ, তাহাতে প্রসন্ন হইয়া তোমাকে এই বর দিতেছি, তুমি ভাইদের মধ্যে যে-কোন এক ভাইকে চাহিবে, সে-ই বাঁচিয়া উঠিবে।১২২

যুধিষ্ঠির বলিলেন,—হে যক্ষ! ঐ যে আরক্ত-চক্ষু, বৃহৎ শালবৃক্ষের ন্যায় উন্নত ও বিশালবক্ষাঃ নকুলকে দেখা যাইতেছে, সে বাঁচিয়া উঠুক।১২৩

যক্ষ বলিলেন,—হে রাজন্! এই ভীমসেন তোমাদের প্রিয় ও তোমাদের সকলের উত্তম আশ্রয়স্বরূপ অর্জ্জুন রহিয়াছে, তাহা হইলে তুমি ইহাদের কাহাকেও না চাহিয়া, বৈমাত্রেয় ভ্রাতা নকুলের প্রাণ চাহিলে কেন?১২৪

যাহার শরীরে দশহাজার হাতীর বল, সেই ভীমসেনকে পরিত্যাগ করিয়া নকুলের প্রাণ চাহিলে কেন?১২৫

যস্য বাহুবলং সর্বে পাণ্ডবাঃ সমুপাসতে।
অর্জুনং তমপাহায় নকুলং জীবমিচ্ছসি ॥১২৭

যুধিষ্ঠির উবাচ।

ধর্ম এব হতো হন্তি ধর্মো রক্ষতি রক্ষিতঃ।
তস্মাদ্ ধর্মং ন ত্যজামি মা নো ধর্মো হতোহবধীৎ ॥১২৮
আনৃশংস্যং পরো ধর্মঃ পরমার্থাচ্চ মে মতম্।
আনৃশংস্যং চিকীর্ষামি নকুলো যক্ষ জীবতু ॥১২৯
ধর্মশীলঃ সদা রাজা ইতি মাং মানবা বিদুঃ।
স্বধর্মান্ন চলিষ্যামি নকুলো যক্ষ জীবতু ॥১৩০
কুন্তী চৈব তু মাদ্রী চ দ্বে ভার্য্যে তু পিতুর্মম।
উভে সপুত্রে স্যাতাং বৈ ইতি মে ধীয়তে মতিঃ ॥১৩১
যথা কুন্তী তথা মাদ্রী বিশেষো নাস্তি মে তয়োঃ।
মাতৃভ্যাং সমমিচ্ছামি নকুলো যক্ষ জীবতু ॥১৩২

যক্ষ উবাচ।

তস্য তেঽর্থাচ্চ কামাচ্চ আনৃশংস্যং পরং মতম্।
তস্মাৎ তে ভ্রাতরঃ সর্বে জীবন্তু ভরতর্ষভ ॥১৩৩

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং বনপর্বণি আরণেয়পর্বণি যক্ষপ্রশ্নে ত্রয়োদশাধিকত্রিশততমোঽধ্যায়ঃ ॥৩১৩

সকল মনুষ্যই বলিয়া থাকে যে, ভীমসেনই তোমার নিকট সবচেয়ে বেশী প্রিয়, তবে তুমি কি কারণে বৈমাত্রেয় ভাই নকুলের জীবন চাহিলে ?১২৬

যাহার বাহুবলকে সমস্ত পাণ্ডব আশ্রয় করিয়া বর্ত্তমান আছে, সেই অর্জ্জুনকে পরিত্যাগ করিয়া তুমি নকুলের জীবন চাহিলে কেন ?১২৭

যুধিষ্ঠির বলিলেন,—ধর্ম্ম নষ্ট হইলে নষ্ট ধর্ম্ম ধার্ম্মিক ব্যক্তিকেও নাশ করে, ধর্ম্ম যদি রক্ষিত হয়, তবে উহা ধার্ম্মিককেও রক্ষা করে। সুতরাং ধর্ম্ম নষ্ট হইয়া আমাকে বিনষ্ট করুক—ইহা আমি চাহি না ; সুতরাং ধর্ম্মকে আমি পরিত্যাগ করিতে পারি না।১২৮

আমার ধারণা এই যে, অনৃশংসতাই (দয়া ও সমতা) পরমার্থ হইতে শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম, সুতরাং আমি অনৃশংসতাই চাই ; এইজন্যই নকুলের প্রাণ চাহিতেছি।১২৯

হে যক্ষ! আমাকে সকল মানব ধর্ম্মশীল বলিয়া জানে, সুতরাং আমি স্বধর্ম্ম হইতে বিচলিত হইব না; এইজন্যই আমি নকুলের জীবন চাহিতেছি।১৩০

কুন্তী ও মাদ্রী উভয়েই আমার পিতার ধর্ম্মপত্নী; সুতরাং তাঁহারা উভয়েরই পুত্রবতী থাকুন—ইহাই আমার সিদ্ধান্ত।১৩১

হে যক্ষ! যেমন কুন্তী আমার মা, তেমনই মাদ্রীও আমার মা, উভয়ের প্রতি সমান মাতৃবুদ্ধি আমি রক্ষা করিতে চাই, সুতরাং নকুলই জীবিত হউক।১৩২

যক্ষ বলিলেন,—হে ভরতশ্রেষ্ঠ! যেহেতু তোমার নিকট অর্থ ও কাম হইতে অনৃশংসতাই (দয়া ও সমতা) শ্রেষ্ঠ, সেইহেতু তোমার সকল ভ্রাতাই জীবিত হউক।১৩৩

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের বনপর্ব্বান্তর্গত আরণেয়পর্ব্বে যক্ষের প্রশ্নবিষয়ক ত্রয়োদশাধিকত্রিশততম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।৩১৩

চতুর্দ্দশাধিকত্রিশততমোঽধ্যায়ঃ।

[নকুলাদীনাং চতুর্ণাং পাণ্ডবানাং জীবনপ্রাপ্তিঃ, যুধিষ্ঠিরস্য বরলাভশ্চ।]

বৈশম্পায়ন উবাচ।

ততস্তে যক্ষবচনাদুদতিষ্ঠন্ত পাণ্ডবাঃ।
ক্ষুৎ-পিপাসে চ সর্ব্বেষাং ক্ষণেন ব্যপগচ্ছতাম্ ॥১

যুধিষ্ঠির উবাচ।

সরস্যেকেন পাদেন তিষ্ঠন্তমপরাজিতম্।
পৃচ্ছামি কো ভবান্ দেবো ন মে যক্ষো মতো ভবান্ ॥২
বসূনাং বা ভবানেকো রুদ্রাণামথবা ভবান্।
অথবা মরুতাং শ্রেষ্ঠো বজ্রী বা ত্রিদশেশ্বরঃ ॥৩
মম হি ভ্রাতর ইমে সহস্রশতযোধিনঃ
তং যোধং ন প্রপশ্যামি যেন সর্ব্বে নিপাতিতাঃ ॥৪
সুখং প্রতিপ্রবুদ্ধানামিন্দ্রিয়াণ্যুপলক্ষয়ে
স ভবান্ সুহৃদোঽস্মাকমথবা নঃ পিতা ভবান্ ॥৫

যক্ষ উবাচ।

অহং তে জনকস্তাত ধর্ম্মোঽমৃদুপরাক্রম।
ত্বাং দিদৃক্ষুরনুপ্রাপ্তো বিদ্ধি মাং ভরতর্ষভ ॥৬
যশঃ সত্যং দমঃ শৌচমার্জবং হ্রীরচাপলম্।
দানং তপো ব্রহ্মচর্য্যমিত্যেতাস্তনবো মম ॥৭
অহিংসা সমতা শান্তিরানৃশংস্যমমৎসরঃ।
দ্বারাণ্যেতানি মে বিদ্ধি প্রিয়ো হ্যসি সদা মম ॥৮
দিষ্ট্যা পঞ্চসু রক্তোঽসি দিষ্ট্যা তে ষট্‌পদী জিতা।
দ্বে পূর্ব্বে মধ্যমে দ্বে চ দ্বে চান্তে সাম্পরায়িকে ॥৯

চতুর্দ্দশাধিকত্রিশততম অধ্যায়।

[নকুলাদি চারি পাণ্ডবের জীবন লাভ এবং যুধিষ্ঠিরের বরলাভ।]

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—অনন্তর যক্ষের কথায় সকল পাণ্ডবই বাঁচিয়া উঠিলেন এবং ক্ষণকালের মধ্যে তাঁহাদের ক্ষুধা ও পিপাসাও শান্ত হইয়া গেল।১

যুধিষ্ঠির বলিলেন,—আপনি এক পায়ে এই সরোবরের নিকটে দাঁড়াইয়া আছেন, অথচ আপনি ইঁহাদের দ্বারা পরাজিত হন নাই। সুতরাং আমি জিজ্ঞাসা করিতেছি, আপনি কোন দেবতা? আপনাকে তো যক্ষ বলিয়া আমার ধারণা হয় না।২

আপনি কি অষ্ট বসু, একাদশ রুদ্র অথবা ঊনপঞ্চাশৎ মরুদ্‌গণের মধ্যে কোন শ্রেষ্ঠ পুরুষ? অথবা আপনি স্বয়ং বজ্রধর দেবরাজ?৩

আমার এই সকল ভাইই লক্ষসংখ্যক যোদ্ধার সহিত যুদ্ধ করিতে সমর্থ, সুতরাং ইঁহাদিগকে নিপাতিত করিতে পারে এমন যোদ্ধা তো দেখিনা।৪

ইঁহারা সকলেই যেন সুখে জাগরিত হইয়াছে, ইঁহাদের কোন ইন্দ্রিয়ের বিন্দুমাত্র বৈকল্য নাই। সুতরাং কে আপনি আমাদের পরম সুহৃদ্? আপনি আমাদের পিতা নন তো?৫

যক্ষ বলিলেন,—হে ভরতর্ষভ! আমি তোমার পিতা অমিতপরাক্রমী ধর্ম্মরাজ (যম)। তোমাকে দেখিবার জন্যই আমি এখানে আসিয়াছি।৬

যশ, সত্য, দম, শৌচ, সরলতা, লজ্জা, অচাপল্য, দান, তপস্যা ও ব্রহ্মচর্য্য—এই দশটী আমার শরীর।৭

অহিংসা, সমতা, শান্তি, দয়া (অনৃশংসতা) ও অমাৎসর্য্য—এই পাঁচটী আমার কাছে পৌঁছিবার দ্বারস্বরূপ বলিয়া জানিবে। (এই সকল গুণের জন্য) তুমি সর্ব্বদাই আমার প্রিয়।৮

ধর্মোঽহমিতি ভদ্রং তে জিজ্ঞাসুস্ত্বামিহাগতঃ।
আনৃশংস্যেন তুষ্টোঽস্মি বরং দাস্যামি তেঽনঘ ॥১০

বরং বৃণীষ্ব রাজেন্দ্র দাতা হ্যস্মি তবানঘ।
যে হি মে পুরুষা ভক্তা ন তেষামস্তি দুর্গতিঃ ॥১১

যুধিষ্ঠির উবাচ।
অরণীসহিতং যস্য মৃগো হ্যাদায় গচ্ছতি।
তস্যাগ্নয়ো ন লুপ্যেরন্ প্রথমোঽস্তু বরো মম ॥১২

যক্ষ উবাচ
অরণীসহিতং হ্যস্য ব্রাহ্মণস্য হৃতং ময়া।
মৃগবেশেন কৌন্তেয় জিজ্ঞাসার্থং তব প্রভো ॥১৩

বৈশম্পায়ন উবাচ।
দদানীত্যেব ভগবানুত্তরং প্রত্যপদ্যত।
অন্যং বরয় ভদ্রং তে বরং ত্বমমরোপম ॥১৪

যুধিষ্ঠির উবাচ।
বর্ষাণি দ্বাদশারণ্যে ত্রয়োদশমুপস্থিতম্।
তত্র নো নাভিজানীয়ুর্বসতো মনুজাঃ কচিৎ ॥১৫

বৈশম্পায়ন উবাচ।
দদানীত্যেব ভগবানুত্তরং প্রত্যপদ্যত।
ভূয়শ্চাশ্বাসয়ামাস কৌন্তেয়ং সত্যবিক্রমম্ ॥১৬
যদ্যপি স্বেন রূপেণ চরিষ্যথ মহীমিমাম্।
ন বো বিজ্ঞাস্যতে কশ্চিৎ ত্রিষু লোকেষু ভারত ॥১৭

সৌভাগ্যবশতঃ উক্ত পাঁচটা (অহিংসা প্রভৃতি) সাধনের উপর তোমার নিষ্ঠা আছে এবং ষট্‌পদাকে (ক্ষুধা—তৃষ্ণা, শোক-মোহ, এবং জরা-মৃত্যু) তুমি জয় করিয়াছ। ইহাদের প্রথম দুইটা দোষ জন্ম হইতেই থাকে, দ্বিতীয় দুইটা যৌবনে আসিয়া উপস্থিত হয় এবং তৃতীয় দুইটা শেষ বয়সে আক্রমণ করে।৯

আমি স্বয়ং ধর্ম, তোমাকে পরীক্ষা করিবার জন্যই আসিয়াছিলাম; তোমার অনৃশংসতা (দয়া ও মমতা) দেখিয়া আমি সন্তুষ্ট হইয়াছি। হে নিষ্পাপ! আমি তোমাকে বর দিব।১০

হে রাজেন্দ্র! তুমি বর চাহিয়া লও, আমি তোমাকে বর দিব। হে অনঘ! যে সকল পুরুষ আমার ভক্ত, তাহাদের কখনও দুর্গতি হয় না।১১

যুধিষ্ঠির বলিলেন,—যে ব্রাহ্মণের অরণীসহিত মন্থনকাষ্ঠ মৃগ লইয়া গিয়াছে, তাহার অগ্নিহোত্র যেন লুপ্ত না হয়—ইহাই আমার বর।১২

যক্ষ বলিলেন,—প্রভাবশালী কুন্তীনন্দন! আমিই মৃগরূপ ধরিয়া সেই ব্রাহ্মণের অরণীসহিত মন্থনকাষ্ঠটী হরণ করিয়াছি। উদ্দেশ্য ছিল; তোমাকে এখানে লইয়া আসিয়া পরীক্ষা করা।১৩

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—তখন ভগবান্ ধর্ম "উহা তোমাকে দিয়াই দিতেছি" এই উত্তর দিয়াছিলেন। তাহার পর ধর্ম পুনরায় যুধিষ্ঠিরকে বলিলেন—হে অমরসদৃশ! তোমার কল্যাণ হউক, তুমি অন্য বর প্রার্থনা কর।১৪

যুধিষ্ঠির বলিলেন,—দ্বাদশ বৎসর আমাদের বনে অতিবাহিত হইয়াছে। এখন অজ্ঞাতবাস-কাল ত্রয়োদশ বর্ষ উপস্থিত হইয়াছে। হে ভগবন্! আমাদের এই অজ্ঞাতবাস ত্রিলোকের কেহ যেন জানিতে না পারে—এই দ্বিতীয় বর আমাকে দিন।১৫

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—তখন ভগবান্ ধর্ম বলিলেন—"আমি তোমাকে এই বরও দিতেছি।" অনন্তর ধর্মরাজ যম সত্যবিক্রম কুন্তীনন্দনকে পুনরায় আশ্বাস প্রদান করিয়া বলিলেন।১৬

হে ভারত! যদি তোমরা নিজ নিজ রূপেই এই পৃথিবী ঘুরিয়া বেড়াও, তথাপি এই ত্রিলোকেও কেহ তোমাদিগকে চিনিতে পারিবে না।১৭

বর্ষং ত্রয়োদশমিদং মৎপ্রসাদাৎ কুরূদ্বহাঃ।
বিরাটনগরে গূঢ়া অবিজ্ঞাতাশ্চরিষ্যথ ॥১৮

যদ্ বঃ সঙ্কল্পিতং রূপং মনসা যস্য যাদৃশম্।
তাদৃশং তাদৃশং সর্বে ছন্দতো ধারয়িষ্যথ ॥১৯

অরণীসহিতং চেদং ব্রাহ্মণায় প্রযচ্ছত।
জিজ্ঞাসার্থং ময়া হ্যেতদাহৃতং মৃগরূপিণা ॥২০

প্রবৃণীষ্বাপরং সৌম্য বরমিষ্টং দদানি তে।
ন তৃপ্যামি নরশ্রেষ্ঠ প্রযচ্ছন্ বৈ বরাংস্তথা ॥২১

তৃতীয়ং গৃহ্যতাং পুত্র বরমপ্রতিমং মহৎ।
ত্বং হি মৎপ্রভবো রাজন্ বিদুরশ্চ মমাংশজঃ ॥২২

যুধিষ্ঠির উবাচ।

দেবদেবো ময়া দৃষ্টো ভবান্ সাক্ষাৎ সনাতনঃ।
যং দদাসি বরং তুষ্টস্তং গ্রহীষ্যাম্যহং পিতঃ ॥২৩

জয়েয়ং লোভ-মোহৌ চ ক্রোধং চাহং সদা বিভো।
দানে তপসি সত্যে চ মনো মে সততং ভবেৎ ॥২৪

ধর্ম উবাচ।

উপপন্নো গুণৈরেতৈঃ স্বভাবেনাসি পাণ্ডব।
ভবান্ ধর্মঃ পুনশ্চৈব যথোক্তং তে ভবিষ্যতি ॥২৫

বৈশম্পায়ন উবাচ।

ইত্যুক্ত্বান্তর্দধে ধর্মো ভগবাঁল্লোকভাবনঃ।
সমেতাঃ পাণ্ডবাশ্চৈব সুখসুপ্তা মনস্বিনঃ ॥২৬

উপেত্য চাশ্রমং বীরাঃ সর্ব এব গতক্লমাঃ।
আরণেয়ং দদুস্তস্মৈ ব্রাহ্মণায় তপস্বিনে ॥২৭

ইদং সমুত্থানসমাগতং মহৎ
পিতুশ্চ পুত্রস্য চ কীর্তিবর্ধনম্।
পঠন্ নরঃ স্যাদ্ বিজিতেন্দ্রিয়ো বশী
সপুত্র-পৌত্রঃ শতবর্ষভাগ্ ভবেৎ ॥২৮

হে কুরুবংশাবতংসগণ! আমার প্রসাদে তোমরা ত্রয়োদশবর্ষে বিরাট নগরে প্রচ্ছন্নভাবে অজ্ঞাতবাস করিবে।১৮

তোমরা মনে মনে যে যে রূপ ধারণ করিয়া অজ্ঞাতবাসের সঙ্কল্প করিয়াছ, তোমরা ইচ্ছামাত্রই সে সেই রূপধারণ করিতে সমর্থ হইবে।১৯

অরণীসহিত এই মন্থনকাষ্ঠ ব্রাহ্মণকে দিয়া দিবে। তোমাকে পরীক্ষা করিবার জন্যই আমি মৃগরূপে ইহা হরণ করিয়াছিলাম।২০

হে সৌম্য! তুমি অপর আর একটী মনোবাঞ্ছিত বর গ্রহণ কর। নরশ্রেষ্ঠ! তোমাকে বর দান করিয়াও আমি তৃপ্তিলাভ করিতে পারিতেছি না।২১

হে পুত্র! তুমি তৃতীয় অতুলনীয় বর গ্রহণ কর। হে রাজন্! তুমি যেমন আমা হইতে উৎপন্ন হইয়াছ, বিদুরও তেমনই আমার অংশ হইতে উৎপন্ন হইয়াছে।২২

বলিলেন,—হে পিতঃ! আপনি সনাতন দেবাদিদেব! আমার সৌভাগ্যবশতঃ সাক্ষাৎ আপনার দর্শন আজ আমি লাভ করিয়াছি। আপনি তুষ্ট হইয়া যে বর দিতে চাহিতেছেন, আমি সেই বর অবশ্যই গ্রহণ করিব।২৩

আমি যেন লোভ, মোহ ও ক্রোধকে সর্ব্বদা জয় করিতে পারি এবং দান, তপস্যা ও সত্যে যেন আমার মন সতত প্রতিষ্ঠিত থাকে।২৪

ধর্ম্ম বলিলেন,—হে পাণ্ডুনন্দন! তুমি তো ধর্ম্মস্বরূপই, স্বভাবতঃই এই সব গুণের দ্বারা তুমি মণ্ডিত; তথাপি তুমি যাহা ইচ্ছা করিতেছ, ঐরূপই তোমার হইবে।২৫

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—এই বলিয়া লোক-পালক ভগবান্ ধর্ম্ম অন্তর্ধান করিলেন। সুখসুপ্ত পুরুষের ন্যায় শ্রান্তিশূন্য পাণ্ডুনন্দনগণ সকলে সমবেতভাবে আশ্রমে প্রবেশ করিয়া উক্ত তপস্বী ব্রাহ্মণকে অরণীসহিত মন্থনকাষ্ঠটী দিলেন।২৬-২৭

ন চাপ্যধর্মে ন সুহৃদ্বিভেদনে
পরস্বহারে পরদারমর্শনে।
কদর্য্যভাবে ন রমেন্মনঃ সদা
নৃণাং সদাখ্যানমিদং বিজানতাম্ ॥২৯

এই যে পিতা ধর্মের সহিত পুত্র ধর্মরাজ যুধিষ্ঠিরের সমাগম ও কথোপকথন হইয়াছিল, ইহা যে মানুষ পাঠ করিবে, সে জিতেন্দ্রিয়, বিনয়ী ও পুত্রপৌত্রে সমন্বিত হইয়া শত বৎসর জীবিত থাকিবে।২৮

এই উপাখ্যানের কথা যাহারা সতত স্মরণ রাখিবে, তাহাদের মন কখনও অধর্মে, সুহৃদ্গণের বিভেদ সৃষ্টিতে, পরস্ত্রীহরণে, পরধনহরণে এবং কোনরূপ কদর্য্যভাবে প্রবৃত্ত হইবে না।২৯

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং আরণেয়পর্বণি নকুলাদি-জীবনাদিবরপ্রাপ্তৌ চতুর্দশাধিক-ত্রিশততমোঽধ্যায়ঃ ॥৩১৪

শ্রীমন্মহর্ষিবেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের বনপর্বান্তর্গত আরণেয়পর্বে নকুলপ্রভৃতির জীবনলাভাদি-বরপ্রাপ্তিবিষয়ক চতুর্দশাধিকত্রিশততম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।৩১৪

পঞ্চদশাধিকত্রিশততমোঽধ্যায়ঃ।

[অজ্ঞাতবাসায়ানুমতিং গৃহ্ণানায় শোকাকুলায় যুধিষ্ঠিরায় মহর্ষিধৌম্যস্য প্রবোধদানম্, ভীমসেনস্যোৎসাহদানম্, আশ্রমতো দূরং গত্বা পাণ্ডবানাং পরস্পরং পরামর্শায়োপবেশনঞ্চ।]

বৈশম্পায়ন উবাচ।
ধর্মেণ তেঽভ্যনুজ্ঞাতাঃ পাণ্ডবাঃ সত্যবিক্রমাঃ।
অজ্ঞাতবাসং বৎস্যন্তশ্ছন্না বর্ষং ত্রয়োদশম্ ॥
উপোপবিষ্টা বিদ্বাংসঃ সহিতাঃ সংশিতব্রতাঃ।
যে তদ্ভক্তা বসন্তি স্ম বনবাসে তপস্বিনঃ ॥২

তানব্রুবন্ মহাত্মানঃ স্থিতাঃ প্রাঞ্জলয়স্তদা।
অভ্যনুজ্ঞাপয়িষ্যন্তস্তং নিবাসং ধৃতব্রতাঃ ॥৩

বিদিতং ভবতাং সর্বং ধার্তরাষ্ট্রৈর্যথা বয়ম্।
ছদ্মনা হৃতরাজ্যাশ্চানয়াশ্চ বহুশঃ কৃতাঃ ॥৪

পঞ্চদশাধিকত্রিশততম অধ্যায়।

[অজ্ঞাতবাসের জন্য অনুমতি লইবার সময় শোকাকুল যুধিষ্ঠিরকে মহর্ষি ধৌম্যের প্রবোধদান, ভীমসেনের উৎসাহ প্রদান এবং আশ্রম হইতে দূরে যাইয়া পাণ্ডবগণের পরস্পর পরামর্শ।]

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—ধর্ম কর্তৃক এইভাবে অনুজ্ঞাত হইয়া সত্যবিক্রম পাণ্ডুনন্দনগণ ত্রয়োদশ বর্ষে অজ্ঞাতবাস করিবার ইচ্ছায় পরামর্শ করিবার জন্য সকলে একত্রে পাশাপাশি বসিলেন। তাঁহারা সকলেই উত্তমব্রতপালনকারী ও বিদ্বান্ ছিলেন। বনবাসে যে সকল তপস্বী ব্রাহ্মণ তাঁহাদিগকে ভালবাসিতেন ও শ্রদ্ধাবশতঃ তাঁহাদের সহিত বাস করিতেন, তাঁহাদের নিকট হইতে অজ্ঞাতবাসের অনুমতি গ্রহণ করিবার ইচ্ছায় ব্রতধারী মহাত্মা পাণ্ডবগণ তাঁহাদের সম্মুখে করযোড়ে দাঁড়াইলেন।১-৩

উষিতাশ্চ বনে কৃচ্ছ্রে বয়ং দ্বাদশ বৎসরান্।
অজ্ঞাতবাসসময়ং শেষং বর্ষং ত্রয়োদশম্ ॥৫

তদ্ বসামো বয়ং ছন্নাস্তদনুজ্ঞাতুমর্হথ।
সুযোধনশ্চ দুষ্টাত্মা কর্ণশ্চ সহসৌবলঃ ॥৬

জানন্তো বিষমং কুর্য্যুরস্মাস্বত্যন্তবৈরিণঃ।
যুক্তচারাশ্চ যুক্তাশ্চ পৌরস্য স্বজনস্য চ ॥৭

অপি নস্তদ্ ভবেদ্ ভূয়ো যদ্ বয়ং ব্রাহ্মণৈঃ সহ।
সমস্তাঃ স্বেষু রাষ্ট্রেষু স্বরাজ্যস্থা ভবেমহি ॥৮

বৈশম্পায়ন উবাচ।
ইত্যুক্ত্বা দুঃখশোকার্ত্তঃ শুচির্ধর্মসুতস্তদা।
সম্মূর্চ্ছিতোঽভবদ্ রাজা সাশ্রুকণ্ঠো যুধিষ্ঠিরঃ ॥৯

তমথাশ্বাসয়ন্ সর্বে ব্রাহ্মণা ভ্রাতৃভিঃ সহ।
অথ ধৌম্যোঽব্রবীদ্ বাক্যং মহার্থং নৃপতিং তদা ॥১০

রাজন্ বিদ্বান্ ভবান্ দান্তঃ সত্যসন্ধো জিতেন্দ্রিয়ঃ।
নৈবংবিধাঃ প্রমুহ্যন্তে নরাঃ কস্যাঞ্চিদাপদি ॥১১

দেবৈরপ্যাপদঃ প্রাপ্তাশ্ছন্নৈশ্চ বহুশস্তথা।
তত্র তত্র সপত্নানাং নিগ্রহার্থং মহাত্মভিঃ ॥১২

ইন্দ্রেণ নিষধান্ প্রাপ্য গিরিপ্রস্থাশ্রমে তদা।
ছন্নেনোষ্য কৃতং কর্ম দ্বিষতাঞ্চ বিনিগ্রহে ॥১৩

বিষ্ণুনাশ্বশিরঃ প্রাপ্য তথাদিত্যাং নিবৎস্যতা।
গর্ভে বধার্থং দৈত্যানামজ্ঞাতেনোষিতং চিরম্ ॥১৪

আপনারা সকলেই জানেন যে, ধৃতরাষ্ট্রপুত্রগণ কপট পাশার দ্বারা আমাদিগের রাজ্য হরণ করত আমাদিগকে বনে পাঠাইয়াছে এবং বহু প্রকার অন্যায় আচরণ আমাদের সহিত করিয়াছে।৪

আমাদের প্রতিজ্ঞাত তের বৎসরের মধ্যে বার বৎসর বনবাস আমাদের পূর্ণ হইয়াছে এবং এখন অজ্ঞাতবাসের অন্তিম ত্রয়োদশ বর্ষ উপস্থিত হইয়াছে।৫

আপনারা অনুজ্ঞা করুন, আমরা যেন প্রচ্ছন্নভাবে সেই অজ্ঞাতবাসের কাল কাটাইতে পারি। দুষ্টাত্মা দুর্য্যোধন, কর্ণ ও শকুনি আমাদের উপর অত্যন্ত শত্রুভাবাপন্ন। সুতরাং তাহারা যদি কোনপ্রকারে আমাদিগকে জানিতে পারে, তবে ভয়ানক অনর্থ হইবে। তাহারা সততই গুপ্তচরের দ্বারা আমাদের সহিত সম্বন্ধযুক্ত পুরবাসী ও গ্রামবাসীদের দ্বারা আমাদিগকে খুঁজিয়া বাহির করিতে সর্ব্বদাই চেষ্টা করিবে।৬-৭

আমাদের সামনে এমন দিন কি পুনরায় আসিবে, যেদিন আমরা নিজ-রাষ্ট্রে প্রতিষ্ঠিত হইয়া পুনরায় ব্রাহ্মণগণের সহিত একত্রে এইরূপে বাস করিতে পারিব ?৮

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—এই কথা বলিতে বলিতে শুদ্ধচিত্ত, ধর্ম্মনন্দন রাজা যুধিষ্ঠির দুঃখ ও শোকে আচ্ছন্ন হইয়া মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন। তখন তাঁহার নেত্র হইতে অশ্রু নির্গত হইতেছিল এবং উহাতে তাঁহার কণ্ঠ রুদ্ধ হইয়া পড়িয়াছিল।৯

তখন ভাইগণের সহিত সকল ব্রাহ্মণ রাজাকে আশ্বাস দিতে লাগিলেন। অনন্তর ধৌম্য মুনি রাজাকে গভীরার্থপূর্ণ এই বাক্য বলিতে লাগিলেন।১০

হে রাজন্! আপনি বিদ্বান, দমগুণসম্পন্ন, সত্যপ্রতিজ্ঞ ও জিতেন্দ্রিয়; আপনার মত পুরুষগণ বিপদে কোন প্রকারেই মুহ্যমান হন না।১১

মহাত্মা দেবতাগণও বহুপ্রকার আপদে

প্রাপ্য বামনরূপেণ প্রচ্ছন্নং ব্রহ্মরূপিণা ।
বলের্যথা হৃতং রাজ্যং বিক্রমৈস্তচ্চ তে শ্রুতম্ ॥১৫

হুতাশনেন যচ্চাপঃ প্রবিশ্যচ্ছন্নমাসতা ।
বিবুধানাং কৃতং কর্ম তচ্চ সর্বং শ্রুতং ত্বয়া ॥১৬

প্রচ্ছন্নং চাপি ধর্মজ্ঞ হরিণারিবিনিগ্রহে ।
বজ্রং প্রবিশ্য শক্রস্য যৎ কৃতং তচ্চ তে শ্রুতম্ ॥১৭

ঔর্বেণ বসতা ছন্নমূরৌ ব্রহ্মর্ষিণা তদা ।
যৎ কৃতং তাত দেবেষু কর্ম তত্তেঽনঘ শ্রুতম্ ॥১৮

এবং বিবস্বতা তাত ছন্নেনোত্তমতেজসা ।
নির্দগ্ধাঃ শাত্রবাঃ সর্বে বসতা ভুবি সর্বশঃ ॥১৯

পড়িয়াছেন, শত্রুর নিধনের জন্য তাঁহারাও বহুবার প্রচ্ছন্নভাবে থাকিয়া বহু কষ্ট পাইয়াছেন ।১২

ইন্দ্রও শত্রুগণের দমনের জন্য গুরুরূপে নিষধ-দেশে গিয়া গিরিপ্রস্থাশ্রমে প্রচ্ছন্নভাবে থাকিয়া নিজ কার্য্য উদ্ধার করিয়াছেন ।১৩

ভগবান্ বিষ্ণুও দৈত্যের বধের জন্য হয়গ্রীব-রূপ ধারণ করত অদিতির গর্ভে অজ্ঞাতভাবে দীর্ঘকাল অবস্থান করিয়াছিলেন ।১৪

বিপ্রবেশে বামনরূপে প্রচ্ছন্ন থাকিয়া বিষ্ণু যেভাবে তিন পদপ্রক্ষেপণ করত বলি রাজ্য হরণ করিয়াছিলেন, তাহা তো আপনি শুনিয়াছেন ।১৫

অগ্নিও প্রচ্ছন্নরূপে জলে প্রবেশ করিয়া যে-ভাবে দেবগণের কার্য্য সাধন করিয়াছিলেন, তাহাও আপনি শুনিয়াছেন ।১৬

। ইন্দ্র কর্তৃক বৃত্রবধের সময় প্রচ্ছন্নভাবে বজ্রের মধ্যে প্রবেশ করিয়া বৃত্র-বধরূপ কার্য্য সাধন করিয়াছেন, তাহাও আপনি শুনিয়াছেন ।১৭

বিষ্ণুনা বসতা চাপি গৃহে দশরথস্য বৈ ।
দশগ্রীবো হতচ্ছন্নং সংযুগে ভীমকর্মণা ॥২০

এবমেব মহাত্মানঃ প্রচ্ছন্নাস্তত্র তত্র হ ।
অজয়ন্ শাত্রবান্ যুদ্ধে তথা ত্বমপি জেষ্যসি ॥২১

তথা ধৌম্যেন ধর্মজ্ঞো বাক্যৈঃ সম্পরিতোষিতঃ ।
শাস্ত্রবুদ্ধ্যা স্ববুদ্ধ্যা চ ন চচাল যুধিষ্ঠিরঃ ॥২২

অথাব্রবীন্মহাবাহুর্ভীমসেনো মহাবলঃ ।
রাজানং বলিনাং শ্রেষ্ঠো গিরা সম্পরিহর্ষয়ন্ ॥২৩

অবেক্ষয়া মহারাজ তব গাণ্ডীবধন্বনা ।
ধর্মানুগতয়া বুদ্ধ্যা ন কিঞ্চিৎ সাহসং কৃতম্ ॥২৪

হে তাত ! হে নিষ্পাপ যুধিষ্ঠির ! আপনি ইহাও শুনিয়াছেন, ঔর্ব মুনি মাতার উরুমধ্যে প্রচ্ছন্নভাবে অবস্থান করিয়া কিভাবে দেবকার্য্য সাধন করিয়াছিলেন ।১৮

তাত ! এইরূপে মহাতেজস্বী সূর্য্যও পৃথিবীর মধ্যে প্রচ্ছন্নরূপে অবস্থান করিয়া সকল শত্রুকে দগ্ধ করিয়াছিলেন ।১৯

ভয়ঙ্করপরাক্রমী বিষ্ণু শ্রীরামরূপে দশরথের গৃহে প্রচ্ছন্নভাবে অবস্থান করত যুদ্ধে দশাননকে বধ করিয়াছিলেন ।২০

এইভাবে কত মহাত্মা বীরপুরুষগণ সেই সেই স্থানে প্রচ্ছন্নভাবে থাকিয়া যুদ্ধে শত্রুগণকে জয় করিয়াছিলেন। আপনিও এইরূপে শত্রু-গণকে জয় করিবেন ।২১

এইপ্রকারে ধৌম্যকর্তৃক কৃত গভীরার্থপূর্ণ উপদেশে ধর্ম্মজ্ঞ যুধিষ্ঠির পরিতোষ লাভ করিলেন এবং নিজ বুদ্ধির দ্বারা ও শাস্ত্রজ্ঞান দ্বারা নিজেকে সংযত করিয়া আর বিচলিত হইলেন না ।২২

সহদেবো ময়া নিত্যং নকুলশ্চ নিবারিতৌ।
শক্তৌ বিধ্বংসনে তেষাং শত্রূণাং ভীমবিক্রমৌ ॥২৫

ন বয়ং তৎ প্রহাস্যামো যস্মিন্ যোক্ষ্যতি নো ভবান্।
ভবান্ বিধত্তাং তৎ সর্বং ক্ষিপ্রং জেষ্যামহে রিপূন্॥২৬

ইত্যুক্তে ভীমসেনেন ব্রাহ্মণাঃ পরমাশিষা।
উক্ত্বা চাপৃচ্ছ্য ভরতান্যথা স্বান্ স্বান্ যযুর্গৃহান্ ॥২৭

সর্বে বেদবিদো মুখ্যা যতয়ো মুনয়স্তথা।
আসেদুস্তে যথান্যায়ং পুনর্দর্শনকাঙ্ক্ষয়া ॥১৮

সহ ধৌম্যেন বিদ্বাংসস্তথা পঞ্চ চ পাণ্ডবাঃ।
উত্থায় প্রযযুর্বীরাঃ কৃষ্ণামাদায় ধন্বিনঃ ॥২৯

ক্রোশমাত্রমুপাগম্য তস্মাদ্ দেশান্নিমিত্ততঃ।
শোভূতে মনুজব্যাঘ্রাশ্ছন্নবাসার্থমুদ্যতাঃ ॥৩০

পৃথক্শাস্ত্রবিদঃ সর্বে সর্বে মন্ত্রবিশারদাঃ।
সন্ধিবিগ্রহকালজ্ঞা মন্ত্রায় সমুপাবিশন্ ॥৩১

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং বনপর্বণি আরণেয়পর্বণি অজ্ঞাতবাসমন্ত্রণে পঞ্চদশাধিক-ত্রিশততমোঽধ্যায়ঃ ॥৩১৫

অনন্তর বলবান্দিগের মধ্যে শ্রেষ্ঠ, মহাবলী, মহাবাহু ভীমসেন নিজ বাক্যের দ্বারা রাজা যুধিষ্ঠিরকে আনন্দিত করিয়া বলিলেন।২৩.

হে মহারাজ! তোমার মুখের দিকে চাহিয়াই গাণ্ডীবধন্বা অর্জ্জুন ধর্ম্মানুগতবুদ্ধিবশতঃ কোন সাহসের কাজ করে নাই।২৪

শত্রুগণের বিনাশে সমর্থ ভীমবিক্রমশালী এই সহদেব ও নকুলও আমার দ্বারা নিবারিত হইয়া কোন সাহসিক কাজ করে নাই।২৫

আপনি আমাদিগকে যে কাজে লাগাইবেন, আমরা পূর্ণ না করিয়া নিবৃত্ত হইব না। আপনি যুদ্ধের সকল ব্যবস্থা করুন, আমরা শত্রুদিগকে জয় করিয়া দিব।২৬

ভীমসেন এই কথা বলিলে ব্রাহ্মণগণ ভরত-শ্রেষ্ঠগণকে আশীর্ব্বাদ করত তাঁহাদের নিকট বিদায় গ্রহণ করিয়া স্ব স্ব স্থানে চলিয়া গেলেন।২৭

বেদবিদ্ ব্রাহ্মণবৃন্দ প্রধান প্রধান সন্ন্যাসিগণ ও মুনিগণ—সকলেই রাজা যুধিষ্ঠিরের সহিত পুনর্মিলনের ইচ্ছা রাখিয়া নিজ নিজ স্থানে গমন করিলেন।২৮

অনন্তর বিদ্বান্ ও বীর পঞ্চ পাণ্ডব ধৌম্য মুনি এবং কৃষ্ণাকে সঙ্গে করিয়া ধনু ধারণ করত সে স্থান হইতে উঠিয়া গেলেন।২৯

কোন কারণবশতঃ সেই দেশ হইতে এক ক্রোশ দূরে গমন করত শাস্ত্রজ্ঞ, মন্ত্রণানিপুণ, নরশ্রেষ্ঠ পাণ্ডবগণ আগামীকল্য কর্ত্তব্য অজ্ঞাত-বাসের জন্য উদ্যুক্ত হইয়া গোপনীয় মন্ত্রণা করিতে লাগিলেন। তাঁহারা সকলেই নিজ নিজ শাস্ত্র-জ্ঞান, মন্ত্রণানৈপুণ্য এবং সন্ধি ও বিগ্রহকাল সম্বন্ধে নিজ নিজ অভিজ্ঞতার প্রয়োগ করত মন্ত্রণায় প্রবৃত্ত হইলেন।৩০-৩১

শ্রীমন্মহর্ষিবেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের বনপর্ব্বান্তর্গত আরণেয়পর্ব্বে অজ্ঞাতবাসমন্ত্রণাবিষয়ক পঞ্চদশাধিকত্রিশততম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।৩১৫

বনপর্ব্ব সম্পূর্ণম্

বনপর্ব্ব-শ্রবণমহিমা

ইদমারণ্যকং শ্রুত্বা মহাপাপৈঃ প্রমুচ্যতে।
অধনো ধনমাপ্নোতি পুত্র-পৌত্রসমন্বিতঃ ॥১

যং যং প্রার্থয়তে কামং তং তং প্রাপ্নোত্যসংশয়ম্
নারী বা পুরুষো বাপি শুচিঃ প্রযতমানসঃ ॥২

আরণ্যকে শ্রুতেঽধীতে ব্রাহ্মণান্ পায়সাদিভিঃ।
ভোজয়েদ্ বস্ত্র-গো-স্বর্ণদানৈ রত্নৈঃ প্রপূজিতান্ ॥৩

ব্রাহ্মণেষু চ তুষ্টেষু সন্তুষ্টাঃ পাণ্ডুনন্দনাঃ।
ব্রহ্মা বিষ্ণুস্তথা রুদ্রঃ শক্রো দেবগণাস্তথা ॥৪

ভূতানি মুনয়ো দেব্যস্তথা পিতৃগণাশ্চ যে।
বাচকং পূজয়েচ্ছক্ত্যা বস্ত্রাদ্যৈঃ স্বর্ণভূষণৈঃ ॥৫

বিশেষতস্তু কপিলা দেয়া তু জয়পাঠকে।
কাংস্যদোহা রৌপ্যখুরা স্বর্ণশৃঙ্গী সভূষণা।
পাণ্ডূনাং পরিতোষার্থং দদ্যাদন্নং দ্বিজাতয়ে ॥৬

আরণ্যকাখ্যমাখ্যানং শৃণুয়াদ্ যো নরোত্তমঃ।
স সর্বকামমাপ্নোতি পুনঃ স্বর্গতিমাপ্নুয়াৎ ॥৭

মহাভারতের এই বনপর্ব্ব শ্রবণ করিয়া মানুষ মহাপাপ হইতে মুক্ত হয় ও নির্ধন পুরুষ ধন লাভ করত পুত্র পৌত্রাদির সহিত সুখ ভোগ করে।১

নারীই হউক অথবা পুরুষই হউক, সংযত-মনে শুচিতা সহকারে ইহা শ্রবণ করত ব্রাহ্মণ-গণকে বস্ত্র, গো, সুবর্ণ ও রত্ন প্রভৃতির দ্বারা পূজা করিয়া পায়সাদির দ্বারা ভোজন করাইলে সর্ব্বাভীষ্ট প্রাপ্ত হয়।২-৩

ব্রাহ্মণগণ সন্তুষ্ট হইলে পাণ্ডুনন্দনগণ সন্তুষ্ট হন এবং ব্রহ্মা, বিষ্ণু, রুদ্র, ইন্দ্র প্রভৃতি দেববৃন্দ, মুনিগণ এবং পিতৃপুরুষগণও সন্তোষ লাভ করেন। যে বনপর্ব্ব পাঠ করিয়া শুনাইবে, তাহাকে বস্ত্র, অন্ন, স্বর্ণালঙ্কার প্রভৃতির দ্বারা যথাশক্তি পূজা করিবে।৪-৫

জয়শাস্ত্রের (মহাভারত, গীতা, চণ্ডী প্রভৃতি) পাঠককে কাংস্য দোহনপাত্রের সহিত স্বর্ণ শৃঙ্গী সভূষণা কপিলা গাভীদান করিবে এবং পাণ্ডবগণের পরিতোষের জন্য ব্রাহ্মণগণকে ভোজন করাইবে।৬

এই আরণ্যক পর্ব্ব যে শ্রদ্ধার সহিত শ্রবণ করে, সে ইহলোকে সর্ব্বাভীষ্ট ফল লাভ করিয়া মৃত্যুর পর স্বর্গে গমন করে।৭

বনপর্ব্ব সমাপ্ত

শ্রীশ্রীঠাকুরশ্রীমৎসীতারামদাসওঙ্কারনাথপ্রবর্ত্তিত-

আর্য্যশাস্ত্রে

মহাভারতম্

শ্রীহেমন্তকুমারতর্কতীর্থকৃতবঙ্গভাষানুবাদসহিতম্।

বিরাটপর্ব্ব।

শ্রীহরিঃ

শ্রীগণেশায় নমঃ

শ্রীবেদব্যাসায় নমঃ

মহাভারতম্

বিরাটপর্ব্ব

(পাণ্ডবপ্রবেশপর্ব্ব।)

প্রথমোঽধ্যায়ঃ।

[বিরাটনগরে অজ্ঞাতবাসাভিলাষিণাং পাণ্ডবানাং রহসি গুপ্তমন্ত্রণা, যুধিষ্ঠিরস্য নিজভাবিকার্য্যক্রমস্যাভাসদানঞ্চ।]

নারায়ণং নমস্কৃত্য নরং চৈব নরোত্তমম্।
দেবীং সরস্বতীং ব্যাসং ততো জয়মুদীরয়েৎ ॥১

জনমেজয় উবাচ।

কথং বিরাটনগরে মম পূর্ব্বপিতামহাঃ।
অজ্ঞাতবাসমুষিতা দুর্য্যোধনভয়ার্দ্দিতাঃ ॥২
পতিব্রতা মহাভাগা সততং ব্রহ্মবাদিনী।
দ্রৌপদী চ কথং ব্রহ্মন্নজ্ঞাতা দুঃখিতাবসৎ ॥৩

বৈশম্পায়ন উবাচ।

যথা বিরাটনগরে তব পূর্ব্বপিতামহাঃ।
অজ্ঞাতবাসমুষিতাস্তচ্ছৃণুষ নরাধিপ ॥৪
তথা স তু বরাঁল্লব্ধ্বা ধর্ম্মো ধর্ম্মভৃতাং বরঃ।
গত্বাশ্রমং ব্রাহ্মণেভ্য আচখ্যৌ সর্ব্বমেব তৎ ॥৫
কথয়িত্বা তু তৎ সর্ব্বং ব্রাহ্মণেভ্যো যুধিষ্ঠিরঃ।
অরণীসহিতং তস্মৈ ব্রাহ্মণায় ন্যবেদয়ৎ ॥৬
ততো যুধিষ্ঠিরো রাজা ধর্ম্মপুত্ত্রো মহামনাঃ।
সংনিবর্ত্ত্যানুজান্ সর্ব্বানিতি হোবাচ ভারত ॥৭
দ্বাদশেমানি বর্ষাণি রাজ্যবিপ্রোষিতা বয়ম্।
ত্রয়োদশোঽয়ং সম্প্রাপ্তঃ কৃচ্ছ্রাৎ পরমদুর্ব্বসঃ ॥৮
স সাধু কৌন্তেয় ইতো বাসমর্জ্জুন রোচয়।
সংবৎসরমিমং যত্র বসেমাবিদিতাঃ পরৈঃ ॥৯

বিরাটপর্ব্ব

(পাণ্ডবপ্রবেশ পর্ব্ব।)

প্রথম অধ্যায়।

[বিরাটনগরে অজ্ঞাতবাসাভিলাষী পাণ্ডবগণের নির্জ্জনে গুপ্ত-মন্ত্রণা এবং যুধিষ্ঠিরকর্ত্তৃক স্বকীয় ভবিষ্যৎ কার্য্যক্রমের আভাসদান।]

নরোত্তম নর, নারায়ণ, দেবী সরস্বতী ও ব্যাসদেবকে প্রণাম করিয়া পুরাণাদি জয়শাস্ত্র পাঠ আরম্ভ করিবে।১

জনমেজয় বলিলেন,—মহর্ষি! আমার প্রপিতামহ পাণ্ডবগণ দুর্য্যোধনের ভয়ে কাতর হইয়া কি প্রকারে বিরাটরাজার রাজধানীতে অজ্ঞাতবাস করিয়াছিলেন? ব্রহ্মন্! পতিব্রতা, ভাগ্যবতী, সর্ব্বদা কৃষ্ণপরায়ণা দ্রৌপদীই বা দুঃখিত হইয়া কি প্রকারে সকলের অজ্ঞাত থাকিয়া বাস করিতে সমর্থা হইয়াছিলেন?২-৩

বৈশম্পায়ন কহিলেন,—রাজন্! আপনার প্রপিতামহগণ বিরাটরাজার রাজধানীতে যেভাবে অজ্ঞাতবাস করিয়াছিলেন, তাহা শ্রবণ করুন।৪
ধার্ম্মিকপ্রবর ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির (বনপর্ব্বশেষে বর্ণিত) সেইপ্রকার বর লাভ করিয়া আশ্রমে গমনপূর্ব্বক

অর্জ্জুন উবাচ।

তস্যৈব বরদানেন ধর্ম্মস্য মনুজাধিপ।
অজ্ঞাতা বিচরিষ্যামো নরাণাং নাত্র সংশয়ঃ ॥১০
তত্র বাসায় রাষ্ট্রাণি কীর্ত্তয়িষ্যামি কানিচিৎ।
রমণীয়াণি গুপ্তানি তেষাং কিঞ্চিৎ স্ম রোচয় ॥১১
সন্তি রম্যা জনপদা বহ্বন্নাঃ পরিতঃ কুরূন্।
পাঞ্চালাশ্চেদি-মৎস্যাশ্চ শূরসেনাঃ পটচ্চরাঃ ॥১২
দশার্ণা নবরাষ্ট্রাশ্চ মল্লাঃ শাল্বা যুগন্ধরাঃ।
কুন্তিরাষ্ট্রঞ্চ বিপুলং সুরাষ্ট্রাবন্তয়স্তথা ॥১৩
এতেষাং কতমো রাজন্ নিবাসস্তব রোচতে।
যত্র বৎস্যামহে রাজন্ সংবৎসরমিমং বয়ম্ ॥১৪

ব্রাহ্মণগণের নিকট সেই সমস্ত বৃত্তান্ত বর্ণনা করিলেন।৫ যুধিষ্ঠির ব্রাহ্মণগণের নিকট সেই সমস্ত বৃত্তান্ত বলিয়া, (হরিণ যাঁহার অরণিমন্থ লইয়া গিয়াছিল) সেই ব্রাহ্মণকে সেই অরণিমন্থ প্রদান করিলেন।৬ তাহার পর ধর্ম্মপুত্র মনস্বী রাজা যুধিষ্ঠির সমস্ত কনিষ্ঠ ভ্রাতৃবর্গকে স্বাভিমুখী করিয়া এই কথা বলিলেন।৭ আমরা এই দ্বাদশ বৎসর রাজ্য হইতে প্রবাসী হইয়াছি। এখন এই ত্রয়োদশ বর্ষ উপস্থিত,—যাহাতে কষ্ট করিয়া কঠিনতার সম্মুখীন হওত অত্যন্ত গুপ্তরূপে বাস করিতে হইবে।৮ হে অর্জ্জুন! তুমি অভিজ্ঞ, স্বেচ্ছামত এইরূপ স্থানে অবস্থানের অভিপ্রায় কর,—যেখানে আমরা এই বৎসরটি অন্যের অজ্ঞাত হইয়া বাস করিতে পারি।৯

অর্জ্জুন বলিলেন,—রাজন্! সেই ধর্ম্মদেবেরই বরপ্রভাবে আমরা মানুষের অজ্ঞাত থাকিয়া বিচরণ করিতে পারিব, এবিষয়ে কোন সন্দেহই নাই। তথায় বাস করিবার নিমিত্ত আমি কয়েকটি রমণীয় ও সুরক্ষিত রাষ্ট্রের নাম করিব, আপনি সেগুলির মধ্যে কোন একটি রাষ্ট্র মনোনীত করুন।১০-১১

যুধিষ্ঠির উবাচ।

শ্রুতমেতন্মহাবাহো যথা স ভগবান্ প্রভুঃ।
অব্রবীৎ সর্ব্বভূতেশস্তৎ তথা ন তদন্যথা ॥১৫
অবশ্যং ত্বেব বাসার্থং রমণীয়ং শিবং সুখম্।
সম্মন্ত্র্য সহিতৈঃ সর্ব্বৈর্বস্তব্যমকুতোভয়ৈঃ ॥১৬
মৎস্যো বিরাটো বলবানভিরক্ষোঽথ পাণ্ডবান্।
ধর্ম্মশীলো বদান্যশ্চ বৃদ্ধশ্চ সততং প্রিয়ঃ ॥১৭
বিরাটনগরে তাত সংবৎসরমিমং বয়ম্।
কুর্ব্বন্তস্তস্য কর্ম্মাণি বিহরিষ্যাম ভারত ॥১৮
যানি যানি চ কর্ম্মাণি তস্য বক্ষ্যামহে বয়ম্।
আসাদ্য মৎস্যং তৎ কর্ম্ম প্রব্রূত কুরুনন্দন ॥১৯

কুরুদেশের চারিদিকে প্রচুর খাদ্যসমৃদ্ধ, রমণীয় বহু জনপদ আছে—পাঞ্চাল, চেদি, মৎস্য, শূরসেন, পটচ্চর, দশার্ণ, নবরাষ্ট্র, মল্ল, শাল্ব, যুগন্ধর, বিস্তীর্ণ কুন্তিরাষ্ট্র, সুরাষ্ট্র ও অবন্তী। এগুলির মধ্যে কোন্ দেশটি বাসস্থানরূপে আপনার রুচিকর হয়—যেখানে আমরা এই বৎসরটি 'বাস করিব?১২-১৪

যুধিষ্ঠির বলিলেন,—হে মহাবাহো! সর্ব্বভূত-নিয়ন্তা প্রভাবশালী ভগবান্ ধর্ম্ম যাহা বলিয়াছিলেন তাহা শুনিয়াছি, তাহা সত্যই হইবে, তাহার অন্যথা হইবে না।১৫ তথাপি বাসের জন্য অবশ্যই আমাদিগকে কোন সুন্দর, মঙ্গলময় ও সুখকর দেশ উত্তমরূপে আলোচনা করিয়া স্থির করত নির্ভয় হইয়া সকলকে সম্মিলিতভাবে সেখানে বাস করিতে হইবে।১৬ মৎস্যরাজ বিরাট বলবান্, ধার্ম্মিক, দাতা, বৃদ্ধ, সর্ব্বদা প্রিয়কারী ও পাণ্ডবগণের অনুরক্ত।১৭ বৎস! আমরা এই বৎসরটি বিরাটরাজার রাজধানীতে তাঁহার কার্য্য করিয়া বিচরণ করিব।১৮ মৎস্যদেশে উপস্থিত হইয়া তাঁহার যে যে কর্ম্মভার আমরা বহন করিব, তাহা তোমরা আলোচনা করত বল।১৯

অর্জুন উবাচ।
নরদেব কথং তস্য রাষ্ট্রে কর্ম করিষ্যসি।
বিরাটনগরে সাধো রংস্যসে কেন কর্মণা ॥২০
মৃদুর্বদান্যো হ্রীমাংশ্চ ধার্মিকঃ সত্যবিক্রমঃ।
রাজংস্ত্বমাপদাকৃষ্টঃ কিং করিষ্যসি পাণ্ডব ॥২১

ন দুঃখমুচিতং কিঞ্চিদ্ রাজন্ বেদ যথা জনঃ।
স ইমামাপদং প্রাপ্য কথং ঘোরাং তরিষ্যসি ॥২২
যুধিষ্ঠির উবাচ।
শৃণুধ্বং যৎ করিষ্যামি কর্ম বৈ কুরুনন্দনাঃ।
বিরাটমনুসম্প্রাপ্য রাজানং পুরুষর্ষভাঃ ॥২৩
সভাস্তারো ভবিষ্যামি তস্য রাজ্ঞো মহাত্মনঃ।
কঙ্কো নাম দ্বিজো ভূত্বা মতাক্ষঃ প্রিয়দেবনঃ ॥২৪

বৈদূর্য্যান্ কাঞ্চনান্ দান্তান্ ফলৈর্জ্যোতীরসৈঃ সহ।
কৃষ্ণাঁল্লোহিতবর্ণাংশ্চ নিবর্ৎস্যামি মনোরমান্ ॥২৫

বিরাটরাজং রময়ন্ সামাত্যং সহবান্ধবম্।
ন চ মাং বেৎস্যতে কশ্চিৎ তোষয়িষ্যে চ তং নৃপম্ ॥২৬
আসং যুধিষ্ঠিরস্যাহং পুরা প্রাণসমঃ সখা।
ইতি বক্ষ্যামি রাজানং যদি মাং সোঽনুযোক্ষ্যতে ॥২৭

ইত্যেতদ্ বো ময়াখ্যাতং বিহরিষ্যাম্যহং যথা।
(বৈশম্পায়ন উবাচ।
এবং নির্দিশ্য চাত্মানং ভীমসেনমুবাচ হ ॥

উবাচ।
ভীমসেন কথং কর্ম মাৎস্যরাষ্ট্রে করিষ্যসি।

হত্বা ক্রোধবশাংস্তত্র পর্বতে গন্ধমাদনে ॥
যক্ষান্ ক্রোধাভিতাম্রাক্ষান্ রাক্ষসাংশ্চাপি পৌরুষান্
প্রাদাঃ পাঞ্চালকন্যায়ৈ পদ্মানি সুবহূন্যপি ॥

অর্জুন বলিলেন,—রাজন্! তাঁহার রাজ্যে আপনি কি প্রকারে কার্য্য করিবেন? বিরাটনগরে আপনি কোন্ কার্য্যের দ্বারা সন্তুষ্ট হইবেন?২০ হে রাজন্! আপনার প্রকৃতি কোমল আপনি দাতা, লজ্জাশীল, ধার্ম্মিক ও যথার্থ বিক্রমশালী। পাণ্ডুসুত! তথাপি আপদে আকৃষ্ট হইয়া আপনি কি কার্য্য করিবেন?২১ রাজন্! সাধারণ লোকের ন্যায় কোন দুঃখ আপনার অভ্যস্ত নহে; সেই আপনি এই ঘোর বিপদ প্রাপ্ত হইয়া কিভাবে উত্তীর্ণ হইবেন?২২

যুধিষ্ঠির বলিলেন,—হে পুরুষশ্রেষ্ঠ কুরুনন্দনগণ! বিরাটরাজার আশ্রয় গ্রহণ করিয়া আমি যে কার্য্য করিব, তাহা তোমরা শ্রবণ কর।২৩ আমি অক্ষক্রীড়াভিজ্ঞ দ্যূতপ্রিয় 'কঙ্ক'-নামক ব্রাহ্মণ হইয়া সেই মনস্বী বিরাটরাজার সভাসদ্ হইব।২৪ বিরাটরাজা এবং তাঁহার অমাত্য ও বন্ধুবর্গের প্রীতি-উৎপাদনার্থে কাঞ্চন, বৈদূর্য্যমণি, হস্তিদন্ত ও কাষ্ঠনির্ম্মিত শ্বেত, পীত, কৃষ্ণ ও লোহিত—এই চারিবর্ণের মনোরম গুটিকাসকল চালাইব। কেহ আমাকে জানিতে পারিবে না এবং আমি সেই রাজাকে সন্তুষ্ট করিব।২৫-২৬ যদি তিনি আমাকে প্রশ্ন করেন, তবে আমি সেই রাজাকে বলিব যে, আমি পূর্ব্বে যুধিষ্ঠিরের প্রাণপ্রতিম সখা ছিলাম।২৭ আমি যেভাবে বিচরণ করিব, তাহা এই তোমাদের নিকট বলিলাম। (বৈশম্পায়ন বলিলেন,—এইভাবে নিজেকে নির্দ্দেশ করিয়া ভীমসেনকে বলিলেন। যুধিষ্ঠির বলিলেন,—ভীম! তুমি কি প্রকারে বিরাটরাজার রাজ্যে কর্ম্ম করিবে? সেই গন্ধমাদন পর্ব্বতে ক্রোধবশীভূত, ক্রোধে আরক্তলোচন, অতি পৌরুষশালী রাক্ষস ও যক্ষদিগকে হত্যা করিয়া দ্রৌপদীকে তুমি বহু পদ্ম প্রদান করিয়াছিলে। হে অরিন্দম! হে কৌন্তেয়! ভয়াবহ নরখাদক রাক্ষসরাজ 'বক'কে

বকং রাক্ষসরাজানং ভীষণং পুরুষাদকম্।
জঘিবানসি কৌন্তেয় ব্রাহ্মণার্থমরিন্দম ॥

ক্ষেমা চাভয়সংবীতা হ্যেকচক্রা ত্বয়া কৃতা ॥
হিড়িম্বঞ্চ মহাবীর্য্যং কির্ম্মীরং চৈব রাক্ষসম্।
ত্বয়া হত্বা মহাবাহো বনং নিষ্কণ্টকং কৃতম্ ॥
আপদং চাপি সম্প্রাপ্তা দ্রৌপদী চারুহাসিনী।
জটাসুরবধং কৃত্বা ত্বয়া চ পরিমোক্ষিতা ॥
মৎস্যরাজান্তিকে তাত বীর্য্যপূর্ণোঽত্যমর্ষণঃ।)
বৃকোদর বিরাটে ত্বং রংস্যসে কেন হেতুনা ॥২৮

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং বিরাটপর্ব্বণি পাণ্ডবপ্রবেশপর্ব্বণি যুধিষ্ঠিরাদিমন্ত্রণে প্রথমোঽধ্যায়ঃ ॥১

তুমি ব্রাহ্মণের জন্য হত্যা করিয়াছ। একচক্রা নগরীকে তুমি কল্যাণময় ও অভয়মণ্ডিত করিয়াছ। হে মহাবাহো! তুমি মহাবীর হিড়িম্ব ও কির্ম্মীর-নামক রাক্ষসকে বধ করিয়া কাননকে নিষ্কণ্টক করিয়াছ, তুমি জটাসুরকে বধ করিয়া বিপদে পতিতা চারুহাসিনী দ্রৌপদীকে বিপন্মুক্ত করিয়াছ। হে বৎস! তুমি বীরত্বে পরিপূর্ণ ও অতি ক্রোধী।) হে বৃকোদর! মৎস্যরাজ বিরাটের নিকটে তুমি কোন কর্ম করিয়া সুখে কালাতিপাত করিবে?২৮

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের বিরাটপর্ব্বান্তর্গত পাণ্ডবপ্রবেশপর্ব্বে যুধিষ্ঠিরাদির মন্ত্রণাবিষয়ক প্রথম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।১

দ্বিতীয়োঽধ্যায়ঃ।

[ভীমার্জুনাভ্যাং বিরাটনগরে নিজ-নিজকরণীয়কার্য্যস্যোল্লেখঃ।]

ভীমসেন উবাচ।

পৌরোগবো ব্রুবাণোঽহং বল্লবো নাম ভারত।
উপস্থাস্যামি রাজানং বিরাটমিতি মে মতিঃ ॥১
সূপানস্য করিষ্যামি কুশলোঽস্মি মহানসে।
কৃতপূর্ব্বাণি যান্যস্য ব্যঞ্জনানি সুশিক্ষিতৈঃ ॥২
তান্যপ্যভিভবিষ্যামি প্রীতিং সংজনয়ন্নহম্।
আহরিষ্যামি দারূণাং নিচয়ান্ মহতোঽপি চ ॥৩

যৎ প্রেক্ষ্য বিপুলং কর্ম রাজা সংযোক্ষ্যতে স মাম্।
অমানুষাণি কুর্ব্বাণস্তানি কর্মাণি ভারত ॥৪

দ্বিতীয় অধ্যায়

[ভীম ও অর্জ্জুন কর্তৃক বিরাট নগরে নিজ নিজ করণীয় কার্য্যের উল্লেখ।]

ভীমসেন বলিলেন,—হে ভরতনন্দন! আমি 'বল্লব' নামক পাকশালাধ্যক্ষ বলিয়া বিরাট রাজার নিকট উপস্থিত হইব—ইহাই আমার অভিপ্রায়।১ আমি পাকশালার কার্য্যে দক্ষ, সুতরাং বিরাটরাজার সূপকার হইব। সুশিক্ষিত পাচকেরা পূর্ব্বে ইঁহার যে সমস্ত ব্যঞ্জন প্রস্তুত করিয়া দিয়াছে, আমি উঁহার প্রীতি উৎপাদন করিয়া সেইগুলিকে নিকৃষ্ট প্রমাণ করিব এবং আমি বড় বড় কাষ্ঠরাশি আহরণ করিয়া আনিব, যে বিপুল কার্য্য দেখিয়া রাজা আমাকে কার্য্যভার দিবেন। হে ভরতনন্দন! আমি তাদৃশ কার্য্য করিব যাহা মানুষের অসাধ্য।২-৪

রাজ্ঞস্তস্ত পরে প্রেষ্যা মংস্যন্তে মাং যথা নৃপম্।
ভক্ষ্যান্নরসপানানাং ভবিষ্যামি তথেশ্বরঃ ॥৫

দ্বিপা বা বলিনো রাজন্ বৃষভা বা মহাবলাঃ।
বিনিগ্রাহ্যা যদি ময়া নিগ্রহীষ্যামি তানপি ॥৬

যে চ কেচিন্নিয়োৎস্যন্তি সমাজেষু নিযোধকাঃ।
তানহং তে নিযোৎস্যামি রতিং তস্য বিবর্দ্ধনম্ ॥৭

ন ত্বেতান্ যুধ্যমানান্ বৈ হনিষ্যামি কথঞ্চন।
তথৈতান্ পাতয়িষ্যামি যথা যাস্যন্তি ন ক্ষয়ম্ ॥৮

আরালিকো গোবিকর্ত্তা সূপকর্ত্তা নিযোধকঃ।
আসং যুধিষ্ঠিরস্যাহমিতি বক্ষ্যামি পৃচ্ছতঃ ॥৯

আত্মানমাত্মনা রক্ষংশ্চরিষ্যামি বিশাম্পতে।
ইত্যেতৎ প্রতিজানামি বিহরিষ্যাম্যহং যথা ॥১০

যুধিষ্ঠির উবাচ।

যমগ্নির্ব্রাহ্মণো ভূত্বা সমাগচ্ছন্নৃণাং বরম্।
দিধক্ষুঃ খাণ্ডবং দাবং দাশার্হসহিতং পুরা ॥১১

মহাবলং মহাবাহুমজিতং কুরুনন্দনম্।
সোঽয়ং কিং কর্ম্ম কৌন্তেয়ঃ করিষ্যতি ধনঞ্জয়ঃ ॥১২

যোঽয়মাসাদ্য তং দাবং তর্পয়ামাস পাবকম্।
বিজিত্যৈকরথেনেন্দ্রং হত্বা পন্নগ-রাক্ষসান্ ॥১৩

বাসুকেঃ সর্পরাজস্য স্বসারং হৃতবাংশ্চ যঃ।
শ্রেষ্ঠো যঃ প্রতিযোধানাং সোঽর্জ্জুনঃ কিং করিষ্যতি ॥১৪

সূর্য্যঃ প্রতপতাং শ্রেষ্ঠো দ্বিপদাং ব্রাহ্মণো বরঃ।
আশীবিষশ্চ সর্পাণামগ্নিস্তেজস্বিনাং বরঃ ॥১৫

আয়ুধানাং বরং বজ্রং ককুদ্মী চ গবাং বরঃ।
হ্রদানামুদধিঃ শ্রেষ্ঠঃ পর্জ্জন্যো বর্ষতাং বরঃ ॥১৬

ধৃতরাষ্ট্রশ্চ নাগানাং হস্তিষ্বৈরাবণো বরঃ।
পুত্রঃ প্রিয়াণামধিকো ভার্য্যা চ সুহৃদাং বরা ॥১৭

আমি অন্ন পানীয়াদি ভক্ষ্যবস্তু সমূহের অধীশ্বর হইব যাহাতে সেই রাজার অন্যান্য কর্ম্মচারীরা আমাকে রাজার ন্যায় মনে করিবে।৫ যদি আমাকে মহাবলশালী বৃষভ বা বলবান্ হস্তীদিগকেও দমন করিতে হয়, তবে তাহাদিগকেও দমন করিব।৬ দর্শকসমাজে যে সমস্ত বাহুযোদ্ধা মল্লযুদ্ধ করিবে, আমি রাজার আনন্দবর্দ্ধনার্থে তাহাদের সহিত মল্লযুদ্ধ করিব।৭ যুদ্ধরত সেই বাহুযোদ্ধাদিগকে আমি কোনরূপে নিহত করিব না, যাহাতে তাহারা নিহত না হয়, সেইভাবেই তাহাদিগকে ভূপাতিত করিব।৮ কেহ প্রশ্ন করিলে বলিব যে, আমি যুধিষ্ঠিরের মত্তহস্তীর নিয়ন্তা, দুষ্ট বৃষভের দমনকারী, সূপকার ও মল্লযোদ্ধা ছিলাম।৯ হে রাজন্! আমি নিজেই নিজেকে রক্ষা করিয়া বিচরণ করিব। এই আমি যে ভাবে বিচরণ করিব, তাহা প্রতিজ্ঞাপূর্ব্বক কহিলাম।১০

যুধিষ্ঠির বলিলেন,—পূর্ব্বে অগ্নিদেব খাণ্ডব বন দগ্ধ করিবার অভিলাষে ব্রাহ্মণবেশ ধারণ করিয়া মনুষ্যশ্রেষ্ঠ, কৃষ্ণসহচর, মহাবলশালী, অপরাজিত, কৌরবগণের আনন্দজনক যে অর্জ্জুনের নিকট আগমন করিয়াছিলেন, সেই অর্জ্জুন কি কার্য্য করিবে?১১-১২ যে অর্জ্জুন সেই খাণ্ডববনে উপস্থিত হইয়া এক রথে ইন্দ্রকে জয় করিয়া এবং রাক্ষস ও পন্নগদিগকে হত্যা করিয়া অগ্নিদেবকে পরিতৃপ্ত করিয়াছিল, যে অর্জ্জুন সর্পরাজ বাসুকীর ভগিনী উলুপীর চিত্ত হরণ করিয়াছিল, যোদ্ধৃদিগের মধ্যে শ্রেষ্ঠ সেই অর্জ্জুন কি করিবে? ১৩-১৪ উত্তাপদাতাদিগের মধ্যে সূর্য্য, মনুষ্যের মধ্যে ব্রাহ্মণ, সর্পের মধ্যে বিষধর, তেজস্বীদিগের মধ্যে অগ্নি, অস্ত্রের মধ্যে বজ্র, গোজাতির মধ্যে বৃষভ, জলাশয়ের মধ্যে সমুদ্র, মেঘের মধ্যে পর্জ্জন্য, নাগজাতি মধ্যে ধৃতরাষ্ট্রনামক নাগ, হস্তীর মধ্যে ঐরাবত, প্রিয়জনের মধ্যে পুত্র, সুহৃদের মধ্যে

(গিরীণাং প্রবরো মেরুর্দেবানাং মধুসূদনঃ।
গ্রহাণাং প্রবরশ্চন্দ্রঃ সরসাং মানসং বরম্ ॥)
যথৈতানি বিশিষ্টানি জাত্যাং জাত্যাং বৃকোদর।
এবং যুবা গুড়াকেশঃ শ্রেষ্ঠঃ সর্বধনুষ্মতাম্ ॥১৮
সোঽয়মিন্দ্রাদনবরো বাসুদেবান্মহাদ্যুতিঃ।
গাণ্ডীবধন্বা বীভৎসুঃ শ্বেতাশ্বঃ কিং করিষ্যতি ॥১৯
উষিত্বা পঞ্চ বর্ষাণি সহস্রাক্ষস্য বেশ্মনি।
অস্ত্রযোগং সমাসাদ্য স্ববীর্য্যান্মানুষাদ্ভুতম্।
দিব্যান্যস্ত্রাণি চাপ্তানি দেবরূপেণ ভাস্বতা ॥২০ ॥
যং মন্যে দ্বাদশং রুদ্রমাদিত্যানাং ত্রয়োদশম্।
বসূনাং নবমং মন্যে গ্রহাণাং দশমং তথা ॥২১
যস্য বাহূ সমৌ দীর্ঘৌ জ্যাঘাতকঠিনত্বচৌ।
দক্ষিণে চৈব সব্যে চ গবামিব বহঃ কৃতঃ ॥২২

হিমবানিব শৈলানাং সমুদ্রঃ সরিতামিব।
ত্রিদশানাং যথা শক্রো বসূনামিব হব্যবাট্ ॥২৩
মৃগাণামিব শার্দূলো গরুড়ঃ পততামিব।
বরঃ সংনহ্যমানানাং সোঽর্জুনঃ কিং করিষ্যতি ॥২৪

অর্জুন উবাচ।

প্রতিজ্ঞাং ষণ্ঢকোঽস্মীতি করিষ্যামি মহীপতে।
জ্যাঘাতৌ হি মহান্তৌ মে সংবর্তুং নৃপ দুষ্করৌ ॥২৫
বলয়ৈশ্ছাদয়িষ্যামি বাহূ কিণকৃতাবিমৌ।
কর্ণয়োঃ প্রতিমুচ্যাহং কুণ্ডলে জ্বলনপ্রভে ॥২৬
পিনদ্ধকম্বুঃ পাণিভ্যাং তৃতীয়াং প্রকৃতিং গতঃ।
বেণীকৃতশিরা রাজন্ নাম্না চৈব বৃহন্নলা ॥২৭
পঠন্নাখ্যায়িকাশ্চৈব স্ত্রীভাবেন পুনঃ পুনঃ।
রময়িষ্যে মহীপালমন্যাংশ্চান্তঃপুরে জনান্ ॥২৮

ভার্য্যা (পর্ব্বতের মধ্যে মেরু পর্ব্বত, দেবতাদের মধ্যে বিষ্ণু, গ্রহদিগের মধ্যে চন্দ্র, সরোবরের মধ্যে মানস সরোবর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ।) হে বৃকোদর! স্বজাতীয়দিগের মধ্যে এইগুলি যেমন বিশিষ্ট স্থানের অধিকারী, যুবক অর্জ্জুন সেইরূপ সমস্ত ধনুর্দ্ধরদের মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ।১৫-১৮ সেই এই ইন্দ্রাপেক্ষা ও বাসুদেবাপেক্ষা অন্যূন, মহাতেজস্বী, গাণ্ডীবধারী শ্বেতবাহন অর্জ্জুন বিরাটনগরে কি কার্য্য করিবে?১৯ তেজস্বী দেবাকৃতি এই অর্জ্জুন নিজ প্রভাবে মানুষের বিস্ময়াবহ অস্ত্রদক্ষতা লাভ করিয়া ইন্দ্রালয়ে পঞ্চ বর্ষ অবস্থান পূর্ব্বক দিব্যাস্ত্রসমূহ প্রাপ্ত হইয়াছে।২০ যাহাকে আমি দ্বাদশ আদিত্যের অতিরিক্ত ত্রয়োদশ আদিত্য, একাদশ রুদ্রের অতিরিক্ত দ্বাদশ রুদ্র, অষ্টবসুর অতিরিক্ত নবম বসু এবং নবগ্রহের অতিরিক্ত দশম গ্রহ বলিয়া মনে করি।২১ যাহার বাহুযুগল সমান ও দীর্ঘ এবং ধনুকের জ্যা-র আঘাতে কঠিন ত্বক্‌যুক্ত, বাম ও দক্ষিণ দুই হস্তেই যাহার গরুর স্কন্ধে জোয়ালের দাগের মত দাগ হইয়া গিয়াছে।২২ পর্ব্বতের মধ্যে যেমন হিমালয়, প্রবাহের মধ্যে যেমন সমুদ্র, দেবতাদের মধ্যে যেমন ইন্দ্র, বসুদের মধ্যে যেমন হব্যবাহক বহ্নি, পশুর মধ্য যেমন ব্যাঘ্র, পক্ষীর মধ্যে যেমন গরুড়, সেই রূপ সমস্ত যোদ্ধার মধ্যে শ্রেষ্ঠ সেই অর্জ্জুন কি কার্য্য করিবে?২৩-২৪

অর্জ্জুন বলিলেন,—ভূপতে! আমি রাজসভায় প্রতিজ্ঞা করিয়া বলিব যে, আমি ষণ্ঢক (নপুংসক)। রাজন্! যদিও আমার উভয় হাতে বাণবর্ষণকালীন ধনুকের গুণের আঘাতে গুরুতর চিহ্ন (কড়া পড়ার দাগ) হইয়া গিয়াছে এবং উহাকে গোপন করাও কঠিন, তথাপি বলয়াদি অলঙ্কারে সেই জ্যাঘাত-চিহ্নিত বাহু দুইটি আচ্ছাদন করিয়া রাখিব। রাজন্! আমি কর্ণদ্বয়ে অনলপ্রভ কুণ্ডল পরিয়া, দুই হস্তে শঙ্খ ও বলয় ধারণ করত এবং মস্তকে বেণী বন্ধন করিয়া নপুংসক বেশ ধারণ করিব এবং 'বৃহন্নলা' নাম ধারণ করিয়া বারংবার স্ত্রীলোকের ন্যায় গল্প বলিয়া বিরাটরাজা ও অন্তঃপুরের অন্যান্য লোকজনকে

গীতং নৃত্যং বিচিত্রং চ বাদিত্রং বিবিধং তথা।
শিক্ষয়িষ্যামহং রাজন্ বিরাটস্য পুরস্ত্রিয়ঃ ॥২৯

প্রজানাং সমুদাচারং বহু কর্ম কৃতং বদন্।
ছাদয়িষ্যামি কৌন্তেয় মায়য়াত্মানমাত্মনা ॥৩০

যুধিষ্ঠিরস্য গেহে বৈ দ্রৌপদ্যাঃ পরিচারিকা।
উষিতাস্মীতি বক্ষ্যামি পৃষ্টো রাজ্ঞা চ পাণ্ডব ॥৩১

এতেন বিধিনা ছন্নঃ কৃতকেন যথানলঃ।
বিহরিষ্যামি রাজেন্দ্র বিরাটভবনে সুখম্ ॥৩২

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং বিরাটপর্বণি পাণ্ডবপ্রবেশপর্বণি যুধিষ্ঠিরাদিমন্ত্রণে দ্বিতীয়োঽধ্যায়ঃ ॥২

আনন্দিত করিব।২৫-২৮ রাজন্! আমি বিরাটরাজার পুরনারীদিগকে বিচিত্র নৃত্যগীত ও বিবিধ বাদ্য শিক্ষা দিব।২৯ কুন্তীসুত! লোকেদের অনুষ্ঠিত বহু কার্য্য ও শিষ্টাচারের কাহিনী বর্ণনা করিয়া ছল পূর্ব্বক আমি নিজেই নিজেকে গোপন করিয়া রাখিব।৩০ পাণ্ডুনন্দন! রাজা জিজ্ঞাসা করিলে, আমি যুধিষ্ঠিরের গৃহে দ্রৌপদীর পরিচারিকারূপে বাস করিয়াছিলাম এই কথা বলিব।৩১ হে রাজেন্দ্র! আমি এই কপট উপায়ে প্রচ্ছন্ন অগ্নির ন্যায় বিরাটরাজার গৃহে স্বচ্ছন্দে বিচরণ করিব।৩২

শ্রীমন্মহর্ষিবেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের বিরাটপর্ব্বের অন্তর্গত পাণ্ডবপ্রবেশপর্ব্বে যুধিষ্ঠিরাদির মন্ত্রণায় দ্বিতীয় অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।২

তৃতীয়োঽধ্যায়ঃ।

[নকুল-সহদেব-দ্রৌপদীনাং স্ব-স্ব-ভাবিকর্ত্তব্যবর্ণনম্।]

বৈশম্পায়ন উবাচ।

ইত্যেবমুক্ত্বা পুরুষপ্রবীর-
স্তথার্জ্জুনো ধর্মভৃতাং বরিষ্ঠঃ।
বাক্যং তথাসৌ বিররাম ভূয়ো
নৃপোঽপরং ভ্রাতরমাবভাষে ॥১

যুধিষ্ঠির উবাচ।

কিং ত্বং নকুল কুর্বাণস্তত্র তাত চরিষ্যসি।
কর্ম তৎ ত্বং সমাচক্ষ্ব রাজ্যে তস্য মহীপতেঃ।
সুকুমারশ্চ শূরশ্চ দর্শনীয়ঃ সুখোচিতঃ ॥২

তৃতীয় অধ্যায়

[নকুল, সহদেব ও দ্রৌপদীর নিজ নিজ ভবিষ্যৎ কর্ত্তব্য বর্ণনা।]

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—পুরুষগণমধ্যে শ্রেষ্ঠ বীর ধার্ম্মিকপ্রবর অর্জ্জুন এই রূপ বাক্য বলিয়া বিরত হইলেন। রাজা যুধিষ্ঠির পুনরায় অপর ভ্রাতাকে বলিতে লাগিলেন।১

যুধিষ্ঠির বলিলেন,—বৎস নকুল! তুমি সুকুমার, বীর, দর্শনীয় ও সুখভোগে অভ্যস্ত, তুমি কি কার্য্য

নকুল উবাচ।

অশ্ববন্ধো ভবিষ্যামি বিরাটনৃপতেরহম্।
সর্বথা জ্ঞানসম্পন্নঃ কুশলঃ পরিরক্ষণে ॥৩

গ্রন্থিকো নাম নাম্নাহং কর্মৈতৎ সুপ্রিয়ং মম।
কুশলোঽস্ম্যশ্বশিক্ষায়াং তথৈবাশ্বচিকিৎসনে।
প্রিয়াশ্চ সততং মেঽশ্বাঃ কুরুরাজ যথা তব ॥৪

যে মামামন্ত্রয়িষ্যন্তি বিরাটনগরে জনাঃ।
তেভ্য এবং প্রবক্ষ্যামি বিহরিষ্যাম্যহং যথা ॥৫

পাণ্ডবেন পুরা তাত অশ্বেষধিকৃতঃ পুরা।
বিরাটনগরে ছন্নশ্চরিষ্যামি মহীপতে ॥৬

ঠির উবাচ।

সহদেব কথং তস্য সমীপে বিহরিষ্যসি।
কিং বা ত্বং কর্ম কুর্বাণঃ প্রচ্ছন্নো বিহরিষ্যসি ॥৭

সহদেব উবাচ।

গোসংখ্যাতা ভবিষ্যামি বিরাটস্য মহীপতেঃ।
প্রতিষেদ্ধা চ দোগ্ধা চ সংখ্যানে কুশলো গবাম্ ॥৮

তন্তিপাল ইতি খ্যাতো নাম্নাহং বিদিতস্ত্বথ।
নিপুণঞ্চ চরিষ্যামি ব্যেতু তে মানসো জ্বরঃ ॥৯

(অরোগা বহুলাঃ পুষ্টাঃ ক্ষীরবত্যো বহুপ্রজাঃ।
নিষ্পন্নসত্ত্বাঃ সুভৃতা ব্যপেতজ্বরকিল্বিষাঃ ॥
নষ্টচোরভয়া নিত্যং ব্যাধিব্যাঘ্রবিবর্জিতাঃ।
গাবশ্চ সুসুখা রাজন্ নিরুদ্বিগ্না নিরাময়াঃ ॥
ভবিষ্যন্তি ময়া গুপ্তা বিরাটপশবো নৃপ ॥)
অহং হি সততং গোষু ভবতা প্রহিতঃ পুরা।
তত্র মে কৌশলং সর্বমববুদ্ধং বিশাম্পতে ॥১০

লক্ষণং চরিতং চাপি গবাং যচ্চাপি মঙ্গলম্।
তৎ সর্বং মে সুবিদিতমন্যচ্চাপি মহীপতে ॥১১

করিয়া বিরাট রাজার রাজ্যে বিচরণ করিবে? সেই কার্য্যের কথা তুমি বল।২

রাজার নিকট কিভাবে বিচরণ করিবে এবং কি কার্য্য করিয়া প্রচ্ছন্ন থাকিয়া বিচরণ করিবে?৭

নকুল বলিলেন,—আমি 'গ্রন্থিক' নামে পরিচিত হইয়া বিরাট রাজার অশ্বরক্ষক হইব। আমি অশ্বরক্ষণে দক্ষ এবং জ্ঞানসম্পন্ন। অশ্বরক্ষণ কার্য্যও আমার অতিশয় প্রিয়। আমি অশ্বশিক্ষণে ও অশ্বচিকিৎসাতেও পটু। রাজন্! আপনার ন্যায় অশ্বগণ সর্ব্বদা আমারও প্রিয়। বিরাটনগরে যে সমস্ত লোক আমাকে প্রশ্ন করিবে, তাহাদিগকে আমি এইরূপ বলিব যে, পূর্ব্বে পাণ্ডবেরা আমাকে অশ্বরক্ষায় নিযুক্ত করিয়াছিলেন। রাজন্! এইভাবে আমি বিরাটনগরে প্রচ্ছন্ন থাকিয়াই বিচরণ করিব।৩-৬

সহদেব বলিলেন,—আমি 'তন্তিপাল'-নামে খ্যাত হইয়া বিরাটরাজার গো-নিয়ন্ত্রণ, গো-দোহন ও গো-পরিসংখ্যানে দক্ষ গো-পরীক্ষক হইব এবং নিপুণভাবে (প্রচ্ছন্ন থাকিয়া) বিচরণ করিব, আপনার মানসিক সন্তাপ দূর হউক।৮-৯ (হে রাজন্! বিরাটরাজার গো-পশুগুলি আমাদ্বারা রক্ষিত হইয়া রোগমুক্ত, রোগহীন, পরিপুষ্ট, দুগ্ধবতী, বহুসংখ্যক, বহু অপত্যযুক্ত, দুঃখক্লেশ-বিবর্জ্জিত, ব্যাধি, চৌর ও ব্যাঘ্রভয়শূন্য, নিরুদ্বিগ্ন, অতিসুখী ও বলশালী হইবে।) রাজন্! আপনি পূর্ব্বে আমাকে সর্ব্বদাই গো-রক্ষায় নিযুক্ত করিতেন। সে-বিষয়ে সমস্ত কৌশল আমার পরিজ্ঞাত।১০

বলিলেন,—সহদেব! তুমি বিরাট-

গরুর শুভাশুভ লক্ষণ, প্রকৃতি এবং গরুর যাহা

বৃষভানপি জানামি রাজন্ পূজিতলক্ষণান্।
যেষাং মূত্রমুপাঘ্রায় অপি বন্ধ্যা প্রসূয়তে ॥১২

সোঽহমেবং চরিষ্যামি প্রীতিরত্র হি মে সদা।
ন চ মাং বেৎস্যতে কশ্চিৎ তোষয়িষ্যে চ পার্থিবম্ ॥১৩

যুধিষ্ঠির উবাচ।

ইয়ং হি নঃ প্রিয়া ভার্য্যা প্রাণেভ্যোঽপি গরীয়সী।
মাতেব পরিপাল্যা চ পূজ্যা জ্যেষ্ঠেব চ স্বসা ॥১৪

কেন স্ম দ্রৌপদী কৃষ্ণা কর্ম্মণা বিচরিষ্যতি।
ন হি কিঞ্চিদ্ বিজানাতি কর্ম্ম কর্ত্তুং যথা স্ত্রিয়ঃ ॥১৫

সুকুমারী চ বালা চ রাজপুত্ত্রী যশস্বিনী।
পতিব্রতা মহাভাগা কথং নু বিচরিষ্যতি ॥১৬

মাল্যগন্ধানলঙ্কারান্ বস্ত্রাণি বিবিধানি চ।
এতান্যেবাভিজানাতি যতো জাতা হি ভামিনী ॥১৭

দ্রৌপদ্যুবাচ।

সৈরন্ধ্র্যো রক্ষিতা লোকে ভুজিষ্যাঃ সন্তি ভারত।
নৈবমন্যাঃ স্ত্রিয়ো যান্তি ইতি লোকস্য নিশ্চয়ঃ ॥
সাহং ব্রুবাণা সৈরন্ধ্রী কুশলা কেশকর্ম্মণি ॥১৮

যুধিষ্ঠিরস্য গেহে বৈ দ্রৌপদ্যাঃ পরিচারিকা।
উষিতাস্মীতি বক্ষ্যামি পৃষ্টা রাজ্ঞা চ ভারত ॥১৯

আত্মগুপ্তা চরিষ্যামি যন্মাং ত্বং পরিপৃচ্ছসি ॥২০

সুদেষ্ণাং প্রত্যুপস্থাস্যে রাজভার্য্যাং যশস্বিনীম্।
সা রক্ষিষ্যতি মাং প্রাপ্তাং মা ভূৎ তে দুঃখমীদৃশম্ ॥২১

ষ্ঠির উবাচ।

কল্যাণং ভাষসে কৃষ্ণে কুলে জাতাসি ভামিনি।
ন পাপমভিজানাসি সাধ্বী সাধুব্রতে স্থিতা ॥২২

মঙ্গলকর—তৎসমস্ত এবং আরও নানা বিষয় আমার সুপরিজ্ঞাত।১১ রাজন্! আমি প্রশস্ত-লক্ষণাক্রান্ত বৃষভগুলি চিনি—যাহাদের মূত্র আঘ্রাণ করিলে বন্ধ্যাও মাতৃত্ব লাভ করে।১২ সেই আমি এইভাবে বিচরণ করিব, ইহাতে সর্ব্বদাই আমার আনন্দ হইবে। কেহই আমাকে জানিতে পারিবে না এবং রাজাকে আমি সন্তুষ্ট করিব।১৩

যুধিষ্ঠির বলিলেন,—আমাদের প্রাণাধিকা প্রিয়তমা এই ভার্য্যা মাতার ন্যায় প্রতিপাল্যা এবং জ্যেষ্ঠা ভগিনীর ন্যায় মান্যা।১৪ সেই দ্রুপদ-রাজকন্যা কৃষ্ণা কি কার্য্য করিয়া বিচরণ করিবে? অন্যান্য স্ত্রীলোকের মত সে তো কোন কাজ করিতে জানে না।১৫ মহাভাগ্যবতী, পতিব্রতা, যশস্বিনী, সুকুমারী বালিকা রাজকন্যা কিপ্রকারে বিচরণ করিবে?১৬ সেই অভিমানিনী দ্রৌপদী জন্মাবধি গন্ধমাল্য, অলঙ্কার ও নানাবিধ বস্ত্র—এইগুলিই শুধু জানে।১৭

দ্রৌপদী বলিলেন,—রাজন্! লোকের এইরূপ ধারণা আছে যে, সৈরন্ধ্রীনামক একজাতীয় স্ত্রীলোক কাহারও রক্ষিত না হইয়া স্বেচ্ছামত দাসীত্ব করিয়া থাকে। অন্য স্ত্রীলোকেরা এরূপ করিতে যায় না। রাজা জিজ্ঞাসা করিলে আমি কেশবিন্যাসে সুদক্ষা সৈরন্ধ্রী বলিয়া পরিচয় দিয়া এই কথা বলিব যে, আমি যুধিষ্ঠিরের গৃহে দ্রৌপদীর পরিচারিকা ছিলাম। আমি স্বয়ং সুরক্ষিত হইয়াই বিচরণ করিব। যে কথা আপনি আমাকে জিজ্ঞাসা করিতেছেন, তাহা বলিলাম। আমি যশস্বিনী রাণী সুদেষ্ণার নিকট উপস্থিত হইব। আমি উপস্থিত হইলে তিনি অবশ্যই আমাকে রাখিবেন। আপনার এতাদৃশ দুঃখ না হউক।১৮-২১

যথা ন দুর্হৃদঃ পাপা ভবন্তি সুখিনঃ পুনঃ।
কুর্য্যাস্তৎ ত্বং হি কল্যাণি লক্ষয়েয়ুর্ন তে তথা ॥২৩

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং বিরাটপর্ব্বণি পাণ্ডবপ্রবেশপর্ব্বণি যুধিষ্ঠিরাদিমন্ত্রণে তৃতীয়োঽধ্যায়ঃ ॥৩

যুধিষ্ঠির বলিলেন,—হে দ্রৌপদি! তুমি উত্তম বংশে জন্মিয়াছ, সুতরাং কল্যাণজনক বাক্যই বলিতেছ। তুমি পতিব্রতা, তুমি উত্তম নিয়মে অবস্থান কর, পাপ কর্ম্ম তুমি জান না। হে কল্যাণি! পাপমতি শত্রুবর্গ যাহাতে পুনরায় সুখী না হয়, যাহাতে তাহারা তোমাকে লক্ষ্য করিতে না পারে, তুমি সেইরূপ করিবে অর্থাৎ প্রচ্ছন্নভাবে অবস্থান করিবে।২২-২৩

শ্রীমন্মহর্ষিবেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের বিরাটপর্ব্বান্তর্গত পাণ্ডবপ্রবেশপর্ব্বে যুধিষ্ঠিরাদির মন্ত্রণায় তৃতীয় অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।৩

চতুর্থোঽধ্যায়ঃ।

[রাজকুলে বসতিমধিকৃত্য পাণ্ডবেভ্যো ধৌম্যস্যোপদেশদানম্, তৎস্থানতঃ পাণ্ডবানাং প্রস্থানঞ্চ।]

যুধিষ্ঠির উবাচ।
কর্ম্মাণ্যুক্তানি যুষ্মাভির্যানি যানি করিষ্যথ।
মম চাপি যথা বুদ্ধিরুচিতা বিধিনিশ্চয়াৎ ॥১

পুরোহিতোঽয়মস্মাকমগ্নিহোত্রাণি রক্ষতু।
সূদপৌরোগবৈঃ সার্দ্ধং দ্রুপদস্য নিবেশনে ॥২

ইন্দ্রসেনমুখাশ্চেমে রথানাদায় কেবলান্।
যান্তু দ্বারবতীং শীঘ্রমিতি মে বর্ততে মতিঃ ॥৩

ইমাশ্চ নার্য্যো দ্রৌপদ্যাঃ সর্বাশ্চ পরিচারিকাঃ।
পাঞ্চালানেব গচ্ছন্তু সূদপৌরোগবৈঃ সহ ॥৪

সর্ব্বৈরপি চ বক্তব্যং ন প্রাজ্ঞায়ন্ত পাণ্ডবাঃ।
গতা হ্যস্মানপাহায় সর্বে দ্বৈতবনাদিতি ॥৫

বৈশম্পায়ন উবাচ।
এবং তেঽন্যোন্যমামন্ত্র্য কর্ম্মাণ্যুক্ত্বা পৃথক্ পৃথক্।
ধৌম্যমামন্ত্রয়ামাসুঃ স চ তান্ মন্ত্রমব্রবীৎ ॥৬

চতুর্থ অধ্যায়

[পাণ্ডবগণের প্রতি ধৌম্যের রাজকুলে বসতি সম্বন্ধে উপদেশ দান এবং পাণ্ডবগণের তথা হইতে প্রস্থান।]

যুধিষ্ঠির বলিলেন,—তোমরা যে যে কার্য্য করিবে তাহা বলিলে, আমারও যেরূপ অভিপ্রায়, তাহাতে উহাই উচিত বলিয়া প্রতীত হইতেছে।১ এক্ষণে কর্ত্তব্য নিশ্চয় হওয়ায় এই পুরোহিত-মহাশয় পাকশালাধ্যক্ষ ও পাচকগণের সহিত দ্রুপদরাজার বাটীতে গিয়া আমাদের অগ্নিহোত্র রক্ষা করিতে থাকুন। ইন্দ্রসেন প্রভৃতি এই সারথিগণ শূন্যরথ লইয়া সত্বর দ্বারকায় প্রস্থান করুক—ইহাই আমার অভিপ্রায়।২-৩ এই রমণীগণ এবং দ্রৌপদীর পরিচারিকাগণ সকলেই পাচক ও পাকশালাধ্যক্ষের সহিত পাঞ্চালরাজ্যেই গমন করুক।৪ ইহারা

ধৌম্য উবাচ।

বিহিতং পাণ্ডবাঃ সর্ব্বং ব্রাহ্মণেষু সুহৃৎসু চ।
যানে প্রহরণে চৈব তথৈবাগ্নিষু ভারত ॥৭

ত্বয়া রক্ষা বিধাতব্যা কৃষ্ণায়াঃ ফাল্গুনেন চ।
বিদিতং বো যথা সর্ব্বং লোকবৃত্তমিদং তব ॥৮

বিদিতে চাপি বক্তব্যং সুহৃদ্ভিরনুরাগতঃ।
এষ ধর্ম্মশ্চ কামশ্চ অর্থশ্চৈব সনাতনঃ ॥৯

অতোঽহমপি বক্ষ্যামি হেতুমত্র নিবোধত।
হন্তেমাং রাজবসতিং রাজপুত্রা ব্রবীম্যহম্ ॥১০

যথা রাজকুলং প্রাপ্য সর্ব্বান্ দোষাংস্তরিষ্যথ।
দুর্ব্বসং চৈব কৌরব্য জানতা রাজবেশ্মনি ॥১১

অমানিতৈর্মানিতৈর্ব্বা অজ্ঞাতৈঃ পরিবৎসরম্।
ততশ্চতুর্দ্দশে বর্ষে চরিষ্যথ যথাসুখম্ ॥১২

দৃষ্টদ্বারো লভেদ্ দ্রষ্টুং রাজস্বেষু ন বিশ্বসেৎ।
তদেবাসনমন্বিচ্ছেদ্ যত্র নাভিপতেৎ পরঃ ॥১৩

যো ন যানং ন পর্য্যঙ্কং ন পীঠং ন গজং রথম্।
আরোহেৎ সম্মতোঽস্মীতি স রাজবসতিং বসেৎ ॥১৪

যত্র যত্রৈনমাসীনং শঙ্কেরন্ দুষ্টচারিণঃ।
ন তত্রোপবিশেদ্ যো বৈ স রাজবসতিং বসেৎ ॥১৫

ন চানুশিষ্যাদ্ রাজানমপৃচ্ছন্তং কদাচন।
তূষ্ণীং ত্বেনমুপাসীত কালে সমভিপূজয়েৎ ॥১৬

অসূয়ন্তি হি রাজানো জনাননৃতবাদিনঃ।
তথৈব চাবমন্যন্তে মন্ত্রিণং বাদিনং মৃষা ॥১৭

সকলেই বলিবে যে, পাণ্ডবদের সন্ধান জানা যায় নাই, তাঁহারা সকলেই আমাদিগকে ছাড়িয়া দ্বৈতবন হইতে প্রস্থান করিয়াছেন।৫

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—হে জনমেজয়! পাণ্ডবেরা পরস্পর এইরূপ মন্ত্রণা করিয়া এবং পৃথক্ পৃথক্ ভাবে নিজ নিজ কর্ত্তব্য কীর্ত্তন করিয়া ধৌম্যকে আহ্বান করিলেন এবং ধৌম্য আসিয়া তাঁহা দিগকে মন্ত্রণা দিতে লাগিলেন।৬

ধৌম্য বলিলেন,—হে পাণ্ডবগণ! আশ্রিত সুহৃদ্বর্গ, ব্রাহ্মণগণ, যান-বাহন, অস্ত্রশস্ত্র এবং (অগ্নিহোত্রীয়) অগ্নি সম্পর্কে সমস্ত ব্যবস্থা ঠিক হইয়াছে। হে রাজন্! আপনি এবং অর্জুন দ্রৌপদীকে রক্ষা করিবেন, সমস্ত লৌকিক বৃত্তান্ত আপনার ও আপনাদের জানা আছে।৭-৮ জানা থাকিলেও স্নেহবশতঃ বন্ধুগণের তাহা বলা উচিত; কারণ ইহাই ধর্ম্ম, ইহাতেই কামনা ও প্রয়োজন সিদ্ধ হইয়া থাকে।৯ এইজন্য আমও কিছু যুক্তিযুক্ত কথা বলিব, আপনারা ইহা ধীরচিত্তে শ্রবণ করুন। হে রাজপুত্রগণ! আম রাজভবনে বাস করিবার রীতি বলিতেছি, যাহাতে এই রাজবাড়ীতে উপস্থিত হইয়া আপনারা সর্ব্বপ্রকার ত্রুটি পরিহার করিয়া চলিতে পারিবেন। হে কুরুনন্দন! অভিজ্ঞ ব্যক্তির পক্ষেও রাজবাটীতে বাস করা দুষ্কর।১০-১১ অসম্মানিত বা সম্মানিত হইয়াও অজ্ঞাত অবস্থায় এক বৎসর কাল বাস করিতে হইবে। তাহার পর চতুর্দ্দশ বর্ষে আপনারা যথাসুখে বিচরণ করিবেন।১২

যদি রাজার দর্শনলাভ করিতে চাও, তবে দ্বারপালের দ্বারা উহা জানাইবে এবং আজ্ঞা লইবে এই রাজাদিগকে বিশ্বাস করিতে নাই। এইরূপ আসনে বসিবার ইচ্ছা করিতে হয়, যে আসনে অপর কেহ বসিবে না, যে ব্যক্তি 'আমি রাজার প্রিয় হইয়াছি' ইত্যাদি মনে করিয়াও রাজার বাহন, আসন, পর্য্যঙ্ক, হস্তী ও রথে আরোহণ না করে, সেই রাজবাটীতে বাস করিতে পারে। ১৩-১৪ যে সমস্ত স্থানে উপবেশন করিলে দুষ্ট লোকেরা আশঙ্কা করিবে, সেই সব স্থানে যে ব্যক্তি উপবেশন করে না, সে-ই রাজবাটীতে বাস করিতে

নৈষাং দারেষু কুর্বীত মৈত্রীং প্রাজ্ঞঃ কদাচন।
অন্তঃপুরচরা যে চ দ্বেষ্টি যানহিতাশ্চ যে॥১৮

বিদিতে চাস্য কুর্বীত কার্য্যাণি সুলঘূন্যপি।
এবং বিচরতো রাজ্ঞি ন ক্ষতির্জায়তে কচিৎ॥১৯

গচ্ছন্নপি পরাং ভূমিমপৃষ্টো হ্যনিযোজিতঃ।
জাত্যন্ধ ইব মন্যেত মর্য্যাদামনুচিন্তয়ন্॥২০

ন হি পুত্রং ন নপ্তারং ন ভ্রাতরমরিন্দমাঃ।
সমতিক্রান্তমর্য্যাদং পূজয়ন্তি নরাধিপাঃ॥২১

যত্নাচ্চোপচরেদেনমগ্নিবদ্ দেববৎ ত্বিহ।
অনৃতেনোপচীর্ণো হি হন্যাদেব ন সংশয়ঃ॥২২

যদ্ যদ্ ভর্তানুযুঞ্জীত তৎ তদেবানুবর্ত্তয়েৎ।
প্রমাদমবলেপঞ্চ কোপঞ্চ পরিবর্জয়েৎ॥২৩

সমর্থনাসু সর্বাসু হিতঞ্চ প্রিয়মেব চ।
সংবর্ণয়েৎ তদেবাস্য প্রিয়াদপি হিতং ভবেৎ॥২৪

অনুকূলো ভবেচ্চাস্য সর্বার্থেষু কথাসু চ।
অপ্রিয়ং চাহিতং যৎ স্যাৎ তদস্মৈ নানুবর্ণয়েৎ॥২৫

নাহমস্য প্রিয়োঽস্মীতি মত্বা সেবেত পণ্ডিতঃ।
অপ্রমত্তশ্চ সততং হিতং কুর্য্যাৎ প্রিয়ঞ্চ যৎ॥২৬

নাস্যানিষ্টানি সেবেত নাহিতৈঃ সহ সংবদেৎ।
স্বস্থানান্ন বিকম্পেত স রাজবসতিং বসেৎ॥২৭

পারে।১৫ রাজা জিজ্ঞাসা না করিলে তাঁহাকে কখনও কোন উপদেশ দিতে নাই, রাজার নিকটে চুপচাপ বসিয়া থাকিতে হয় এবং সময় মত সম্মান প্রদর্শন করিতে হয়।১৬ রাজারা মিথ্যাবাদী লোকদিগকে অপ্রিয় জ্ঞান করেন। সেইরূপ মিথ্যা-বাদী মন্ত্রীকেও তাঁহারা অবজ্ঞা করেন।১৭ বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি কখনও রাজার পত্নীর সহিত কিংবা যাহারা রাজার অন্তঃপুরচারী, রাজা যাহাদের প্রতি বিদ্বিষ্ট বা যাহারা রাজার শত্রু, তাহাদের সহিত কোনরূপ হৃদ্যতা স্থাপন করিবে না।১৮ তাহা ছাড়া অতি সাধারণ কার্য্যও রাজার জ্ঞাতসারেই করিতে হয়, এইভাবে রাজার আশ্রয়ে অবস্থান করিলে কখনও ক্ষতি হয় না।১৯ রাজ-সন্নিধানে উত্তম স্থান লাভ করিয়াও অসম্ভাষিত ও অনিযুক্ত অবস্থায় মর্য্যাদার কথা চিন্তা করিয়া নিজেকে জন্মান্ধের ন্যায় মনে করিতে হয় অর্থাৎ যতক্ষণ পর্য্যন্ত রাজা আলাপ না করেন এবং বসিবার অনুমতি দান বা আসন নির্দ্দেশ না করেন, ততক্ষণ প্রতীক্ষা করিতে হয়।২০

শত্রুদমনকারী রাজারা মর্য্যাদালঙ্ঘনকারী পুত্র, পৌত্র ও ভ্রাতা কাহাকেও সমাদর করেন না। ২১ তাঁহাকে দেবতার মত, অগ্নির মত সযত্নে সেবা করিতে হয়। সেবার ছলনা করিলে রাজা তাহাকে হত্যা করেন—ইহাতে সংশয় নাই। রাজা যাহা বলেন, তাহাই করিতে হয়, যাহা জিজ্ঞাসা করেন তাহাই শুধু বর্ণনা করিতে হয়। অসতর্কতা, অহঙ্কার এবং ক্রোধ সর্ব্বদা পরিত্যাগ করিতে হয়।২২-২৩ সর্ব্বপ্রকার কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য আলোচনার ক্ষেত্রে যাহা প্রিয় এবং হিতকর, তাহাই বলিতে হয়; অসম্ভব স্থলে প্রিয় পরিত্যাগ করিয়া হিতবাক্যই বলিতে হয়।২৪ সর্ব্বকার্য্যে এবং সমস্ত কথাবার্ত্তায় রাজার আনুকূল্য করিতে হয়। যাহা তাঁহার অপ্রিয় ও অহিতকর, তাহা তাঁহার কাছে বলিতে নাই।২৫

পণ্ডিত ব্যক্তি 'আমি ইহার প্রিয় হইয়াছি' ইহা মনে করিয়া রাজসেবা করিবে না। সর্ব্বদা অপ্রমত্ত হইয়া যাহা রাজার হিত ও প্রিয়, তাহা করিবে।২৬ যিনি রাজার অনভিমত কার্য্য করেন না, রাজার শত্রুদের সহিত কথা বলেন না, আপন স্থান হইতে অন্যস্থানে যান না অর্থাৎ নিজের ক্ষেত্র হইতে বিচ্যুত হ'ন না, তিনিই রাজভবনে

দক্ষিণং বাথ বামং বা পার্শ্বমাসীত পণ্ডিতঃ।
রক্ষিণাং হ্যাত্তশস্ত্রাণাং স্থানং পশ্চাদ্ বিধীয়তে ॥২৮

নিত্যং হি প্রতিষিদ্ধং তু পুরস্তাদাসনং মহৎ।
ন চ সন্দর্শনে কিঞ্চিৎ প্রবৃত্তমপি সঞ্জপেৎ ॥২৯

অপি হ্যেতদ্ দরিদ্রাণাং ব্যলীকস্থানমুত্তমম্।
ন মৃষাভিহিতং রাজ্ঞাং মনুষ্যেষু প্রকাশয়েৎ ॥৩০

অসূয়ন্তি হি রাজানো নরাননৃতবাদিনঃ।
তথৈব চাবমন্যন্তে নরান্ পণ্ডিতমানিনঃ ॥৩১

শূরোহস্মীতি ন দৃপ্তঃ স্যাদ্ বুদ্ধিমানিতি বা পুনঃ।
প্রিয়মেবাচরন্ রাজ্ঞঃ প্রিয়ো ভবতি ভোগবান্ ॥৩২

ঐশ্বর্য্যং প্রাপ্য দুষ্প্রাপং প্রিয়ং প্রাপ্য চ রাজতঃ।
অপ্রমত্তো ভবেদ্ রাজ্ঞঃ প্রিয়েষু চ হিতেষু চ ॥৩৩

যস্য কোপো মহাবাধঃ প্রসাদশ্চ মহাফলঃ।
কস্তস্য মনসাপীচ্ছেদনর্থং প্রাজ্ঞসম্মতঃ ॥৩৪

ন চোষ্ঠৌ ন ভুজৌ জানু ন চ বাক্যং সমাক্ষিপেৎ।
সদা বাতঞ্চ বাচঞ্চ ষ্ঠীবনং চাচরেচ্ছনৈঃ ॥৩৫

হাস্যবস্তুষু চান্যস্য বর্ত্তমানেষু কেষুচিৎ।
নাতিগাঢ়ং প্রহৃষ্যেত ন চাপ্যুন্মত্তবদ্ধসেৎ ॥৩৬

ন চাতিধৈর্য্যেণ চরেদ্ গুরুতাং হি ব্রজেৎ ততঃ।
স্মিতং তু মৃদুপূর্ব্বেণ দর্শয়েত প্রসাদজম্ ॥৩৭

লাভে ন হর্ষয়েদ্ যস্তু ন ব্যথেদ্ যোঽবমানিতঃ।
অসম্মূঢ়শ্চ যো নিত্যং স রাজবসতিং বসেৎ ॥৩৮

রাজানং রাজপুত্রং বা সংবর্ণয়তি যঃ সদা।
অমাত্যঃ পণ্ডিতো ভূত্বা স চিরং তিষ্ঠতে প্রিয়ঃ ॥৩৯

প্রগৃহীতশ্চ যোঽমাত্যো নিগৃহীতস্ত্বকারণৈঃ।
ন নির্ব্বদতি রাজানং লভতে সম্পদং পুনঃ ॥৪০

বাস করিতে পারেন।২৭ পণ্ডিত ব্যক্তি রাজার দক্ষিণ অথবা বামপার্শ্বে বসিবেন, কারণ পশ্চাদ্ভাগে শস্ত্রধারী প্রহরীদের বসিবার স্থান।২৮ রাজার সম্মুখভাগে উচ্চাসনে উপবেশন সর্ব্বদা নিষিদ্ধ। রাজার সমক্ষে কিছু উত্তম বৃত্তি বা পারিতোষিকাদি গর্ব্বিতভাবে গ্রহণ করিবে না।২৯ রাজা যদি কোন মিথ্যা বলিয়া ফেলেন, তাহা লোকের নিকট প্রকাশ করিবে না। দরিদ্র ব্যক্তিদিগের পক্ষেও ইহা অত্যন্ত লজ্জার বিষয়।৩০

রাজারা মিথ্যাবাদী লোকদের প্রতি বিদ্বেষ করেন এবং পণ্ডিতম্মন্য ব্যক্তিদিগকেও অবজ্ঞা করেন।৩১ আমি বীর বা আমি বুদ্ধিমান্, এইরূপ অহঙ্কার করিবে না। রাজার প্রিয় আচরণ করিয়াই প্রিয় ও রাজদত্ত ভোগে ভোগবান্ হওয়া যায়।৩২ রাজার নিকট হইতে দুর্লভ ঐশ্বর্য্য বা কোন প্রিয় বস্তু লাভ করিয়া রাজার প্রিয় ও হিতবিষয়ে অপ্রমত্ত থাকিবে।৩৩ যাঁহার ক্রোধ ভয়ানক ক্লেশ উৎপাদন করিতে পারে এবং যাঁহার অনুগ্রহ প্রচুর অভীষ্ট ফলদান করিতে পারে, কোন্ পণ্ডিতসম্মত ব্যক্তি মনে মনেও তাঁহার অনিষ্ট কামনা করিবে ?৩৪ রাজার সম্মুখে ওষ্ঠ, বাহু এবং জানু বিস্তারিত করিতে ও বৃথা বাক্য বলিতে নাই। বায়ুনিঃসারণ, বাক্য উচ্চারণ ও নিষ্ঠীবন (থুথু-ফেলা) সর্ব্বদা ধীরে ধীরে করিতে হয়।৩৫

অপরের কোন উপহাসযোগ্য বিষয়ে অত্যন্ত হৃষ্ট হইতে নাই বা উন্মত্তের ন্যায় হাস্য করিতে নাই।৩৬ কিংবা অতিশয় গাম্ভীর্য্যও অবলম্বন করিতে নাই, তবেই গৌরব লাভ করিতে পারা যায়। রাজার অনুগ্রহলাভে মৃদুহাস্য প্রকাশ করিতে হয়।৩৭ যে ব্যক্তি কিছু লাভ করিয়াও হর্ষপ্রকাশ না করে, অপমানিত হইয়াও ব্যথিত না হয় এবং সর্ব্বদাই সতর্ক থাকে, সে-ই রাজবাটীতে বাস করিতে পারে।৩৮ যে ব্যক্তি সর্ব্বদা রাজা ও রাজপুত্রের প্রশংসা করিতে পারে, সে রাজমন্ত্রী বা

প্রত্যক্ষঞ্চ পরোক্ষঞ্চ গুণবাদী বিচক্ষণঃ।
উপজীবী ভবেদ্ রাজ্ঞো বিষয়ে যোঽপি
বা ভবেৎ ॥৪১

অমাত্যো হি বলাদ্ ভোক্তুং রাজানং প্রার্থয়েত্ত যঃ।
ন স তিষ্ঠেচ্চিরং স্থানং গচ্ছেচ্চ প্রাণসংশয়ম্ ॥৪২

শ্রেয়ঃ সদাত্মনো দৃষ্ট্বা পরং রাজ্ঞা ন সংবদেৎ।
বিশেষয়েচ্চ রাজানং যোগ্যভূমিষু সর্বদা ॥৪৩

অম্লানো বলবান্ শূরশ্ছায়েবানুগতঃ সদা।
সত্যবাদী মৃদুর্দান্তঃ স রাজবসতিং বসেৎ ॥৪৪

অন্যস্মিন্ প্রেষ্যমাণে তু পুরস্তাদ্ যঃ সমুৎপতেৎ।
অহং কিং করবাণীতি স রাজবসতিং বসেৎ ॥৪৫

রাজপণ্ডিত হইয়া চিরকাল রাজার প্রিয় হইতে পারে। যে ব্যক্তি মন্ত্রিপদে বৃত হইয়া অকারণে নিগৃহীত হইয়াও রাজার নিন্দা না করে, সে পুনরায় সম্পদ্ লাভ করে।৩৬-৪০

রাজোপজীবী বা রাজ্যের অধিবাসী বিচক্ষণ ব্যক্তি রাজার সাক্ষাতে ও অসাক্ষাতে গুণকীর্ত্তন করিবে।৪১ যে অমাত্য জোর করিয়া রাজাকে আয়ত্ত করিতে ইচ্ছা করেন, তিনি বেশীদিন থাকিতে পারেন না এবং তাঁহার প্রাণসংশয় উপস্থিত হয়।৪২ সর্ব্বদা নিজের কল্যাণের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া রাজার সহিত সমকক্ষভাবে সংলাপ করিবে না। উপযুক্ত ক্ষেত্রে রাজাকে সর্ব্বদাই প্রাধান্য দান করিবে।৪৩ যে বীর ও বলশালী ব্যক্তি বিষাদগ্রস্ত হয় না এবং সর্ব্বদাই ছায়ার ন্যায় আনুগত্য করে, যে ব্যক্তি সত্যবাদী, কোমলস্বভাব এবং জিতেন্দ্রিয় —সে-ই রাজবাটীতে বাস করিতে পারে।৪৪ অপরকে কোন কার্য্যে প্রেরণ করিবার সময়ে যে

আন্তরে চৈব বাহ্যে চ রাজ্ঞা যশ্চাথ সর্বদা।
আদিষ্টো নৈব কম্পেত স রাজবসতিং বসেৎ ॥৪৬

যো বৈ গৃহেভ্যঃ প্রবসন্ প্রিয়াণাং নানুসংস্মরেৎ।
দুঃখেন সুখমন্বিচ্ছেৎ স রাজবসতিং বসেৎ ॥৪৭

সমবেষং ন কুর্বীত নোচ্চৈঃ সন্নিহিতো বসেৎ।
ন মন্ত্রং বহুধা কুর্য্যাদেবং রাজ্ঞঃ প্রিয়ো ভবেৎ ॥৪৮

ন কর্মণি নিযুক্তঃ সন্ ধনং কিঞ্চিদপি স্পৃশেৎ।
প্রাপ্নোতি হি হরন্ দ্রব্যং বন্ধনং যদি বা বধম্ ॥৪৯

যানং বস্ত্রমলঙ্কারং যচ্চান্যৎ সম্প্রযচ্ছতি।
তদেব ধারয়েন্নিত্যমেবং প্রিয়তরো ভবেৎ ॥৫০

এবং সংযম্য চিত্তানি যত্নতঃ পাণ্ডুনন্দনাঃ।
সংবৎসরমিমং তাত তথাশীলা বুভূষত।
অথ স্ববিষয়ং প্রাপ্য যথাকামং করিষ্যথ ॥৫১

ব্যক্তি 'আমি কি করিব' বলিয়া স্বয়ং আসিয়া উপস্থিত হয়, সে-ই রাজবাটীতে বাস করিতে পারে।৪৫

গোপনীয় বা প্রকাশ্য যে-কোন কার্য্যে রাজা আদেশ করিলে যে ব্যক্তি বিচলিত না হয়, সেই রাজবাটীতে বাস করিতে পারে।৪৬ যে ব্যক্তি ঘর ছাড়িয়া বিদেশে থাকিয়াও প্রিয়জনের কথা স্মরণ করে না, বর্ত্তমানের দুঃখ বরণ করিয়া লইয়া যে ভবিষ্যতের সুখলাভের ইচ্ছা করে, সেই রাজবাটীতে বাস করিতে পারে।৪৭ রাজার সহিত সমান বেশভূষা করিতে নাই, রাজার অপেক্ষা উচ্চ আসনে অথবা রাজার একান্ত সন্নিধানে থাকিতে নাই, রাজার মন্ত্রণা বহুলোকের কর্ণগোচর করিতে নাই—তাহা হইলে রাজার প্রিয় হইতে পারা যায়।৪৮ কার্য্যে নিযুক্ত হইয়া কিঞ্চিন্মাত্রও ধন (না বলিয়া) গ্রহণ করিতে নাই। ধনহরণকারী ব্যক্তি বধ বা বন্ধন-

চর উবাচ।

অনুশিষ্টাঃ স্ম ভদ্রং তে নৈতদ্ বক্তাস্তি কশ্চন।
কুন্তীমৃতে মাতরং নো বিদুরং বা মহামতিম্ ॥৫২

যদেবানন্তরং কার্য্যং তদ্ ভবান্ কর্তুমর্হতি।
তারণায়াস্য দুঃখস্য প্রস্থানায় জয়ায় চ ॥৫৩

বৈশম্পায়ন উবাচ।

এবমুক্তস্ততো রাজ্ঞা ধৌম্যোঽথ দ্বিজসত্তমঃ।
অকরোদ্ বিধিবৎ সর্বং প্রস্থানে যদ্ বিধীয়তে ॥৫৪

তেষাং সমিধ্য তানগ্নীন্ মন্ত্রবচ্চ জুহাব সঃ।
সমৃদ্ধিবৃদ্ধিলাভায় পৃথিবীবিজয়ায় চ ॥৫৫

অগ্নীন্ প্রদক্ষিণীকৃত্য ব্রাহ্মণাংশ্চ তপোধনান্।
যাজ্ঞসেনীং পুরস্কৃত্য ষড়েবাথ প্রবব্রজুঃ ॥৫৬

গতেষু তেষু বীরেষু ধৌম্যোঽথ জপতাং বরঃ।
অগ্নিহোত্রাণ্যুপাদায় পাঞ্চালানভ্যগচ্ছত ॥৫৭

ইন্দ্রসেনাদয়শ্চৈব যথোক্তাঃ প্রাপ্য যাদবান্।
রথানশ্বাংশ্চ রক্ষন্তঃ সুখমূষুঃ সুসংবৃতাঃ ॥৫৮

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং বিরাটপর্বণি পাণ্ডবপ্রবেশ-পর্বণি ধৌম্যোপদেশে চতুর্থোঽধ্যায়ঃ।৪

প্রাপ্ত হইয়া থাকে।৪৯ বস্ত্র, অলঙ্কার অথবা যান-বাহন কিংবা অন্য যাহা কিছু রাজা প্রদান করেন, তাহাই নিত্য ব্যবহার করিতে হয়। এইরূপ করিলে রাজার অত্যন্ত প্রিয় হওয়া যায়।৫০ হে তাত যুধিষ্ঠির। হে পাণ্ডবগণ। এইভাবে যত্নপূর্ব্বক চিত্ত সংযত করিয়া এই বৎসরটি উক্তপ্রকারে যাপন করিতে ইচ্ছা করুন। পরে নিজরাজ্য লাভ করিয়া ইচ্ছানুরূপ কার্য্য করিবেন।৫১

যুধিষ্ঠির বলিলেন,—আপনি আমাদিগকে যুক্তিযুক্ত উপদেশ দান করিলেন। আপনার কল্যাণ হউক। আমাদের মাতা কুন্তীদেবী এবং মহামতি বিদুর ছাড়া এইরূপ উপদেশ দেওয়ার লোক আর নাই।৫২ এক্ষণে এই দুঃখ উত্তীর্ণ হইবার জন্য, অজ্ঞাতবাসে যাত্রার জন্য এবং জয়লাভের জন্য অতঃপর যাহা কর্ত্তব্য হয়, তাহা আপনি করুন।৫৩

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—রাজা যুধিষ্ঠির এইরূপ বলিলে অনন্তর দ্বিজসত্তম ধৌম্য যাত্রাকালীন কর্ত্তব্য-সমূহ যথাবিধি সম্পাদন করিলেন।৫৪ তাঁহাদের সেই অগ্নিহোত্রীয় অগ্নিগুলিকে সম্যক্ প্রজ্বলিত করিয়া তাঁহাদের সম্পদ্‌বৃদ্ধি ও পৃথিবী-জয়ের জন্য মন্ত্রোচ্চারণপূর্ব্বক আহুতি প্রদান করিলেন।৫৫ অনন্তর দ্রৌপদীকে সম্মুখে লইয়া অগ্নি, ব্রাহ্মণ ও তপস্বীদিগকে প্রদক্ষিণ করিয়া যুধিষ্ঠিরাদি ছয়জনে যাত্রা করিলেন।৫৬ বীর পাণ্ডবগণ প্রস্থান করিলে জাপকপ্রবর ধৌম্য অগ্নিহোত্রগুলি লইয়া পাঞ্চাল-রাজ্যাভিমুখে যাত্রা করিলেন।৫৭ ইন্দ্রসেন প্রভৃতি পূর্ব্বোক্ত ব্যক্তিগণও যাদবগণের নিকট গমনপূর্ব্বক নিজেরা সুরক্ষিত হইয়া রথ এবং অশ্ব রক্ষায় নিরত থাকিয়া সুখে বাস করিতে লাগিল।৫৮

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের বিরাটপর্ব্বান্তর্গত পাণ্ডবপ্রবেশপর্ব্বে ধৌম্যের উপদেশদানে চতুর্থ অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।৪

পঞ্চমোঽধ্যায়ঃ।

[বিরাটনগরমুপগম্য শমীবৃক্ষে পাণ্ডবানামস্ত্রস্থাপনম্।]

বৈশম্পায়ন উবাচ।

তে বীরা বদ্ধনিস্ত্রিংশাস্তথা বদ্ধকলাপিনঃ।
বদ্ধগোধাঙ্গুলিত্রাণাঃ কালিন্দীমভিতো যযুঃ ॥১

ততস্তে দক্ষিণং তীরমন্বগচ্ছন্ পদাতয়ঃ।
নিবৃত্তবনবাসা হি স্বরাষ্ট্রং প্রেপ্সবস্তদা।
বসন্তো গিরিদুর্গেষু বনদুর্গেষু ধন্বিনঃ ॥২

বিধ্যন্তো মৃগজাতানি মহেষ্বাসা মহাবলাঃ।
উত্তরেণ দশার্ণাস্তে পঞ্চালান্ দক্ষিণেন চ ॥৩

অন্তরেণ যকৃল্লোমান্ শূরসেনাংশ্চ পাণ্ডবাঃ।
লুব্ধা ব্রুবাণা মৎস্যস্য বিষয়ং প্রাবিশন্ বনাৎ ॥৪

ধন্বিনো বদ্ধনিস্ত্রিংশা বিবর্ণাঃ শ্মশ্রুধারিণঃ।
ততো জনপদং প্রাপ্য কৃষ্ণা রাজানমব্রবীৎ ॥৫

পশ্যৈকপদ্যো দৃশ্যন্তে ক্ষেত্রাণি বিবিধানি চ।
ব্যক্তং দূরে বিরাটস্য রাজধানী ভবিষ্যতি।
বসামেহাপরাং রাত্রিং বলবান্ মে পরিশ্রমঃ ॥৬

যুধিষ্ঠির উবাচ।

ধনঞ্জয় সমুদ্যম্য পাঞ্চালীং বহ ভারত।
রাজধান্যাং নিবৎস্যামো বিমুক্তাশ্চ বনাদিতঃ ॥৭

বৈশম্পায়ন উবাচ।

তামাদায়ার্জুনস্তূর্ণং দ্রৌপদীং গজরাডিব।
সম্প্রাপ্য নগরাভ্যাসমবতারয়দর্জুনঃ ॥৮

পঞ্চম অধ্যায়।

[বিরাটনগরের নিকটে যাইয়া পাণ্ডবদের শমীবৃক্ষে অস্ত্রস্থাপন।]

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—বীর পাণ্ডবগণ (কটিদেশে) তরবারি, (পৃষ্ঠে) তূণ বন্ধন করিয়া এবং তলনামক জ্যাঘাতনিবারক চর্ম্মাবরণ ও অঙ্গুলিত্র পরিধান করিয়া যমুনাভিমুখে গমন করিলেন।১

তাহার পর তাঁহারা যমুনার দক্ষিণ তীর দিয়া পদব্রজে যাইতে লাগিলেন। তখন তাঁহাদের বনবাস শেষ হইয়াছিল, তাঁহারা নিজ রাজ্যাভিলাষী হইয়াছিলেন। মহাধনুর্দ্ধর, মহাবলশালী পাণ্ডবগণ কখনও দুর্গম পর্ব্বতে কখনও দুর্গম অরণ্যে বাস করিয়া ধনুক ধারণপূর্ব্বক মৃগয়া করিতে করিতে দশার্ণ দেশের উত্তর দিয়া, পাঞ্চালরাজ্যের দক্ষিণ দিয়া, যকৃল্লোম ও শূরসেননামক দুই দেশের মধ্য দিয়া, অরণ্য হইতে বিরাটরাজার রাজ্য মৎস্য দেশে প্রবেশ করিলেন। তাঁহাদের মুখমণ্ডল শ্মশ্রুবর্জ্জিত হইয়াছিল, বর্ণ মলিন হইয়াছিল, তাঁহারা কটিদেশে তরবারি বন্ধন করিয়াছিলেন এবং ধনুক ধারণ করিয়াছিলেন। পথে তাঁহারা ব্যাধ বলিয়া আত্ম-পরিচয় প্রদান করিতেছিলেন। তাহার পর লোকালয়ে উপস্থিত হইয়া দ্রৌপদী যুধিষ্ঠিরকে বলিলেন।২-৫ 'দেখুন, এক পা ফেলিবার মতন সরু সরু রাস্তা ও নানাবিধ কৃষিক্ষেত্র দেখা যাইতেছে। সুতরাং বিরাটরাজার রাজধানী এখনও বহুদূরে ইহা বুঝা যাইতেছে। আমরা এইখানেই আর একটি রাত্রি বাস করি। আমার ভয়ানক পরিশ্রম হইয়াছে'।৬

যুধিষ্ঠির বলিলেন,—অর্জ্জুন। তুমি দ্রৌপদীকে তুলিয়া লইয়া বহন কর। হে ভারত। আমরা এই বন হইতে বাহির হইয়া পড়িয়াছি, রাজধানীতে গিয়াই বাস করিব।৭

স রাজধানীং সম্প্রাপ্য কৌন্তেয়োঽর্জ্জুনমব্রবীৎ।
কায়ুধানি সমাসজ্য প্রবেক্ষ্যামঃ পুরং বয়ম্ ॥৯

সায়ুধাশ্চ প্রবেক্ষ্যামো বয়ং তাত পুরং যদি।
সমুদ্বেগং জনস্যাস্য করিষ্যামো ন সংশয়ঃ ॥১০

গাণ্ডীবঞ্চ মহদ্ গাঢ়ং লোকে চ বিদিতং নৃণাম্।
তচ্চেদায়ুধমাদায় গচ্ছামো নগরং বয়ম্।
ক্ষিপ্রমস্মান্ বিজানীয়ুর্মনুষ্যা নাত্র সংশয়ঃ ॥১১

ততো দ্বাদশ বর্ষাণি প্রবেষ্টব্যং বনে পুনঃ।
একস্মিন্নপি বিজ্ঞাতে প্রতিজ্ঞাতং হি নস্তথা ॥১২

অর্জ্জুন উবাচ।

ইয়ং কূটে মনুষ্যেন্দ্র গহনা মহতী শমী।
ভীমশাখা দুরারোহা শ্মশানস্য সমীপতঃ ॥১৩

ন চাপি বিদ্যতে কশ্চিন্মনুষ্য ইতি মে মতিঃ।
যোঽস্মান্ নিদধতো দ্রষ্টা ভবেচ্ছস্ত্রাণি পাণ্ডবাঃ ॥১৪

উৎপথে হি বনে জাতা মৃগব্যালনিষেবিতে।
সমীপে চ শ্মশানস্য গহনস্য বিশেষতঃ ॥১৫

সমাধায়ায়ুধং শম্যাং গচ্ছামো নগরং প্রতি।
এবমত্র যথাযোগং বিহরিষ্যাম ভারত ॥১৬

বৈশম্পায়ন উবাচ।

এবমুক্ত্বা স রাজানং ধর্ম্মরাজং যুধিষ্ঠিরম্।
প্রচক্রমে নিধানায় শস্ত্রাণাং ভরতর্ষভ ॥১৭

যেন দেবান্ মনুষ্যাংশ্চ সর্বাংশ্চৈকরথোঽজয়ৎ।
স্ফীতান্ জনপদাংশ্চান্যানজয়ৎ কুরুপুঙ্গবঃ ॥১৮

তদুদারং মহাঘোষং সপত্নবলসূদনম্।
অপজ্যমকরোৎ পার্থো গাণ্ডীবং সুভয়ঙ্করম্ ॥১৯

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—গজরাজতুল্য অর্জ্জুন সত্বর দ্রৌপদীকে তুলিয়া লইয়া নগরের নিকটে গিয়া নামাইলেন।৮ রাজধানী প্রাপ্ত হইয়া যুধিষ্ঠির অর্জ্জুনকে বলিলেন,—বৎস। আমরা অস্ত্রগুলি কোথায় রাখিয়া নগরে প্রবেশ করিব?৯ অস্ত্র লইয়া আমরা যদি নগরে প্রবেশ করি, তবে জনসাধারণের উদ্বেগ উৎপাদন করিব—সন্দেহ নাই।১০ এই বিশাল, ভারযুক্ত ও সুদৃঢ় গাণ্ডীব জগতে জনগণের পরিজ্ঞাত। সেই গাণ্ডীব লইয়া যদি আমরা নগরে প্রবেশ করি, তবে লোকেরা শীঘ্রই আমাদিগকে চিনিয়া ফেলিবে—ইহাতে সংশয় নাই।১১ তাহার পর একজনকেও যদি কেহ চিনিতে পারে, পুনরায় দ্বাদশ বৎসর অরণ্যে প্রবেশ করিতে হইবে—এই-রূপই আমাদের প্রতিশ্রুতি আছে।১২

অর্জ্জুন বলিলেন,—রাজন্। ঐ অত্যুচ্চ ভূমির উপর শ্মশানের সন্নিকটে দুষ্প্রবেশ্য ও দুরারোহ একটি বৃহৎ শমীবৃক্ষ রহিয়াছে। উহার শাখাগুলি ভীষণাকার।১৩ পাণ্ডবগণ। এখানে কোন মনুষ্য আছে বলিয়াও আমার মনে হয় না, যে আমাদিগকে অস্ত্র রাখিতে দেখিতে পাইবে?১৪ মৃগ ও হিংস্রজন্তুতে পরিপূর্ণ অরণ্যমধ্যে পথ হইতে দূরে বিশেষতঃ দুর্গম শ্মশানের সন্নিকটে এই গাছটি জন্মিয়াছে। এই শমীবৃক্ষে অস্ত্রগুলি বাঁধিয়া রাখিয়া যদি আমরা নগরে প্রবেশ করি, তাহা হইলে আমরা যথাযোগ্যভাবে বিচরণ করিতে পারিব।১৫-১৬

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—হে ভরতর্ষভ। ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরকে এই কথা বলিয়া অর্জ্জুন শস্ত্রগুলি রাখিবার জন্য গুছাইতে আরম্ভ করিলেন।১৭ কুরুপুঙ্গব অর্জ্জুন যাহা দ্বারা একরথে দেবতা ও সমস্ত মনুষ্যকে জয় করিয়াছিলেন এবং অন্যান্য বহু সমৃদ্ধ জনপদ জয় করিয়াছিলেন, প্রবল শত্রুসংহারকারী মহানির্ঘোষযুক্ত সেই অতি ভয়ঙ্কর

যেন বীরঃ কুরুক্ষেত্রমভ্যরক্ষৎ পরন্তপঃ।
অমুঞ্চদ্ ধনুষস্তস্য জ্যামক্ষয্যাং যুধিষ্ঠিরঃ ॥২০

পাঞ্চালান্ যেন সংগ্রামে ভীমসেনোঽজয়ৎ প্রভুঃ।
প্রত্যষেধদ্ বহূনেকঃ সপত্নাংশ্চৈব দিগ্জয়ে ॥২১

নিশম্য যস্য বিস্ফারং ব্যদ্রবস্ত রণাৎ পরে।
পর্বতস্যেব দীর্ণস্য বিস্ফোটমশনেরিব ॥২২

সৈন্ধবং যেন রাজানং পর্য্যামৃষিতবানথ।
জ্যাপাশং ধনুষস্তস্য ভীমসেনোঽবতারয়ৎ ॥২৩

অজয়ৎ পশ্চিমামাশাং ধনুষা যেন পাণ্ডবঃ।
মাদ্রীপুত্রো মহাবাহুস্তাম্রাস্যো মিতভাষিতা ॥২৪

তস্য মৌর্বীমপাকর্ষচ্ছূরঃ সংক্রন্দনো যুধি।
কুলে নাস্তি সমো রূপে যস্যেতি নকুলঃ স্মৃতঃ ॥২৫

দক্ষিণাং দক্ষিণাচারো দিশং যেনাজয়ৎ প্রভুঃ।
অপজ্যমকরোদ্ বীরঃ সহদেবস্তদায়ুধম্ ॥২৬

খড়্গাংশ্চ দীপ্তান্ দীর্ঘাংশ্চ কলাপাংশ্চ মহাধনান্
বিপাঠান্ ক্ষুরধারাংশ্চ ধনুর্ভির্নিদধুঃ সহ ॥২৭

বৈশম্পায়ন উবাচ।
অথান্বশাসন্নকুলং কুন্তীপুত্রো যুধিষ্ঠিরঃ।
আরুহেমাং শমীং বীর ধনূংষ্যেতানি নিক্ষিপ ॥২৮

তামুপারুহ্য নকুলো ধনূংষি নিদধে স্বয়ম্।
যানি তস্যাবকাশানি দিব্যরূপাণ্যমন্যত ॥২৯

যত্র চাপশ্যত স বৈ তিরোবর্ষাণি বর্ষতি।
তত্র তানি দৃঢ়ৈঃ পাশৈঃ সুগাঢ়ং পর্য্যবন্ধত ॥৩০

শরীরঞ্চ মৃতস্যৈকং সমবধ্নন্ত পাণ্ডবাঃ।
বিবর্জয়িষ্যন্তি নরা দূরাদেব শমীমিমাম্ ॥৩১

বিশাল গাণ্ডীবকে জ্যামুক্ত করিলেন।১৭-১৮ শত্রু-পীড়নকারী বীর যুধিষ্ঠির যাহাদ্বারা কুরুক্ষেত্রকে রক্ষা করিয়াছিলেন, সেই ধনুকের অক্ষয় জ্যা (গুণ) খুলিয়া ফেলিলেন।২০ প্রভাবশালী ভীমসেন যাহাদ্বারা যুদ্ধে পাঞ্চালদেশীয় বীরগণকে জয় করিয়াছিলেন, দিগ্বিজয়কালে একাকী যাহাদ্বারা বহুশত্রুকে নিবারণ করিয়াছিলেন, বিদীর্ণ পর্ব্বতের ন্যায় এবং বজ্রের বিস্ফোরণের ন্যায় যাহার বিস্তারকালীন শব্দ শুনিয়া শত্রুগণ যুদ্ধক্ষেত্র হইতে পলায়ন করিত, যাহা দ্বারা সিন্ধুরাজ জয়দ্রথকে পরাজিত করিয়াছিলেন, ভীমসেন স্বয়ং সেই ধনুর গুণ খুলিয়া ফেলিলেন।২১-২৩ মাদ্রী ও পাণ্ডুর পুত্র—যাঁহার মুখমণ্ডল আরক্ত এবং যিনি বীর ও মিতভাষী, যিনি যুদ্ধে প্রতিপক্ষকে কাঁদাইয়া ছাড়েন, বংশে যাঁহার ন্যায় রূপবান্ আর নাই বলিয়াই যাঁহার নাম হইয়াছিল নকুল, তিনি যে ধনুর দ্বারা পশ্চিমদিক্ জয় করিয়াছিলেন, তাহার জ্যা খুলিয়া ফেলিলেন।২৪-২৫ দাক্ষিণ্য (সরলতা)-পূর্ণ আচরণকারী প্রভাবশালী বীর সহদেব যাহার দ্বারা দক্ষিণদিক্ জয় করিয়াছিলেন, তিনি সেই ধনুককে জ্যা-মুক্ত করিলেন।২৬ সমুজ্জ্বল, সুদীর্ঘ খড়্গ, মহামূল্য তূণ, ক্ষুরধার বিপাঠগুলিকেও ধনুকগুলির সহিত স্থাপন করিলেন।২৭

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—অনন্তর কুন্তীনন্দন যুধিষ্ঠির নকুলকে আদেশ করিলেন—হে বীর! তুমি এই শমীবৃক্ষে আরোহণ করিয়া এই ধনুকগুলি গচ্ছিত করিয়া রাখ।২৮ নকুল সেই শমীবৃক্ষে আরোহণ করিয়া স্বয়ং ধনুকগুলি স্থাপন করিলেন। বৃক্ষের মধ্যভাগে যে স্থানগুলিকে তিনি ভাল অর্থাৎ উপযুক্ত মনে করিলেন এবং যেখানে সোজাসুজি বৃষ্টি

আবদ্ধং শবমত্রেতি গন্ধমাঘ্রায় পূতিকম্ ।
অশীতিশতবর্ষেয়ং মাতা ন ইতি বাদিনঃ ॥৩২

কুলধর্ম্মোঽয়মস্মাকং পূর্বৈরাচরিতোঽপি বা ।
সমাসজ্যাথ বৃক্ষেঽস্মিন্নিতি বৈ ব্যাহরন্তি তে ॥৩৩

আগোপালাবিপালেভ্য আচক্ষাণাঃ পরন্তপাঃ ।
আজগ্মুর্নগরাভ্যাসং পার্থাঃ শত্রুনিবর্হণাঃ ॥৩৪

জয়ো জয়ন্তো বিজয়ো জয়ৎসেনো জয়দ্বলঃ ।
ইতি গুহ্যানি নামানি চক্রে তেষাং যুধিষ্ঠিরঃ ॥৩৫

ততো যথাপ্রতিজ্ঞাভিঃ প্রবিশন্ নগরং মহৎ ।
অজ্ঞাতচর্য্যাং বৎস্যন্তো রাষ্ট্রে বর্ষং ত্রয়োদশম্ ॥৩৬

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং বিরাটপর্বণি পাণ্ডবপ্রবেশপর্বণি পুরপ্রবেশে অস্ত্রসংস্থাপনে পঞ্চমোঽধ্যায়ঃ ॥৫

পড়ে না দেখিলেন, সেইস্থানে সেই অস্ত্রগুলি দৃঢ় রজ্জুদ্বারা সুদৃঢ়ভাবে বন্ধন করিলেন।২৯-৩০ পাণ্ডবগণ একটি মৃতব্যক্তির শরীরও সেই সঙ্গে বাঁধিয়া দিলেন, যাহাতে লোকেরা পূতিগন্ধ আঘ্রাণ করিয়া এখানে শব বাঁধা আছে বলিয়া শমীবৃক্ষটিকে দূর হইতেই পরিহার করিয়া থাকে।৩১ শবদেহটি বৃক্ষে বাঁধিয়া দিয়া তাঁহারা বলিতে লাগিলেন যে, ইনি আমাদের মাতা, ইঁহার বয়স হইয়াছিল ১৮০ বৎসর।৩২ এইরূপই আমাদের কুলধর্ম্ম এবং আমাদের পূর্ব্বপুরুষগণও এই বৃক্ষে এইরূপ করিয়া গিয়াছেন—এই কথা বলিতে লাগিলেন।৩৩ গোপালক ও মেষপালক পর্য্যন্ত সকলের নিকট এই কথা বলিতে বলিতে শত্রুপীড়ক ও শত্রুনিধনকারী পাণ্ডবগণ নগরের নিকটে আগমন করিলেন।৩৪ যুধিষ্ঠির তাঁহাদের জয়, জয়ন্ত, বিজয়, জয়ৎসেন, জয়দ্বল—এইরূপ গুপ্ত নামকরণ করিলেন।৩৫ অনন্তর তাঁহারা পূর্ব্ব প্রতিজ্ঞা অনুসারে ত্রয়োদশ বৎসরটি সেই রাষ্ট্রে অজ্ঞাতবাস করিবার জন্য বিশাল নগরীতে প্রবেশ করিলেন।৩৬

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের বিরাটপর্ব্বান্তর্গত পাণ্ডবপ্রবেশপর্ব্বে নগরপ্রবেশসম্বন্ধীয় অস্ত্রসংস্থাপনে পঞ্চম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।৫

ষষ্ঠোঽধ্যায়ঃ ।

[যুধিষ্ঠিরস্য দুর্গাস্তুতিঃ, দুর্গাদেব্যা বরদানঞ্চ ।]

বৈশম্পায়ন উবাচ ।

বিরাটনগরং রম্যং গচ্ছমানো যুধিষ্ঠিরঃ ।
অস্তুবন্মনসা দেবীং দুর্গাং ত্রিভুবনেশ্বরীম্ ॥১

যশোদাগর্ভসম্ভূতাং নারায়ণবরপ্রিয়াম্ ।
নন্দগোপকুলে জাতাং মঙ্গল্যাং কুলবর্ধিনীম্ ॥২

কংসবিদ্রাবণকরীমসুরাণাং ক্ষয়ঙ্করীম্ ।
শিলাতটবিনিক্ষিপ্তামাকাশং প্রতিগামিনীম্ ॥৩

ষষ্ঠ অধ্যায় ।

[যুধিষ্ঠিরের দুর্গাস্তব ও দেবী দুর্গার বরদান।]

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—রমণীয় বিরাটনগরে প্রবেশ করিতে করিতে যুধিষ্ঠির মনে মনে ত্রিভুবনেশ্বরী

বাসুদেবস্য ভগিনীং দিব্যমাল্যবিভূষিতাম্ ।
দিব্যাম্বরধরাং দেবীং খড়্গখেটকধারিণীম্ ॥৪

ভারাবতরণে পুণ্যে যে স্মরন্তি সদাশিবাম্ ।
তান্ বৈ তারয়সে পাপাৎ পঙ্কে গামিব দুর্বলাম্ ॥৫

স্তোতুং প্রচক্রমে ভূয়ো বিবিধৈঃ স্তোত্রসম্ভবৈঃ ।
আমন্ত্র্য দর্শনাকাঙ্ক্ষী রাজা দেবীং সহানুজঃ ॥৬

নমোঽস্তু বরদে কৃষ্ণে কুমারি ব্রহ্মচারিণি ।
বালার্কসদৃশাকারে পূর্ণচন্দ্রনিভাননে ॥৭

চতুর্ভুজে চতুর্বক্ত্রে পীনশ্রোণিপয়োধরে ।
ময়ূরপিচ্ছবলয়ে কেয়ূরাঙ্গদধারিণি ।
ভাসি দেবি যথা পদ্মা নারায়ণপরিগ্রহঃ ॥৮

স্বরূপং ব্রহ্মচর্য্যঞ্চ বিশদং গগনেশ্বরী ।
কৃষ্ণচ্ছবিসমা কৃষ্ণা সঙ্কর্ষণসমাননা ॥৯

বিভ্রতী বিপুলৌ বাহু শক্রধ্বজসমুচ্ছ্রয়ৌ ।
পাত্রী চ পঙ্কজী ঘণ্টী স্ত্রীবিশুদ্ধা চ যা ভুবি ॥১০

পাশং ধনুর্মহাচক্রং বিবিধান্যায়ুধানি চ ।
কুণ্ডলাভ্যাং সুপূর্ণাভ্যাং কর্ণাভ্যাঞ্চ বিভূষিতা ॥১১

চন্দ্রবিস্পর্দ্ধিনা দেবি মুখেন ত্বং বিরাজসে ।
মুকুটেন বিচিত্রেণ কেশবন্ধেন শোভিনা ।১২

ভুজঙ্গাভোগবাসেন শ্রোণিসূত্রেণ রাজতা ।
বিভ্রাজসে চাবদ্ধেন ভোগেনেবেহ মন্দরঃ ॥১৩

ধ্বজেন শিখিপিচ্ছানামুচ্ছ্রিতেন বিরাজসে ।
কৌমারং ব্রতমাস্থায় ত্রিদিবং পাবিতং ত্বয়া ॥১৪

দুর্গাদেবীর স্তব করিতে লাগিলেন।১ দেবী দুর্গা মঙ্গলময়ী বংশবৃদ্ধিকরী, তিনি বহু অসুরক্ষয়কারিণী। নারায়ণপ্রদত্ত বর তাঁহার প্রীতি উৎপাদন করিয়াছিল। একদা তিনি নন্দগোপকুলে যশোদার গর্ভে জন্মিয়াছিলেন।২ তিনি কংসকে সন্ত্রস্ত করিয়াছিলেন। তিনি শিলাতটে নিক্ষিপ্ত হইয়া আকাশে গমন করিয়াছিলেন।৩ তিনি বাসুদেবের ভগিনী, স্বর্গীয় মাল্যে তাঁহার অঙ্গ বিভূষিত। দেবী দিব্যবস্ত্রপরিহিতা, খড়্গ ও খেটক (চর্ম্ম) ধারিণী।৪ পাপভারক্ষয়কারী পুণ্যক্ষেত্রে যাহারা সদাশিবমহিষী দুর্গাদেবীকে স্মরণ করে, হে দেবি! তুমি তাহাদিগকে পঙ্কমগ্না দুর্ব্বলা গাভীর ন্যায় পাপ হইতে উদ্ধার করিয়া থাক।৫

রাজা যুধিষ্ঠির অনুজগণের সহিত দেবীকে আমন্ত্রণ পূর্ব্বক দর্শনাকাঙ্ক্ষায় বিবিধ স্তোত্র রচনা করিয়া পুনরায় স্তব করিতে আরম্ভ করিলেন।৬ হে দেবি! তুমি বরদা, তুমি কৃষ্ণা তুমি কুমারী, তুমি ব্রহ্মচারিণী, তোমার আকৃতি প্রাতঃকালীনসূর্য্যতুল্য, মুখমণ্ডল পূর্ণচন্দ্রসদৃশ, তুমি চতুর্ভুজা, চতুর্মুখী, পীনশ্রোণি-পয়োধরা, তুমি ময়ূরপিচ্ছের বলয় এবং কেয়ূর ও অঙ্গদ ধারণ কর। তুমি নারায়ণপত্নী লক্ষ্মীদেবীর ন্যায় শোভা ধারণ করিয়া আছ। তোমাকে প্রণাম করি।৭-৮

তুমি মহাকাশের অধীশ্বরী, ব্রহ্মসাহচর্য্য তোমার বিশুদ্ধ স্বরূপ। তুমি নীলমেঘতুল্য কৃষ্ণবর্ণা, তুমি অষ্টভুজা, তোমার ইন্দ্রধ্বজতুল্য সমুন্নত বিশাল বাহুদ্বয়ে বরাভয়, এক হস্তে কপালপাত্র, অন্যান্য হস্তে পদ্ম, ঘণ্টা, পাশ, ধনু ও মহাচক্র বিদ্যমান। জগতে বিশুদ্ধা রমণীরা তোমারই প্রতিমূর্ত্তি। কুণ্ডলপূর্ণ কর্ণযুগল তোমাকে অলংকৃত করিয়াছে। হে দেবি! চন্দ্রতুল্য বদনমণ্ডল তোমাকে সমুজ্জ্বল করিয়াছে। তোমার বিচিত্র মুকুট, তোমার সুন্দর কুঞ্চিত কেশপাশ যেন

তেন ত্বং স্তূয়সে দেবি ত্রিদশৈঃ পূজ্যসেঽপি চ।
ত্রৈলোক্যরক্ষণার্থায় মহিষাসুরনাশিনী।
প্রসন্না মে সুরশ্রেষ্ঠে দয়াং কুরু শিবা ভব ॥১৫

জয়া ত্বং বিজয়া চৈব সংগ্রামে চ জয়প্রদা।
মমাপি বিজয়ং দেহি বরদা ত্বঞ্চ সাম্প্রতম্ ॥১৬

বিন্ধ্যে চৈব নগশ্রেষ্ঠে তব স্থানং হি শাশ্বতম্।
কালি কালি মহাকালি খড়্গখট্বাঙ্গধারিণি ॥১৭

কৃতানুযাত্রা ভূতৈস্ত্বং বরদা কামচারিণি।
ভারাবতারে যে চ ত্বাং সংস্মরিষ্যন্তি মানবাঃ ॥১৮

প্রণমন্তি চ যে ত্বাং হি প্রভাতে তু নরা ভুবি।
ন তেষাং দুর্লভং কিঞ্চিৎ পুত্রতো ধনতোঽপি বা ॥১৯

দুর্গাৎ তারয়সে দুর্গে তৎ ত্বং দুর্গা স্মৃতা জনৈঃ।
কান্তারেম্ববসন্নানাং মগ্নানাঞ্চ মহার্ণবে ॥২০

দস্যুভির্বা নিরুদ্ধানাং ত্বং গতিঃ পরমাং নৃণাম্।
জলপ্রতরণে চৈব কান্তারেম্বটবীষু চ ॥২১

যে স্মরন্তি মহাদেবি ন চ সীদন্তি তে নরাঃ।
ত্বং কীর্ত্তিঃ শ্রীর্ধৃতিঃ সিদ্ধির্হ্রীর্বিদ্যা সন্ততির্মতিঃ ॥২২

সন্ধ্যা রাত্রিঃ প্রভা নিদ্রা জ্যোৎস্না কান্তিঃ ক্ষমা দয়া।
নৃণাঞ্চ বন্ধনং মোহং পুত্রনাশং ধনক্ষয়ম্ ॥২৩
ব্যাধিং মৃত্যুং ভয়ং চৈব পূজিতা নাশয়িষ্যসি।
সোঽহং রাজ্যাৎ পরিভ্রষ্টঃ শরণং ত্বাং প্রপন্নবান্ ॥২৪

প্রণতশ্চ যথা মূর্দ্ধা তব দেবি সুরেশ্বরি।
ত্রাহি মাং পদ্মপত্রাক্ষি সত্যে সত্যা ভবস্ব নঃ ॥২৫

শরণং ভব মে দুর্গে শরণ্যে ভক্তবৎসলে।
এবং স্তুতা হি সা দেবী দর্শয়ামাস পাণ্ডবম্ ॥২৬

সর্পের সর্পিল দেহ, উজ্জ্বল কটিসূত্র তাহার সহিত সংশ্লিষ্ট, তদ্দ্বারা তুমি সর্পবেষ্টিত মন্দর পর্ব্বতের ন্যায় বিরাজিত।৯-১৩ সমুন্নত ময়ূরপিচ্ছের পতাকা তোমার শোভাবর্দ্ধন করিতেছে। তুমি ব্রহ্মচর্য্য-ব্রত ধারণ করিয়া স্বর্গকে পবিত্র করিয়াছিলে।১৪ হে দেবি! সেজন্য দেবতারা তোমার স্তুতি ও পূজা করেন। ত্রিভুবন রক্ষা করিবার জন্য তুমি মহিষাসুরকে বধ করিয়াছ। হে সুরোত্তমে! তুমি প্রসন্না হও, দয়া কর, কল্যাণকারিণী হও।১৫ তুমি জয়া, তুমি বিজয়া, তুমি সংগ্রামে জয়দাত্রী। সম্প্রতি বরদাত্রী হইয়া আমায় বিজয় দান কর।১৬ হে কালি! হে মহাকালি! হে খড়্গখট্বাঙ্গ-ধারিণি! পর্ব্বতশ্রেষ্ঠ বিন্ধ্য তোমার চিরনিবাস।১৭ হে কামচারিণি! ব্রহ্মাদি সর্ব্বভূত নিত্যবরদায়িনী তোমার অনুসরণ করিয়া আসিয়াছেন। দুঃখ, ক্লেশ ও পাপের বোঝা নামাইতে যাহারা তোমাকে স্মরণ করিবে, পৃথিবীতে যাহারা তোমাকে নিত্য প্রভাতে প্রণাম করে, ধন, পুত্র বা তদপেক্ষাও আকাঙ্ক্ষিত কোন বস্তুই তাহাদের দুর্লভ হয় না।১৮-১৯ হে দুর্গে! তুমি দুর্গ (দুঃসহ দুঃখ) হইতেও উদ্ধার কর, এজন্য লোকে তোমাকে দুর্গা বলিয়া স্মরণ করে। মহারণ্যে যাহারা অবসন্ন হইয়া পড়িয়াছে, যাহারা মহাসমুদ্রে মগ্ন হইয়াছে, যাহারা দস্যু-দলকর্ত্তৃক অবরুদ্ধ হইয়াছে, তুমি তাহাদের পরম ভরসা। হে মহাদেবি! দুর্গম মার্গে, অরণ্যমধ্যে, সলিলসন্তরণে যাহারা তোমাকে স্মরণ করে, তাহারা বিপদ্‌গ্রস্ত হয় না। তুমিই কীর্ত্তি, শ্রী, ধৃতি, হ্রী, বিদ্যা, বুদ্ধি, সন্ততি, মতি, সন্ধ্যা, রাত্রি, নিদ্রা, প্রভা, কান্তি, জ্যোৎস্না, ক্ষমা, দয়া—সমস্তই তুমি। তোমার পূজা করিলে তুমি মনুষ্যের বন্ধন, অজ্ঞান, ধনহানি, পুত্রনাশ, ব্যাধি, মৃত্যু, ভয়—সমস্তই দূর করিয়া থাক। হে সুরেশ্বরি! সেই আমি

উপগম্য তু রাজানমিদং বচনমব্রবীৎ।
দেব্যুবাচ।
শৃণু রাজন্ মহাবাহো মদীয়ং বচনং প্রভো ॥২৭

ভবিষ্যত্যচিরাদেব সংগ্রামে বিজয়স্তব।
মম প্রসাদান্নির্জিত্য হত্বা কৌরববাহিনীম্ ॥২৮

রাজ্যং নিষ্কণ্টকং কৃত্বা ভোক্ষ্যসে মেদিনীং পুনঃ।
ভ্রাতৃভিঃ সহিতো রাজন্ প্রীতিং প্রাপ্স্যসি পুষ্কলাম্ ॥২৯

মৎপ্রসাদাচ্চ তে সৌখ্যমারোগ্যঞ্চ ভবিষ্যতি।
যে চ সঙ্কীর্ত্তয়িষ্যন্তি লোকে বিগতকল্মষাঃ ॥৩০

তেষাং তুষ্টা প্রদাস্যামি রাজ্যমায়ুর্বপুঃ সুতম্।
প্রবাসে নগরে চাপি সংগ্রামে শত্রুসঙ্কটে ॥৩১

অটব্যাং দুর্গকান্তারে সাগরে গহনে গিরৌ।
যে স্মরিষ্যন্তি মাং রাজন্ যথাহং ভবতা স্মৃতা ॥৩২

ন তেষাং দুর্লভং কিঞ্চিদস্মিঁল্লোকে ভবিষ্যতি।
ইদং স্তোত্রবরং ভক্ত্যা শৃণুয়াদ্ বা পঠেত বা ॥৩৩

তস্য সর্বাণি কার্য্যাণি সিদ্ধিং যাস্যন্তি পাণ্ডবাঃ।
মৎপ্রসাদাচ্চ বঃ সর্বান্ বিরাটনগরে স্থিতান্ ॥৩৪

রাজ্যভ্রষ্ট হইয়া তোমার শরণাগত হইয়াছি এবং নতমস্তকে প্রণিপাত করিতেছি। হে পদ্মপলাশ-লোচনে। আমাকে পরিত্রাণ কর, হে সত্য-স্বরূপিণি। আমাদের সত্য রক্ষা কর (অথবা আমাদের নিকট সত্য অর্থাৎ প্রত্যক্ষ হও)।২০-২৫ হে শরণ্যে। হে ভক্তবৎসলে। হে দুর্গে। আমার শরণ অর্থাৎ রক্ষাকর্ত্রী হও। এইরূপে স্তুতা হইয়া দেবী যুধিষ্ঠিরকে দর্শন দিলেন।২৬ তিনি রাজা যুধিষ্ঠিরের নিকট উপস্থিত হইয়া এই কথা বলিতে লাগিলেন। দেবী বলিলেন,—হে মহাবাহো। হে প্রভাব-সম্পন্ন রাজন্। আমার বাক্য শ্রবণ কর।২৭ সংগ্রামে অবিলম্বেই তোমার জয় হইবে। আমার প্রসাদে জয়লাভ করিয়া কৌরব-বাহিনীকে বধ করিয়া রাজ্যকে নিষ্কণ্টক করিবে, ভ্রাতৃবর্গের সহিত পুনরায় পৃথিবী ভোগ করিবে এবং প্রচুর আনন্দলাভ করিবে।২৮-২৯

আমার প্রসাদে তোমার সুখ ও আরোগ্য অব্যাহত থাকিবে। যে নিষ্পাপ ব্যক্তিগণ ইহা কীর্ত্তন করিবে, তাহাদের প্রতি সন্তুষ্ট হইয়া রাজ্য, আয়ু, স্বাস্থ্য ও পুত্র প্রদান করিব। হে রাজন্। প্রবাসে, নগরে, শত্রুসঙ্কুল সংগ্রাম-ক্ষেত্রে, অরণ্যমধ্যে, দুর্গমধ্যে, দুর্গম পথে, সমুদ্রে বা দুর্গম পর্ব্বতে, তুমি যেমন আমাকে স্মরণ করিয়াছ, যাহারা আমাকে এইরূপ স্মরণ করিবে, এই জগতে কিছুই তাহাদের দুর্লভ হইবে না। হে পাণ্ডবগণ। এই উত্তম স্তোত্রটি যে ভক্তিভরে পাঠ করিবে বা শ্রবণ করিবে, তাহার সমস্ত কার্য্য সিদ্ধ হইবে। আমার প্রসাদে বিরাটনগরে অবস্থিত তোমাদের সকলকেই কৌরবগণ বা সেই নগরবাসী

ন প্রজ্ঞাস্যন্তি কুরবো নরা বা তন্নিবাসিনঃ।
ইত্যুক্ত্বা বরদা দেবী যুধিষ্ঠিরমরিন্দমম্।
রক্ষাং কৃত্বা চ পাণ্ডূনাং তত্রৈবান্তরধীয়ত ॥৩৫

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং বিরাটপর্ব্বণি পাণ্ডবপ্রবেশপর্ব্বণি দুর্গাস্তবে ষষ্ঠোঽধ্যায়ঃ ॥৬

জনগণ জানিতে পারিবে না। বরদায়িনী বলিয়া পাণ্ডবগণের রক্ষার বিধান করত সেই-দুর্গাদেবী শত্রুদমনকারী যুধিষ্ঠিরকে এই কথা স্থানেই অন্তর্হিত হইলেন।৩০-৩৫

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের বিরাটপর্ব্বান্তর্গত পাণ্ডবপ্রবেশপর্ব্বে পাণ্ডবগণের দুর্গাস্তবে ষষ্ঠ অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।৬

সপ্তমোঽধ্যায়ঃ।

[বিরাটরাজসভায়াং যুধিষ্ঠিরস্য প্রবেশঃ।]

বৈশম্পায়ন উবাচ।

(ততস্তু তে পুণ্যতমাং শিবাং শুভাং
মহর্ষিগন্ধর্ব্বনিষেবিতোদকাম্
ত্রিলোককান্তামবতীর্য্য জাহ্নবী-
মৃষীংশ্চ দেবাংশ্চ পিতৄনতর্পয়ন্ ॥
বরপ্রদানং ত্বনুচিন্ত্য পার্থিবো
হুতাগ্নিহোত্রঃ কৃতজপ্যমঙ্গলঃ।
দিশং তথৈন্দ্রীমভিতঃ প্রপেদিবান্
কৃতাঞ্জলির্ধর্ম্মমুপহ্বরচ্ছনৈঃ ॥

যুধিষ্ঠির উবাচ।

বরপ্রদানং মম দত্তবান্ পিতা
প্রসন্নচেতা বরদঃ প্রজাপতিঃ।
জলার্থিনো মে তৃষিতস্য সোদরা
ময়া প্রযুক্তা বিবিশুর্জলাশয়ম্ ॥
নিপাতিতা যক্ষবরেণ তে বনে
মহাহবে বজ্রভৃতেব দানবাঃ।
ময়া চ গত্বা বরদোঽভিতোষিতো
বিবক্ষতা প্রশ্নসমুচ্চয়ং গুরুঃ ॥
স মে প্রসন্নো ভগবান্ বরং দদৌ
পরিষ্বজংশ্চাহ তথৈব সৌহৃদাৎ।
বৃণীষ্ব যদ্ বাঞ্ছসি পাণ্ডুনন্দন
স্থিতোঽহমন্তরিক্ষে বরদোঽস্মি পশ্যতাম্ ॥

সপ্তম অধ্যায়।

[যুধিষ্ঠিরের বিরাট রাজসভায় প্রবেশ।]

(তাহার পর তাঁহারা যাঁহার জল মহর্ষি ও গন্ধর্ব্বদিগেরদ্বারা সেবিত, সেই পরম পবিত্র কল্যাণ-স্রোতাঃ ত্রিভুবনের স্পৃহণীয়া গঙ্গানদীতে অবতরণ করিয়া দেবতা, ঋষি ও পিতৃগণের তর্পণ করিলেন। রাজা যুধিষ্ঠির ধর্ম্মের বরপ্রদানের কথা চিন্তা করিয়া অগ্নিতে আহুতিদান ও মাঙ্গলিক মন্ত্র জপ করত পূর্ব্বদিকে মুখ করিয়া কৃতাঞ্জলি হইয়া ধীরে ধীরে ধর্ম্মকে আহ্বান করিতে লাগিলেন। যুধিষ্ঠির মনে মনে বলিলেন,—আমার পিতা বরদানকারী প্রজাপতি ধর্ম্ম আমাকে বরদান করিয়াছেন। আমি তৃষ্ণার্ত্ত হইয়া জলাভিলাষে ভ্রাতৃবর্গকে পাঠাইয়াছিলাম, তাহারা জলাশয়ে অবতরণ

স বৈ ময়োক্তো বরদঃ পিতা প্রভুঃ
সদৈব মে ধর্মরতা মতির্ভবেৎ ।
ইমে চ জীবন্তু মমানুজাঃ প্রভো
বপুশ্চ রূপঞ্চ বলং তথাপ্নুয়ুঃ ॥
ক্ষমা চ কীর্তিশ্চ যথেষ্টতো ভবেদ্
ব্রতঞ্চ সত্যঞ্চ সমাপ্তিরেব চ ।
বরো মমৈষোঽস্তু যথানুকীর্তিতো
ন তন্মৃষা দেববরো যদব্রবীৎ ॥

বৈশম্পায়ন উবাচ ।
ইত্যেবমুক্ত্বা ধর্মাত্মা ধর্মমেবানুচিন্তয়ন্ ।
তদৈব তৎপ্রসাদেন রূপমেবাভজৎ স্বকম্ ॥

স বৈ দ্বিজাতিস্তরুণস্ত্রিদণ্ডধৃক্
কমণ্ডলুশ্চীবধরোঽপ্যজায়ত ।
সুরক্তমাঞ্জিষ্ঠবরাম্বরঃ শিখী
পবিত্রপাণির্দদৃশে তদদ্ভুতম্ ॥

তথৈব তেষামপি ধর্মচারিণাং
যথেপ্সিতা হ্যাভরণাম্বরস্রজঃ ।
ক্ষণেন রাজন্নভবন্মহাত্মনাং
প্রশস্তধর্মাগ্র্যফলাভিকাঙ্ক্ষিণাম্ ॥)
ততো বিরাটং প্রথমং যুধিষ্ঠিরো
রাজা সভায়ামুপবিষ্টমাব্রজৎ ।
বৈদূর্য্যরূপান্ প্রতিমুচ্য কাঞ্চনা-
নক্ষান্ স কক্ষে পরিগৃহ্য বাসসা ॥১
নরাধিপো রাষ্ট্রপতিং যশস্বিনং
মহাযশাঃ কৌরববংশবর্দ্ধনঃ ।
মহানুভাবো নররাজসৎকৃতো
দুরাসদস্তীক্ষ্ণবিষো যথোরগঃ ॥২
বলেন রূপেণ নরর্ষভো মহা-
নপূর্বরূপেণ যথামরস্তথা ।
মহাভ্রজালৈরিব সংবৃতো রবি-
র্যথানলো ভস্মবৃতশ্চ বীর্য্যবান্ ॥৩

করিয়াছিল। মহাযুদ্ধে ইন্দ্রকর্তৃক নিপাতিত দানবগণের ন্যায় তাহারা যক্ষকর্তৃক বনমধ্যে নিপাতিত হইয়াছিল। তখন আমি গিয়া বরদানকারী যক্ষরূপী ধর্মের প্রশ্নের উত্তরদান করিতে ইচ্ছুক হইয়া তাঁহার সন্তোষ উৎপাদন করিয়াছিলাম। ভগবান্ ধর্ম প্রসন্ন হইয়া আমাকে বর দিয়াছিলেন এবং স্নেহবশতঃ আলিঙ্গন করিয়া বলিয়াছিলেন—হে পাণ্ডুপুত্র। যাহা ইচ্ছা প্রার্থনা কর। আমি বরদাতা এই অন্তরীক্ষে অবস্থান করিতেছি দেখ। আমি অতিপ্রভাবসম্পন্ন বরদাতা পিতাকে বলিয়াছিলাম—আমার বুদ্ধি যেন সর্ব্বদা ধর্ম্মরত থাকে, আমার এই অনুজগণ যেন জীবনলাভ করে এবং নিজ নিজ দেহ, রূপ ও বল যেন ইচ্ছানুরূপ প্রাপ্ত হয়, সহিষ্ণুতা এবং কীর্ত্তি যেন ইচ্ছানুরূপ হয়, আমাদের ব্রত ও সত্য যেন সমাপ্ত হয়—ইহাই আমার বর। দেববর যে "যাহা বলিয়াছ তাহাই হউক" বলিয়া বরদান করিয়াছিলেন, তাহা মিথ্যা নহে। বৈশম্পায়ন বলিলেন—ধর্ম্মাত্মা যুধিষ্ঠির এই বলিয়া ধর্ম্মকেই চিন্তা করিতে লাগিলেন। ধর্ম্মের অনুগ্রহে তৎক্ষণাৎ তাঁহার স্বাভিমত রূপ লাভ হইল। তিনি উষ্ণীষ, কমণ্ডলু ও ত্রিদণ্ডধারী মঞ্জিষ্ঠারঞ্জিত উত্তম বস্ত্র পরিহিত, পবিত্রপাণি তরুণ দ্বিজবেশে দৃষ্টিগোচর হইলেন। ধর্ম্মনিষ্ঠ তদীয় ভ্রাতৃবর্গেরও মুহূর্ত্তমধ্যে ইচ্ছানুরূপ বস্ত্রালঙ্কার-মাল্যাদি লাভ হইল। তাঁহারা সকলেই চিরদিন শ্রেষ্ঠ ধর্ম্মের প্রধান ফলের প্রতি অভিলাষী।)

তাহার পর বৈদূর্য্য ও কাঞ্চনময় শারী (পাশার-গুটি), শারিফলক ও পাশা কাপড়ে বাঁধিয়া বগলে লইয়া রাজা যুধিষ্ঠিরই প্রথমে রাজসভায় উপবিষ্ট যশস্বী রাজ্যপালক বিরাটরাজার নিকট উপস্থিত

তমাপতন্তং প্রসমীক্ষ্য পাণ্ডবং
বিরাটরাড়িন্দুমিবাভ্রসংবৃতম্।
সমাগতং পূর্ণশশিপ্রভাননং
মহানুভাবং নচিরেণ দৃষ্টবান্ ॥৪
মন্ত্রিদ্বিজান্ সূতমুখান্ বিশস্তথা
যে চাপি কেচিৎ পরিতঃ সমাসতে।
পপ্রচ্ছ কোঽয়ং প্রথমং সমেয়িবান্
নৃপোপমোঽয়ং সমবেক্ষতে সভাম্ ॥৫
ন তু দ্বিজোঽয়ং ভবিতা নরোত্তমঃ
পতিঃ পৃথিব্যা ইতি মে মনোগতম্।
ন চাস্য দাসো ন রথো ন কুঞ্জরঃ
সমীপতো ভ্রাজতি চায়মিন্দ্রবৎ ॥৬
শরীরলিঙ্গৈরুপসূচিতো হ্যয়ং
মূর্দ্ধাভিষিক্ত ইতি মে মনোগতম্।
সমীপমায়াতি চ মে গতব্যথো
যথা গজস্তামরসীং মদোৎকটঃ ॥৭
বিতর্কয়ন্তং তু নরর্ষভস্তথা
যুধিষ্ঠিরোঽভ্যেত্য বিরাটমব্রবীৎ।
সম্রাড্ বিজানাত্বিহ জীবনার্থিনং
বিনষ্টসর্ব্বস্বমুপাগতং দ্বিজম্ ॥৮
ইহাহমিচ্ছামি তবানঘান্তিকে
বস্তুং যথা কামচরস্তথা বিভো।
তমব্রবীৎ স্বাগতমিত্যনন্তরং
রাজা প্রহৃষ্টঃ প্রতিসংগৃহাণ চ ॥৯
তং রাজসিংহং প্রতিগৃহ্য রাজা
প্রীত্যাত্মনা চৈনমিদং বভাষে।
কামেন তাতাভিবদাম্যহং ত্বাং
কস্মাদি রাজ্যো বিষয়াদিহাগতঃ ॥১০

হইলেন। তখন রাজবৃন্দের সমাদৃত কৌরববংশবর্দ্ধন মহানুভব মহাযশস্বী রাজা যুধিষ্ঠির তীক্ষ্ণ বিষধর সর্পের ন্যায় দুরাসদ (অর্থাৎ যাহার নিকটে যাইতে সাহস হয় না) ছিলেন। মহামেঘজালে সমাচ্ছন্ন সূর্য্য এবং ভস্মাচ্ছন্ন অগ্নির ন্যায় বীর্য্যবান্ নরপুঙ্গব মহারাজ যুধিষ্ঠির অপূর্ব্ব রূপসম্পন্ন, আকৃতি, বল ও মহত্ত্বে দেবতুল্য ছিলেন।১-৩

মেঘাবৃত চন্দ্রের ন্যায় ছদ্মবেশী রাজা যুধিষ্ঠির আসিতেছিলেন। তাঁহার বদনমণ্ডল পূর্ণচন্দ্রের ন্যায় প্রভাযুক্ত। বিরাটরাজা সমাগত যুধিষ্ঠিরকে দেখিয়া তাঁহার গম্ভীর ব্যক্তিত্ব অবিলম্বেই উপলব্ধি করিলেন।৪

মন্ত্রী, ব্রাহ্মণ, বৈশ্য, বন্দী প্রভৃতি যে কেহ চারিদিকে বসিয়াছিলেন, রাজা তাঁহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন—প্রথম সমাগত রাজতুল্য এই ব্যক্তিটি কে ?৫ ইনি সভার প্রতি দৃষ্টিপাত করিতেছেন। এই নরপুঙ্গব ব্রাহ্মণ নহেন। ইনি পৃথিবীপতি হইবেন—এইরূপ আমার মনে হয়। রথ, হস্তী বা কোন ভৃত্য ইহার নিকটে নাই। অথচ ইনি নিকট হইতে ইন্দ্রের ন্যায় দীপ্তিমান্।৬ আমার মনে হয়, ইনি মূর্দ্ধাভিষিক্ত সম্রাট্—ইহাই ইহার দৈহিক চিহ্নদ্বারা সূচিত হইতেছে। নলিনীর সমীপে সমাগত উৎকট মদমত্ত হস্তীর ন্যায় বিষাদশূন্য এই ব্যক্তি আমার নিকটে আসিতেছেন।৭ নরপুঙ্গব যুধিষ্ঠির এইরূপ বিতর্কান্বিত বিরাটরাজার নিকট উপস্থিত হইয়া বলিলেন,—সম্রাট্ অবগত হউন, একটি নষ্টসর্ব্বস্ব ব্রাহ্মণ জীবিকার্থী হইয়া এখানে উপস্থিত হইয়াছে।৮ হে নিষ্পাপ! হে রাজন্! আমি এখানে আপনার নিকট স্বচ্ছন্দচারী ব্যক্তির ন্যায় বাস করিতে ইচ্ছা করি। রাজা আনন্দিত হইয়া তাঁহাকে বলিলেন,—আপনি আমার স্বাগত সম্ভাষণ গ্রহণ করুন।৯ বিরাটরাজা রাজশ্রেষ্ঠ যুধিষ্ঠিরকে প্রীতচিত্তে গ্রহণ করিয়া তাঁহাকে

গোত্রঞ্চ নামাপি চ শংস তত্ত্বতঃ
কিং চাপি শিল্পং তব বিদ্যতে কৃতম্ ॥১১

যুধিষ্ঠির উবাচ।

যুধিষ্ঠিরস্যাসমহং পুরা সখা
বৈয়াঘ্রপদ্যঃ পুনরস্মি বিপ্রঃ।
অক্ষান্ প্রযোক্তুং কুশলোঽস্মি দেবিনাং
কঙ্কেতি নাম্নাস্মি বিরাট বিশ্রুতঃ ॥১২

বিরাট উবাচ।

দদামি তে হন্ত বরং যমিচ্ছসি
প্রশাধি মৎস্যান্ বশগো হ্যহং তব।
প্রিয়াশ্চ ধূর্তা মম দেবিনঃ সদা
ভবাংশ্চ দেবোপম রাজ্যমর্হতি ॥১৩

যুধিষ্ঠির উবাচ।

প্রাপ্তো বিবাদঃ প্রথমং বিশাম্পতে
ন বিদ্যতে কঞ্চ ন মৎস্য হীনতঃ।
ন মে জিতঃ কশ্চন ধারয়েদ্ ধনং
বরো মমৈষোঽস্তু তব প্রসাদজঃ ॥১৪

বিরাট উবাচ।

হন্যামবধ্যং যদি তেঽপ্রিয়ং চরেৎ
প্রব্রাজয়েয়ং বিষয়াদ্ দ্বিজাংস্তথা।
শৃণ্বন্তু মে জানপদাঃ সমাগতাঃ
কঙ্কো যথাহং বিষয়ে প্রভুস্তথা ॥১৫

সমানযানো ভবিতাসি মে সখা
প্রভূতবস্ত্রো বহুপানভোজনঃ।
পশ্যেস্ত্বমন্তশ্চ বহিশ্চ সর্বদা
কৃতঞ্চ তে দ্বারমপাবৃতং ময়া ॥১৬

যে ত্বানুবাদেয়ুরবৃত্তিকর্শিতা
ব্রূয়াশ্চ তেষাং বচনেন মাং সদা।
দাস্যামি সর্বং তদহং ন সংশয়ো
ন তে ভয়ং বিদ্যতি সংনিধৌ মম ॥১৭

বলিলেন,—হে মান্যবর! অনুরাগবশে আপনাকে বলিতেছি যে, আপনি কোন্ রাজার রাজ্য হইতে এখানে আগমন করিতেছেন?১০ আপনার নাম, গোত্র এবং কোন্ শিল্প অধিগত আছে, যথাযথ বলুন।১১

যুধিষ্ঠির বলিলেন,—আমি পূর্ব্বে রাজা যুধিষ্ঠিরের সখা ছিলাম। আমি বৈয়াঘ্রপদ্য গোত্রীয় ব্রাহ্মণ। আমার নাম 'কঙ্ক'। আমি ক্রীড়ামোদী ব্যক্তিদিগের মধ্যে অক্ষপ্রয়োগে সুদক্ষ।১২ বিরাট বলিলেন,—বেশ! আপনাকে আপনার ইচ্ছামত বর দিতেছি অর্থাৎ আপনার প্রার্থনা মঞ্জুর করিলাম। হে দেবকল্প! আপনি রাজ্য-লাভের যোগ্য। আপনি এই মৎস্যদেশ শাসন করুন, আমি আপনার বশবর্ত্তী। দ্যূতক্রীড়া-নিরত ধূর্ত্তগণ সর্ব্বদা আমার প্রিয়।১৩

[যুধিষ্ঠি]র বলিলেন,—হে রাজন্! হে মৎস্য-দেশাধিপতে! কোন হীনবর্ণ মানুষের সহিত যেন বিবাদ করিতে না হয়, ইহাই আমার প্রথম বর। পাশাখেলায় পরাজিত হইয়া কোন ব্যক্তি যেন আমার ধন আপনার নিকট গচ্ছিত না রাখে—আপনার অনুগ্রহে আমার এই প্রার্থনা পূর্ণ হউক।১৪

বিরাটরাজা বলিলেন,—যদি কেহ আপনার অপ্রিয় আচরণ করে, তাহাকে অবশ্যই হত্যা করিব। অপ্রিয়কারী ব্রাহ্মণ হইলে তাহাকে রাজ্য হইতে নির্ব্বাসিত করিব। আমার নগর-বাসী সমাগত প্রজাবৃন্দ শ্রবণ করুন—এই রাজ্যে কঙ্কের প্রভুত্ব আমারই মত।১৫ আপনি আমার এক রথে আরোহণযোগ্য সখা হইবেন, আপনার প্রভূত বস্ত্র ও প্রচুর অন্নপানীয় থাকিবে। আপনি সর্ব্বদা অভ্যন্তরে ও বহির্ভাগে লক্ষ্য

বৈশম্পায়ন উবাচ।

(এবং তু রাজ্ঞঃ প্রথমঃ সমাগমো
বভূব মাৎস্যস্য যুধিষ্ঠিরস্য চ।
বিরাটরাজস্য হি তেন সঙ্গমো
বভূব বিষ্ণোরিব বজ্রপাণিনা ॥

তমাসনস্থং প্রিয়রূপদর্শনং
নিরীক্ষমাণো ন ততর্প ভূমিপঃ।
সভাঞ্চ তাং প্রজ্বলয়ন্ যুধিষ্ঠিরঃ
শ্রিয়া যথা শক্র ইব ত্রিবিষ্টপম্ ॥)

এবং স লব্ধ্বা তু বরং সমাগমং
বিরাটরাজেন নরর্ষভস্তদা।
উবাস ধীরঃ পরমার্চিতঃ সুখী
ন চাপি কশ্চিচ্চরিতং বুবোধ তৎ ॥১৮

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং বিরাটপর্বণি পাণ্ডবপ্রবেশপর্বণি যুধিষ্ঠিরপ্রবেশো নাম সপ্তমোঽধ্যায়ঃ ॥৭

রাখিবেন। আমি আপনার জন্য সমস্ত দ্বার উন্মুক্ত করিয়া দিলাম।১৬ জীবিকার অভাবে ক্লিষ্ট হইয়া যাহারা আপনাকে তাহাদের প্রার্থনা আমার নিকট নিবেদন করিবার অনুরোধ জানাইবে, আপনি তাহাদের কথামত সর্ব্বদাই আমাকে বলিবেন—আমি সেই সমস্ত প্রার্থীদিগকে দান করিব—ইহাতে সংশয় নাই। আমার নিকটে আপনার কোন ভয় নাই।১৭

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—(এইরূপে মৎস্যদেশের রাজা ও যুধিষ্ঠিরের প্রথম সাক্ষাৎকার সংঘটিত হইল। ইন্দ্রের সহিত বিষ্ণুর ন্যায় যুধিষ্ঠিরের সহিত বিরাটরাজার বন্ধুত্ব হইল। প্রীতিকর সৌন্দর্য্য ও আকৃতিসম্পন্ন যুধিষ্ঠিরকে নিরীক্ষণ করিয়া রাজা বিরাট ক্ষুধাতৃষ্ণাও ভুলিয়া যাইতেন। ইন্দ্র যেমন নিজ শোভায় স্বর্গকে উজ্জ্বল করিয়া রাখেন, যুধিষ্ঠির সেইরূপ সেই রাজসভা উজ্জ্বল করিয়া রাখিলেন।) ধৈর্য্যশীল, নরপুঙ্গব যুধিষ্ঠির তখন এইভাবে বিরাটরাজার সহিত উত্তম সমাগম লাভ করিয়া পরম সম্মানিত হইয়া সুখে বাস করিতে লাগিলেন। সেই গুপ্তাচরণ কেহই বুঝিতে পারিল না।১৮

শ্রীমন্মহর্ষিবেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের বিরাটপর্ব্বান্তর্গত পাণ্ডবপ্রবেশপর্ব্বে যুধিষ্ঠিরের রাজসভায় প্রবেশবিষয়ক সপ্তম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।৭

অষ্টমোঽধ্যায়ঃ।

[রাজসভায়াং ভীমস্য প্রবেশঃ, বিরাটরাজেন ভীমায়াশ্বাসস্য দানঞ্চ।]

বৈশম্পায়ন উবাচ।

অথাপরো ভীমবলঃ শ্রিয়া জ্বলন্-
নুপাযযৌ সিংহবিলাসবিক্রমঃ।
খজাঞ্চ দর্বীঞ্চ করেণ ধারয়-
নসিঞ্চ কালাঙ্গমকোশমব্রণম্ ॥১

স সূদরূপঃ পরমেণ বর্চসা
রবির্যথা লোকমিমং প্রকাশয়ন্।
স কৃষ্ণবাসা গিরিরাজসারবাং-
স্তং মৎস্যরাজং সমুপেত্য তস্থিবান্ ॥২

তং প্রেক্ষ্য রাজা বরয়ন্নুপাগতং
ততোঽব্রবীজ্জানপদান্ সমাগতান্
সিংহোন্নতাংসোঽয়মতীব রূপবান্।
প্রদৃশ্যতে কো নু নরর্ষভো যুবা ॥৩

অদৃষ্টপূর্বঃ পুরুষো রবির্যথা
বিতর্কয়ন্ নাস্য লভামি নিশ্চয়ম্।
তথাস্য চিত্তং হৃপি সংবিতর্কয়ন্
নরর্ষভস্যাস্য ন যামি তত্ত্বতঃ ॥৪

দৃষ্টৈব চৈনং তু বিচারয়াম্যহং
গন্ধর্বরাজো যদি বা পুরন্দরঃ।
জানীত কোঽয়ং মম দর্শনে স্থিতো
যদীপ্সিতং তল্লভতাঞ্চ মা চিরম্ ॥৫

বিরাটবাক্যেন চ তেন চোদিতা
নরা বিরাটস্য সুশীঘ্রগামিনঃ।
উপেত্য কৌন্তেয়মথাব্রুবংস্তদা
যথা স রাজাবদতাচ্যুতানুজম্ ॥৬

ততো বিরাটং সমুপেত্য পাণ্ডব-
স্তদীনরূপং বচনং মহামনাঃ।
উবাচ সূদোঽস্মি নরেন্দ্র বল্লবো
ভজস্ব মাং ব্যঞ্জনকারমুত্তমম্ ॥৭

অষ্টম অধ্যায়

[ভীমের রাজসভায় প্রবেশ ও বিরাটরাজার ভীমকে আশ্বাস দান।]

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—তাহার পর ভয়ানক বলবান্, সিংহের ন্যায় নির্ভীক ভাবভঙ্গী ও বিক্রমশালী ভীমসেন উজ্জ্বল দেহকান্তিতে উদ্দীপ্ত হইয়া হস্তে হাতা, খুন্তী এবং কোষমুক্ত, কৃষ্ণবর্ণ ও অক্ষত একখানি ছুরিকা লইয়া উপস্থিত হইলেন।১ জগৎ-প্রকাশক সূর্য্যের ন্যায় প্রখর তেজে সমুদ্দীপ্ত, হিমালয়ের ন্যায় সারবান্ পাচকবেশধারী সেই ভীমসেন কৃষ্ণবস্ত্র পরিধান পূর্ব্বক সেই মৎস্যরাজের সম্মুখে উপস্থিত হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন।২ রাজা সমাগত ভীমসেনকে দৃষ্টিপাত দ্বারা আনন্দিত করিয়া তাহার পর সমাগত নাগরিকগণকে বলিলেন,—সিংহের ন্যায় উন্নতস্কন্ধ, অতিশয় রূপবান্ পুরুষপুঙ্গব কে এই যুবক দৃষ্টিগোচর হইতেছেন ?৩ সূর্য্যের ন্যায় তেজস্বী এই ব্যক্তিটীকে পূর্ব্বে ত' কখনও দেখি নাই। ইহার সম্পর্কে চিন্তা করিয়া কিছু নিশ্চয় করিতে পারিতেছি না। ইহার মনোভাব অনুমান করিতে চেষ্টা করিয়াও যথার্থরূপে কিছু স্থির করিতে পারিতেছি না।৪ ইহাকে দেখিয়াই আমি বিচার করিতেছি, ইনি গন্ধর্ব্বরাজ অথবা দেবরাজ। আমার দৃষ্টির সম্মুখে অবস্থিত এই ব্যক্তিটী কে তাহা আপনারা জানুন। ইনি যাহা ইচ্ছা করেন তাহা অবিলম্বে লাভ করুন।১-৫

বিরাটরাজার সেই বাক্যে প্রেরিত হইয়া তাঁহার লোকেরা অতি শীঘ্রগতিতে ধর্ম্মরাজের অনুজ

বিরাট উবাচ।

ন সূদতাং বল্লব শ্রদ্দধামি তে
সহস্রনেত্রপ্রতিমো বিরাজসে।
শ্রিয়া চ রূপেণ চ বিক্রমেণ চ
প্রভাসসে ত্বং নৃবরো নরেম্বিব ॥৮

ভীম উবাচ।

নরেন্দ্র সূদঃ পরিচারকোঽস্মি তে
জানামি সূপান্ প্রথমঞ্চ কেবলান্।
আস্বাদিতা যে নৃপতে পুরাভবন্
যুধিষ্ঠিরেণাপি নৃপেণ সর্বশঃ ॥৯

বলেন তুল্যশ্চ ন বিদ্যতে ময়া
নিযুদ্ধশীলশ্চ সদৈব পার্থিব।
গজৈশ্চ সিংহৈশ্চ সমেয়িবানহং
সদা করিষ্যামি তবানঘ প্রিয়ম্ ॥১০

বিরাট উবাচ।

দদামি তে হন্ত বরান্ মহানসে
তথা চ কুর্য্যাঃ কুশলং প্রভাষসে।
ন চৈব মন্যে তব কর্ম্ম যৎ সমং
সমুদ্রনেমিং পৃথিবীং ত্বমর্হসি ॥১১

তথা হি কামো ভবতস্তথা কৃতং
মহানসে ত্বং ভব মে পুরস্কৃতঃ।
নরাশ্চ যে তত্র সমাহিতাঃ পুরা
ভবাংশ্চ তেষামধিপো ময়া কৃতঃ ॥১২

ভ্রাতা ভীমসেনের নিকট উপস্থিত হইয়া তাঁহার সম্পর্কে রাজা যেরূপ বলিয়াছিলেন, সেইরূপ করিল।৬ তখন মহামনস্বী ভীমসেন বিরাট রাজার সন্নিকটে আসিয়া দীনতাহীন বাক্যে বলিলেন—মহারাজ। আমি পাচক, আমার নাম 'বল্লব' আমি উত্তম ব্যঞ্জন প্রস্তুত করি, আমাকে (পাচকরূপে) গ্রহণ করুন।৭ বিরাটরাজা বলিলেন—বল্লব। তুমি পাচক বলিয়া বিশ্বাস হয় না, তুমি ইন্দ্রের ন্যায় শোভা পাইতেছ। সৌন্দর্য্য, আকৃতি এবং বিক্রমে তুমি জনগণের মধ্যে সর্ব্বোত্তম রূপেই প্রতিভাত হইতেছ।৮

ভীমসেন বলিলেন,—রাজন্। আমি পাচক, আপনার পরিচর্য্যা করিব। আমি কেবল নানা ব্যঞ্জনই উত্তমরূপে প্রস্তুত করিতে জানি (এবং আমি এরূপ ব্যঞ্জন প্রস্তুত করিতে পারি, যাহা অন্যে জানে না।) রাজন্। পূর্ব্বে রাজা যুধিষ্ঠিরও আমার প্রস্তুত ব্যঞ্জন ভোজন করিতেন।৯ রাজন্! আমার তুল্য বলবান্ ও সর্ব্বদা যুদ্ধপ্রিয় কেহ নাই। হস্তী ও সিংহের সহিত যুদ্ধে মিলিত হইয়া আমি সতত আপনার প্রীতি উৎপাদন করিব।১০

বিরাটরাজা সখেদে বলিলেন,—হায়। আমি তোমাকে পাকশালায় তোমার অভীষ্ট কার্য্য দিলাম। যেরূপ দক্ষতার কথা বলিতেছ, সেইরূপ কার্য্য করিবে। কিন্তু সে কার্য্য আমি তোমার উপযুক্ত মনে করি না। তুমি সসাগরা ধরণীকে অধিকার করিবার যোগ্য।১১ যেরূপ তোমার অভিলাষ, আমি তোমাকে সেইরূপ করিলাম। আমার গৃহে তুমিই প্রধান হও। আমি পূর্ব্বে সেখানে যে লোকদিগকে নিযুক্ত করিয়াছি, তোমাকে তাহাদের প্রভু করিয়া দিলাম।১২

বৈশম্পায়ন উবাচ।

তথা স ভীমো বিহিতো মহানসে
বিরাটরাজ্ঞো দয়িতোঽভবদ্ দৃঢ়ম্।
উবাস রাজ্যে ন চ তং পৃথগ্ জনো
বুবোধ তত্রানুচরাশ্চ কেচন ॥১৩

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং বিরাটপর্ব্বণি পাণ্ডবপ্রবেশপর্ব্বণি ভীমপ্রবেশে অষ্টমোঽধ্যায়ঃ ॥৮

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—সেইভাবে রন্ধনশালায় নিযুক্ত হইয়া ভীমসেন বিরাটরাজার অত্যন্ত প্রিয় হইয়া উঠিলেন এবং সেই রাজ্যে বাস করিলেন। সাধারণ লোক এবং তত্রত্য সহচরগণও কেহই তাঁহার প্রকৃত পরিচয় জানিতে পারিল না।১৩

শ্রীমন্মহর্ষিবেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের বিরাটপর্ব্বান্তর্গত পাণ্ডবপ্রবেশপর্ব্বে ভীমের প্রবেশবিষয়ক অষ্টম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।৮

নবমোঽধ্যায়ঃ।

[সৈরন্ধ্রীবেশেন দ্রৌপদ্যা বিরাটরাজস্যান্তঃপুরে গমনম্, সুদেষ্ণয়া সহালাপঃ, তত্র নিবাসশ্চ।]

বৈশম্পায়ন উবাচ।

ততঃ কেশান্ সমুৎক্ষিপ্য বেল্লিতাগ্রাননিন্দিতান্।
কৃষ্ণান্ সূক্ষ্মান্ মৃদূন্ দীর্ঘান্ সমুদ্‌গ্রথ্য শুচিস্মিতা ॥১
জুগূহে দক্ষিণে পার্শ্বে মৃদূনসিতলোচনা।
বাসশ্চ পরিধায়ৈকং কৃষ্ণা সুমলিনং মহৎ ॥২
কৃত্বা বেশঞ্চ সৈরন্ধ্র্যাস্ততো ব্যচরদার্ত্তবৎ।
তাং নরাঃ পরিধাবন্তীং স্ত্রিয়শ্চ সমুপাদ্রবন্ ॥৩
অপৃচ্ছংশ্চৈব তাং দৃষ্ট্বা কা ত্বং কিঞ্চ চিকীর্ষসি।
সা তানুবাচ রাজেন্দ্র সৈরন্ধ্র্যহমিহাগতা ॥৪
কর্ম্ম চেচ্ছামি বৈ কর্ত্তুং তস্য যো মাং যুযুক্ষতি।
তস্যা রূপেণ বেশেন শ্লক্ষ্ণয়া চ তথা গিরা।
ন শ্রদ্দধত তাং দাসীমন্নহেতোরুপস্থিতাম্ ॥৫
বিরাটস্য তু কৈকেয়ী ভার্য্যা পরমসম্মতা।
আলোকয়ন্তী দদৃশে প্রাসাদাদ্ দ্রুপদাত্মজাম্ ॥৬

নবম অধ্যায়।

[দ্রৌপদীর সৈরন্ধ্রীবেশে বিরাটরাজার অন্তঃপুরে গমন, সুদেষ্ণার সহিত আলাপ ও তথায় অবস্থান।]

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—তাহার পর পবিত্র ঈষৎ হাস্যময়ী কৃষ্ণনেত্রা দ্রৌপদী সূক্ষ্ম কোমল দীর্ঘ কৃষ্ণবর্ণ কুঞ্চিতাগ্র কেশরাশিকে ঊর্দ্ধে উত্তোলিত করিয়া গ্রথিত করিলেন এবং দক্ষিণপার্শ্বে আচ্ছাদিত করিলেন। তিনি অতি মলিন একটি বস্ত্র পরিধান করিয়া সৈরন্ধ্রার বেশ ধারণপূর্ব্বক দুঃখিতার ন্যায় বিচরণ করিতে লাগিলেন। স্ত্রী-পুরুষ অনেকেই দ্রুতগামিনী দ্রৌপদীর নিকটে আগমন করিল এবং তাঁহাকে দেখিয়া প্রশ্ন করিল—আপনি কে এবং কি করিতে ইচ্ছা করেন?

হে রাজেন্দ্র! দ্রৌপদী তাহাদিগকে বলিলেন,—আমি একজন সৈরন্ধ্রী এখানে আসিয়াছি।১-৪

সা সমীক্ষ্য তথারূপামনাথামেকবাসসম্ ।
সমাহূয়াব্রবীদ্ ভদ্রে কা ত্বং কিঞ্চ চিকীর্ষসি ॥৭

সা তামুবাচ রাজেন্দ্র সৈরন্ধ্ৰ্যহমুপাগতা ।
কর্ম্ম চেচ্ছাম্যহং কর্ত্তুং তস্য যো মাং যুযুক্ষতি ॥৮

সুদেষ্ণোবাচ ।

নৈবংরূপা ভবন্ত্যেব যথা বদসি ভামিনি ।
প্রেষয়ন্তীব বৈ দাসীর্দাসাংশ্চ বিবিধান্ বহূন্ ॥৯
নোচ্চগুল্ফা সংহতোরুস্ত্রিগম্ভীরা ষড়ুন্নতা ।
রক্তা পঞ্চসু রক্তেষু হংসগদ্‌গদভাষিণী ॥১০
সুকেশী সুস্তনী শ্যামা পীনশ্রোণিপয়োধরা ।
তেন তেনৈব সম্পন্না কাশ্মীরীব তুরঙ্গমী ॥১১

অরালপক্ষ্মনয়না বিম্বোষ্ঠী তনুমধ্যমা ।
কম্বুগ্রীবা গূঢ়শিরা পূর্ণচন্দ্রনিভাননা ॥১২
শারদোৎপলপত্রাক্ষ্যা শারদোৎপলগন্ধয়া ।
শারদোৎপলসেবিন্যা রূপেণ সদৃশী শ্রিয়া ॥১৩
কা ত্বং ব্রূহি যথা ভদ্রে নাসি দাসী কথঞ্চন ।
যক্ষী বা যদি বা দেবী গন্ধর্ব্বী যদি বাপ্সরাঃ ॥১৪
দেবকন্যা ভুজঙ্গী বা নগরস্যাথ দেবতা ।
বিদ্যাধরী কিন্নরী বা যদি বা রোহিণী স্বয়ম্ ॥১৫
অলম্বুষা মিশ্রকেশী পুণ্ডরীকাথ মালিনী ।
ইন্দ্রাণী বারুণী বা ত্বং ত্বষ্টুর্ধাতুঃ প্রজাপতেঃ ।
দেব্যো দেবেষু বিখ্যাতাস্তাসাং ত্বং কতমা শুভে ॥১৬

যিনি আমাকে কর্ম্মে নিযুক্ত করিতে ইচ্ছা করেন, আমি তাঁহার কার্য্য করিতে ইচ্ছা করি। তাঁহার আকৃতি, বেশ এবং তাদৃশ মধুর বাক্যে লোকে তাঁহাকে উদরান্নের জন্য উপস্থিত দাসী বলিয়া বিশ্বাস করিতে পারিল না।৫

বিরাটরাজার প্রিয়তমা মহিষী কেকয়রাজ-নন্দিনী সুদেষ্ণা প্রাসাদ হইতে তাকাইয়া দ্রৌপদীকে দেখিতে পাইলেন।৬

তিনি তাদৃশী অনাথা একবস্ত্রা রমণীকে দেখিয়া ডাকাইয়া আনিয়া বলিলেন,—"ভদ্রে! তুমি কে এবং কি করিতে ইচ্ছা কর?"৭

হে রাজেন্দ্র! দ্রৌপদী তাঁহাকে বলিলেন,—আমি সৈরন্ধ্রী এখানে আসিয়া পড়িয়াছি। যিনি আমাকে কর্ম্মে নিযুক্ত করিতে ইচ্ছা করেন, আমি তাঁহারই কার্য্য করিতে ইচ্ছা করি।৮

সুদেষ্ণা বলিলেন,—সুন্দরি! তোমার মত রূপবতী স্ত্রীরা তুমি যেরূপ বলিতেছ সেরূপ (অর্থাৎ কাহারও দাসী) হইবার যোগ্য নহে। তুমি নানা প্রকারের বহু দাসদাসী রাখিয়া কর্ম্ম করাইবার যোগ্যা।৯

তোমার পায়ের গ্রন্থি উঁচু নহে, ঊরুযুগল গভীর, স্বভাব গম্ভীর ও কণ্ঠস্বর প্রগাঢ়; চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, গ্রীবা, নখ ও স্তন উন্নত; চরণ, নয়নপ্রান্ত, ওষ্ঠ ও নখ আরক্ত; হংসের ন্যায় গদ্‌গদস্বরে তুমি কথা বল।১০

তুমি সুকেশী, সুস্তনী, শ্যামাঙ্গী, তোমার নিতম্ব ও পয়োধর স্থূল, কাশ্মীরী ঘোটকীর ন্যায় তুমি বহু সুলক্ষণসম্পন্না।১১

তোমার নয়নের লোমগুলি বাঁকা বাঁকা, ওষ্ঠদ্বয় বিম্বফলতুল্য রক্তবর্ণ, কটিদেশ কৃশ, গ্রীবা শঙ্খের ন্যায়, শিরাগুলি অপ্রকট এবং মুখমণ্ডল পূর্ণচন্দ্রের ন্যায়।১২

শরৎকালের পদ্মের পাপড়ির ন্যায় যাঁহার চক্ষু, শরৎকালের পদ্মপুষ্পের ন্যায় যাঁহার অঙ্গ-সৌরভ, শারদপদ্মধারিণী সেই লক্ষ্মীদেবীর ন্যায় তোমার রূপ।১৩

হে ভদ্রে! তুমি কিছুতেই দাসী হইবার যোগ্যা নও, তুমি কে? যথার্থ পরিচয় দাও। তুমি কি যক্ষী, দেবী, গন্ধর্ব্বী অথবা অপ্সরা?১৪

দ্রৌপদ্যুবাচ।

নাস্মি দেবী ন গন্ধর্ব্বী নাসুরী ন চ রাক্ষসী।
সৈরন্ধ্রী তু ভুজিষ্যাস্মি সত্যমেতদ্ ব্রবীমি তে ॥১৭
কেশান্ জানাম্যহং কর্ত্তুং পিংষে সাধু বিলেপনম্।
মল্লিকোৎপলপদ্মানাং চম্পকানাং তথা শুভে ॥১৮
গ্রথয়িষ্যে বিচিত্রাশ্চ স্রজঃ পরমশোভনাঃ।
আরাধয়ং সত্যভামাং কৃষ্ণস্য মহিষীং প্রিয়াম্ ॥১৯
কৃষ্ণাঞ্চ ভার্য্যাং পাণ্ডূনাং কুরূণামেকসুন্দরীম্।
তত্র তত্র চরাম্যেবং লভমানা সুভোজনম্ ॥২০
বাসাংসি যাবন্তি লভে তাবৎ তাবদ্ রমে তথা।
মালিনীত্যেব মে নাম স্বয়ং দেবী চকার সা।
সাহমভ্যাগতা দেবি সুদেষ্ণে ত্বন্নিবেশনম্ ॥২১

অথবা দেবকন্যা, নাগকন্যা কিংবা নগরদেবতা? তুমি কোন বিদ্যাধরী বা কিন্নরী অথবা স্বয়ং রোহিণী?১৫

অথবা অলম্বুষা, মিশ্রকেশী, পুণ্ডরীকা বা মালিনী? কিংবা তুমি কি ইন্দ্রাণী? অথবা বরুণ ত্বষ্টা, ধাতা বা প্রজাপতির পত্নী? হে কল্যাণি! দেবলোকে বিখ্যাতা যে সমস্ত দেবী আছেন, তাঁহাদের মধ্যে তুমি কে?১৬

দ্রৌপদী বলিলেন,—আমি দেবতা, গন্ধর্ব্ব, অসুর বা রাক্ষস-রমণী নহি, আমি সৈরন্ধ্রী, আমি দাসী—ইহা আপনাকে সত্যই বলিতেছি।১৭

আমি কেশবিন্যাস করিতে জানি, উত্তম অঙ্গরাগ পেষণ করিতে পারি, আমি পদ্ম, চম্পক, মল্লিকা, উৎপল প্রভৃতি পুষ্পের পরম সুন্দর ও বিচিত্র মালা গাঁথিয়া দিব (অর্থাৎ দিতে পারি)।

শ্রীকৃষ্ণের প্রিয়া মহিষী সত্যভামা এবং কুরুবংশের শ্রেষ্ঠ সুন্দরী পাণ্ডবদিগের ভার্য্যা দ্রৌপদীর সেবিকা ছিলাম। এইভাবে উত্তম ভোজন লাভ করত যত্র তত্র বিচরণ করিয়া থাকি।১৮-২০

যতদিন সেখানে (উত্তম ভোজন ও) বসন লাভ করি, ততদিন সেখানেই থাকিয়া যাই। দেবী দ্রৌপদী স্বয়ং আমার নাম রাখিয়াছিলেন 'মালিনী,' হে দেবি সুদেষ্ণে! সেই আমি অদ্য আপনার গৃহে উপস্থিত হইয়াছি।২১

সুদেষ্ণোবাচ।

মূর্দ্ধ্নি ত্বাং বাসয়েয়ং বৈ সংশয়ো মে ন বিদ্যতে।
ন চেদিচ্ছতি রাজা ত্বাং গচ্ছেৎ সর্ব্বেণ চেতসা ॥২২

স্ত্রিয়ো রাজকুলে যাশ্চ যাশ্চেমা মম বেশ্মনি।
প্রসক্তাস্ত্বাং নিরীক্ষন্তে পুমাংসং কং ন মোহয়েঃ ॥২৩

বৃক্ষাংশ্চাবস্থিতান্ পশ্য য ইমে মম বেশ্মনি।
তেঽপি ত্বাং সংনমন্তীব পুমাংসং কং ন
মোহয়েঃ ॥২৪

রাজা বিরাটঃ সুশ্রোণি দৃষ্ট্বা বপুরমানুষম্।
বিহায় মাং বরারোহে গচ্ছেৎ সর্ব্বেণ চেতসা ॥২৫

সুদেষ্ণা বলিলেন,—তোমাকে মাথায় করিয়া রাখিতে পারি, ইহাতে আমার সংশয় নাই—যদি রাজা তোমাকে কামনা না করেন বা সর্ব্বান্তঃকরণে তোমার অনুবর্ত্তী না হন।২২

রাজপরিবারে যত স্ত্রীলোক আছে এবং আমার গৃহেও এই যত স্ত্রীলোক (পরিচারিকা) আছে, তাহারা সকলেই আসক্ত হইয়া তোমাকে নিরীক্ষণ করিতেছে; সুতরাং এমন কোন্ পুরুষ আছে যাহাকে তুমি মোহিত করিবে না?২৩

দেখ, এই আমার বাটীতে যে গাছগুলি আছে তাহারাও যেন তোমাকে প্রণাম করিতেছে, সুতরাং কোন্ পুরুষকে না তুমি মোহিত করিবে?২৪

যং হি ত্বমনবদ্যাঙ্গি তরলায়তলোচনে।
প্রসক্তমভিবীক্ষেথাঃ স কামবশগো ভবেৎ ॥২৬

যশ্চ ত্বাং সততং পশ্যেৎ পুরুষশ্চারুহাসিনি।
এবং সর্বানবদ্যাঙ্গি স চানঙ্গবশো ভবেৎ ॥২৭

অধ্যারোহেদ্ যথা বৃক্ষান্ বধায়ৈবাত্মনো নরঃ।
রাজবেশ্মনি তে সুভ্রু গৃহে তু স্যাৎ তথা মম ॥২৮

যথা চ কর্কটী গর্ভমাধত্তে মৃত্যুমাত্মনঃ।
তথাবিধমহং মন্যে বাসং তব শুচিস্মিতে ॥২৯

দ্রৌপদ্যুবাচ।

নাস্মি লভ্যা বিরাটেন ন চান্যেন কদাচন।
গন্ধর্বাঃ পতয়ো মহ্যং যুবানঃ পঞ্চ ভামিনি ॥৩০

পুত্রা গন্ধর্বরাজস্য মহাসত্ত্বস্য কস্যচিৎ।
রক্ষন্তি তে চ মাং নিত্যং দুঃখাচারা তথা হ্যহম্ ॥৩১

যো মে ন দদ্যাদুচ্ছিষ্টং ন চ পাদৌ প্রধাবয়েৎ।
প্রীয়েরংস্তেন বাসেন গন্ধর্বাঃ পতয়ো মম ॥৩২

যো হি মাং পুরুষো গৃধ্যেদ্ যথান্যাঃ প্রাকৃতাঃ স্ত্রিয়ঃ।
তামেব নিবসেদ্ রাত্রিং প্রবিশ্য চ পরাং তনুম্ ॥৩৩

ন চাপ্যহং চালয়িতুং শক্যা কেনচিদঙ্গনে।
দুঃখশীলা হি গন্ধর্বাস্তে চ মে বলিনঃ প্রিয়াঃ ॥৩৪

প্রচ্ছন্নাশ্চাপি রক্ষন্তি তে মাং নিত্যং শুচিস্মিতে।

সুদেষ্ণোবাচ।

এবং ত্বাং বাসয়িষ্যামি যথা ত্বং নন্দিনীচ্ছসি ॥৩৫

হে সুন্দরি! সুশ্রোণি! বিরাটরাজা তোমার এই নরলোকে দুর্লভ আকৃতি দেখিয়া আমাকে ত্যাগ করত সর্ব্বান্তঃকরণে তোমাকেই ভজনা করিবেন।২৫

হে অনবদ্যাঙ্গি! হে তরলায়তনেত্রে! তুমি যাহাকে আসক্তভাবে দেখিবে, সে-ই কামবশবর্ত্তী হইবে।২৬

হে চারুহাসিনি! হে সর্ব্বাঙ্গশোভনে! যে পুরুষ সর্ব্বদা তোমাকে দেখিবে, সে কামের বশীভূত হইয়া পড়িবে।২৭

লোকে যেমন আত্মহত্যার জন্য বৃক্ষোপরি আরোহণ করে, রাজবাটীতে আমার গৃহে তোমাকে স্থানদান আমার পক্ষে সেইরূপ হইবে।২৮

হে শুভ্রহাস্যে! কর্কটী যেমন নিজের মৃত্যুর কারণস্বরূপ গর্ভধারণ করে, তোমাকে থাকিতে দেওয়াও আমি সেইরূপ মনে করি।২৯

দ্রৌপদী বলিলেন,—হে ভামিনি! বিরাট অথবা অন্য কোন ব্যক্তির পক্ষে কদাচ আমাকে পাওয়া সম্ভব নহে। যৌবনশালী (যুবক) পঞ্চ গন্ধর্ব্ব আমার পতি।৩০

তাঁহারা কোন এক মহাবলশালী গন্ধর্ব্বরাজের পুত্র, তাঁহারা সর্ব্বদা আমাকে রক্ষা করেন। তাহা ছাড়া আমাকে কঠোর আচার পালন করিতে হয়।৩১

যে ব্যক্তি আমাকে উচ্ছিষ্ট দান করে না এবং পাদপ্রক্ষালন করায় না, এইভাবে থাকিতে দিলে আমার পতি গন্ধর্ব্বগণ তাহার উপর প্রীত হন।৩২

যে পুরুষ অন্যান্য সাধারণ রমণীর ন্যায় আমাকে অভিলাষ করিবে, সেই রাত্রিতেই সে অন্যদেহে প্রবেশ করিয়া বাস করিবে (অর্থাৎ মৃত্যুমুখে পতিত হইবে)।৩৩

হে সুন্দরি! আমাকে কেহ বিচলিত করিতে পারে না। সেই গন্ধর্ব্বগণ অতি কঠোর প্রকৃতির। তাঁহারা অতিশয় বলবান্ এবং আমি তাঁহাদিগকে ভালবাসি।৩৪

হে শুভ্রহাসিনি! তাঁহারা প্রচ্ছন্ন থাকিয়া সর্ব্বদাই আমাকে রক্ষা করেন।

ন চ পাদৌ ন চোচ্ছিষ্টং স্প্রক্ষ্যসি ত্বং কথঞ্চন।
বৈশম্পায়ন উবাচ।
এবং কৃষ্ণা বিরাটস্য ভার্য্যয়া পরিসান্ত্বিতা ॥৩৬
উবাস নগরে তস্মিন্ পতিধর্ম্মবতী সতী।
ন চৈনাং বেদ তত্রান্যস্তত্ত্বেন জনমেজয় ॥৩৭

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং বিরাটপর্বণি পাণ্ডবপ্রবেশপর্বণি দ্রৌপদীপ্রবেশে নবমোঽধ্যায়ঃ ॥৯

সুদেষ্ণা বলিলেন—বৎসে! তাহা হইলে তুমি যেভাবে থাকিতে ইচ্ছা কর, আমি তোমাকে সেই ভাবেই রাখিব।৩৫

তুমি কিছুতেই কাহারও পাদস্পর্শ বা উচ্ছিষ্ট স্পর্শ করিবে না।

বৈশম্পায়ন বলিলেন—পতিধর্ম্মপরায়ণা সতী দ্রৌপদী বিরাটরাজমহিষীর এইরূপ সান্ত্বনায় আশ্বস্ত হইয়া সেই নগরে বাস করিতে লাগিলেন। হে জনমেজয়! তত্রস্থ কোন ব্যক্তি তাঁহার যথার্থ পরিচয় জানিতে পারিল না।৩৬-৩৭

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের বিরাটপর্ব্বান্তর্গত পাণ্ডবপ্রবেশপর্ব্বে দ্রৌপদীপ্রবেশবিষয়ক নবম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।৯

দশমোঽধ্যায়ঃ।

[বিরাটরাজেন সহ সহদেবস্য সংলাপঃ গো-রক্ষণায় তস্য নিযুক্তিশ্চ।]

বৈশম্পায়ন উবাচ।
সহদেবোঽপি গোপানাং কৃত্বা বেশমনুত্তমম্।
ভাষাং চৈষাং সমাস্থায় বিরাটমুপয়াদথ ॥১
গোষ্ঠমাসাদ্য তিষ্ঠন্তং ভবনস্য সমীপতঃ।
রাজাথ দৃষ্ট্বা পুরুষান্ প্রাহিণোজ্জাতবিস্ময়ঃ ॥২
তমায়ান্তমভিপ্রেক্ষ্য ভ্রাজমানং নরর্ষভম্।
সমুপস্থায় বৈ রাজা পপ্রচ্ছ কুরুনন্দনম্ ॥৩

কস্য বা ত্বং কুতো বা ত্বং কিং বা ত্বং তু চিকীর্ষসি।
ন হি মে দৃষ্টপূর্বস্ত্বং তত্ত্বং ব্রূহি নরর্ষভ ॥৪

দশম অধ্যায়।

[বিরাটরাজার সহিত সহদেবের সংলাপ ও গোরক্ষণের জন্য তাঁহার নিযুক্তি।]

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—অনন্তর সহদেবও উত্তম গোপবেশ ধারণ করিয়া এবং গোপগণের ভাষা আশ্রয় করিয়া বিরাটরাজার নিকট উপস্থিত হইলেন।১

রাজভবনের নিকটবর্ত্তী গোশালার সমীপে উপস্থিত হইয়া তিনি দাঁড়াইয়াছিলেন। রাজা বিরাট তাঁহাকে দেখিয়া বিস্ময়াবিষ্ট হইয়া লোক পাঠাইলেন।২

কুরুবংশের আনন্দবর্দ্ধনকারী প্রদীপ্তকান্তি নরপুঙ্গব সহদেবকে আসিতে দেখিয়া রাজা তাঁহার নিকটবর্ত্তী হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন।৩

হে পুরুষপুঙ্গব! আপনি কাহার লোক, কোথা হইতে আসিয়াছেন এবং কি করিতে ইচ্ছা করেন? আপনাকে পূর্ব্বে তো কখনও দেখি নাই। যথার্থ পরিচয় বলুন।৪

সম্প্রাপ্য রাজানমমিত্রতাপনং
ততোঽব্রবীন্মেঘমহৌঘনিঃস্বনঃ।
বৈশ্যোঽস্মি নাম্নাহমরিষ্টনেমি-
র্গোসংখ্য আসং কুরুপুঙ্গবানাম্ ॥৫

বস্তুং ত্বয়ীচ্ছামি বিশাং বরিষ্ঠ
তান্ রাজসিংহান্ ন হি বেদ্মি পার্থান্।
ন শক্যতে জীবিতুমপ্যকর্ম্মণা
ন চ ত্বদন্যো মম রোচতে নৃপঃ ॥৬

বিরাট উবাচ।
ত্বং ব্রাহ্মণো যদি বা ক্ষত্রিয়োঽসি
সমুদ্রনেমীশ্বররূপবানসি।
আচক্ষ্ব মে তত্ত্বমমিত্রকর্শন
ন বৈশ্যকর্ম্ম ত্বয়ি বিদ্যতে ক্ষমম্ ॥৭

কস্যাসি রাজ্ঞো বিষয়াদিহাগতঃ
কিং বাপি শিল্পং তব বিদ্যতে কৃতম্।
কথং ত্বমস্মাসু নিবৎস্যসে সদা
বদস্ব কিং বাপি ভবেহ বেতনম্ ॥৮

সহদেব উবাচ।
পঞ্চানাং পাণ্ডুপুত্রাণাং জ্যেষ্ঠো ভ্রাতা যুধিষ্ঠিরঃ।
তস্যাষ্টশতসাহস্রা গবাং বর্গাঃ শতং শতম্ ॥৯
অপরে শতসাহস্রা দ্বিস্তাবন্তস্তথা পরে।
তেষাং গোসংখ্য আসং বৈ তন্তিপালেতি
মাং বিদুঃ ॥১০
ভূতং ভব্যং ভবিষ্যঞ্চ যচ্চ সংখ্যাগতং গবাম্।
ন মেঽস্ত্যবিদিতং কিঞ্চিৎ সমন্তাদ্ দশযোজনম্ ॥১১
গুণাঃ সুবিদিতা হ্যাসন্ মম তস্য মহাত্মনঃ।
আসক্তৎ স ময়া তুষ্টঃ কুরুরাজো যুধিষ্ঠিরঃ ॥১২
ক্ষিপ্রঞ্চ গাবো বহুলা ভবন্তি
ন তাসু রোগো ভবতীহ কশ্চন।
তৈস্তৈরুপায়ৈর্বিদিতং ময়ৈত-
দেতানি শিল্পানি ময়ি স্থিতানি ॥১৩

শত্রুসন্তাপক রাজার সান্নিধ্য লাভ করিয়া সহদেব জলদগম্ভীর স্বরে বলিলেন,—আমি বৈশ্য, আমার নাম অরিষ্টনেমি, আমি কুরুপ্রবীর পাণ্ডবগণের গো-পরীক্ষক (বা গোসমূহের হিসাব-রক্ষক) ছিলাম।৫

হে নরবর! আমি আপনার নিকট বাস করিতে ইচ্ছা করি। সেই রাজসিংহ কুন্তীনন্দন-দিগের সন্ধান জানি না। কাজ না করিয়াও বাঁচা যায় না। আপনি ছাড়া অন্য কোন রাজাকেও আমার ভাল লাগে না।৬

বিরাট বলিলেন,—হে শত্রুনিসূদন! আপনি ব্রাহ্মণ বা ক্ষত্রিয় যেই হউন, সসাগরা ধরণীর অধীশ্বরের ন্যায় আপনার আকৃতি, আপনার যথার্থ পরিচয় আমাকে বলুন। বৈশ্যের কর্ম্ম আপনার যোগ্য নহে।৭

আপনি কোন্ রাজার রাষ্ট্র হইতে এখানে আসিয়াছেন এবং কোন্ শিল্প আপনার অধিগত আছে? কি প্রকারে আপনি সর্ব্বদা আমার নিকট অবস্থান করিবেন এবং এখানে আপনার বেতনই বা কি হইবে আমাকে বলুন।৮

সহদেব বলিলেন,—পঞ্চ-পাণ্ডবের জ্যেষ্ঠভ্রাতা যুধিষ্ঠির। তাঁহার এক এক পালে আটলক্ষ করিয়া এরূপ শত শত গরুর পাল ছিল।৯

আবার একলক্ষ দু'লক্ষ করিয়াও অনেক পাল ছিল। আমি তাহাদের গো-পরিসংখ্যাতা অর্থাৎ গো-সমূহের গণনাকারী বা হিসাবরক্ষক ছিলাম। লোকে আমাকে 'তন্তিপাল' বলিয়া জানে।১০

চতুর্দ্দিকে দশযোজনের মধ্যে যত গরু আছে, তাহাদের সংখ্যা এবং ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমান

ঋষভাংশ্চাপি জানামি রাজন্ পূজিতলক্ষণান্।
যেষাং মূত্রমুপাঘ্রায় অপি বন্ধ্যা প্রসূয়তে ॥১৪

বিরাট উবাচ।

শতং সহস্রাণি সমাহিতানি
সবর্ণবর্ণস্য বিমিশ্রিতান্ গুণৈঃ।
পশূন্ সপালান্ ভবতে দদাম্যহং
ত্বদাশ্রয়া মে পশবো ভবন্ত্বিহ ॥১৫

বৈশম্পায়ন উবাচ।

তথা স রাজ্ঞোঽবিদিতো বিশাম্পতে-
রুবাস তত্রৈব সুখং নরোত্তমঃ।
ন চৈনমন্যেঽপি বিদুঃ কথঞ্চন
প্রাদাচ্চ তস্মৈ ভরণং যথেপ্সিতম্ ॥১৬

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং বিরাটপর্ব্বণি পাণ্ডবপ্রবেশ-পর্ব্বণি সহদেবপ্রবেশে দশমোঽধ্যায়ঃ ॥১০

কিছুই আমার অবিদিত নাই।১১

আমার গুণাবলি মহারাজ যুধিষ্ঠির ভাল-ভাবেই জানিতেন। তিনি আমার দ্বারা পুনঃপুনঃ সন্তোষলাভ করিয়াছিলেন।১২

যাহাতে গরুগুলির সংখ্যা সত্বর বৃদ্ধি পায় এবং যাহাতে তাহাদের কোন রোগ না হয়, এসব বিষয়ে নানা উপায় আমার বিদিত। আমার এইসকল শিল্পবিদ্যা আছে।১৩

রাজন্! আমি সুলক্ষণ বৃষগুলিকেও জানি —যাহাদের মূত্র আঘ্রাণ করিয়া বন্ধ্যা গাভীও মাতৃত্ব লাভ করিতে পারে।১৪

বিরাটরাজা বলিলেন,—তুল্যবর্ণ ও তুল্যাকৃতির এক এক দলে হাজার হাজার করিয়া একলক্ষ গরু সুরক্ষিত আছে। বহুগুণান্বিত (বা নানা সুলক্ষণাক্রান্ত) সেই পশুগুলি ও তাহাদের পালকদিগকে আপনার হস্তে সমর্পণ করিলাম। এখন আমার পশুগুলি আপনার অধীন হউক।১৫

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—এইভাবে সেই নরবর সহদেব রাজার অজ্ঞাত থাকিয়াই রাজধানীতে সুখে বাস করিতে লাগিলেন। অন্য লোকেরাও তাঁহাকে কোনরূপে চিনিতে পারিল না। রাজা তাঁহাকে তাঁহার ইচ্ছানুরূপ ভরণ-পোষণ জন্য ধন দিতেন।১৬

শ্রীমন্মহর্ষিবেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের বিরাটপর্ব্বান্তর্গত পাণ্ডবপ্রবেশপর্ব্বে সহদেবপ্রবেশবিষয়ক দশম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।১০

একাদশোঽধ্যায়ঃ।

[বিরাটরাজসভায়ামর্জ্জুনস্য প্রবেশঃ, রাজ্ঞা সহালাপঃ, কন্যাভ্যো নৃত্যশিক্ষাদানায় তস্য নিযুক্তিশ্চ ।]

বৈশম্পায়ন উবাচ।

অথাপরোঽদৃশ্যত রূপসম্পদা
স্ত্রীণামলঙ্কারধরো বৃহৎপুমান্।
প্রাকারবপ্রে প্রতিমুচ্য কুণ্ডলে
দীর্ঘে চ কম্বুপরি হাটকে শুভে ॥১
বাহূ চ দীর্ঘান্ প্রবিকীর্য্য মূর্দ্ধজান্
মহাভুজো বারণতুল্যবিক্রমঃ।
গতেন ভূমিং প্রতিকম্পয়ংস্তদা
বিরাটমাসাদ্য সভাসমীপতঃ ॥২
তং প্রেক্ষ্য রাজোপগতং সভাতলে
ব্যাজাৎ প্রতিচ্ছন্নমরিপ্রমাথিনম্।
বিরাজমানং পরমেণ বর্চসা
সুতং মহেন্দ্রস্য গজেন্দ্রবিক্রমম্ ॥৩

একাদশ অধ্যায়।

[বিরাটরাজার সভায় অর্জ্জুনের প্রবেশ, রাজার সহিত আলাপ ও কন্যাদিগের নৃত্যশিক্ষাদানে নিয়োগ লাভ।]

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—অনন্তর দুর্গপ্রাচীরের মূলদেশস্থ মৃত্তিকাস্তূপের উপরে অপর একটি স্ত্রীলোকের অলঙ্কারধারী, রূপবান্, বিশালকায় পুরুষ শঙ্খবলয়, স্বর্ণকেয়ূর ও দীর্ঘ কুণ্ডলযুগল পরিধান করিয়া দৃষ্টিগোচর হইলেন।১

হস্তীর ন্যায় বিক্রমশালী সেই মহাবাহু বাহুযুগল ও দীর্ঘ কেশরাশি বিক্ষিপ্ত করিয়া পদভরে পৃথিবী কম্পিত করিতে করিতে বিরাটরাজার নিকটে সভাসমীপে আসিয়া উপস্থিত হইলেন।২

ছদ্মবেশে প্রচ্ছন্ন গজরাজের ন্যায় বিক্রমশালী, মহাতেজে সমুজ্জ্বল, শত্রুপরাভবকারী মহেন্দ্রনন্দন অর্জ্জুনকে সভাতলে সমাগত দেখিলেন।৩

সর্বানপৃচ্ছচ্চ সভানুচারিণঃ
কুতোঽয়মায়াতি পুরা ন মে শ্রুতঃ।
ন চৈনমূচুর্বিদিতং তদা নরাঃ
সবিস্ময়ং বাক্যমিদং নৃপোঽব্রবীৎ ॥৪
সত্ত্বোপপন্নং পুরুষোঽমরোপমঃ
শ্যামো যুবা বারণযূথপোপমঃ।
আমুচ্য কম্বুপরি হাটকে শুভে
বিমুচ্য বেণীমপিনহ্য কুণ্ডলে ॥৫
স্রগ্বী সুকেশঃ পরিধায় চান্যথা
সুশোভ ধন্বী কবচী শরী যথা।
আরুহ্য যানং পরিধাবতাং ভবান্
সুতৈঃ সমো মে ভব বা ময়া সমঃ ॥৬

বিরাটরাজা সভাস্থ সকলকে জিজ্ঞাসা করিলেন, এই ব্যক্তি কোথা হইতে আসিতেছেন, ইঁহার কথা ত আমি পূর্ব্বে শুনি নাই? জনগণ তাঁহাকে জানেন বলিয়া কিছু বলিলেন না। তখন রাজা সবিস্ময়ে এই কথা বলিতে লাগিলেন।৪

গজযূথপতির ন্যায় বলশালী, শ্যামবর্ণ, সুকেশ, মাল্যধারী, দেবাকৃতি এই যুবাপুরুষ শঙ্খবলয়, সুবর্ণকেয়ূর ও কুণ্ডলযুগল পরিধান করিয়া, বেণী এলাইয়া দিয়া এবং বিকৃতভাবে বস্ত্রালঙ্কারাদি পরিধান করিয়াও শোভিত হইতেছেন।৫

ভদ্র! আপনি ধনুর্দ্ধারী এবং বাণ ও কবচধারীর তুল্য। আপনি আমার পুত্রগণের ন্যায় বা আমার ন্যায় রথারোহণ করিয়া ভ্রমণ করুন।৬

সূচীপত্র

মহাভারত

বনপর্ব্ব

(অরণ্যযাত্রা পর্ব্ব)

অধ্যায়	বিষয়		পৃষ্ঠা
১।	হস্তিনাপুরবাসিগণের শোকবর্ণন।	....	১৩৫১
২।	ধনের দোষ, অতিথিসৎকারের মহত্ত্ব এবং কল্যাণ লাভের সমুদয় উপায় সম্বন্ধে ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির ও ব্রাহ্মণগণের উক্তি প্রত্যুক্তি।	....	১৩৫৬
৩।	অন্নের জন্য যুধিষ্ঠির কর্ত্তৃক ভগবান্ সূর্য্যদেবের আরাধনা ও অক্ষয়পাত্রপ্রাপ্তি।	....	১৩৬৪
৪।	বিদুর কর্ত্তৃক রাজা ধৃতরাষ্ট্রকে হিতোপদেশ এবং রুষ্ট হইয়া ধৃতরাষ্ট্রের অন্তঃপুরে গমন।	....	১৩৭৩
৫।	পাণ্ডবগণের কাম্যকবনে প্রবেশ, বিদুরের সহিত উঁহাদের মিলন এবং আলাপ।	....	১৩৭৬
৬।	বিদুরকে আনিতে ধৃতরাষ্ট্র কর্ত্তৃক প্রেরিত হইয়া সঞ্জয়ের গমন, বিদুরের আগমন এবং তাঁহার নিকট ধৃতরাষ্ট্রের ক্ষমা প্রার্থনা।	....	১৩৮০
৭।	দুর্য্যোধন, দুঃশাসন, শকুনি ও কর্ণের পরামর্শে পাণ্ডবগণকে বধ করিবার জন্য বনগমনের উদ্যোগ এবং ব্যাসদেব কর্ত্তৃক তাহার প্রতিরোধ।	....	১৩৮২
৮।	অন্যায় কার্য্য হইতে দুর্য্যোধনকে নিবৃত্ত করাইতে ধৃতরাষ্ট্রের নিকট ব্যাসদেবের অনুরোধ।	....	১৩৮৫
৯।	ব্যাসদেব কর্ত্তৃক সুরভি ও ইন্দ্রের উপাখ্যান বর্ণন এবং তাঁহার পাণ্ডবগণের প্রতি দয়া প্রদর্শন।	....	১৩৮৭
১০।	ব্যাসদেবের গমন, মৈত্রেয় মুনি কর্ত্তৃক ধৃতরাষ্ট্র ও দুর্য্যোধনকে বুঝাইয়া পাণ্ডবগণের সহিত সদ্ভাব রাখিতে অনুরোধ এবং দুর্য্যোধনের অনিষ্ট-ব্যবহারে রুষ্ট হইয়া দুর্য্যোধনকে শাপদান।	....	১৩৮৯
	(কির্ম্মীরবধ পর্ব্ব)		
১১।	ভীমসেন কর্ত্তৃক কির্ম্মীর রাক্ষস বধ।	....	১৩৯৪
১২।	অর্জ্জুন এবং দ্রৌপদী কর্ত্তৃক ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের স্তুতি, শ্রীকৃষ্ণের নিকট দ্রৌপদীর কুরুসভায় কৃত সব অবমাননার বিষয় কথন এবং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ, অর্জ্জুন ও ধৃষ্টদ্যুম্ন কর্ত্তৃক তাহাকে আশ্বাস প্রদান।	....	১৪০১
১৩।	আমার অনুপস্থিতির ফলে আপনাদের এই অনিষ্ট আসিয়াছে পাণ্ডবগণের নিকট ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের কথন।	....	১৪১৪

অধ্যায়	বিষয়		পৃষ্ঠা
১৪।	পাশাখেলার সময় অনুপস্থিতির কারণরূপে শ্রীকৃষ্ণ কর্ত্তৃক শাল্বের সহিত যুদ্ধ এবং সৌভবিমানের সহিত তাহার বিনাশকে কারণরূপে বর্ণনা।	....	১৪১৬
১৫।	সৌভাধিপতি শাল্বের বিনাশের বর্ণনা প্রসঙ্গে দ্বারকা-রক্ষার প্রস্তুতি বর্ণনা।	....	১৪১৮
১৬।	শাল্বের আক্রমণের প্রতিরোধ, বেগবান্ প্রভৃতির বিনাশ এবং সৈন্যগণকে আশ্বাস দান।	....	১৪২১
১৭।	শাল্বের সহিত প্রদ্যুম্নের ঘোরতর যুদ্ধ।	....	১৪২৪
১৮।	মূর্চ্ছাবস্থায় সারথি কর্ত্তৃক রণভূমি হইতে অপসারিত হওয়ায় প্রদ্যুম্নের অনুতাপ ও সারথিকে তিরস্কার।	....	১৪২৭
১৯।	প্রদ্যুম্ন কর্ত্তৃক শাল্বের পরাজয়।	....	১৪৩০
২০।	শ্রীকৃষ্ণ ও শাল্বের ভয়ঙ্কর যুদ্ধ।	....	১৪৩৩
২১।	শাল্বের মায়ায় শ্রীকৃষ্ণের মোহ এবং তাহা হইতে নিষ্কৃতি।	....	১৪৩৭
২২।	শাল্ববধোপাখ্যান সমাপ্তি এবং যুধিষ্ঠিরের অনুমতি লইয়া শ্রীকৃষ্ণ ধৃষ্টদ্যুম্ন প্রভৃতির স্ব-স্ব-নগর অভিমুখে গমন।	....	১৪৪০
২৩।	দ্বৈতবনে গমন করিবার জন্য পাণ্ডবগণের উদ্যোগ এবং প্রজাগণের ব্যাকুলতা।	....	১৪৪৫
২৪।	পাণ্ডবগণের দ্বৈতবনে গমন।	....	১৪৪৭
২৫।	পাণ্ডবগণকে ধর্মোপদেশ দিয়া মহর্ষি মার্কণ্ডেয়ের উত্তর দিকে প্রস্থান।	....	১৪৫০
২৬।	দলভপুত্র বক কর্ত্তৃক যুধিষ্ঠিরকে ব্রাহ্মণগণের মহত্ত্ব কথন।	....	১৪৫৩
২৭।	যুধিষ্ঠিরের ক্রোধের উদ্রেকের জন্য দ্রৌপদীর উক্তি।	....	১৪৫৬
২৮।	প্রহ্লাদ ও বলির সংবাদ বর্ণনা প্রসঙ্গে দ্রৌপদী কর্ত্তৃক পাত্র ও অপাত্রভেদে ক্ষমা এবং তেজপ্রকাশের স্থান নির্ণয়।	....	১৪৬০
২৯।	যুধিষ্ঠির কর্ত্তৃক ক্রোধের নিন্দা এবং ক্ষমাভাবের বিশেষ প্রশংসা।	....	১৪৬৪
৩০।	দুঃখমোহিতা দ্রৌপদী কর্ত্তৃক যুধিষ্ঠিরের বুদ্ধি ও ধর্ম এবং ঈশ্বরের নীতির উপর আক্ষেপ।	....	১৪৬৯
৩১।	যুধিষ্ঠির কর্ত্তৃক দ্রৌপদীর আক্ষেপের সমাধান এবং ঈশ্বর, ধর্ম ও মহাপুরুষগণের আদরে লাভ ও অনাদরে হানি—ইহা কথন।	....	১৪৭৩
৩২।	দ্রৌপদীর পুরুষার্থকে প্রধান বলিয়া স্বীকার এবং তাঁহার উপরই গুরুত্ব আরোপ।	....	১৪৭৮
৩৩।	ভীমসেন কর্ত্তৃক পুরুষার্থের প্রশংসা এবং যুধিষ্ঠিরের উত্তেজনাবৃদ্ধির জন্য তাঁহার চেষ্টা।	....	১৪৮৪
৩৪।	ধর্ম ও নীতিমূলক কথা বলিয়া যুধিষ্ঠির কর্ত্তৃক নিজ প্রতিজ্ঞাপালনের বিষয় জ্ঞাপন।	....	১৪৯৩
৩৫।	দুঃখিত ভীমসেন কর্ত্তৃক যুদ্ধের জন্য যুধিষ্ঠিরকে পুনরায় উৎসাহ প্রদান।	....	১৪৯৭
৩৬।	যুধিষ্ঠির কর্ত্তৃক ভীমসেনকে প্রবোধদান, ব্যাসদেবের আগমন, যুধিষ্ঠিরকে প্রতিস্মৃতি বিদ্যাদান এবং পুনরায় পাণ্ডবগণের কাম্যকবনে গমন।	....	১৫০১
৩৭।	সকল ভ্রাতার সহিত মিলিত হইয়া অর্জ্জুনের ইন্দ্রকীল পর্ব্বতে গমন এবং সেখানে ইন্দ্রের দর্শনলাভ।	....	১৫০৬

অধ্যায়	বিষয়	পৃষ্ঠা

(কৈরাত পর্ব্ব)

৩৮। অর্জ্জুনের উগ্র তপস্যা, সেই বিষয় লইয়া ভগবান্ শঙ্করের সহিত ঋষিগণের বাক্যালাপ। ১৫১১

৩৯। শ্রীভগবান্ শঙ্কর ও অর্জ্জুনের যুদ্ধ, অর্জ্জুনের প্রতি তাঁহার প্রসন্নতা এবং অর্জ্জুন কর্ত্তৃক শঙ্করের স্তব। ১৫১৫

৪০। অর্জ্জুনকে বরদান করিয়া শ্রীভগবান্ শঙ্করের স্বধামগমন। ১৫২৩

৪১। অর্জ্জুনের নিকটে দিক্‌পালগণের আগমন, তাঁহাকে দিব্যাস্ত্রসমূহ দান এবং স্বর্গে গমন করিবার জন্য দেবরাজ ইন্দ্রের অর্জ্জুনকে আদেশ প্রদান। ১৫২৬

৪২। অর্জ্জুনের স্বর্গলোকগমন। ১৫৩১

৪৩। অর্জ্জুন কর্ত্তৃক দেবরাজ ইন্দ্রের দর্শনলাভ এবং ইন্দ্রসভায় তাঁহার 'স্বাগত' সংকার। ১৫৩৫

৪৪। অর্জ্জুনের অস্ত্রবিদ্যা-সঙ্গীতবিদ্যা শিক্ষা। ১৫৩৮

৪৫। চিত্রসেন ও উর্ব্বশীর বার্ত্তালাপ। ১৫৩৯

৪৬। কামপীড়িতা হইয়া অর্জ্জুনের নিকট উর্বশীর গমন এবং তাঁহার দ্বারা অস্বীকৃত হইয়া উর্বশীর অর্জ্জুনকে শাপ দান। ১৫৪১

৪৭। লোমশমুনির ইন্দ্রলোকে আগমন এবং ইন্দ্র ও অর্জ্জুনের সহিত মিলিত হইয়া কাম্যকবনে যুধিষ্ঠিরের নিকট গমন। ১৫৪৮

৪৮। সঞ্জয়ের নিকট দুঃখিত ধৃতরাষ্ট্র কর্ত্তৃক পুত্রগণের জন্য চিন্তাপূর্ণ বাক্যকথন। ১৫৫১

৪৯। সঞ্জয় কর্ত্তৃক ধৃতরাষ্ট্রের বাক্যের অনুমোদন এবং ধৃতরাষ্ট্রের সন্তাপ। ১৫৫৩

৫০। বনে পাণ্ডবগণের আহারবর্ণন। ১৫৫৬

৫১। সঞ্জয় কর্ত্তৃক ধৃতরাষ্ট্রসমীপে শ্রীকৃষ্ণ প্রভৃতির দ্বারা কথিত দুর্যোধনাদির বধরূপ প্রতিজ্ঞাবাক্যকথন। ১৫৫৭

(নলোপাখ্যান পর্ব্ব)

৫২। যুধিষ্ঠির-ভীমসেনের সংবাদ, বৃহদশ্বের আগমন এবং যুধিষ্ঠির কর্ত্তৃক পৃষ্ট হইয়া বৃহদশ্বের নলোপাখ্যান বর্ণন আরম্ভ। ১৫৬২

৫৩। নল-দময়ন্তীর গুণসমূহের বর্ণন, উঁহাদের পারস্পরিক অনুরাগ এবং হংস কর্ত্তৃক নলের নিকট দময়ন্তীর ও দময়ন্তীর নিকট নলের সংবাদ কথন। ১৫৬৭

৫৪। স্বর্গে ইন্দ্রের সহিত দেবর্ষি নারদের আলাপ, দময়ন্তীর স্বয়ংবরসভায় লোকপাল ও রাজগণের আগমন ১৫৭১

৫৫। দূত হইয়া নলের রাজান্তঃপুরে গমন এবং দময়ন্তীর নিকট দেবগণের বাক্যকথন। ১৫৭৪

৫৬। দময়ন্তীর সহিত নলের বার্ত্তালাপ এবং সেখান হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া দেবগণের নিকট দময়ন্তীর বাক্যকথন। ১৫৭৬

অধ্যায়	বিষয়	পৃষ্ঠা
৫৭।	স্বয়ংবরসভায় দময়ন্তী কর্তৃক নলকে পতিরূপে বরণ, দেবতাগণের নলকে বরদান, দেবগণ ও নরপতিগণের প্রস্থান, নল-দময়ন্তীর বিবাহ, নলের যজ্ঞানুষ্ঠান ও তাঁহার পুত্রোৎপাদন।	১৫৮০
৫৮।	দেবগণ কর্তৃক নলের গুণসমূহ বর্ণন এবং নলের উপর কলিযুগের ক্রোধ।	১৫৮৪
৫৯।	নলের মধ্যে কলিযুগের প্রবেশ, নল ও পুষ্করের দ্যূতক্রীড়া এবং প্রজাগণ ও দময়ন্তীর নিষেধ সত্ত্বেও পাশাখেলা হইতে নলের অনিবৃত্তি।	১৫৮৬
৬০।	দুঃখিতা দময়ন্তী কর্তৃক বার্ষ্ণেয়ের দ্বারা কুণ্ডিনপুরে রাজকুমার ও রাজকুমারীকে প্রেষণ।	১৫৮৮
৬১।	পাশাখেলায় হারিয়া দময়ন্তীর সহিত নলের বনগমন এবং স্বর্ণময়পক্ষযুক্ত পক্ষিগণের দ্বারা আপদ্গ্রস্ত নলের বস্ত্রাপহরণ।	১৫৯১
৬২।	রাজা নলের চিন্তা এবং একাকিনী দময়ন্তীকে পরিত্যাগ করিয়া তাঁহার অন্যত্র প্রস্থান।	১৫৯৪
৬৩	দময়ন্তীর বিলাপ, অজগর এবং ব্যাধ হইতে ইহার প্রাণ ও সতীত্ব রক্ষা এবং দময়ন্তীর পাতিব্রত্যের প্রভাবে ব্যাধের বিনাশ।	১৫৯৭
৬৪।	দময়ন্তীর বিলাপ ও প্রলাপ, তাপসগণ কর্তৃক দময়ন্তীকে আশ্বাস দান এবং বণিক্গণের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎকার।	১৬০১
৬৫।	বন্যহস্তিগণ কর্তৃক বণিক্গণের সর্বনাশ এবং দুঃখিতা দময়ন্তীর চেদিরাজভবনে দুঃখের সহিত বাস।	১৬১৩
৬৬।	রাজা নল কর্তৃক দাবানল হইতে কর্কোটকনাগের প্রাণ রক্ষা এবং নাগ কর্তৃক নলকে আশ্বাস প্রদান।	১৬২০
৬৭।	ঋতুপর্ণ রাজার ভবনে নলকর্তৃক অশ্বাধ্যক্ষের পদ গ্রহণ এবং দময়ন্তীর জন্য চিন্তা ও জীবলের সহিত আলাপ।	১৬২২
৬৮।	নল-দময়ন্তীকে অন্বেষণ করিবার জন্য বিদর্ভরাজ কর্তৃক ব্রাহ্মণগণকে প্রেষণ, চেদিরাজের ভবনে যাইয়া সুদেবনামক ব্রাহ্মণের মনে মনে দময়ন্তীর গুণগ্রাম চিন্তন এবং উঁহার দর্শনলাভ।	১৬২৫
৬৯।	নিজ পিতৃভবনে দময়ন্তীর গমন এবং সেখান হইতে নলকে অন্বেষণ করিবার জন্য নিজের সংবাদ দিয়া ব্রাহ্মণগণকে প্রেষণ।	১৬২৯
৭০।	পর্ণাদকর্তৃক দময়ন্তীর নিকট বাহুকরূপধারী নলের সংবাদকথন, ঋতুপর্ণ রাজার নিকটে নিজের স্বয়ংবরের কথা জানাইয়া দময়ন্তী কর্তৃক সুদেবকে অযোধ্যায় প্রেরণ।	১৬৩৩
৭১।	রাজা ঋতুপর্ণের বিদর্ভদেশে গমন, রাজা নলের বিষয়ে বার্ষ্ণেয়ের বিচার এবং বাহুকের অদ্ভুত অশ্বচালনা—দক্ষতায় বার্ষ্ণেয় ও ঋতুপর্ণের বিস্ময়।	১৬৩৬
৭২।	ঋতুপর্ণ রাজার উত্তরীয় বস্ত্র পতন ও বহেড়াবৃক্ষের ফলগুলির পতন-বিষয়ে নলের সহিত তাঁহার আলাপ, ঋতুপর্ণের নিকট হইতে নলের দ্যূত-বিদ্যার রহস্যপ্রাপ্তি এবং উঁহার দেহ হইতে কলির নির্গমন।	১৬৪০

অধ্যায়	বিষয়	পৃষ্ঠা
৭৩।	রাজা ঋতুপর্ণের কুণ্ডিনগরে প্রবেশ, দময়ন্তীর বিচার এবং ভীম কর্ত্তৃক ঋতুপর্ণের সমাদর।	১৬৪৪
৭৪।	বাহুক ও কেশিনীর আলাপ।	১৬৪৮
৭৫।	দময়ন্তীর আদেশে কেশিনী কর্ত্তৃক বাহুকের পরীক্ষা এবং নিজ পুত্র-কন্যাকে দেখিয়া তাহাদের সহিত আলাপ।	১৬৫১
৭৬।	বাহুক ও দময়ন্তীর কথোপকথন, নলের আত্মপ্রকাশ এবং নল-দময়ন্তীর মিলন।	১৬৫৪
৭৭।	নলের আত্মপ্রকাশের পর বিদর্ভদেশে মহোৎসবপালন, ঋতুপর্ণের সহিত নলের বার্ত্তালাপ এবং নলের নিকট হইতে অশ্ববিদ্যা শিক্ষা করিয়া ঋতুপর্ণের অযোধ্যায় গমন।	১৬৫৯
৭৮।	পাশাখেলায় নল কর্ত্তৃক পুষ্করের পরাজয় এবং নলের স্ব-নগরে প্রবেশ।	১৬৬১
৭৯।	রাজা নলের আখ্যান-কীর্ত্তনে মহত্ত্বকথন, বৃহদশ্বমুনি কর্ত্তৃক যুধিষ্ঠিরকে আশ্বাসদান এবং দ্যূতবিদ্যা ও অশ্ববিদ্যার রহস্য বলিয়া বৃহদশ্বের গমন।	১৬৬৫
	(তীর্থযাত্রা পর্ব্ব)	
৮০।	অর্জ্জুনের জন্য দ্রৌপদীর সহিত পাণ্ডবগণের চিন্তা।	১৬৬৭
৮১।	যুধিষ্ঠিরের নিকট দেবর্ষি নারদের আগমন, তীর্থযাত্রার ফল জানিতে প্রার্থনা করিলে নারদ কর্ত্তৃক ভীষ্ম ও পুলস্ত্যের আলাপবর্ণন।	১৬৭০
৮২।	ভীষ্ম কর্ত্তৃক জিজ্ঞাসিত হইয়া পুলস্ত্যের বিভিন্ন তীর্থযাত্রার মহাত্ম্যবর্ণন।	১৬৭৩
৮৩।	কুরুক্ষেত্রের সীমায় স্থিত অনেক তীর্থের মহত্ত্বকথন।	১৬৮৪
৮৪।	বিভিন্ন তীর্থসমূহের মহিমা কথন।	১৭০১
৮৫।	গঙ্গাসাগর, অযোধ্যা, চিত্রকূট ও প্রয়াগাদি বিভিন্ন তীর্থের মহিমা বর্ণন এবং গঙ্গার মাহাত্ম্য কথন।	১৭১৫
৮৬।	ধৌম্যমুনির নিকট যুধিষ্ঠিরের পুণ্য তপোবন, আশ্রম ও নদী প্রভৃতি বিষয়ে জিজ্ঞাসা।	১৭২৬
৮৭।	ধৌম্য কর্ত্তৃক পূর্ব্বদিক্স্থিত তীর্থসমূহের বর্ণন।	১৭২৮
৮৮।	ধৌম্যমুনি কর্ত্তৃক দক্ষিণদিক্স্থিত তীর্থসমূহের বর্ণন।	১৭৩১
৮৯।	ধৌম্য কর্ত্তৃক পশ্চিমদিক্স্থিত তীর্থসমূহের বর্ণন।	১৭৩৩
৯০।	ধৌম্য কর্ত্তৃক উত্তরদিক্স্থিত তীর্থসমূহের বর্ণন।	১৭৩৫
৯১।	মহর্ষি লোমশের আগমন, যুধিষ্ঠিরের নিকট অর্জ্জুনের পাশুপত প্রভৃতি দিব্যাস্ত্রসমূহের প্রাপ্তির বর্ণন এবং ইন্দ্রের সংবাদ জ্ঞাপন।	১৭৩৮
৯২।	মহর্ষি লোমশের মুখে ইন্দ্র-অর্জ্জুনের সংবাদ শুনিয়া যুধিষ্ঠিরের প্রসন্নতা এবং তীর্থযাত্রার উদ্যোগ করত বহু সঙ্গীকে পরিত্যাগ।	১৭৪১
৯৩।	ঋষিগণকে প্রণাম করিয়া তীর্থযাত্রার জন্য পাণ্ডবগণের গমন।	১৭৪৪

অধ্যায়	বিষয়		পৃষ্ঠা
৯৪।	নানারূপ উদাহরণ দিয়া অধর্ম্ম হইতে হানি কথন এবং পুণ্যের মহিমা বর্ণন ও যুধিষ্ঠিরকে আশ্বাস প্রদান।	....	১৭৪৭
৯৫।	পাণ্ডবগণের নৈমিষারণ্য, প্রয়াগ ও গয়াতীর্থ প্রভৃতিতে গমন এবং গয়রাজার মহান্ যজ্ঞের কথা শ্রবণ।	....	১৭৪৯
৯৬।	ইল্বল ও বাতাপি দৈত্যের বর্ণন, পিতৃগণের উদ্ধারের জন্য বিবাহ করিতে মহর্ষি অগস্ত্যের নিশ্চয় এবং বিদর্ভরাজকন্যাকে পত্নীরূপে প্রাপ্তি।	....	১৭৫১
৯৭।	মহর্ষি অগস্ত্যের সহিত লোপামুদ্রার বিবাহ, গঙ্গাদ্বারে (হরিদ্বারে) তপস্যা এবং পত্নীর ইচ্ছায় ধনসংগ্রহের জন্য তাঁহার প্রস্থান।	....	১৭৫৪
৯৮।	ধনলাভের জন্য শ্রুতর্বা, ব্রধ্নশ্ব এবং ত্রসদস্যু প্রভৃতির নিকট অগস্ত্যের গমন।	....	১৭৫৭
৯৯।	ধনের জন্য ইল্বলের নিকট অগস্ত্যের গমন, বাতাপি ও ইল্বলের বিনাশ, লোপামুদ্রার পুত্র লাভ এবং শ্রীরামচন্দ্র কর্ত্তৃক হৃত তেজ পরশুরামের পুনরায় লাভ।	....	১৭৫৯
১০০।	বৃত্রাসুর হইতে ত্রস্ত দেবগণকে দধীচমুনির অস্থি দান এবং তাহাদ্বারা বজ্র নির্ম্মাণ।	....	১৭৬৭
১০১।	বৃত্রাসুর বধ ও অসুরগণের মন্ত্রণা।	....	১৭৬৯
১০২।	কালেয় দৈত্যগণ কর্ত্তৃক তপস্বী, মুনি ও ব্রহ্মচারীগণের সংহার ও দেবগণের শ্রীবিষ্ণু-স্তুতি।	....	১৭৭২
১০৩।	ভগবান্ শ্রীবিষ্ণুর আদেশে দেবগণের অগস্ত্যাশ্রমে গমন এবং তাঁহার স্তব।	....	১৭৭৫
১০৪।	বর্দ্ধিত বিন্ধ্যপর্ব্বতকে মহর্ষি অগস্ত্যকর্ত্তৃক প্রতিরোধ এবং দেবগণের সহিত সমুদ্রতটে গমন।	....	১৭৭৭
১০৫।	অগস্ত্য কর্ত্তৃক সমুদ্র পান, দেবগণ কর্ত্তৃক কালেয় নামক দৈত্যগণকে বধ এবং ব্রহ্মাকে সমুদ্রপূরণের উপায় জিজ্ঞাসা।	....	১৭৭৯
১০৬।	সগররাজার সন্তানের জন্য তপস্যা ও শিব কর্ত্তৃক বর দান।	....	১৭৮১
১০৭।	রাজা সাগরের পুত্রোৎপত্তি, ষাট্ হাজার সগরপুত্রের কপিলমুনির শাপাগ্নির দ্বারা ভস্ম, অসমঞ্জসকে পরিত্যাগ, অংশুমানের প্রযত্নে সগররাজার যজ্ঞ-সমাপ্তি, অংশুমান্ কর্ত্তৃক দিলীপের এবং দিলীপ কর্ত্তৃক ভগীরথের রাজ্যপ্রাপ্তি।	....	১৭৮৪
১০৮।	হিমালয়পর্ব্বতে ভগীরথকর্ত্তৃক তপস্যাদ্বারা গঙ্গা ও মহাদেবের সন্তোষবিধান এবং বর প্রার্থনা।	....	১৭৮৯
১০৯।	পৃথিবীতে গঙ্গার অবতরণ এবং সমুদ্রপূরণের বর্ণন ও সগরপুত্রগণের উদ্ধার।	....	১৭৯১
১১০।	নন্দা ও কৌশিকীর মাহাত্ম্য, ঋষ্যশৃঙ্গমুনির উপাখ্যান এবং নিজ রাজ্যে তাঁহাকে লইয়া যাইবার জন্য রাজা লোমপাদের প্রযত্ন।	....	১৭৯৪
১১১।	বেশ্যা কর্ত্তৃক ঋষ্যশৃঙ্গমুনিকে প্রলোভন এবং আশ্রমে আসিয়া বিভাণ্ডক মুনি কর্ত্তৃক নিজ পুত্রকে চিন্তার কারণ জিজ্ঞাসা।	....	১৭৯৯

অধ্যায়	বিষয়		পৃষ্ঠা
১১২।	ঋষ্যশৃঙ্গ কর্ত্তৃক পিতার নিকট নিজ চিন্তার কারণ বর্ণনা করিতে করিতে ব্রহ্মচারি-রূপধারিণী বেশ্যার রূপ বর্ণন এবং তাহার আচরণের বিবরণ।	....	১৮০২
১১৩।	অঙ্গরাজ লোমপাদের নিকট ঋষ্যশৃঙ্গের গমন, তাঁহাকে রাজার স্বীয় কন্যাদান, রাজা কর্ত্তৃক বিভাণ্ডকমুনির সৎকার এবং তাঁহার প্রতি মুনির প্রসন্নতা।	....	১৮০৫
১১৪।	যুধিষ্ঠিরের কৌশিকী, গঙ্গাসাগর এবং বৈতরণী নদী দর্শন করিয়া মহেন্দ্রপর্ব্বতে গমন।	....	১৮০৯
১১৫।	অকৃতব্রণকর্ত্তৃক যুধিষ্ঠিরের নিকট পরশুরামের উপাখ্যান বর্ণন, ঋচীকমুনির সহিত গাধিকন্যার বিবাহ এবং জমদগ্নির উৎপত্তি কথন।	....	১৮১২
১১৬।	পিতার আজ্ঞায় পরশুরামের মাতৃমস্তকচ্ছেদন, পিতৃকৃপায় পুনরায় উহার সংযোগ, পরশুরাম কর্ত্তৃক কার্ত্তবীর্য্যার্জ্জুনের বিনাশ এবং উহার পুত্রগণের দ্বারা জমদগ্নিমুনির সংহার।	....	১৮১৭
১১৭।	পিতার জন্য পরশুরামের বিলাপ, একবিংশতিবার পৃথিবীকে নিঃক্ষত্রিয়করণ এবং মহারাজ যুধিষ্ঠির কর্ত্তৃক পরশুরামের পূজা।	....	১৮২০
১১৮।	বিভিন্ন তীর্থ দর্শন করিয়া যুধিষ্ঠিরের প্রভাসতীর্থে আগমন, সেখানে তপস্যাচরণ এবং যাদবগণের সহিত পাণ্ডবগণের মিলন।	....	১৮২২
১১৯।	প্রভাসতীর্থে পাণ্ডবগণের প্রতি বলরামের সহানুভূতিসূচক সম্ভাষণ।	....	১৮২৫
১২০।	সাত্যকির বীরত্বপূর্ণ ভাষণ, যুধিষ্ঠির কর্ত্তৃক শ্রীকৃষ্ণের বাক্যের অনুমোদন এবং পাণ্ডবগণের পয়োষ্ণীনদীর তীরে বাসস্থাপন।	....	১৮২৮
১২১।	রাজা গয়ের যজ্ঞের প্রশংসা, পয়োষ্ণী, বৈদূর্য্যপর্ব্বত ও নর্ম্মদার মাহাত্ম্যকথন এবং চ্যবন ও সুকন্যার চরিত্র আরম্ভ।	....	১৮৩৩
১২২।	মহর্ষি চ্যবন কর্ত্তৃক সুকন্যাকে লাভ।	....	১৮৩৬
১২৩।	অশ্বিনীকুমারদ্বয়ের প্রসাদে মহর্ষি চ্যবনের সুরূপযুক্ত যুবাবস্থা প্রাপ্তি।	....	১৮৩৯
১২৪।	শর্য্যাতির যজ্ঞে ইন্দ্রের প্রতি চ্যবনের কোপ, বজ্রের স্তম্ভন এবং তাঁহার মৃত্যুর জন্য মদাসুরের সৃষ্টি।	....	১৮৪১
১২৫।	অশ্বিনীকুমারদ্বয়ের যজ্ঞভাগ স্বীকার করিয়া ইন্দ্রের সঙ্কট হইতে মুক্তিলাভ এবং লোমশ-মুনি কর্ত্তৃক অন্যান্য তীর্থের বর্ণন।	....	১৮৪৪
১২৬।	রাজা মান্ধাতার উৎপত্তি ও সংক্ষেপে তাঁহার চরিত্র বর্ণন।	....	১৮৪৭
১২৭।	সোমক ও জন্তুর উপাখ্যান।	....	১৮৫১
১২৮।	রাজা সোমকের শত পুত্র লাভ এবং পুরোহিত ও সোমকের সমানভাবে নরক এবং পুণ্যলোকে বাস।	....	১৮৫৩
১২৯।	কুরুক্ষেত্রের দ্বারস্বরূপ প্রসর্পণনামক যমুনাতীর্থ ও সরস্বতী তীর্থের মহিমা।	....	১৮৫৬
১৩০।	বিভিন্ন তীর্থের মহিমা বর্ণন ও রাজা উশীনরের কথা আরম্ভ	....	১৮৫৮

অধ্যায়	বিষয়	পৃষ্ঠা
১৩১।	রাজা উশীনর কর্ত্তৃক শ্যেনপক্ষীকে নিজ শরীরের মাংস দিয়া শরণাগত কপোতের প্রাণ রক্ষা।	১৮৬১
১৩২।	অষ্টাবক্রের জন্মবৃত্তান্ত কথন এবং তাঁহার রাজা জনকের সভায় গমন।	১৮৬৪
১৩৩।	দ্বারপাল ও রাজা জনকের সহিত অষ্টাবক্রের বার্ত্তালাপ।	১৮৬৮
১৩৪।	বন্দী ও অষ্টাবক্রের শাস্ত্রার্থ, বন্দীর পরাজয় এবং সমঙ্গায় স্নান করিয়া অষ্টাবক্রের অঙ্গের সমানতা লাভ।	১৮৭৩
১৩৫।	কর্দমিল প্রভৃতি তীর্থসমূহের মহত্ত্বকথন, রৈভ্য ও ভরদ্বাজপুত্র যবক্রীতমুনির বৃত্তান্তবর্ণন এবং ঋষিগণের অনিষ্ট করায় মেধাবীর মৃত্যু।	১৮৮১
১৩৬।	রৈভ্যমুনির পুত্রবধূর সহিত যবক্রীতের ব্যভিচার এবং রৈভ্যমুনির কোপে উৎপন্ন রাক্ষসের দ্বারা তাহার বিনাশ।	১৮৮৭
১৩৭।	পুত্রশোকে ভরদ্বাজের বিলাপ, রৈভ্যকে শাপদান এবং (নিজের) অগ্নিতে প্রবেশ।	১৮৮৯
১৩৮।	অর্ব্বাবসুর তপঃপ্রভাবে পরাবসুর ব্রহ্মহত্যা হইতে মুক্তি এবং রৈভ্য, ভরদ্বাজ ও যবক্রীতের পুনরুজ্জীবন।	১৮৯১
১৩৯।	পাণ্ডবগণের উত্তরদিকে গমন এবং লোমশ কর্ত্তৃক তাহার দুর্গমতা কথন।	১৮৯৪
১৪০।	ভীমসেনের উৎসাহ এবং পাণ্ডবগণের কুলিন্দরাজ সুবাহুর রাজ্য অতিক্রম করিয়া মহর্ষিবৃন্দের সহিত গন্ধমাদনপর্ব্বতে গমন।	১৮৯৭
১৪১।	অর্জ্জুনের জন্য ভীমসেনের নিকট যুধিষ্ঠিরের চিন্তা ও দুঃখপূর্ণ উক্তি।	১৯০০
১৪২।	পাণ্ডবগণের গঙ্গাবন্দনা, শ্রীবিষ্ণু কর্ত্তৃক নরকাসুর বধ এবং ভগবান্ বরাহ কর্ত্তৃক পৃথিবীকে উদ্ধারের বৃত্তান্ত বর্ণন।	১৯০২
১৪৩।	গন্ধমাদন পর্ব্বতে যাইবার পথে পাণ্ডবগণের উপর প্রচণ্ড বাতের সহিত প্রবল বর্ষণ।	১৯০৯
১৪৪।	দ্রৌপদীর মূর্চ্ছাপ্রাপ্তি, পাণ্ডবগণের পরিচর্য্যায় তাঁহার চেতনালাভ এবং ভীমসেনের স্মরণে ঘটোৎকচের আগমন।	১৯১১
১৪৫।	ঘটোৎকচ এবং তাঁহার সঙ্গীদিগের সহায়তায় পাণ্ডবগণের গন্ধমাদন পর্ব্বত ও বদরিকা আশ্রমে প্রবেশ, বদরীবৃক্ষ নর-নারায়ণ আশ্রম ও গঙ্গার বর্ণন।	১৯১৪
১৪৬।	সৌগন্ধিক আনয়নের জন্য ভীমসেনের গমন এবং তাঁহার হনুমানের সহিত সাক্ষাৎকার।	১৯১৯
১৪৭।	হনুমান্ ও ভীমসেনের আলাপ।	১৯২৮
১৪৮।	ভীমের নিকট হনুমানের সংক্ষেপে রামচরিত্র বর্ণন।	১৯৩২
১৪৯।	হনুমান্ কর্ত্তৃক চারিযুগের ধর্ম বর্ণন।	১৯৩৪
১৫০।	ভীমসেনের আগ্রহে তাঁহার সমীপে হনুমানের নিজ বিশাল দেহের প্রকটীকরণ এবং চাতুর্ব্বর্ণ্যবিহিত ধর্ম্মের প্রতিপাদন।	১৯৩৯

অধ্যায়	বিষয়		পৃষ্ঠা
১৫১।	ভীমকে হনুমানের আশ্বাসদান এবং তাঁহাকে বিদায় দিয়া অন্তর্ধান।	....	১৯৪৪
১৫২।	ভীমসেনের সৌগন্ধিক বনে প্রবেশ।	....	১৯৪৬
১৫৩।	কুবেরের পুষ্করিণী দেখিয়া ভীমসেনের প্রীতি এবং ক্রোধবশ-রাক্ষসগণ কর্ত্তৃক ভীমকে সেখানে আগমনের হেতু জিজ্ঞাসা।	....	১৯৪৭
১৫৪।	ভীমসেন কর্ত্তৃক ক্রোধবশনামক রাক্ষসগণের পরাজয় এবং সৌগন্ধিক পদ্মসমূহের আহরণ।	....	১৯৪৯
১৫৫।	ভয়ঙ্কর উৎপাত দেখিয়া যুধিষ্ঠির প্রভৃতির চিন্তা এবং গন্ধমাদন পর্ব্বতে সৌগন্ধিক-বনে ভীমের নিকট সকলের গমন।	....	১৯৫৩
১৫৬।	আকাশবাণীর আদেশে পাণ্ডবগণের নর-নারায়ণাশ্রমে প্রত্যাবর্ত্তন।	....	১৯৫৬

(জটাসুরবধ পর্ব্ব)

অধ্যায়	বিষয়		পৃষ্ঠা
১৫৭।	জটাসুর কর্ত্তৃক দ্রৌপদী, যুধিষ্ঠির, নকুল ও সহদেবকে অপহরণ, ভীমসেনের জটাসুর বধ।	....	১৯৫৮

(যক্ষযুদ্ধ পর্ব্ব)

অধ্যায়	বিষয়		পৃষ্ঠা
১৫৮।	পাণ্ডবগণের নরনারায়ণ আশ্রম হইতে বৃষপর্ব্বার নিকটে গমন এবং সেখান হইতে আর্ষ্টিসেনের আশ্রমে আগমন।	....	১৯৬৫
১৫৯।	যুধিষ্ঠিরের প্রতি প্রশ্নরূপে আর্ষ্টিসেনের উপদেশ।	....	১৯৭৪
১৬০।	আর্ষ্টিসেনের আশ্রমে পাণ্ডবগণের বাস, দ্রৌপদীর অনুরোধে ভীমের পর্ব্বতের শিখরে গমন এবং যক্ষ ও রাক্ষসগণের সহিত যুদ্ধ করিয়া মণিমানের বিনাশ।	....	১৯৭৮
১৬১।	কুবেরের গন্ধমাদন পর্ব্বতে আগমন এবং যুধিষ্ঠিরের সহিত তাহার সাক্ষাৎকার।	...	১৯৮৫
১৬২।	যুধিষ্ঠির প্রভৃতিকে কুবেরের উপদেশ প্রদান এবং তাঁহাদিগকে সান্ত্বনা দিয়া স্বভবনে গমন।	....	১৯৯১
১৬৩।	ধৌম্য কর্ত্তৃক যুধিষ্ঠিরকে মেরুপর্ব্বত এবং তাহার শিখরস্থিত ব্রহ্মা, বিষ্ণু প্রভৃতির স্থানসমূহ প্রদর্শন ও সূর্য্য-চন্দ্রের গতি এবং প্রভাব বর্ণন।	....	১৯৯৫
১৬৪।	অর্জ্জুনের জন্য পাণ্ডবগণের উৎকণ্ঠাপ্রকাশ, অর্জ্জুনের আগমন।	....	১৯৯৯
১৬৫।	গন্ধমাদন পর্ব্বতে আসিয়া ভ্রাতাদের সহিত অর্জ্জুনের মিলন।	....	২০০২
১৬৬।	পাণ্ডবগণের নিকট ইন্দ্রের আগমন ও যুধিষ্ঠিরকে সান্ত্বনা দিয়া স্বর্গে প্রত্যাবর্ত্তন।	....	২০০৪
১৬৭।	অর্জ্জুন কর্ত্তৃক নিজ তপস্যাযাত্রার বৃত্তান্ত বর্ণন, ভগবান শিবের সহিত সংগ্রাম এবং পাশুপতাস্ত্র লাভ।	....	২০০৬

অধ্যায়	বিষয়		পৃষ্ঠা
১৬৮।	স্বর্গলোকে অর্জ্জুনের অস্ত্রশিক্ষা বর্ণন ও নিবাতকবচ দানবগণের সহিত যুদ্ধের উদ্যোগ।	....	২০১২
১৬৯।	অর্জ্জুনের পাতালে প্রবেশ ও নিবাতকবচগণের সহিত যুদ্ধারম্ভ।	....	২০২০
১৭০।	নিবাতকবচগণের সহিত অর্জ্জুনের যুদ্ধ।	....	২০২৩
১৭১।	দানবগণের মায়াময় যুদ্ধ বর্ণন।	....	২০২৬
১৭২।	নিবাতকবচগণের সংহার।	....	২০২৯
১৭৩।	অর্জ্জুন কর্ত্তৃক হিরণ্যপুরনিবাসী পৌলোম ও কালকেয় অসুরগণের বিনাশ এবং ইন্দ্র কর্ত্তৃক অর্জ্জুনকে অভিনন্দন জ্ঞাপন।	....	২০৩২
১৭৪।	অর্জ্জুনের মুখে সব বৃত্তান্ত শুনিয়া যুধিষ্ঠিরের আনন্দপ্রকাশ ও দিব্যাস্ত্রসমূহ দর্শন করিতে ইচ্ছা প্রকাশ।	....	২০৩৯
১৭৫।	দিব্যাস্ত্রসমূহের প্রদর্শন হইতে অর্জ্জুনকে নারদাদি কর্ত্তৃক নিবারণ।	....	২০৪১

(আজগর পর্ব্ব)

১৭৬।	যুধিষ্ঠিরের সহিত ভীমের আলাপ এবং গন্ধমাদন পর্ব্বত হইতে পাণ্ডবগণের প্রস্থান।	....	২০৪৪
১৭৭।	গন্ধমাদন হইতে বদরিকাশ্রম, সুবাহুনগর ও বিশাখাযূপের মধ্য দিয়া পাণ্ডবগণের সরস্বতী নদীর তটস্থিত দ্বৈতবনে প্রবেশ।	....	২০৪৮
১৭৮।	মহাবল ভীমসেন কর্ত্তৃক হিংস্র প্রাণিগণের বিনাশ এবং অজগর কর্ত্তৃক নিগ্রহ।	....	২০৫২
১৭৯।	ভীমসেন এবং সর্পরূপধারী নহুষের আলাপ, ভীমসেনের চিন্তা ও যুধিষ্ঠির কর্ত্তৃক ভীমসেনের অন্বেষণ।	....	২০৫৫
১৮০।	ভীমসেনের নিকট যুধিষ্ঠিরের গমন এবং সর্পরূপধারী নহুষের প্রশ্নের উত্তর দান।	....	২০৬১
১৮১।	যুধিষ্ঠির কর্ত্তৃক প্রশ্নের উত্তরদানে সন্তুষ্ট হইয়া সর্পরূপী নহুষের ভীমকে পরিত্যাগ এবং যুধিষ্ঠিরের সহিত বাক্যালাপের প্রভাবে সর্পযোনি হইতে মুক্তি পাইয়া নহুষের স্বর্গলোকে গমন।	....	২০৬৬
১৮২।	বর্ষা ও শরদ ঋতুদ্বয়ের বর্ণনা এবং দ্বৈতবন হইতে যুধিষ্ঠির প্রভৃতির কাম্যকবনে প্রবেশ।	....	২০৭১
১৮৩।	কাম্যকবনে পাণ্ডবগণের নিকটে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ, মুনিবর মার্কণ্ডেয় ও নারদের শুভাগমন এবং যুধিষ্ঠির কর্ত্তৃক জিজ্ঞাসিত হইয়া মার্কণ্ডেয়ের উত্তর দান।	....	২০৭৩
১৮৪।	তপোনিরত এবং স্বধর্ম্মপরায়ণ ব্রাহ্মণগণের মাহাত্ম্য।	....	২০৮৪
১৮৫।	ব্রাহ্মণের মাহাত্ম্য বিষয়ে অত্রিমুনি এবং রাজা পৃথুর প্রশংসা।	....	২০৮৭
১৮৬।	তার্ক্ষ্যমুনি ও সরস্বতীর সংবাদ।	....	২০৯২

অধ্যায়	বিষয়		পৃষ্ঠা
১৮৭।	বৈবস্বতমনুর চরিত্র-বর্ণন এবং মৎস্যাবতারের বৃত্তান্ত কথন।	....	২০৯৭
১৮৮।	চারিযুগের বর্ষগণনা, কলিযুগের প্রভাব বর্ণন, প্রলয়কালের দৃশ্য কথন, মার্কণ্ডেয় কর্তৃক বালমুকুন্দের দর্শনলাভ, তাঁহার উদরে প্রবেশ পূর্ব্বক মার্কণ্ডেয়ের ব্রহ্মাণ্ড দর্শন এবং পুনরায় বাহিরে আসিয়া তাঁহার সহিত আলাপ।	....	২১০৩
১৮৯।	মার্কণ্ডেয় মুনির নিকট শ্রীভগবানের নিজ পরিচয় দান, মার্কণ্ডেয় কর্তৃক শ্রীকৃষ্ণের মহিমা কথন এবং পাণ্ডবগণের শ্রীকৃষ্ণের শরণগ্রহণ।	....	২১১৬
১৯০।	যুগান্তকালীন কলিযুগের সংবাদ ও কল্কি অবতারের বর্ণন।	....	২১২২
১৯১।	ভগবান্ কল্কি কর্তৃক সত্যযুগের স্থাপন এবং যুধিষ্ঠিরকে মার্কণ্ডেয়ের ধর্ম্মোপদেশ।	....	২১৩১
১৯২।	ইক্ষ্বাকুবংশীয় পরীক্ষিতের সহিত মণ্ডুকরাজকন্যার বিবাহ, শল ও দলের চরিত্রবর্ণন এবং বামদেব মুনির মহত্ত্ব কথন।	....	২১৩৪
১৯৩।	ইন্দ্র ও বকমুনির সংবাদ।	....	২১৪৫
১৯৪।	ক্ষত্রিয় নৃপগণের মাহাত্ম্যকথন ও সুহোত্র এবং শিবির প্রশংসা।	....	২১৪৯
১৯৫।	রাজা যযাতি কর্তৃক ব্রাহ্মণগণকে সহস্র গাভী দান।	....	২১৫০
১৯৬।	সেতুক ও বৃষদর্ভের চরিত্র বর্ণন।	....	২১৫২
১৯৭।	ইন্দ্র ও অগ্নিকর্তৃক রাজা শিবিকে পরীক্ষা।	....	২১৫৪
১৯৮।	দেবর্ষি নারদ কর্তৃক শিবির মহত্ত্ব প্রতিপাদন।	....	২১৫৮
১৯৯।	রাজা ইন্দ্রদ্যুম্ন ও অন্যান্য চিরজীবী প্রাণিগণের বৃত্তান্ত বর্ণন।	....	২১৬৩
২০০।	নিন্দিতদান, নিন্দিত জন্ম, যোগ্যদানপত্র, শ্রাদ্ধে গ্রাহ্য ও অগ্রাহ্য ব্রাহ্মণ, দানপত্রলক্ষণ, অতিথি সৎকার, বিবিধ দানমহত্ব, বাণী, শুদ্ধি, গায়ত্রীজপ, চিত্তশুদ্ধি ও ইন্দ্রিয়নিগ্রহ প্রভৃতি বিষয়সমূহের বর্ণন।	....	২১৬৬
২০১।	উতঙ্কের তপস্যায় সন্তুষ্ট হইয়া শ্রীভগবানের তাহাকে বরদান এবং ইক্ষ্বাকুবংশীয় রাজা কুবলাশ্বের ধুন্ধুমার নাম লাভের কারণ বর্ণন।	....	২১৮০
২০২।	রাজা বৃহদশ্বকে দিয়া ধুন্ধুকে বিনাশ করিবার জন্য উতঙ্কের আগ্রহ।	....	২১৮৩
২০৩।	ব্রহ্মার উৎপত্তি এবং ভগবান্ বিষ্ণু কর্তৃক মধুকৈটভ বধ।	....	২১৮৬
২০৪।	ধুন্ধুর তপস্যা ও বরপ্রাপ্তি, কুবলাশ্ব কর্তৃক ধুন্ধুর বধ এবং কুবলাশ্বকে দেবগণের বরদান।	....	২১৯০
২০৫।	পতিব্রতার মাহাত্ম্য ও মাতাপিতার সেবামহাত্ম্য।	....	২১৯৪
২০৬।	কৌশিক ব্রাহ্মণ ও পতিব্রতা উপাখ্যানের অন্তর্গত ব্রাহ্মণগণের ধর্ম্ম বর্ণন।	....	২১৯৭
২০৭।	ধর্ম্মব্যাধের নিকট কৌশিকের গমন এবং তাহার নিকট নানাবিধ ধর্মকথা শ্রবণ।	....	২২০২
২০৮।	ধর্ম্মব্যাধ কর্তৃক হিংসা ও অহিংসার বিষয় বর্ণন।	....	২২১২

অধ্যায়	বিষয়	পৃষ্ঠা
২০৯।	ধর্ম্মের সূক্ষ্মতা, শুভাশুভ কর্ম ও তাহার ফল এবং ব্রহ্মপ্রাপ্তির উপায় প্রভৃতি বর্ণন।	২২১৫
২১০।	বিষয়ভোগে হানি, সৎসঙ্গ লাভ এবং ব্রাহ্মী বিদ্যার বর্ণন।	২২২১
২১১।	পঞ্চ মহাভূতের গুণসমূহ ও ইন্দ্রিয়নিগ্রহ বর্ণন।	২২২৩
২১২।	তিন গুণের স্বরূপ ও ফলের বর্ণন।	২২২৭
২১৩।	প্রাণ-বায়ুর স্থিতির বর্ণন এবং পরমাত্মসাক্ষাৎকারের উপায়।	২২২৮
২১৪।	মাতৃ-পিতৃসেবার দিগ্‌দর্শন।	২২৩৩
২১৫।	ধর্ম্মব্যাধ কর্তৃক কৌশিক ব্রাহ্মণকে মাতৃপিতৃসেবার উপদেশ প্রদান এবং নিজ পূর্ব্ব-জন্মের বৃত্তান্ত বলিয়া ব্যাধকুলে জন্মলাভের কারণ বর্ণন।	২২৩৭
২১৬।	কৌশিক ও ধর্ম্মব্যাধের সংবাদের উপসংহার এবং কৌশিকের স্বগৃহে গমন।	২২৪০
২১৭।	অগ্নি কর্তৃক অঙ্গিরাকে প্রথম পুত্ররূপে স্বীকৃতিদান এবং অঙ্গিরা হইতে বৃহস্পতির উৎপত্তি।	২২৪৪
২১৮।	অঙ্গিরার পুত্রগণের বর্ণন।	২২৪৭
২১৯।	বৃহস্পতির সন্তানগণের বর্ণন।	২২৪৮
২২০।	পাঞ্চজন্য অগ্নির উৎপত্তি ও উঁহার পুত্রগণের বর্ণন।	২২৫১
২২১।	অগ্নিস্বরূপ তপ এবং ভানু বংশবর্ণন।	২২৫৩
২২২।	সহনামক অগ্নির জলে প্রবেশ এবং অঙ্গিরা কর্তৃক পুনরায় তাহার প্রকটীকরণ।	২২৫৭
২২৩।	ইন্দ্র কর্তৃক কেশিদানবের নিকট হইতে দেবসেনার উদ্ধার।	২২৬০
২২৪।	দেবসেনার সহিত ইন্দ্রের ব্রহ্মসমীপে ও ব্রহ্মর্ষিগণের আশ্রমে গমন, অগ্নির মোহ ও বনগমন।	২২৬২
২২৫।	মুনিপত্নীগণের মধ্যে ছয়জনের রূপ ধারণ করত অগ্নির নিকট স্বাহার গমন, স্কন্দের উৎপত্তি এবং স্কন্দকর্তৃক ক্রৌঞ্চাদি পর্ব্বত বিদারণ।	২২৬৭
২২৬।	বিশ্বামিত্র কর্তৃক স্কন্দের জাতকর্ম্মাদি সংস্কারকরণ, বিশ্বামিত্রের দ্বারা প্রবোধিত হইয়া ও ঋষিগণের নিজ নিজ পত্নীকে গ্রহণ করিতে অস্বীকার এবং অগ্নিদেব প্রভৃতি কর্তৃক বালক স্কন্দের রক্ষা।	২২৭১
২২৭।	পরাজিত এবং শরণাগত দেবগণের সহিত ইন্দ্রকে স্কন্দের অভয়দান।	২২৭৪
২২৮।	স্কন্দের পারিষদগণের বর্ণন।	২২৭৬
২২৯।	ইন্দ্রের সহিত স্কন্দের বার্ত্তালাপ, দেবসেনাপতিপদে স্কন্দের অভিষেক এবং দেবসেনার সহিত উঁহার বিবাহ।	২২৭৭
২৩০।	নক্ষত্রমণ্ডল মধ্যে কৃত্তিকাগণের স্থানলাভ ও কষ্টদায়ক বিবিধ গ্রহগণের বর্ণন।	২২৮৩

অধ্যায়	বিষয়		পৃষ্ঠা
২৩১।	স্কন্দকর্ত্তৃক সাহাদেবীর সৎকার, রুদ্রদেবের সহিত স্কন্দ ও দেবগণের ভদ্রবট যাত্রা, দেবাসুর সংগ্রাম, মহিষাসুর বধ এবং স্কন্দের প্রশংসা।	....	২২৮৯
২৩২।	কার্ত্তিকেয়ের প্রসিদ্ধ নামসমূহের বর্ণন ও তাঁহার স্তব।	....	২৩০০

(দ্রৌপদী-সত্যভামা সংবাদপর্ব্ব)

অধ্যায়	বিষয়		পৃষ্ঠা
২৩৩।	দ্রৌপদী কর্ত্তৃক সত্যভামাকে সতী-স্ত্রীর কর্ত্তব্যবিষয়ক শিক্ষাদান।	....	২৩০২
২৩৪।	পতিদেবকে অনুকুল করিবার উপায় এবং পতিকে অনন্যভাবে সেবার বর্ণন।	....	২৩০৮
২৩৫।	দ্রৌপদীকে আশ্বাস প্রদান করত শ্রীকৃষ্ণ ও সত্যভামার দ্বারকায় গমন।	....	২৩১০

(ঘোষযাত্রা পর্ব্ব)

অধ্যায়	বিষয়		পৃষ্ঠা
২৩৬।	পাণ্ডবগণের সমাচার শুনিয়া ধৃতরাষ্ট্রের খেদ ও চিন্তাপূর্ণ উক্তি।	....	২৩১২
২৩৭।	বনে পাণ্ডবগণের নিকট যাইবার জন্য শকুনি ও কর্ণ কর্ত্তৃক দুর্য্যোধনকে প্ররোচনা দান।	....	২৩১৭
২৩৮।	দুর্য্যোধন কর্ত্তৃক কর্ণ ও শকুনির মন্ত্রণা স্বীকার এবং ঘোষযাত্রাকে নিমিত্ত করিয়া দ্বৈতবনে যাইবার জন্য ধৃতরাষ্ট্রের নিকট কর্ণ প্রভৃতির আদেশগ্রহণ।	....	২৩২০
২৩৯।	কর্ণ প্রভৃতির দ্বারা দ্বৈতবনে যাইবার প্রস্তাব, রাজা ধৃতরাষ্ট্রের তাহাতে অস্বীকৃতি, শকুনি কর্ত্তৃক ধৃতরাষ্ট্রকে প্রবোধদান, ধৃতরাষ্ট্রের অনুমতি প্রদান ও দুর্য্যোধনের প্রস্থান।	....	২৩২২
২৪০।	সেনার সহিত বনে যাইয়া দুর্য্যোধনের গোসকল নিরীক্ষণ এবং তাঁহার সৈন্যের সহিত গন্ধর্ব্বগণের কটূক্তিপূর্ণ আলাপ।	....	২৩২৫
২৪১।	গন্ধর্ব্বগণের সহিত কৌরবদিগের যুদ্ধ ও কর্ণের পরাজয়।	....	২৩২৯
২৪২।	গন্ধর্ব্বগণকর্ত্তৃক দুর্য্যোধনাদির পরাজয় এবং তাঁহাদের অপহরণ।	....	২৩৩২
২৪৩।	গন্ধর্ব্বগণের হস্ত হইতে দুর্য্যোধনাদিকে মুক্ত করিবার জন্য ভীমসেনকে যুধিষ্ঠিরের আদেশ দান এবং এই কার্য্য করিবার জন্য অর্জ্জুনের প্রতিজ্ঞা।	....	২৩৩৫
২৪৪।	গন্ধর্ব্বদিগের সহিত পাণ্ডবগণের যুদ্ধ।	....	২৩৩৯
২৪৫।	পাণ্ডবগণ কর্ত্তৃক গন্ধর্ব্বদিগের পরাজয়।	....	২৩৪১
২৪৬।	চিত্রসেন, অর্জ্জুন ও যুধিষ্ঠিরের আলাপ এবং দুর্য্যোধনের মুক্তিলাভ।	....	২৩৪৪
২৪৭।	পথিমধ্যে সেনাগণের সহিত দুর্য্যোধনের অবস্থান এবং কর্ণ কর্ত্তৃক তাঁহার অভিনন্দন।	....	২৩৪৭
২৪৮।	কর্ণের নিকট দুর্য্যোধনের নিজ পরাজয়ের বৃত্তান্ত বর্ণন।	....	২৩৪৯
২৪৯।	কর্ণের নিকট নিজের গ্লানি বর্ণনাপূর্ব্বক দুর্য্যোধনের আমরণ অনশন করিবার প্রতিজ্ঞা, দুঃশাসনকে রাজপদে বরণ করিতে আদেশ, দুঃশাসনের দুঃখ প্রকাশ এবং দুর্য্যোধনকে কর্ণের প্রবোধদান।	....	২৩৫১

অধ্যায়	বিষয়		পৃষ্ঠা
২৫০।	কর্ণের প্রবোধদানের পরও দুর্য্যোধনের প্রায়োপবেশনে নিশ্চয়।	....	২৩৫৫
২৫১।	শকুনি কর্ত্তৃক দুর্য্যোধনকে প্রবোধদান এবং তাহাতেও প্রায়োপবেশন হইতে বিচলিত হইতে না দেখিয়া দৈত্যগণ কর্ত্তৃক কৃত্যাদ্বারা দুর্য্যোধনকে রসাতলে আনয়ন।	....	২৩৫৭
২৫২।	দানবগণ কর্ত্তৃক দুর্য্যোধনকে প্রবোধদান এবং কর্ণ কর্ত্তৃক অনুরুদ্ধ হইয়া অনশন ত্যাগ করত দুর্য্যোধনের হস্তিনাপুরীতে গমন।	....	২৩৬০
২৫৩।	কর্ণের নিন্দা করিতে করিতে ভীষ্ম কর্ত্তৃক দুর্য্যোধনকে পাণ্ডবগণের সহিত সন্ধি করিবার পরামর্শ দান, কর্ণের ক্ষোভপূর্ণ উক্তি এবং দিগ্‌বিজয়ের জন্য প্রস্থান।	....	২৩৬৫
২৫৪।	কর্ণ কর্ত্তৃক সমগ্র পৃথিবী জয় এবং হস্তিনাপুরে তাঁহার অভ্যর্থনা।	....	২৩৬৮
২৫৫।	কর্ণ ও পুরোহিতের পরামর্শে দুর্য্যোধনের বৈষ্ণবযজ্ঞের জন্য উদ্যোগ।	....	২৩৭১
২৫৬।	দুর্য্যোধনের যজ্ঞ আরম্ভ ও সমাপ্তি।	....	২৩৭৪
২৫৭।	দুর্য্যোধনের যজ্ঞবিষয়ে জনসাধারণের মতামত, কর্ণ কর্ত্তৃক অর্জ্জুনবধের প্রতিজ্ঞা, যুধিষ্ঠিরের চিন্তা এবং দুর্য্যোধনের শাসননীতি বর্ণন।	....	২৩৭৭

(মৃগস্বপ্নোদ্ভব পর্ব্ব)

২৫৮।	পাণ্ডবগণের কাম্যক বনে গমন।	....	২৩৭৯

(ব্রীহি-দ্রৌণিক পর্ব্ব)

২৫৯।	যুধিষ্ঠিরের চিন্তা, পাণ্ডবগণের নিকট ব্যাসদেবের আগমন এবং দানের মহত্ত্বের প্রতিদান।	....	২৩৮১
২৬০।	দুর্ব্বাসা কর্ত্তৃক মহর্ষি মুদ্গলের দানধর্ম্ম ও ধৈর্য্যের পরীক্ষা এবং দেবদূতকে মুদ্গলের প্রশ্ন।	....	২৩৮৫
২৬১।	দেবদূতের মুখে স্বর্গলোকের গুণ-দোষ ও দোষরহিত বিষ্ণুধামের কথা শুনিয়া মুদ্গল কর্ত্তৃক দেবদূতকে ফিরিয়া যাইতে অনুরোধ এবং যুধিষ্ঠিরকে প্রবোধ দিয়া নিজ আশ্রমে বেদব্যাসের প্রত্যাবর্ত্তন।	....	২৩৮৯

(দ্রৌপদীহরণ পর্ব্ব)

২৬২।	মহর্ষি দুর্ব্বাসাকে আতিথ্যসৎকারের দ্বারা সন্তুষ্ট করিয়া দুর্য্যোধন কর্ত্তৃক যুধিষ্ঠিরের নিকট তাঁহাকে প্রেষণ ও দুর্য্যোধনের প্রীতিলাভ।	....	২৩৯৪
২৬৩।	অসময়ে পাণ্ডবগণের আশ্রমে আতিথেয়তার জন্য দুর্ব্বাসা মুনির আগমন, দ্রৌপদী কর্ত্তৃক স্মৃত হইয়া ভগবানের আবির্ভাব, দুর্ব্বাসার ভয় হইতে পাণ্ডবগণের পরিত্রাণ এবং তাঁহাদিগকে আশ্বাস দিয়া ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের দ্বারকায় গমন।	....	২৩৯৭

অধ্যায়	বিষয়		পৃষ্ঠা
২৬৪।	দ্রৌপদীকে দেখিয়া জয়দ্রথের মোহ ও দ্রৌপদীর নিকট কোটিকাস্যকে প্রেরণ।	....	২৪০২
২৬৫।	কোটিকাস্য কর্তৃক দ্রৌপদীর নিকট জয়দ্রথাদির পরিচয় দান এবং দ্রৌপদীর পরিচয় জিজ্ঞাসা।	....	২৪০৪
২৬৬।	দ্রৌপদী কর্তৃক কোটিকাস্যের প্রশ্নের উত্তর দান।	....	২৪০৬
২৬৭।	দ্রৌপদী ও জয়দ্রথ সংবাদ।	....	২৪০৮
২৬৮।	দ্রৌপদী কর্তৃক জয়দ্রথকে তিরস্কার এবং দ্রৌপদীহরণ।		২৪১০
২৬৯।	পাণ্ডবগণের আশ্রমে প্রত্যাবর্ত্তন এবং দ্রৌপদীহরণের বৃত্তান্ত শুনিয়া জয়দ্রথের পশ্চাদ্ধাবন।	....	২৪১৫
২৭০।	জয়দ্রথের সম্মুখে দ্রৌপদীর পাণ্ডবগণের পরাক্রম বর্ণন।	....	২৪১৯
২৭১।	পাণ্ডবগণ কর্তৃক জয়দ্রথের সেনাসমূহের সংহার, জয়দ্রথের পলায়ন, দ্রৌপদী, নকুল ও সহদেবের সহিত যুধিষ্ঠিরের আশ্রমে প্রত্যাবর্ত্তন এবং বনমধ্যে ভীম ও অর্জ্জুনের জয়দ্রথের পশ্চাদধাবন।	....	২৪২৩
	(জয়দ্রথ-বিমোক্ষণ পর্ব্ব)		
২৭২।	জয়দ্রথকে বন্দী করিয়া যুধিষ্ঠিরের নিকট উপস্থাপন, তাঁহার আদেশে মুক্তি পাইয়া তপস্যায় সন্তুষ্ট শিবের নিকট হইতে বরলাভ, শিব কর্তৃক অর্জ্জুনের সহায়ক শ্রীকৃষ্ণের মহিমা কথন।	....	২৪২৯
	(রামোপাখ্যান পর্ব্ব)		
২৭৩।	মার্কণ্ডেয় মুনির নিকট নিজ দুরবস্থায় দুঃখিত যুধিষ্ঠিরের প্রশ্ন।	....	২৪৩৬
২৭৪।	শ্রীরাম প্রভৃতির জন্ম, কুবেরের উৎপত্তি এবং তাঁহার ঐশ্বর্য্যলাভ।	....	২৪৩৭
২৭৫।	রাবণ, কুম্ভকর্ণ, বিভীষণ, খর ও শূর্পণখার উৎপত্তি, তপস্যা ও বরলাভ, কুবের কর্তৃক রাবণকে শাপ দান।	....	২৪৩৯
২৭৬।	রাবণের অত্যাচার হইতে রক্ষার জন্য ব্রহ্মার নিকট গমন করত দেবগণের প্রার্থনা, ব্রহ্মার আদেশে দেবগণের ভল্লুক ও বানরযোনিতে পুত্র উৎপাদন এবং দুন্দুভী গন্ধর্ব্বীকে মন্থরারূপে আনয়ন।	....	২৪৪৩
২৭৭।	শ্রীরামের রাজ্যাভিষেকের উদ্যোগ, রামের বনগমন, ভরতের চিত্রকূট যাত্রা, শ্রীরাম কর্তৃক খর-দূষণাদি রাক্ষসের বিনাশ এবং রাবণের মারীচের নিকট গমন।	....	২৪৪৫
২৭৮।	মৃগরূপধারী মারীচের বিনাশ এবং সীতা অপহরণ।	....	২৪৫১
২৭৯।	রাবণের জটায়ু বধ, শ্রীরাম কর্তৃক তাহার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সম্পাদন, কবন্ধ বধ এবং দিব্য স্বরূপ লাভ করিয়া বার্ত্তালাপ।	....	২৪৫৫

অধ্যায়	বিষয়		পৃষ্ঠা
২৮০।	রাম ও সুগ্রীবের মিত্রতা, বালী ও সুগ্রীবের যুদ্ধ, শ্রীরাম কর্ত্তৃক বালী বধ, লঙ্কায় অশোক-বনমধ্যে রাক্ষসীগণের দ্বারা ভীতা সীতাকে ত্রিজটার আশ্বাস দান।	....	২৪৬০
২৮১।	সীতা ও রাবণের সংবাদ।	....	২৪৬৭
২৮২।	শ্রীরামের সুগ্রীবের উপর কোপ, সীতান্বেষণে সুগ্রীব কর্ত্তৃক বানরগণের প্রেষণ এবং লঙ্কা হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া হনুমানের লঙ্কাযাত্রার বৃত্তান্ত নিবেদন।	....	২৪৭০
২৮৩।	বানরসেনা সংগঠন, সেতু-নির্ম্মাণ, বিভীষণের অভিষেক, লঙ্কায় বানরসৈন্যের প্রবেশ এবং রাবণের নিকট অঙ্গদকে দূতরূপে প্রেরণ।	....	২৪৭৭
২৮৪।	রাবণের নিকট যাইয়া শ্রীরামের সংবাদ শুনাইয়া অঙ্গদের প্রত্যাবর্ত্তন এবং রাক্ষসগণের ও বানরগণের ঘোর সংগ্রাম।	....	২৪৮৩
২৮৫।	শ্রীরাম ও রাবণসৈন্যগণের মধ্যে যুদ্ধ।	....	২৪৮৭
২৮৬।	প্রহস্ত ও ধূম্রাক্ষের বধে দুঃখিত হইয়া রাবণ কর্ত্তৃক কুম্ভকর্ণের নিদ্রাভঙ্গ এবং যুদ্ধে প্রেরণ।	....	২৪৮৮
২৮৭।	কুম্ভকর্ণ, বজ্রবেগ ও প্রমাথী বধ।	....	২৪৯১
২৮৮।	ইন্দ্রজিতের মায়াময় যুদ্ধ এবং শ্রীরাম ও লক্ষ্মণের মূর্চ্ছা।	....	২৪৯৪
২৮৯।	সচেতন হইয়া রাম লক্ষ্মণ কর্ত্তৃক কুবেরপ্রেরিত অভিমন্ত্রিত জলের দ্বারা বানরগণের সহিত নিজেদের নেত্রক্ষালন, লক্ষ্মণ কর্ত্তৃক ইন্দ্রজিৎ বধ এবং সীতাকে বধ করিতে উদ্যত রাবণকে অবিন্ধ্যের নিবারণ।	....	২৪৯৭
২৯০।	রাম ও রাবণের যুদ্ধ এবং রাবণ বধ।	....	২৫০০
২৯১।	সীতার প্রতি শ্রীরামের সন্দেহ, দেবগণ কর্ত্তৃক সীতার শুদ্ধির সমর্থন, লঙ্কা হইতে স্ববাহিনী সহ শ্রীরামের প্রস্থান, কিষ্কিন্ধ্যা হইতে অযোধ্যায় আগমন করত ভরতের সহিত মিলন এবং রাজ্যে শ্রীরামের অভিষেক।	....	২৫০৩
২৯২।	মহর্ষি মার্কণ্ডেয়ের যুধিষ্ঠিরকে আশ্বাস প্রদান।	....	২৫১০
	(পতিব্রতা মাহাত্ম্যপর্ব্ব)		
২৯৩।	রাজা অশ্বপতির সাবিত্রীদেবীর বরদান প্রভাবে সাবিত্রীনাম্নী কন্যাপ্রাপ্তি এবং পতিবরণের জন্য সাবিত্রীর বিভিন্নদেশে ভ্রমণ।	....	২৫১১
২৯৪।	সত্যবান্‌কে বিবাহ করিতে সাবিত্রীদেবীর নিশ্চয়।	....	২৫১৬
২৯৫।	সত্যবান্ ও সাবিত্রীর বিবাহ এবং সাবিত্রীর সেবার দ্বারা সকলের সন্তোষবিধান।	....	২৫১৯
২৯৬।	সাবিত্রীর ব্রতপালন এবং শ্বশুর শাশুড়ির অনুমতিক্রমে সত্যবানের সহিত তাহার বনগমন।	....	২৫২২
২৯৭।	সাবিত্রী ও যমের আলাপ, সন্তুষ্ট হইয়া যমরাজের সাবিত্রীকে বরদান, সত্যবানের জীবন প্রত্যর্পণ, সত্যবান্ ও সাবিত্রীর পরস্পর কথোপকথন এবং আশ্রম অভিমুখে প্রস্থান।	....	২৫২৬

অধ্যায়	বিষয়		পৃষ্ঠা
২৯৮।	সত্যবানের জন্য পত্নীসহিত দ্যুমৎসেনের চিন্তা, তাঁহাদিগকে ঋষিগণের আশ্বাস দান, সাবিত্রী ও সত্যবানের আগমন এবং সাবিত্রীকর্ত্তৃক বিলম্বের সমস্ত কারণ বর্ণন।	....	২৫৩৯
২৯৯।	শাল্বদেশের প্রজাগণের অনুরোধে মহারাজ দ্যুমৎসেনের রাজ্যাভিষেক এবং সাবিত্রীর শত পুত্র ও শত ভ্রাতা লাভ।	....	২৫৪৪
	(কুণ্ডলাহরণ পর্ব্ব)		
৩০০।	কর্ণকে স্বপ্নে দর্শন দিয়া সূর্য্যদেব কর্ত্তৃক ইন্দ্রকে কবচ ও কুণ্ডল দিতে নিষেধ এবং কর্ণের ইন্দ্রকে উহা দিবার আগ্রহ প্রদর্শন।	....	২৫৪৬
৩০১।	কর্ণকে প্রবোধদানকারী সূর্য্যদেব কর্ত্তৃক ইন্দ্রকে কুণ্ডল প্রদান না করিতে আদেশ দান।	....	২৫৫০
৩০২।	সূর্য্য ও কর্ণের আলাপ এবং সূর্য্যের আত্মীয় ইন্দ্রের নিকট হইতে শক্তি গ্রহণ করিয়া তাঁহাকে কবচ ও কুণ্ডলদ্বয় দান করিতে কর্ণের নিশ্চয়।	....	২৫৫২
৩০৩।	কুন্তিভোজগৃহে মহর্ষি দুর্ব্বাসার আগমন এবং তাঁহার সেবার জন্য রাজা কর্ত্তৃক কুন্তীকে নিযুক্তি।	....	২৫৫৪
৩০৪।	পিতার সহিত কুন্তীদেবীর আলাপ এবং ব্রাহ্মণের পরিচর্য্যা।	....	২৫৫৭
৩০৫।	কুন্তীর সেবায় সন্তুষ্ট হইয়া সেই তপস্বী ব্রাহ্মণ কর্ত্তৃক তাঁহাকে মন্ত্রের উপদেশ।	....	২৫৬০
৩০৬।	কুন্তী কর্ত্তৃক সূর্য্যদেবের আবাহন এবং তাঁহার সহিত কুন্তীর কথোপকথন।	....	২৫৬২
৩০৭।	সূর্য্যকর্ত্তৃক কুন্তীর উদরে গর্ভ স্থাপন।	....	২৫৬৬
৩০৮।	কর্ণের জন্ম, কুন্তী কর্ত্তৃক পেটিকাতে স্থাপিত করিয়া কর্ণকে জলপ্রবাহে ভাসাইয়া দেওয়া এবং বিলাপ।	....	২৫৬৯
৩০৯।	অধিরথ-সূত ও তৎপত্নী রাধা কর্ত্তৃক কর্ণকে প্রাপ্তি, রাধা কর্ত্তৃক উহার পালন, হস্তিনাপুরে কর্ণের শিক্ষা-দীক্ষা এবং ইন্দ্রের আগমন।	....	২৫৭২
৩১০।	ইন্দ্র কর্ত্তৃক কর্ণকে অমোঘ শক্তি দান এবং কর্ণের নিকট হইতে কবচ কুণ্ডল গ্রহণ।	....	২৫৭৫
	(আরণেয় পর্ব্ব)		
৩১১।	ব্রাহ্মণের অরণীমন্থন কাষ্ঠ সন্ধানের জন্য পাণ্ডবগণের মৃগের প্রতি অনুধাবন ও দুঃখ।	....	২৫৮০
৩১২।	জল আনিতে যাইয়া নকুল প্রভৃতি চারি ভ্রাতার সরোবরের তীরে গমন এবং অচেতন হইয়া ভূমিতে পতন।	....	২৫৮২
৩১৩।	যুধিষ্ঠির কর্ত্তৃক যক্ষকৃত প্রশ্নের উত্তর দান এবং তাঁহার উত্তরে সন্তুষ্ট হইয়া যক্ষ কর্ত্তৃক চারি ভ্রাতার জীবন দান।	..	২৫৮৭
৩১৪।	নকুলাদি চারি পাণ্ডবের জীবন লাভ এবং যুধিষ্ঠিরের বরলাভ।	...	২৬০২
৩১৫।	অজ্ঞাতবাসের জন্য অনুমতি লইবার সময় শোকাকুল যুধিষ্ঠিরকে ধৌম্যের প্রবোধদান, ভীমসেনের উৎসাহপ্রদান এবং আশ্রম হইতে দূরে যাইয়া পাণ্ডবগণের পরস্পর পরামর্শ।	...	২৬০৫

বনপর্ব্ব সম্পূর্ণ

[মহাভারত—পঞ্চবিংশ

[নবমবর্ষ, আষাঢ় মাস, ১৩৭৭]

[প্রথম সংখ্যা— রথযাত্রা]

আর্য্যশাস্ত্র

শ্রীশ্রীসীতারামদাসওঙ্কারনাথপ্রবর্ত্তিত

শ্রীমন্মহর্ষিবেদব্যাসপ্রণীতম্

মহাভারতম্

শ্রীহেমন্তকুমারতর্কতীর্থকৃতবঙ্গভাষানুবাদসহিতম্ ।

তৃতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার অন্তর্গত আঞ্চলিক ভাষার উন্নয়ন ও সমৃদ্ধিকল্পে মহামান্য সরকারমহোদয়ের অর্থানুকূল্যে এই পুস্তক সুলভমূল্যে দেওয়া সম্ভব হইতেছে।

সম্পাদক—

মহামহোপাধ্যায় শ্রীকালীপদতর্কাচার্য্য

শ্রীশ্রীজীবভট্টাচার্য্যন্যায়তীর্থ

বার্ষিক মূল্য সডাক ১৫·০০ টাকা]

[প্রতি সংখ্যা ১·৫০ টাকা]

স্বত্বাধিকারী :—
শ্রীসত্যধর্মপ্রচারসঙ্ঘ
(জয়গুরু সম্প্রদায়)

সহ-সম্পাদকসঙ্ঘ

শ্রীশ্যামাশঙ্কর বিদ্যাভূষণ
শ্রীনারায়ণ গোস্বামী ন্যায়াচার্য্য
শ্রীরঘুনাথ কাব্য-ব্যাকরণতীর্থ
শ্রীহরিনারায়ণ তর্ক-বেদ-ব্যাকরণতীর্থ
শ্রীরামরঞ্জন কাব্য-ব্যাকরণতীর্থ

মুদ্র-কর্ম্মকিঙ্কর :—
কিঙ্কর বিমলানন্দ।
ডাঃ শ্রীজিতেন্দ্র নাথ দে, এম্. বি., ডি. ও. এম্. এস্.
ডি. পি. এইচ. ডি. টি. এম্. এণ্ড
এইচ্ (লণ্ডন)।

শ্রীরামরঞ্জন কাব্য-ব্যাকরণতীর্থ কর্তৃক শ্রীসীতারাম বৈদিক মহাবিদ্যালয়, ৭।২, পি. ডব্লিউ. ডি. রোড, কলিকাতা—৩৫ হইতে প্রকাশিত ও ৯এ, হরি পাল লেন, কলিকাতা—৬ আলেকজান্ড্রা প্রিন্টিং ওয়ার্কস্ হইতে মুদ্রাপিত। ১৫ই আষাঢ়, ১৩৭৭।

কার্য্যালয় :—
৬৮সি, বিধান সরণী (বিবেকানন্দ রোডের মোড়) কলিকাতা—৬
ফোন ৩৪-৪৪০৮

নিয়মাবলী

১। আর্য্যশাস্ত্র শাস্ত্রময় মাসিক পত্র প্রতি মাসে ইহার ১টি সংখ্যা প্রকাশিত হয়। আষাঢ় (জুন-জুলাই) মাস হইতে ইহার বর্ষারম্ভ।

২। এই মাসিকপত্রে মন্বাদি বিংশতিসংহিতা, প্রজাপতি-স্মৃতিপ্রভৃতি বহু দুর্লভ স্মৃতিগ্রন্থ, বাল্মীকি-রামায়ণ, শ্রীবিষ্ণুপুরাণ ও শ্রীমদ্ভাগবত প্রকাশিত হইয়াছে। বর্ত্তমানে মহাভারত প্রকাশিত হইতেছে। তারপর আর্য্যশাস্ত্রে অপ্রকাশিত যাবতীয় আর্য্যশাস্ত্র ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হইবে।

৩। ইহার অগ্রিম বার্ষিক গ্রাহকমূল্য ভারত ও পাকিস্তানে সডাক ১৫.০০, প্রতি সংখ্যা ১.৫০ নঃ পঃ মাত্র; অন্যত্র বার্ষিক সডাক ২০.০০, প্রতি সংখ্যা ২.০০ মাত্র। গ্রাহকমূল্য অগ্রিম দেয়।

৪। প্রতি বাংলামাসের দ্বিতীয় সপ্তাহে ইহার একটি সংখ্যা প্রকাশিত হইবামাত্র গ্রাহকগণের নিকট পাঠান হয়। বাংলামাসের তৃতীয় সপ্তাহের মধ্যে উক্ত সংখ্যা না পাইলে স্থানীয় ডাকঘরে খোঁজ লইয়া চতুর্থ সপ্তাহের মধ্যে কলিকাতা কার্য্যালয়ে অবশ্যই জানাইতে হইবে।

ঠিকানা-পরিবর্ত্তন পূর্ববর্ত্তী বাংলামাসের মধ্যে অবশ্যই জানাইতে হইবে।

৫। মাসিকপত্র-সংক্রান্ত কোন অভিযোগ প্রভৃতি থাকিলে "সম্পূজক আর্য্যশাস্ত্র, শ্রীসীতারাম বৈদিক মহাবিদ্যালয়, ৭।২, পি. ডব্লিউ. ডি. রোড, কলিকাতা—৩৫" এই ঠিকানায় জানাইতে হইবে। কেবল অর্থাদি ও মাসিকপত্রের প্রাপ্তি অপ্রাপ্তিবিষয়ক পত্রাদি "সঞ্চালক আর্য্যশাস্ত্র, ৩৮সি, বিধান সরণী, কলিকাতা—৬" এই ঠিকানায় পাঠাইতে হইবে।

মণি-অর্ডার কুপণ ও পত্রাদিতে গ্রাহকের নাম, ঠিকানা ও গ্রাহক-নম্বর সুস্পষ্টভাবে অবশ্যই লিখিতে হইবে।

৬। গ্রাহকগণের পত্র-লিখিত নির্দেশ অনুযায়ী সকল ব্যবস্থা শীঘ্রই গ্রহণ করা হয় কিন্তু প্রয়োজন না মনে করিলে পত্রের উত্তর দেওয়া হয় না। পত্রের উত্তর আশা করিলে গ্রাহকগণকে জবাবী-পত্র (রিপ্লাইকার্ড) অবশ্যই দিতে হইবে।

৭। আর্য্যশাস্ত্রের পুরাতন সংখ্যাগুলি একত্রে ডাকে পাঠাইবার নির্দেশ থাকিলে গ্রাহকগণকে পাঠাইবার ডাক-মাশুল অবশ্যই দিতে হইবে, কার্য্যালয়ে আসিয়া বা ডাকযোগ ব্যতীত অন্য কোন উপায়ে গ্রহণ করিলে তাহা দিতে হইবে না।

৮। উল্লিখিত ৪-৭ নং নিয়মাবলী পালিত না হইলে পত্র-পরিচালকগণের পক্ষে কোন দায়িত্ব গ্রহণ করা সম্ভব নহে।

শ্রীসীতারাম বৈদিক মহাবিদ্যালয়
৭।২, পি. ডব্লিউ. ডি. রোড, আলমবাজার
কলিকাতা—৩৫

সম্পূজক—আর্য্যশাস্ত্র

৮৭ শ্রীশ্রীগুরবে নমঃ

শ্রীশ্রীঠাকুরের বাণী

পুষ্করমঠ
ভরতপুর-কুণ্ড
গৌঘাট
৮।৫।৭০

যে মায়েরা বাবারা একে (ওঙ্কারকে) সত্য সত্য ভালবাসে, তারা নিত্য আর্য্যশাস্ত্র প'ড়্‌বে ও প্রাণপণে আর্য্যশাস্ত্র প্রচারের চেষ্টা ক'র্‌বে। আর্য্যশাস্ত্রের সেবায় জগতের মহাকল্যাণ সাধিত হবেই হবে।

ওঙ্কার

বিশেষ নিবেদন—

আর্য্যশাস্ত্রের গ্রাহকগণের নিকট আমাদের বিনীত নিবেদন এই যে,—তাঁহারা যেন প্রত্যেকে অন্ততঃপক্ষে একটি করিয়াও গ্রাহক সংগ্রহ করিয়া দেন।

বিনীত
সম্পূজক—আর্য্যশাস্ত্র

আর্য্যশাস্ত্রে পূর্ব্বপ্রকাশিত নিম্নলিখিত গ্রন্থগুলি এখনও পাওয়া যায়।

১। মনুসংহিতা ৩'০০ টাকা

২। বিংশতিসংহিতা ও স্মৃতি ২২'৫০ ,,

সংহিতা—মনু, অত্রি, বিষ্ণু, হারীত, যাজ্ঞবল্ক্য, উশনঃ, অঙ্গিরঃ, যম, আপস্তম্ব, সংবর্ত্ত, কাত্যায়ন, বৃহস্পতি, পরাশর, ব্যাস, শঙ্খ, লিখিত, দক্ষ, গৌতম, শাতাতপ, বসিষ্ঠ।

স্মৃতি—প্রজাপতি, লঘুশঙ্খ, শঙ্খ-লিখিত, ঔশনস, বৃহদ্‌যম, লঘুযম, অরুণ, অত্রি, আঙ্গিরস, কপিল, লঘ্বাশ্বলায়ন, বাধূল, বৃদ্ধহারীত, লোহিত, দাল্‌ভ্য, কণ্ব, বৃহৎপরাশর, নারদ।)

৩। শ্রীবাল্মীকি রামায়ণ ৩০'০০ টাকা

৪। শ্রীবিষ্ণুপুরাণ ৯'০০ ,,

৫। শ্রীমদ্‌ভাগবত ৪২'০০ ,,

(ডাক মাশুল স্বতন্ত্র)

বৃদ্ধো হ্যহং বৈ পরিহারকামঃ
সর্বান্ মৎস্যাংস্তরসা পালয়স্ব।
নৈবংবিধাঃ ক্লীবরূপা ভবন্তি
কথঞ্চনেতি প্রতিভাতি মে মনঃ ॥৭

(অর্জুন উবাচ।
বেণীং প্রকুর্য্যাং রুচিরে চ কুণ্ডলে
তথা স্রজঃ প্রাবরণানি সংহরে।
স্নানং চরেয়ং বিমৃজে চ দর্পণং
বিশেষকেষ্বেব চ কৌশলং মম ॥
ক্লীবেষু বালেষু জনেষু নর্তনে
শিক্ষাপ্রদানেষু চ যোগ্যতা মম।
করোমি বেণীষু চ পুষ্পপূরণং
ন মে স্ত্রিয়ঃ কর্মণি কৌশলাধিকাঃ ॥
তমব্রবীৎ প্রাংশুমুদীক্ষ্য বিস্মিতো
বিরাটরাজোপস্থিতং মহাযশাঃ ॥
বিরাট উবাচ।
নার্হস্তু বেশোঽয়মনূর্জিতস্তে
নাপুংস্ত্বমর্হো নরদেবসিংহ।
তবৈষ বেশোঽশুভবেশভূষণৈ-
র্বিভূষিতো ভূতপতেরিব প্রভো ॥

বিভাতি ভানোরিব রশ্মিমালিনো
ঘনাবরুদ্ধে গগনে ঘনৈরিব।
ধনুর্হি মন্যে তব শোভয়েদ্ ভুজৌ
তথা হি পীনাবতিমাত্রমায়তৌ ॥)

অর্জুন উবাচ।
গায়ামি নৃত্যাম্যথ বাদয়ামি
ভদ্রোঽস্মি নৃত্যে কুশলোঽস্মি গীতে।
ত্বমুত্তরায়ৈ প্রদিশস্ব মাং স্বয়ং
ভবামি দেব্যা নরদেব নর্তকঃ ॥৮

আমি বৃদ্ধ হইয়াছি, রাজ্যভার পরিহার করিতে চাই। আপনি নিজ বলে সমস্ত মৎস্যদেশ পালন করুন। আমার মন ইহাই বুঝিতেছে যে, এতাদৃশ ব্যক্তিরা কিছুতেই ক্লীবাকৃতি হইতে পারেন না।৭

(অর্জ্জুন বলিলেন,—আমি বেণী রচনা করিতে পারি এবং তদ্দারা মনোরম কুণ্ডল নির্ম্মাণ করিতে পারি, মালা গাঁথিতে ও সুন্দর উত্তরীয় বন্ধন করিতে পারি। স্নান, দর্পণমার্জ্জন এবং তিলক রচনায় আমার দক্ষতা আছে। বালক ও নপুংসক ব্যক্তিদিগকে নৃত্যশিক্ষাদানে আমার যোগ্যতা আছে। আমি খোঁপায় ফুল গুঁজিতে পারি। এই সমস্ত কার্য্যে স্ত্রীলোকদিগেরও আমা অপেক্ষা অধিক দক্ষতা নাই। মহাযশস্বী বিরাটরাজা নিকটে সমাগত অর্জ্জুনকে অতিশয় দীর্ঘাকৃতি দেখিয়া বিস্মিত হইয়া তাঁহাকে বলিলেন।

বিরাট বলিলেন,—এই নিস্তেজ বেশ আপনার অযোগ্য। হে সিংহসদৃশ নরবর! এই নপুংসকত্ব আপনার যোগ্য নহে। হে প্রভুত্বব্যঞ্জক আকৃতিসম্পন্ন! ভূতনাথের ন্যায় আপনার এই আকৃতি অযোগ্য বেশভূষায় বিভূষিত হইয়া মেঘাবৃত গগনে মেঘাচ্ছন্ন কিরণমালা বিমণ্ডিত সূর্য্যের ন্যায় বোধ হইতেছে। মনে হয়, ধনুকই আপনার বাহুযুগলকে অলঙ্কৃত করিতে পারে। এই বাহুযুগল সেইরূপ স্থূল ও অতিশয় দীর্ঘ।)

অর্জ্জুন বলিলেন,—আমি গীত, বাদ্য ও নৃত্য করি। আমি নৃত্যে পটু ও সঙ্গীতে দক্ষ। রাজন্! আপনি আমাকে উত্তরার শিক্ষাদানে নিযুক্ত করুন। আমি স্বয়ং রাজকন্যার নৃত্যশিক্ষক হইব।৮

ইদং তু রূপং মম যেন কিং তব
প্রকীর্ত্তয়িত্বা ভৃশশোকবর্দ্ধনম্।
বৃহন্নলাং মাং নরদেব বিদ্ধি
সুতং সুতাং বা পিতৃমাতৃবর্জ্জিতাম্ ॥৯
বিরাট উবাচ।
দদামি তে হন্ত বরং বৃহন্নলে
সুতাং চ মে নর্ত্তয় যাশ্চ তাদৃশীঃ।
ইদং তু তে কর্ম্ম সমং ন মে মতং
সমুদ্রনেমিং পৃথিবীং ত্বমর্হসি ॥১০
বৈশম্পায়ন উবাচ।
বৃহন্নলাং তামভিবীক্ষ্য মৎস্যরাট্
কলাসু নৃত্যেষু তথৈব বাদিতে।
সম্মন্ত্র্য রাজা বিবিধৈঃ স্বমন্ত্রিভিঃ
পরীক্ষ্য চৈনং প্রমদাভিরাশু বৈ ॥১১

অপুংস্ত্বমপ্যস্য নিশম্য চ স্থিরং
ততঃ কুমারীপুরমুৎসসর্জ্জ তম্।
স শিক্ষয়ামাস চ গীতবাদিতং
সুতাং বিরাটস্য ধনঞ্জয়ঃ প্রভুঃ ॥১২
সখীশ্চ তস্যাঃ পরিচারিকাস্তথা
প্রিয়শ্চ তাসাং স বভূব পাণ্ডবঃ ॥১৩
তথা স সত্রেণ ধনঞ্জয়ো বসন্
প্রিয়াণি কুর্ব্বন্ সহ তাভিরাত্মবান্।
তথা চ তং তত্র ন জজ্ঞিরে জনা
বহিশ্চরা বাপ্যথ চান্তরেচরাঃ ॥১৪

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং বিরাটপর্ব্বণি পাণ্ডবপ্রবেশ-পর্ব্বণি অর্জ্জুনপ্রবেশো নাম একাদশোঽধ্যায়ঃ ॥১১

রাজন্! যে কারণে আমার এই ক্লীবরূপ অত্যন্ত শোকাবহ, সেই কথা আপনাকে বলিয়া লাভ নাই। আমার নাম 'বৃহন্নলা'। আপনি আমাকে পুত্র বা কন্যা বলিয়া জানুন, আমার পিতা-মাতা নাই।৯

বিরাটরাজা বলিলেন,—বৃহন্নলে! তুমি যাহা চাও, তোমাকে তাহা দিলাম। আমার কন্যা এবং কন্যাস্থানীয়াদিগকে তুমি নৃত্যশিক্ষা দাও। কিন্তু এই কার্য্য তোমার যোগ্য বলিয়া আমার মনে হয় না। তুমি সসাগরা ধরণীর অধীশ্বর হইবার যোগ্য।১০

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—মৎস্যরাজ সত্বর সেই বৃহন্নলাকে কলাবিদ্যা, নৃত্যগীত ও বাদ্যে পরীক্ষা করিয়া এবং স্বীয় বহু মন্ত্রীর মন্ত্রণা অনুসারে স্ত্রীলোকদিগের দ্বারা পরীক্ষা করিলেন।১১

তাহার নপুংসকত্ব নিশ্চিতরূপে অবগত হইয়া তারপর তাহাকে কন্যান্তঃপুরে পাঠাইলেন। বৃহন্নলাবেশী প্রভাবশালী অর্জ্জুন বিরাটরাজার কন্যা এবং তাহার সখী ও পরিচারিকাদিগকে গীতবাদ্য শিক্ষা দিতে লাগিলেন এবং তাহাদের প্রীতি উৎপাদন করিলেন।১২-১৩

সেইরূপ ছদ্মভাবে তাহাদের সহিত বাস করিয়া বুদ্ধিমান্ অর্জ্জুন তাহাদের প্রিয়-কার্য্য করিতে লাগিলেন। তাহাতে তাঁহাকে সেখানে অন্তঃপুরের বা বাহিরের কোন লোক চিনিতে পারিল না।১৪

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের বিরাটপর্ব্বান্তর্গত পাণ্ডবপ্রবেশপর্ব্বে অর্জ্জুনপ্রবেশবিষয়ক একাদশ অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।১১

দ্বাদশোঽধ্যায়ঃ।

[বিরাটরাজস্য তুরগপর্য্যবেক্ষণে তুরগশিক্ষায়াঞ্চ নকুলস্য নিযুক্তিঃ।]

বৈশম্পায়ন উবাচ।

অথাপরোঽদৃশ্যত পাণ্ডবঃ প্রভু-
বিরাটরাজং তরসা সমেয়িবান্।
তমাপতন্তং দদৃশে পৃথগ্ জনো
বিমুক্তমভ্রাদিব সূর্য্যমণ্ডলম্ ॥১

স বৈ হয়ানৈক্ষত তাংস্ততস্ততঃ
সমীক্ষমাণং স দদর্শ মৎস্যরাট্।
ততোঽব্রবীৎ তাননুগান্ নরেশ্বরঃ
কুতোঽয়মায়াতি নরোঽমরোপমঃ ॥২

স্বয়ং হয়ানীক্ষতি মামকান্ দৃঢ়ং
ধ্রুবং হয়জ্ঞো ভবিতা বিচক্ষণঃ।
প্রবেশ্যতামেষ সমীপমাশু মে
বিভাতি বীরো হি যথামরস্তথা ॥৩

অভ্যেত্য রাজানমমিত্রহাব্রবী-
জ্জয়োঽস্তু তে পার্থিব ভদ্রমস্তু বঃ।
হয়েষু যুক্তো নৃপ সম্মতঃ সদা
তবাশ্বসূতো নিপুণো ভবাম্যহম্ ॥৪

বিরাট উবাচ।

দদামি যানানি ধনং নিবেশনং
মমাশ্বসূতো ভবিতুং ত্বমর্হসি।
কুতোঽসি কস্যাসি কথং ত্বমাগতঃ
প্রব্রূহি শিল্পং তব বিদ্যতে চ যৎ ॥৫

নকুল উবাচ।

পঞ্চানাং পাণ্ডুপুত্রাণাং জ্যেষ্ঠো ভ্রাতা যুধিষ্ঠিরঃ।
তেনাহমশ্বেষু পুরা নিযুক্তঃ শত্রুকর্শন ॥৬

দ্বাদশ অধ্যায়।

[বিরাটরাজার অশ্বপর্য্যবেক্ষণ ও অশ্বশিক্ষায় নকুলের নিয়োগ।]

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—অনন্তর বলবান্ ও প্রভাবশালী অপর একটি পাণ্ডুপুত্রকে বেগে বিরাট-রাজার নিকট আসিতে দেখা গেল। সাধারণ লোকে মেঘমুক্ত সূর্য্যমণ্ডলের ন্যায় তাঁহাকে আসিতে দেখিল।১

তিনি চারিদিকে অশ্বগুলির প্রতি দৃষ্টিপাত করিতেছিলেন। মৎস্যরাজ বিরাট তাঁহাকে অশ্ব-গুলি পর্য্যবেক্ষণ করিতে দেখিয়া তাহার পর নিজ অনুচরগণকে জিজ্ঞাসা করিলেন—এই দেবতুল্য মানুষটি কোথা হইতে আসিতেছেন?২

ইনি নিজেই আমার অশ্বগুলিকে ভাল করিয়া নিরীক্ষণ করিতেছেন। নিশ্চয়ই ইনি কোন বিচক্ষণ অশ্বলক্ষণাভিজ্ঞ হইবেন। ইঁহাকে শীঘ্র আমার নিকট আনয়ন কর। এই ব্যক্তিকে বীর ও দেবতার ন্যায় মনে হইতেছে।৩

শত্রুসংহারক নকুল রাজার নিকট আসিয়া বলিলেন,—রাজন্! আপনার জয় হউক, আপনাদের মঙ্গল হউক। রাজন্! আমি নিপুণ অশ্বসারথি, আপনার সম্মতি পাইলে সর্ব্বদা আপনার অশ্বরক্ষায় নিযুক্ত হইতে পারি।৪

বিরাট বলিলেন,—আপনি আমার অশ্বসারথি হইতে পারেন; আপনাকে বহু রথ, ধন ও গৃহ দান করিলাম, আপনি কাহার কর্ম্মচারী, কোথা হইতে কি কারণে আসিয়াছেন এবং কি শিল্প আপনার জানা আছে বলুন।৫

অশ্বানাং প্রকৃতিং বেদ্মি বিনয়ং চাপি সর্ব্বশঃ ।
দুষ্টানাং প্রতিপত্তিং চ কৃৎস্নং চৈব চিকিৎসিতম্ ॥৭
ন কাতরং স্যান্মম জাতু বাহনং
ন মেহস্তি দুষ্টা বড়বা কুতো হয়াঃ ।
জনস্তু মামাহ স চাপি পাণ্ডবো
[illegible]রো গ্রন্থিকমেব নামতঃ ॥৮

(মাতলিরিব দেবপতের্দশরথনৃপতেঃ সুমন্ত্র
ইব যন্তা ।
সুমহ ইব জামদগ্নেস্তথৈব তব শিক্ষয়াম্যশ্বান্ ॥
যুধিষ্ঠিরস্য রাজেন্দ্র নররাজস্য শাসনাৎ ।
শতসাহস্রকোটীনামশ্বানামস্মি রক্ষিতা ॥)

বিরাট উবাচ ।

যদস্তি কিঞ্চিন্মম বাজিবাহনং
তদস্তু সর্ব্বং ত্বদধীনমদ্য বৈ ।
যে চাপি কেচিন্মম বাজিযোজকা-
স্ত্বদাশ্রয়া সারথয়শ্চ সন্তু মে ॥৯
ইদং তবেষ্টং যদি বৈ সুরোপম
ব্রবীহি যৎ তে প্রসমীক্ষিতং বসু ।
ন তেহনুরূপং হয়কর্ম্মবিদ্যতে
প্রভাসি রাজেব হি সম্মতো মম ॥১০
যুধিষ্ঠিরস্যেব হি দর্শনেন মে
সমং তবেদং প্রিয়মত্র দর্শনম্ ।
কথং তু ভৃত্যৈঃ স বিনাকৃতো বনে
বসত্যনিন্দ্যো রমতে চ পাণ্ডবঃ ॥১১

বৈশম্পায়ন উবাচ ।

তথা স গন্ধর্ব্ববরোপমো যুবা
বিরাটরাজ্ঞা মুদিতেন পূজিতঃ ।
ন চৈনমন্যেহপি বিদুঃ কথঞ্চন
প্রিয়াভিরামং বিচরন্তমন্তরা ॥১২

নকুল বলিলেন,—পঞ্চ পাণ্ডবের মধ্যে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা হইলেন যুধিষ্ঠির। হে শত্রুনিসূদন। তিনিই আমাকে পূর্ব্বে অশ্বরক্ষায় নিযুক্ত করিয়াছিলেন।৬

আমি অশ্বের স্বভাব এবং শিক্ষাদানের পদ্ধতি সমস্ত জানি। দুষ্ট অশ্বকে দমন করিবার উপায় এবং অশ্বের সর্ব্বপ্রকার চিকিৎসা জানি।৭

আমার অশ্ব কখনও ক্লান্ত হয় না। অশ্ব কেন, আমার ঘোটকীও কখনও দুষ্ট হয় না। লোকে এবং সেই পাণ্ডুনন্দন যুধিষ্ঠিরও আমাকে 'গ্রন্থিক' নামে অভিহিত করিতেন।৮

(দেবরাজের যেমন মাতলি, দশরথের যেমন সুমন্ত্র, জগদগ্নির যেমন সুমহ, সেইরূপ আমি আপনার অশ্বগণকে শিক্ষাদান করিব। মহারাজ। রাজা যুধিষ্ঠিরের আদেশে আমি লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি অশ্ব রক্ষা করিতাম।)

বিরাট বলিলেন,—আমার অশ্ব ও অন্যান্য বাহন যাহা কিছু আছে, তৎসমস্তই অদ্য তোমার অধীন হউক; আর অশ্বযোজক এবং সারথি যাহারা আছে, তাহারাও তোমার আশ্রিত হউক।৯

হে সুরোপম। যদি ইহাই তোমার অভীষ্ট হয়, তবে তোমার নির্দ্ধারিত ধনের (বেতনের) কথা বল। অশ্বের কার্য্য করা তোমার যোগ্য নহে। তুমি রাজার ন্যায় প্রতীয়মান হইতেছ বলিয়া আমার মনে হয়।১০

আমার কাছে যুধিষ্ঠিরের মতই তোমাকে প্রিয়দর্শন মনে হইতেছে। হায়। অনিন্দ্যসুন্দর পাণ্ডুপুত্র যুধিষ্ঠির ভৃত্যবর্গবিরহিত হইয়া কিরূপে বনমধ্যে বাস করিতেছেন ও সন্তোষলাভ করিতেছেন।১১

এবং হি মৎস্যে ন্যবসন্ত পাণ্ডবা
যথাপ্রতিজ্ঞাভিরমোঘদর্শনাঃ।
অজ্ঞাতচর্য্যাং ব্যচরন্ সমাহিতাঃ
সমুদ্রনেমীপতয়োঽতিদুঃখিতাঃ ॥১৩

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং বিরাটপর্ব্বণি পাণ্ডবপ্রবেশপর্ব্বণি নকুলপ্রবেশে দ্বাদশোঽধ্যায়ঃ ॥১২

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—সুন্দরগন্ধর্ব্বসদৃশ যুবক নকুল আনন্দিত বিরাটরাজার সেইরূপ সমাদর লাভ করিলেন। ছদ্মবেশে বিচরণকারী প্রিয়দর্শন ও সুন্দর সেই নকুলকে অন্য কেহও কোনরূপে জানিতে পারিল না।১২

যাঁহারা সসাগরা ধরণীর অধীশ্বর ছিলেন, যাঁহাদের দর্শন ব্যর্থ হইত না অর্থাৎ যাঁহাদের দর্শনে সাক্ষাৎকারীর মনোরথ পূর্ণ হইত, সেই পাণ্ডবগণ অতিশয় দুঃখিত হইয়া প্রতিজ্ঞানুসারে এইভাবে মৎস্যদেশে বাস করিলেন এবং সাবধানে অজ্ঞাতভাবে বিচরণ করিতে লাগিলেন।১৩

শ্রীমন্মহর্ষিবেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের বিরাটপর্ব্বান্তর্গত পাণ্ডবপ্রবেশপর্ব্বে নকুলের প্রবেশবিষয়ক দ্বাদশ অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।১২

(সময়পালনপর্ব্ব।)

ত্রয়োদশোঽধ্যায়ঃ।

[ভীমসেনস্য জীমূতনামক-মল্লবধঃ।]

জনমেজয় উবাচ।

এবং তে মৎস্যনগরে প্রচ্ছন্নাঃ কুরুনন্দনাঃ।
অত ঊর্দ্ধ্বং মহাবীর্য্যাঃ কিমকুর্বত বৈ দ্বিজ ॥১

বৈশম্পায়ন উবাচ।

এবং মৎস্যস্য নগরে প্রচ্ছন্নাঃ কুরুনন্দনাঃ।
আরাধয়ন্তো রাজানং যদকুর্বত তচ্ছৃণু ॥২

তৃণবিন্দুপ্রসাদাচ্চ ধর্মস্য চ মহাত্মনঃ।
অজ্ঞাতবাসমেবং তু বিরাটনগরেঽবসন্ ॥৩

যুধিষ্ঠিরঃ সভাস্তারো মৎস্যানামভবৎ প্রিয়ঃ।
তথৈব চ বিরাটস্য সপুত্রস্য বিশাম্পতে ॥৪

স হ্যক্ষহৃদয়জ্ঞস্তান্ ক্রীড়য়ামাস পাণ্ডবঃ।
অক্ষবত্যাং যথাকামং সূত্রবদ্ধানিব দ্বিজান্ ॥৫

(সময়পালন পর্ব্ব।)

ত্রয়োদশ অধ্যায়।

[ভীমসেনের জীমূত নামক মল্ল বধ।]

জনমেজয় বলিলেন,—হে দ্বিজবর! কুরুবংশের আনন্দবর্দ্ধনকারী মহাবলশালী পাণ্ডবগণ এইভাবে মৎস্যরাজ্যে প্রচ্ছন্ন থাকিয়া অতঃপর কি করিলেন?১

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—এইরূপে মৎস্যরাজের রাজধানীতে প্রচ্ছন্ন থাকিয়া, রাজার সেবা করিতে করিতে পাণ্ডবগণ যাহা করিলেন, তাহা তুমি শ্রবণ কর।২

মহাত্মা ধর্ম্ম ও তৃণবিন্দুর অনুগ্রহে তাঁহারা এইভাবে বিরাটরাজার রাজধানীতে অজ্ঞাতভাবে বাস করিতে লাগিলেন।৩

অজ্ঞাতঞ্চ বিরাটস্য বিজিত্য বসু ধর্ম্মরাট্।
ভ্রাতৃভ্যঃ পুরুষব্যাঘ্রো যথার্হং সম্প্রযচ্ছতি ॥৬
ভীমসেনোঽপি মাংসানি ভক্ষ্যাণি বিবিধানি চ।
অতিসৃষ্টানি মৎস্যেন বিক্রীণীতে যুধিষ্ঠিরে ॥৭
বাসাংসি পরিজীর্ণানি লব্ধান্যন্তঃপুরেঽর্জ্জুনঃ।
বিক্রীণানশ্চ সর্ব্বেভ্যঃ পাণ্ডবেভ্যঃ প্রযচ্ছতি ॥৮
সহদেবোঽপি গোপানাং বেশমাস্থায় পাণ্ডবঃ।
দধি ক্ষীরং ঘৃতঞ্চৈব পাণ্ডবেভ্যঃ প্রযচ্ছতি ॥৯
নকুলোঽপি ধনং লব্ধা কৃতে কর্ম্মণি বাজিনাম্।
তুষ্টে তস্মিন্ নরপতৌ পাণ্ডবেভ্যঃ প্রযচ্ছতি ॥১০
কৃষ্ণা তু সর্ব্বান্ ভর্ত্তৄংস্তান্ নিরীক্ষন্তী তপস্বিনী।
যথা পুনরবিজ্ঞাতা তথা চরতি ভামিনী ॥১১

এবং সম্পাদয়ন্তস্তে তদান্যোন্যং মহারথাঃ।
বিরাটনগরে চেরুঃ পুনর্গর্ভধৃতা ইব ॥১২
সাশঙ্কা ধার্ত্তরাষ্ট্রস্য ভয়াৎ পাণ্ডুসুতাস্তদা।
প্রেক্ষমাণাস্তদা কৃষ্ণাম্ ঊষুশ্ছন্না নরাধিপ ॥১৩

অথ মাসে চতুর্থে তু ব্রহ্মণঃ সুমহোৎসবঃ।
আসীৎ সমৃদ্ধো মৎস্যেষু পুরুষাণাং সুসম্মতঃ।১৪

তত্র মল্লাঃ সমাপেতুর্দিগ্‌ভ্যো রাজন্ সহস্রশঃ।
সমাজে ব্রহ্মণো রাজন্ যথা পশুপতেরিব ॥১৫

মহাকায়া মহাবীর্য্যাঃ কালখঞ্জা ইবাসুরাঃ।
বীর্য্যোন্মত্তা বলোদগ্রা রাজ্ঞা সমভিপূজিতাঃ ॥১৬

ভূপতে! যুধিষ্ঠির সভাসদ্ হইয়া মৎস্যদেশীয় জনগণের এবং বিরাটরাজা ও তৎপুত্রের প্রিয়পাত্র হইয়া উঠিলেন।৪

দ্যূতবিদ্যাবিশারদ যুধিষ্ঠির ইচ্ছানুসারে দ্যূতক্রীড়ায় তাহাদিগকে সূত্রবদ্ধ পক্ষীর ন্যায় ক্রীড়া করাইতে লাগিলেন।৫

পুরুষশ্রেষ্ঠ ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির দ্যূতক্রীড়ায় ধন জয় করিয়া বিরাটরাজার অজ্ঞাতসারে ভ্রাতৃবর্গকে যথাযোগ্যভাবে প্রদান করিতেন।৬

ভীমসেনও রাজদত্ত বহু মাংস ও বিবিধ ভোজ্যবস্তুসমূহ যুধিষ্ঠিরের নিকট বিক্রয় করিতেন।৭

অর্জ্জুন অন্তঃপুরে লব্ধ অত্যন্ত জীর্ণ বস্ত্রগুলি বিক্রয়চ্ছলে সমস্ত ভ্রাতাকে দান করিতে লাগিলেন।৮

পাণ্ডুপুত্র সহদেবও গোয়ালার বেশ ধারণ করিয়া অন্য পাণ্ডবদিগকে দধি, দুগ্ধ ও ঘৃত প্রদান করিতেন।৯

নকুলও অশ্বের কার্য্য করিয়া রাজাকে সন্তুষ্ট করত যে ধন লাভ করিতেন, তাহা পাণ্ডবদিগকে দান করিতে লাগিলেন।১০

কোপনীলা হতভাগিনী দ্রৌপদী সমস্ত পতিগণকে অবলোকন করিতে থাকিয়া যাহাতে কেহ জানিতে না পারে, সেইভাবেই বিচরণ করিতেন।১১

মহারথ পাণ্ডবগণ এইভাবে পরস্পর সহযোগিতা করিতে থাকিয়া, পুনরায় যেন গর্ভস্থ হইয়াই (অর্থাৎ প্রচ্ছন্ন থাকিয়াই) বিচরণ করিতে লাগিলেন।১২

হে জনমেজয়! তৎকালে দুর্য্যোধনের ভয়ে শঙ্কিত হইয়া, দ্রৌপদীর প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া, পাণ্ডবগণ প্রচ্ছন্নভাবে মৎস্যদেশে বাস করিতে লাগিলেন।১৩

অনন্তর চতুর্থমাসে মৎস্যদেশে আড়ম্বরপূর্ণ একটী জনপ্রিয় ব্রহ্মার মহোৎসব উপস্থিত হইল।১৪

হে রাজন্ জনমেজয়! শিবের মেলার মত সেই ব্রহ্মার মেলায় নানা দেশ হইতে হাজার হাজার মল্ল আসিয়া উপস্থিত হইল।১৫

মহাবলশালী এবং বিশালকায় কালখঞ্জনামক অসুরগণের মত সেই বীর্য্যোন্মত্ত অতিশয় বলশালী মল্লগণ রাজার সমাদর লাভ করিল।১৬

সিংহস্কন্ধকটিগ্রীবাঃ স্ববদাতা মনস্বিনঃ।
অসকৃল্লব্ধলক্ষাস্তে রঙ্গে পার্থিবসন্নিধৌ ॥১৭
তেষামেকো মহানাসীৎ সর্বমল্লানথাহ্বয়ৎ।
আবল্গমানং তং রঙ্গে নোপতিষ্ঠতি কশ্চন ॥১৮
যদা সর্বে বিমনসস্তে মল্লা হতচেতসঃ।
অথ সূদেন তং মল্লং যোধয়ামাস মৎস্যরাট্ ॥১৯
নোদ্যমানস্তদা ভীমো দুঃখেনৈবাকরোন্মতিম্।
ন হি শক্নোতি বিবৃতে প্রত্যাখ্যাতুং নরাধিপম্ ॥২০
ততঃ স পুরুষব্যাঘ্রঃ শার্দূলশিথিলশ্চরন্।
প্রবিবেশ মহারঙ্গং বিরাটমভিপূজয়ন্ ॥২১
ববন্ধ কক্ষাং কৌন্তেয়স্ততঃ সংহর্ষয়ন্ জনম্।
ততস্তু বৃত্রসঙ্কাশং ভীমো মল্লং সমাহ্বয়ৎ ॥২২
জীমূতং নাম তং তত্র মল্লং প্রখ্যাতবিক্রমম্।
তাবুভৌ সুমহোৎসাহাবুভৌ ভীমপরাক্রমৌ ॥২৩
মত্তাবিব মহাকায়ৌ বারণৌ ষষ্টিহায়নৌ।
ততস্তৌ নরশার্দূলৌ বাহুযুদ্ধং সমীয়তুঃ ॥২৪
বীরৌ পরমসংহৃষ্টাবন্যোন্যজয়কাঙ্ক্ষিণৌ।
আসীৎ সুভীমঃ সম্পাতো বজ্র-পর্বতয়োরিব ॥২৫
উভৌ পরমসংহৃষ্টৌ বলেনাতিবলাবুভৌ।
অন্যোন্যস্যান্তরং প্রেপ্সূ পরস্পরজয়ৈষিণৌ ॥২৬
উভৌ পরমসংহৃষ্টৌ মত্তাবিব মহাগজৌ।
কৃতপ্রতিকৃতৈশ্চিত্রৈর্বাহুভিশ্চ সুসঙ্কটৈঃ।
সংনিপাতাবধূতৈশ্চ প্রমাথোন্মথনৈস্তথা ॥২৭
ক্ষেপণৈর্মুষ্টিভিশ্চৈব বরাহোদ্ধূতনিঃস্বনৈঃ।
তলৈর্বজ্রনিপাতৈশ্চ প্রসৃষ্টাভিস্তথৈব চ ॥২৮

তাহাদের গ্রীবা, স্কন্ধ ও কটিদেশ সিংহের ন্যায়, তাহারা মনস্বী ও উজ্জ্বল বেশভূষায় অলঙ্কৃত। তাহারা রাজার নিকট রঙ্গমঞ্চে বহুবার অভীষ্ট (সমকক্ষ প্রতিদ্বন্দ্বী অথবা বিজয়গৌরব ও পারিতোষিকাদি) লাভ করিয়াছে ॥১৭

তাহাদের মধ্যে একজন মহামল্ল ছিল। সে সমস্ত মল্লকে যুদ্ধার্থে আহ্বান করিতে লাগিল, কিন্তু রঙ্গমঞ্চে আস্ফালনকারী সেই মল্লের নিকট কেহই উপস্থিত হইল না ॥১৮

যখন সমস্ত মল্ল নিরুৎসাহ ও বিষণ্ণ হইল তখন মৎস্যরাজ পাচকবেশী ভীমের সহিত তাহাকে যুদ্ধ করাইলেন ॥১৯

রাজা নিযুক্ত করায় ভীমসেন অনিচ্ছার সহিত সম্মত হইলেন; কারণ, তিনি প্রকাশ্যে রাজাকে প্রত্যাখ্যান করিতে পারেন না ॥২০

তাহার পর পুরুষব্যাঘ্র ভীমসেন বিরাটরাজার বন্দনা করিয়া ব্যাঘ্রের ন্যায় ধীরে ধীরে বিচরণ করিতে করিতে বিশাল রঙ্গমঞ্চে প্রবেশ করিলেন ॥২১

তাহার পর জনগণের আনন্দবর্দ্ধনের জন্য কক্ষাবন্ধন (অর্থাৎ কটিবন্ধন ও মালকোঁচা) করিলেন। তাহার পর ভীমসেন সেই বৃত্রাসুর সদৃশ প্রখ্যাত পরাক্রমশালী জীমূত নামক মহামল্লকে আহ্বান করিলেন।

তাঁহারা উভয়েই ভীষণ পরাক্রমশালী, অতিশয় রণোৎসাহী। ষষ্টিবর্ষবয়স্ক বিশালদেহ মত্ত হস্তীদ্বয়ের ন্যায় সেই দুই নরব্যাঘ্র বাহুযুদ্ধে মিলিত হইলেন ॥২২-২৪

উভয়েই বীর, উভয়েই পরম আনন্দিত এবং উভয়েই উভয়কে জয় করিতে ইচ্ছুক। তখন বজ্র ও পর্ব্বতের ন্যায় তাহাদের উভয়ের অতি ভীষণ সংঘর্ষ হইল ॥২৫

উভয়েই পরম আনন্দিত, উভয়েই অত্যন্ত বলশালী, উভয়েই পরস্পরকে জয় করিবার অভিলাষে পরস্পরের ছিদ্র (ত্রুটি বা অনবধানতার সুযোগ) অন্বেষণ করিতে লাগিলেন ॥২৬

শলাকানখপাতৈশ্চ পাদোদ্ধূতৈশ্চ দারুণৈঃ।
জানুভিশ্চাশ্মনির্ঘোষৈঃ শিরোভিশ্চাবঘট্টনৈঃ ॥২৯

তদ্ যুদ্ধমভবদ্ ঘোরমশস্ত্রং বাহুতেজসা।
বলপ্রাণেন শূরাণাং সমাজোৎসবসন্নিধৌ ॥৩০

অরজ্যত জনঃ সর্বঃ সোৎক্রুষ্টনিনদোত্থিতঃ।
বলিনোঃ সংযুগে রাজন্ বৃত্র-বাসবয়োরিব ॥৩১

প্রকর্ষণাকর্ষণয়োরভ্যাকর্ষাবকর্ষণৈঃ।
আকর্ষতুরথান্যোন্যং জানুভিশ্চাপি জঘ্নতুঃ ॥৩২

ততঃ শব্দেন মহতা ভর্ৎসয়ন্তৌ পরস্পরম্।
ব্যূঢ়োরস্কৌ দীর্ঘভুজৌ নিযুদ্ধকুশলাবুভৌ।
বাহুভিঃ সমসজ্জেতামায়সৈঃ পরিঘৈরিব ॥৩৩

উভয়েই পরম আনন্দিত বিশালদেহ মত্তহস্তিদ্বয়ের ন্যায়। বিচিত্র আঘাত ও প্রত্যাঘাত, ভয়ঙ্কর বাহুপ্রহার, ভূতলে নিপাতন, ঠেলাঠেলি, ধস্তাধস্তি, নিক্ষেপণ, মুষ্ট্যাঘাত, বরাহের ন্যায় ঘর্ঘর গর্জন (অথবা স্কন্ধোপরি অধোমুখে ভ্রমণ করাইয়া ভূতলে নিক্ষেপ করিবার শব্দ), বজ্রাঘাতসদৃশ চপেটাঘাত, প্রসারিত অঙ্গুলীর আঘাত, শলাকাসদৃশ নখরাঘাত, দারুণ পাদোৎক্ষেপ, প্রস্তরপ্রহারের ন্যায় শব্দযুক্ত জানুপ্রহার এবং মস্তক দ্বারা অবঘট্টন পূর্বক বাহুবল এবং শরীরিক ও মানসিক বলের সাহায্যে উৎসব সমাজের সন্নিধানে শস্ত্রহীন সেই ঘোর যুদ্ধ হইতে লাগিল।২৭-৩০

হে রাজন্! বৃত্রাসুর ও ইন্দ্রের ন্যায় সেই বীরদ্বয়ের যুদ্ধে সকল লোক আনন্দিত হইল এবং তারস্বরে সাধুবাদ (বা কোলাহল) করিতে লাগিল।৩১

তাঁহারা উভয়ে পরস্পরকে সম্মুখে, পশ্চাতে, বামে, দক্ষিণে টানাটানি ও ঠেলাঠেলি করিতে লাগিলেন এবং জানু দ্বারা আঘাত করিতে লাগিলেন।৩২

তাহার পর দীর্ঘবাহু, বিশালবক্ষা, রণনিপুণ তাঁহারা উভয়েই মহাশব্দে পরস্পরকে ভর্ৎসনা করিতে করিতে লৌহ পরিঘসদৃশ বাহু দ্বারা যুদ্ধে সংসক্ত হইলেন।৩৩

চকর্ষ দোর্ভ্যামুৎপাত্য ভীমো মল্লমমিত্রহা।
নিনদন্তমভিক্রোশন্ শার্দূল ইব বারণম্ ॥৩৪

সমুদ্যম্য মহাবাহুর্ভ্রাময়ামাস বীর্য্যবান্।
ততো মল্লাশ্চ মৎস্যাশ্চ বিস্ময়ং চক্রিরে পরম্ ॥৩৫

ভ্রাময়িত্বা শতগুণং গতসত্ত্বমচেতনম্।
প্রত্যপিংষন্মহাবাহুর্মল্লং ভুবি বৃকোদরঃ ॥৩৬

তস্মিন্ বিনিহতে বীরে জীমূতে লোকবিশ্রুতে।
বিরাটঃ পরমং হর্ষমাগচ্ছদ্ বান্ধবৈঃ সহ ॥৩৭

প্রহর্ষাৎ প্রদদৌ বিত্তং বহু রাজা মহামনাঃ।
বল্লবায় মহারঙ্গে যথা বৈশ্রবণস্তথা ॥৩৮

শত্রুবধকারী মহাবাহু মহাবীর ভীমসেন ব্যাঘ্রের ন্যায় গর্জন করিতে করিতে চীৎকারকারী হস্তীর ন্যায় সেই মল্লকে দুই হাতে তুলিয়া টান দিলেন এবং উপরে উঠাইয়া ঘুরাইতে লাগিলেন। তাহাতে অন্যান্য মল্লরা ও মৎস্যদেশীয় লোকেরা অত্যন্ত বিস্ময়াবিষ্ট হইল।৩৪-৩৫

মহাবাহু বৃকোদর শতগুণ ভ্রমণ করাইয়া নিশ্চেষ্ট (অসাড়) ও অচেতন সেই মল্লকে ভূতলে নিষ্পেষিত করিলেন।৩৬

সেই লোকবিখ্যাত বীর জীমূত নিহত হইলে বিরাটরাজা ও তাঁহার বান্ধবগণ পরম আনন্দ লাভ করিলেন। মহামনা রাজা বিরাট আনন্দে সেই বিশাল রঙ্গমঞ্চে বল্লবকে কুবেরের ন্যায় বহু ধন দান করিলেন।৩৭-৩৮

এবং স সুবহূন্ মল্লান্ পুরুষাংশ্চ মহাবলান্।
বিনিঘ্নন্ মৎস্যরাজস্য প্রীতিমাহরদুত্তমাম্ ॥৩৯
যদাস্য তুল্যঃ পুরুষো ন কশ্চিৎ তত্র বিদ্যতে।
ততো ব্যাঘ্রৈশ্চ সিংহৈশ্চ দ্বিরদৈশ্চাপ্যযোধয়ৎ ॥৪০
পুনরন্তঃপুরগতঃ স্ত্রীণাং মধ্যে বৃকোদরঃ।
যোধ্যতে স বিরাটেন সিংহৈর্মত্তৈর্মহাবলৈঃ ॥৪১
বীভৎসুরপি গীতেন স্বনৃত্যেন চ পাণ্ডবঃ।
বিরাটং তোষয়ামাস সর্বাশ্চান্তঃপুরস্ত্রিয়ঃ ॥৪২
অশ্বৈর্বিনীতৈর্জবনৈস্তত্র তত্র সমাগতৈঃ।
তোষয়ামাস রাজানং নকুলো নৃপসত্তমম্ ॥

এইরূপে ভীম বহু মল্ল ও মহাবলশালী বহু পুরুষকে পরাজিত করিয়া মৎস্যরাজের মহতী প্রীতি উৎপাদন করিলেন।৩৯

যখন দেখা গেল যে, সেখানে উঁহার সমান আর কোন লোক নাই, তখন তাঁহাকে ব্যাঘ্র, হস্তী ও সিংহের সহিত যুদ্ধ করান হইল।৪০

বিরাটরাজা পুনরায় অন্তঃপুরে স্ত্রীলোকদিগের মধ্যে ভীমকে মহাবলশালী বহু সিংহের সহিত যুদ্ধ করাইয়াছিলেন।৪১

পাণ্ডুনন্দন অর্জ্জুনও নিজের নৃত্য ও গীত দ্বারা বিরাটরাজা ও অন্তঃপুরের সমস্ত স্ত্রীলোকদিগকে সন্তুষ্ট করিতে লাগিলেন।৪২

নকুল নানাস্থানে নবাগত বেগবান্ অশ্বগুলিকে সুশিক্ষিত করিয়া রাজা বিরাটের সন্তোষ উৎপাদন করিতে লাগিলেন। রাজা প্রীত হইয়া তাঁহাকে দিবার যোগ্য বহু ধন দান করিতেন।৪৩

তস্মৈ প্রদেয়ং প্রায়চ্ছৎ প্রীতো রাজা ধনং বহু ॥৪৩
বিনীতান্ বৃষভান্ দৃষ্ট্বা সহদেবস্য চাভিতঃ।
ধনং দদৌ বহুবিধং বিরাটঃ পুরুষর্ষভঃ ॥৪৪
দ্রৌপদী প্রেক্ষ্য তান্ সর্বান্ ক্লিশ্যমানান্ মহারথান্।
নাতিপ্রীতমনা রাজন্ নিঃশ্বাসপরমাভবৎ ॥৪৫
এবং তে ন্যবসংস্তত্র প্রচ্ছন্নাঃ পুরুষর্ষভাঃ।
কর্মাণি তস্য কুর্বাণা বিরাটনৃপতেস্তদা ॥৪৬

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং বিরাটপর্বণি পাণ্ডবপ্রবেশপর্বণি জীমূতবধে ত্রয়োদশোঽধ্যায়ঃ ॥১৩

চারিদিকে সহদেবের বিনীত (শিক্ষিত) বৃষগুলি দেখিয়াও রাজা বিরাট বহুবিধ ধন দান করিতেন।৪৪

হে জনমেজয়! সেই মহারথ পাণ্ডবদিগের সকলকেই কষ্ট পাইতে দেখিয়া দ্রৌপদী বড় একটা সন্তুষ্ট হইতেন না, তিনি দুঃখে সর্ব্বদাই দীর্ঘশ্বাস ফেলিতেন।৪৫

তৎকালে পুরুষপ্রবর পাণ্ডবগণ এইপ্রকারে বিরাটরাজার বিভিন্ন কার্য্য করিতে থাকিয়া প্রচ্ছন্নভাবে তথায় বাস করিতে লাগিলেন।৪৬

শ্রীমন্মহর্ষিবেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের বিরাটপর্ব্বান্তর্গত সময়পালনপর্ব্বে জীমূতবধবিষয়ক ত্রয়োদশ অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।১৩

(কীচকবধপর্ব্ব ।)

চতুর্দ্দশোঽধ্যায়ঃ ।

[দ্রৌপদীং দৃষ্ট্বা কীচকস্যাসক্তিঃ, দ্রৌপদ্যাঃ সমীপে প্রণয়প্রার্থনা, তয়া তস্য কীচকস্য ভর্ৎসনঞ্চ ।]

বৈশম্পায়ন উবাচ

বসমানেষু পার্থেষু মৎস্যস্য নগরে তদা ।
মহারথেষু ছন্নেষু মাসা দশ সমাযযুঃ ॥১

যাজ্ঞসেনী সুদেষ্ণাং তু শুশ্রূষন্তী বিশাম্পতে ।
আবসৎ পরিচারার্হা সুদুঃখং জনমেজয় ॥২

তথা চরন্তী পাঞ্চালী সুদেষ্ণায়া নিবেশনে ।
তাং দেবীং তোষয়ামাস তথা চান্তঃপুরস্ত্রিয়ঃ ॥৩

তস্মিন্ বর্ষে গতপ্রায়ে কীচকস্তু মহাবলঃ ।
সেনাপতির্বিরাটস্য দদর্শ দ্রুপদাত্মজাম্ ॥৪

তাং দৃষ্ট্বা দেবগর্ভাভাং চরন্তীং দেবতামিব ।
কীচকঃ কাময়ামাস কামবাণপ্রপীড়িতঃ ॥৫

স তু কামাগ্নিসন্তপ্তঃ সুদেষ্ণামভিগম্য বৈ ।
প্রহসন্নিব সেনানীরিদং বচনমব্রবীৎ ॥৬

নেয়ং ময়া জাতু পুরেহ দৃষ্টা
রাজ্ঞো বিরাটস্য নিবেশনে শুভা ।
রূপেণ চোন্মাদয়তীব মাং ভৃশং
গন্ধেন জাতা মদিরেব ভামিনী ॥৭

কা দেবরূপা হৃদয়ঙ্গমা শুভে
হ্যাচক্ষ্ব মে কস্য কুতোঽত্র শোভনে ।
চিত্তং হি নির্মথ্য করোতি মাং বশে
ন চান্যদত্রৌষধমস্তি মে মতম্ ॥৮

(কীচকবধপর্ব্ব ।)

চতুর্দ্দশ অধ্যায় ।

[দ্রৌপদীকে দেখিয়া কীচকের আসক্তি, দ্রৌপদীর নিকট প্রণয়-প্রার্থনা ও দ্রৌপদী কর্তৃক তাহাকে ভর্ৎসনা ।]

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—রাজন্ জনমেজয় ! তখন মহারথ পাণ্ডবগণ মৎস্যরাজের রাজধানীতে প্রচ্ছন্নভাবে বাস করিতে থাকিলে তাঁহাদের দশমাস অতিবাহিত হইয়া গেল। সেবালাভের যোগ্যা দ্রৌপদী সুদেষ্ণার সেবা করিতে থাকিয়া অতি দুঃখে বাস করিতেছিলেন ।১-২

সুদেষ্ণার ভবনে সেইরূপ কার্য্য করিতে থাকিয়া দ্রৌপদী রাণী সুদেষ্ণাকে এবং অন্তঃপুরের অন্যান্য রমণীকে সন্তুষ্ট করিয়াছিলেন ।৩

সেই বৎসরটি প্রায় শেষ হইয়া আসিয়াছে এমন সময়ে বিরাটরাজার সেনাপতি মহাবলশালী কীচক একদিন দ্রৌপদীকে দেখিতে পাইল ।৪

দেবকন্যাসদৃশী দ্রৌপদীকে দেবতার ন্যায় বিচরণ করিতে দেখিয়া কীচক কামবাণে পীড়িত হইয়া তাঁহাকে কামনা করিল ।৫

সেনাপতি কীচক কামানলে সন্তপ্ত হইয়া সুদেষ্ণার নিকট আসিয়া সহাস্যে এই কথা বলিল ।৬

এখানে বিরাটরাজার ভবনে এই সুলক্ষণা রমণীকে আমি পূর্ব্বে কখনও দেখি নাই। সুনিষ্পন্না মদিরা যেমন নিজ গন্ধে চারিদিক্ আমোদিত করিয়া তোলে, এই সুন্দরী সেইরূপ নিজরূপে আমাকে অতিশয় উন্মত্ত করিয়াছে ।৭

হে ভদ্রে ! মদীয় চিত্তপ্রবিষ্টা এই দেবাকৃতি সুন্দরীটি কে, কাহার স্ত্রী এবং কোথা হইতে আসিয়াছে আমাকে বল ? শোভনে ! এই সুন্দরী আমার চিত্তকে মথিত করিয়া আমাকে

অহো ভবেয়ং পরিচারিকা শুভা
প্রত্যগ্ররূপা প্রতিভাতি মামিয়ম্।
অযুক্তরূপং হি করোতি কর্ম তে
প্রশাস্তু মাং যচ্চ মমাস্তি কিঞ্চন ॥৯

প্রভূতনাগাশ্বরথং মহাজনং
সমৃদ্ধিযুক্তং বহুপানভোজনম্।
মনোহরং কাঞ্চনচিত্রভূষণং
গৃহং মহচ্ছোভয়তামিয়ং মম ॥১০

ততঃ সুদেষ্ণামনুমন্ত্র্য কীচক-
স্ততঃ সমভ্যেত্য নরাধিপাত্মজাম্।
উবাচ কৃষ্ণামভিসান্ত্বয়ংস্তদা
মৃগেন্দ্রকন্যামিব জম্বুকো বনে ॥১১

কা ত্বং কস্যাসি কল্যাণি কুতো বা ত্বং বরাননে।
প্রাপ্তা বিরাটনগরং তৎ মমাচক্ষ্ব শোভনে ॥১২

রূপমগ্র্যং তথা কান্তিঃ সৌকুমার্য্যমনুত্তমম্।
কান্ত্যা বিভাতি বক্ত্রং তে শশাঙ্ক এব নির্মলম্ ॥১৩

নেত্রে সুবিপুলে সুভ্রু পদ্মপত্রনিভে শুভে।
বাক্যং তে চারুসর্বাঙ্গি পরপুষ্টরুতোপমম্ ॥১৪

এবং রূপা ময়া নারী কাচিদন্যা মহীতলে।
ন দৃষ্টপূর্বা সুশ্রোণি যাদৃশী ত্বমনিন্দিতে ॥১৫

লক্ষ্মীঃ পদ্মালয়া কা ত্বমথ ভূতিঃ সুমধ্যমে।
হ্রীঃ শ্রীঃ কীর্তিরথো কান্তিরাসাং কা ত্বং বরাননে।১৬

অতীবরূপিণী কিং ত্বমনঙ্গাঙ্গবিহারিণী।
অতীব ভ্রাজসে সুভ্রু প্রভেবেন্দোরনুত্তমা ॥১৭

অপি চেক্ষণপক্ষ্মাণাং স্মিতং জ্যোৎস্নোপমং শুভম্।
দিব্যাংশুরশ্মিভির্বৃত্তং দিব্যকান্তিমনোরমম্ ॥১৮

বশীভূত করিয়া ফেলিতেছে। এ ক্ষেত্রে আমার যে রোগ, সেই রোগে ইহার প্রাপ্তি ব্যতীত অন্য ঔষধ আছে বলিয়া আমার মনে হয় না।৮

আহা! তোমার এই সুন্দরী পরিচারিকাটি অভিনব (অতুলনীয়) রূপবতী বলিয়া আমার মনে হইতেছে। এ যে তোমার দাসীত্ব করিতেছে ইহা অনুচিত। এই রমণী আমার উপর এবং আমার যাহা কিছু আছে তাহার উপর প্রভুত্ব করুক।৯

এই সুন্দরী আমার প্রভূত হস্তী, অশ্ব, রথযুক্ত-বহুজনসমৃদ্ধ, প্রচুর অন্ন-পানীয় পরিপূর্ণ বিচিত্র স্বর্ণালঙ্কার সমন্বিত মনোরম ভবন অলঙ্কৃত করুক।১০

তাহার পর সুদেষ্ণার সহিত আলাপ শেষ করিয়া তথা হইতে আসিয়া কীচক রাজপুত্রী দ্রৌপদীর নিকট আসিয়া মধুর বাক্যে তাঁহাকে বলিতে লাগিল, তখন মনে হইল—যেন অরণ্যমধ্যে শৃগাল আসিয়া পশুরাজকন্যার সহিত আলাপ আরম্ভ করিল।১১

হে কল্যাণি! হে সুন্দরি! হে বরাননে! তুমি কে, তুমি কাহার কন্যা এবং কোথা হইতে বিরাটনগরে উপস্থিত হইয়াছ তাহা বল?১২

তোমার এই শ্রেষ্ঠ অপরূপ রূপলাবণ্য, উত্তম সৌকুমার্য্য, নিষ্কলুষ চন্দ্রের ন্যায় নির্ম্মল লাবণ্য-মণ্ডিত বদনমণ্ডল শোভা পাইতেছে।১৩

হে সুভ্রু, হে সর্ব্বাঙ্গসুন্দরি! তোমার পদ্মপত্র-সদৃশ অত্যায়ত সুন্দর নয়ন-যুগল, তোমার বাক্য কোকিলের কলকূজনের ন্যায় সুমধুর।১৪

হে সু-নিতম্বে! হে অনিন্দ্যসুন্দরি! তোমার মত এইরূপ রূপবতী অন্য কোন রমণী আমি ভূমণ্ডলে কখনও দেখি নাই।১৫

হে সুমধ্যমে! তুমি কে? তুমি কি কমল-বাসিনী লক্ষ্মী? অথবা সাক্ষাৎ হে ভূতি?

নিরীক্ষ্য বক্ত্রচন্দ্রং তে লক্ষ্ম্যানুপময়া যুতম্।
কৃৎস্নে জগতি কো নেহ কামস্য বশগো ভবেৎ ॥১৯

হারালঙ্কার-যোগ্যৌ তু স্তনৌ চোভৌ সুশোভনৌ।
সুজাতৌ সহিতৌ লক্ষ্ম্যা পীনৌ বৃত্তৌ নিরন্তরৌ ॥২০

কুড্মলাম্বুরুহাকারৌ তব সুভ্রু পয়োধরৌ।
কামপ্রতোদাবিব মাং তুদতশ্চারুহাসিনি ॥২১

বলীবিভঙ্গচতুরং স্তনভারবিনামিতম্।
করাগ্রসম্মিতং মধ্যং তবেদং তনুমধ্যমে ॥২২

দৃষ্ট্বৈব চারু জঘনং সরিৎপুলিনসন্নিভম্।
কামব্যাধিরসাধ্যো মামপ্যাক্রামতি ভামিনি ॥২৩

জজ্বাল চাগ্নিমদনো দাবাগ্নিরিব নির্দয়ঃ।
ত্বৎসঙ্গমাভিসঙ্কল্পবিবৃদ্ধো মাং দহত্যয়ম্ ॥২৪

আত্মপ্রদানবর্ষেণ সঙ্গমাম্ভোধরেণ চ।
শময়স্ব বরারোহে জ্বলন্তং মন্মথানলম্ ॥২৫

মচ্চিত্তোন্মাদনকরা মন্মথস্য শরোৎকরাঃ।
ত্বৎসঙ্গমাশানিশিতাস্তীব্রাঃ শশিনিভাননে।
মহ্যং বিদার্য্য হৃদয়মিদং নির্দয়বেগিতাঃ ॥২৬

প্রবিষ্টা হ্যসিতাপাঙ্গি প্রচণ্ডাশ্চণ্ডদারুণাঃ।
অত্যুন্মাদসমারম্ভাঃ প্রীত্যুন্মাদকরা মম।
আত্মপ্রদানসম্ভোগৈর্মামুদ্ধর্তুমিহার্হসি ॥২৭

চিত্রমাল্যাম্বরধরা সর্বাভরণভূষিতা।
কামং প্রকামং সেব ত্বং ময়া সহ বিলাসিনি ॥২৮

বরাননে! তুমি হ্রী, শ্রী, কীর্ত্তি অথবা কান্তি ইহাদের মধ্যে কেহ ?১৬

তুমি কি কামদেবের অঙ্গ-বিহারিণী অতি রূপবতী রতিদেবী ? হে সুভ্রু! তুমি অনুত্তম চন্দ্রপ্রভার ন্যায় অত্যন্ত দীপ্তিময়ী হইয়া শোভা পাইতেছ।১৭

তোমার চোখের পাতায় মন্দ হাস্য জ্যোৎস্নার ন্যায় সুন্দর (অথবা তোমার স্মিত হাস্য চোখের পাতার পক্ষে জ্যোৎস্নার ন্যায় সুন্দর)। বিচ্ছুরিত দিব্য লাবণ্যকিরণে বৃত্তাকার, মনোরম দিব্যকান্তি সমন্বিত অনুপম শোভাময় তোমার মুখচন্দ্র নিরীক্ষণ করিয়া এই সমগ্র জগতে কে না কামের বশীভূত হইবে ?১৮-১৯

তোমার স্থূল, বর্ত্তুল, নিবিড়, সুপরিণত ও লাবণ্য-মণ্ডিত সুন্দর স্তনযুগল হার দ্বারা অলঙ্কৃত হইবার যোগ্য। হে সুন্দরি! হে চারুহাসিনি! তোমার পঙ্কজকোরকাকৃতি পয়োধরযুগল কামদেবের যষ্টির (চবুকের) ন্যায় আমাকে ব্যথিত করিতেছে।২০-২১

হে কৃশোদরি! করাগ্র পরিমিত তোমার এই কটিদেশ ত্রিবলী সন্নিবেশে রমণীয় এবং স্তনভারে অবনমিত।২২

ভামিনি! নদীসৈকতসদৃশ তোমার মনোরমজঘন দেখিয়াই অসাধ্য কামপীড়া আমাকে আক্রমণ করিতেছে।২৩

দাবানলের ন্যায় নির্দ্দয় কামানল জ্বলিত হইয়াছে এবং তোমার সহিত সঙ্গমসঙ্কল্পে বর্দ্ধিত হইয়া ইহা আমাকে দগ্ধ করিতেছে।২৪

হে বরারোহে! সঙ্গমরূপ মেঘ ও আত্মদান রূপ বর্ষণ দ্বারা তুমি আমার প্রজ্বলিত কামানল নির্ব্বাপিত কর।২৫

হে বিধুমুখি! আমার চিত্তোন্মাদকারী কামদেবের অতি প্রচণ্ড নিদারুণ শরনিকর তোমার সঙ্গমাশায় শাণিত ও সুতীক্ষ্ণ হইয়া নির্দ্দয় বেগে আমার এই হৃদয় বিদারিত করিয়া প্রবেশ করিয়াছে এবং তাহার অতি উন্মাদকর ক্রিয়া আমার প্রণয়োন্মাদ সৃষ্টি করিতেছে। এই অবস্থায় আত্মদান ও সম্ভোগ দ্বারা তুমি আমাকে উদ্ধার কর।২৬-২৭

নার্হসীহাসুখং বস্তুং সুখার্হা সুখবর্জিতা।
প্রাপ্নুহ্যনুত্তমং সৌখ্যং মত্তস্তং মত্তগামিনি ॥২৯

স্বাদূন্যমৃতকল্পানি পেয়ানি বিবিধানি চ।
পিবমানা মনোজ্ঞানি রমমাণা যথাসুখম্ ॥৩০

ভোগোপচারান্ বিবিধান্ সৌভাগ্যং চাপ্যনুত্তমম্।
পানং পিব মহাভাগে ভোগৈশ্চানুত্তমৈঃ শুভৈঃ॥৩১

ইদং হি রূপং প্রথমং তবানঘে
নিরর্থকং কেবলমদ্য ভামিনি।
অধার্য্যমাণা স্রগিবোত্তমা শুভা
ন শোভসে সুন্দরি শোভনা সতী ॥৩২

ত্যজামি দারান্ মম যে পুরাতনা
ভবন্তু দাস্যস্তব চারুহাসিনি।
অহঞ্চ তে সুন্দরি দাসবৎ স্থিতঃ
সদা ভবিষ্যে বশগো বরাননে ॥৩৩

হে সুন্দরি! বিচিত্র মালা ও বিচিত্র বসন ধারণ করিয়া সর্ববিধ অলঙ্কারে অলঙ্কৃত হইয়া তুমি আমার সহিত পর্য্যাপ্ত কামোপভোগ কর।২৮

হে মত্তগামিনি! তুমি সুখভোগযোগ্যা, তুমি সুখবর্জিত হইয়া এখানে দুঃখে বাস করিবার যোগ্যা নও। আমার নিকট হইতে তুমি সর্ব্বোত্তম সুখভোগ প্রাপ্ত হও।২৯

অমৃততুল্য সুস্বাদু বিবিধ মনোজ্ঞ পানীয় পান করিয়া এবং যথাসুখে বিহার করিয়া, বহুবিধ ভোগ্যোপকরণ, উত্তম সৌভাগ্য ভোগ করিয়া সর্ব্বোত্তম শৃঙ্গারসুখ ভোগের সহিত সুরাপান কর।৩০-৩১

হে অনবদ্যে! হে সুন্দরি! তোমার এই উত্তম রূপ শুধুই নিরর্থক। অধারিত, সুন্দর ও সর্ব্বোত্তম মালার ন্যায় তুমি সৌন্দর্য্যময়ী হইয়াও শোভা পাইতেছ না।৩২

দ্রৌপদ্যুবাচ।

অপ্রার্থনীয়ামিহ মাং সূতপুত্রাভিমন্যসে।
নিহীনবর্ণাং সৈরন্ধ্রীং বীভৎসাং কেশকারিণীম্ ॥৩৪

(স্বেষু দারেষু মেধাবী কুরুতে যত্নমুত্তমম্।
স্বদারনিরতো হ্যাশু নরো ভদ্রাণি পশ্যতি ॥
ন চাধর্ম্মেণ লিপ্যেত ন চাকীর্ত্তিমবাপ্নুয়াৎ।
স্বদারেষু রতির্ধর্ম্মো মৃতস্যাপি ন সংশয়ঃ ॥
স্বজাতিদারা মর্ত্ত্যস্য ইহলোকে পরত্র চ।
প্রেতকার্য্যাণি কুর্বন্তি নিবাপৈস্তর্পয়ন্তি চ ॥
তদক্ষয্যঞ্চ চ ধর্ম্ম্যঞ্চ স্বর্গ্যমাহুর্মনীষিণঃ।
স্বজাতিদারজাঃ পুত্রা জায়ন্তে কুলপূজিতাঃ ॥
প্রিয়া হি প্রাণিনাং দারাস্তস্মাৎ ত্বং ধর্ম্মভাগ্ ভব।
পরদাররতো মর্ত্ত্যো ন চ ভদ্রাণি পশ্যতি ॥)

হে চারুহাসিনি! আমার আগেকার পত্নী-দিগকে আমি পরিত্যাগ করিলাম, তাহারা তোমার দাসী হউক। হে সুন্দরি! আমিও তোমার ভৃত্যের ন্যায় অবস্থিত রহিলাম। হে সুমুখী! সর্ব্বদাই আমি তোমার বশবর্ত্তী হইয়া থাকিব।৩৩

দ্রৌপদী বলিলেন,—হে সূতপুত্র! আমি নিন্দনীয় নীচজাতীয় কেশরচনাকারিণী সৈরন্ধ্রী, আমি কাহারও কামনার যোগ্যা নহি। তথাপি আপনি আমাকে পছন্দ করিতেছেন।৩৪

(বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি নিজ পত্নীর প্রতি উত্তম সমাদর প্রদর্শন করেন। নিজ পত্নীতে সন্তুষ্ট থাকিলেই মানুষ মঙ্গল দেখিতে পায়। অধর্ম্মে লিপ্ত হইতে নাই। অযশের ভাগী হওয়া উচিত নহে। নিজপত্নীতে সন্তুষ্ট থাকা মৃত ব্যক্তিরও ধর্ম্মাবহ—ইহাতে সংশয় নাই। স্বজাতীয়া রমণীই মানুষের ইহলোকে ভার্য্যা হয় এবং পরলোকে

পরদারাস্মি ভদ্রং তে ন যুক্তং তব সাম্প্রতম্।
দয়িতাঃ প্রাণিনাং দারা ধর্ম্মং সমনুচিন্তয় ॥৩৫
পরদারে ন তে বুদ্ধির্জাতু কার্য্যা কথঞ্চন।
বিবর্জনং হ্যকার্য্যাণামেতৎ সুপুরুষব্রতম্ ॥৩৬
মিথ্যাভিগৃধ্নো হি নরঃ পাপাত্মা মোহমাস্থিতঃ।
অযশঃ প্রাপ্নুয়াদ্ ঘোরং মহদ্ বা প্রাপ্নুয়াদ্ ভয়ম্ ॥৩৭

বৈশম্পায়ন উবাচ।

এবমুক্তস্তু সৈরন্ধ্র্যা কীচকঃ কামমোহিতঃ।
জানন্নপি সুদুর্বুদ্ধিঃ পরদারাভিমর্শনে ॥৩৮
দোষান্ বহূন্ প্রাণহরান্ সর্বলোকবিগর্হিতান্।
প্রোবাচেদং সুদুর্বুদ্ধির্দ্রৌপদীমজিতেন্দ্রিয়ঃ ॥৩৯

প্রেতকার্য্য করে ও তর্পণোদক দ্বারা পরিতৃপ্ত করে। মনীষিগণ তাহাকে অক্ষয়, ধর্ম্মসম্মত, স্বর্গপ্রদ বলিয়া থাকেন। স্বজাতীয়া ভার্য্যার গর্ভজাত পুত্রেরাই বংশে সমাদর লাভ করে। প্রাণীদিগের পত্নী অতিশয় প্রিয়। সুতরাং আপনি ধর্ম্মত্যাগী হউন। পরদারপ্রসক্ত ব্যক্তি কল্যাণের মুখ দেখিতে পায় না।)

আমি পরস্ত্রী, আপনার মঙ্গল হউক, আমার সহিত সংযোগ আপনার অনুচিত। পত্নী প্রাণী-দিগের প্রিয়। আপনি ধর্ম্ম ভাবিয়া দেখুন।৩৫

পরস্ত্রীর প্রতি অভিলাষ আপনার কোনরূপেই কদাপি কর্ত্তব্য নহে। অকার্য্য বর্জন করাই সৎ-পুরুষের ব্রত।৩৬

মোহাচ্ছন্ন পাপাত্মা ব্যক্তিই অযথা অভিলাষ করিয়া মহানিন্দা বা মহাভয় প্রাপ্ত হয়।৩৭

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—সৈরন্ধ্রী এইরূপ বলিলে কামমোহিত, অজিতেন্দ্রিয়, অতিদুর্ব্বুদ্ধি কীচক পরদারসংস্পর্শে সর্ব্বলোকবিগর্হিত প্রাণঘাতী বহু দোষ জানিয়াও দ্রৌপদীকে এই কথা বলিল।৩৮-৩৯

হে বরারোহে! হে সুমুখি! হে চারুহাসিনি! তোমার জন্য কামাবিষ্ট আমাকে এইভাবে প্রত্যাখ্যান

নার্হস্যেবং বরারোহে প্রত্যাখ্যাতুং বরাননে।
মাং মন্মথসমাবিষ্টং ত্বৎকৃতে চারুহাসিনি ॥৪০
প্রত্যাখ্যায় চ মাং ভীরু বশগং প্রিয়বাদিনম্।
নূনং ত্বমসিতাপাঙ্গি পশ্চাত্তাপং করিষ্যসি ॥৪১
অহং হি সুভ্রু রাজ্যস্য কৃৎস্নস্যাস্য সুমধ্যমে।
প্রভুর্বাসয়িতা চৈব বীর্য্যে চাপ্রতিমঃ ক্ষিতৌ ॥৪২
পৃথিব্যাং মৎসমো নাস্তি কশ্চিদন্যঃ পুমানিহ।
রূপযৌবনসৌভাগ্যৈর্ভোগৈশ্চানুত্তমৈঃ শুভৈঃ ॥৪৩
সর্বকামসমৃদ্ধেষু ভোগেষ্বনুপমেষ্বিহ।
ভোক্তব্যেষু চ কল্যাণি কস্মাদ্ দাস্যে রতা হ্যসি ॥৪৪
ময়া দত্তমিদং রাজ্যং স্বামিন্যসি শুভাননে।
ভজস্ব মাং বরারোহে ভুঙ্‌ক্ষ্ব ভোগাননুত্তমান্ ॥৪৫

করা তোমার উচিত হইতেছে না।৪০

হে ভীরু! বশবর্ত্তী ও প্রিয়ভাষী আমাকে প্রত্যাখ্যান করিয়া নিশ্চয়ই তোমাকে পরে অনুতাপ করিতে হইবে।৪১

হে সুভ্রু! হে সুমধ্যমে! পৃথিবীতে বীরত্বে আমার সমকক্ষ কেহ নাই। এই সমগ্র মৎস্য-রাজ্যের কার্য্যতঃ আমিই প্রভু এবং আমিই রক্ষক। এই রাজ্যে কাহারও বাস করা আমার ইচ্ছার উপর নির্ভর করে।৪২

এই পৃথিবীতে উত্তম রূপ, যৌবন, সৌভাগ্য, সর্ব্বোত্তম সুখকর সুখভোগে আমার তুল্য আর কোন পুরুষ নাই।৪৩

হে কল্যাণি! সর্ব্ব-প্রকার কাম্যবস্তুতে সমৃদ্ধ অতুলনীয় ভোগ্য বস্তুসমূহ তুমি ভোগ করিবে, তাহা ছাড়িয়া তুমি এখানে দাসীত্ব করিতে চাহিতেছ কেন?৪৪

হে সুমুখি! হে বরাননে! আমি এই রাজ্য তোমাকে দান করিলাম, তুমি এই রাজ্যের প্রভু হইবে; আমাকে ভজনা কর, সর্ব্বোত্তম ভোগ-সমূহ উপভোগ কর।৪৫

এবমুক্তা তু সা সাধ্বী কীচকেনাশুভং বচঃ।
কীচকং প্রত্যুবাচেদং গর্হয়ন্ত্যস্য তদ্ বচঃ ॥৪৬

সৈরন্ধ্র্যুবাচ।
মা সূতপুত্র মুহ্যস্ব মাদ্য ত্যক্ষ্যস্ব জীবিতম্।
জানীহি পঞ্চভির্ঘোরৈর্নিত্যং মামভিরক্ষিতাম্ ॥৪৭

ন চাপ্যহং ত্বয়া লভ্যা গন্ধর্ব্বাঃ পতয়ো মম।
তে ত্বাং নিহন্যুঃ কুপিতাঃ সাধ্বলং মা ব্যনীনশঃ ॥৪৮

অশক্যরূপং পুরুষৈরধ্বানং গন্তুমিচ্ছসি।
যথা নিশ্চেতনো বালঃ কূলস্থঃ কূলমুত্তরম্ ॥৪৯

অন্তর্মহীং বা যদি বোর্দ্ধমুৎপতেঃ
সমুদ্রপারং যদি বা প্রধাবসি।
তথাপি তেষাং ন বিমোক্ষমর্হসি
প্রমাথিনো দেবসুতা হি খেচরাঃ ॥৫০

(মাং হি ত্বমবমন্যানঃ সূতপুত্র বিনঙ্‌ক্ষ্যসি।
আশু চাদ্যৈব নচিরাৎ সপুত্রঃ সহবান্ধবঃ॥
দুর্লভামভিমন্যানো মাং বীরৈরভিরক্ষিতাম্।
পতিষ্যস্যবশস্তূর্ণং বৃন্তাৎ তালফলং যথা॥

যো মামন্যায় কামার্ত্তঃ অবদানি প্রভাষসে।
অশক্তস্তু পুমান্ শৈলং ন লঙ্ঘয়িতুমর্হতি॥

দিশঃ প্রপদ্যে গিরিগহ্বরাণি বা
গুহাং প্রবিষ্টোঽন্তরিতোঽপি বা ক্ষিতেঃ॥

জুহ্বন্ জপন্ বা প্রপতন্ গিরেস্তটা-
দ্ধুতাশনাদিত্যগতিং গতোঽপি বা।
ভার্য্যাভিমন্তা পুরুষো মহাত্মনাং
ন জাতু মুচ্যেত কথঞ্চনাহতঃ॥

কীচক এইরূপ অশুভ বাক্য বলিলে সাধ্বী সৈরন্ধ্রী তাহার সেই বাক্যের নিন্দা করিয়া প্রত্যুত্তরে এই কথা বলিলেন ॥৪৬

সৈরন্ধ্রী বলিলেন,—হে সূতপুত্র! আপনি মোহগ্রস্ত হইবেন না, অদ্যই জীবনটা হারাইবেন না; জানুন, অতি ভয়ানক পঞ্চব্যক্তি কর্ত্তৃক আমি সর্ব্বদা সুরক্ষিতা ॥৪৭

আপনি আমাকে লাভ করিতে পারিবেন না, গন্ধর্ব্বগণ আমার স্বামী। তাঁহারা কুপিত হইলে আপনাকে হত্যা করিবেন। আপনার মঙ্গল হউক, অকারণে মরণ ডাকিয়া আনিবেন না ॥৪৮

মানুষের যে পথে চলিবার সাধ্য নাই, আপনি সেই পথে পা বাড়াইতে চাহিতেছেন। যেমন মন্দবুদ্ধি অজ্ঞান বালক নদীর একতীরে দাঁড়াইয়া থাকিয়াই অপর পারে উপনীত হইবার আকাঙ্ক্ষা করে, আপনি সেইরূপ করিতে চাহিতেছেন ॥৪৯

আমার পতিগণ গগনবিহারী, দেবপুত্র, শত্রু-দমনশীল। আপনি যদি ভূবিবরে প্রবেশ করেন বা ঊর্দ্ধাকাশে উত্থিত হন কিংবা সমুদ্রপারে পলায়ন করেন, তথাপি তাঁহাদের হাত হইতে নিস্তার পাইবেন না ॥৫০

(হে সূতপুত্র! আমার অবমাননা করিলে আপনি সত্বর অদ্যই অবিলম্বে সপুত্রে ও সবংশে নিহত হইবেন। আমি বীরগণ কর্ত্তৃক সুরক্ষিতা, আমি অন্যের অলভ্যা; আমাকে কামনা করিয়া আপনি বৃন্তচ্যুত তালফলের ন্যায় অবশ হইয়া সত্বর ধরাশায়ী হইবেন। আপনি আমাকে না জানিয়া কামার্ত্ত হইয়া অসংবদ্ধ বাক্য বলিতেছেন। শক্তিহীন মানুষ পর্ব্বত লঙ্ঘন করিতে পারে না।

দিগন্তে আশ্রয় লইলেও, গিরিবিবরে বা গুহাভ্যন্তরে প্রবেশ করিলেও, ভূগর্ভে অন্তর্হিত হইলেও, জপ-হোমাদি নিরত হইলেও, গিরিশৃঙ্গ হইতে লম্ফ প্রদান করিলেও, অগ্নি বা আদিত্যের শরণাপন্ন হইলেও মহাপুরুষদিগের ভার্য্যার

যোঽহং ভবেদং বচনং ভবিষ্যতি
প্রত্তোলনং বা তুলয়া মহাগিরেঃ।
হুতাশনং প্রজ্বলিতং মহাবনে
নিদাঘমধ্যাহ্ন ইবাতুরঃ স্বয়ম্ ॥

প্রবেষ্টুকামোঽসি বধায় চাত্মনঃ
কুলস্য সর্বস্য বিনাশনায় চ।
সদেব-গন্ধর্ব-মহর্ষিসন্নিধৌ
সনাগলোকাসুররাক্ষসালয়ে ॥
গূঢ়স্থিতাং মামবমস্য চেতসা
ন জীবিতার্থী শরণং সমাপ্স্যসি ॥)

ত্বং কালরাত্রিমিব কশ্চিদাতুরঃ
কিং মাং দৃঢ়ং প্রার্থয়সেঽদ্য কীচক।
কিং মাতুরঙ্কে শয়িতো যথা শিশু-
শ্চন্দ্রং জিঘৃক্ষুরিব মন্যসে হি মাম্ ॥৫১
তেষাং প্রিয়াং প্রার্থয়তো ন তে ভুবি
গত্বা দিবং বা শরণং ভবিষ্যতি।
ন বর্ত্ততে কীচক তে দৃশা শুভং
যা তেন সঞ্জীবনমর্থয়েত সা ॥৫২

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং বিরাটপর্বণি কীচকবধপর্বণি কীচককৃষ্ণাসংবাদে চতুর্দশোঽধ্যায়ঃ ॥১৪

অবমানকারী ব্যক্তি নিহত না হইয়া কখনও কোন প্রকারে নিস্তার লাভ করে না। আপনি যেন নিদাঘমধ্যাহ্নে কাতর হইয়া নিজের মৃত্যু ও সমস্ত বংশের বিনাশের জন্যই স্বয়ং মহারণ্যে প্রজ্বলিত দাবানলের মধ্যে প্রবেশ করিতে উদ্যত হইয়াছেন। সংগোপনে অবস্থিতা আমাকে মনে মনে অবমাননা করিয়াও সম্মিলিত দেবতা, গন্ধর্ব্ব ও মহর্ষিবৃন্দের সন্নিধানে কিংবা নাগলোকে বা অসুর ও রাক্ষসালয়ে কোথাও আপনি জীবন-রক্ষার জন্য সাহায্যকারী বা ত্রাণকর্ত্তা কাহাকেও পাইবেন না।)

হে কীচক! কোন রোগার্ত্ত ব্যক্তি যেমন দৃঢ়ভাবে কালরাত্রির প্রার্থনা করে, আপনি কি আজ সেইভাবেই আমাকে দৃঢ়রূপে প্রার্থনা করিতেছেন? মাতৃ অঙ্কে শায়িত শিশু যেমন আকাশের চন্দ্রকে ধরিতে ইচ্ছা করে, আপনি কি আজ সেইরূপই আমাকে কামনা করিতেছেন?৫১

সেই প্রসিদ্ধ বীর গন্ধর্ব্বগণের আমি পত্নী, আমাকে প্রার্থনা করিয়া ভূতলে বা আকাশে গমন করিলেও কেহ রক্ষাকর্ত্তা হইবে না। হে কীচক! আপনার সেই সুবুদ্ধি নাই—যাহা পরদার হইতে নিবৃত্তিরূপ নিজের মঙ্গল ও তদ্দ্বারা জীবনরক্ষার কামনা করিতে পারে।৫২

শ্রীমন্মহর্ষিবেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের বিরাটপর্ব্বান্তর্গত কীচকবধপর্ব্বে কৃষ্ণা-কীচকসংবাদবিষয়ক চতুর্দ্দশ অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।১৪

পঞ্চদশোঽধ্যায়ঃ।

[সুদেষ্ণয়া দ্রৌপদ্যাঃ কীচকগৃহে প্রেষণম্।]

বৈশম্পায়ন উবাচ

প্রত্যাখ্যাতো রাজপুত্র্যা সুদেষ্ণাং কীচকোঽব্রবীৎ।
অমর্য্যাদেন কামেন ঘোরেণাভিপরিপ্লুতঃ ॥১

যথা কৈকেয়ি সৈরন্ধ্রী সমেয়াৎ তদ্ বিধীয়তাম্।
যেনোপায়েন সৈরন্ধ্রী ভজেন্মাং গজগামিনী।
তং সুদেষ্ণে পরীপ্সস্ব প্রাণান্ মোহাৎ প্রহাসিষম্ ॥২

বৈশম্পায়ন উবাচ।

তস্য সা বহুশঃ শ্রুত্বা বাচং বিলপতস্তদা।
বিরাটমহিষী দেবী কৃপাং চক্রে মনস্বিনী ॥৩

(সুদেষ্ণোবাচ।

শরণাগতেয়ং সুশ্রোণী ময়া দত্তাভয়া চ সা।
শুভাচারা চ ভদ্রং তে নৈনাং বক্তুমিহোৎসহে

নৈষা শক্যা হি চান্যেন স্প্রষ্টুং পাপেন চেতসা।
গন্ধর্বাঃ কিল পঞ্চৈনাং রক্ষন্তি রময়ন্তি চ ॥

এবমেষা মমাচষ্টে তথা প্রথমসঙ্গমে।
তথৈব গজনাসোরুঃ সত্যমাহ মমান্তিকে ॥

তে হি ক্রুদ্ধা মহাত্মানো নাশয়েয়ুর্হি জীবিতম্।
রাজা চৈব সমীক্ষ্যৈনাং সম্মোহং গতবানিহ ॥

ময়া চ সত্যবচনৈরনুনীতো মহীপতিঃ।
সোঽপ্যেনামনিশং দৃষ্ট্বা মনসৈবাভ্যনন্দত ॥

ভয়াদ্ গন্ধর্বমুখ্যানাং জীবিতস্যোপঘাতিনাম্।
মনসাপি ততস্ত্বেনাং ন চিন্তয়তি পার্থিবঃ ॥

তে হি ক্রুদ্ধা মহাত্মানো গরুড়ানিলতেজসঃ।
দহেয়ুরপি লোকাংস্ত্রীন্ যুগান্তেষ্বিব ভাস্করাঃ ॥

পঞ্চদশ অধ্যায়।

[সুদেষ্ণার দ্রৌপদীকে কীচকের গৃহে প্রেরণ।]

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—অপরিসীম ও ঘোরতর কামাক্রান্ত কীচক দ্রৌপদীর নিকট প্রত্যাখ্যাত হইয়া সুদেষ্ণাকে বলিল—হে কেকয়রাজপুত্রি! সৈরন্ধ্রী যাহাতে [আমার বাটীতে] সমাগত হয়, তাহার ব্যবস্থা কর। হে সুদেষ্ণে! গজগামিনী সৈরন্ধ্রী যে উপায়ে আমাকে ভজনা করে, তুমি সেই উপায় অবলম্বন কর।১-২

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—তখন বিলাপকারী কীচকের বাক্যাবলী অনেকবার শুনিয়া মনস্বিনী বিরাট রাজমহিষীর করুণার উদ্রেক হইল।৩

(তিনি বলিলেন,—এই সুন্দরী সদাচারিণী সৈরন্ধ্রী আমার আশ্রিতা, আমি তাহাকে অভয়দানও করিয়াছি। তোমার মঙ্গল হউক। আমি ইহাকে এ বিষয়ে কিছু বলিতে ইচ্ছা করি না।

ইহাকে অন্য কোন ব্যক্তি পাপমনে স্পর্শ করিতে সমর্থ হইবে না। পাঁচজন গন্ধর্ব্ব ইহাকে রক্ষা করেন এবং ইহার সহিত বিহার করেন।

সেই প্রথম সাক্ষাৎকালে সৈরন্ধ্রী এইরূপ বলিয়াছে। হস্তীর শুণ্ডের ন্যায় ক্রমস্থূল জঙ্ঘা-শোভিতা সেই সৈরন্ধ্রী আমার নিকট তাহা সত্যই বলিয়াছে।

সেই মহামনা গন্ধর্ব্বগণ ক্রুদ্ধ হইলে জীবন নাশ করিবেন। এখানে রাজাও ইহাকে দেখিয়া মুগ্ধ হইয়াছিলেন।

আমি সত্য কথা বলিয়া তাঁহাকে অনুনয় করিয়াছিলাম। তিনিও ইহাকে দেখিয়া সর্ব্বদাই মনে আনন্দ লাভ করিতেন।

সৈরন্ধ্র্যা হ্যেতদাখ্যাতং মম তেষাং মহদ্ বলম্।
তব চাহমিদং গুহ্যং স্নেহাদাখ্যামি বন্ধুবৎ ॥
মা গমিষ্যসি বৈ কৃচ্ছ্রাং গতিং পরমদুর্গমাম্।
বলিনস্তে রুজং কুর্য্যুঃ কুলস্য চ ধনস্য চ ॥
তস্মান্মাস্যাং মনঃ কর্তুং যদি প্রাণাঃ প্রিয়াস্তব।
মা চিন্তয়েথা মা পাস্তুং মৎপ্রিয়ঞ্চ যদীচ্ছসি ॥

বৈশম্পায়ন উবাচ।

এবমুক্তস্তু দুষ্টাত্মা ভগিনীং কীচকোঽব্রবীৎ।

কীচক উবাচ।

গন্ধর্ব্বাণাং শতং বাপি সহস্রমযুতানি বা।
অহমেকো হনিষ্যামি গন্ধর্ব্বান্ পঞ্চ কিং পুনঃ।

বৈশম্পায়ন উবাচ।

এবমুক্তা সুদেষ্ণা তু শোকেনাভিপ্রপীড়িতা ॥
অহো দুঃখমহো কৃচ্ছ্রমহো পাপমিতি স্ম হ।
প্রারুদদ্ ভৃশদুঃখার্তা বিপাকং তস্য বীক্ষ্য সা

পাতালেষু পতত্যেষ বিলপন্ বড়বামুখে।
ত্বৎকৃতে বিনশিষ্যন্তি ভ্রাতরঃ সুহৃদশ্চ মে ॥
কিং নু শক্যং ময়া কর্তুং যৎ ত্বমেবমভিপ্লুতঃ
ন চ শ্রেয়োঽভিজানীষে কামমেবানুবর্ত্তসে ॥

ধ্রুবং গতায়ুস্ত্বং পাপ যদেবং কামমোহিতঃ।
অকর্তব্যে হি মাং পাপে নিযুনঙ্ক্ষি নরাধম ॥

তারপর প্রাণঘাতী শ্রেষ্ঠ গন্ধর্ব্বদিগের ভয়ে রাজা আর ইহাকে মনে মনেও চিন্তা করেন না।

গরুড় ও পবনের ন্যায় পরাক্রান্ত সেই গন্ধর্ব্বগণ ক্রুদ্ধ হইলে যুগান্তকালোদিত দ্বাদশ আদিত্যের ন্যায় ত্রৈলোক্যও দগ্ধ করিতে সমর্থ।

সৈরন্ধ্রী তাহাদের এই মহাশক্তির কথা আমাকে বলিয়াছে। তোমাকেও আমি স্নেহবশতঃ বন্ধুজনের ন্যায় এই গুপ্ত কথা বলিলাম।

অতি কষ্টকর শোচনীয় অতি দুস্তর দুর্দ্দশায় তুমি পতিত হইও না। তাঁহারা শক্তিশালী; সেইহেতু ধনসম্পদ ও বংশেরও তাঁহারা পীড়া উৎপাদন করিবেন।

সুতরাং যদি নিজের জীবন তোমার প্রিয় হয়, যদি আমার প্রিয় কার্য্য করিতে চাও, তবে ইহার প্রতি অভিলাষ করিতে যাইও না, ইহাকে চিন্তাও করিও না, ইহার নিকট গমন করিও না।

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—এইরূপ অভিহিত হইয়া দুরাত্মা কীচক ভগিনী সুদেষ্ণাকে বলিতে লাগিল।

কীচক বলিল,—শত, সহস্র বা অযুত অযুত গন্ধর্ব্বকে আমি একাই হত্যা করিব; পাঁচটা গন্ধর্ব্বের ত' কথাই নাই।

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—কীচকের এই কথায় সুদেষ্ণা শোকে দুঃখে অতীব কাতর হইয়া হায় কি দুঃখ। হায় কি কষ্ট। হায় হায় একি পাপ। এই বলিয়া তাহার পরিণতি চিন্তা করিয়া রোদন করিতে লাগিলেন।

এ (কীচক) প্রলাপ বলিতে বলিতে পাতালে বাড়বানলের মুখে পতিত হইতেছে। তোমার জন্য আমার ভ্রাতৃবর্গ ও সুহৃদ্‌বর্গ বিনষ্ট হইবে।

আমি আর কি করিতে পারি? তুমি এরূপ কাতর হইয়া পড়িয়াছ যে, কল্যাণ চিন্তা করিতেছ না; কামেরই অনুগামী হইতেছ।

পাপিষ্ঠ! তুমি যখন এরূপ কামমোহিত হইয়া পড়িয়াছ, তখন নিশ্চয়ই তোমার আয়ুঃ শেষ হইয়াছে। নরাধম! তুমি অকর্ত্তব্য পাপ

অপি চৈতৎ পুরা প্রোক্তং নিপুণৈর্মনুজোত্তমৈঃ
একস্তু কুরুতে পাপং স্বজাতিস্তেন হন্যতে ॥
গতস্ত্বং ধর্মরাজস্য বিষয়ং নাত্র সংশয়ঃ।
অদূষকমিমং সর্বং স্বজনং ঘাতয়িষ্যসি ॥
এতৎ তু মে দুঃখতরং যেনাহং ভ্রাতৃসৌহৃদাৎ।
বিদিতার্থা করিষ্যামি তুষ্টো ভব কুলক্ষয়াৎ ॥)
স্বমন্ত্রমভিসন্ধায় তস্যার্থমনুচিন্ত্য চ।
উদ্যোগং চৈব কৃষ্ণায়াঃ সুদেষ্ণা সূতমব্রবীৎ ॥৪

পর্বণি ত্বং সমুদ্দিশ্য সুরামন্নঞ্চ কারয়
তত্রৈনাং প্রেষয়িষ্যামি সুরাহারীং তবান্তিকম্ ॥৫

তত্র সম্প্রেষিতামেনাং বিজনে নিরবগ্রহে।
সান্ত্বয়েথা যথাকামং সান্ত্ব্যমানা রমেদ্ যদি ॥৬

বৈশম্পায়ন উবাচ।
ইত্যুক্তঃ স বিনিষ্ক্রম্য ভগিন্যা বচনাৎ তদা।
সুরামাহারয়ামাস রাজার্হাং সুপরিস্রুতাম্ ॥৭

ভক্ষ্যাংশ্চ বিবিধাকারান্ বহূংশ্চোচ্চাবচাংস্তদা।
কারয়ামাস কুশলৈরন্নং পানং সুশোভনম্ ॥৮

তস্মিন্ কৃতে তদা দেবী কীচকেনোপমন্ত্রিতা।
(ত্বরাবান্ কালপাশেন কণ্ঠে বদ্ধঃ পশুর্যথা।
নাববুধ্যত মূঢাত্মা মরণং সমুপস্থিতম্ ॥

কীচক উবাচ।
মধু মদ্যং বহুবিধং ভক্ষ্যাশ্চ বিবিধাঃ কৃতাঃ।
উদেষ্ণে ব্রূহি সৈরন্ধ্রীং যথা সা মে গৃহং ব্রজেৎ ॥
কেনচিৎ ত্বস্য কার্য্যেণ ত্বর শীঘ্রং মম প্রিয়ম্ ॥

কার্য্যে আমাকে নিযুক্ত করিতেছ।

প্রাচীনকালের শ্রেষ্ঠ ও নিপুণ ব্যক্তিরা বলিয়াছেন যে, বংশের একজন পাপ করে, আর তা'র জন্য তাহার স্বজাতিরা নিহত হয়।

তুমি যমের রাজ্যে গিয়াছ, ইহাতে আর সংশয় নাই। এই সমস্ত নির্দ্দোষ স্বজনবর্গকে তুমি হত্যা করাইবে।

ইহা আমার অতি দুঃখাবহ যে, আমি ভ্রাতৃস্নেহবশতঃ সমস্ত বুঝিয়াও সহায়তা করিব। কুলক্ষয় করিয়া তুমি সন্তুষ্ট হও।)

নিজের মনের কথা স্থির করিয়া, তাহার কথা এবং দ্রৌপদীর প্রতি বলপ্রয়োগাদি উদ্‌যোগের সম্ভাবনা চিন্তা করিয়া, সুদেষ্ণা কীচককে বলিলেন,—কোন উৎসব-দিবসে তুমি ঘোষণা করিয়া সুরা ও অন্নাদি প্রস্তুত করাও। সেই সময়ে আমি সুরা আনয়নের জন্য ইহাকে তোমার নিকট পাঠাইব।৪-৫

আমি পাঠাইয়া দিলে সেখানে তুমি ইহাকে নিরুপদ্রব নির্জ্জন স্থানে ইচ্ছামত অনুনয় করিও, যদি তোমার সেই অনুনয়ে সৈরন্ধ্রী সম্মত হইয়া রমণের ইচ্ছা প্রকাশ করে।৬

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—তখন এই কথায় কীচক তথা হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া গেল এবং রাজযোগ্য সুপরিস্রুত সুরা প্রস্তুতের আয়োজন করাইল এবং নিপুণ পাচকদ্বারা প্রচুর পরিমাণে নানা আকৃতির নানাবিধ খাদ্য ও সুন্দর সুন্দর পানীয় ও অন্ন প্রস্তুত করাইল।৭-৮

তাহা করা হইলে কীচক দেবী সুদেষ্ণাকে গোপনে বলিল। (কণ্ঠদেশে কালপাশে বদ্ধ পশুর ন্যায় ত্বরান্বিত মূঢ়াত্মা কীচক উপস্থিত মৃত্যুকে জানিতে পারিল না।

কীচক বলিল,—বহুবিধ মধু, মদ্য ও নানাবিধ খাদ্য প্রস্তুত হইয়াছে। হে সুদেষ্ণে! সৈরন্ধ্রীকে বল যেন কোন কার্য্যে সত্বর আমার বাটীতে যায়। ইহাই আমার প্রিয়, তুমি ত্বরান্বিত হও।

অহং হি শরণং দেবং প্রপদ্যে বৃষভধ্বজম্।
সমাগমং মে সৈরন্ধ্র্যা মরণং বা দিশেতি বৈ ॥

বৈশম্পায়ন উবাচ।
সা তমাহ বিনিঃশ্বস্য প্রতিগচ্ছ স্বকং গৃহম্।
এবাহমপি সৈরন্ধ্রীং সুরার্থে তূর্ণমাদিশে ॥
এবমুক্তস্তু পাপাত্মা কীচকস্ত্বরিতঃ পুনঃ।
স্বগৃহং প্রাবিশৎ তূর্ণং সৈরন্ধ্রীগতমানসঃ ॥)
সুদেষ্ণা প্রেষয়ামাস সৈরন্ধ্রীং কীচকালয়ম্ ॥৯

সুদেষ্ণোবাচ।
উত্তিষ্ঠ গচ্ছ সৈরন্ধ্রি কীচকস্য নিবেশনম্।
পানমানয় কল্যাণি পিপাসা মাং প্রবাধতে ॥১০

সৈরন্ধ্র্যুবাচ।
ন গচ্ছেয়মহং তস্য রাজপুত্রি নিবেশনম্।
ত্বমেব রাজ্ঞি জানাসি যথা স নিরপত্রপঃ ॥১১

ন চাহমনবদ্যাঙ্গি তব বেশ্মনি ভামিনি।
কামবৃত্তা ভবিষ্যামি পতীনাং ব্যভিচারিণী ॥১২
ত্বং চৈব দেবী জানাসি যথা স সময়ঃ কৃতঃ।
প্রবিশন্ত্যা ময়া পূর্বং তা বেশ্মনি ভামিনি ॥১৩
কীচকস্তু সুকেশান্তে মূঢ়ো মদনদর্পিতঃ।
সোঽবমংস্যতি মাং দৃষ্ট্বা ন যাস্যে তত্র শোভনে ॥১৪
সন্তি বহ্ব্যস্তব প্রেষ্যা রাজপুত্রি বশানুগাঃ।
অন্যাং প্রেষয় ভদ্রং তে স হি মামবমংস্যতে ॥১৫

সুদেষ্ণোবাচ।
নৈব ত্বাং জাতু হিংস্যাৎ স ইতঃ সম্প্রেষিতাং ময়া।
ইত্যুক্ত্বা প্রদদৌ পাত্রং সপিধানং হিরণ্ময়ম্ ॥১৬

সা শঙ্কমানা রুদতী দৈবং শরণমীয়ুষী।
প্রাতিষ্ঠত সুরাহারী কীচকস্য নিবেশনম্ ॥১৭

"সৈরন্ধ্রীর সহিত মিলন অথবা মরণ বিধান করুন" এই বলিয়া আমি বৃষবাহন ভগবান্ মহাদেবের শরণাপন্ন হইতেছি।

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—সুদেষ্ণা দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া তাহাকে বলিলেন,—তুমি নিজের গৃহে যাও, আমিও সত্বর সৈরন্ধ্রীকে সুরা আনয়ন করিতে আদেশ করিতেছি। এই কথা বলায় সৈরন্ধ্রীগতচিত্ত পাপাত্মা কীচক ত্বরান্বিত হইয়া পুনরায় শীঘ্রই নিজ গৃহে প্রবেশ করিল।)

তখন সুদেষ্ণা সৈরন্ধ্রীকে কীচকের গৃহে প্রেরণ করিলেন।৯

সুদেষ্ণা বলিলেন,—সৈরন্ধ্রি! ওঠ, কীচকের বাটীতে যাও, পানীয় আনয়ন কর। হে কল্যাণি! পিপাসায় আমার কষ্ট হইতেছে।১০

সৈরন্ধ্রী বলিল,—হে রাজপুত্রি! আমি তাহার গৃহে যাইব না। হে রাজ্ঞি! আপনি নিজেই জানেন সে কিরূপ নির্লজ্জ।১১

ভদ্রে! আপনার বাটীতে থাকিয়া আমি পতিগণের নিকট ব্যাভিচারিণী হইয়া কামোপভোগে প্রবৃত্ত হইব না।১২

দেবি! আমি পূর্ব্বে আপনার গৃহে প্রবেশ করিবার সময়ে যে সর্ত্ত করিয়াছিলাম, তাহা ত' আপনি জানেন।১৩

কমনীয়কেশবতী সুন্দরি! কীচক অতি মূঢ় ও কামদর্পিত, সে আমাকে দেখিলেই অপমানিত করিবে, আমি সেখানে যাইব না।১৪

হে রাজপুত্রি! আপনার বশবর্ত্তিনী বহু দাসী আছে, অন্য কাহাকেও পাঠাইয়া দিন, তাহাই আপনার ভাল হইবে; কারণ, সে আমাকে অপমানিত করিবে।১৫

সুদেষ্ণা বলিলেন,—এখান হইতে আমি পাঠাইয়া দিলে সে কখনও তোমাকে আক্রমণ

সৈরন্ধ্র্যুবাচ।

যথাহমন্যং ভর্তৃভ্যো নাভিজানামি কঞ্চন।
তেন সত্যেন মাং প্রাপ্তাং মা কুর্য্যাৎ
কীচকো বশে ॥১৮

বৈশম্পায়ন উবাচ।

উপাতিষ্ঠত সা সূর্য্যং মুহূর্ত্তমবলা ততঃ।
স তস্যাস্তনুমধ্যায়াঃ সর্বং সূর্য্যোঽববুদ্ধবান্ ॥১৯

অন্তর্হিতং ততস্তস্যাঃ রক্ষো রক্ষার্থমাদিশৎ।
তচ্চৈনাং নাজহাৎ তত্র সর্বাবস্থাস্বনিন্দিতাম্ ॥২০
তাং মৃগীমিব সন্ত্রস্তাং দৃষ্ট্বা কৃষ্ণাং সমীপগাম্।
উদতিষ্ঠন্মুদা সূতো নাবং লব্ধ্বেব পারগঃ ॥২১

ইত শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং
বৈয়াসিক্যাং বিরাটপর্বণি কীচকবধপর্বণি
দ্রৌপদীসুরাহরণে পঞ্চদশোঽধ্যায়ঃ ॥১৫

করিবে না। এই কথা বলিয়াই আচ্ছাদনযুক্ত সুবর্ণময় পাত্র প্রদান করিলেন।১৬

তখন সৈরন্ধ্রী শঙ্কিত হইয়া রোদন করিতে করিতে দেবতার শরণ লইয়া সুরা আনয়নার্থে কীচকের গৃহে গমন করিল।১৭

সৈরন্ধ্রী বলিলেন—আমি যেমন পতিভিন্ন অন্য কাহাকেও জানি না, সেই সত্যপ্রভাবে আমাকে পাইয়া কীচক যেন বশীভূত করিতে না পারে।১৮

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—তারপর সেই অবলা নারী ক্ষণকাল সূর্য্যের উপাসনা করিলেন। ভগবান্ সূর্য্য সেই কৃশোদরীর সমস্ত কথা বুঝিলেন, তারপর তাহার রক্ষণার্থে একটী প্রচ্ছন্ন রাক্ষসকে আদেশ করিলেন। সেই রাক্ষস কোন অবস্থাতেই সেই আনন্দিতা সৈরন্ধ্রীকে ত্যাগ করিল না।১৯-২০

কীচক হরিণীর ন্যায় ভীতা সেই দ্রৌপদীকে সমীপবর্ত্তিনী দেখিয়া পারগমনার্থী ব্যক্তি নৌকা দেখিলে যেমন আনন্দিত হয়, সেইরূপ আনন্দে উত্থিত হইল।২১

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের বিরাটপর্ব্বান্তর্গত কীচকবধপর্ব্বে দ্রৌপদীর সুরা-আনয়নবিষয়ক পঞ্চদশ অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।১৫

ষোড়শোঽধ্যায়ঃ।

[কীচকেন দ্রৌপদ্যা অপমানঃ।]

কীচক উবাচ।

স্বাগতং তে সুকেশান্তে সুব্যুষ্টা রজনী মম।
স্বামিনী ত্বমনুপ্রাপ্তা প্রকুরুষ মম প্রিয়ম্ ॥১

সুবর্ণমালাঃ কম্বূংশ্চ কুণ্ডলে পরিহাটকে।
নানাপত্তনজে শুভ্রে মণিরত্নঞ্চ শোভনম্ ॥২

ষোড়শ অধ্যায়।

[কীচকের দ্বারা দ্রৌপদীর অপমান।]

কীচক বলিলেন,—হে সুকেশি! আসিতে তোমার কোন কষ্ট হয় নাই ত'? তুমি আমার অধীশ্বরী, তুমি উপস্থিত হইয়াছ—আমার রাত্রি সুপ্রভাত হইয়াছে।১

সুবর্ণমালা, শঙ্খ, নানাদেশীয় সুবর্ণখচিত উজ্জল কুণ্ডল ও কেয়ূর, সুন্দর সুন্দর মণি ও রত্ন

আহরন্তু চ বস্ত্রাণি কৌশিকান্যজিনানি চ।
অস্তি মে শয়নং দিব্যং ত্বদর্থমুপকল্পিতম্।
এহি তত্র ময়া সার্দ্ধং পিবস্ব মধুমাধবীম্ ॥৩

দ্রৌপদ্যুবাচ।

(নাহং শক্যা ত্বয়া স্প্রষ্টুং নিষাদেনেব ব্রাহ্মণী।
মা গমিষ্যসি দুর্বুদ্ধে গতিং দুর্গান্তরান্তরাম্॥
যত্র গচ্ছন্তি বহবঃ পরদারাভিমর্শকাঃ।
নরাঃ সম্ভিন্নমর্যাদাঃ কীটবচ্চ গুহাশয়াঃ ॥)
অপ্রৈষীদ্ রাজপুত্ত্রী মাং সুরাহারীং তবান্তিকম্।
পানমাহর মে ক্ষিপ্রং পিপাসা মেহতি চাব্রবীৎ ॥৪

কীচক উবাচ।

অন্যা ভদ্রে নয়িষ্যন্তি রাজপুত্ত্র্যাঃ প্রতিশ্রুতম্।
ইত্যেতাং দক্ষিণে পাণৌ সূতপুত্রঃ পরামৃশৎ ॥৫

দ্রৌপদ্যুবাচ।

যথৈবাহং নাভিচরে কদাচিৎ
পতীন্ মদাদ্ বৈ মনসাপি জাতু।
তেনৈব সত্যেন বশীকৃতং ত্বাং
দ্রষ্টাস্মি পাপং পরিকৃষ্যমাণম্ ॥৬

বৈশম্পায়ন উবাচ।

স তামভিপ্রেক্ষ্য বিশালনেত্রাং
জিঘৃক্ষমাণঃ পরিভর্ৎসয়ন্তীম্।
জগ্রাহ তামুত্তরবস্ত্রদেশে
স কীচকস্তাং সহসাক্ষিপন্তীম্ ॥৭
প্রগৃহ্যমাণা তু মহাজবেন
মুহুর্বিনিঃশ্বস্য চ রাজপুত্ত্রী।
তয়া সমাক্ষিপ্ততনুঃ স পাপঃ
পপাত শাখীব নিকৃত্তমূলঃ ॥৮

এবং তসর, গরদ ও লোমজাদি নানাবিধ বস্ত্র তোমার জন্য আনয়ন করুক। তোমার জন্যই প্রস্তুত করা আমার সুন্দর শয্যা রহিয়াছে। এস, সেই শয্যায় আমার সহিত বসন্তপুষ্পজাত মদিরা পান কর।২-৩

দ্রৌপদী বলিলেন,—(চণ্ডাল যেমন ব্রাহ্মণীকে স্পর্শ করিতে পারে না, তুমি সেইরূপ আমাকে স্পর্শ করিতে পার না। রে দুর্ব্বুদ্ধে! মর্য্যাদা-লঙ্ঘনকারী পারদারিক পুরুষেরা গুহাভ্যন্তরে বিলীন কীটের ন্যায় যে দুর্গতির গভীর গহ্বরে প্রবেশ করে, তুই তাহাতে প্রবেশ করিস্ না।)

রাজকন্যা সুদেষ্ণা আমাকে সুরা লইয়া যাইবার জন্য তোমার নিকট পাঠাইয়াছেন। "সত্বর আমার পানীয় লইয়া আইস, আমার অত্যন্ত পিপাসা" এ-কথাও বলিয়া দিয়াছেন।৪

কীচক বলিল,—ভদ্রে! অন্য দাসীরা রাজপুত্রীর নিকট প্রতিশ্রুত পানীয় লইয়া যাইবে। এই কথা বলিয়া কীচক তাঁহার দক্ষিণ-হস্ত ধরিয়া ফেলিল।

দ্রৌপদী বলিলেন,—তুমি মহাপাপিষ্ঠ, আমি যেরূপ কখনও প্রমাদবশেও মনে মনেও স্বীয় পতিগণকে অতিক্রম করি নাই, সেই সত্য-প্রভাবেই তোমাকে দূরে আকৃষ্ট ও বশীকৃত দেখিব।৬

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—সেই কীচক বিশাল-লোচনা দ্রৌপদীর প্রতি লোলুপ দৃষ্টিপাত করিয়া তাঁহাকে ধরিয়া লইতে ইচ্ছা করিল এবং উত্তরীয়-বস্ত্র ধরিয়া ফেলিল।৭

দ্রৌপদী তাহাকে ছাড়াইয়া লইবার চেষ্টা করিতেছিলেন। কীচক ধরিয়া রাখায় দ্রৌপদী মহাবেগে বারংবার শ্বাস লইয়া তাহাকে ধাক্কা দিয়া সরাইয়া দিলেন, দেহে ধাক্কা লাগায় সেই পাপিষ্ঠ ছিন্নমূল বৃক্ষের ন্যায় পতিত

সা গৃহীতা বিধুন্বানা ভূমাবাক্ষিপ্য কীচকম্ ।
সভাং শরণমাগচ্ছদ্ যত্র রাজা যুধিষ্ঠিরঃ ॥৯

তাং কীচকঃ প্রধাবন্তীং কেশপাশে পরামৃশৎ ।
অথৈনাং পশ্যতো রাজ্ঞঃ পাতয়িত্বা পদাবধীৎ ॥১০

তস্য যোঽসৌ তদার্কেণ রাক্ষসঃ সংনিয়োজিতঃ ।
স কীচকমপোবাহ বাতবেগেন ভারত ॥১১

স পপাত তদা ভূমৌ রক্ষোবলসমাহতঃ ।
বিঘূর্ণমানো নিশ্চেষ্টশ্ছিন্নমূল ইব দ্রুমঃ ॥১২

(সভায়াং পশ্যতো রাজ্ঞো বিরাটস্য মহাত্মনঃ ।
ব্রাহ্মণানাঞ্চ বৃদ্ধানাং ক্ষত্রিয়াণাঞ্চ পশ্যতাম্ ॥

তস্যাঃ পাদাভিতপ্তায়া মুখাদ্ রুধিরমাস্রবৎ ।
তাং দৃষ্ট্বা তত্র তে সভ্যা হাহাভূতাঃ সমন্ততঃ ॥

ন যুক্তং সূতপুত্রেতি কীচকেতি চ মানবাঃ ।
কিমিয়ং বধ্যতে বালা কৃপণা চাপ্যবান্ধবা ॥)

তাং চাসীনৌ দদৃশতুর্ভীমসেন-যুধিষ্ঠিরৌ ।
অমৃষ্যমাণৌ কৃষ্ণায়াঃ কীচকেন পরাভবম্ ॥১৩

তস্য ভীমো বধং প্রেপ্সুঃ কীচকস্য দুরাত্মনঃ ।
দন্তৈর্দন্তাংস্তদা রোষান্নিষ্পিপেষ মহামনাঃ ॥১৪

ধূমচ্ছায়া হ্যভজতাং নেত্রে চোচ্ছ্রিতপক্ষ্মণী ।
সস্বেদা ভ্রুকুটী চোগ্রা ললাটে সমবর্তত ॥১৫

হস্তেন মমৃজে চৈব ললাটং পরবীরহা ।
ভূয়শ্চ ত্বরিতঃ ক্রুদ্ধঃ সহসোত্থাতুমৈচ্ছত ॥১৬

অথাবমৃদ্নাদঙ্গুষ্ঠমঙ্গুষ্ঠেন যুধিষ্ঠিরঃ ।
প্রবোধনভয়াদ্ রাজা ভীমং তং প্রত্যষেধয়ৎ ॥১৭

হইল ।৮

ধৃতা দ্রৌপদী কীচককে মাটীতে ফেলিয়া দিয়া কাঁপিতে কাঁপিতে যেখানে রাজা যুধিষ্ঠির আছেন, তাঁহার শরণস্থল সেই রাজসভায় গমন করিতে লাগিলেন ।৯

কীচক প্রধাবিতা দ্রৌপদীর কেশপাশে ধরিয়া ফেলিল। তারপর রাজার সমক্ষেই তাঁহাকে ভূপাতিত করিয়া পদাঘাত করিল ।১০

হে জনমেজয়! তখন সূর্য্যদেব যে রাক্ষসটীকে নিযুক্ত করিয়াছিলেন, সে কীচককে বায়ুবেগে উল্টাইয়া দিল ।১১

রাক্ষস কর্ত্তৃক সবলে তাড়িত হইয়া কীচক নিশ্চেষ্ট হইয়া ঘুরিতে ঘুরিতে ছিন্নমূলদ্রুমের ন্যায় ভূতলে পতিত হইল ।১২

(সভামধ্যস্থ বিরাটরাজা এবং বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্যবর্গের সমক্ষেই কীচকের পদাঘাতে আহত দ্রৌপদীর মুখ হইতে রক্তপাত হইতে লাগিল। তাঁহাকে দেখিয়া সেই সভার চারিদিকে সভাসদ্গণ হাহাকার করিয়া বলিতে লাগিলেন, হে সূতপুত্র কীচক! ইহা উচিত নহে। এই স্বজনহীনা দীনা বালিকাকে প্রহার করিতেছ কেন?)

সভামধ্যে উপবিষ্ট যুধিষ্ঠির ও ভীমসেন কীচকের হস্তে লাঞ্ছিতা দ্রৌপদীকে দেখিলেন এবং তাঁহারা কীচকের হস্তে দ্রৌপদীর সেই লাঞ্ছনা সহ্য করিতে পারিলেন না ।১৩

মহা অভিমানী ভীমসেন দুরাত্মা কীচককে বধ করিবার ইচ্ছায় তখন ক্রোধে দন্তে দন্ত পেষণ করিতে লাগিলেন ।১৪

তাঁহার চোখের পাতা বিস্ফারিত হইল, ললাটে ভ্রূকুটী ও ঘর্ম্মোদ্গম হইল, তিনি চোখে ধোঁয়ার ন্যায় দেখিতে লাগিলেন ।১৫

শত্রুবীরহন্তা ভীম হাত দিয়া ললাট মুছিয়া ফেলিলেন এবং পুনরায় ক্রুদ্ধ হইয়া সত্বর উত্থিত হইতে ইচ্ছা করিলেন ।১৬

তং মত্তমিব মাতঙ্গং বীক্ষমাণং বনস্পতিম্।
স তমাবারয়ামাস ভীমসেনং যুধিষ্ঠিরঃ ॥১৮

আলোকয়সি কিং বৃক্ষং সূদ দারুকৃতেন বৈ।
যদি তে দারুভিঃ কৃত্যং বহির্ব্বৃক্ষান্নিগৃহ্যতাম্ ॥১৯

(যস্য চার্দ্রস্য বৃক্ষস্য শীতচ্ছায়াং সমাশ্রয়েৎ।
ন তস্য পর্ণং ক্রুহ্যেত পূর্ব্ববৃত্তমনুস্মরন্ ॥)

(ইঙ্গিতজ্ঞঃ স তু ভ্রাতুস্তূষ্ণীমাসীদ্ বৃকোদরঃ ॥
ভীমস্য তু সমারম্ভং দৃষ্ট্বা রাজ্ঞশ্চ চেষ্টিতম্।
দ্রৌপদ্যত্যধিকং ক্রুদ্ধা প্রারুদৎ সা পুনঃ পুনঃ ॥
কীচকেনানুগমনাৎ কৃষ্ণা তাম্রায়তেক্ষণা।)

সা সভাদ্বারমাসাদ্য রুদতী মৎস্যমব্রবীৎ।
অবেক্ষমাণা সুশ্রোণী পতীংস্তান্ দীনচেতসঃ ॥২০

আকারমভিরক্ষন্তী প্রতিজ্ঞাধর্ম্মসংহিতা।
দহ্যমানেব রৌদ্রেণ চক্ষুষা দ্রুপদাত্মজা ॥২১

(দ্রৌপদ্যুবাচ

প্রজারক্ষণশীলানাং রাজ্ঞাং হ্যমিততেজসাম্।
কার্য্যং হি পালনং নিত্যং ধর্ম্মে সত্যে চ তিষ্ঠতাম্।

স্বপ্রজায়াং প্রজায়াঞ্চ বিশেষং নাধিগচ্ছতাম্।
প্রিয়েষ্বপি চ দ্বেষ্যেষু সমত্বং যে সমাশ্রিতাঃ ॥

বিবাদেষু প্রবৃত্তেষু সমং কার্য্যানুদর্শিনা।
রাজ্ঞা ধর্ম্মাসনস্থেন জিতৌ লোকাবুভাবপি ॥
রাজন্ ধর্ম্মাসনস্থোঽপি রক্ষ মাং ত্বমনাগসীম্ ॥

অনন্তর যুধিষ্ঠির নিজের অঙ্গুষ্ঠ দ্বারা তাঁহার অঙ্গুষ্ঠ টিপিয়া দিলেন, লোকের জানিয়া ফেলিবার ভয়ে তিনি এইভাবে ভীমকে নিষেধ করিলেন।১৭

মত্ত মাতঙ্গের ন্যায় বৃহদ্ বৃক্ষের প্রতি দৃষ্টিপাতকারী ভীমকে যুধিষ্ঠির বারণ করিতে লাগিলেন।১৮

যুধিষ্ঠির বলিলেন,—হে সূদ (পাচক)। তুমি কাষ্ঠের জন্য বৃক্ষের প্রতি দৃষ্টিপাত করিতেছ কি? যদি তোমার কাষ্ঠের প্রয়োজন থাকে, তবে বাহিরের বৃক্ষ হইতে আহরণ কর।১৯

(যে সরস বৃক্ষের শীতল ছায়ায় আশ্রয় গ্রহণ করা যায় পূর্ব্বোপকার স্মরণ করিয়া তাহার পাতাও নষ্ট করিতে নাই। ভ্রাতার ইঙ্গিত বুঝিতে পারিয়া বৃকোদর চুপ করিলেন। ভীমের সেই উত্তম ও যুধিষ্ঠিরের নিবারণ দেখিয়া দ্রৌপদী অত্যধিক ক্রুদ্ধ হইলেন এবং তিনি পুনঃ পুনঃ রোদন করিতে লাগিলেন। কীচক তাঁহার অনুগামী হওয়ায় ক্রোধে তাঁহার নেত্র বিস্ফারিত ও আরক্ত হইয়াছিল।)

সেই রোদনপরায়ণা সুন্দরী দ্রৌপদী সভাদ্বারে উপস্থিত হইয়া বিষণ্ণচিত্ত পতিগণকে দেখিতে লাগিলেন, তাঁহার উগ্রদৃষ্টি যেন দগ্ধ করিতে লাগিল। তথাপি তিনি প্রতিজ্ঞাধর্ম্মে স্থির থাকিয়া পরিচয় গোপন রাখিয়া মৎস্যরাজকে বলিতে লাগিলেন।২০-২১

(দ্রৌপদী বলিলেন,—শত্রু ও মিত্রের প্রতি যাঁহারা সমদর্শী, স্বীয় সন্ততি ও প্রজাবর্গের মধ্যে যাঁহারা পার্থক্য বোধ করেন না, সেই প্রজাপালনপরায়ণ, সত্য ও ধর্ম্মনিষ্ঠ অমিতবলশালী নৃপতিবর্গের সর্ব্বদাই প্রজাদিগকে রক্ষা করা উচিত।

কোন রূপ বিবাদ সংঘটিত হইলে যে রাজা ধর্ম্মাসনস্থ হইয়া সমভাবে (অর্থাৎ নিরপেক্ষভাবে) কর্ত্তব্য বিচার করেন, ইহলোক এবং পরলোক এই উভয়লোকই তাঁহার বিজিত হয়।

রাজন্। আপনি ধর্ম্মাসনে সমাসীন, আপনি নিরপরাধা আমাকে রক্ষা করুন।

অহং ত্বনপরাধ্যন্তী কীচকেন দুরাত্মনা।
পশ্যতস্তে মহারাজ হতা পাদেন দাসবৎ ॥

মৎস্যাধিপ প্রজা রক্ষ পিতা পুত্রানিবৌরসান্ ॥
যস্ত্বধর্মেণ কার্য্যাণি মোহাত্মা কুরুতে নৃপঃ।
অচিরাৎ তং দুরাত্মানং বশে কুর্বন্তি শত্রবঃ ॥

মৎস্যানাং কুলজস্ত্বং হি তেষাং সত্যং পরায়ণম্।
ত্বং কিলৈবংবিধো জাতঃ কুলে ধর্মপরায়ণে ॥

অতস্ত্বাহমভিক্রন্দে শরণার্থং নরাধিপ।
ত্রাহি মামদ্য রাজেন্দ্র কীচকাৎ পাপপুরুষাৎ ॥

অনাথমিহ মাং জ্ঞাত্বা কীচকঃ পুরুষাধমঃ।
প্রহরত্যেব নীচাত্মা ন তু ধর্মমবেক্ষতে ॥

অকার্য্যাণামনারম্ভাৎ কার্য্যাণামনুপালনাৎ।
প্রজাসু যে সুবৃত্তাস্তে স্বর্গমায়ান্তি ভূমিপাঃ ॥

কার্য্যাকার্য্যবিশেষজ্ঞাঃ কামকারেণ পার্থিব।
প্রজাসু কিল্বিষং কৃত্বা নরকং যান্ত্যধোমুখাঃ ॥

নৈব যজ্ঞৈর্ন বা দানৈর্ন গুরোরুপসেবয়া।
প্রাপ্নুবন্তি তথা ধর্মং যথা কার্য্যানুপালনাৎ ॥

ক্রিয়ায়ামক্রিয়ায়াঞ্চ প্রাপণে পুণ্য-পাপয়োঃ ॥
প্রজায়াং সৃজ্যমানায়াং পুরা হেতুদুদাহৃতম্।
এতদ্ বো মানুষাঃ সম্যক্ কার্য্যং দ্বন্দ্বতয়া ভুবি।
অস্মিন্ সুনীতে দুর্নীতে লভতে কর্মজং ফলম্ ॥

কল্যাণকারী কল্যাণং পাপকারী চ পাপকম্।
তেন গচ্ছতি সংসর্গং স্বর্গায় নরকায় বা ॥

আমি নিরপরাধা, মহারাজ! আমি কোন অপরাধ করি নাই, তথাপি দুরাত্মা কীচক আপনার সমক্ষেই ভৃত্যের ন্যায় আমাকে পদাঘাত করিয়াছে।

হে মৎস্যরাজ! পিতা যেমন নিজ ঔরসজাত পুত্রদিগকে রক্ষা করেন, আপনি প্রজাদিগকে সেইরূপ রক্ষা করুন।

যে রাজা মোহাবিষ্ট হইয়া অধর্ম্মানুযায়ী কার্য্য করে, শত্রুগণ অচিরেই সেই দুরাত্মাকে বশীভূত করিয়া ফেলে।

সত্যই যাহাদের পরম আশ্রয়, আপনি সেই মৎস্যরাজবংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, ধার্ম্মিক বংশে আপনিও সেইরূপই হইয়াছেন।

হে রাজন্! সেই জন্যই আপনার শরণাগত হইবার অভিপ্রায়ে আমি আপনাকে উচ্চৈঃস্বরে আহ্বান করিতেছি। হে নৃপতিপ্রবর! অদ্য আপনি আমাকে এই পাপিষ্ঠ কীচকের হাত হইতে রক্ষা করুন।

এই নীচমনা পুরুষাধম কীচক আমাকে অনাথা জানিয়া প্রহার করিতেছে। ধর্ম্মের দিকে তাকাইতেছে না। প্রজাদের উপর সদাচরণকারী রাজারা অকর্ত্তব্য না করিয়া এবং কর্ত্তব্য পালন করিয়া স্বর্গলাভ করেন।

হে রাজন্! কর্ত্তব্য ও অকর্ত্তব্যে পার্থক্য জানিয়াও প্রজার উপর পাপাচরণ করিয়া নিম্নাভিমুখী রাজারা স্বেচ্ছাচারিতার জন্য নরকে গমন করে।

প্রজার প্রতি কর্ত্তব্য-পালনে রাজার যেরূপ ধর্ম্মলাভ হয়, প্রভূত যজ্ঞ, প্রচুর দান বা গুরু-সেবাতেও সেরূপ হয় না।

সৎ কার্য্য ও অসৎকার্য্য, পুণ্য ও পাপপ্রাপ্তি বিষয়ে পুরাকালে প্রজাসৃষ্টির সময়ে এইরূপ কথিত হইয়াছিল। হে মানবগণ! পৃথিবীতে পাপপুণ্যের দ্বন্দ্ব থাকায় সমীচীন কার্য্যই তোমাদের কর্ত্তব্য। জগতে সুনীতি বা দুর্নীতি

সুকৃতং দুষ্কৃতং বাপি কৃত্বা মোহেন মানবঃ।
পশ্চাত্তাপেন তপ্যেত সুবুদ্ধ্যা মরণং গতঃ ॥

এবমুক্ত্বা পরং বাক্যং বিসসর্জ্জ শতক্রতুম্।
শক্রোঽপ্যাপৃচ্ছ্য ব্রহ্মাণং দেবরাজ্যমপালয়ৎ ॥

যথোক্তং দেবদেবেন ব্রহ্মণা পরমেষ্ঠিনা।
তথা ত্বমপি রাজেন্দ্র কার্য্যাকার্য্যে স্থিরো ভব ॥

বৈশম্পায়ন উবাচ।

এবং বিলপমানায়াং পাঞ্চাল্যাং মৎস্যপুঙ্গবঃ।
অশক্তঃ কীচকং তত্র শাসিতুং বলদর্পিতম্ ॥

বিরাটরাজঃ সূতং তু সান্ত্বেনৈব ন্যবারয়ৎ।
কীচকং মৎস্যরাজেন কৃতাগসমনিন্দিতা ॥

নাপরাধানুরূপেণ দণ্ডেন প্রতিপাদিতম্।
পাঞ্চালরাজস্য সুতা দৃষ্ট্বা সুরসুতোপমা ॥
ধর্ম্মজ্ঞা ব্যবহারাণাং কীচকং কৃতকিল্বিষম্।
পুনঃ প্রোবাচ রাজানং স্মরন্তী ধর্ম্মমুত্তমম্ ॥
সম্প্রেক্ষ্য চ বরারোহা সর্ব্বাংস্তত্র সভাসদঃ।
বিরাটং চাহ পাঞ্চালী দুঃখেনাবিষ্টচেতনা ॥)

যেষাং বৈরী ন স্বপিতি ষষ্ঠেঽপি বিষয়ে বসন্।
তেষাং মাং মানিনীং ভার্য্যাং সূতপুত্রঃ পদাবধীৎ ॥২২

যে দদ্যুর্ন চ যাচেয়ুর্ব্রহ্মণ্যাঃ সত্যবাদিনঃ।
তেষাং মাং মানিনীং ভার্য্যাং সূতপুত্রঃ পদাবধীৎ ॥২৩

যেষাং দুন্দুভিনির্ঘোষো জ্যাঘোষঃ শ্রূয়তেঽনিশম্।
তেষাং মাং মানিনীং ভার্য্যাং সূতপুত্রঃ পদাবধীৎ ॥২৪

করিলে কর্ম্মানুরূপ ফললাভ হয়।

কল্যাণকারী কল্যাণ লাভ করে ও পাপকারী পাপঅর্জ্জন করে। তাহার ফলে স্বর্গ বা নরকে গমন করিতে হয়।

মানুষ নিজের বুদ্ধিমোহবশতঃ পাপপ্রদ দুষ্কার্য্য উত্তমরূপে করিয়া মরণ ডাকিয়া আনে এবং পরে অনুতাপে সন্তপ্ত হয়।

ব্রহ্মা এইরূপ বলিয়া ইন্দ্রকে বিদায় দিয়াছিলেন এবং ইন্দ্রও ব্রহ্মার অনুমতি লইয়া দেবরাজ্য পালনে ব্যাপৃত হইয়াছিলেন।

হে রাজন্! পরম দেবতা পরমেষ্ঠী ব্রহ্মা যে-রূপ বলিয়াছিলেন, আপনিও কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্যে সেইরূপ অবিচল হউন।

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—দ্রৌপদী এইরূপ বিলাপ করিতে লাগিলে তখন বলদর্পিত কীচককে শাসন করিতে অক্ষম মৎস্যদেশাধিপতি রাজা বিরাট মধুর বাক্যেই তাহাকে বারণ করিলেন।

মৎস্যরাজ কৃতাপরাধ কীচককে অপরাধানুরূপ দণ্ডে দণ্ডিত করিলেন না দেখিয়া দেবসুতোপমা, ব্যবহারধর্ম্মজ্ঞা পাঞ্চালরাজপুত্রী উত্তমধর্ম্ম স্মরণ করিয়া পাপকারী কীচক ও তত্রত্য সমস্ত সভাসদ্দিগের প্রতি দৃষ্টিপাতপূর্ব্বক পুনরায় বিরাটরাজাকে বলিতে লাগিলেন। দুঃখাবিষ্টচিত্তে দ্রৌপদী বলিলেন,—)

যাঁহাদের বৈরী ছয় রাজ্যের ব্যবধানে বাস করিয়াও নিদ্রা যাইতে পারে না, আমি তাঁহাদের মর্য্যাদাশালিনী ভার্য্যা, সূতপুত্র সেই আমাকে পদাঘাত করিয়াছে।২২

যাঁহারা সত্যবাদী ও ব্রাহ্মণের হিতৈষী, যাঁহারা দানই করেন, কিন্তু প্রার্থনা করেন না, আমি তাঁহাদের মর্য্যাদাশালিনী ভার্য্যা, সূতপুত্র সেই আমাকে পদাঘাত করিয়াছে।২৩

যাঁহাদের জ্যা-নিনাদ সর্ব্বদা দুন্দুভিধ্বনির ন্যায় শোনা যায়, আমি তাঁহাদের মর্য্যাদাশালিনী ভার্য্যা, সেই আমাকে সূতপুত্র পদাঘাত করিয়াছে।২৪

যে চ তেজস্বিনো দান্তা বলবন্তোঽতিমানিনঃ।
তেষাং মাং মানিনীং ভার্য্যাং সূতপুত্রঃ পদাবধীৎ॥২৫
সর্বলোকমিমং হন্যুর্ধর্মপাশসিতাস্তু যে।
তেষাং মাং মানিনীং ভার্য্যাং সূতপুত্রঃ পদাবধীৎ॥২৬

শরণং যে প্রপন্নানাং ভবন্তি শরণার্থিনাম্।
চরন্তি লোকে প্রচ্ছন্নাঃ ক নু তেঽদ্য মহারথাঃ॥২৭
কথং তে সূতপুত্রেণ বধ্যমানাং প্রিয়াং সতীম্।
মর্ষয়ন্তী যথা ক্লীবা বলবন্তোঽমিতৌজসঃ॥২৮
ক নু তেষামমর্ষশ্চ বীর্য্যং তেজশ্চ বর্ততে।
ন পরীপ্সন্তি যে ভার্য্যাং বধ্যমানাং দুরাত্মনা॥২৯
ময়াত্র শক্যং কিং কর্ত্তুং বিরাটে ধর্মদূষকে।
যঃ পশ্যন্ মাং মর্ষয়তি বধ্যমানামনাগসম্॥৩০

যাঁহারা তেজস্বী, জিতেন্দ্রিয়, বলবান্ ও অত্যন্ত অভিমানী, আমি তাঁহাদের মর্য্যাদাশালিনী ভার্য্যা, সূতপুত্র সেই আমাকে পদাঘাত করিয়াছে।২৫

যাঁহারা এই সমস্ত জগৎটাই সংহার করিয়া ফেলিতে পারেন, কিন্তু এখন ধর্ম্মপাশে বদ্ধ রহিয়াছেন, আমি তাঁহাদের মর্য্যাদাশালিনী ভার্য্যা, সূতপুত্র সেই আমাকে পদাঘাত করিয়াছে।২৬

যাঁহারা আশ্রিত ও শরণাগত ব্যক্তিগণের রক্ষাকর্ত্তা হইয়া থাকেন, যাঁহারা জগতে প্রচ্ছন্নভাবে বিচরণ করিতেছেন, সেই মহারথীরা আজ কোথায়?২৭

সেই মহাতেজস্বী মহাবীরেরা পতিব্রতা পত্নীর প্রতি সূতপুত্রের প্রহার ক্লীবের ন্যায় সহ্য করিতেছেন কেন?২৮

দুরাত্মা কীচকের দ্বারা প্রহৃতা ভার্য্যার নিকটে যাঁহারা উপস্থিত হইতেছেন না, তাঁহাদের তেজ, বীর্য্য, ক্রোধ কোথায় আছে?২৯

ন রাজা রাজবৎ কিঞ্চিৎ সমাচরতি কীচকে।
দস্যূনামিব ধর্মস্তে ন হি সংসদি শোভতে॥৩১
নাহমেতেন যুক্তং বৈ হন্তুং মৎস্য তবান্তিকে।
সভাসদোঽত্র পশ্যন্তু কীচকস্য ব্যতিক্রমম্॥৩২
কীচকো ন চ ধর্মজ্ঞো ন চ মৎস্যঃ কথঞ্চন।
সভাসদোঽপ্যধর্মজ্ঞা য এনং পর্য্যুপাসতে॥৩৩

বৈশম্পায়ন উবাচ।
এবংবিধৈর্বচোভিঃ সা তদা কৃষ্ণাশ্রুলোচনা।
উপালভত রাজানং মৎস্যানাং বরবর্ণিনী॥৩৪

বিরাট উবাচ।
পরোক্ষং নাভিজানামি বিগ্রহং যুবয়োরহম্।
অর্থতত্ত্বমবিজ্ঞায় কিং নু স্যাৎ কৌশলং মম॥৩৫

বিনা অপরাধে আমাকে প্রহৃত হইতে দেখিয়াও যিনি সহ্য করিতেছেন, সেই বিরাট রাজা ধর্ম্মদূষক হইয়াছেন।৩০

আমি এ-ক্ষেত্রে কি করিতে পারি? রাজা কীচকের প্রতি রাজযোগ্য কিছু কার্য্য করিলেন না। হে মৎস্যরাজ! আপনার এই দস্যুর ন্যায় আচরণ সভামধ্যে শোভা পায় না।৩১

আপনার নিকটে আমাকে প্রহার করা ইহার উচিত হয় নাই। সভাসদ্গণ কীচকের এই ব্যতিক্রম লক্ষ্য করুন।৩২

কীচক ধর্ম্মজ্ঞ নহে, মৎস্যরাজও কোনমতেই ধর্ম্মজ্ঞ নহেন, আর যাঁহারা ইঁহাকে ঘিরিয়া চারিদিকে বসিয়া রহিয়াছেন, সেই সভাসদ্গণও ধর্ম্মজ্ঞ নহেন।৩৩

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—সেই সুন্দরী দ্রৌপদী অশ্রুপূর্ণ নেত্রে এইরূপ বাক্যাবলীর দ্বারা মৎস্য-দেশের রাজাকে তিরস্কার করিলেন।৩৪

বিরাট বলিলেন,—আমার অসাক্ষাতে

বৈশম্পায়ন উবাচ।

ততস্তু সভ্যা বিজ্ঞায় কৃষ্ণাং ভূয়োঽভ্যপূজয়ন্।
সাধু সাধ্বিতি চাপ্যাহুঃ কীচকঞ্চ ব্যগর্হয়ন্ ॥৩৬

সভ্যা উচুঃ।

যস্যেয়ং চারুসর্বাঙ্গী ভার্য্যা স্যাদায়তেক্ষণা।
পরো লাভস্তু তস্য স্যান্ন চ শোচেৎ কথঞ্চন ॥৩৭

(যস্যা গাত্রং শুভং পীনং মুখং জয়তি পঙ্কজম্।
গতির্হংসং স্মিতং কুন্দং সৈষা নার্হতি পদ্বধম্ ॥

দ্বাত্রিংশদ্ দশনা যস্যাঃ শ্বেতা মাংসনিবন্ধনাঃ।
স্নিগ্ধাশ্চ মৃদবঃ কেশাঃ সৈষা নার্হতি পদ্বধম্ ॥

পদ্মং চক্রং ধ্বজং শঙ্খং প্রাসাদো মকরস্তথা।
যস্যাঃ পাণিতলে সন্তি সৈষা নার্হতি পদ্বধম্ ॥

আবর্তাঃ খলু চত্বারঃ সর্বে চৈব প্রদক্ষিণাঃ।
সমং গাত্রং শুভং স্নিগ্ধং যস্যা নার্হতি পদ্বধম্ ॥

অচ্ছিদ্রহস্তপাদা চ অচ্ছিদ্রদশনা চ যা।
কন্যা কমলপত্রাক্ষী কথমর্হতি পদ্বধম্ ॥

সেয়ং লক্ষণসম্পন্না পূর্ণচন্দ্রনিভাননা।
সুরূপিণী সুবদনা নেয়ং যোগ্যা পদা বধম্ ॥

দেবদেবীব সুভগা শক্রদেবীব শোভনা।
অপ্সরা ইব সৌরূপ্যান্নেয়ং যোগ্যা পদা বধম্ ॥)

ন হীদৃশী মনুষ্যেষু সুলভা বরবর্ণিনী।
নারী সর্বানবদ্যাঙ্গী দেবীং মন্যামহে বয়ম্ ॥৩৮

তোমাদের বিরোধবিষয় আমি কিছু জানি না। প্রকৃত ব্যাপার না জানিয়া আমার পক্ষে কি সুবিচার সম্ভব হইতে পারে?৩৫

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—তারপর সভাসদ্গণ অবগত হইয়া দ্রৌপদীকে প্রচুর সম্মান দিলেন, "সাধু সাধু" বলিয়া প্রশংসা করিলেন এবং কীচকের নিন্দা করিতে লাগিলেন।৩৬

সভ্যগণ বলিতে লাগিলেন—এই বিশাল-নয়না, সর্ব্বাঙ্গশোভনা নারী যাহার ভার্য্যা, তাহার পরম লাভ হইবে এবং সে কিছুতেই শোক করিবে না।৩৭

(যাহার গাত্র সুন্দর ও পরিপুষ্ট, যাহার মুখ পদ্মের ন্যায়, গতি হংসের ন্যায় এবং স্মিতহাস্য কুন্দপুষ্পের ন্যায়, সেই এই রমণী পদাঘাতের যোগ্যা নহে।

যাহার বত্রিশটি দাঁতই শুভ্রবর্ণ ও চারিদিকে মাংসদ্বারা বদ্ধ এবং কেশপাশ কোমল ও চিক্কণ, সেই এই রমণী পদাঘাতের যোগ্যা নহে।

যাহার করতলে শঙ্খ, চক্র, পদ্ম, ধ্বজ, প্রাসাদ ও মকর চিহ্ন আছে, সেই এই রমণী পদাঘাতের যোগ্যা নহে।

যাহার চারিটি রোমাবর্ত্ত সবগুলিই দক্ষিণগামী, গাত্র সুন্দর, মসৃণ ও সমান অর্থাৎ সামঞ্জস্যপূর্ণ, সেই এই রমণী পদাঘাতের যোগ্যা নহে।

যাহার হাত ও পা-এর অঙ্গুলির মধ্যে ফাঁক নাই, দাঁতগুলিও ঘনসন্নিবিষ্ট, নয়নযুগল পদ্মের পাপড়ির ন্যায়, সেই কন্যা কিরূপে পদাঘাতের যোগ্যা হইতে পারে?

এই পূর্ণচন্দ্রমুখী, সুলক্ষণা, সুরূপা, সুন্দরী পদাঘাতের যোগ্যা নহে।

দেবপত্নীর ন্যায় সুভগা, ইন্দ্রাণীর ন্যায় সুন্দরী, অপ্সরার ন্যায় সুরূপা এই রমণী পদাঘাতের যোগ্যা নহে।)

মনুষ্যমধ্যে এরূপ অনবদ্য-সর্ব্বাবয়বা পরম রূপবতী নারী সুলভ নহে। ইহাকে আমরা দেবী বলিয়া মনে করি।৩৮

বৈশম্পায়ন উবাচ।

এবং সম্পূজয়ন্তস্তে কৃষ্ণাং প্রেক্ষ্য সভাসদঃ।
যুধিষ্ঠিরস্য কোপাৎ তু ললাটে স্বেদ আগমৎ ॥৩৯

(সা বিনিঃশ্বস্য সুশ্রোণী ভূমাবন্তর্মুখী স্থিতা।
তূষ্ণীমাসীৎ তদা দৃষ্ট্বা বিবক্ষন্তং যুধিষ্ঠিরম্ ॥)

অথাব্রবীদ্ রাজপুত্রীং কৌরব্যো মহিষীং প্রিয়াম্।
গচ্ছ সৈরন্ধ্রি মাত্র স্থাঃ সুদেষ্ণায়া নিবেশনম্ ॥৪০

ভর্তারমনুরুন্ধন্ত্যঃ ক্লিশ্যন্তে বীরপত্নয়ঃ।
শুশ্রূষয়া ক্লিশ্যমানাঃ পতিলোকং জয়ন্ত্যুত ॥৪১

মন্যে ন কালং ক্রোধস্য পশ্যন্তি পতয়স্তব।
তেন ত্বাং নাভিধাবন্তি গন্ধর্বাঃ সূর্য্যবর্চসঃ ॥৪২

(শ্রূয়ন্তাং তে সুকেশান্তে মোক্ষধর্মাশ্রয়াঃ কথাঃ।
যথা ধর্মঃ কুলস্ত্রীণাং দৃষ্টো ধর্মানুরোধনাৎ ॥)

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—সেই সভাসদ্‌গণ দ্রৌপদীকে দেখিয়া এইভাবে প্রশংসা করিতে লাগিলেন। তখন ক্রোধে যুধিষ্ঠিরের ললাটে ঘর্ম্মোদ্গম হইল।৩৯

(তখন যুধিষ্ঠিরকে কিছু বলিতে ইচ্ছুক দেখিয়া, দ্রৌপদী অধোমুখী হইয়া চুপ করিয়া রহিলেন।)

অনন্তর যুধিষ্ঠির প্রিয়তমা মহিষী দ্রৌপদীকে বলিলেন,—সৈরন্ধ্রী। তুমি এখানে থাকিও না, মহিষী সুদেষ্ণার গৃহেই গমন কর।৪০

দেখ, বীর-পত্নীরা পতির অনুগামিনী হইয়া কষ্ট পাইয়া থাকেন। তাঁহারা পতির সুশ্রূষায় ক্লেশ ভোগ করিয়া পতিলোক জয় করিয়া থাকেন।৪১

মনে হয়, তোমার পতিগণ ইহা ক্রোধের উপযুক্ত কাল বলিয়া মনে করিতেছেন না। সেই জন্যই সেই সূর্য্যতুল্য তেজস্বী গন্ধর্ব্বগণ তোমার নিকট দ্রুত উপস্থিত হইতেছেন না।৪২

নাস্তি কশ্চিৎ স্ত্রিয়া যজ্ঞো ন শ্রাদ্ধং
　　নাপ্যুপোষণম্।
যা চ ভর্ত্তরি শুশ্রূষা সা স্বর্গায়াভিজায়তে ॥

পিতা রক্ষতি কৌমারে ভর্তা রক্ষতি যৌবনে।
পুত্রস্তু স্থবিরে ভাবে ন স্ত্রী স্বাতন্ত্র্যমর্হতি ॥

ভর্ত্তৄন্ প্রতি তথা পত্ন্যো ন ক্রুধ্যন্তি কদাচন।
বহুভিশ্চ পরিক্লেশৈরবজ্ঞাতাশ্চ শত্রুভিঃ ॥

অনন্যভাবশুশ্রূষাঃ পুণ্যলোকং ব্রজন্ত্যুত ॥

ন ক্রুদ্ধান্ প্রতি যায়াদ্ বৈ পতীংস্তে বৃত্রহা অপি ॥

যদি তে সময়ঃ কশ্চিৎ কৃতো হ্যায়তলোচনে।
তং স্মরস্ব ক্ষমাশীলে ক্ষমা ধর্মো হ্যনুত্তমঃ ॥

ক্ষমা সত্যং ক্ষমা দানং ক্ষমা ধর্মঃ ক্ষমা তপঃ।
ক্ষমাবতামযং লোকঃ পরলোকঃ ক্ষমাবতাম্ ॥

(হে সুকেশিনি। ধর্ম্মশাস্ত্র অনুশীলনে কুলস্ত্রীদিগের যেরূপ ধর্ম্মদৃষ্ট হয়, মোক্ষধর্ম্মাশ্রিত সেই সমস্ত কথা শ্রবণ কর।

স্ত্রীলোকদিগের কোন যজ্ঞ, কোন শ্রাদ্ধ বা দান কিংবা কোনরূপ ব্রতোপবাসাদি নাই। পতিসেবাই তাহাদের স্বর্গ-প্রদ।

বাল্যকালে পিতা, যৌবনে ভর্তা ও বার্দ্ধক্যে পুত্র স্ত্রীলোকের রক্ষক। স্ত্রীলোকের কোন বিষয়ে স্বাতন্ত্র্য নাই।

বহু ক্লেশ ভোগ করিয়াও শত্রুবৃন্দের দ্বারা অবমানিত হইয়াও পত্নীগণ কখনও পতির প্রতি কুপিত হন না।

পরন্তু অনন্যচিত্তে পতিসেবা করিয়াই পুণ্যলোকে গমন করেন।

তোমার পতিগণ ক্রুদ্ধ হইলে ইন্দ্রও তাহাদের নিকট যাইতে সমর্থ নহে।

হে আয়তলোচনে। হে ক্ষমাশীলে। যদি

দ্ব্যংশনো দ্বাদশাঙ্গস্য চতুর্বিংশতিপর্বণঃ।
কঃ ষষ্টিত্রিংশতারস্য মাসো নস্যাক্ষমী ভবেৎ॥

বৈশম্পায়ন উবাচ।
ইত্যেবমুক্তে তিষ্ঠন্তীং পুনরেবাহ ধর্মরাট্।)
অকালজ্ঞাসি সৈরন্ধ্রি শৈলূষীব বিরোদিষি।
বিঘ্নং করোষি মৎস্যানাং দীব্যতাং রাজসংসদি॥৪৩

গচ্ছ সৈরন্ধ্রি গন্ধর্বাঃ করিষ্যন্তি তব প্রিয়ম্।
ব্যপনেষ্যন্তি তে দুঃখং যেন তে বিপ্রিয়ং কৃতম্॥৪৪

সৈরন্ধ্র্যুবাচ।
অতীব তেষাং ঘৃণীনামর্থেঽহং ধর্মচারিণী।
তস্য তস্যৈব তে বধ্যা যেষাং
জ্যেষ্ঠোঽক্ষদেবিতা॥৪৫

বৈশম্পায়ন উবাচ।
ইত্যুক্ত্বা প্রাদ্রবৎ কৃষ্ণা সুদেষ্ণায়া নিবেশনম্।
কেশান্ মুক্ত্বা চ সুশ্রোণী সংরম্ভাল্লোহিতেক্ষণা॥৪৬

শুশুভে বদনং তস্যা রুদত্যাঃ সুচিরং তদা।
মেঘলেখাবিনির্মুক্তং দিবীব শশিমণ্ডলম্॥৪৭

তাঁহারা কোন শপথ বা প্রতিজ্ঞা করিয়া থাকেন, তবে তাহা স্মরণ কর।

ক্ষমা (সহিষ্ণুতা) সর্বোত্তম ধর্ম। ক্ষমা সত্য, ক্ষমা ধর্ম, ক্ষমা দান ও তপস্যা, যাহারা ক্ষমাশীল, ইহলোক ও পরলোক তাহাদের আয়ত্ত।

দুই অংশ, দ্বাদশ অঙ্গ, চতুর্বিংশতি পর্ব, তিনশত ষাটশলাকাযুক্ত মাসাবশিষ্ট ব্যক্তির সম্পর্কে কে আর অসহিষ্ণু হইয়া থাকে? অর্থাৎ দুই অয়ন, দ্বাদশমাস, চতুর্বিংশতি পক্ষ, তিনশত-ষাটদিনে বিভক্ত আমাদের অজ্ঞাতবাসের বৎসর পূর্ণ হইতে আর একমাস মাত্র বাকী, এই সময়ে অসহিষ্ণু হইও না। বাহ্যার্থ—মনুষ্যদেহ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ও খণ্ড খণ্ড নানা অঙ্গপ্রত্যঙ্গ জোড়া দিয়া সৃষ্টি অর্থাৎ অতি দুর্বল, ভঙ্গুর, ক্ষণস্থায়ী ও সহজেই বিনাশ্য। ইহার প্রতি ক্রোধে অধীর হইবার কারণ নাই। মাসখানেকের মধ্যেই এই অল্পায়ু কীচক নিজপাপে ধ্বংস হইবে, ইহার আয়ু শেষ হইয়া আসিয়াছে।

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—এই কথা বলা হইলে দ্রৌপদী চুপ করিয়া রহিলেন। তখন যুধিষ্ঠির পুনরায় বলিলেন,—)

সৈরন্ধ্রি! প্রতিবিধানের উপযুক্ত কালসম্পর্কে তোমার জ্ঞান নাই। সেইজন্যই তুমি নটীর ন্যায় রোদন করিতেছ এবং রাজসভায় ক্রীড়ারত মৎস্য-দেশীয় ব্যক্তিগণের বিঘ্ন উৎপাদন করিতেছ।৪৩

সৈরন্ধ্রি! তুমি যাও, গন্ধর্বগণ তোমার প্রিয়-কার্য্য করিবেন, যে ব্যক্তি তোমার অপ্রিয়-কার্য্য করিয়াছে, তাহাকে বিলুপ্ত করিবেন, তোমার দুঃখ দূর করিবেন।৪৪

সৈরন্ধ্রী বলিলেন,—যাঁহাদের জ্যেষ্ঠ-ভ্রাতা দ্যূতক্রীড়াপরায়ণ, সেই মহাদয়ালুদের জন্যই আমি ধর্মচারিণী হইয়া আছি। আমার অপ্রিয়কারী ব্যক্তিগণ তাঁহাদের সকলেরই বধার্হ।৪৫

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—সুন্দরী দ্রৌপদী এই কথা বলিয়া সুদেষ্ণার গৃহাভিমুখে দ্রুত প্রস্থান করিলেন—তাঁহার কেশপাশ মুক্ত ছিল এবং ক্রোধে চক্ষু রক্তবর্ণ হইয়াছিল।৪৬

দীর্ঘকাল রোদন করিয়া তাঁহার মুখমণ্ডল তখন আকাশে মেঘমুক্ত চন্দ্রমণ্ডলের ন্যায় শোভা ধারণ করিয়াছিল।৪৭

(পাংশুকুণ্ঠিতসর্বাঙ্গী গজরাজবধূরিব।
প্রতস্থে নাগনাসোরুর্ভর্তুরাজ্ঞায় শাসনম্ ॥
বিমুক্তা মৃগশাবাক্ষী নিরন্তরপয়োধরা।
প্রভা নক্ষত্ররাজস্য কালমেঘৈরিবাবৃতা ॥
যস্যা হ্যর্থে পাণ্ডবেয়াস্ত্যজেয়ুরপি জীবিতম্।
তাং তে দৃষ্ট্বা তথা কৃষ্ণাং ক্ষমিণো ধর্মচারিণঃ ॥
সময়ং নাতিবর্তন্তে বেলামিব মহোদধিঃ ॥)

সুদেষ্ণোবাচ।

কস্ত্বাবধীদ্ বরারোহে কস্মাদ্ রোদিষি শোভনে।
কস্যাদ্য ন সুখং ভদ্রে কেন তে বিপ্রিয়ং কৃতম্ ॥৪৮

(কিমিদং পদ্মসঙ্কাশং সুদন্তোষ্ঠাক্ষিনাসিকম্।
রুদন্ত্যা অবমৃষ্টাংস্রং পূর্ণেন্দুসমবর্চসম্ ॥

(গজরাজবধূর ন্যায় তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ ধূলায় ধূসরিত হইয়াছিল। তাঁহার উরু হস্তীর শুণ্ডের ন্যায়, তিনি স্বামীর আদেশ অবগত হইয়া প্রস্থান করিলেন।

নিবিড়-পয়োধরা, মৃগশিশুনেত্রা দ্রৌপদী কৃষ্ণ-মেঘাবৃতা শশিপ্রভার ন্যায় (কীচকের হাত হইতে) মুক্তিলাভ করিলেন। পাণ্ডবগণ যাঁহার জন্য জীবন পর্য্যন্ত পরিত্যাগ করিতে পারেন, সেই দ্রৌপদীকে সেই অবস্থায় দেখিয়াও তাঁহারা সহিষ্ণু ও ধর্ম্মচারী হইয়া রহিলেন।

সমুদ্র যেমন বেলাভূমিকে অতিক্রম করে না, তাঁহারাও সেইরূপ (অসময়ে আত্মপ্রকাশ করিয়া) প্রতিজ্ঞা লঙ্ঘন করিলেন না।

সুদেষ্ণা বলিলেন,—হে সুন্দরি! কিজন্য তুমি রোদন করিতেছ? কে তোমাকে প্রহার করিয়াছে? ভদ্রে! কে তোমার অপ্রিয় আচরণ করিয়াছে? কাহার কপালে আজ সুখ নাই?॥৪৮

বিম্বোষ্ঠং কৃষ্ণতারাভ্যামত্যন্তরুচিরপ্রভম্।
নয়নাভ্যামজিহ্মাভ্যাং মুখং তে মুঞ্চতে জলম্ ॥

বৈশম্পায়ন উবাচ।

তাং নিঃশ্বস্যাব্রবীৎ কৃষ্ণা জানন্তী নাম পৃচ্ছসি।
ভ্রাত্রে ত্বং মামনুপ্রেষ্য কিমেবং ত্বং বিকত্থসে ॥)

দ্রৌপদ্যুবাচ।

কীচকো মাঽবধীৎ তত্র সুরাহারীং গতাং তব।
সভায়াং পশ্যতো রাজ্ঞো যথৈব বিজনে বনে ॥৪৯

সুদেষ্ণোবাচ।

ঘাতয়ামি সুকেশান্তে কীচকং যদি মন্যসে।
যোঽসৌ ত্বাং কামসম্মত্তো দুর্লভামবমন্যতে ॥৫০

(পদ্মের ন্যায় সুন্দর, পূর্ণেন্দুসম কান্তি, সুন্দর দন্ত, ওষ্ঠ, চক্ষু, নাসিকায় সুশোভিত, কৃষ্ণতারকা-যুক্ত, সরলায়ত নয়নযুগলের দ্বারা অতি মনোরম এই বদনমণ্ডল রোদনরতা তোমার অশ্রুধারায় আপ্লুত হইয়া অশ্রুবারি বর্ষণ করিতেছে কেন?

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—দ্রৌপদী নিঃশ্বাস ত্যাগ করিয়া তাঁহাকে বলিলেন যে,—নিজে জানিয়াও আপনি নাম জিজ্ঞাসা করিতেছেন? ভ্রাতার কাছে আমাকে পাঠাইয়া এখন এইরূপ এত কথা বলিতেছেন কেন?)

দ্রৌপদী বলিলেন,—আপনার সুরা আনয়নের জন্য আমি তথায় গমন করিলে, নির্জ্জন অরণ্যে লোকে যেরূপ প্রহার করিবার সুযোগ পায়, কীচক আমাকে সভামধ্যে অবস্থিত রাজার সমক্ষে সেইরূপ প্রহার করিয়াছে।॥৪৯

সুদেষ্ণা বলিলেন,—হে সুকেশি! তুমি অন্যের অলভ্যা, কামোন্মত্ত হইয়া যে তোমাকে অবমানিত করিয়াছে, তুমি যদি ইচ্ছা কর,

সৈরন্ধ্র্যুবাচ।
অন্যে চৈনং বধিষ্যন্তি যেষামাগঃ করোতি সঃ।
মন্যে চৈবাদ্য সুব্যক্তং যমলোকং গমিষ্যতি ॥৫১

(ভ্রাতুঃ প্রযচ্ছ ত্বরিতা জীবশ্রাদ্ধং স্বয়ন্তু বৈ।
সুদৃষ্টং কুরু বৈ চৈনং নাসূন্ মন্যে ধরিষ্যতি ॥
তেষাং হি মম ভ্রাতৄণাং পঞ্চানাং ধর্ম্মচারিণাম্।
একো দুর্দ্ধর্ষণোঽত্যর্থং বলে চাপ্রতিমো ভুবি ॥
নির্ম্মনুষ্যমিমং লোকং কুর্য্যাৎ ক্রুদ্ধো নিশামিমাম্।
ন চ সংক্রুধ্যতে তাবদ্ গন্ধর্বঃ কামরূপধৃক্ ॥
বৈশম্পায়ন উবাচ।
সুদেষ্ণামেবমুক্ত্বা তু সৈরন্ধ্রী দুঃখমোহিতা।
কীচকস্য বধার্থায় ব্রতদীক্ষামুপাগমৎ ॥
অভ্যর্থিতা চ নারীভির্মানিতা চ সুদেষ্ণয়া।
ন চ স্নাতি ন চাশ্নাতি ন পাংশূন্ পরিমার্জতি ॥
রুধিরক্লিন্নবদনা বভূব রুদিতেক্ষণা ॥
তাং তথা শোকসন্তপ্তাং দৃষ্ট্বা প্ররুদিতাং স্ত্রিয়ঃ।
কীচকস্য বধং সর্বা মনোভিশ্চ শশংসিরে ॥
জনমেজয় উবাচ।
অহো দুঃখতরং প্রাপ্তা কীচকেন পদা হতা।
পতিব্রতা মহাভাগা দ্রৌপদী যোষিতাং বরা ॥
দুঃশলাং মানয়ন্তী যা ভর্তৄণাং ভগিনীং শুভাম্।
নাশপৎ সিন্ধুরাজং তং বলাৎকারেণ বাহিতা ॥
কিমর্থং ধর্ষণং প্রাপ্তা কীচকেন দুরাত্মনা।
নাশপৎ তং মহাভাগা কৃষ্ণা পাদেন তাড়িতা ॥

সেই কীচককে আমি প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত করাইব।৫০

সৈরন্ধ্রী বলিলেন,—সে যাঁহাদের নিকট অপরাধ করিয়াছে, তাঁহারাও উহাকে বধ করিবেন। মনে হয়, সে অদ্যই নিশ্চয় যমলোকে গমন করিবে।৫১

(আপনি আজ ত্বরান্বিত হইয়া ভ্রাতা জীবিত থাকিতেই শ্রাদ্ধদান করুন এবং উহাকে ভাল করিয়া (জন্মের মত শেষ দেখা) দেখিয়া লউন। মনে হয়, আর জীবনধারণ করিবে না।

আমার সেই পঞ্চ স্বামী পরম ধার্ম্মিক, তাঁহাদের মধ্যে একজন অতি দুর্দ্ধর্ষ, শক্তিতে তাঁহার সমান কেহ পৃথিবীতে নাই।

ক্রুদ্ধ হইলে তিনি এই রাত্রিতেই এই জগৎটাকে মনুষ্যশূন্য করিতে পারেন। কামরূপী সেই গন্ধর্ব্ব এখনও কুপিত হইতেছেন না।

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—দুঃখবিমূঢ়া সৈরন্ধ্রী সুদেষ্ণাকে এইরূপ বলিয়া কীচকের বধের জন্য ব্রতদীক্ষা গ্রহণ করিল।

রমণীগণকর্ত্তৃক প্রার্থিতা, সুদেষ্ণা কর্ত্তৃক সম্মানিতা হইয়াও সৈরন্ধ্রী স্নানাহার কিছুই করিল না এবং গায়ের ধূলি মুছিল না, রক্তাপ্লুতমুখে রোদন করিতে লাগিল।

তাহাকে সেইরূপ শোকসন্তপ্তা ও রোদনরতা দেখিয়া সকলেই মনে মনে কীচকের মৃত্যু কামনা করিতে লাগিল।

জনমেজয় বলিলেন,—কীচকের পদাঘাতে পতিব্রতা, মহাভাগা, রমণীকুলতিলক দ্রৌপদী অত্যন্ত দুঃখ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন—

পতিবর্গের ভগিনী দুঃশলার মানরক্ষা করিয়া যিনি বলপূর্ব্বক অপহৃতা হইয়াও সিন্ধুরাজ জয়দ্রথকে অভিশাপ প্রদান করেন নাই।

দুরাত্মা কীচক কর্ত্তৃক পরাভব ও পদাঘাত প্রাপ্ত হইয়াও মহাভাগা দ্রৌপদী কিজন্য তাহাকে অভিশাপ দান করিলেন না?

তেজোরাশিরিয়ং দেবী ধর্মজ্ঞা সত্যবাদিনী।
কেশপক্ষে পরামৃষ্টা মর্ষয়িষ্যত্যশক্তবৎ ॥
নৈতৎ কারণমল্পং হি শ্রোতুকামোঽস্মি সত্তম।
কৃষ্ণায়াস্তু পরিক্লেশান্মনো মে দূয়তে ভৃশম্ ॥
কস্য বংশে সমুদ্ভূতঃ স চ দুর্ললিতো মুনে।
বলোন্মত্তঃ কথং চাসীচ্ছ্যালো মাৎস্যস্য কীচকঃ ॥

বৈশম্পায়ন উবাচ।

যদুক্তোঽহমনুপ্রশ্নঃ কুরূণাং কীর্ত্তিবর্দ্ধনম্।
এতৎ সর্বং তথা বক্ষ্যে বিস্তরেণৈব পার্থিব ॥
ব্রাহ্মণ্যাং ক্ষত্রিয়াজ্জাতঃ সূতো ভবতি পার্থিব।
প্রাতিলোম্যেন জাতানাং স হ্যেকো দ্বিজ এব তু ॥
রথকারমিতীমং হি ক্রিয়াযুক্তং দ্বিজন্মনাম্।
ক্ষত্রিয়াদবরং বৈশ্যাদ্ বিশিষ্টমিতি চক্ষতে ॥
সহ সূতেন সম্বন্ধঃ কৃতপূর্ব্বো নরেশ্বরৈঃ।
তথাপি তৈর্মহীপাল রাজশব্দো ন লভ্যতে ॥
তেষাং তু সূতবিষয়ঃ সূতানাং নামতঃ কৃতঃ।
উপজীব্য চ যৎ ক্ষত্রং লব্ধং সূতেন তৎ পরা ॥
সূতানামধিপো রাজা কেকয়ো নাম বিশ্রুত ॥
রাজকন্যাসমুদ্ভূতঃ সারথ্যেঽনুপমোঽভবৎ।
পুত্রাস্তস্য কুরুশ্রেষ্ঠ মালব্যাং জজ্ঞিরে তদা ॥
তেষামতিবলো জ্যেষ্ঠঃ কীচকঃ সর্বজিৎ প্রভো।
দ্বিতীয়ায়াং তু মালব্যাং চিত্রা হ্যবরজাভবৎ।
তাং সুদেষ্ণেতি বৈ প্রাহুর্বিরাটমহিষীং প্রিয়াম্ ॥

তাং বিরাটস্য মাৎস্যস্য কেকয়ঃ প্রদদৌ মুদা।
সুরথায়াং মৃতায়াং তু কৌশল্যাং শ্বেতমাতরি ॥

ধর্মজ্ঞা সত্যবাদিনী দেবী দ্রৌপদী অতীব তেজস্বিনী, তিনি কেশপাশে স্পৃষ্টা হইয়াও দুর্ব্বলের ন্যায় সহ্য করিবেন—ইহার কারণ নিশ্চয়ই অল্প নহে। হে সাধুপ্রবর! আমি ইহা শুনিতে ইচ্ছা করি। দ্রৌপদীর এই ক্লেশ-শ্রবণে আমার চিত্ত অত্যন্ত সন্তপ্ত হইতেছে।

হে মুনিবর! মৎস্যরাজের শ্যালক সেই উদ্ধত কীচক কাহার বংশে জন্মিয়াছিল এবং কিরূপে এতটা বলোন্মত্ত হইয়াছিল?

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—হে কৌরবগণের কীর্ত্তিবর্দ্ধনকারী মহারাজ জনমেজয়! তুমি যেরূপ এই প্রশ্ন করিয়াছ, আমিও এই সমস্ত কথা সেইরূপ বিস্তৃতভাবেই বলিব।

রাজন্! সূতনামক জাতি ব্রাহ্মণকন্যার গর্ভে ক্ষত্রিয় হইতে উৎপন্ন। প্রতিলোম-সঙ্করের মধ্যে একমাত্র সেই সূত-জাতিই দ্বিজাতি ধর্মান্বিত।

এই জাতি দ্বিজাতির ক্রিয়াযুক্ত, ক্ষত্রিয় হইতে হীন ও বৈশ্য হইতে শ্রেষ্ঠ রথকার নামে অভিহিত হয়।

হে রাজন্! পূর্ব্বে রাজারা সূত-জাতির সহিত সম্বন্ধ করিতেন, তথাপি তাহারা রাজসংজ্ঞা লাভ করিত না।

সূতদিগের নামানুসারে তাহাদের রাজ্যকে সূতরাজ্য বলা হইত। সূতেরা পূর্ব্বে ক্ষত্রিয়ের আশ্রয়ে তাহা লাভ করিয়াছিল।

কেকয়-নামে বিখ্যাত এক সূতরাজা সূত-দিগের অধিপতি ছিলেন।

তিনি ক্ষত্রিয়কন্যার গর্ভে জন্মিয়াছিলেন। সারথির কার্য্যে তাঁহার অনুপম দক্ষতা ছিল। হে কুরুপ্রবীর! মালবরাজপুত্রীর গর্ভে তাঁহার বহু পুত্র হইয়াছিল।

রাজন্! তাহাদেরই জ্যেষ্ঠ অতি বলশালী সর্ব্বজয়ী কীচক। দ্বিতীয়া মালবরাজপুত্রীর গর্ভে পরমা সুন্দরী কনিষ্ঠা কন্যা জন্মিয়াছিলেন, তাঁহারই

সুদেষ্ণাং মহিষীং লব্ধ্বা রাজা দুঃখমপানুদৎ ॥
উত্তরং চোত্তরাং চৈব বিরাটাৎ পৃথিবীপতে।
সুদেষ্ণা সুষুবে দেবী কৈকেয়ী কুলবৃদ্ধয়ে ॥

মাতৃস্বসৃসুতাং রাজন্ কীচকস্তামনিন্দিতাম্।
সদা পরিচরন্ প্রীত্যা বিরাটে ন্যবসৎ সুখী ॥

ভ্রাতরস্তস্য বিক্রান্তাঃ সর্বে চ তমনুব্রতাঃ।
বিরাটস্যৈব সংহৃষ্টা বলং কোশঞ্চ বর্ধয়ন্ ॥

কালেয়া নাম দৈত্যেয়াঃ প্রায়শো ভুবি বিশ্রুতাঃ।
জজ্ঞিরে কীচকা রাজন্ বাণো জ্যেষ্ঠস্ততোঽভবৎ ॥
স হি সর্বাস্ত্রসম্পন্নো বলবান্ ভীমবিক্রমঃ।
কীচকো নষ্টমর্য্যাদো বভূব ভয়দো নৃণাম্।
তং প্রাপ্য বলসম্মত্তং বিরাটঃ পৃথিবীপতিঃ ॥

জিগায় সর্বাংশ্চ রিপূন্ যথেন্দ্রো দানবানিব।
মেখলাং ত্রিগর্তাংশ্চ দশার্ণাংশ্চ কশেরুকান্।
মালবান্ যবনাংশ্চৈব পুলিন্দান্ কাশিকোশলান্।
অঙ্গান্ বঙ্গান্ কলিঙ্গাংশ্চ তঙ্গণান্ পরতঙ্গণান্।
মলদান্ নিষধাংশ্চৈব তুণ্ডিকেরাংশ্চ কোঙ্কণান্ ॥
করদাংশ্চ নিষিদ্ধাংশ্চ শিবান্ দুশ্ছিল্লিকাংস্তথা।
অন্যে চ বহবঃ শূরা নানাজনপদেশ্বরাঃ।
কীচকেন রণে ভগ্না ব্যদ্রবন্ত দিশো দশ ॥

তমেবং বীর্য্যসম্পন্নং নাগাযুতবলং রণে।
বিরাটস্তত্র সেনায়াশ্চকার পতিমাত্মনঃ ॥

বিরাটভ্রাতরশ্চৈব দশ দাশরথোপমাঃ।
তে চৈনমন্ববর্তন্ত কীচকান্ বলবত্তরান্ ॥

নাম সুদেষ্ণা। তিনিই বিরাটরাজার প্রিয়তমা মহিষী।

কেকয় সানন্দে তাঁহাকে মৎস্যরাজ বিরাটের হস্তে দান করিয়াছিলেন। কোশল-দেশীয়া শ্বেতমাতা সুরথার মৃত্যুর পর সুদেষ্ণাকে মহিষীরূপে পাইয়া বিরাটরাজার দুঃখ দূর হইয়াছিল।

রাজন্! কেকয়নন্দিনী সুদেষ্ণাদেবী রাজা বিরাটের ঔরসে বংশবৃদ্ধির জন্য উত্তরনামক পুত্র এবং উত্তরানাম্নী কন্যা প্রসব করিয়াছিলেন।

কীচক তাহার মাসীর কন্যা সেই সুন্দরী সুদেষ্ণার পরিচর্য্যা করিয়া বিরাটরাজার নিকট সর্ব্বদা সুখে বাস করিত।

তাহার ভ্রাতারা সকলেই পরাক্রান্ত ও তাহার অনুগত ছিল। তাহারা সকলেই হর্ষান্বিত হইয়া রাজা বিরাটেরই শক্তি ও কোষাগার বর্দ্ধিত করিয়াছিল।

রাজন্! বিখ্যাত কালেয়নামক দৈত্যগণই পৃথিবীতে কীচকবৃন্দরূপে জন্মগ্রহণ করিয়াছিল। সেই দৈত্যগণের জ্যেষ্ঠ ছিল "বাণ"।

সে-ই হইয়াছিল সর্ব্বাস্ত্রসম্পন্ন, ভীমপরাক্রম, মহাবল কীচক। তাহার মর্য্যাদাবোধ ছিল না। সে সকল লোকের ভীতিপ্রদ হইয়াছিল। বিরাট-রাজা মেখল, ত্রিগর্ত্ত, দশার্ণ, কশেরুক, মালব, যবন, পুলিন্দ, কাশী, কোশল, অঙ্গ, বঙ্গ, কলিঙ্গ, তঙ্গণ, পরতঙ্গণ, মলদ, নিষধ, তুণ্ডিকের, কোঙ্কণ, করদ, নিষিদ্ধ, শিব, দুশ্ছিল্লিক প্রভৃতি জনপদ জয় করিয়াছিলেন। নানা জনপদের অধীশ্বর, অপরাপর বহু বীর কীচককর্তৃক যুদ্ধে পরাজিত হইয়া দশ-দিকে পলায়ন করিয়াছিল।

এতাদৃশ বীরত্বসম্পন্ন, সংগ্রামে অযুত-হস্তীর বলশালী সেই কীচককে বিরাটরাজা নিজের সেনাপতি করিয়াছিলেন।

দশরথনন্দন রামচন্দ্রতুল্য বিরাটের দশ ভ্রাতা ছিলেন। তাঁহারাও এই অতি বলশালী কীচক-ভ্রাতৃবর্গের আনুগত্য করিতেন।

এবংবিধবলোপেতাঃ কীচকাস্তে ন'ভবিষ্যাঃ।
রাজ্ঞঃ শ্যালা মহাত্মানো বিরাটস্য হিতৈষিণঃ॥
এতৎ তে কথিতং সর্বং কীচকস্য পরাক্রমম্॥
দ্রৌপদী ন শশাপৈনং যস্মাৎ তদ্ গদতঃ শৃণু।
ক্ষরতীতি তপঃ ক্রোধাদৃষয়ো ন শপন্তি হি॥
জানন্তী তদ্ যথাতত্ত্বং পাঞ্চালী ন শশাপ তম্।
ক্ষমা ধর্মঃ ক্ষমা দানং ক্ষমা যজ্ঞঃ ক্ষমা যশঃ॥
ক্ষমা সত্যং ক্ষমা শীলং ক্ষমা কীর্তিঃ ক্ষমা পরম্॥
ক্ষমা পুণ্যং ক্ষমা তীর্থং ক্ষমা সর্বমিতি শ্রুতিঃ।
ক্ষমাবতাময়ং লোকঃ পরশ্চৈব ক্ষমাবতাম্।
এতৎ সর্বং বিজানন্তী সা ক্ষমামন্বপদ্যত॥
ভর্তৃণাং মতমাজ্ঞায় ক্ষমিণাং ধর্মচারিণাম্।
নাশপৎ তং বিশালাক্ষী সতী শক্তাপি ভারত॥
পাণ্ডবাশ্চাপি তে সর্বে দ্রৌপদীং প্রেক্ষ্য দুঃখিতাঃ।
ক্রোধাগ্নিনা ব্যদহ্যন্ত তদা কালব্যপেক্ষয়া॥
অথ ভীমো মহাবাহুঃ সূদয়িষ্যংস্তু কীচকম্।
বারিতো ধর্মপুত্রেণ বেলয়েব মহোদধিঃ॥
সংধার্য্য মনসা রোষং দিবারাত্রং বিনিঃশ্বসন্।
মহানসে তদা কৃচ্ছ্রাৎ সুষ্বাপ রজনীঞ্চ তাম্॥

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং বিরাটপর্বণি কীচকবধপর্বণি দ্রৌপদীপরিভবে ষোড়শোঽধ্যায়ঃ॥১৬

কীচকেরা এইরূপ বলশালী ছিল। তাহারা মহামনা রাজা বিরাটের শ্যালক ও হিতাকাঙ্ক্ষী ছিল। এইজন্যই তাদৃশ উন্মত্ত হইয়া উঠিয়াছিল। কীচকের পরাক্রমের কথা সমস্তই তোমাকে বলিলাম।

একণে দ্রৌপদী যেজন্য ইহাকে শাপদান করেন নাই, তাহা বলিতেছি, শ্রবণ কর। তপস্যার ক্ষয় হয় বলিয়া ঋষিগণ শাপদান করেন না।

দ্রৌপদী ইহা যথাযথরূপে জানিতেন বলিয়াই তাহাকে অভিশাপ প্রদান করেন নাই। ক্ষমার অপার মহিমা, ক্ষমা ধর্ম্ম, দান, যজ্ঞ, যশ, সত্য, শীল, কীর্ত্তি, পুণ্য ও তীর্থস্বরূপ, ক্ষমা সর্ব্বময়। যাহারা ক্ষমাশীল, ইহলোক ও পরলোক তাহাদের আয়ত্ত। এই সমস্ত জানিতেন বলিয়াই তিনি ক্ষমা অবলম্বন করিয়াছিলেন।

হে ভরতনন্দন! সতী দ্রৌপদী শক্তিসত্ত্বেও ক্ষমাশীল ধর্ম্মাচারী পতিগণের অভিপ্রায় বুঝিয়াই তাহাকে অভিশাপ দেন নাই।

সেই পাণ্ডবগণও সকলেই দ্রৌপদীকে দেখিয়া দুঃখিত হইয়া সময়ের প্রতীক্ষায় তৎকালে ক্রোধানলে দগ্ধ হইতে লাগিলেন।

অনন্তর কীচককে বধ করিতে উদ্যত মহাবাহু ভীমসেন বেলাবারিত মহাসমুদ্রের ন্যায় যুধিষ্ঠির কর্ত্তৃক নিবারিত হইয়া অন্তরে ক্রোধ ধারণ করিয়া দিবারাত্র নিঃশ্বাস ফেলিতে ফেলিতে অতিকষ্টে সেই রাত্রে রন্ধনাগারে নিদ্রামগ্ন হইলেন।)

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের বিরাটপর্ব্বান্তর্গত কীচকবধপর্ব্বে দ্রৌপদীর পরাভববর্ণনাবিষয়ক ষোড়শ অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।১৬

সপ্তদশোঽধ্যায়ঃ।

[ভীমসমীপে দ্রৌপদ্যা গমনম্।]

বৈশম্পায়ন উবাচ।

সা হতা সূতপুত্রেণ রাজপত্নী যশস্বিনী।
বধং কৃষ্ণা পরিপ্সন্তী সেনাবাহস্য ভামিনী ॥১

জগামাবাসমেবাথ সা তদা দ্রুপদাত্মজা।
কৃত্বা শৌচং যথান্যায়ং কৃষ্ণা সা তনুমধ্যমা ॥২

গাত্রাণি বাসসী চৈব প্রক্ষাল্য সলিলেন সা।
চিন্তয়ামাস রুদতী তস্য দুঃখস্য নির্ণয়ম্ ॥৩

কিং করোমি ক গচ্ছামি কথং কার্য্যং ভবেন্মম।
ইত্যেবং চিন্তয়িত্বা সা ভীমং বৈ মনসাগমৎ ॥৪

নান্যঃ কর্ত্তা ঋতে ভীমান্মমাদ্য মনসঃ প্রিয়ম্।
তত উত্থায় রাত্রৌ সা বিহায় শয়নং স্বকম্ ॥৫

প্রাদ্রবন্নাথমিচ্ছন্তী কৃষ্ণা নাথবতী সতী।
ভবনং ভীমসেনস্য ক্ষিপ্রমায়তলোচনা ॥৬
দুঃখেন মহতা যুক্তা মানসেন মনস্বিনী।

সৈরন্ধ্র্যুবাচ।

তস্মিন্ জীবতি পাপিষ্ঠে সেনাবাহে মম দ্বিষি ॥৭
তৎ কর্ম্ম কৃতবানদ্য কথং নিদ্রাং নিষেবসে।

বৈশম্পায়ন উবাচ।

এবমুক্ত্বাথ তাং শালাং প্রবিবেশ মনস্বিনী ॥৮
যস্যাং ভীমস্তথা শেতে মৃগরাজ ইব শ্বসন্।
তস্যা রূপেণ সা শালা ভীমস্য চ মহাত্মনঃ ॥৯
সম্মূর্চ্ছিতেব কৌরব্য প্রজজ্বাল চ তেজসা।
সা বৈ মহানসং প্রাপ্য ভীমসেনং শুচিস্মিতা ॥১০

সপ্তদশ অধ্যায়।

[ভীমের নিকট দ্রৌপদীর গমন।]

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—সেই যশস্বিনী রাজপত্নী দ্রৌপদী কীচকের প্রহারে কুপিতা হইয়া তাহার বধ কামনা করিতে করিতে গৃহেই গমন করিলেন।

তখন সেই দ্রুপদনন্দিনী তনুমধ্যমা কৃষ্ণা গাত্র ও বস্ত্রগুলি সলিলে প্রক্ষালন পূর্ব্বক যথাযোগ্য শৌচ সম্পাদন করিয়া রোদন করিতে করিতে সেই দুঃখের প্রতীকার চিন্তা করিতে লাগিলেন।১-৩

"কি করি, কোথায় যাই, কিরূপে আমার কার্য্য সুসম্পন্ন হইতে পারে?"—এইরূপ চিন্তা করিয়া তিনি "ভীম ভিন্ন অপর কেহ অদ্য আমার মনের প্রীতি উৎপাদন করিতে পারিবে না" এইরূপে মনে করত ভীমকেই স্মরণ করিতে লাগিলেন। তারপর রাত্রিতে নিজ শয্যা ত্যাগ করিয়া উঠিয়া সদ্ভর্তৃকা, আয়তলোচনা, সতী দ্রৌপদী শরণার্থিনী হইয়া সত্বর ভীমের গৃহে গমন করিলেন।৪-৬

তীব্রদুঃখে দুঃখিতা মনস্বিনী সৈরন্ধ্রী মনে মনে বলিতে লাগিলেন, যে সেই কার্য্য (আমাকে পদাঘাত) করিয়াছে, আমার শত্রু সেই সেনাপতি, পাপিষ্ঠ, কীচক জীবিত থাকিতে আজ কিরূপে নিদ্রা যাইতেছ?

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—এইরূপ বলিয়া মনস্বিনী দ্রৌপদী সেই গৃহমধ্যে প্রবেশ করিলেন।৭-৮

যেখানে ভীমসেন সিংহের ন্যায় শ্বাস ত্যাগ করিতে করিতে সেইভাবে নিদ্রিত ছিলেন। হে কুরুনন্দন! মহাত্মা ভীমসেন ও দ্রৌপদীর রূপে

সর্বশ্বেতেব মাহেয়ী বনে জাতা ত্রিহায়ণী।
উপাতিষ্ঠত পাঞ্চালী বাসিতেব নরর্ষভম্ ॥১১

সা লতেব মহাশালং ফুল্লং গোমতিতীরজম্।
পরিষ্বজত পাঞ্চালী মধ্যমং পাণ্ডুনন্দনম্ ॥১২

বাহুভ্যাং পরিরভ্যৈনং প্রাবোধয়দনিন্দিতা।
সিংহং সুপ্তং বনে দুর্গে মৃগরাজবধূরিব ॥১৩

ভীমসেনমুপাশ্লিষ্যদ্ধস্তিনীব মহাগজম্।
বীণেব মধুরালাপা গান্ধারং সাধু মূর্চ্ছতী ॥
অভ্যভাষত পাঞ্চালী ভীমসেনমনিন্দিতা ॥১৪

উত্তিষ্ঠোত্তিষ্ঠ কিং শেষে ভীমসেন যথা মৃতঃ।
নামৃতস্য হি পাপীয়ান্ ভার্য্যামালভ্য জীবতি ॥১৫

স সম্প্রহায় শয়নং রাজপুত্র্যা প্রবোধিতঃ।
উপাতিষ্ঠত মেঘাভঃ পর্য্যঙ্কে সোপসংগ্রহে ॥১৬

অথাব্রবীদ্ রাজপুত্রীং কৌরব্যো মহিষীং প্রিয়াম্।
কেনাস্যর্থেন সম্প্রাপ্তা ত্বরিতেব মমান্তিকম্ ॥১৭

ন তে প্রকৃতিমান্ বর্ণঃ কৃশা পাণ্ডুশ্চ লক্ষ্যসে।
আচক্ষ্ব পরিশেষেণ সর্বং বিদ্যামহং যথা ॥১৮

সুখং বা যদি বা দুঃখং দ্বেষ্যং বা যদি বা প্রিয়ম্।
যথাবৎ সর্বমাচক্ষ্ব শ্রুত্বা জ্ঞাস্যামি যৎ ক্ষমম্ ॥১৯

অহমেব হি তে কৃষ্ণে বিশ্বাস্যঃ সর্বকর্মসু।
অহমাপৎসু চাপি ত্বাং মোক্ষয়ামি পুনঃ পুনঃ ॥২০

সেই গৃহ যেন আলোকে সমুদ্ভাসিত হইয়া সমুজ্জ্বল হইয়া উঠিল।৯

শুচিস্মিতা দ্রৌপদী রন্ধনাগারে উপস্থিত হইয়া জলজাতা বকপংক্তি ও অরণ্যজাতা তিনবৎসর বয়স্কা গাভীর ন্যায় যেন কামাতুরা হইয়াই পুরুষপ্রবর ভীমসেনের নিকট উপস্থিত হইল।১০-১১

লতা যেমন গোমতীতীরজাত প্রফুল্ল ও বিশাল শালবৃক্ষকে বেষ্টন করে, সেইরূপ দ্রৌপদী মধ্যম-পাণ্ডব ভীমসেনকে আলিঙ্গন করিলেন।১২

দুর্গম অরণ্যমধ্যে সুপ্তসিংহকে সিংহী যেমন প্রবুদ্ধ করে সেইরূপ দ্রৌপদী দুইবাহু দ্বারা আলিঙ্গন করিয়া তাঁহাকে জাগ্রত করিলেন।১৩

হস্তিনীর তুল্যা দ্রৌপদী মহাগজতুল্য ভীমসেনকে আলিঙ্গন করিলেন। গান্ধার স্বরে মূর্চ্ছনা-দেওয়া বীণার ন্যায় মধুরালাপিনী আনন্দিতা পাঞ্চালী ভীমসেনকে বলিতে লাগিলেন।১৪

ভীমসেন! দ্রৌপদী বলিলেন,—উঠুন, উঠুন, মৃতের ন্যায় শুইয়া আছেন কেন? পাপিষ্ঠ লোক কোন জীবিত ব্যক্তির ভার্য্যাকে প্রহার করিয়া বাঁচিয়া থাকিতে পারে না।১৫

দ্রৌপদীর বাক্যে জাগরিত হইয়া মেঘসদৃশ ভীমসেন শয়ন ছাড়িয়া উঠিয়া শয্যা গুটাইয়া দিয়া খাটের উপর বসিলেন।১৬

অনন্তর কুরুনন্দন ভীমসেন প্রিয়া মহিষী দ্রৌপদীকে বলিতে লাগিলেন—কি প্রয়োজনে তুমি যেন ত্বরান্বিত হইয়াই আমার নিকট আসিয়াছ?১৭

তোমার বর্ণ স্বাভাবিক নহে। দেখিতেছি তুমি কৃশা এবং পাণ্ডুবর্ণা হইয়াছ। নিঃশেষে সমস্ত কথা বল—যাহাতে আমি বুঝিতে পারি।১৮

সুখ বা দুঃখ, প্রিয় বা অপ্রিয় যাহাই হউক সমস্ত যথাযথ ভাবে বল, শুনিলে আমি কি করা উচিত বুঝিতে পারিব।১৯

হে দ্রৌপদি! 'সমস্ত কার্য্যে আমিই তোমার বিশ্বাসযোগ্য, আমিই তোমাকে বারংবার বিপন্মুক্ত করিয়াছি।২০

শীঘ্রমুক্ত্বা যথাকামং যৎ তে কার্য্যং বিবক্ষিতম্
গচ্ছ বৈ শয়নায়ৈব পুরা নান্যেন বুধ্যতে ॥২১

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং বিরাটপর্ববণি কীচকবধপর্ববণি দ্রৌপদীভীমসংবাদে সপ্তদশোঽধ্যায়ঃ ॥১৭

যে কার্য্যের কথা তোমার বলিবার ইচ্ছা, তাহা ইচ্ছামত বলিয়া সত্বর শয়ন করিতে প্রস্থান কর, অপর কেহ জানিতে না পারে।২১

শ্রীমন্মহর্ষিবেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের বিরাটপর্ব্বান্তর্গত কীচকবধপর্ব্বে ভীম ও দ্রৌপদীর কথোপকথনবিষয়ক সপ্তদশ অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।১৭

অষ্টাদশোঽধ্যায়ঃ।

[ভীমসন্নিধে দ্রৌপদ্যাঃ স্বদুঃখৌঘবর্ণনম্।]

বৈশম্পায়ন উবাচ।

(সা লজ্জমানা ভীতা চ অধোমুখমুখী ততঃ।
নোবাচ কিঞ্চিদ্ বচনং বাষ্পদূষিতলোচনা ॥
অথাব্রবীদ্ ভীমপরাক্রমো বলী
বৃকোদরঃ পাণ্ডবমুখ্যসম্মতঃ।
প্রব্রূহি কিং তে করবাণি সুন্দরি
প্রিয়ং প্রিয়ে বারণখেলগামিনি ॥)

দ্রৌপদ্যুবাচ।

অশোচ্যত্বং কুতস্তস্যা যস্যা ভর্ত্তা যুধিষ্ঠিরঃ।
জানন্ সর্বাণি দুঃখানি কিং মাং ত্বং পরিপৃচ্ছসি ॥১

যন্মাং দাসীপ্রবাদেন প্রাতিকামী তদানয়ৎ।
সভাপরিষদো মধ্যে তন্মাং দহতি ভারত ॥২

(ক্ষত্রিয়ৈস্তত্র কর্ণাদ্যৈর্দৃষ্টা দুর্য্যোধনেন চ।
শ্বশুরাভ্যাঞ্চ ভীষ্মেণ বিদুরেণ চ ধীমতা ॥
দ্রোণেন চ মহাবাহো কৃপেণ চ পরন্তপ।
সাহং শ্বশুরয়োর্মধ্যে ভ্রাতৃমধ্যে চ পাণ্ডব ॥
কেশে গৃহীত্বৈব সভাং নীতা জীবতি বৈ ত্বয়ি ॥)

পার্থিবস্য সুতা নাম কা নু জীবতি মাদৃশী।
অনুভূয়েদৃশং দুঃখমন্যত্র দ্রৌপদীং প্রভো ॥৩

অষ্টাদশ অধ্যায়।

[ভীমের নিকট দ্রৌপদীর নিজ দুঃখসমূহ বর্ণনা।]

(বৈশম্পায়ন বলিলেন,—তারপর অশ্রুপূর্ণনেত্রা, লজ্জিতা দ্রৌপদী অধোমুখী হইয়া রহিলেন, কোন কথা বলিলেন না।

তখন পাণ্ডবদের প্রধানরূপে সমাদৃত ভীমপরাক্রম, মহাবলশালী বৃকোদর বলিলেন,—হে গজগামিনি! হে সুন্দরি! হে প্রিয়তমে! তোমার কি প্রিয়-কার্য্য করিব বল।)

দ্রৌপদী বলিলেন,—যুধিষ্ঠির যাহার স্বামী, তাহার শোকের অভাব কোথায়? সমস্ত দুঃখ জানিয়াও তুমি আমাকে জিজ্ঞাসা করিতেছ কেন?১

হে ভরতনন্দন! সেই দ্যূতক্রীড়াকালে দুঃশাসন যে আমাকে 'দাসী' বলিয়া সভাসদ্গণের মধ্যে আনয়ন করিয়াছিল, তাহা আমাকে অদ্যাপি দগ্ধ করিতেছে।২

বনবাসগতায়াশ্চ সৈন্ধবেন দুরাত্মনা।
পরামর্শো দ্বিতীয়ো বৈ সোঢ়ুমুৎসহতে তু কা ॥৪

(পদ্‌ভ্যাং পর্য্যচরং চাহং দেশান্ বিষমসংস্থিতান্।
দুর্গান্ শ্বাপদসঙ্কীর্ণাংস্ত্বয়ি জীবতি পাণ্ডব ॥
ততোঽহং দ্বাদশে বর্ষে বন্যমূলফলাশনা।
ইদং পুরমনুপ্রাপ্তা সুদেষ্ণাপরিচারিকা ॥
পরস্ত্রিয়মুপাতিষ্ঠে সত্যধর্মপথস্থিতা।
গোশীর্ষকং পদ্মকঞ্চ হরিশ্যামঞ্চ চন্দনম্ ॥
নিত্যং পিংষে বিরাটস্য ত্বয়ি জীবতি পাণ্ডব ॥
সাহং বহূনি দুঃখানি গণয়ামি ন তে কৃতে।
দ্রুপদস্য সুতা চাহং ধৃষ্টদ্যুম্নস্য চানুজা।
অগ্নিকুণ্ডাৎ সমুদ্ভূতা নোর্ব্যাং জাতু চরামি ভোঃ ॥)

মৎস্যরাজসমক্ষং তু তস্য ধূর্তস্য পশ্যতঃ।
কীচকেন পরামৃষ্টা কা নু জীবতি মাদৃশী ॥৫

এবং বহুবিধৈঃ ক্লেশৈঃ ক্লিশ্যমানাঞ্চ ভারত।
ন মাং জানাসি কৌন্তেয় কিং ফলং জীবিতেন মে ॥৬

যোঽয়ং রাজ্ঞো বিরাটস্য কীচকো নাম ভারত।
সেনানীঃ পুরুষব্যাঘ্র শ্যালঃ পরমদুর্মতিঃ ॥৭

স মাং সৈরন্ধ্রীবেশেন বসন্তীং রাজবেশ্মনি।
নিত্যমেবাহ দুষ্টাত্মা ভার্য্যা মম ভবেতি বৈ ॥৮

তেনোপমন্ত্র্যমাণায়া বধার্হেণ সপত্নহন্।
কালেনেব ফলং পক্বং হৃদয়ং মে বিদীর্য্যতে ॥৯

(হে মহাবাহো! হে শত্রুদমনকারিন্! সেখানে দুর্য্যোধন ও কর্ণ প্রভৃতি এবং অন্যান্য ক্ষত্রিয়গণ, শ্বশুরদ্বয়—ভীষ্ম ও বিদুর, দ্রোণাচার্য্য, কৃপাচার্য্য আমাকে অবলোকন করিয়াছিলেন। হে পাণ্ডব! তুমি বাঁচিয়া থাকিতেই সভায় শ্বশুরদ্বয়ের মধ্যেও ভ্রাতৃগণের মধ্যে আমাকে চুলে ধরিয়া লইয়া গিয়াছিল।)

স্বামিন্! দ্রৌপদী ভিন্ন আর কোন্ রাজকন্যা এতাদৃশ দুঃখ ভোগ করিয়াও আমার ন্যায় বাঁচিয়া আছে?৩

বনবাসে আসিয়াও দ্বিতীয়বার দুরাত্মা সিন্ধুরাজ জয়দ্রথের আক্রমণ দ্রৌপদী ব্যতীত আর কে সহ্য করিতে পারে?৪

(হে পাণ্ডব! তুমি বাঁচিয়া থাকিতেই কত দুর্গম, বন্ধুর, শ্বাপদসঙ্কুল দেশ আমি পদব্রজে পর্য্যটন করিয়াছি।

দ্বাদশ-বর্ষ বন্য ফলমূল ভোজন করিয়া, তারপর সুদেষ্ণার দাসী হইয়া এই নগরে প্রবেশ করিয়াছি।

সত্য ও ধর্ম্মপরায়ণা হইয়াও তুমি বাঁচিয়া থাকিতেই পরনারীর সেবা করিতেছি। বিরাট-রাজার জন্য গো-শীর্ষক, পদ্মক, হরিশ্যাম ও চন্দন নিত্যই পেষণ করিতেছি।

সেই আমি তোমার জন্য বহু দুঃখই গ্রাহ্য করি নাই। আমি দ্রুপদরাজার কন্যা, ধৃষ্টদ্যুম্নের ভগিনী, আমি অগ্নিকুণ্ড হইতে জন্মিয়াছি, মাটিতে কোন দিন পা দিই নাই।)

মৎস্যরাজের সমক্ষে, সেই ধূর্ত্ত মৎস্যরাজ দেখিতে দেখিতেই কীচককর্ত্তৃক প্রহৃতা হইয়া আমার ন্যায় কে আর বাঁচিয়া আছে?৫

হে ভারত! হে কৌন্তেয়! এইরূপ বহুবিধ কষ্টে আমি ক্লিষ্ট হইতেছি। তুমি আমার দুঃখ বুঝিতেছ না, আমার বাঁচিয়া লাভ কি?৬

হে ভরতনন্দন! হে পুরুষব্যাঘ্র! এই যে কীচক নামে বিরাটরাজার সেনাপতি ও শ্যালক আছে, সে অতিশয় দুরাত্মা।৭

সেই দুষ্ট সৈরন্ধ্রীবেশে রাজবাটীতে অবস্থিতা আমাকে প্রত্যহই বলে "তুমি আমার ভার্য্যা হও" ॥৮

(বিজানামি তবামর্ষং বলং বীর্য্যঞ্চ পাণ্ডব।
ততোঽহং পরিদেবামি চাগ্রতস্তে মহাবল॥

যথা যূথপতির্মত্তঃ কুঞ্জরঃ ষষ্টিহায়নঃ।
ভূমৌ নিপতিতং বিল্বং পদ্ভ্যামাক্রম্য পীড়য়েৎ।
তথৈব চ শিরস্তস্য নিপাত্য ধরণীতলে।
বামেন পুরুষব্যাঘ্র মর্দ পাদেন পাণ্ডব॥

স চেদুত্তস্তমাদিত্যং প্রাতরুত্থায় পশ্যতি।
কীচকঃ শর্বরীং ব্যুষ্টাং নাহং জীবিতুমুৎসহে॥)
ভ্রাতরঞ্চ বিগর্হস্ব জ্যেষ্ঠ্যং দুর্দ্যূতদেবিনম্।
যস্যাস্মি কর্মণা প্রাপ্তা দুঃখমেতদনন্তকম্॥১০

হে শত্রুনিসূদন! বধযোগ্য সেই কীচক যখন আমাকে এইভাবে আহ্বান করে, কালকর্তৃক পকফলের ন্যায় আমার হৃদয় বিদীর্ণ হইয়া যায়।৯

(হে পাণ্ডব! হে মহাবল! তোমার বল-বীর্য্য ও ক্রোধ আমি জানি। সেইজন্যই তোমার কাছেই বিলাপ করি।

ষষ্টিবর্ষ বয়স্ক যূথপতি মত্তহস্তী যেমন ভূপতিত বিল্বফলকে পায়ে চাপিয়া পিষ্ট করে, হে পুরুষ-ব্যাঘ্র! হে পাণ্ডব! তুমিও সেইরূপ কীচকের মস্তক ভূতলে পাতিত করিয়া বামপদে মর্দ্দিত কর।

সেই কীচক যদি রাত্রি কাটাইয়া প্রাতঃকালে উঠিয়া উদিত সূর্য্যকে দর্শন করে, তাহা হইলে আমি আর বাঁচিতে ইচ্ছা করি না।)

অনর্থকর দ্যূতক্রীড়ায় আসক্ত জ্যেষ্ঠ-ভ্রাতাকে তিরস্কার কর, যাঁহার কার্য্যের ফলে আমি এই অনন্ত দুঃখ ভোগ করিতেছি।১০

কো হি রাজ্যং পরিত্যজ্য সর্বস্বং চাত্মনা সহ।
প্রব্রজ্যায়ৈব দীব্যেত বিনা দুর্দ্যূতদেবিনম্॥১১
যদি নিষ্কসহস্রেণ যচ্চান্যৎ সারবদ্ ধনম্।
সায়ম্প্রাতরদেবিষ্যদপি সংবৎসরান্ বহূন্॥১২

রুক্মং হিরণ্যং বাসাংসি যানং যুগ্যমজাবিকম্।
অশ্বাশ্বতরসঙ্ঘাংশ্চ ন জাতু ক্ষয়মাবহেৎ॥১৩
সোঽয়ং দ্যূতপ্রবাদেন শ্রিয়ঃ প্রত্যবরোপিতঃ।
তূষ্ণীমাস্তে যথা মূঢ়ঃ স্বানি কর্মাণি চিন্তয়ন্॥১৪

দশ নাগসহস্রাণি হয়ানাং হেমমালিনাম্।
যং যান্তমনুযান্তীহ সোঽয়ং দ্যূতেন জীবতি॥১৫

দ্যূতক্রীড়ার নেশায় মত্ত না হইলে কোন্ লোক নিজদেহের সহিত রাজ্যও সর্ব্বস্ব ত্যাগ করিয়া কেবল বনবাসের জন্যই দ্যূতক্রীড়া করে।১১

সহস্র সুবর্ণ মুদ্রা বা অন্য যে সকল মূল্যবান্ ধন, সোনা, রূপা, যান-বাহন, বস্ত্র, ছাগ, মেষ, অশ্ব, অশ্বতর ইহাদের এক একটা পণ রাখিয়া যদি তিনি বহু বৎসর ধরিয়াও দিবারাত্রি খেলিতেন, তথাপি কোন দিন ক্ষয় হইত না।১২-১৩

সেই যুধিষ্ঠির আজ দ্যূতক্রীড়ায় পণ রাখিবার বাহাদুরীতে ঐশ্বর্য্যভ্রষ্ট হইয়া নিজের কার্য্যের কথা চিন্তা করিতে করিতে বিমূঢ়ের ন্যায় মৌনী হইয়া বসিয়া আছেন।১৪

দশহাজার হস্তী ও সুবর্ণমালালঙ্কৃত অশ্ব যাহার যাইবার সময় অনুগামী হয়, সেই যুধিষ্ঠির আজ দ্যূতক্রীড়াদ্বারা জীবিকা অর্জন করিতেছেন।১৫

রথাঃ শতসহস্রাণি নৃপাণামমিতৌজসাম্ ।
উপাসন্ত মহারাজমিন্দ্রপ্রস্থে যুধিষ্ঠিরম্ ॥১৬

শতং দাসীসহস্রাণাং যস্য নিত্যং মহানসে ।
পাত্রীহস্তং দিবারাত্রমতিথীন্ ভোজয়ন্ত্যুত ॥১৭

এষ নিষ্কসহস্রাণি প্রদায় দদতাং বরঃ ।
দ্যূতজেন হ্যনর্থেন মহতা সমুপাশ্রিতঃ ॥১৮

এনং হি স্বরসম্পন্না বহবঃ সূতমাগধাঃ ।
সায়ম্প্রাতরুপাতিষ্ঠন্ সুমৃষ্টমণিকুণ্ডলাঃ ॥১৯

সহস্রমৃষয়ো যস্য নিত্যমাসন্ সভাসদঃ ।
তপঃশ্রুতোপসম্পন্নাঃ সর্বকামৈরুপস্থিতাঃ ॥২০

অষ্টাশীতিসহস্রাণি স্নাতকাঃ গৃহমেধিনঃ ।
ত্রিংশদ্দাসীক একৈকো যান্ বিভর্তি যুধিষ্ঠিরঃ ॥২১

অপ্রতিগ্রাহিণাং চৈব যতীনামূর্ধ্বরেতসাম্ ।
দশ চাপি সহস্রাণি সোহয়মাস্তে নরেশ্বরঃ ॥২২

আনৃশংস্যমনুক্রোশং সংবিভাগস্তথৈব চ ।
যস্মিন্নেতানি সর্বাণি সোহয়মাস্তে নরেশ্বরঃ ॥২৩

অন্ধান্ বৃদ্ধাংস্তথানাথান্ বালান্ রাষ্ট্রেষু দুর্গতান্ ।
বিভর্তি বিবিধান্ রাজা ধৃতিমান্ সত্যবিক্রমঃ ।
সংবিভাগমনা নিত্যমানৃশংস্যাদ্ যুধিষ্ঠিরঃ ॥২৪

স এষ নিরয়ং প্রাপ্তো মৎস্যস্য পরিচারকঃ ।
সভায়াং দেবিতা রাজ্ঞঃ কঙ্কো ব্রূতে যুধিষ্ঠিরঃ ॥২৫

ইন্দ্রপ্রস্থে নিবসতঃ সময়ে যস্য পার্থিবাঃ ।
আসন্ বলিভৃতঃ সর্বে সোহদ্যান্যৈর্ভৃতিমিচ্ছতি ॥২৬

পার্থিবাঃ পৃথিবীপালা যস্যাসন্ বশবর্তিনঃ ।
স বশে বিবশো রাজা পরেষামদ্য বর্ততে ॥২৭

প্রতাপ্য পৃথিবীং সর্বাং রশ্মিমানিব তেজসা ।
সোহয়ং রাজ্ঞো বিরাটস্য সভাস্তারো যুধিষ্ঠিরঃ ॥২৮

অমিতবলশালী রাজবৃন্দের শতসহস্র (লক্ষ) রথ ইন্দ্রপ্রস্থে মহারাজ যুধিষ্ঠিরের সেবা করিত।১৬

যাঁহার পাকশালায় শতসহস্র দাসী পাত্র হস্তে অতিথিদের দিবারাত্র ভোজন করাইত, যিনি শ্রেষ্ঠ দানশীল ছিলেন, সহস্র সহস্র স্বর্ণ-মুদ্রা দান করিতেন, তিনি আজ দ্যূতক্রীড়াজনিত মহাঅনর্থে শত্রুর আশ্রিত হইয়া আছেন।১৭-১৮

উজ্জ্বল মণিকুণ্ডলধারী সুমধুর স্বরসম্পন্ন বহু বন্দী ও চারণ সন্ধ্যায় ও প্রভাতে ইঁহার স্তুতিগান করিত।১৯

তপস্বী ও শাস্ত্রজ্ঞ সহস্র ঋষি নিত্যই যাঁহার সভায় অবস্থান করিতেন এবং সর্ব্বপ্রকার অভীষ্ট লাভ করিতেন, অষ্টাশী হাজার স্নাতক গৃহস্থ—যাহাদের প্রত্যেকের ত্রিশজন করিয়া দাসী এবং অপ্রতিগ্রাহী ঊর্ধ্বরেতাঃ দশসহস্র সন্ন্যাসী—ইঁহাদিগকে যিনি প্রত্যহ প্রতিপালন করিতেন, সেই রাজা যুধিষ্ঠির আজ এই অবস্থায় আছেন।২০-২২

অনৈষ্ঠুর্য্য, দয়ালুতা ও সকলকে সর্ব্বপ্রকার ভোগ্যবস্তুর ভাগপ্রদান, এই সমস্ত যাঁহার মধ্যে ছিল, সেই রাজা যুধিষ্ঠির আজ এই অবস্থায় আছেন।২৩

সমাজের সর্ব্বস্তরে ধন বণ্টিত হউক এইরূপ মনোভাবসম্পন্ন, সত্যনিষ্ঠ ও সন্তোষশীল রাজা যুধিষ্ঠির দয়াবশতঃ রাজ্যমধ্যস্থ অন্ধ, বৃদ্ধ, অনাথ, শিশু ও দুরবস্থাগ্রস্ত নানাপ্রকার লোককে প্রত্যহ পালন করিতেন (অথবা ভৃতি প্রদান করিতেন)।২৪

সেই রাজা বর্ত্তমানে যুধিষ্ঠির দুরবস্থায় পতিত হওয়ায় বিরাট রাজার পরিচারক হইয়া সভামধ্যে

যমুপাসন্ত রাজানঃ সভায়ামৃষিভিঃ সহ।
তমুপাসীনমন্যাস্যং পশ্য পাণ্ডব পাণ্ডবম্ ॥২৯

সদস্যং যমুপাসীনং পরস্য প্রিয়বাদিনম্।
দৃষ্ট্বা যুধিষ্ঠিরং কোপো বর্দ্ধতে মামসংশয়ম্ ॥৩০

অতদর্হং মহাপ্রাজ্ঞং জীবিতার্থেঽভিসংস্থিতম্।
দৃষ্ট্বা কস্য ন দুঃখং স্যাদ্ ধর্ম্মাত্মানং যুধিষ্ঠিরম্ ॥৩১

উপাস্তে স্ম সভায়াং যং কৃৎস্না বীর বসুন্ধরা।
তমুপাসীনমপ্যন্যং পশ্য ভারত ভারতম্ ॥৩২

এবং বহুবিধৈর্দুঃখৈঃ পীড্যমানামনাথবৎ।
শোকসাগরমধ্যস্থাং কিং মাং ভীম ন পশ্যসি ॥৩৩

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং
বৈয়াসিক্যাং বিরাটপর্ব্বণি কীচকবধপর্ব্বণি
দ্রৌপদীভীমসংবাদে অষ্টাদশোঽধ্যায়ঃ ॥১৮

অক্ষক্রীড়াকারী কঙ্ক নামে পরিচয় দিতেছেন।২৫

ইন্দ্রপ্রস্থে বাসকালে সমস্ত রাজারা যাঁহার অন্নে পালিত হইতেন, তিনি আজ অন্যকৃত ভৃতি ইচ্ছা করিতেছেন।২৬

পৃথিবীবিখ্যাত রাজারা সকলেই যাঁহার বশবর্ত্তী ছিলেন, সেই রাজা যুধিষ্ঠির আজ বিবশ হইয়া পরের বশীভূত হইয়াছেন।২৭

সেই রাজা যুধিষ্ঠির একদা কিরণমালী সূর্য্যের ন্যায় নিজতেজে সমগ্র পৃথিবীকে প্রতপ্ত করিয়া এক্ষণে বিরাটরাজার সভাসদ্ হইয়াছেন।২৮

পাণ্ডুনন্দন! সভামধ্যে ঋষিগণের সহিত রাজবৃন্দ যাঁহার উপাসনা করিতেন, সেই পাণ্ডুপুত্র যুধিষ্ঠির আজ অন্যের উপাসনা করিতেছেন দেখুন।২৯

যে যুধিষ্ঠিরকে পরের প্রিয়বাদী ও সেবারত সদস্যরূপে দেখিয়া আমার ক্রোধ অসংশয়ে বর্দ্ধিত হয়, মহাপ্রাজ্ঞ ধর্ম্মাত্মা সেই যুধিষ্ঠির বস্তুতঃ এই কার্য্যের যোগ্য নহেন, তাঁহাকে জীবন রক্ষার জন্য অপরের আশ্রিত দেখিয়া কাহার না দুঃখ হয়?৩০-৩১

হে বীর ভরতনন্দন! সমগ্র বসুন্ধরা সভামধ্যে যাঁহার উপাসনা করিত, সেই ভরতনন্দনকে অন্যের উপাসনা করিতেও দেখুন।৩২

হে ভীম! এইরূপ নানাবিধ দুঃখে অনাথার ন্যায় নিপীড়িতা হইয়া আমি শোক-সাগরের মধ্যে অবস্থান করিতেছি, ইহা দেখিতেছেন না কি?৩৩

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের বিরাটপর্ব্বান্তর্গত কীচকবধপর্ব্বে দ্রৌপদীর সহিত ভীমের কথোপকথনবিষয়ক অষ্টাদশ অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।১৮

ঊনবিংশোঽধ্যায়ঃ।

[পাণ্ডবানাং দুঃখেন দুঃখিতায়া দ্রৌপদ্যা ভীমসমীপে বিলাপঃ।]

দ্রৌপদ্যুবাচ।

ইদং তু তে মহদ্ দুঃখং যৎ প্রবক্ষ্যামি ভারত।
ন মেঽভ্যসূয়া কর্তব্যা দুঃখাদেতদ্ ব্রবীম্যহম্ ॥১

সূদকর্মণি হীনে ত্বমসমে ভরতর্ষভ।
ব্রুবন্ বল্লবজাতীয়ঃ কস্য শোকং ন বর্দ্ধয়েঃ ॥২

সূপকারং বিরাটস্য বল্লবং ত্বাং বিদুর্জনাঃ।
প্রেষ্যত্বং সমনুপ্রাপ্তং ততো দুঃখতরং নু কিম্ ॥৩

যদা মহানসে সিদ্ধে বিরাটমুপতিষ্ঠসি।
ব্রুবাণো বল্লবঃ সূদস্তদা সীদতি মে মনঃ ॥৪

যদা প্রহৃষ্টঃ সম্রাট্ ত্বাং সংযোধয়তি কুঞ্জরৈঃ।
হসন্ত্যন্তঃপুরে নার্য্যো মম তূদ্বিজতে মনঃ ॥৫

শার্দ্দুলৈর্মহিষৈঃ সিংহৈরাগারে যোধ্যসে যদা।
কৈকেয্যাঃ প্রেক্ষমাণায়াস্তদা মে কশ্মলং ভবেৎ ॥৬

তত উত্থায় কৈকেয়ী সর্বাস্তাঃ প্রত্যভাষত।
প্রেষ্যাঃ সমুত্থিতাশ্চাপি কৈকেয়ীং তাং স্ত্রিয়োঽব্রুবন্ ॥৭

প্রেক্ষ্য মামনবদ্যাঙ্গীং কশ্মলোপহতামিব।
স্নেহাৎ সংবাসজাদ্ ধর্মাৎ সূদমেষা শুচিস্মিতা ॥৮

যোধ্যমানং মহাবীর্য্যমিয়ং সমনুশোচতি।
কল্যাণরূপা সৈরন্ধ্রী বল্লবশ্চাপি সুন্দরঃ ॥৯

স্ত্রীণাং চিত্তঞ্চ দুর্জ্ঞেয়ং যুক্তরূপৌ চ মে মতৌ।
সৈরন্ধ্রী প্রিয়সংবাসান্নিত্যং করুণবাদিনী ॥১০

ঊনবিংশ অধ্যায়।

[পাণ্ডবদের দুঃখে দুঃখিতা দ্রৌপদীর ভীমের সম্মুখে বিলাপ।]

দ্রৌপদী বলিলেন,—হে ভরতনন্দন! আমি যাহা বলিব ইহা আপনার মহা দুঃখকর হইবে, আমার উপরে বিরক্ত বা অসন্তুষ্ট হইবেন না, বড় দুঃখেই আমি এ কথা বলিতেছি।১

হে ভরতর্ষভ! আপনি আপনার অসদৃশ এই হীন পাচকবৃত্তিতে বল্লব-জাতীয় বলিয়া পরিচয় দিয়া কাহার না শোক বর্দ্ধন করিতেছেন?২

লোকে আপনাকে বিরাটরাজার আজ্ঞাবহ পাচক বল্লব বলিয়া জানে। আপনি প্রভু হইয়াও আজ ভৃত্যের দশায় পড়িয়াছেন—ইহা অপেক্ষা অধিক দুঃখ আর কি আছে?৩

যখন রন্ধনশালার কার্য্য শেষ করিয়া আপনি 'বল্লব পাচক' বলিয়া বিরাট রাজার নিকট উপস্থিত হন, তখন আমার মন অবসন্ন হইয়া পড়ে।৪

যখন আনন্দিত বিরাটরাজা আপনাকে হস্তিযূথের সহিত যুদ্ধ করায়, অন্তঃপুরে রমণীরা হাসিতে থাকে, আমার কিন্তু মন উদ্বিগ্ন হইয়া উঠে।৫

যখন গৃহমধ্যে মহিষ, ব্যাঘ্র ও সিংহের সহিত আপনি যুদ্ধ করিতে থাকেন ও সুদেষ্ণা তাহা দেখিতে থাকে, তখন আমার কষ্ট হয়।৬

তারপর আমাকে অনিন্দ্যসুন্দরী ও দুঃখিতার ন্যায় দেখিয়া, সুদেষ্ণা উঠিয়া উপস্থিত সমস্ত দাসীদিগকে বলিতে থাকে এবং সেই স্ত্রীলোকেরাও সুদেষ্ণাকে বলিতে থাকে যে, এই বিমলহাসিনী সৈরন্ধ্রী একত্র অবস্থানজনিত স্নেহের ধর্ম্মে মহাবীর্য্যশালী ঐ পাচককে যুদ্ধ করিতে দেখিয়া শোকগ্রস্ত হয়। সৈরন্ধ্রী সুরূপা, বল্লবও সুন্দর, স্ত্রীলোকের চিত্ত দুর্জ্ঞেয়। ইহারা উভয়েই সমান

অস্মিন্ রাজকুলে চেমৌ তুল্যকালনিবাসিনৌ।
ইতি ব্রুবাণা বাক্যানি সা মাং নিত্যমতর্জয়ৎ ॥১১

ক্রুধ্যন্তীং মাঞ্চ সম্প্রেক্ষ্য সমশঙ্কত মাং ত্বয়ি।
তস্যাং তথা ব্রুবত্যাং তু দুঃখং মাং সমাবিশৎ ॥১২

ত্বয্যেবং নিরয়ং প্রাপ্তে ভীমে ভীমপরাক্রমে।
শোকে যৌধিষ্ঠিরে মগ্না নাহং জীবিতুমুৎসহে ॥১৩

যঃ সদেবান্ মনুষ্যাংশ্চ সর্ব্বাংশ্চৈকরথোঽজয়ৎ।
সোঽয়ং রাজ্ঞো বিরাটস্য কন্যানাং নর্ত্তকো যুবা ॥১৪

যোঽতর্পয়দমেয়াত্মা খাণ্ডবে জাতবেদসম্।
সোঽন্তঃপুরগতঃ পার্থ কূপেঽগ্নিরিব সংবৃতঃ ॥১৫

যস্মাদ্ ভয়মমিত্রাণাং সদৈব পুরুষর্ষভাৎ।
স লোকপরিভূতেন বেশেনাস্তে ধনঞ্জয়ঃ ॥১৬

যস্য জ্যাক্ষেপকঠিনৌ বাহূ পরিঘসন্নিভৌ।
স শঙ্খপরিপূর্ণাভ্যাং শোচন্নাস্তে ধনঞ্জয়ঃ ॥১৭

যস্য জ্যাতলনির্ঘোষাৎ সমকম্পন্ত শত্রবঃ।
স্ত্রিয়ো গীতস্বনং তস্য মুদিতাঃ পর্য্যুপাসতে ॥১৮

কিরীটং সূর্য্যসঙ্কাশং যস্য মূর্দ্ধন্যশোভত।
বেণীবিকৃতকেশান্তঃ সোঽয়মদ্য ধনঞ্জয়ঃ ॥১৯

তং বেণীকৃতকেশান্তং ভীমধন্বানমর্জুনম্।
কন্যাপরিবৃতং দৃষ্ট্বা ভীম সীদতি মে মনঃ ॥২০

যস্মিন্নস্ত্রাণি দিব্যানি সমস্তানি মহাত্মনি।
আধারঃ সর্ববিদ্যানাং স ধারয়তি কুণ্ডলে ॥২১

রূপসম্পন্ন বলিয়া আমার মনে হয়, সৈরন্ধ্রী প্রীতিকর সহবাসবশতঃই নিত্য করুণ (শোক-সূচক) কথা বলে।৭-১০

এই রাজবাটীতে ইহারা উভয়েই একই সময় হইতে বাস করিতেছে। এইরূপ নানা কথা বলিয়া সুদেষ্ণা আমাকে নিত্য ভর্ৎসনা করিত।১১

আমাকে ক্রুদ্ধ দেখিয়া আপনার প্রতি আসক্ত বলিয়া আশঙ্কা করিত। তাহার এইরূপ বাক্যে আমার অত্যন্ত দুঃখ হইত।১২

আপনি ভীমপরাক্রম ভীমসেন, আপনি এই হীন বৃত্তি অবলম্বন করায়, যুধিষ্ঠির-সৃষ্ট শোকে মগ্ন হইয়া আমি আর বাঁচিতে ইচ্ছা করি না।১৩

যে যুবক এক-রথে সকল দেবতা ও মনুষ্যকে জয় করিয়াছিলেন, তিনিই এই বিরাটরাজার কন্যাদিগের নৃত্যশিক্ষক হইয়াছেন।১৪

কুন্তীকুমার! যে অপ্রমেয় বলশালী অর্জ্জুন খাণ্ডবারণ্যে অগ্নিদেবকে পরিতৃপ্ত করিয়াছিলেন, তিনি এখন অন্তঃপুরচারী হইয়া কূপমধ্যে অগ্নির ন্যায় প্রচ্ছন্ন হইয়া আছেন।১৫

যে পুরুষশ্রেষ্ঠকে শত্রুগণ সর্ব্বদাই ভয় করিত, সেই ধনঞ্জয় আজ লোকের অবজ্ঞাত ক্লীববেশে অবস্থান করিতেছেন।১৬

যাঁহার পরিঘতুল্য বাহুদ্বয় জ্যা-ঘর্ষণে কঠিন, সেই অর্জ্জুন আজ তাঁহার সেই বাহুকে শঙ্খবলয়ে পূর্ণ করিয়া বিষাদগ্রস্ত হইয়া আছেন।১৭

যাঁহার ধনুর জ্যা-নির্ঘোষে (ধ্বনিতে) শত্রুগণ কম্পিত হইত, স্ত্রীলোকেরা এখন তাঁহার গানের সুর (ধ্বনি) সানন্দে উপভোগ করিতেছে।১৮

যাঁহার মস্তকে সূর্য্যতুল্য কিরীট শোভা পাইত, সেই ধনঞ্জয়ের কেশাগ্র আজ বেণী-বন্ধনে বিকৃত।১৯

হে ভীমসেন! ভয়াবহ ধনুর্দ্ধর অর্জ্জুনকে কেশাগ্রে বেণী-বন্ধন করিয়া কন্যাবৃন্দে পরিবৃত দেখিলে, আমার মন বিষাদগ্রস্ত হয়।২০

সমস্ত দিব্যাস্ত্রসমূহ যাঁহার নিকট রহিয়াছে,

স্পৃষ্টুং রাজসহস্রাণি তেজসাপ্রতিমানি বৈ।
সমরে নাভ্যবর্তন্ত বেলামিব মহার্ণবঃ ॥২২

সোঽয়ং রাজ্ঞো বিরাটস্য কন্যানাং নর্তকো যুবা।
আস্তে বেশপ্রতিচ্ছন্নঃ কন্যানাং পরিচারিকঃ ॥২৩

যস্য স্ম রথঘোষেণ সমকম্পত মেদিনী।
সপর্বত-বনা ভীম সহস্থাবর-জঙ্গমা ॥২৪

যস্মিন্ জাতে মহাভাগে কুন্ত্যাঃ শোকো ব্যনশ্যত।
স শোচয়তি মামদ্য ভীমসেন তবানুজঃ ॥২৫

ভূষিতং তমলঙ্কারৈঃ কুণ্ডলৈঃ পরিহাটকৈঃ।
কম্বুপাণিনমায়ান্তং দৃষ্ট্বা সীদতি মে মনঃ ॥২৬

যস্য নাস্তি সমো বীর্য্যে কশ্চিদুর্ব্ব্যাং ধনুর্দ্ধরঃ।
সোঽদ্য কন্যাপরিবৃতো গায়মানস্তে ধনঞ্জয়ঃ ॥২৭

ধর্মে শৌর্য্যে চ সত্যে চ জীবলোকস্য সম্মতম্।
স্ত্রীবেশবিকৃতং পার্থং দৃষ্ট্বা সীদতি মে মনঃ ॥২৮

যদা হ্যেনং পরিবৃতং কন্যাভির্দেবরূপিণম্।
প্রভিন্নমিব মাতঙ্গং পরিকীর্ণং করেণুভিঃ ॥২৯

মৎস্যমর্থপতিং পার্থং বিরাটং সমুপস্থিতম্।
পশ্যামি তূর্য্যমধ্যস্থং দিশো নশ্যন্তি মে তদা ॥৩০

নূনমার্য্যা ন জানাতি কৃচ্ছ্রং প্রাপ্তং ধনঞ্জয়ম্।
অজাতশত্রুং কৌরব্যং মগ্নং দুর্দ্যূতদেবিনম্ ॥৩১

(ঐন্দ্র-বারুণ-বায়ব্য-ব্রাহ্মাগ্নেয়ৈশ্চ বৈষ্ণবৈঃ।
অগ্নীন্ সন্তর্পয়ন্ পার্থঃ সর্বাংশ্চৈকরথোঽজয়ৎ ॥
দিব্যৈরস্ত্রৈরচিন্ত্যাত্মা সর্বশত্রুনিবর্হণঃ ॥

যিনি সর্ব্বাবস্থার আধার, তিনি আজ কর্ণে কুণ্ডল পরিধান করিয়া আছেন।২১

মহাসমুদ্র যেমন বেলাভূমিকে স্পর্শ করিতে অগ্রসর হয় না, সেইরূপ অতুল পরাক্রমশালী হাজার হাজার রাজা যুদ্ধক্ষেত্রে যাঁহাকে স্পর্শ করিতেও অগ্রসর হয় না, সেই যুবক বিরাটরাজার কন্যাদিগের নৃত্যশিক্ষক ও কন্যাদিগের পরিচারক হইয়া ছদ্মবেশে অবস্থান করিতেছেন।২২-২৩

হে ভীম! যাঁহার রথের শব্দে পর্ব্বত, অরণ্য, স্থাবর ও জঙ্গম-সমন্বিত সমগ্র ধরণী কম্পিত হইত, যে মহাভাগ জন্মগ্রহণ করিলে কুন্তীদেবীর শোক নষ্ট হইয়াছিল, আপনার অনুজ সেই অর্জ্জুন আজ আমাকে শোকে মগ্ন করিতেছেন।২৪-২৫

তাঁহাকে কুণ্ডল-বলয়াদি অলঙ্কারে অলঙ্কৃত হইয়া ও শাঁখা পরিয়া আসিতে দেখিলে আমার মন বিষাদে অভিভূত হইয়া পড়ে।২৬

পৃথিবীতে যাঁহার তুল্য বীর্য্যবান্ আর কেহ নাই, সেই ধনঞ্জয় আজ কন্যাবৃন্দে পরিবৃত ও সঙ্গীতরত হইয়া আছেন।২৭

ধর্ম্ম, শৌর্য্য এবং সত্যে যিনি জীব-জগতের সমাদৃত, সেই অর্জ্জুনকে নারীবেশে বিকৃত দেখিয়া আমার মন বিষাদগ্রস্ত হয়।২৮

যখন এই দেবতুল্য রূপবান্ অর্জ্জুনকে কন্যাবৃন্দ পরিবৃত হইয়া, করিণীবৃন্দে পরিবৃত মদস্রাবী হস্তীর ন্যায় মৎস্যরাজ বিরাটের নিকট উপস্থিত হইতে ও চতুর্দ্দিকে বাদ্যযন্ত্রের মধ্যভাগে অবস্থান করিতে দেখি, তখন আমার দশদিক্ নষ্ট (অর্থাৎ অন্ধকারময়) হইয়া যায়।২৯-৩০

পূজ্যা শ্বশ্রূদেবী নিশ্চয়ই অর্জ্জুন যে এইরূপ কষ্টে পড়িয়াছেন ও অজাতশত্রু যুধিষ্ঠির যে দ্যূতক্রীড়ার দুষ্ট নেশায় ডুবিয়া গিয়াছেন, ইহা জানেন না।৩১

(অর্জ্জুন অগ্নির তৃপ্তিসাধনার্থে ঐন্দ্র, বারুণ, বায়ব্য, ব্রাহ্ম, আগ্নেয় ও বৈষ্ণব অস্ত্রে একরথে সকলকে জয় করিয়াছিলেন।

দিব্যগান্ধর্ব্বমস্ত্রঞ্চ বায়ব্যমথ বৈষ্ণবম্।
ব্রাহ্মং পাশুপতং চৈব স্থূণাকর্ণঞ্চ দর্শয়ন্॥
পৌলোমান্ কালকেয়াংশ্চ ইন্দ্রশত্রূন্ মহাসুরান্।
নিবাতকবচৈঃ সার্ধং ঘোরানেকরথোঽজয়ৎ।
সোঽন্তঃপুরগতঃ পার্থঃ কূপেঽগ্নিরিব সংবৃতঃ॥
কন্যাপুরগতং দৃষ্ট্বা গোষ্ঠেষ্বিব মহর্ষভম্।
স্ত্রীবেশবিকৃতং পার্থং কুন্তীং গচ্ছতি মে মনঃ॥)
তথা দৃষ্ট্বা যবীয়াংসং সহদেবং গবাং পতিম্।
গোষু গোবেশমায়ান্তং পাণ্ডুভূতাস্মি ভারত ॥৩২
সহদেবস্য বৃত্তানি চিন্তয়ন্তী পুনঃ পুনঃ।
ন নিদ্রামভিগচ্ছামি ভীমসেন কুতো রতিম্ ॥৩৩
ন বিন্দামি মহাবাহো সহদেবস্য দুষ্কৃতম্।
যস্মিন্নেবংবিধং দুঃখং প্রাপ্নুয়াৎ সত্যবিক্রমঃ ॥৩৪

অচিন্ত্যনীয় প্রভাবশালী, সর্ব্বশত্রুসংহারকারী অর্জ্জুন গান্ধর্ব্ব অস্ত্র ও বায়ব্য, বৈষ্ণব, ব্রাহ্ম, পাশুপত, স্থূণাকর্ণ প্রভৃতি দিব্যাস্ত্র প্রদর্শন করিয়া, নিবাতকবচগণের সহিত ইন্দ্রশত্রু, ঘোরাকৃতি, পৌলোম ও কালকেয়নামক মহাসুরদিগকে এক-রথে জয় করিয়াছিলেন। সেই অর্জ্জুন কূপ-মধ্যে সংবৃত অগ্নির ন্যায় অন্তঃপুরগত হইয়া আছেন।

গোষ্ঠমধ্যে অবস্থিত মহাবৃষভের ন্যায় কন্যান্তঃপুরবর্ত্তী স্ত্রীবেশ-বিকৃত অর্জ্জুনকে দেখিয়া আমার মন কুন্তীদেবীকে স্মরণ করিতেছে।)

সেইরূপ কনিষ্ঠ পাণ্ডব সহদেবকে গো-বৃন্দের মধ্যে গোপযোগ্য বেশে গো-পালকরূপে আসিতে দেখিয়া আমি পাণ্ডুবর্ণা হইয়া গিয়াছি।৩২

হে ভরতনন্দন ভীমসেন। সহদেবের চরিত্র পুনঃপুনঃ চিন্তা করিতে করিতে আমি নিদ্রা যাইতে পারি না। আমার সন্তোষ কোথায়?৩৩

দুয়ামি ভরতশ্রেষ্ঠ দৃষ্ট্বা তে ভ্রাতরং প্রিয়াম্।
গোষু গোবৃষসঙ্কাশং মৎস্যেনাভিনিবেশিতম্ ॥৩৫
সংরব্ধং রক্তনেপথ্যং গোপালানাং পুরোগমম্।
বিরাটমভিনন্দন্তমথ মে ভবতি জ্বরঃ ॥৩৬
সহদেবং হি মে বীর নিত্যমার্য্যা প্রশংসতি।
মহাভিজনসম্পন্নঃ শীলবান্ বৃত্তবানিতি ॥৩৭
হ্রীনিষেধো মধুরবাগ্ধার্মিকশ্চ প্রিয়শ্চ মে।
স তেঽরণ্যেষু বোঢ়ব্যো যাজ্ঞসেনি ক্ষপাস্বপি ॥৩৮
সুকুমারশ্চ শূরশ্চ রাজানং চাপ্যনুব্রতঃ।
জ্যেষ্ঠাপচায়িনং বীরং স্বয়ং পাঞ্চালি ভোজয়েঃ ॥৩৯
ইত্যুবাচ হি মাং কুন্তী রুদতী পুত্রগৃদ্ধিনী।
প্রব্রজন্তং মহারণ্যং তং পরিষ্বজ্য তিষ্ঠতী ॥৪০

হে মহাবাহো। সহদেবের কি পাপ-কর্ম্ম করা আছে জানি না—যাহার ফলে সত্যনিষ্ঠ সহদেব এইরূপ দুঃখ পাইতে পারেন।৩৪

হে ভরতপুঙ্গব! আপনার প্রিয়-ভ্রাতা উত্তম বৃষভসদৃশ সহদেবকে মৎস্যরাজ বিরাটকর্ত্তৃক গো-রক্ষায় নিয়োজিত দেখিয়া আমি সন্তাপ ভোগ করি।৩৫

রক্তবস্ত্রাদি পরিহিত, গো-পালকবৃন্দের পুরো-গামী, কুপিতাকৃতি সহদেবকে বিরাটরাজার আনন্দবিধান করিতে দেখিয়া আমার সন্তাপ হয়।৩৬

হে বীর। আমার শাশুড়ী সর্ব্বদাই সহদেবের প্রশংসা করেন যে, সহদেব মহা আভিজাত্য-সম্পন্ন, সুশীল, সচ্চরিত্র, লাজুক, মিষ্টভাষী, ধার্ম্মিক ও আমার অত্যন্ত প্রিয়। দ্রৌপদি! অরণ্যমধ্যে রাত্রিতেও তুমি তাহার প্রতি লক্ষ্য রাখিও।৩৭-৩৮

তং দৃষ্ট্বা ব্যাপৃতং গোষু বৎসচর্ম্মক্ষপাশয়ম্।
সহদেবং যুধাং শ্রেষ্ঠং কিং নু জীবামি পাণ্ডব ॥৪১
যস্ত্রিভির্নিত্যসম্পন্নো রূপেণাস্ত্রেণ মেধয়া।
সোঽশ্ববন্ধো বিরাটস্য পশ্য কালস্য পর্য্যয়ম্ ॥৪২

অভ্যকীর্য্যন্ত বৃন্দানি দামগ্রন্থিমুদীক্ষ্য তম্
বিনয়ন্তং জবেনাশ্বান্ মহারাজস্য পশ্যতঃ ॥৪৩
অপশ্যমেনং শ্রীমন্তং মৎস্যং ভ্রাজিষ্ণুমুত্তমম্।
বিরাটমুপতিষ্ঠন্তং দর্শয়ন্তঞ্চ বাজিনঃ ॥৪৪
কিং নু মাং মন্যসে পার্থ সুখিনীতি পরন্তপ।
এবং দুঃখশতাবিষ্টা যুধিষ্ঠিরনিমিত্ততঃ ॥৪৫
অতঃ প্রতিবিশিষ্টানি দুঃখান্যন্যানি ভারত।
বর্ত্তন্তে ময়ি কৌন্তেয় বক্ষ্যামি শৃণু তান্যপি ॥৪৬
যুষ্মাসু ধ্রিয়মাণেষু দুঃখানি বিবিধান্যুত।
শোষয়ন্তি শরীরং মে কিং নু দুঃখমতঃ পরম্ ॥৪৭
ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং বিরাটপর্ব্বণি কীচকবধপর্ব্বণি দ্রৌপদী-ভীমসংবাদে একোনবিংশোঽধ্যায়ঃ ॥১৯

সে বীর হইলেও অত্যন্ত সুকুমার-প্রকৃতির এবং যুধিষ্ঠিরের সে একান্ত অনুগত। হে যাজ্ঞসেনি! জ্যেষ্ঠ-ভ্রাতার বীর পূজারী সহদেবকে তুমি স্বয়ং ভোজন করাইও।৩৯

মহারণ্যে প্রস্থানোদ্যত সহদেবকে আলিঙ্গন পূর্ব্বক দাঁড়াইয়া পুত্রস্নেহাতুরা কুন্তীদেবী রোদন করিতে করিতে আমাকে এই কথা বলিয়াছিলেন।৪০

সেই বীর সহদেবকে গোপালনে ব্যাপৃত ও রাত্রিতে গো-চর্ম্মোপরি শায়িত দেখিয়াও আমি কেন বাঁচিয়া আছি।৪১

রূপ, মেধা এবং অস্ত্রশক্তি এই তিনটী যাহার নিত্যই অম্লান রহিয়াছে, তিনিই আজ বিরাট রাজার অশ্ববন্ধনকারী হইয়াছেন। সময়ের বিপর্য্যয় দেখুন।৪২

তিনি যখন মহারাজের সমক্ষে বেগে অশ্বদিগকে শিক্ষা দিতে থাকেন, তখন অশ্ববৃন্দ দেখিয়া (রজ্জুগ্রন্থির প্রতীক্ষায়) তাঁহার চারিদিকে ঘিরিয়া দাঁড়ায়।৪৩

হায়! হায়! আমি সর্ব্বদা উৎসাহোদ্দীপ্ত, অনুপম-শ্রীমণ্ডিত এই নকুলকে মৎস্যরাজ বিরাটের সেবা করিতে ও অশ্বের খেলা দেখাইতে দেখিলাম।৪৪

হে শত্রুপীড়ক ভীমসেন! আপনি কি মনে করেন আমি সুখে আছি? যুধিষ্ঠিরের জন্য এইরূপ শতদুঃখে আমি অভিভূত হইয়া পড়িয়াছি।৪৫

হে ভরতনন্দন! ইহা অপেক্ষাও কত অধিক দুঃখ আমার মধ্যে সঞ্চিত আছে তাহাও বলিব, শ্রবণ করুন।৪৬

আপনারা জীবিত থাকিতেই নানাবিধ দুঃখে আমার শরীর শুকাইয়া যাইতেছে, ইহার অধিক দুঃখ আর কি আছে?৪৭

শ্রীমন্মহর্ষিবেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের বিরাটপর্ব্বান্তর্গত কীচকবধপর্ব্বে দ্রৌপদীর সহিত ভীমের কথোপকথনবিষয়ক উনবিংশ অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।১৯

বিংশোঽধ্যায়ঃ।

[ভীমসমীপে দ্রৌপদ্যাঃ স্বীয়দুঃখকথনম্।]

দ্রৌপদ্যুবাচ।

অহং সৈরন্ধ্রিবেশেন চরন্তী রাজবেশ্মনি।
শৌচদাস্মি সুদেষ্ণায়া অক্ষধূর্তস্য কারণাৎ ॥১

বিক্রিয়াং পশ্য মে তীব্রাং রাজপুত্র্যাঃ পরন্তপ।
আত্মকালমুদীক্ষন্তী সর্বং দুঃখং কিলান্তবৎ ॥২

অনিত্যা কিল মর্ত্যানামর্থসিদ্ধির্জয়াজয়ৌ।
ইতি কৃত্বা প্রতীক্ষামি ভর্তৄণামুদয়ং পুনঃ ॥৩

চক্রবৎ পরিবর্তন্তে হ্যর্থাশ্চ ব্যসনানি চ।
ইতি কৃত্বা প্রতীক্ষামি ভর্তৄণামুদয়ং পুনঃ ॥৪

য এব হেতুর্ভবতি পুরুষস্য জয়াবহঃ।
পরাজয়ে চ হেতুশ্চ স ইতি প্রতিপালয়ে।
কিং মাং ন প্রতিজানীষে ভীমসেন মৃতামিব ॥৫

দত্ত্বা যাচন্তি পুরুষা হত্বা বধ্যন্তি চাপরে।
পাতয়িত্বা চ পাত্যন্তে পরৈরিতি চ মে শ্রুতম্ ॥৬

ন দৈবস্যাতিভারোঽস্তি ন চৈবাস্যাতিবর্তনম্।
ইতি চাপ্যাগমং ভূয়ো দৈবস্য প্রতিপালয়ে ॥৭

স্থিতং পূর্বং জলং যত্র পুনস্তত্রৈব গচ্ছতি।
ইতি পর্য্যায়মিচ্ছন্তী প্রতীক্ষে উদয়ং পুনঃ ॥৮

দৈবেন কিল যস্যার্থঃ সুনীতোঽপি বিপদ্যতে।
দেবস্য চাগমে যত্নস্তেন কার্য্যো বিজানতা ॥৯

যৎ তু মে বচনস্যাস্য কথিতস্য প্রয়োজনম্।
পৃচ্ছ মাং দুঃখিতাং তত্ত্বং পৃষ্টা চাত্র ব্রবীমি তে ॥১০

বিংশ অধ্যায়।

[ভীমের নিকট দ্রৌপদীর স্বীয় দুঃখ নিবেদন।]

দ্রৌপদী বলিলেন,—হে পরন্তপ! রাজকন্যা হইয়াও আমার দুঃসহ দুরবস্থা দেখুন। অক্ষধূর্ত্ত যুধিষ্ঠিরের জন্য আমি সৈরন্ধ্রী বেশে রাজবাটীতে থাকিয়া সুদেষ্ণার শৌচের জল জোগাইতেছি। আমি নিজের সুসময়ের প্রতীক্ষায় আছি।১-২

সমস্ত দুঃখেরই ত' শেষ আছে। মানুষের অর্থলাভ, জয়-পরাজয় অনিত্য এই মনে করিয়া পতিবৃন্দের পুনরায় অভ্যুদয়-লাভের প্রতীক্ষা করিতেছি।৩

সম্পদ্ ও বিপদ চক্রের ন্যায় আবর্ত্তিত হয় এই মনে করিয়া পতিবৃন্দের পুনরায় অভ্যুদয় লাভের প্রতীক্ষা করিতেছি।৪

মানুষের জয়লাভের হেতু যাহা (ভাগ্য বা কাল), পরাজয়েরও হেতু হয় তাহাই (ভাগ্য বা কালই)—এই মনে করিয়াই (সৌভাগ্যের) প্রতীক্ষা করিতেছি। হে ভীমসেন! আপনি কি আমাকে মৃতকল্প বুঝিতে পারিতেছেন না?৫

মানুষ একদা দান করিয়াও আবার এক-সময়ে ভিক্ষা করে, প্রহার করিয়াও প্রহৃত হয় এবং বধ করিয়াও নিহত হয়।৬

দৈবের অসাধ্য নাই, দৈবকে অতিক্রম করাও যায় না। এইজন্যই পুনরায় অনুকূল দৈবাগমের প্রতীক্ষায় আছি।৭

পূর্ব্বে যেখানে জল ছিল, পুনরায় সেখানেই যায় (রিক্ত সরোবর পুনরায় কালক্রমে পূর্ণ হইয়া উঠে)। এইজন্য পরিবর্ত্তনের আশা করিয়া পুনরায় অভ্যুদয় লাভের প্রতীক্ষা করিতেছি।৮

যে ব্যক্তির সুবিচারিত ও সুষ্ঠুভাবে সম্পাদিত কার্য্যও দৈববশতঃ বিনষ্ট হয়, তাহার উচিত, ভালরূপে জানিয়া দৈবের আনুকূল্য সম্পাদনে যত্ন করা।৯

মহিষী পাণ্ডুপুত্রাণাং দুহিতা দ্রুপদস্য চ।
ইমামবস্থাং সম্প্রাপ্তা মদন্যা কা জিজীবিষেৎ ॥১১

কুরূন্ পরিভবেৎ সর্বান্ পঞ্চালানপি ভারত।
পাণ্ডবেয়াংশ্চ সম্প্রাপ্তো মম ক্লেশো হ্যরিন্দম ॥১২

ভ্রাতৃভিঃ শ্বশুরৈঃ পুত্রৈর্বহুভিঃ পরিবারিতা।
এবং সমুদিতা নারী কা ত্বন্যা দুঃখিতা ভবেৎ ॥১৩

নূনং হি বালয়া ধাতুর্ময়া বৈ বিপ্রিয়ং কৃতম্ ॥
যস্য প্রসাদাদ্ দুর্নীতং প্রাপ্তাস্মি ভরতর্ষভ ॥১৪

বর্ণাবকাশমপি মে পশ্য পাণ্ডব যাদৃশম্।
তাদৃশো মে ন তত্রাসীদ্ দুঃখে পরমকে তদা ॥১৫

আমার এই কথা বলিবার যে কি প্রয়োজন, দুঃখাভিভূতা আমাকে যদি তাহা জিজ্ঞাসা করেন, তবে আমি আপনার নিকট সব যথার্থ বিষয় বলিতেছি।১০

দ্রুপদরাজার কন্যা এবং পাণ্ডবগণের মহিষী হইয়াও এই অবস্থায় পড়িয়া আমি ভিন্ন কে আর বাঁচিয়া থাকিতে ইচ্ছা করে ?১১

হে অরিন্দম! আমি যে ক্লেশ পাইয়াছি, তাহা সমস্ত কৌরব, পাঞ্চাল ও পাণ্ডবগণকে অভিভূত করিবে।১২

ভ্রাতৃবৃন্দ, শ্বশুরগণ, পুত্রবর্গ ও বহু পরিজনে পরিবৃতা এবং মহাসমৃদ্ধিশালিনী হইয়াও অন্য কোন্ রমণী এইরূপ দুঃখ ভোগ করিয়া থাকে ?১৩

ভরতশ্রেষ্ঠ! নিশ্চয়ই আমি বাল্যকালে বিধাতার অপ্রিয় কিছু করিয়াছি, যাহার ফলে আমি পুনঃপুনঃ দুরবস্থা প্রাপ্ত হইতেছি।১৪

হে পাণ্ডব! দেখুন, আমার বর্ণ যেরূপ ম্লান হইয়াছে, তখন বনবাসে পরম দুঃখের মধ্যেও সেরূপ ছিল না।১৫

ত্বমেব ভীম জানীষে যন্মে পার্থ সুখং পুরা।
সাহং দাসীত্বমাপন্না ন শান্তিমবশা লভে ॥১৬

নাদৈবিকমহং মন্যে যত্র পার্থো ধনঞ্জয়ঃ।
ভীমধন্বা মহাবাহুরাস্তে ছন্ন ইবানলঃ ॥১৭

অশক্যা বেদিতুং পার্থ প্রাণিনাং বৈ গতির্নরৈঃ।
বিনিপাতমিমং মন্যে যুষ্মাকং হ্যবিচিন্তিতম্ ॥১৮

যস্যা মম মুখপ্রেক্ষা যূয়মিন্দ্রসমাঃ সদা।
সা প্রেক্ষে মুখমন্যাসামবরাণাং বরা সতী ॥১৯

পশ্য পাণ্ডব মেঽবস্থাং যথা নার্হামি বৈ তথা।
যুষ্মাসু ধ্রিয়মাণেষু পশ্য কালস্য পর্য্যয়ম্ ॥২০

হে ভীমসেন! হে কুন্তীপুত্র! আপনি নিজেই জানেন, পূর্ব্বে আমার কত সুখ ছিল। সেই আমি আজ দাসীত্ব প্রাপ্ত হইয়াছি এবং পরাধীনা হইয়া শান্তিলাভ করিতে পারিতেছি না।১৬

ভীষণ ধনুর্দ্ধর মহাবাহু অর্জ্জুন—যিনি দিগ্বিজয় করিয়া প্রচুর ধনরত্ন আনিয়া ধনঞ্জয়নামে বিখ্যাত হইয়াছেন, তিনিই যেখানে ভস্মাচ্ছন্ন অগ্নির ন্যায় অবস্থান করিতেছেন—ইহাকে আমি দৈব-কৃত ছাড়া অন্য কিছু মনে করি না।১৮

হে কৌন্তেয়! প্রাণিদিগের গতি মানুষের জানিবার শক্তি নাই। আপনাদের এই পতন চিন্তারও অতীত বলিয়া মনে করি।১৮

ইন্দ্রতুল্য আপনারা সকলেই আমার মুখাপেক্ষী থাকিতেন, সেই আমি সর্ব্ববিষয়ে সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠা হইয়াও আজ হীন রমণীগণের মুখাপেক্ষিণী হইয়া আছি।১৯

হে পাণ্ডব! কালের বিপর্য্যয় দেখুন, আপনারা জীবিত থাকিতেই আমি যে অবস্থার যোগ্যা নই, আমার সেই অবস্থা দেখুন।২০

যস্যাঃ সাগরপর্য্যন্তা পৃথিবী বশবর্ত্তিনী।
আসীৎ সাদ্য সুদেষ্ণায়া ভীতাহং বশবর্ত্তিনী ॥২১

যস্যাঃ পুরঃসরা আসন্ পৃষ্ঠতশ্চানুগামিনঃ।
সাহমদ্য সুদেষ্ণায়াঃ পুরঃ পশ্চাচ্চ গামিনী ॥২২

ইদং তু দুঃখং কৌন্তেয় মমাসহ্যং নিবোধ তৎ।
যা ন জাতু স্বয়ং পিংষে গাত্রোদ্বর্ত্তনমাত্মনঃ ॥
অন্যত্র কুন্ত্যা ভদ্রং তে সা পিনষ্ম্যদ্য চন্দনম্ ॥২৩

পশ্য কৌন্তেয় পাণী মে নৈবাভূতাং হি যৌ পুরা।
ইত্যস্য দর্শয়ামাস কিণবন্তৌ করাবুভৌ ॥২৪

বিভেমি কুন্ত্যা যা নাহং যুষ্মাকং বা কদাচন।
সাদ্যাগ্রতো বিরাটস্য ভীতা তিষ্ঠামি কিঙ্করী ॥২৫

সসাগরা পৃথিবী যাহার বশবর্ত্তিনী ছিল, সেই আমি আজ সুদেষ্ণার বশীভূতা হইয়া ভীতা হইয়া থাকি।২১

আমার নিজেরই অগ্রগামী ও পশ্চাদ্‌গামী কত লোক ছিল, সেই আমি আজ সুদেষ্ণার অগ্রে অগ্রে ও পশ্চাতে পশ্চাতে গমন করি।২২

হে কৌন্তেয়! এই দুঃখ আমার অত্যন্ত অসহ্য বোধ হইতেছে—আপনি তাহা শ্রবণ করুন। যে আমি একমাত্র কুন্তীদেবী ছাড়া নিজের জন্যও অঙ্গরাগ নিজে কখনও পেষণ করি নাই, সেই আমি আজ চন্দন পেষণ করিতেছি।২৩

হে কৌন্তেয়! আমার করযুগল দেখুন, যাহা পূর্ব্বে এরূপ কিণযুক্ত ছিল না—এই বলিয়া ভীমকে উভয় করতল দেখাইলেন।২৪

যে আমি কুন্তীদেবীকে বা আপনাদিগকেও কখনও ভয় করিয়া চলি নাই, সেই আমি আজ বিরাটরাজার দাসী হইয়া ভয়ে ভয়ে অবস্থান করি, কি জানি রাজা কি বলিবেন, অনুলেপন

কিং নু বক্ষ্যতি সম্রাণ্মাং বর্ণকঃ সুকৃতো ন বা।
নান্যপিষ্টং হি মৎস্যস্য চন্দনং কিল রোচতে ॥২৬

বৈশম্পায়ন উবাচ।
সা কীর্ত্তয়ন্তি দুঃখানি ভীমসেনস্য ভামিনী।
রুরোদ শনকৈঃ কৃষ্ণা ভীমসেনমুদীক্ষতী ॥২৭
সা বাষ্পকলয়া বাচা নিঃশ্বসন্তী পুনঃ পুনঃ।
হৃদয়ং ভীমসেনস্য ঘট্টয়ন্তীদমব্রবীৎ ॥২৮
নাল্পং কৃতং ময়া ভীম দেবানাং কিল্বিষং পুরা।
অভাগ্যা যত্র জীবামি কর্ত্তব্যে সতি পাণ্ডব ॥২৯

বৈশম্পায়ন উবাচ।
ততস্তস্যাঃ করৌ সূক্ষ্মৌ কিণবদ্ধৌ বৃকোদরঃ।
মুখমানীয় বৈ পত্ন্যা রুরোদ পরবীরহা ॥৩০

উত্তমরূপে প্রস্তুত হইল কিনা। অপরের ঘষা চন্দন মৎস্যরাজের পছন্দ হয় না।২৫-২৬

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—কোপনা দ্রৌপদী ভীমের নিকট নিজ দুঃখ কীর্ত্তন করিতে করিতে চুপি চুপি রোদন করিতে লাগিলেন।২৭

তিনি পুনঃপুনঃ শ্বাসত্যাগ করিতে করিতে বাষ্পগদ্‌গদ বাক্যে ভীমের হৃদয় মথিত করিয়া এই কথা বলিলেন।২৮

হে ভীম! আমি পূর্ব্বে হয় ত' দেবতাদিগের নিকট কম পাপ করি নাই, যেখানে আমার মরাই উচিত ছিল, সেখানে ভাগ্যহীনা হইয়া বাঁচিয়া আছি।২৯

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—তারপর শত্রুবীরহন্তা বৃকোদর পত্নী দ্রৌপদীর কিণযুক্ত (কড়া-পড়া) সেই কোমল করযুগল নিজের মুখের উপর রাখিয়া রোদন করিতে লাগিলেন।৩০

তৌ গৃহীত্বা চ কৌন্তেয়ো বাষ্পমুৎসৃজ্য বীর্য্যবান্।
ততঃ পরমদুঃখার্ত্ত ইদং বচনমব্রবীৎ ॥৩১

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং বিরাটপর্ব্বণি কীচকবধপর্ব্বণি দ্রৌপদীভীমসংবাদে বিংশোঽধ্যায়ঃ ॥২০

বীর্য্যবান্ ভীমসেন সেই করযুগল ধারণ করিয়া অশ্রুত্যাগ করিলেন, তারপর পরম দুঃখার্ত্ত হইয়া এই কথা বলিলেন।৩১

শ্রীমন্মহর্ষিবেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের বিরাটপর্ব্বান্তর্গত কীচকবধপর্ব্বে দ্রৌপদী ও ভীমের কথোপকথনবিষয়ক বিংশ অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।২০

একবিংশোঽধ্যায়ঃ।

[ভীম-দ্রৌপদ্যোঃ সংলাপঃ ।]

ভীমসেন উবাচ

ধিগস্তু মে বাহুবলং গাণ্ডীবং ফাল্গুনস্য চ।
যৎ তে রক্তৌ পুরা ভূত্বা পাণী কৃতকিণাবিমৌ ॥১

সভায়াং তু বিরাটস্য করোমি কদনং মহৎ।
তত্র মে কারণং ভাতি কৌন্তেয়ো যৎ প্রতীক্ষতে ॥২

অথবা কীচকস্যাহং পোথয়ামি পদা শিরঃ।
ঐশ্বর্য্যমদমত্তস্য ক্রীড়ন্নিব মহাদ্বিপঃ ॥৩

অপশ্যং ত্বাং যদা কৃষ্ণে কীচকেন পদা হতাম্।
তদৈবাহং চিকীর্ষামি মৎস্যানাং কদনং মহৎ ॥৪

তত্র মাং ধর্ম্মরাজস্তু কটাক্ষেণ ন্যবারয়ৎ।
তদহং তস্য বিজ্ঞায় স্থিত এবাস্মি ভামিনি ॥৫

যচ্চ রাষ্ট্রাৎ প্রচ্যবনং কুরূণামবধশ্চ যঃ।
সুযোধনস্য কর্ণস্য শকুনেঃ সৌবলস্য চ ॥৬

দুঃশাসনস্য পাপস্য যন্ময়া নাহৃতং শিরঃ।
তন্মে দহতি গাত্রাণি হৃদি শল্যমিবার্পিতম্।
মা ধর্ম্মং জহি সুশ্রোণি ক্রোধং জহি মহামতে ॥৭

একবিংশ অধ্যায়।

[ভীম ও দ্রৌপদীর সংলাপ।]

বলিলেন—আমার বাহুবলকে ও অর্জ্জুনের গাণ্ডীবকে ধিক্কার দিই। যেহেতু তোমার এই করযুগল যাহা পূর্ব্বে রক্তবর্ণ ছিল, এক্ষণে তাহা কিণযুক্ত হইয়াছে (কড়া পড়িয়াছে)।১

আমি সভামধ্যে বিরাটরাজার মহা দুর্দ্দশা করিতাম—কিন্তু যুধিষ্ঠির যে তাকাইয়া রহিলেন তাহাই আমার নিষেধ বলিয়া মনে হইল।২

অথবা আমি ক্রীড়ারত মত্তহস্তীর ন্যায় পদাঘাতে ঐশ্বর্য্যমদমত্ত কীচকের মস্তক চূর্ণ করিয়া ফেলিতাম।৩

হে দ্রৌপদি! যখন তোমাকে কীচকের পদাঘাতে আহত দেখিয়াছিলাম, তখনই আমি মৎস্যদেশবাসীদের ধ্বংস সাধনে ইচ্ছুক হইয়াছিলাম।৪

কিন্তু ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির আমাকে কটাক্ষ দ্বারা নিষেধ করিলেন। তাঁহার সেই নিষেধ বুঝিতে পারিয়াই আমি চুপ করিয়াই রহিলাম।৫

রাজ্য হইতে যে বিচ্যুত হইয়াছি, কৌরবদিগকে যে সংহার করি নাই, দুর্য্যোধন, কর্ণ,

ইমং তু সমুপালম্ভং ত্বত্তো রাজা যুধিষ্ঠিরঃ।
শৃণুয়াদ্ যাপি কল্যাণি কৃৎস্নং জহ্যাৎ স জীবিতম্ ॥৮

ধনঞ্জয়ো বা সুশ্রোণি যমৌ বা তনুমধ্যমে।
লোকান্তরগতেষেষু নাহং শক্ষ্যামি জীবিতুম্ ॥৯

পুরা সুকন্যা ভার্য্যা চ ভার্গবং চ্যবনং বনে।
বল্মীকভূতং শাম্যন্তমন্বপদ্যত ভামিনী ॥১০

নারায়ণী চন্দ্রসেনা রূপেণ যদি তে শ্রুতা।
পতিমন্বচরদ্ বৃদ্ধং পুরা বর্ষসহস্রিণম্ ॥১১

দুহিতা জনকস্যাপি বৈদেহী যদি তে শ্রুতা।
পতিমন্বচরৎ সীতা মহারণ্যনিবাসিনম্ ॥১২

রক্ষসা নিগ্রহং প্রাপ্য রামস্য মহিষী প্রিয়া।
ক্লিশ্যমানাপি সুশ্রোণি রামমেবান্বপদ্যত ॥১৩

লোপামুদ্রা তথা ভীরু বয়োরূপসমন্বিতা।
অগস্তিমন্বয়াদ্ধিত্বা কামান্ সর্বানমানুষান্ ॥১৪

দ্যুমৎসেনসুতং বীরং সত্যবন্তমনিন্দিতা।
সাবিত্র্যনুচচারৈকা যমলোকং মনস্বিনী ॥১৫

যথৈতাঃ কীর্ত্তিতা নার্য্যো রূপবত্যঃ পতিব্রতাঃ।
তথা ত্বমপি কল্যাণি সর্বৈঃ সমুদিতা গুণৈঃ ॥১৬

মাদীর্ঘং ক্ষম কালং ত্বং মাসমর্দ্ধঞ্চ সম্মিতম্।
পূর্ণে ত্রয়োদশে বর্ষে রাজ্ঞাং রাজ্ঞী ভবিষ্যসি ॥১৭

শকুনি, সৌবল ও পাপিষ্ঠ দুঃশাসনের মস্তক যে আমি ছিঁড়িয়া আনি নাই—হৃদয়ার্পিত শল্যের ন্যায় তাহা আমার সমস্ত শরীরকে দগ্ধ করিতেছে। হে সুন্দরি! হে বুদ্ধিমতি! তুমি ক্রোধ পরিত্যাগ কর, ধর্ম্মত্যাগ করিও না।৬-৭

হে কল্যাণি! তোমার নিকট হইতে এই তিরস্কারের সমস্ত কথা যদি রাজা যুধিষ্ঠির শুনিতেও পান, তাহা হইলে তিনি প্রাণত্যাগ করিবেন।৮

সুশ্রোণি! তনুমধ্যমে! যুধিষ্ঠির, অর্জ্জুন, নকুল কিংবা সহদেব ইহারা লোকান্তরগত হইলে আমিও বাঁচিতে পারিব না।৯

পূর্ব্বকালে ভৃগুবংশীয় চ্যবনমুনি অরণ্যে বল্মীকে পরিণত হইয়া মৃতপ্রায় হইয়া পড়িয়াছিলেন, তাঁহার পত্নী সুকন্যা সেই অবস্থাতেও তাঁহার অনুসরণ করিয়াছিলেন।১০

নারায়ণী ইন্দ্রসেনার কথা হয়ত তোমার শোনা আছে। তিনি পূর্ব্বকালে সহস্র বৎসর-বয়স্ক বৃদ্ধপতির অনুগামিনী থাকিয়া সেবা করিয়াছিলেন।১১

বিদেহরাজপুত্রী জানকী বনবাসী পতির অনুগামিনী হইয়াছিলেন—তাঁহার কথাও তোমার অবশ্যই শোনা আছে।১২

রাক্ষসের হস্তে অত্যাচারিত ও নিপীড়িত হইয়াও বহুকষ্ট পাইয়াও রামচন্দ্রের প্রিয়তমা মহিষী সীতা রামেরই অনুগামিনী হইয়াছিলেন।১৩

রূপযৌবনশালিনী লোপামুদ্রা মনুষ্যলোকদুর্ল্লভ সর্ব্বপ্রকার কাম্য বস্তু পরিত্যাগ করিয়া অগস্ত্যের অনুগামিনী হইয়াছিলেন।১৪

অনিন্দ্যসুন্দরী মনস্বিনী সাবিত্রী একাকিনী যমলোক পর্য্যন্ত দ্যুমৎসেনের পুত্র বীর সত্যবানের অনুগমন করিয়াছিলেন।১৫

হে কল্যাণি! এই যে পতিব্রতা রূপবতী রমণীদিগের নামোল্লেখ করিলাম, তুমিও ইহাদিগের ন্যায় সর্ব্বগুণসম্পন্না।১৬

আর দীর্ঘকাল নহে, একমাস বা অর্দ্ধমাস কাল তুমি সহ্য কর। ত্রয়োদশ বৎসর পূর্ণ হইলে তুমি রাজরাণী হইবে।১৭

(সত্যেন তে শপে চাহং ভবিতা নান্যথেতি হ।
সর্বাসাং পরমস্ত্রীণাং প্রামাণ্যং কর্তুমর্হসি ॥
সর্বেষাঞ্চ নরেন্দ্রাণাং মূর্ধ্নি স্থাস্যসি ভামিনি।
ভর্তৃভক্ত্যা চ বৃত্তেন ভোগান্ প্রাপ্স্যসি দুর্লভান্)

দ্রৌপদ্যুবাচ।

আর্তয়ৈতন্ময়া ভীম কৃতং বাষ্পপ্রমোচনম্।
অপারয়ন্ত্যা দুঃখানি ন রাজানমুপালভে ॥১৮

বিমুক্তেন ব্যতীতেন ভীমসেন মহাবল।
প্রত্যুপস্থিতকালস্য কার্য্যস্যানন্তরো ভব ॥১৯

মমেহ ভীম কৈকেয়ী রূপাভিভবশঙ্কয়া।
নিত্যমুদ্বিজতে রাজা কথং নেয়াদিমামিতি ॥২০

তস্যা বিদিত্বা তং ভাবং স্বয়ং চানৃতদর্শনঃ।
কীচকোঽয়ং সুদুষ্টাত্মা সদা প্রার্থয়তে হি মাম্ ॥২১

তমহং কুপিতা ভীম পুনঃ কোপং নিয়ম্য চ।
অব্রুবং কামসম্মূঢ়মাত্মানং রক্ষ কীচক ॥২২

গন্ধর্বাণামহং ভার্য্যা পঞ্চানাং মহিষী প্রিয়া।
তে ত্বাং নিহন্যুঃ কুপিতাঃ শূরাঃ সাহসকারিণঃ ॥২৩

এবমুক্তঃ সুদুষ্টাত্মা কীচকঃ প্রত্যুবাচ হ।
নাহং বিভেমি সৈরন্ধ্রি গন্ধর্বাণাং শুচিস্মিতে ॥২৪

শতং শতসহস্রাণি গন্ধর্বাণামহং রণে।
সমাগতং হনিষ্যামি ত্বং ভীরু কুরু মে ক্ষণম্ ॥২৫

ইত্যুক্তে চাব্রুবং মত্তং কামাতুরমহং পুনঃ।
ন ত্বং প্রতিবলশ্চৈষাং গন্ধর্বাণাং যশস্বিনাম্ ॥২৬

(তোমার নিকট সত্য পূর্ব্বক শপথ করিতেছি ইহার অন্যথা হইবে না। তুমি সমস্ত উত্তম রমণীদিগের প্রভুত্ব করিবার যোগ্যা।

হে ভামিনি! তুমি সমস্ত রাজবৃন্দেরও মস্তকে স্থান পাইবে এবং চরিত্র ও পতিভক্তির প্রভাবে দুর্লভ ভোগাবলি প্রাপ্ত হইবে।)

দ্রৌপদী বলিলেন,—হে ভীম! আর কষ্ট সহ্য করিতে না পারিয়া কাতর হইয়া আমি এই অশ্রুমোচন করিয়াছি। রাজাকে তিরস্কার করি নাই।১৮

সে যাই হোক, আর অতীতের আলোচনার প্রয়োজন নাই। হে মহাবল! এখন যে কার্য্যের কাল উপস্থিত, সেই কার্য্যের সম্মুখীন হউন।১৯

হে ভীম! এখানে সুদেষ্ণা আমার রূপের কাছে এবং নিজের অভিভব আশঙ্কা করিয়া, 'রাজা কোনরূপে ইহার প্রতি আসক্ত হইয়া না পড়েন' এই ভয়ে নিত্যই উদ্বিগ্ন থাকেন।২০

তাহার সেই মনোভাব জানিয়া এবং নিজেও অসত্যদর্শী বলিয়া দুষ্টাত্মা কীচক সর্ব্বদাই আমাকে প্রার্থনা করে।২১

হে ভীম! আমি প্রথমে কুপিতা হইয়া এবং পরে কোপ দমন করিয়া, কামমোহিত সেই কীচককে বলিয়াছি যে, কীচক! তুমি আত্মাকে রক্ষা কর।২২

আমি পাঁচটি গন্ধর্ব্বের ভার্য্যা এবং প্রিয়তমা মহিষী। তাঁহারা অসম-সাহসী বীর। তাঁহারা কুপিত হইলে তোমাকে হত্যা করিবেন।২৩

এইরূপ বলিলে, অতি দুষ্টাত্মা কীচক প্রত্যুত্তরে বলিয়াছে—হে সৈরন্ধ্রি! হে শুচিস্মিতে! আমি গন্ধর্ব্বদিগকে ভয় করি না।২৪

শত শত বা লক্ষ লক্ষ গন্ধর্ব্ব আসিলেও আমি তাহাদিগকে যুদ্ধে নিহত করিব। ভীরু! তুমি আমার আনন্দ-বিধান কর।২৫

সে এই কথা বলিলে সেই কামোন্মত্ত কীচককে আমি পুনরায় এই কথা বলিয়াছি—তুমি সেই গন্ধর্ব্বদিগের সমান শক্তিমান্ নও।২৬

ধর্মে স্থিতাস্মি সততং কুলশীলসমন্বিতা।
নেচ্ছামি কঞ্চিদ্ বধ্যন্তং তেন জীবসি কীচক ॥২৭

এবমুক্তঃ স দুষ্টাত্মা প্রাহসৎ স্বনবৎ তদা।
অথ মাং তত্র কৈকেয়ী প্রৈষয়ৎ প্রণয়েন তু ॥২৮

তেনৈব দেশিতা পূর্বং ভ্রাতৃপ্রিয়চিকীর্ষয়া।
সুরামানয় কল্যাণি কীচকস্য নিবেশনাৎ ॥২৯

সূতপুত্রস্তু মাং দৃষ্ট্বা মহৎ সান্ত্বমবর্তয়ৎ।
সান্ত্বে প্রতিহতে ক্রুদ্ধঃ পরামর্শমনাভবৎ ॥৩০

বিদিত্বা তস্য সঙ্কল্পং কীচকস্য দুরাত্মনঃ।
তথাহং রাজশরণং জবেনৈব প্রধাবিতা ॥৩১

সন্দর্শনে তু মাং রাজ্ঞঃ সূতপুত্রঃ পরামৃশৎ।
পাতয়িত্বা তু দুষ্টাত্মা পদাহং তেন তাড়িতা ॥৩২

প্রেক্ষতে স্ম বিরাটস্তু কঙ্কস্তু বহবো জনাঃ।
রথিনঃ পীঠমর্দাশ্চ হস্ত্যারোহাশ্চ নৈগমাঃ ॥৩৩

উপালব্ধো ময়া রাজা কঙ্কশ্চাপি পুনঃ পুনঃ।
ততো ন বারিতো রাজ্ঞা ন তস্যাবিনয়ঃ কৃতঃ ॥৩৪

যোঽয়ং রাজ্ঞো বিরাটস্য কীচকো নাম সারথিঃ।
ত্যক্তধর্মা নৃশংসশ্চ নরস্ত্রীসম্মতঃ প্রিয়ঃ ॥৩৫

শূরোঽভিমানী পাপাত্মা সর্বার্থেষু চ মুগ্ধবান্।
দারামর্শী মহাভাগ লভতেঽর্থান্ বহূনপি ॥৩৬

আহরেদপি বিত্তানি পরেষাং ক্রোশতামপি।
ন তিষ্ঠতি স্ম সন্মার্গে ন চ ধর্মং বুভূষতি ॥৩৭

পাপাত্মা পাপভাবশ্চ কামবাণবশানুগঃ।
অবিনীতশ্চ দুষ্টাত্মা প্রত্যাখ্যাতঃ পুনঃ পুনঃ ॥৩৮

আমি কুলশীলবতী ও সতত ধর্মপরায়ণা, আমি কাহারও মৃত্যু কামনা করি না। কীচক! সেইজন্যই তুমি বাঁচিয়া আছ।২৭

এই কথা বলায় দুষ্টাত্মা কীচক তখন সশব্দে হাসিয়া উঠিয়াছিল। তারপর সুদেষ্ণা আমাকে "হে কল্যাণি! কীচকের বাটী হইতে সুরা আনয়ন কর", এই বলিয়া সস্নেহে সেখানে পাঠাইয়াছিল। কীচকই তাহাকে পূর্ব্ব হইতে এইরূপ নির্দ্দেশ দিয়াছিল এবং ভ্রাতার প্রীতি-বিধানেচ্ছায় সুদেষ্ণা ইহা করিয়াছিল।২৮-২৯

কীচক আমাকে দেখিয়া অনেক মধুর বাক্যে অনুনয় করিল, অনুনয় নিষ্ফল হওয়ায় ক্রুদ্ধ হইয়া ধরিয়া ফেলিতে ইচ্ছা করিল।৩০

দুরাত্মা কীচকের সেই অভিপ্রায় বুঝিতে পারিয়া আমি রাজভবনের দিকে বেগে দৌড়াইয়া আসিলাম।৩১

রাজার সমক্ষেই কীচক আমাকে ধরিয়া ফেলিল এবং ভূতলে নিপাতিতা করিয়া পদাঘাত করিল।৩২

বিরাটরাজা দেখিয়াছিলেন, কঙ্ক দেখিয়াছিলেন। আরও হস্ত্যারোহী, রথারোহী, রাজপ্রিয় নাগরিক, বণিক্ প্রভৃতি বহু লোকেও দেখিয়াছিল।৩৩

আমি রাজাকে এবং কঙ্ককে পুনঃপুনঃ তিরস্কার করিয়াছি। তাহাতেও রাজা তাহাকে বারণ করেন নাই। তাহার ঔদ্ধত্য দমন করেন নাই।৩৪

এই যে রাজা বিরাটের সহায় কীচক, সে অতিশয় নৃশংস, অধার্ম্মিক হইলেও তাঁহাদের স্ত্রী-পুরুষের অত্যন্ত প্রিয় ও সমাদৃত।৩৫

সে বীরাভিমানী, পাপমতি, সর্ব্ব-বিষয়েই সে মূঢ়, সে আপনাদের দারাভিমর্ষী। বহু অর্থও সে পায়।৩৬

সে আর্ত্তনাদ উপেক্ষা করিয়াও পরের ধন হরণ করে। সে সৎপথে অবস্থান করে না এবং ধর্ম্মলাভ করিতে চায় না।৩৭

দর্শনে দর্শনে হন্যাদ্ যদি জহ্যাঞ্চ জীবিতম্।
তদ্ ধর্মে যতমানানাং মহান্ ধর্মো নশিষ্যতি ॥৩৯

সময়ং রক্ষমাণানাং ভার্য্যা বো ন ভবিষ্যতি।
ভার্য্যায়াং রক্ষ্যমাণায়াং প্রজা ভবতি রক্ষিতা ॥৪০

প্রজায়াং রক্ষ্যমাণায়ামাত্মা ভবতি রক্ষিতঃ।
আত্মা হি জায়তে তস্যাং তেন জায়াং বিদুর্বুধাঃ ॥৪১

ভর্ত্তা তু ভার্য্যায়া রক্ষ্যঃ কথং জায়ান্মমোদরে ;
বদতাং বর্ণধর্মাংশ্চ ব্রাহ্মণানামিতি শ্রুতঃ ॥৪২

ক্ষত্রিয়স্য সদা ধর্মো নান্যঃ শত্রুনিবর্হণাৎ।
পশ্যতো ধর্মরাজস্য কীচকো মাং পদাবধীৎ ॥৪৩

তব চৈব সমক্ষে বৈ ভীমসেন মহাবল।
ত্বয়া হ্যহং পরিত্রাতা তস্মাদ্ ঘোরাজ্জটাসুরাৎ ॥৪৪

জয়দ্রথং তথৈব ত্বমজৈষীর্ভ্রাতৃভিঃ সহ।
জহীমমপি পাপিষ্ঠং যোঽয়ং মামবমন্যতে ॥৪৫

কীচকো রাজবাল্লভ্যাচ্ছোককৃন্মম ভারত।
তমেবং কামসম্মত্তং ভিন্দি কুম্ভমিবাশ্মনি ॥৪৬

যো নিমিত্তমনর্থানাং বহূনাং মম ভারত।
তং চেজ্জীবন্তমাদিত্যঃ প্রাতরভ্যুদয়িষ্যতি ॥৪৭

বিষমালোড্য পাস্যামি মা কীচকবশং গমন্।
শ্রেয়ো হি মরণং মহ্যং ভীমসেন তবাগ্রতঃ ॥৪৮

বৈশম্পায়ন উবাচ।
ইত্যুক্ত্বা প্রারুদৎ কৃষ্ণা ভীমস্যোরঃসমাশ্রিতা।
ভীমশ্চ তাং পরিষ্বজ্য মহৎ সান্ত্বং প্রযুজ্য চ ॥৪৯

সে পাপাচারী, পাপস্বভাব, কামবাণের বশীভূত, অশিক্ষিত ও অতি দুষ্ট-প্রকৃতির। তাহাকে আমি পুনঃপুনঃ প্রত্যাখ্যান করিয়াছি।৩৮

এখন সে যদি আমাকে যখনই দেখা হইবে তখনই প্রহার করে এবং আমি যদি মরিয়া যাই, তাহা হইলে ধর্ম্মরক্ষায় যত্ন করিতে গিয়া আপনাদের মহান ধর্ম্ম নষ্ট হইবে।৩৯

প্রতিশ্রুতি রক্ষা করিতে গেলে আপনাদের ভার্য্যা থাকিবে না। ভার্য্যা রক্ষিতা হইলে সন্ততি রক্ষিত হয়, সন্ততি রক্ষিত হইলে আত্মা রক্ষিত হইয়া থাকে। আত্মাই ভার্য্যার মধ্যে পুত্ররূপে জন্মগ্রহণ করে। এইজন্যই পণ্ডিতেরা তাহাকে 'জায়া' বলিয়া জানেন।

ভার্য্যা 'আমার গর্ভে কি করিয়া পুত্র জন্মগ্রহণ করিবে' এই বলিয়া ভর্ত্তাকে রক্ষা করিবে। বর্ণধর্ম্মব্যাখ্যাতা ব্রাহ্মণগণের নিকট শুনিয়াছি—ক্ষত্রিয়দিগের শত্রুবধ ব্যতীত অন্য ধর্ম্ম নাই। ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরের এবং আপনার সমক্ষেই কীচক আমাকে পদাঘাত করিয়াছে।

হে মহাবল ভীমসেন! আপনি আমাকে সেই ভীষণ জটাসুরের হাত হইতে রক্ষা করিয়াছেন।৪০-৪৪

আপনি ভ্রাতৃবর্গের সহিত জয়দ্রথকেও জয় করিয়াছেন। আমার অবমাননাকারী এই পাপিষ্ঠকেও বধ করুন।৪৫

হে ভরতনন্দন! কীচক রাজার প্রিয়পাত্র বলিয়া আমার শোকোৎপাদন করিতে পারিয়াছে। কামোন্মত্ত সেই কীচককে প্রস্তরের উপর মৃৎ-কুম্ভের ন্যায় বিদীর্ণ করিয়া ফেলুন।৪৬

হে ভরতনন্দন! যে কীচক আমার বহু অনর্থের কারণ হইয়াছে, তাহার জীবন থাকিতে থাকিতে যদি অদ্য প্রভাতে সূর্য্যোদয় হয়, তবে বিষ প্রস্তুত করিয়া পান করিব, কীচকের আয়ত্তের মধ্যে যাইব না। ভীমসেন! আপনার সম্মুখে মরণই আমার শ্রেয়ঃ।৪৭-৪৮

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—এই বলিয়া দ্রৌপদী ভীমের বক্ষোলগ্না হইয়া রোদন করিতে

আশ্বাসয়িত্বা বহুশো ভৃশমার্ত্তাং সুমধ্যমাম্ ।
হেতুতত্ত্বার্থসংযুক্তৈর্বচোভিদ্রুপদাত্মজাম্ ॥৫০
প্রমৃজ্য বদনং তস্যাঃ পাণিনাশ্রুসমাকুলম্ ।
কীচকং মনসাগচ্ছৎ সৃক্কিণী পরিসংলিহন্ ॥
উবাচ চৈনাং দুঃখার্ত্তাং ভীমঃ ক্রোধসমন্বিতঃ ॥৫১

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং
বৈয়াসিক্যাং বিরাটপর্ব্বণি কীচকবধপর্ব্বণি
দ্রৌপদীসান্ত্বনে একবিংশোহধ্যায়ঃ ॥২১

লাগিলেন। ভীম তাঁহাকে আলিঙ্গন করিয়া অনেক মিষ্ট কথা বলিলেন।৪৯

তিনি বহু যুক্তিপূর্ণ যথার্থ বাক্যে অতিশয় কাতরা দ্রৌপদীকে বারংবার আশ্বাস দান করিলেন।৫০

তাঁহার অশ্রুপ্লাবিত মুখমণ্ডল করতল দ্বারা মার্জ্জনা করিয়া সৃক্কিণী লেহণ করিতে করিতে মনে মনে কীচককে স্মরণ করিলেন এবং ক্রোধান্বিত হইয়া দুঃখার্ত্তা দ্রৌপদীকে বলিতে লাগিলেন।৫১

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের বিরাটপর্ব্বান্তর্গত কীচকবধপর্ব্বে
দ্রৌপদীর সান্ত্বনায় একবিংশ অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।২১

দ্বাবিংশোহধ্যায়ঃ।

[ভীম-কীচকয়োর্যুদ্ধম্, কীচকবধশ্চ।]

ভীমসেন উবাচ।
তথা ভদ্রে করিষ্যামি যথা ত্বং ভীরু ভাষসে।
অদ্য তং সূদয়িষ্যামি কীচকং সহবান্ধবম্ ॥১
অস্যাঃ প্রদোষে শর্ব্বর্য্যাঃ কুরুষ্বানেন সঙ্গতম্।
দুঃখং শোকঞ্চ নির্ধূয় যাজ্ঞসেনি শুচিস্মিতে ॥২
যৈষা নর্ত্তনশালেহ মৎস্যরাজেন কারিতা।
দিবাত্র কন্যা নৃত্যন্তি রাত্রৌ যান্তি যথাগৃহম্ ॥৩

তত্রাস্তি শয়নং দিব্যং দৃঢ়াঙ্গং সুপ্রতিষ্ঠিতম্।
তত্রাস্য দর্শয়িষ্যামি পূর্ব্বপ্রেতান্ পিতামহান্ ॥৪

দ্বাবিংশ অধ্যায়।

[ভীম ও কীচকের যুদ্ধ এবং কীচক বধ।]

ভীম বলিলেন,—কল্যাণি! তুমি যেরূপ বলিতেছ, সেই রূপ করিব। অদ্য আমি সেই কীচককে ভ্রাতৃবর্গের সহিত নিহত করিব।১

বিমলহাসিনি! যাজ্ঞসেনি! শোক দুঃখ ঝাড়িয়া ফেলিয়া এই রাত্রির (অর্থাৎ আগামী রাত্রির) প্রদোষ কালে উহার সহিত মিলনের আয়োজন কর।২

মৎস্যরাজ ঐ যে নর্ত্তনশালা নির্ম্মাণ করাইয়াছেন, দিনের বেলা এখানে কন্যারা নৃত্য করে এবং রাত্রিতে যে যার গৃহে চলিয়া যায়।৩

সেখানে একটি সুদৃঢ় ও সুপ্রতিষ্ঠিত (খট্টাদি) শয্যা রহিয়াছে। সেখানেই উহাকে উহার মৃত পূর্ব্বপুরুষগণের সহিত সাক্ষাৎ করাইয়া দিব।৪

যথা চ ত্বাং ন পশ্যেয়ুঃ কুর্ব্বাণাং তেন সংবিদম্।
কুর্য্যাস্তথা ত্বং কল্যাণি যথা সন্নিহিতো ভবেৎ ॥৫

বৈশম্পায়ন উবাচ।

তথা তৌ কথয়িত্বা তু বাষ্পমুৎসৃজ্য দুঃখিতৌ।
রাত্রিশেষং তমত্যুগ্রং ধারয়ামাসতুর্হৃদি ॥৬

তস্যাং রাত্র্যাং ব্যতীতায়াং প্রাতরুত্থায় কীচকঃ।
গত্বা রাজকুলায়ৈব দ্রৌপদীমিদমব্রবীৎ ॥৭

সভায়াং পশ্যতো রাজ্ঞঃ পাতয়িত্বা পদাহনম্।
ন চৈব লভসে ত্রাণমভিপন্না বলীয়সা ॥৮

প্রবাদেনেহ হি মৎস্যানাং রাজা নাম্নায়মুচ্যতে।
অহমেব হি মৎস্যানাং রাজা বৈ বাহিনীপতিঃ ॥৯

তাহার সহিত গুপ্ত বার্ত্তালাপ করিবার সময়ে কেহ যেন তোমাকে দেখিতে না পায়। কল্যাণি! সে যাহাতে উপস্থিত হয়, তুমি তাহার ব্যবস্থা করিবে।৫

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—তাঁহারা উভয়ে দুঃখিত হইয়া এবং অশ্রুত্যাগ করিয়া সেইরূপ স্থির করিলেন। সেই রাত্রির অবশিষ্ট অংশটুকু তাঁহাদের নিকট অতি অসহ্য বিবেচিত হইল।৬

সেই রাত্রি অতিবাহিত হইলে প্রাতঃকালে উঠিয়া কীচক রাজবাটীতে গমন করিয়া দ্রৌপদীকে বলিল যে, 'সভামধ্যে রাজার সাক্ষাতেই ভূমিতে ফেলিয়া পদাঘাত করিলাম দেখিলে ত'! প্রবলের দ্বারা আক্রান্ত হইয়া তুমি পরিত্রাণ পাইবে না।৭-৮

বিরাটরাজা নামে মাত্র মৎস্যদেশের রাজা বলিয়া কথিত হইয়া থাকেন,—ইহা কথার কথা মাত্র। সেনাপতি হইলেও আমিই প্রকৃতপক্ষে এ-দেশের রাজা।৯

মাং সুখং প্রতিপদ্যস্ব দাসো ভীরু ভবামি তে।
অহ্নায় তব সুশ্রোণি শতং নিষ্কান্ দদাম্যহম্ ॥১০

দাসীশতঞ্চ তে দদ্যাং দাসানামপি চাপরম্।
রথং চাশ্বতরীযুক্তমস্তু নৌ ভীরু সঙ্গমঃ ॥১১

দ্রৌপদ্যুবাচ।

এবং মে সময়ং ত্বদ্য প্রতিপদ্যস্ব কীচক।
ন ত্বাং সখা বা ভ্রাতা বা জানীয়াৎ সঙ্গতং ময়া ॥১২

অনুপ্রবাদাদ্ ভীতাস্মি গন্ধর্ব্বাণাং যশস্বিনাম্।
এবং মে প্রতিজানীহি ততোঽহং বশগা তব ॥১৩

কীচক উবাচ।

এবমেতৎ করিষ্যামি যথা সুশ্রোণি ভাষসে।
একো ভদ্রে গমিষ্যামি শূন্যমাবসথং তব ॥১৪

ভীরু! যদি তুমি সানন্দে আমাকে ভজনা কর, তবে আমি তোমার দাস হইয়া থাকিব। সুশ্রোণি! প্রতিদিন তোমার ব্যয় নির্ব্বাহের জন্য আমি তোমাকে শত সুবর্ণমুদ্রা দিতেছি।১০

তোমাকে একশত দাসী ও বহুসংখ্যক ভৃত্য এবং অশ্বতরী (খচ্চর) বাহিত রথ দিব। হে ভীরু! আমাদের মিলন হউক।১১

দ্রৌপদী বলিলেন,—কীচক! তুমি আজ আমার নিকট এইরূপ শপথ কর যে, তোমার কোন সখা বা ভ্রাতা কেহই তোমার সহিত আমার মিলনের কথা জানিতে পারিবে না।১২

যশস্বী গন্ধর্ব্বগণের জন্য লোকাপবাদকে আমি ভয় করি। আমার কাছে এইরূপ প্রতিজ্ঞা কর, তাহা হইলে আমি তোমার বশবর্ত্তিনী হইব।১৩

কীচক বলিল,—এইরূপই হইবে। হে সুশ্রোণি! তুমি যাহা বলিতেছ, আমি তাহাই করিব। ভদ্রে! আমি একাকী তোমার শূন্য গৃহে যাইব।১৪

সমাগমার্থং রম্ভোরু ত্বয়া মদনমোহিতঃ।
যথা ত্বাং নৈব পশ্যেয়ুর্গন্ধর্ব্বাঃ সূর্য্যবর্চসঃ ॥১৫

দ্রৌপদ্যুবাচ।

যদেতন্নর্ত্তনাগারং মৎস্যরাজেন কারিতম্।
দিবাত্র কন্যা নৃত্যন্তি রাত্রৌ যান্তি যথাগৃহম্ ॥১৬
তমিস্রে তত্র গচ্ছেথা গন্ধর্ব্বাস্তন্ন জানতে।
তত্র দোষঃ পরিহৃতো ভবিষ্যতি ন সংশয়ঃ ॥১৭

(কীচক উবাচ।

তথা ভদ্রে করিষ্যামি যথা ত্বং ভীরু মন্যসে।
একঃ সন্ নর্ত্তনাগারমাগমিষ্যামি শোভনে ॥
সমাগমার্থং সুশ্রোণি শপে চ সুকৃতেন মে।
যথা ত্বাং নাববুধ্যন্তে গন্ধর্ব্বা বরবর্ণিনি ॥
সত্যং তে প্রতিজানামি গন্ধর্ব্বেভ্যো ন তে ভয়ম্)

আমি কামে মোহিত হইয়া পড়িয়াছি। রম্ভোরু! তোমার সহিত মিলিত হইবার জন্য আমি সেইভাবে যাইব, যাহাতে সেই সূর্য্যতুল্য তেজস্বী গন্ধর্ব্বগণ তোমাকে দেখিতে না পায়।১৫

দ্রৌপদী বলিলেন,—মৎস্যরাজ এই যে নৃত্য-গৃহ নির্ম্মাণ করাইয়াছেন—দিনের বেলায় এখানে কন্যারা নৃত্য করে এবং রাত্রে যে যাহার গৃহে চলিয়া যায়।১৬

রাত্রির অন্ধকারে সেখানে যাইও, গন্ধর্ব্বেরা তাহা জানেন না। সেখানে মিলিত হইলে সব দোষ দূর হইবে, ইহাতে সংশয় নাই।১৭

(কীচক বলিল,—হে সুন্দরি! হে ভীরু! হে ভদ্রে! তুমি যাহা বলিতেছ, তাহাই করিব। একাকীই সঙ্গমার্থে নর্ত্তনাগারে আগমন করিব —ইহা আমার পুণ্যের নামে শপথ করিতেছি। হে বরবর্ণিনি! গন্ধর্ব্বেরা যে তোমাকে জানিতে পারিবে না, তাহা সত্য করিয়া প্রতিজ্ঞা করিয়া বলিতেছি। তোমার গন্ধর্ব্বগণের নিকট হইতে ভয় নাই।)

বৈশম্পায়ন উবাচ।

তমর্থমপি জল্পন্ত্যাঃ কৃষ্ণায়াঃ কীচকেন হ।
দিবসার্দ্ধং সমভবন্মাসেনৈব সমং নৃপ ॥১৮
কীচকোঽথ গৃহং গত্বা ভৃশং হর্ষপরিপ্লুতঃ।
সৈরন্ধ্রীরূপিণং মূঢ়ো মৃত্যুং তং নাববুদ্ধবান্ ॥১৯
গন্ধাভরণমাল্যেষু ব্যাসক্তঃ সবিশেষতঃ।
অলঞ্চক্রে তদাত্মানং সত্বরঃ কামমোহিতঃ ॥২০
তস্য তৎ কুর্ব্বতঃ কর্ম কালো দীর্ঘ ইবাভবৎ।
অনুচিন্তয়তশ্চাপি তামেবায়তলোচনাম্ ॥২১
আসীদভ্যধিকা চাপি শ্রীঃ শ্রিয়ং প্রমুমুক্ষতঃ।
নির্ব্বাণকালে দীপস্য বর্ত্তীমিব দিধক্ষতঃ ॥২২
কৃতসম্প্রত্যয়স্তস্যাঃ কীচকঃ কামমোহিতঃ।
নাজানাদ্ দিবসং যান্তং চিন্তয়ানঃ সমাগমম্ ॥২৩

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—রাজন্! কীচকের সহিত সেই কথা বলিতে বলিতে দ্রৌপদীর দিবসার্দ্ধও একমাসের তুল্য বোধ হইল।১৮

তারপর কীচক গৃহে গমন করিয়া নিরতিশয় আনন্দে আপ্লুত হইয়া উঠিল। মূঢ় কীচক সৈরন্ধ্রীরূপী সেই মৃত্যুকে বুঝিতে পারিল না।১৯

সে কামমোহিত হইয়া গন্ধ, আভরণ ও মাল্যের প্রতি সবিশেষ আসক্ত হইয়া পড়িল এবং ত্বরান্বিত হইয়া নিজেকে অলঙ্কৃত করিতে লাগিল।২০

সেই সময় কার্য্য করিতে করিতে তাহার নিকট সময় যেন দীর্ঘ বলিয়া বোধ হইতে লাগিল এবং সে সর্ব্বদা আয়তলোচনা দ্রৌপদীকে চিন্তা করিতে লাগিল।২১

নির্ব্বাণকালে বর্ত্তিকা দগ্ধ করিতে উদ্যত প্রদীপের ঔজ্জ্বল্যের ন্যায় চিরদিনের মত শোভা-ত্যাগ করিতে উদ্যত সেই কীচকের সৌন্দর্য্য সমধিক হইল।২২

ততস্তু দ্রৌপদী গত্বা তদা ভীমং মহানসে।
উপাতিষ্ঠত কল্যাণী কৌরব্যং পতিমন্তিকম্ ॥২৪

তমুবাচ সুকেশান্তা কীচকস্য ময়া কৃতঃ।
সঙ্গমো নর্ত্তনাগারে যথোবাচ পরন্তপ ॥২৫

শূন্যং স নর্ত্তনাগারমাগমিষ্যতি কীচকঃ।
একো নিশি মহাবাহো কীচকং তং নিষূদয় ॥২৬

তং সূতপুত্রং কৌন্তেয় কীচকং মদদর্পিতম্।
গত্বা ত্বং নর্ত্তনাগারং নির্জীবং কুরু পাণ্ডব ॥২৭

দর্পাচ্চ সূতপুত্রোঽসৌ গন্ধর্ব্বানবমন্যতে।
তং ত্বং প্রহরতাং শ্রেষ্ঠ হ্রদান্নাগমিবোদ্ধর ॥২৮

অশ্রু দুঃখাভিভূতায়া মম মার্জ্জয় ভারত।
আত্মনশ্চৈব ভদ্রং তে কুরু মানং কুলস্য চ ॥২৯

ভীমসেন উবাচ।

স্বাগতং তে বরারোহে যন্মাং বেদয়সে প্রিয়ম্।
ন হ্যন্যং কঞ্চিদিচ্ছামি সহায়ং বরবর্ণিনি ॥৩০

যা মে প্রীতিস্ত্বয়াখ্যাতা কীচকস্য সমাগমে।
হত্বা হিড়িম্বং সা প্রীতির্মমাসীদ্ বরবর্ণিনি ॥৩১

সত্যং ভ্রাতৄংশ্চ ধর্মঞ্চ পুরস্কৃত্য ব্রবীমি তে।
কীচকং নিহনিষ্যামি বৃত্রং দেবপতির্যথা ॥৩২

তং গহ্বরে প্রকাশে বা পোথয়িষ্যামি কীচকম্।
অথ চেদপি যোৎস্যন্তি হিংসে মৎস্যানপি ধ্রুবম্ ॥৩৩

ততো দুর্য্যোধনং হত্বা প্রতিপৎস্যে বসুন্ধরাম্।
কামং মৎস্যমুপাস্তাং হি কুন্তীপুত্রো যুধিষ্ঠিরঃ ॥৩৪

সৈরন্ধ্রীর প্রতি বিশ্বাস করিয়া সমাগমের চিন্তা করিতে করিতে কামমোহিত কীচক দিবস যে চলিয়া গেল, তাহা বুঝিতে পারিল না।২৩

তারপর দ্রৌপদী তখন রন্ধনাগারে গিয়া নিজ পতি কৌরববংশীয় ভীমসেনের নিকট উপস্থিত হইলেন।২৪

সুকেশী দ্রৌপদী তাঁহাকে বলিলেন,—হে পরন্তপ! আপনি যেমন বলিয়াছিলেন, তদনুসারে আমি নৃত্য-গৃহে কীচকের আগমনের ব্যবস্থা করিয়াছি।২৫

সেই কীচক জনশূন্য নৃত্য-গৃহে একাকী আগমন করিবে। হে মহাবাহো! সেই কীচককে হত্যা করুন।২৬

হে কুন্তী ও পাণ্ডুর পুত্র! সেই সূতপুত্র মদমত্ত কীচককে নর্ত্তনাগারে গিয়া আপনি প্রাণশূন্য করুন।২৭

ঐ সূতপুত্র অহঙ্কারে গন্ধর্ব্বদিগকে অবজ্ঞা করে। বীর যোদ্ধৃপ্রবর! তাহাকে আপনি হ্রদ হইতে সর্পের ন্যায় উদ্ধৃত করুন।২৮

হে ভারত! দুঃখাভিভূতা আমার অশ্রু মার্জ্জনা করুন এবং আপনার নিজের মঙ্গল ও বংশের মর্য্যাদা রক্ষা করুন।২৯

ভীমসেন বলিলেন,—দ্রৌপদি! তোমাকে স্বাগত জানাই, যেহেতু তুমি আমাকে প্রিয় সংবাদ জানাইলে। সুন্দরি! আমি অপর কাহাকেও সহায়রূপে ইচ্ছা করি না।৩০

কীচকের সমাগমের সংবাদ দিয়া তুমি আমার যে আনন্দের কথা বলিলে হিড়িম্বাসুরকে বধ করিয়া আমার সেইরূপ আনন্দ হইয়াছিল।৩১

ধর্ম্ম, সত্য ও ভ্রাতৃবর্গকে সম্মুখে রাখিয়া আমি তোমাকে বলিতেছি, দেবরাজের বৃত্রাসুর বধের ন্যায় আমি কীচককে বধ করিব।৩২

গোপনে বা প্রকাশ্যে সেই কীচককে চূর্ণ করিব। পরে যদি যুদ্ধ করে, তবে মৎস্য-দেশবাসীদিগকেও নিশ্চয়ই বধ করিব।৩৩

দ্রৌপদ্যুবাচ।

যথা ন সত্যমেবাত্র্যং সত্যং মৎকৃতে বিভো।
নিগূঢ়স্ত্বং তথা পার্থ কীচকং তং নিসূদয় ॥৩৫

ভীমসেন উবাচ।

এবমেতৎ করিষ্যামি যথা ত্বং ভীরু ভাষসে।
অদ্য তং সূদয়িষ্যামি কীচকং সহ বান্ধবৈঃ ॥৩৬

অদৃশ্যমানস্তস্যাথ তমস্বিন্যামনিন্দিতে।
নাগো বিল্বমিবাক্রম্য পোথয়িষ্যাম্যহং শিরঃ।
অলভ্যামিচ্ছতস্তস্য কীচকস্য দুরাত্মনঃ ॥৩৭

বৈশম্পায়ন উবাচ।

ভীমোহথ প্রথমং গত্বা রাত্রৌ ছন্ন উপাবিশৎ।
মৃগং হরিরিবাদৃশ্যঃ প্রত্যাকাঙ্ক্ষত কীচকম্ ॥৩৮

কীচকশ্চাপ্যলঙ্কৃত্য যথাকামমুপাগমৎ।
তাং বেলাং নর্ত্তনাগারং পাঞ্চালীসঙ্গমাশয়া ॥৩৯

মন্যমানঃ স সঙ্কেতমাগারং প্রাবিশচ্চ তৎ।
প্রবিশ্য চ স তদ্ বেশ্ম তমসা সংবৃতং মহৎ ॥৪০

পূর্ব্বাগতং ততস্তত্র ভীমমপ্রতিমৌজসম্।
একান্তাবস্থিতং চৈনমাসসাদ স দুর্মতিঃ ॥৪১

শয়ানং শয়নে তত্র সূতপুত্রঃ পরামৃশৎ।
জাজ্বল্যমানং কোপেন কৃষ্ণাধর্ষণজেন হ ॥৪২

উপসঙ্গম্য চৈবৈনং কীচকঃ কামমোহিতঃ।
হর্ষোন্মথিতচিত্তাত্মা স্ময়মানোহভ্যভাষত ॥৪৩

প্রাপিতং তে ময়া বিত্তং বহুরূপমনন্তকম্।
যৎ কৃতং ধনরত্নাঢ্যং দাসীশতপরিচ্ছদম্ ॥৪৪

তারপর দুর্য্যোধনকে বধ করিয়া রাজ্যগ্রহণ করিব। কুন্তীপুত্র যুধিষ্ঠির মৎস্যরাজের উপাসনা করেন, করুন।৩৪

দ্রৌপদী বলিলেন,—হে প্রভো। আমার জন্য যাহাতে আপনি সত্যভ্রষ্ট না হন, সেই ভাবে প্রচ্ছন্ন থাকিয়াই সেই কীচককে বধ করুন।৩৫

ভীম বলিলেন,—তাহাই হউক। হে ভীরু! তুমি যেরূপ বলিতেছ সেইরূপই করিব। অদ্য সেই কীচককে সকলের অগোচরেই সবান্ধবে হত্যা করিব। হে পূতচরিত্রে! আমি অদ্য রাত্রিতে আক্রমণ করিয়া হস্তী যেমন বিল্বফলকে চূর্ণ করে, অপ্রাপ্যা তোমাকে প্রাপ্ত হইতে ইচ্ছুক সেই দুরাত্মা কীচকের মস্তক সেইরূপ চূর্ণ করিব।৩৬-৩৭

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—অনন্তর রাত্রিতে ভীমই প্রথমে নর্ত্তনাগারে গমন করিয়া প্রচ্ছন্ন হইয়া বসিয়া রহিলেন এবং সিংহ যেমন অদৃশ্য থাকিয়া হরিণের প্রত্যাশা করে সেইরূপ কীচকের আগমনের প্রত্যাশা করিতে লাগিলেন।৩৮

এদিকে কীচকও ইচ্ছামত অলঙ্কৃত হইয়া দ্রৌপদীর সঙ্গমাশায় সেই সময়ে নর্ত্তনাগারে আগমন করিল।৩৯

সে সঙ্কেত স্মরণ করিয়া সেই গৃহে প্রবেশ করিল। সেই দুর্ম্মতি কীচক অন্ধকারাবৃত সেই বিশাল গৃহমধ্যে প্রবেশ করিয়া তারপর সেখানে একপ্রান্তে অবস্থিত, অতুল প্রতাপশালী, পূর্ব্বাগত ভীমের নিকট উপস্থিত হইল।৪০-৪১

দ্রৌপদীর অবমাননা-জনিত কোপে প্রজ্বলিত ভীমসেন সেখানে শয্যায় শয়ন করিয়াছিলেন।৪২

কীচক তাঁহাকে স্পর্শ করিল। কামমোহিত কীচকের হৃদয় ও আত্মা আনন্দে উদ্বেলিত হইয়া উঠিল। সে নিকটবর্ত্তী হইয়া হাসিতে হাসিতে আলাপ করিতে লাগিল।৪৩

হে সুলোচনে! ধনরত্নসমন্বিত, দাসীশত-শোভিত, রূপলাবণ্যযুক্ত যুবতীবৃন্দে অলঙ্কৃত,

রূপলাবণ্যযুক্তাভির্যুবতীভিরলঙ্কৃতম্ ।
গৃহং চান্তঃপুরং সুভ্রু ক্রীড়ারতিবিরাজিতম্ ।
তৎ সর্বং ত্বাং সমুদ্দিশ্য সহসাহমুপাগতঃ ॥৪৫

অকস্মান্মাং প্রশংসন্তি সদা গৃহগতাঃ স্ত্রিয়ঃ ।
সুবাসা দর্শনীয়শ্চ নান্যোঽস্তি ত্বাদৃশঃ পুমান্ ॥৪৬

ভীমসেন উবাচ ।

দিষ্ট্যা ত্বং দর্শনীয়োঽথ দিষ্ট্যাত্মানং প্রশংসসি ।
ঈদৃশস্তু ত্বয়া স্পর্শঃ স্পৃষ্টপূর্বো ন কর্হিচিৎ ॥৪৭

স্পর্শং বেৎসি বিদগ্ধস্ত্বং কামধর্মবিচক্ষণঃ ।
স্ত্রীণাং প্রীতিকরো নান্যস্ত্বৎসমঃ পুরুষস্ত্বিহ ॥৪৮

বৈশম্পায়ন উবাচ ।

ইত্যুক্ত্বা তং মহাবাহুর্ভীমো ভীমপরাক্রমঃ ।
সহসোৎপত্য কৌন্তেয়ঃ প্রহস্যেদমুবাচ হ ॥৪৯

অদ্য ত্বাং ভগিনী পাপং কৃষ্যমাণং ময়া ভুবি ।
দ্রক্ষ্যতেঽদ্রিপ্রতীকাশং সিংহেনেব মহাগজম্ ॥৫০

নিরাবাধা ত্বয়ি হতে সৈরন্ধ্রী বিচরিষ্যতি ।
সুখমেব চরিষ্যন্তি সৈরন্ধ্র্যাঃ পতয়ঃ সদা ॥৫১

ততো জগ্রাহ কেশেষু মাল্যবৎসু মহাবলঃ ।
স কেশেষু পরামৃষ্টো বলেন বলিনাং বরঃ ॥৫২

আক্ষিপ্য কেশান্ বেগেন বাহ্বোর্জগ্রাহ পাণ্ডবম্ ।
বাহুযুদ্ধং তয়োরাসীৎ ক্রুদ্ধয়োর্নরসিংহয়োঃ ॥৫৩

বসন্তে বাসিতাহেতোর্বলবদ্গজয়োরিব ।
কীচকানাং তু মুখ্যস্য নরাণামুত্তমস্য চ ॥৫৪

বালি-সুগ্রীবয়োর্ভ্রাত্রোঃ পুরেব কপি-সিংহয়োঃ ।
অন্যোন্যমপি সংরব্ধৌ পরস্পরজয়ৈষিণৌ ॥৫৫

আমোদ আহ্লাদে পরিপূর্ণ গৃহ ও অন্তঃপুর যাহা আমি নির্ম্মাণ করিয়াছি এবং নানা প্রকারের অনন্ত বিত্তসম্পদ যাহা আমি অর্জন করিয়াছি তৎসমস্তই আমি তোমাকে সমর্পণ করিয়াছি, তারপরে সহসা তোমার উদ্দেশ্যে এখানে আসিয়াছি ।৪৪-৪৫

গৃহস্থিতা রমণীরা অকস্মাৎ আমাকে প্রশংসা করিতেছে যে, তোমার মত সুবেশ ও সুদর্শন পুরুষ আর নাই ।৪৬

ভীম বলিলেন,—অহো ! তুমি কত সুন্দর ! কেমন নিজের প্রশংসা করিতেছ ! তোমার কৃত স্পর্শ এমন ! এমন স্পর্শ পূর্ব্বে কখনও অনুভব করি নাই ।৪৭

তুমি স্পর্শ করিতে জান, তুমি সুরসিক, কামধর্ম্মে তুমি সুপণ্ডিত । তোমার মত স্ত্রীলোকের আনন্দদায়ক অপর কোন পুরুষ নাই ।৪৮

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—তাহাকে এই কথা বলিয়া ভীমপরাক্রম মহাবাহু ভীমসেন হাসিয়া উঠিলেন এবং হঠাৎ উত্থিত হইয়া এই কথা বলিলেন ।৪৯

ভীম বলিলেন,—অদ্য সিংহকর্ত্তৃক নিপাতিত মহাহস্তীর ন্যায় আমার দ্বারা আকৃষ্ট পাপিষ্ঠ তোকে তোর ভগিনী ভূপাতিত পর্ব্বতের ন্যায় দেখিবে ।৫০

তুই নিহত হইলে সৈরন্ধ্রী অবাধে বিচরণ করিতে পারিবে, সৈরন্ধ্রীর পতিগণও সর্ব্বদা সুখেই বিচরণ করিবে ।৫১

তারপর মহাবলশালী ভীমসেন তাহার মাল্য-ভূষিত কেশ ধরিয়া ফেলিলেন । বলপূর্ব্বক কেশে ধৃত হইয়া বীরপ্রবর কীচক বেগে একটানে কেশগুলি ছাড়াইয়া লইয়া ভীমকে বাহুতে ধরিয়া ফেলিল ।৫২-৫৩

বসন্তকালে হস্তিনীর জন্য দুই হস্তীর যুদ্ধের ন্যায় সেই ক্রুদ্ধ বীরদ্বয়ের প্রবল বাহুযুদ্ধ হইল । কীচক-দিগের জ্যেষ্ঠ কীচক এবং নরোত্তম ভীম—ইহাদের

ততঃ সমুদ্যম্য ভুজৌ পঞ্চশীর্ষাবিবোরগৌ।
নখদংষ্ট্রাভিরন্যোন্যং ঘ্নতঃ ক্রোধবিষোদ্ধতৌ ॥৫৬

বেগেনাভিহতো ভীমঃ কীচকেন বলীয়সা।
স্থিরপ্রতিজ্ঞঃ স রণে পদান্ন চলিতঃ পদম্ ॥৫৭

তাবন্যোন্যং সমাশ্লিষ্য প্রকর্ষন্তৌ পরস্পরম্।
উভাবপি প্রকাশেতে প্রবৃদ্ধৌ বৃষভাবিব ॥৫৮

তয়োর্হ্যাসীৎ সুতুমুলঃ সম্প্রহারঃ সুদারুণঃ।
নখদন্তায়ুধবতোর্ব্যাঘ্রয়োরিব দৃপ্তয়োঃ ॥৫৯

অভিপত্যাথ বাহুভ্যাং প্রত্যগৃহ্লাদমর্ষিতঃ।
মাতঙ্গ ইব মাতঙ্গং প্রভিন্নকরটামুখম্ ॥৬০

স চাপ্যেনং তদা ভীমঃ প্রতিজগ্রাহ বীর্য্যবান্।
তমাক্ষিপৎ কীচকোঽথ বলেন বলিনাং বরঃ ॥৬১

তয়োর্ভুজবিনিষ্পেষাদুভয়োর্বলিনোস্তদা।
শব্দঃ সমভবদ্ ঘোরো বেণুস্ফোটসমো যুধি ॥৬২

অথৈনমাক্ষিপ্য বলাদ্ গৃহমধ্যে বৃকোদরঃ।
ধূনয়ামাস বেগেন বায়ুশ্চণ্ড ইব দ্রুমম্ ॥৬৩

ভীমেন চ পরামৃষ্টো দুর্ব্বলো বলিনাং রণে।
প্রাস্পন্দত যথাপ্রাণং বিচকর্ষ চ পাণ্ডবম্ ॥৬৪

ঈষদাকলিতং চাপি ক্রোধান্ দ্রুতপদং স্থিতম্।
কীচকো বলবান্ ভীমং জানুভ্যামাক্ষিপদ্ ভুবি ॥৬৫

পাতিতো ভুবি ভীমস্তু কীচকেন বলীয়সা।
উৎপপাতাথ বেগেন দণ্ডপাণিরিবান্তকঃ ॥৬৬

স্পর্দ্ধয়া চ বলোন্মত্তৌ তাবুভৌ সূত-পাণ্ডবৌ।
নিশীথে পর্য্যকর্ষেতাং বলিনৌ নির্জনে স্থলে ॥৬৭

পূর্ব্বকালে বালী ও সুগ্রীবনামক বীর বানর-ভ্রাতৃদ্বয়ের ন্যায় বাহুযুদ্ধ হইতে লাগিল ।৫৪-৫৫

তারপর পরস্পরের প্রতি ক্রুদ্ধ, পরস্পরকে জয় করিতে অভিলাষী তাঁহারা উভয়ে বিষোদ্ধত পঞ্চশীর্ষ সর্পদ্বয়ের ন্যায় ক্রোধোদ্ধত দুই বাহু উত্তোলন করিয়া, দংষ্ট্রাতুল্য নখদ্বারা পরস্পরকে আঘাত করিতে লাগিলেন ।৫৬

বলবান্ কীচক সবেগে আঘাত করিলেও, যুদ্ধে স্থিরপ্রতিজ্ঞ সেই ভীম এক পা-ও নড়িলেন না ।৫৭

তাঁহারা উভয়েই পরস্পরকে জড়াইয়া ধরিয়া, পরস্পরকে আকর্ষণ করিতে করিতে প্রবৃদ্ধ-বৃষভদ্বয়ের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন ।৫৮

দৃপ্ত ব্যাঘ্রযুগলের ন্যায় নখ ও দন্তায়ুধে তাঁহাদের নিষ্ঠুর তুমুল যুদ্ধ হইতে লাগিল ।৫৯

তারপর ক্রুদ্ধ কীচক লাফাইয়া উঠিয়া হস্তী যেমন মদস্রাবী হস্তীকে আক্রমণ করে, সেইরূপ দুই বাহুদ্বারা ভীমকে আক্রমণ করিল ।৬০

বীর্য্যবান্ ভীমও তখন তাহাকে ধরিয়া ফেলিলেন। তারপর বলবান্ কীচক ভীমকে টানিতে লাগিল ।৬১

সেই বীরদ্বয়ের বাহু-নিষ্পেষণে বাঁশ কাটিবার শব্দের ন্যায় শব্দ হইতে লাগিল ।৬২

অনন্তর বৃকোদর সেই গৃহমধ্যে উহাকে জোরে টান দিয়া, প্রচণ্ড বায়ু যেমন বৃক্ষকে কাঁপাইতে থাকে, সেইরূপ ঝাঁকুনি দিতে লাগিলেন ।৬৩

বলবান্ ভীমের আক্রমণে কীচক দুর্ব্বল হইয়া যথাশক্তি চেষ্টা করিতে লাগিল এবং ভীমকে টানিতে লাগিল ।৬৪

ভীম সামান্য একটু স্খলিত হইতেই কীচক বল পাইয়া, ক্রোধে কম্পিতপদে দণ্ডায়মান ভীমসেনকে দুই জানুদ্বারা ভূতলে পাতিত করিল ।৬৫

বলশালী কীচককর্তৃক ভূপাতিত হইয়াই ভীম দণ্ডপাণি কৃতান্তের ন্যায় মহাবেগে লাফাইয়া উঠিলেন ।৬৬

ততস্তদ্ ভবনং শ্রেষ্ঠঃ প্রাকম্পত মুহুর্মুহুঃ।
বলবচ্চাপি সংক্রুদ্ধাবন্যোন্যং প্রতি গর্জতঃ ॥৬৮

তলাভ্যাং স তু ভীমেন বক্ষস্যভিহতো বলী।
কীচকো রোষসন্তপ্তঃ পদান্ন চলিতঃ পদম্ ॥৬৯

মুহূর্তং তু স তং বেগং সহিত্বা ভুবি দুঃসহম্।
বলাদহীয়ত তদা সূতো ভীমবলার্পিতঃ ॥৭০

তং হীয়মানং বিজ্ঞায় ভীমসেনো মহাবলঃ।
বক্ষস্যানীয় বেগেন মমর্দ্দৈনং বিচেতসম্ ॥৭১

ক্রোধাবিষ্টো বিনিঃশ্বস্য পুনশ্চৈনং বৃকোদরঃ।
জগ্রাহ জয়তাং শ্রেষ্ঠঃ কেশেষ্বেব তদা ভৃশম্ ॥৭২

গৃহীত্বা কীচকং ভীমো বিররাজ মহাবলঃ।
শার্দুলঃ পিশিতাকাঙ্ক্ষী গৃহীত্বেব মহামৃগম্ ॥৭৩

তত এনং পরিশ্রান্তমুপলভ্য বৃকোদরঃ।
যোক্ত্রয়ামাস বাহুভ্যাং পশুং রশনয়া যথা ॥৭৪

নদন্তং স মহানাদং ভিন্নভেরীসমস্বনম্।
ভ্রাময়ামাস সুচিরং বিস্ফুরন্তমচেতসম্ ॥৭৫

প্রগৃহ্য তরসা দোর্ভ্যাং কণ্ঠং তস্য বৃকোদরঃ।
অপীড়য়ত কৃষ্ণায়াস্তদা কোপোপশান্তয়ে ॥৭৬

অথ তং ভগ্নসর্বাঙ্গং ব্যাবিদ্ধনয়নাম্বরম্
আক্রম্য চ কটীদেশে জানুনা কীচকাধমম্।
অপীড়য়ত বাহুভ্যাং পশুমারমমারয়ৎ ॥৭৭

তং বিষীদন্তমাজ্ঞায় কীচকং পাণ্ডুনন্দনঃ।
ভূতলে ভ্রাময়ামাস বাক্যং চেদমুবাচ হ ॥৭৮

বলোন্মত্ত সেই দুই বীর কীচক ও ভীম সেই নির্জ্জন স্থানে রাত্রিতে স্পর্দ্ধার সহিত পরস্পরকে আকর্ষণ করিতে লাগিলেন।৬৭

তাহাতে সেই উত্তম গৃহও মুহুর্মুহুঃ কাঁপিয়া উঠিতে লাগিল। তাঁহারা পরস্পরের প্রতি ক্রুদ্ধ হইয়া গর্জ্জন করিতে লাগিলেন।৬৮

ভীম উভয় করতলদ্বারা কীচকের বক্ষে আঘাত করিলেন। রোষসন্তপ্ত বলবান্ কীচক তাহাতে এক পা-ও নড়িল না।৬৯

কীচক তখন সেই দুঃসহ বেগ একমুহূর্ত্তের জন্য সহ্য করিয়া, ভীমের বলে ড়িত হইয়া পড়িল।৭০

মহাবল ভীমসেন তাহাকে বলহীন বুঝিতে পারিয়া, বুকের উপর টানিয়া আনিয়া অজ্ঞানপ্রায় উহাকে নিষ্পেষিত করিতে লাগিলেন।৭১

ক্রোধাবিষ্ট শ্রেষ্ঠ বিজয়ী-বীর বৃকোদর নিঃশ্বাস ফেলিয়া, পুনরায় উহাকে কেশেই জোর করিয়া ধরিলেন।৭২

মাংসাভিলাষী ব্যাঘ্র মহাকায় পশুকে ধরিয়া লইয়া যেমন শোভা পায়, মহাবলশালী ভীম কীচককে ধারণ করিয়া সেইরূপ শোভা পাইলেন।৭৩

তারপর বৃকোদর উহাকে পরিশ্রান্ত বুঝিয়া, পশুকে যেমন রজ্জুদ্বারা বন্ধন করে, সেইরূপ দুই বাহুদ্বারা বাঁধিয়া ফেলিলেন এবং বিদীর্ণ-ভেরীর শব্দের ন্যায় মহাশব্দে গর্জ্জনকারী মূর্চ্ছিতপ্রায় কীচককে অনেকক্ষণ ধরিয়া ঘুরাইলেন, তখনও সে ছট্‌ফট্‌ করিতেছিল।৭৪-৭৫

তখন দ্রৌপদীর কোপশান্তির জন্য বৃকোদর দুইবাহু দ্বারা বলপূর্ব্বক তাহার কণ্ঠ চাপিয়া ধরিয়া পীড়িত করিতে লাগিলেন।৭৬

তাহার সর্ব্বাঙ্গ ভগ্ন হইয়াছিল, চক্ষু বহির্গত হইয়াছিল, বসন স্খলিত হইয়াছিল। তারপর সেই অধম কীচককে জানুদ্বারা কটিদেশে আক্রমণ করিয়া বাহু দ্বারা পীড়ন করিলেন এবং পশুর ন্যায় বধ করিলেন।৭৭

অদ্যাহমনৃণো ভূত্বা ভ্রাতুর্ভার্য্যাপহারিণম্।
শান্তিং লব্ধাস্মি পরমং হত্বা সৈরন্ধ্রিকণ্টকম্ ॥৭৯

ইত্যেবমুক্ত্বা পুরুষপ্রবীর-
স্তং কীচকং ক্রোধসরাগনেত্রঃ।
আস্রস্তবস্ত্রাভরণং স্ফুরন্ত-
মুদ্‌ভ্রান্তনেত্রং ব্যসুমুৎসসর্জ্জ ॥৮০

নিষ্পিষ্য পাণিনা পাণিং সন্দষ্টৌষ্ঠপুটং বলী।
সমাক্রম্য চ সংক্রুদ্ধো বলেন বলিনাং বরঃ ॥৮১

তস্য পাদৌ চ পাণী চ শিরো গ্রীবাঞ্চ সর্ব্বশঃ।
কায়ে প্রবেশয়ামাস পশোরিব পিনাকধৃক্ ॥৮২

তং সম্মথিতসর্ব্বাঙ্গং মাংসপিণ্ডোপমং কৃতম্।
কৃষ্ণায়া দর্শয়ামাস ভীমসেনো মহাবলঃ ॥৮৩

উবাচ চ মহাতেজা দ্রৌপদীং যোষিতাং বরাম্।
পশ্যৈনমেহি পাঞ্চালি কামুকোঽয়ং যথা কৃতঃ ॥৮৪

এবমুক্ত্বা মহারাজ ভীমো ভীমপরাক্রমঃ।
পাদেন পীড়য়ামাস তস্য কায়ং দুরাত্মনঃ ॥৮৫

ততোঽগ্নিং তত্র প্রজ্বাল্য দর্শয়িত্বা তু কীচকম্।
পাঞ্চালীং স তদা বীর ইদং বচনমব্রবীৎ ॥৮৬

প্রার্থয়ন্তি সুকেশান্তে যে ত্বাং শীলগুণান্বিতাম্।
এবং তে ভীরু বধ্যন্তে কীচকঃ শোভতে যথা ॥৮৭

তৎ কৃত্বা দুষ্করং কর্ম্ম কৃষ্ণায়াঃ প্রিয়মুত্তমম্।
তথা স কীচকং হত্বা গত্বা রোষস্য বৈ শমম্ ॥৮৮

আমন্ত্র্য দ্রৌপদীং কৃষ্ণাং ক্ষিপ্রমায়ান্মহানসম্।
কীচকং ঘাতয়িত্বা তু দ্রৌপদী যোষিতাং বরা।
প্রহৃষ্টা গতসন্তাপা সভাপালামুবাচ হ ॥৮৯

কীচক অবসন্ন হইয়া পড়িয়াছে বুঝিতে পারিয়া ভীম তাহাকে ভূতলে ঘুরাইতে লাগিলেন এবং বলিতে লাগিলেন যে, আজ আমি সৈরন্ধ্রীর কণ্টক ভ্রাতৃদারাপহারী এই কীচককে বধ করিয়া ঋণমুক্ত হইয়া পরম শান্তি লাভ করিলাম।৭৮-৭৯

ক্রোধে আরক্তনেত্র পুরুষপ্রবীর ভীমসেন এই কথা বলিয়া প্রাণহীন সেই কীচককে ফেলিয়া দিলেন। তাঁহার বসনাভরণ স্খলিত হইয়াছিল, দেহ তখনও ফুরফুর করিতেছিল, নয়ন উদ্‌ভ্রান্ত হইয়াছিল।৮০

বলবান্ ভীম ক্রোধে দশন দ্বারা অধর দংশন পূর্ব্বক পাণি দ্বারা পাণি নিষ্পেষণ করিয়া এবং সবলে চাপিয়া ধরিয়া মহাদেবের পশুমারণের ন্যায় তাহার হস্ত, পদ, মস্তক, গ্রীবা সমস্তই দেহমধ্যে প্রবেশ করাইয়া দিলেন।৮১-৮২

মহাবল ভীমসেন সর্ব্বাঙ্গ নিষ্পেষিত করিয়া তাহাকে মাংস-পিণ্ডের ন্যায় বধ করিয়া ফেলিয়া দ্রৌপদীকে দেখাইলেন।৮৩

মহাতেজস্বী ভীম রমণীশ্রেষ্ঠা দ্রৌপদীকে বলিলেন,—হে পাঞ্চালি। আইস, এই কামুকের কি অবস্থা করিয়াছি দেখ।৮৪

হে মহারাজ জনমেজয়। ভীষণ পরাক্রমশালী ভীমসেন এইরূপ বলিয়া সেই দুরাত্মার শরীরকে পা দিয়া মর্দ্দন করিতে লাগিলেন।৮৫

তারপর আগুন জ্বালাইয়া দ্রৌপদীকে কীচকের অবস্থা দেখাইলেন এবং এই কথা বলিলেন,—হে সুকেশি। হে ভীরু। তোমার ন্যায় সচ্চরিত্রা পতিব্রতা রমণীদের যাহারা প্রার্থনা করে তাহারা এই কীচকের ন্যায় নিহত হইয়া থাকে।৮৬-৮৭

দ্রৌপদীর অত্যন্ত প্রীতিকর সেই দুষ্কর কার্য্য করিয়া সেইরূপে কীচককে হত্যা করিয়া ক্রোধ-শান্তি লাভ করিয়া ভীম দ্রৌপদীর নিকট বিদায় লইয়া সত্বর রন্ধনাগারে আগমন করিলেন।৮৮

রমণীশ্রেষ্ঠা দ্রৌপদী কীচককে বধ করাইয়া আনন্দিত হইলেন, তাঁহার সন্তাপ দূর হইল।

কীচকোঽয়ং হতঃ শেতে গন্ধর্বৈঃ পতিভির্মম।
পরস্ত্রীকামসম্মত্তস্তত্রাগচ্ছত পশ্যত ॥৯০
তচ্ছ্রুত্বা ভাষিতং তস্যা নর্তনাগররক্ষিণঃ।
সহসৈব সমাজগ্মুরাদায়োল্কাঃ সহস্রশঃ ॥৯১
ততো গত্বাথ তদ্‌ বেশ্ম কীচকং বিনিপাতিতম্।
গতাসুং দদৃশুর্ভূমৌ রুধিরেণ সমুক্ষিতম্ ॥৯২
পাণিপাদবিহীনং তু দৃষ্ট্বা চ ব্যথিতাভবন্।
নিরীক্ষন্তি ততঃ সর্বে পরং বিস্ময়মাগতাঃ ॥৯৩
অমানুষং কৃতং কর্ম তং দৃষ্ট্বা বিনিপাতিতম্।
ক্বাস্য গ্রীবা ক্ব চরণৌ ক্ব পাণী ক্ব শিরস্তথা।
ইতি স্ম তং পরীক্ষন্তে গন্ধর্বেণ হতং তদা ॥৯৪
ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং
বৈয়াসিক্যাং বিরাটপর্বণি কীচকবধপর্বণি
কীচকবধে দ্বাবিংশোঽধ্যায়ঃ ॥২২

তিনি সভাগৃহের প্রহরীদিগকে বলিলেন,—পরস্ত্রীর প্রতি কামোন্মত্ত কীচক আমার পতি গন্ধর্বগণ কর্তৃক নিহত হইয়া পড়িয়া আছে—সেখানে আসিয়া দেখ।৮৯-৯০

তাঁহার সেই কথা শুনিয়া তৎক্ষণাৎ নর্তনাগারের সহস্র সহস্র রক্ষিগণ মশাল লইয়া দলে দলে উপস্থিত হইল।৯১

তারপর সেই গৃহমধ্যে প্রবেশ করিয়া রুধিরাক্ত গতপ্রাণ কীচককে ভূমিতলে নিপাতিত দেখিতে পাইল।৯২

তাহারা হস্তপদবিহীন কীচককে দেখিয়া ব্যথিত হইল—তারপর সকলে অত্যন্ত বিস্ময়াবিষ্ট হইয়া দেখিতে লাগিল।৯৩

তখন তাহারা কীচককে নিপাতিত দেখিয়া "অমানুষিক কার্য্য করা হইয়াছে, ইহার গ্রীবা কোথায়? চরণদ্বয় কোথায়? হস্তযুগল কোথায়? মাথাটাই বা কোথায় গেল?"—এই বলিয়া গন্ধর্বের হস্তে নিহত কীচককে ভাল করিয়া দেখিতে লাগিল।৯৪

শ্রীমন্মহর্ষিবেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের বিরাটপর্ব্বান্তর্গত কীচকবধপর্ব্বে কীচকবধবিষয়ক- দ্বাবিংশ অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।২২

ত্রয়োবিংশোঽধ্যায়ঃ।

[সৈরন্ধ্রীং বদ্ধা কীচকভ্রাতৃভিঃ শ্মশানভূমৌ আনয়নম্, তান্ হত্বা ভীমেন সৈরন্ধ্র্যা মুক্তিশ্চ।]

বৈশম্পায়ন উবাচ।

তস্মিন্ কালে সমাগম্য সর্বে তত্রাস্য বান্ধবাঃ।
রুরুদুঃ কীচকং দৃষ্ট্বা পরিবার্য্য সমন্ততঃ ॥১

সর্বে সংহৃষ্টরোমাণঃ সন্ত্রস্তাঃ প্রেক্ষ্য কীচকম্।
তথা সম্ভিন্নসর্বাঙ্গং কূর্ম্মং স্থল ইবোদ্ধৃতম্ ॥২

পোথিতং ভীমসেনেন তমিন্দ্রেণেব দানবম্।
সংস্কারয়িতুমিচ্ছন্তো বহির্নেতুং প্রচক্রমুঃ ॥৩

দদৃশুস্তে ততঃ কৃষ্ণাং সূতপুত্রাঃ সমাগতাঃ।
অদূরাচ্চানবদ্যাঙ্গীং স্তম্ভমালিঙ্গ্য তিষ্ঠতীম্ ॥৪

সমবেতেষু সর্বেষু তামূচুরুপকীচকাঃ
হন্যতাং শীঘ্রমসতী যৎকৃতে কীচকো হতঃ ॥৫

অথবা নৈব হন্তব্যা দহ্যতাং কামিনা সহ।
মৃতস্যাপি প্রিয়ং কার্য্যং সূতপুত্রস্য সর্বথা ॥৬

ততো বিরাটমূচুস্তে কীচকোঽস্যাঃ কৃতে হতঃ।
সহানেনাদ্য দহেম তদনুজ্ঞাতুমর্হসি ॥৭

পরাক্রমং তু সূতানাং মত্বা রাজান্বমোদত।
সৈরন্ধ্র্যাঃ সূতপুত্রেণ সহ দাহং বিশাম্পতিঃ ॥৮

তাং সমাসাদ্য বিত্রস্তাং কৃষ্ণাং কমললোচনাম্।
মোমুহ্যমানাং তে তত্র জগৃহুঃ কীচকা ভৃশম্ ॥৯

ততস্তু তাং সমারোপ্য নিবধ্য চ সুমধ্যমাম্।
জগ্মুরুদ্যম্য তে সর্বে শ্মশানাভিমুখাস্তদা ॥১০

ত্রয়োবিংশ অধ্যায়।

[কীচক-ভ্রাতৃবর্গের সৈরন্ধ্রীকে বন্ধনপূর্ব্বক শ্মশান-ভূমিতে আনয়ন এবং তাহাদিগকে বধ করিয়া ভীমের সৈরন্ধ্রীকে মোচন।]

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—সেই সময়ে কীচকের বান্ধবগণ সকলে সেখানে আগমন করিয়া কীচককে দেখিয়া চারিদিকে ঘিরিয়া রোদন করিতে লাগিল।১

সকলেই ইন্দ্রের হস্তে দানবের ন্যায় ভীমের হস্তে চূর্ণিত কীচকের সর্ব্বাঙ্গ মর্দ্দিত হইয়া স্থলোদ্ধৃত কূর্ম্মের ন্যায় আকৃতি দেখিয়া ভীত ও রোমাঞ্চিত হইল এবং তাহাকে দাহ করাইবার ইচ্ছা করিয়া বাহিরে লইতে আরম্ভ করিল।২-৩

তারপর সেই সূতপুত্রগণ সুন্দরী দ্রৌপদীকে অদূরে একটি স্তম্ভগাত্রে সংলগ্না হইয়া অবস্থান করিতে দেখিল।৪

সমবেত সকল লোকের মধ্যে কীচকের ভ্রাতারা তাঁহাকে লক্ষ্য করিয়া বলিল,—এই কুলটাকে সত্বর হত্যা কর—ইহার জন্যই কীচক নিহত হইয়াছেন।৫

অথবা ইহাকে হত্যা না করিয়া কামার্ত্ত কীচকের সহিত দাহ কর। সেই কার্য্য মৃত কীচকেরও সর্ব্বথা প্রিয় হইবে।৬

তারপর তাহারা বিরাটরাজাকে বলিল,—কীচক ইহার জন্যই নিহত হইয়াছে, ইহাকে আমরা কীচকের সহিত দাহ করিব, আপনি অনুমতি দিন।৭

রাজা তাহাদের পরাক্রম স্মরণ করিয়া, কীচকের সহিত সৈরন্ধ্রীর দাহ অনুমোদন করিলেন।৮

তাহারা ভয়সন্ত্রস্তা, অত্যন্ত বিমূঢ়া, কমল-লোচনা দ্রৌপদীর নিকট উপস্থিত হইয়া সজোরে তাঁহাকে ধারণ করিল।৯

ম্রিয়মাণা তু সা রাজন্ সূতপুত্রৈরনিন্দিতা।
প্রাক্রোশন্নাথমিচ্ছন্তী কৃষ্ণা নাথবতী সতী॥১১

দ্রৌপদ্যুবাচ।

জয়ো জয়ন্তো বিজয়ো জয়ৎসেনো জয়দ্বলঃ।
তে মে বাচং বিজানন্তু সূতপুত্রা নয়ন্তি মাম্॥১২

যেষাং জ্যাতলনির্ঘোষো বিস্ফূর্জিতমিবাশনেঃ।
ব্যশ্রূয়ত মহাযুদ্ধে ভীমঘোষস্তরস্বিনাম্॥১৩

রথঘোষশ্চ বলবান্ গন্ধর্বাণাং তরস্বিনাম্।
তে মে বাচং বিজানন্তু সূতপুত্রা নয়ন্তি মাম্॥১৪

বৈশম্পায়ন উবাচ।

তস্যাস্তাঃ কৃপণা বাচঃ কৃষ্ণায়াঃ পরিদেবিতম্।
শ্রুত্বৈবাভ্যাপতদ্ ভীমঃ শয়নাদবিচারয়ন্॥১৫

তারপর তাহারা সকলে তাঁহাকে শবাধারে বসাইয়া, বাঁধিয়া উত্তোলনপূর্ব্বক শ্মশানাভিমুখে চলিতে লাগিল।১০

হে রাজন্! সূতপুত্রগণ যখন লইয়া চলিল, তখন নিরপরাধা, পতিব্রতা, বহুবীরপতিশালিনী দ্রৌপদী আত্মত্রাণাভিলাষে চীৎকার করিতে লাগিলেন।১১

দ্রৌপদী বলিলেন,—জয়, জয়ন্ত, বিজয়, জয়সেন ও জয়দ্বল—তাঁহারা আমার এই বাক্য অবগত হউন, সূতপুত্রগণ আমাকে লইয়া যাইতেছে।১২

মহাযুদ্ধে বেগশালী যে বীর গন্ধর্ব্বগণের ভয়ানক সিংহনাদ, উৎকট রথ-নির্ঘোষ এবং বজ্রধ্বনিতুল্য জ্যা-নিনাদ শোনা যাইত—তাঁহারা আমার বাক্য অবগত হউন, সূতপুত্রগণ আমাকে লইয়া যাইতেছে।১৩-১৪

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—তখন দ্রৌপদীর সেই কাতর-বাক্য ও সেই বিলাপ শ্রবণ করিয়া ভীম নির্ব্বিচারে শয্যাত্যাগ করিয়া উত্থিত হইলেন।১৫

ভীমসেন উবাচ।

অহং শৃণোমি তে বাচং ত্বয়া সৈরন্ধ্রি ভাষিতাম্।
তস্মাৎ তে সূতপুত্রেভ্যো ভয়ং ভীরু ন বিদ্যতে॥১৬

বৈশম্পায়ন উবাচ।

ইত্যুক্ত্বা স মহাবাহুর্বিজজৃম্ভে জিঘাংসয়া।
ততঃ স ব্যায়তং কৃত্বা বেষং বিপরিবর্ত্য চ॥১৭

অদ্বারেণাভ্যবস্কন্দ্য নির্জগাম বহিস্তদা।
স ভীমসেনঃ প্রাকারাদারুহ্য তরসা দ্রুমম্॥১৮

শ্মশানাভিমুখঃ প্রায়াদ্ যত্র তে কীচকা গতাঃ।
স লঙ্ঘয়িত্বা প্রাকারং নিঃসৃত্য চ পুরোত্তমাৎ।
জবেন পতিতো ভীমঃ সূতানামগ্রতস্তদা॥১৯

চিতাসমীপে গত্বা স তত্রাপশ্যদ্ বনস্পতিম্।
তালমাত্রং মহাস্কন্ধং মূর্দ্ধশুষ্কং বিশাম্পতে॥২০

ভীম বলিলেন,—হে সৈরন্ধ্রি! তুমি যে সকল বাক্য বলিতেছ, তোমার সেই বাক্য আমি শুনিতে পাইতেছি। অতএব হে ভীরু! সূতপুত্রগণের নিকট তোমার ভয়ের কারণ নাই।১৬

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—এই কথা বলিয়া মহাবাহু ভীমসেন জিঘাংসায় স্ফীত হইয়া উঠিলেন। তারপর তিনি সযত্নে বেশ পরিবর্ত্তন করিয়া, বহির্দ্বার না খুলিয়াই লাফাইয়া বাহিরে আসিলেন। সেই ভীমসেন প্রাচীর হইতে বেগে একটি বৃক্ষে আরোহণ করিয়া কীচকেরা যেখানে গিয়াছে, সেই শ্মশানাভিমুখে গমন করিলেন। তিনি প্রাচীর লঙ্ঘনপূর্ব্বক সুরক্ষিতা নগরী হইতে নির্গত হইয়া মহাবেগে তৎক্ষণাৎ সূতপুত্রদিগের সম্মুখে আসিয়া পড়িলেন।১৭-১৯

রাজন্! চিতার নিকটবর্ত্তী হইয়া তিনি

তং নাগবদুপক্রম্য বাহুভ্যাং পরিরভ্য চ।
স্কন্ধমারোপয়ামাস দশব্যামং পরন্তপঃ ॥২১

স তং বৃক্ষং দশব্যামং সস্কন্ধবিটপং বলী।
প্রগৃহ্যাভ্যদ্রবৎ সূতান্ দণ্ডপাণিরিবান্তকঃ ॥২২

উরুবেগেন তস্যাথ ন্যগ্রোধাশ্বত্থ-কিংশুকাঃ।
ভূমৌ নিপতিতা বৃক্ষাঃ সঙ্ঘশস্তত্র শেরতে ॥২৩

তং সিংহমিব সংক্রুদ্ধং দৃষ্ট্বা গন্ধর্বমাগতম্।
বিত্রেসুঃ সর্বশঃ সূতা বিষাদভয়কম্পিতাঃ ॥২৪

গন্ধর্বো বলবানেতি ক্রুদ্ধ উদ্যম্য পাদপম্।
সৈরন্ধ্রী মুচ্যতাং শীঘ্রং যতো নো ভয়মাগতম্ ॥২৫

তে তু দৃষ্ট্বা তদাবিদ্ধং ভীমসেনেন পাদপম্।
বিমুচ্য দ্রৌপদীং তত্র প্রাদ্রবন্নগরং প্রতি ॥২৬

দ্রবতস্তাংস্তু সম্প্রেক্ষ্য স বজ্রী দানবানিব।
শতং পঞ্চাধিকং ভীমঃ প্রাহিণোদ্ যমসাদনম্ ॥২৭

বৃক্ষেণৈতেন রাজেন্দ্র প্রভঞ্জনসুতো বলী।
তত আশ্বাসয়াৎ কৃষ্ণাং স বিমুচ্য বিশাম্পতে ॥২৮

উবাচ চ মহাবাহুঃ পাঞ্চালীং তত্র দ্রৌপদীম্।
অশ্রুপূর্ণমুখীং দীনাং দুর্ধর্ষঃ স বৃকোদরঃ ॥২৯

এবং তে ভীরু বধ্যন্তে যে ত্বাং ক্লিশ্যন্ত্যনাগসম্।
প্রৈহি ত্বং নগরং কৃষ্ণে ন ভয়ং বিদ্যতে তব ॥৩০

অন্যেনাহং গমিষ্যামি বিরাটস্য মহানসম্ ॥৩১

বৈশম্পায়ন উবাচ।

পঞ্চাধিকং শতং তচ্চ নিহতং তেন ভারত।
মহাবনমিবচ্ছিন্নং শিশ্যে বিগলিতদ্রুমম্ ॥৩২

সেখানে তালবৃক্ষের ন্যায় দীর্ঘ, বিশাল কাণ্ড-সমন্বিত একটি শুষ্কাগ্র বৃক্ষ দেখিতে পাইলেন।২০

শত্রুদমনকারী ভীম হস্তীর ন্যায় দশ 'ব্যাম' (দুই হস্ত দুইদিকে প্রসারিত করিলে তাহাকে 'ব্যাম' বলে) দীর্ঘ সেই বৃক্ষটিকে উৎপাটিত করিয়া, দুই বাহু দিয়া ধরিয়া স্কন্ধোপরি তুলিয়া লইলেন।২১

বলবান্ ভীম কাণ্ড ও শাখা-সমন্বিত দশব্যাম দীর্ঘ সেই বৃক্ষ তুলিয়া লইয়া দণ্ডপাণি যমের ন্যায় সূতাদগের প্রতি ধাবিত হইলেন।২২

তাঁহার প্রবল বেগে ভূতলে নিপতিত বট, অশ্বত্থ, পলাশ প্রভৃতি বহু বৃক্ষ সেখানে রাশি রাশি হইয়া পড়িয়া রহিল।২৩

ক্রুদ্ধ সিংহের ন্যায় সেই গন্ধর্ব আসিয়াছে বুঝিয়া সূতগণ সকলেই সন্ত্রস্ত হইল, ত্রাসে ও বিষাদে তাহারা কম্পিত হইতে লাগিল।২৪

সূতগণ বলিতে লাগিল,—"বলবান্ গন্ধর্ব ক্রুদ্ধ হইয়া বৃক্ষ উত্তোলন করিয়া আসিতেছে, সৈরন্ধ্রীকে শীঘ্র ছাড়িয়া দাও, উহা হইতেই আমাদের ভয় উপস্থিত হইয়াছে।"২৫

তখন তাহারা ভীমসেন কর্তৃক উত্তোলিত বৃক্ষ দেখিয়া দ্রৌপদীকে সেই স্থানে পরিত্যাগ করিয়া নগরের দিকে ধাবিত হইল।২৬

হে রাজেন্দ্র! ইন্দ্র যেমন দানবদিগকে যমালয়ে প্রেরণ করেন, সেই বলবান্ পবননন্দন ভীম সেইরূপ সেই একশত পাঁচ জন সূতপুত্রকে পলায়ন করিতে দেখিয়া সেই বৃক্ষাঘাতে যমালয়ে প্রেরণ করিলেন। হে রাজন্! তারপর তিনি দ্রৌপদীকে বন্ধনমুক্ত করিয়া আশ্বাস দান করিলেন।২৭-২৮

সেই দুর্ধর্ষ বীর মহাবাহু বৃকোদর অশ্রুপূর্ণমুখী বিষাদগ্রস্তা পাঞ্চালরাজকন্যা দ্রৌপদীকে বলিলেন।২৯

হে ভীরু! নিরপরাধা তোমাকে যাহারা

এবং তে নিহতা রাজন্ শতং পঞ্চ চ কীচকাঃ।
স চ সেনাপতিঃ পূর্বমিত্যেতৎ সূতষট্শতম্ ॥৩৩
তদ্ দৃষ্ট্বা মহদাশ্চর্য্যং নরা নার্য্যশ্চ সঙ্গতাঃ।
বিস্ময়ং পরমং গত্বা নোচুঃ কিঞ্চন ভারত ॥৩৪

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং বিরাটপর্বণি কীচকবধপর্বণি দ্রৌপদীসান্ত্বনে ত্রয়োবিংশোঽধ্যায়ঃ ॥২৩

কষ্ট দেয়, তাহারা এইরূপেই নিহত হইয়া থাকে। কৃষ্ণে! তুমি নগর মধ্যে গমন কর, তোমার ভয় নাই।৩০

আমি অন্যপথে বিরাটরাজার রন্ধনশালায় যাইতেছি।৩১

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—হে ভরতনন্দন! সেই পঞ্চাধিক শত সংখ্যক সূতপুত্র ভীমের হস্তে নিহত হইয়া ছিন্নক্রম মহারণ্যের দ্রুমশ্রেণীর ন্যায় পড়িয়া রহিল।৩২

হে রাজন্! সেই একশত পাঁচ জন কীচক ভ্রাতা এবং পূর্ব্বে নিহত সেনাপতি কীচক সর্ব্বমোট একশত ছয়জন সূতপুত্র এইভাবে নিহত হইল।৩৩

হে ভরতনন্দন! সমাগত নরনারীগণ সেই মহা আশ্চর্য্যজনক কার্য্য দেখিয়া অতিশয় বিস্ময়াবিষ্ট হইল, তখন ভয়ে তাহাদের বাক্যস্ফূর্তি হইল না।৩৪

শ্রীমন্মহর্ষিবেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের বিরাটপর্ব্বান্তর্গত কীচকবধপর্ব্বে দ্রৌপদীর সান্ত্বনায় একবিংশ অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।২১

চতুর্বিংশোঽধ্যায়ঃ।

[শ্মশানতো রাজভবনং প্রত্যাগতয়া দ্রৌপদ্যা বৃহন্নলয়া সুদেষ্ণয়া চ সহ বার্ত্তালাপশ্চ।]

বৈশম্পায়ন উবাচ।
তে দৃষ্ট্বা নিহতান্ সূতান্ রাজ্ঞে গত্বা ন্যবেদয়ন্।
গন্ধর্বৈর্নিহতা রাজন্ সূতপুত্রা মহাবলাঃ ॥১
যথা বজ্রেণ বৈ দীর্ণং পর্বতস্য মহচ্ছিরঃ।
ব্যতিকীর্ণাঃ প্রদৃশ্যন্তে তথা সূতা মহীতলে ॥২
সৈরন্ধ্রী চ বিমুক্তাসৌ পুনরায়াতি তে গৃহম্।
সর্বং সংশয়িতং রাজন্ নগরং তে ভবিষ্যতি ॥৩
যথারূপা চ সৈরন্ধ্রী গন্ধর্বাশ্চ মহাবলাঃ।
পুংসামিষ্টশ্চ বিষয়ো মৈথুনায় ন সংশয়ঃ ॥৪

চতুর্বিংশ অধ্যায়।

[শ্মশান হইতে রাজবাটীতে ফিরিয়া দ্রৌপদীর বৃহন্নলা ও সুদেষ্ণার সহিত বার্ত্তালাপ।]

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—সেই নাগরিক নরনারীগণ সূতপুত্রদিগকে নিহত দেখিয়া রাজার নিকটে গিয়া নিবেদন করিল,—রাজন্! মহাবলশালী সূতপুত্রগণ গন্ধর্ব্বদের হস্তে নিহত হইয়াছে।১

ভূতলে বিকীর্ণ সূতগণ বজ্রবিদীর্ণ পর্ব্বতের বিশাল শৃঙ্গের ন্যায় দৃষ্ট হইতেছে।২

সৈরন্ধ্রী মুক্তি পাইয়া পুনরায় আপনার গৃহে আগমন করিতেছে। রাজন্! আপনার সমগ্র রাজধানী সংশয়াপন্ন হইবে।৩

যথা সৈরন্ধ্রিদোষেণ ন তে রাজন্নিদং পুরম্।
বিনাশমেতি বৈ ক্ষিপ্রং তথা নীতির্বিধীয়তাম্ ॥৫

তেষাং তদ্ বচনং শ্রুত্বা বিরাটো বাহিনীপতিঃ।
অব্রবীৎ ক্রিয়তামেষাং সূতানাং পরমক্রিয়া ॥৬

একস্মিন্নেব তে সর্বে সুসমিদ্ধে হুতাশনে।
দহ্যন্তাং কীচকাঃ শীঘ্রং রত্নৈর্গন্ধৈশ্চ সর্বশঃ ॥৭

সুদেষ্ণামব্রবীদ্ রাজা মহিষীং জাতসাধ্বসঃ।
সৈরন্ধ্রীমাগতাং ব্রূয়া মমৈব বচনাদিদম্ ॥৮

গচ্ছ সৈরন্ধ্রি ভদ্রং তে যথাকামং বরাননে।
বিভেতি রাজা সুশ্রোণি গন্ধর্বেভ্যঃ পরাভবাৎ ॥৯

ন হি ত্বামুৎসহে বক্তুং স্বয়ং গন্ধর্বরক্ষিতাম্।
স্ত্রিয়াস্ত্বদোষস্তাং বক্তুমতস্ত্বাং প্রব্রবীম্যহম্ ॥১০

সৈরন্ধ্রী যেরূপ রূপবতী, তাহা সকলেই জানে। গন্ধর্ব্বেরাও মহাবলশালী। মৈথুনার্থে পুরুষের বিষয়াভিলাষ অত্যন্ত প্রিয়—এ বিষয়ে কোন সংশয়ই নাই।৪

রাজন্! সৈরন্ধ্রীর দোষে আপনার এই নগর যাহাতে ধ্বংস না হয়, সত্বর তাহার উপায় বিধান করুন।৫

তাহাদের সেই কথা শুনিয়া বিরাটরাজা বলিলেন,—প্রথমে নিহত সূতগণের সৎকার কার্য্য কর।৬

নানাপ্রকার রত্ন ও গন্ধাদিতে অলঙ্কৃত করিয়া উত্তমরূপে প্রজ্বলিত একই অগ্নিতে কীচক ও তদীয় ভ্রাতৃবর্গকে দাহ কর।৭

রাজা ভীত হইয়া মহিষী সুদেষ্ণাকে বলিলেন,—সৈরন্ধ্রী আসিলে আমার আদেশ বলিয়া তাহাকে এই কথা বলিও। সুমুখি! সৈরন্ধ্রি! তোমার মঙ্গল হউক, তুমি যথা ইচ্ছা গমন কর। হে সুশ্রোণি! রাজা গন্ধর্ব্বদের নিকট পরাভবের ভয় করেন।৮-৯

বৈশম্পায়ন উবাচ।

অথ মুক্তা ভয়াৎ কৃষ্ণা সূতপুত্রান্ নিরস্য চ।
মোক্ষিতা ভীমসেনেন জগাম নগরং প্রতি ॥১১

ত্রাসিতেব মৃগী বালা শার্দূলেন মনস্বিনী।
গাত্রাণি বাসসী চৈব প্রক্ষাল্য সলিলেন সা ॥১২

তাং দৃষ্ট্বা পুরুষা রাজন্ প্রাদ্রবন্ত দিশো দশ।
গন্ধর্বাণাং ভয়ত্রস্তাঃ কেচিদ্ দৃষ্টিং ন্যমীলয়ন্ ॥১৩

ততো মহানসদ্বারি ভীমসেনমবস্থিতম্।
দদর্শ রাজন্ পাঞ্চালী যথা মত্তং মহাদ্বিপম্ ॥১৪

তং বিস্ময়ন্তী শনকৈঃ সংজ্ঞাভিরিদমব্রবীৎ।
গন্ধর্বরাজায় নমো যেনাস্মি পরিমোচিতা ॥১৫

তিনি বলিয়াছেন—"সৈরন্ধ্রী গন্ধর্ব্বদের দ্বারা সুরক্ষিতা, এজন্য তাহাকে সরাইয়া দেওয়া উচিত হইলেও স্বয়ং বলিতে ইচ্ছা করি না। স্ত্রীলোকের তাহাকে বলিতে দোষ নাই"। এজন্য আমিই তোমাকে বলিতেছি।১০

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—অনন্তর সূতপুত্রদিগকে নিরস্ত করিয়া ভীমসেন দ্রৌপদীর বন্ধন-মুক্ত করিয়া দেওয়ায়, ভয়মুক্ত হইয়া দ্রৌপদী নগরাভিমুখে গমন করিতে লাগিলেন।১১

তিনি গাত্র ও বস্ত্র জলে প্রক্ষালিত করিয়া ব্যাঘ্র-বিত্রাসিতা শিশু-হরিণীর ন্যায় যাইতে লাগিলেন।১২

রাজন্! তাঁহাকে দেখিয়া লোকেরা গন্ধর্ব্বের ভয়ে ভীত হইয়া দিগ্বিদিকে পলায়ন করিতে লাগিল। কেহ কেহ দর্শনমাত্রেই চক্ষু মুদ্রিত করিয়া রহিল।১৩

হে রাজন্! তারপর দ্রৌপদী রন্ধনশালার দ্বারদেশে অবস্থিত মত্ত-হস্তীর ন্যায় ভীমসেনকে দেখিতে পাইলেন এবং মৃদুহাস্য-সহকারে ধীরে

ভীমসেন উবাচ।

যে পুরা বিচরন্তীহ পুরুষা বশবর্তিনঃ।
তস্যাস্তে বচনং শ্রুত্বা হ্যনৃণা বিহরন্ত্বতঃ ॥১৬

বৈশম্পায়ন উবাচ।

ততঃ সা নর্তনাগারে ধনঞ্জয়মপশ্যত।
রাজ্ঞঃ কন্যা বিরাটস্য নর্তয়ানং মহাভুজম্ ॥১৭

ততস্তা নর্তনাগারাদ্ বিনিষ্ক্রম্য সহার্জুনাঃ।
কন্যা দদৃশুরায়ান্তীং ক্লিষ্টাং কৃষ্ণামনাগসম্ ॥১৮

কন্যা ঊচুঃ।

দিষ্ট্যা সৈরন্ধ্রি মুক্তাসি দিষ্ট্যাসি পুনরাগতা।
দিষ্ট্যা বিনিহতাঃ সূতা যে ত্বাং ক্লিশ্যন্ত্যনাগসম্ ॥১৯

বৃহন্নলোবাচ।

কথং সৈরন্ধ্রি মুক্তাসি কথং পাপাশ্চ তে হতাঃ।
ইচ্ছামি বৈ তব শ্রোতুং সর্বমেব যথাতথম্ ॥২০

সৈরন্ধ্র্যুবাচ।

বৃহন্নলে কিং নু তব সৈরন্ধ্র্যা কার্য্যমদ্য বৈ।
যা ত্বং বসসি কল্যাণি সদা কন্যাপুরে সুখম্ ॥২১
ন হি দুঃখং সমাপ্নোষি সৈরন্ধ্রী যদুপাশ্নুতে।
তেন মাং দুঃখিতামেবং পৃচ্ছসে প্রহসন্নিব ॥২২

বৃহন্নলোবাচ।

বৃহন্নলাপি কল্যাণি দুঃখমাপ্নোত্যনুত্তমম্।
তির্য্যগ্‌যোনিগতা বালে ন চৈনামববুধ্যসে ॥২৩
ত্বয়া সহোষিতা চাস্মি ত্বঞ্চ সর্বৈঃ সহোষিতা।
ক্লিশ্যন্ত্যাং ত্বয়ি সুশ্রোণি কো নু দুঃখং ন
চিন্তয়েৎ ॥২৪

ধীরে সঙ্কেতে তাঁহাকে এই কথা বলিলেন,—গন্ধর্ব্বরাজকে প্রণাম, যিনি আমাকে মুক্ত করিয়া দিয়াছেন।১৪-১৫

ভীম বলিলেন,—যে পুরুষেরা পূর্ব্ব হইতেই তোমার বশবর্ত্তী হইয়া এখানে বিচরণ করিতেছেন, তাঁহারা তোমার কথা শুনিয়া অতঃপর ঋণমুক্ত হইয়া বিহার করুন।১৬

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—তারপর দ্রৌপদী নর্ত্তনাগারে বিরাটরাজার কন্যাদিগকে নৃত্য-শিক্ষাদানে ব্যাপৃত মহাবাহু অর্জ্জুনকে দেখিতে পাইলেন।১৭

তখন সেই কন্যারা অর্জ্জুনের সহিত নৃত্যগৃহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া, বিনা অপরাধে উপক্রতা দ্রৌপদীকে আসিতে দেখিল।১৮

কন্যাগণ বলিল,—সৈরন্ধ্রি! ভাগ্যক্রমে তুমি মুক্ত হইয়াছ, ভাগ্যক্রমে তুমি পুনরায় আসিয়াছ, যাহারা নিরপরাধা তোমাকে কষ্ট দিয়াছিল, সেই সূতগণও ভাগ্যক্রমেই নিহত হইয়াছে।১৯

বৃহন্নলা বলিলেন,—সৈরন্ধ্রি! তুমি কিরূপে মুক্ত হইলে, কিরূপেই বা সেই পাপিষ্ঠগণ নিহত হইল, সমস্ত কথা তোমার মুখে যথাযথভাবে শুনিতে ইচ্ছা করি।২০

সৈরন্ধ্রী বলিলেন,—বৃহন্নলে! তুমি ত' কন্যান্তঃপুরের মধ্যে সর্ব্বদা সুখেই বাস করিতেছ, আজ আর তোমার সৈরন্ধ্রীর কথায় কাজ কি?২১

সৈরন্ধ্রী যেরূপ দুঃখ পাইতেছে, তুমি ত' আর সেরূপ দুঃখ পাইতেছ না। সেইজন্যই এই দুঃখিনীকে যেন হাসিতে হাসিতেই এইরূপ প্রশ্ন করিতেছ।২২

বৃহন্নলা বলিলেন,—হে কল্যাণি! বৃহন্নলাও ক্লীবযোনি প্রাপ্ত হইয়া মহাদুঃখ পাইতেছে। হে বালিকে! তুমি তাহাকে বুঝিতেছ না।২৩

আমি তোমার সহিত বাস করিতেছি, তুমিও সকলের সহিত বাস করিতেছ, তুমি

ন তু কেনচিদত্যন্তং কস্যচিদ্ধৃদয়ং ক্বচিৎ।
বেদিতুং শক্যতে নূনং তেন মাং নাববুধ্যসে ॥২৫

বৈশম্পায়ন উবাচ।
ততঃ সহৈব কন্যাভির্দ্রৌপদী রাজবেশ্ম তৎ।
প্রবিবেশ সুদেষ্ণায়াঃ সমীপমুপগামিনী ॥২৬

তামব্রবীদ্ রাজপুত্রী বিরাটবচনাদিদম্।
সৈরন্ধ্রি গম্যতাং শীঘ্রং যত্র কাময়সে গতিম্ ॥২৭

রাজা বিভেতি তে ভদ্রে গন্ধর্ব্বেভ্যঃ পরাভবাৎ।
ত্বং চাপি তরুণী সুভ্রু রূপেণাপ্রতিমা ভুবি ॥
পুংসামিষ্টশ্চ বিষয়ো গন্ধর্বাশ্চাতিকোপনাঃ ॥২৮

সৈরন্ধ্র্যুবাচ।
ত্রয়োদশাহমাত্রং মে রাজা ক্ষাম্যতু ভামিনি।
কৃতকৃত্যা ভবিষ্যন্তি গন্ধর্বাস্তে ন সংশয়ঃ ॥২৯
ততো মামুপনেষ্যন্তি করিষ্যন্তি চ তে প্রিয়ম্।
ধ্রুবঞ্চ শ্রেয়সা রাজা যোক্ষ্যতে সহ বান্ধবৈঃ ॥৩০
(রাজা কৃতোপকারাশ্চ কৃতজ্ঞাশ্চ সদা শুভে।
সাধবশ্চ বলোৎসিক্তাঃ কৃতপ্রতিকৃতেপ্সবঃ ॥
অর্থিনী প্রব্রবীম্যেষা যদ্ বা তদ্ বেত্ত চিন্তয়।
ভরস্ব তদহর্মাত্রং ততঃ শ্রেয়ো ভবিষ্যতি ॥

বৈশম্পায়ন উবাচ।
তস্যাস্তদ্ বচনং শ্রুত্বা কৈকেয়ী দুঃখমোহিতা।
উবাচ দ্রৌপদীমার্ত্তা ভ্রাতৃব্যসনকর্ষিতা ॥

দুঃখ পাইলে কে না দুঃখবোধ করিবে ?২৪

নিশ্চয়ই কেহ কখনও কাহারও হৃদয়ের অবস্থা আত্যন্তিকভাবে বুঝিতে পারে না—সেইজন্য তুমি আমাকে বুঝিতে পারিতেছ না।২৫

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—তারপর কন্যাগণের সঙ্গেই দ্রৌপদী সেই রাজভবনে প্রবেশ করিলেন এবং সুদেষ্ণার নিকট উপস্থিত হইলেন।২৬

বিরাটরাজার কথানুসারে সুদেষ্ণা তাঁহাকে বলিলেন,—সৈরন্ধ্রি! শীঘ্রই তোমার যেখানে যাইতে ইচ্ছা হয় চলিয়া যাও।২৭

হে ভদ্রে! রাজা তোমার গন্ধর্ব্বদিগের হস্তে লাঞ্ছিত হইবার ভয় করেন। হে সুন্দরি! তুমি যুবতী, সৌন্দর্য্যে তুমি জগতে অতুলনীয়া, পুরুষেরাও বিষয়াভিলাষী, গন্ধর্ব্বগণও অতি ক্রোধী।২৮

সৈরন্ধ্রী বলিলেন,—হে কোপনে! আর তেরটি দিন মাত্র রাজা আমাকে ক্ষমা করুন, সেই গন্ধর্ব্বগণ (ইহার মধ্যেই) কৃতকার্য্য হইবেন,—সন্দেহ নাই।২৯

তারপর তাঁহারা আমাকে লইয়া যাইবেন, আপনারও প্রিয় কার্য্য করিবেন এবং রাজাও নিশ্চয় সবান্ধবে কল্যাণযুক্ত হইবেন।৩০

(হে কল্যাণময়ি! রাজা গন্ধর্ব্বদিগের উপকার করিয়াছেন, তাঁহারাও সর্ব্বদাই কৃতজ্ঞ। তাঁহারা সাধু, বলগর্ব্বিত হইলেও তাঁহারা কৃত উপকারের প্রত্যুপকার করিতে ইচ্ছুক। [আবার অপকারের প্রতিশোধ লইতেও ইচ্ছুক।]

আমি প্রার্থিনী হইয়া আপনাকে ইহা বলিতেছি—যাহা হয় চিন্তা করুন। এই কয়টা দিন পর্য্যন্ত আমাকে পালন করুন, তাহাতে মঙ্গল হইবে।

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—তাহার সেই কথা শুনিয়া সুদেষ্ণা দুঃখে বিমূঢ়া হইয়া পড়িলেন।

বস ভদ্রে যথেষ্টং ত্বং ত্বামহং শরণং গতা।
ত্রায়স্ব মম ভর্তারং পুত্রাংশ্চৈব বিশেষতঃ ॥)

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং বিরাটপর্বণি কীচকবধপর্বণি কীচকদাহে চতুর্বিংশোঽধ্যায়ঃ ॥২৪

ভ্রাতৃবর্গের শোকে সুদেষ্ণা কাতর হইয়া দ্রৌপদীকে বলিলেন,—ভদ্রে! তুমি ইচ্ছামত অবস্থান কর, আমি তোমার শরণ লইলাম। আমার স্বামী ও পুত্রদিগকে তুমি বিশেষভাবে রক্ষা করিও।)

শ্রীমন্মহর্ষিবেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্র সংহিতা মহাভারতের বিরাটপর্ব্বান্তর্গত কীচকবধপর্ব্বে কীচকের. দাহবিষয়ক চতুর্বিংশ অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।২৪

(গোহরণপর্ব্ব)

পঞ্চবিংশোঽধ্যায়ঃ।

[দুর্য্যোধনমুপগতানাং দূতানাং পাণ্ডবসন্দেশং জ্ঞাতুং প্রয়াসস্য ব্যর্থতাকথনম্, কীচকবধবৃত্তান্তশ্রবণঞ্চ।]

বৈশম্পায়ন উবাচ

(কীচকে তু হতে রাজা বিরাটঃ পরবীরহা।
শোকমাহারয়ৎ তীব্রং সামাত্যঃ সপুরোহিতঃ ॥)

কীচকস্য তু ঘাতেন সানুজস্য বিশাম্পতে।
অত্যাহিতং চিন্তয়িত্বা ব্যস্ময়ন্ত পৃথগ্ জনাঃ ॥১

অস্মিন্ পুরে জনপদে সংজল্পোঽভূচ্চ সজ্ঞশঃ।
শৌর্য্যাদ্ধি বল্লভো রাজ্ঞো মহাসত্ত্বঃ স কীচকঃ ॥২

আসীৎ প্রহর্তা সৈন্যানাং দারামর্শী চ দুর্মতিঃ।
স হতঃ খলু পাপাত্মা গন্ধর্বৈর্দুষ্টপুরুষঃ ॥৩

ইত্যজল্পন্ মহারাজ পরানীকবিনাশনম্।
দেশে দেশে মনুষ্যাশ্চ কীচকং দুষ্প্রধর্ষণম্ ॥৪

অথ বৈ ধার্তরাষ্ট্রেণ প্রযুক্তা যে বহিশ্চরাঃ।
মৃগয়িত্বা বহূন্ গ্রামান্ রাষ্ট্রাণি নগরাণি চ ॥৫

(গোহরণপর্ব্ব)

পঞ্চবিংশ অধ্যায়।

[দুর্য্যোধনের নিকট আগত তদীয় দূতগণের পাণ্ডবদিগের সংবাদ জানিবার প্রয়াসের ব্যর্থতা কথন এবং কীচকের মৃত্যু সংবাদ জ্ঞাপন।]

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—(কীচক নিহত হইলে শত্রুবীরঘাতী রাজা বিরাট পুরোহিত ও অমাত্যগণ সহ তীব্র শোক.প্রাপ্ত হইলেন।)

রাজন্ জনমেজয়! ভ্রাতৃবর্গ সহ কীচক নিহত হওয়ায় সাধারণ লোকে মহাভয়ের কারণ উপস্থিত মনে করিয়া বিস্ময়ে অভিভূত হইয়া পড়িল।১

সেই নগরে এবং রাজ্যমধ্যে জনগণের জল্পনা হইতে লাগিল যে, মহাবলশালী কীচক বীরত্ববশতঃ রাজার অতিশয় প্রিয় ছিল।২

সেই দুর্ম্মতি সৈন্যদের প্রহার করিত, পরস্ত্রী ধর্ষণ করিত। সেই পাপাত্মা দুষ্টপুরুষ দুর্জ্জন গন্ধর্ব্বদের হস্তে নিহত হইয়াছে।৩

সংবিধায় যথাদৃষ্টং যথাদেশপ্রদর্শনম্ ।
কৃতকৃত্যা ন্যবর্ত্তন্ত তে চরা নগরং প্রতি ॥৬

তত্র দৃষ্ট্বা তু রাজানং কৌরব্যং ধৃতরাষ্ট্রজম্ ।
দ্রোণ-কর্ণ-কৃপৈঃ সার্দ্ধং ভীষ্মেণ চ মহাত্মনা ॥৭

সঙ্গতং ভ্রাতৃভিশ্চাপি ত্রিগর্ত্তৈশ্চ মহারথৈঃ ।
দুর্য্যোধনং সভামধ্যে আসীনমিদমব্রুবন্ ॥৮

চরা উচুঃ ।

কৃতোঽস্মাভিঃ পরো যত্নস্তেষামন্বেষণে সদা ।
পাণ্ডবানাং মনুষ্যেন্দ্র তস্মিন্ মহতি কাননে ॥৯

নির্জনে মৃগসঙ্কীর্ণে নানাদ্রুমলতাকুলে ।
লতাপ্রতানবহুলে নানাগুল্মসমাবৃতে ॥১০

ন চ বিদ্মো গতা যেন পার্থাঃ সুদৃঢ়বিক্রমাঃ ।
মার্গমাণাঃ পদন্যাসং তেষু তেষু তথা তথা ॥১১

গিরিকূটেষু তুঙ্গেষু নানাজনপদেষু চ ।
জনাকীর্ণেষু দেশেষু খর্বটেষু পুরেষু চ ॥১২

নরেন্দ্র বহুশোঽন্বিষ্টা নৈব বিদ্মশ্চ পাণ্ডবান্ ।
অত্যন্তং বা বিনষ্টাস্তে ভদ্রং তুভ্যং নরর্ষভ ॥১৩

বর্ত্মন্যন্বেষমাণা বৈ রথিনাং রথিসত্তম ।
ন হি বিদ্মো গতিং তেষাং বাসং হি নরসত্তম ॥১৪

কিঞ্চিৎকালে মনুষ্যেন্দ্র সূতানামনুগা বয়ম্ ।
মৃগয়িত্বা যথান্যায়ং বেদিতার্থাঃ স্ম তত্ত্বতঃ ॥১৫

হে মহারাজ জনমেজয়! শত্রুসৈন্যবিনাশকারী দুষ্প্রধর্ষ কীচকের বিষয়ে দেশে দেশে লোকেরা এইরূপ বলিতে লাগিল।৪

এদিকে দুর্য্যোধন বাহিরে যে সমস্ত চর নিযুক্ত করিয়াছিল, তাহারা বহু গ্রাম, বহু রাজ্য, বহু নগর অন্বেষণ করিয়া এবং যত দেশের কথা জানা আছে ও যত দেশ দেখা গিয়াছে, সমস্তই যথাযথভাবে অনুসন্ধান করিয়া কর্ত্তব্য সমাপনপূর্ব্বক রাজধানীতে ফিরিয়া গেল।৫-৬

তাহারা সেখানে কৌরবনন্দন ধৃতরাষ্ট্রপুত্র রাজা দুর্য্যোধনকে সভামধ্যে দ্রোণ, কর্ণ, কৃপ, মহামতি ভীষ্ম ও ভ্রাতৃবর্গের সহিত এবং ত্রিগর্ত্ত-দেশীয় মহারথ রাজবৃন্দের সহিত উপবিষ্ট দেখিয়া এই কথা বলিল।৭-৮

চরগণ বলিল,—হে রাজন্! আমরা সেই নানাবিধ বৃক্ষ ও লতাকীর্ণ নানা গুল্ম-পরিপূর্ণ লতা-প্রতানে দুর্গম ও শ্বাপদসঙ্কুল নির্জ্জন বিশাল অরণ্যমধ্যে সেই পাণ্ডবগণের অনুসন্ধান করিতে অতিশয় যত্ন করিয়াছি।৯-১০

কিন্তু সুদৃঢ় পরাক্রমশালী পাণ্ডবগণ কোন্ পথে গিয়াছেন জানিতে পারি নাই। আমরা চারিদিকে অত্যুচ্চ পর্ব্বতশৃঙ্গসমূহে, জনাকীর্ণ জনপদসমূহে, সমস্ত রাজ্যে, সমস্ত নগরে, জনশূন্য প্রান্তরসমূহে তাঁহাদের পদচিহ্ন অনুসরণ করিয়া বেড়াইয়াছি।১১-১২

হে রাজন্! বহু অন্বেষণ করিয়াছি, কিন্তু পাণ্ডবগণের সন্ধান জানিতে পারি নাই। হয়ত' তাঁহারা মরিয়া গিয়াছেন। নরশ্রেষ্ঠ! আপনার মঙ্গল হউক।১৩

হে রথিশ্রেষ্ঠ! আমরা রথারোহীদিগের পথেও অনুসন্ধান করিয়াছি। তাঁহাদের গতিবিধি বা বাসস্থানের কোন সংবাদ জানিতে পারি নাই।১৪

রাজন্! কিছুদিন ধরিয়া আমরা পাণ্ডব-গণের সারথিদের সন্ধান করিয়াছি। হে পরন্তপ!

প্রাপ্তা দ্বারবতীং সূতা বিনা পার্থৈঃ পরন্তপ।
ন তত্র কৃষ্ণা রাজেন্দ্র পাণ্ডবাশ্চ মহাব্রতাঃ ॥১৬

সর্বথা বিপ্রনষ্টাস্তে নমস্তে ভরতর্ষভ।
ন হি বিদ্মো গতিং তেষাং বাসং বাপি মহাত্মনাম্ ॥১৭

পাণ্ডবানাং প্রবৃত্তিঞ্চ বিদ্মঃ কর্মাপি বা কৃতম্।
স নঃ শাধি মনুষ্যেন্দ্র অত ঊর্দ্ধং বিশাম্পতে ॥১৮

অন্বেষণে পাণ্ডবানাং ভূয়ঃ কিং করবামহে।
ইমাঞ্চ নঃ প্রিয়াং বীর বাচং ভদ্রবতীং শৃণু ॥১৯

যেন ত্রিগর্তা নিহতা বলেন মহতা নৃপ।
সূতেন রাজ্ঞো মৎস্যস্য কীচকেন বলীয়সা ॥২০

স হতঃ পতিতঃ শেতে গন্ধর্বৈর্নিশি ভারত।
অদৃশ্যমানৈর্দুষ্টাত্মা ভ্রাতৃভিঃ সহ সোদরৈঃ ॥২১

যথোচিত অনুসন্ধান করিয়া আমরা যথার্থ সংবাদই জানিতে পারিয়াছি যে, সারথিরা পাণ্ডবগণ ছাড়াই একা একা দ্বারকায় উপস্থিত হইয়াছে। রাজেন্দ্র! সেখানে দ্রৌপদীও নাই, উত্তমব্রতপালনকারী পাণ্ডবগণও নাই।১৫-১৬

হে ভরতর্ষভ! আপনাকে প্রণাম করি। তাঁহারা মরিয়াই গিয়াছেন। সেই মহাত্মা পাণ্ডবগণের গতিবিধি বা বাসস্থান বা তাঁহাদের কৃত কোন কার্য্য বা কোনরূপ সংবাদই জানিতে পারি নাই। অতঃপর আপনার কি আদেশ, আপনি আমাদিগকে তাহা বলুন।১৭-১৮

রাজন্! আমাদের আদেশ করুন, অতঃপর পাণ্ডবদের অন্বেষণার্থে আমরা আর কি করিব? বীর মহারাজ! এই আর এক প্রীতিকর শুভ-সংবাদ আমাদের নিকট শ্রবণ করুন।১৯

রাজন্! মৎস্যরাজ বিরাটের সেনাপতি সূত-জাতীয় মহাবলশালী কীচক—যে প্রবল পরাক্রমে

(শ্যালো রাজ্ঞো বিরাটস্য সেনাপতিরুদারধীঃ।
সুদেষ্ণায়াঃ স বৈ জ্যেষ্ঠঃ শূরো বীরো গতব্যথঃ ॥

উৎসাহবান্ মহাবীর্য্যো নীতিমান্ বলবানপি।
যুদ্ধজ্ঞো রিপুবীরঘ্নঃ সিংহতুল্যপরাক্রমঃ ॥

প্রজারক্ষণদক্ষশ্চ শত্রুগ্রহণশক্তিমান্।
বিজিতারির্মহাযুদ্ধে প্রচণ্ডো মানবৎ পরঃ ॥

নরনারীমনোহ্লাদী বীরো বাগ্মী রণপ্রিয়ঃ।
স হতো নিশি গন্ধর্বৈঃ স্ত্রীনিমিত্তং নরাধিপ।
অমৃষ্যমাণো দুষ্টাত্মা নিশীথে সহ সোদরৈঃ ॥

সুহৃদশ্চাস্য নিহতা যোধাশ্চ প্রবরা হতাঃ ॥)

ত্রিগর্তদেশীয় রাজাদের নিহত করিয়াছিল, ভারত! সেই দুরাত্মা সহোদর-ভ্রাতৃবর্গের সহিত রাত্রিকালে অদৃশ্য গন্ধর্ব্বগণের হস্তে নিহত হইয়া ধরাতলে শায়িত হইয়াছে।২০-২১

(রাজা বিরাটের শ্যালক ও সেনাপতি, সুদেষ্ণার জ্যেষ্ঠ-ভ্রাতা সেই কীচক মহাবুদ্ধিমান্, শৌর্য্যবীর্য্যশালী, আবিষাদী, উৎসাহী, নীতিমান্, বলবান্, মহাবীর, যুদ্ধবিদ্যায় বিশারদ, সিংহ-তুল্য বিক্রমশালী, প্রজাপালনে দক্ষ ও শত্রুকে বন্দী করিতে সমর্থ ছিল। সে মহাযুদ্ধে বহু শত্রু জয় করিয়াছিল।

সে ধৈর্য্যশালী, বাগ্মী, সমরপ্রিয়, নরনারীর মনোরঞ্জনকারী ছিল। রাজন্! অমর্ষান্বিত সেই দুষ্টাত্মা রাত্রিকালে স্ত্রীলোকের নিমিত্ত সহোদর-গণের সহিত গন্ধর্ব্বদের হস্তে নিহত হইয়াছে। তাহার বন্ধুবান্ধব এবং সৈন্যগণও নিহত হইয়াছে।)

প্রিয়মেতদুপশ্রুত্য শত্রূণাঞ্চ পরাভবম্।
কৃতকৃত্যশ্চ কৌরব্য বিধৎস্ব যদনন্তরম্ ॥২২

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসহস্র্যাং সংহিতায়াং
বৈয়াসিক্যাং বিরাটপর্বণি গোহরণপর্বণি
চারপ্রত্যাগমনে পঞ্চবিংশোঽধ্যায়ঃ ॥২৫

হে কুরুরাজ! এই প্রিয়-সংবাদ এবং শত্রুগণের পরাভব-সংবাদ শুনিয়া আপনি কৃতকার্য্য হইয়াছেন মনে করুন এবং অতঃপর যাহা কর্ত্তব্য হয় করুন।২২

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের বিরাটপর্ব্বান্তর্গত গোহরণপর্ব্বে চারপ্রত্যাগমন বিষয়ক পঞ্চবিংশ অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।২৫

ষড়্‌বিংশোঽধ্যায়ঃ।

[পাণ্ডবানামন্বেষণায় সদস্যৈঃ সহ দুর্য্যোধনস্য পরামর্শঃ, কর্ণ-দুঃশাসনয়োস্তত্র সম্মতিশ্চ।]

বৈশম্পায়ন উবাচ।

ততো দুর্য্যোধনো রাজা শ্রুত্বা তেষাং বচস্তদা।
চিরমন্তর্মনা ভূত্বা প্রত্যুবাচ সভাসদঃ ॥১

সুদুঃখা খলু কার্য্যাণাং গতির্বিজ্ঞাতুমন্ততঃ।
তস্মাৎ সর্বে নিরীক্ষধ্বং ক নু তে পাণ্ডবা গতাঃ ॥২

অল্পাবশিষ্টং কালস্য গতভূয়িষ্ঠমন্ততঃ।
তেষামজ্ঞাতচর্য্যায়ামস্মিন্ বর্ষে ত্রয়োদশে ॥৩

অস্য বর্ষস্য শেষং চেদ্ ব্যতীয়ুরিহ পাণ্ডবাঃ।
নিবৃত্তসময়াস্তে হি সত্যব্রতপরায়ণাঃ ॥৪

ক্ষরন্ত ইব নাগেন্দ্রাঃ সর্বে হ্যাশীবিষোপমাঃ।
দুঃখা ভবেয়ুঃ সংরব্ধাঃ কৌরবান্ প্রতি তে ধ্রুবম্ ॥৫

সর্বে কালস্য বেত্তারঃ কৃচ্ছ্ররূপধরাঃ স্থিতাঃ।
প্রবিশেয়ুর্জিতক্রোধাস্তাবদেব পুনর্বনম্ ॥৬

ষড়্‌বিংশ অধ্যায়।

[পাণ্ডবদের অন্বেষণের জন্য সদস্যগণের সহিত দুর্য্যোধনের পরামর্শ এবং কর্ণ ও দুঃশাসনের এবিষয়ে সম্মতি।]

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—তারপর রাজা দুর্য্যোধন সেই গুপ্তচরগণের বাক্য অবগত হইয়া দীর্ঘকাল মনে মনে চিন্তা করিয়া সভাসদ্‌গণের প্রতি বলিলেন।১

দুর্য্যোধন বলিলেন,—কার্য্যের পরিণতি শেষ পর্য্যন্ত বুঝিয়া উঠা কষ্টকর। সুতরাং আপনারা সকলে পর্য্যালোচনা করিয়া দেখুন, পাণ্ডবগণের কোথায় যাওয়া সম্ভব?২

এই ত্রয়োদশ বৎসরে তাহাদের অজ্ঞাতবাসের কাল বেশীর ভাগই অতিবাহিত হইয়াছে, শেষ ভাগে আর স্বল্প কালই অবশিষ্ট আছে।৩

এই বর্ষের অবশিষ্টাংশ যদি পাণ্ডবগণ অতিবাহিত করিতে পারে, তাহা হইলে সত্য-পরায়ণ পাণ্ডবগণের প্রতিশ্রুতি পূর্ণ হইবে।৪

তাহারা সকলেই মদস্রাবী হস্তীর ন্যায় বলবান্। তাহারা নিশ্চয়ই কুপিত হইয়া কৌরবগণের পক্ষে বিষধর সর্পতুল্য দুঃখদায়ক হইবে।৫

তস্মাৎ ক্ষিপ্রং বুভুৎসধ্বং যথা তেঽত্যন্তমব্যয়ম্।
রাজ্যং নির্দ্বন্দ্বমব্যগ্রং নিঃসপত্নং চিরং ভবেৎ ॥৭
অথাব্রবীৎ ততঃ কর্ণঃ ক্ষিপ্রং গচ্ছন্তু ভারত।
অন্যে ধূর্ত্তা নরা দক্ষা নিভৃতাঃ সাধুকারিণঃ ॥৮
চরন্তু দেশান্ সংবীতাঃ স্ফীতান্ জনপদাকুলান্।
তত্র গোষ্ঠীষু রম্যাসু সিদ্ধপ্রব্রজিতেষু চ ॥৯
পরিচারেষু তীর্থেষু বিবিধেষ্বাকরেষু চ।
বিজ্ঞাতব্যা মনুষ্যৈস্তৈস্তর্কয়া সুবিনীতয়া ॥১০
বিবিধৈস্তৎপরৈঃ সম্যক্ তজ্‌জ্ঞৈর্নিপুণসংবৃতৈঃ।
অন্বেষ্টব্যাঃ সুনিপুণৈঃ পাণ্ডবাশ্ছন্নবাসিনঃ ॥১১
নদীকুঞ্জেষু তীর্থেষু গ্রামেষু নগরেষু চ।
আশ্রমেষু চ রম্যেষু পর্বতেষু গুহাসু চ ॥১২

তাহারা সকলেই সময়জ্ঞ, তাহারা অতি দুর্জ্ঞেয় বেশ ধারণ করিয়া রহিয়াছে। সুতরাং যাহাতে তাহারা ক্রোধ দমন করিয়া পুনরায় তাবৎকাল অরণ্যে প্রবেশ করিতে বাধ্য হয় এবং যাহাতে রাজ্য নির্দ্বন্দ্ব, নিষ্কণ্টক, নিরুপদ্রব ও একান্তভাবে বিনাশসম্ভাবনাশূন্য হইয়া চিরস্থায়ী হয়, সেই ভাবে অতি সত্বর তাহাদের সংবাদ লাভ করিতে ইচ্ছা করুন।৬-৭

অনন্তর কর্ণ তৎক্ষণাৎ বলিলেন,—রাজন্! শীঘ্র আর একদল অনুসন্ধান-দক্ষ, কার্য্যপটু, চপলতাশূন্য চতুরলোক উত্তমরূপে প্রচ্ছন্ন হইয়া সমৃদ্ধিশালী জনাকীর্ণ দেশসমূহে গমন করুক। তাহারা সেখানে রমণীয় গোষ্ঠীসমূহে, সিদ্ধাশ্রমসমূহে এবং রাজধানী, তীর্থস্থান ও খনিসমূহে ঐকান্তিক আকাঙ্ক্ষা লইয়া জানিতে চেষ্টা করিবে।৮-১০

বিবিধবেশধারী অভিজ্ঞ ও সুনিপুণ ব্যক্তিগণ সম্যক্ তৎপর ও উত্তমরূপে সংবৃত থাকিয়া নদীতীরবর্ত্তী কুঞ্জসমূহে, তীর্থস্থানসমূহে, গ্রাম, নগর ও সুরম্য আশ্রমসমূহে এবং পর্ব্বত ও গুহাসমূহে প্রচ্ছন্নভাবে অবস্থিত পাণ্ডবগণের অনুসন্ধান করিবে।১১-১২

অথাগ্রজানন্তরজঃ পাপভাবানুরাগবান্।
জ্যেষ্ঠং দুঃশাসনস্তত্র ভ্রাতা ভ্রাতরমব্রবীৎ ॥১৩
যেষু নঃ প্রত্যয়ো রাজংশ্চারেষু মনুজাধিপ।
তে যান্তু দত্তদেয়া বৈ ভূয়স্তান্ পরিমার্গিতুম্ ॥১৪

এতচ্চ কর্ণো যৎ প্রাহ সর্বমীহামহে তথা।
যথোদ্দিষ্টং চরাঃ সর্বে মৃগয়ন্তু যতস্ততঃ ॥১৫

এতে চান্যে চ ভূয়াংসো দেশাদ্ দেশং যথাবিধি।
ন তু তেষাং গতির্বাসঃ প্রবৃত্তিশ্চোপলভ্যতে ॥১৬

অত্যন্তং বা নিগূঢ়াস্তে পারং চোর্মিমতো গতাঃ।
ব্যালৈশ্চাপি মহারণ্যে ভক্ষিতাঃ শূরমানিনঃ ॥১৭

অনন্তর দুর্য্যোধনের পরবর্ত্তী ভ্রাতা পাপভাবনানুরাগী দুঃশাসন জ্যেষ্ঠভ্রাতা দুর্য্যোধনকে বলিল।১৩

রাজন্! চরগণের মধ্যে যাহারা আমাদের বিশ্বস্ত তাহারাই পাণ্ডবদিগকে পুনরায় অনুসন্ধান করিতে গমন করুক এবং তাহাদিগকে যাহা দিতে হইবে, তাহা অগ্রেই দেওয়া হউক।১৪

কর্ণ এই যাহা বলিলেন,—আমিও সমস্তই সেইরূপ ইচ্ছা করি। যেরূপ বলা হইয়াছে সমস্ত চরগণ সেইভাবে যত্র তত্র অন্বেষণ করুক।১৫

ইহারা এবং আরও বহুতর ব্যক্তি সর্ব্বত্র দেশ হইতে দেশান্তরে যথাবিধানে অন্বেষণ করিতে থাকুক। কিন্তু তাহাদের বাসস্থান, গতিবিধি বা কোনরূপ সংবাদই ত' পাওয়া যাইতেছে না।১৬

হয়ত' তাহারা অত্যন্ত প্রচ্ছন্ন হইয়া রহিয়াছে অথবা সমুদ্রের পরপারে চলিয়া গিয়াছে কিংবা

অথবা বিষমং প্রাপ্য বিনষ্টাঃ শাশ্বতীঃ সমাঃ।
তস্মাদাত্মানমব্যগ্রং কৃত্বা ত্বং কুরুনন্দন।
কুরু কার্য্যং মহোৎসাহং মন্যসে যন্নরাধিপ ॥১৮

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং
বৈয়াসিক্যাং বিরাটপর্ব্বণি গোহরণপর্ব্বণি
কর্ণদুঃশাসনবাক্যে ষড়্‌বিংশোঽধ্যায়ঃ ॥২৬

হয়ত সেই বীরাভিমানী পাণ্ডবেরা মহারণ্যে হিংস্র জন্তু কর্ত্তৃক ভক্ষিত হইয়াছে।১৭

অথবা কোন বিপদে পড়িয়া চিরতরে বিনষ্ট হইয়াছে। সুতরাং হে রাজন্! হে কুরুনন্দন! চিত্ত ব্যাকুল না করিয়া মহা উৎসাহের সহিত যাহা কর্ত্তব্য মনে করেন করিয়া যান।১৮

শ্রীমন্মহর্ষিবেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের বিরাটপর্ব্বান্তর্গত গোহরণপর্ব্বে
কর্ণ-দুঃশাসনবাক্যে ষড়্‌বিংশ অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।২৬

সপ্তবিংশোঽধ্যায়ঃ।

[দ্রোণাচার্য্যস্য সম্মতিঃ।]

বৈশম্পায়ন উবাচ।
অথাব্রবীন্মহাবীর্য্যো দ্রোণস্তত্ত্বার্থদর্শিবান্।
ন তাদৃশা বিনশ্যন্তি ন প্রয়ান্তি পরাভবম্ ॥১

শূরাশ্চ কৃতবিদ্যাশ্চ বুদ্ধিমন্তো জিতেন্দ্রিয়াঃ।
ধর্মজ্ঞাশ্চ কৃতজ্ঞাশ্চ ধর্মরাজমনুব্রতাঃ ॥২

নীতিধর্মার্থতত্ত্বজ্ঞং পিতৃবচ্চ সমাহিতম্।
ধর্মে স্থিতং সত্যধৃতিং জ্যেষ্ঠং জ্যেষ্ঠানুযায়িনঃ ॥৩

অনুব্রতা মহাত্মানং ভ্রাতরো ভ্রাতরং নৃপ।
অজাতশত্রুং শ্রীমন্তং সর্বভ্রাতৃমনুব্রতম্ ॥৪

তেষাং তথা বিধেয়ানাং নিভৃতানাং মহাত্মনাম্।
কিমর্থং নীতিমান্ পার্থঃ শ্রেয়ো নৈষাং করিষ্যতি ॥৫

তস্মাদ্ যত্নাৎ প্রতীক্ষন্তে কালস্যোদয়মাগতম্।
ন হি তে নাশমৃচ্ছেয়ুরিতি পশ্যাম্যহং ধিয়া ॥৬

সপ্তবিংশ অধ্যায়।

[দ্রোণাচার্য্যের সম্মতি।]

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—অনন্তর তত্ত্বার্থদর্শী মহাপরাক্রমশালী দ্রোণ বলিলেন,—তাদৃশ ব্যক্তিরা বিনাশ প্রাপ্ত হয় না বা পরাভব প্রাপ্তও হয় না।১

তাহারা বীর, কৃতবিদ্য, বুদ্ধিমান্, জিতেন্দ্রিয়, ধর্ম্মজ্ঞ ও কৃতজ্ঞ। ভ্রাতৃবৃন্দের মতানুবর্ত্তী শ্রীমান্ যুধিষ্ঠিরের ভ্রাতৃবর্গও জ্যেষ্ঠানুবর্ত্তী। তাহারা সকলেই নিয়মানুগ হইয়া ধর্ম্ম, অর্থ ও নীতিশাস্ত্রের তত্ত্বজ্ঞ, পিতৃবৎ শুভানুধ্যায়ী, ধর্ম্মনিরত, সত্যনিষ্ঠ ও উচ্চমনা জ্যেষ্ঠ-ভ্রাতা যুধিষ্ঠিরের আনুগত্য করিয়া থাকে।২-৪

নীতিমান্ যুধিষ্ঠির তাদৃশ বিনীত, বশীভূত ও উদারচেতাঃ সেই ভ্রাতৃবর্গের মঙ্গল বিধান করিবেন না কেন?৫

সুতরাং তাহারা আসন্ন অভ্যুদয়কালের প্রতীক্ষায় আছে। আমার বুদ্ধির দ্বারা আমি বুঝিতেছি যে, তাহারা বিনাশ প্রাপ্ত হইতে পারে না।৬

সাম্প্রতং চৈব যৎ কার্য্যং তচ্চ ক্ষিপ্রমকালিকম্।
ক্রিয়তাং সাধু সঞ্চিন্ত্য বাসশ্চৈষাং প্রচিন্ত্যতাম্ ॥৭
যথাবৎ পাণ্ডুপুত্রাণাং সর্বার্থেষু ধৃতাত্মনাম্।
দুর্জ্ঞেয়াঃ খলু শূরাস্তে দুরাপাস্তপসা বৃতাঃ ॥৮
শুদ্ধাত্মা গুণবান্ পার্থঃ সত্যবান্ নীতিমান্ শুচিঃ।
তেজোরাশিরসংখ্যেয়ো গৃহ্ণীয়াদপি চক্ষুষা ॥৯

বিজ্ঞায় ক্রিয়তাং তস্মাদ্ ভূয়শ্চ মৃগয়ামহে।
ব্রাহ্মণৈশ্চারকৈঃ সিদ্ধৈর্যে চান্যে তদ্বিদো জনাঃ ॥১০

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং বিরাটপর্বণি গোহরণপর্বণি দ্রোণ-বাক্যে চারপ্রত্যাচারে সপ্তবিংশোঽধ্যায়ঃ ॥২৭

সম্প্রতি যাহা অবিলম্বে করণীয়, তাহা উত্তমরূপে চিন্তা করিয়া শীঘ্রই সম্পাদন কর। সর্ব্ববিষয়ে ধৃতবুদ্ধি (বা ধৈর্য্যশীল) এই পাণ্ডবগণের বাসস্থান-বিষয়ে চিন্তা কর। সেই বীরগণ দুর্জ্ঞেয়, তাহারা তপোবলে আবৃত, তাহাদিগকে পাওয়া কঠিন ।৭-৮

যুধিষ্ঠির শুদ্ধাত্মা, গুণবান্, সত্যপরায়ণ, নীতিনিষ্ঠ, শুচিতাসম্পন্ন এবং তেজোরাশিস্বরূপ। সে দৃষ্টিদ্বারাও সকলকে বা মোহিত করিতে পারে ।৯

সুতরাং বিশেষভাবে বুঝিয়া কার্য্য কর। ব্রাহ্মণ, সিদ্ধপুরুষ বা যাহারা তাহাদিগকে জানে এইরূপ চর ও অন্যান্য ব্যক্তির দ্বারা পুনরায় আমরা অন্বেষণ করিয়া দেখি ।১০

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিত মহাভারতের বিরাটপর্বান্তর্গত গোহরণপর্বে দ্রোণবাক্যে চরপ্রেরণে সপ্তবিংশ অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত ।২৭

অষ্টাবিংশোঽধ্যায়ঃ

[ভীষ্মস্য যুধিষ্ঠিরমহত্ত্ববর্ণনম্, অনুসন্ধানে সম্মতিসূচনঞ্চ।]

বৈশম্পায়ন উবাচ।
ততঃ শান্তনবো ভীষ্মো ভরতানাং পিতামহঃ।
শ্রুতবান্ দেশকালজ্ঞস্তত্ত্বজ্ঞঃ সর্বধর্মবিৎ ॥১
আচার্য্যবাক্যোপরমে তদ্বাক্যমভিসন্দধৎ।
হিতার্থং সমুবাচৈনাং ভারতীং ভারতান্ প্রতি ॥২

যুধিষ্ঠিরে সমাসক্তাং ধর্মজ্ঞে ধর্মসংবৃতাম্।
অসৎসু দুর্লভাং নিত্যং সতাং চাভিমতাং সদা ॥৩

ভীষ্মঃ সমবদৎ তত্র গিরং সাধুভিরর্চিতাম্।
যথৈষ ব্রাহ্মণঃ প্রাহ দ্রোণঃ সর্বার্থতত্ত্ববিৎ ॥৪

অষ্টাবিংশ অধ্যায়।

[ভীষ্মকর্ত্তৃক যুধিষ্ঠিরের মহত্ত্ববর্ণনা ও অনুসন্ধানে সম্মতি সূচনা।]

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—তারপর দ্রোণাচার্য্যের বাক্যাবসানে শ্রুতসম্পন্ন দেশ, কাল ও তত্ত্বজ্ঞ, সর্ব্বধর্ম্মবিৎ কৌরব-পাণ্ডবগণের পিতামহ শান্তনুনন্দন ভীষ্ম আচার্য্যের বাক্য অনুমোদন করিয়া কৌরবগণের হিতার্থে তাহাদের প্রতি এই বাক্য বলিলেন ।১-২

যাহা ধর্ম্মজ্ঞ যুধিষ্ঠিরের প্রতি অনুরক্ত, যাহা অসৎ লোকের মধ্যে দুর্লভ, সজ্জনের যাহা সম্মত, যাহা সাধুদিগের প্রশংসিত, ভীষ্ম তথায় সেইরূপ

সর্বলক্ষণসম্পন্নাঃ সাধুব্রতসমন্বিতাঃ।
শ্রুতব্রতোপপন্নাশ্চ নানাশ্রুতিসমন্বিতাঃ ॥৫

বৃদ্ধানুশাসনে যুক্তাঃ সত্যব্রতপরায়ণাঃ।
সময়ং সময়জ্ঞাস্তে পালয়ন্তঃ শুচিব্রতাঃ ॥৬

ক্ষত্রধর্মরতা নিত্যং কেশবানুগতাঃ সদা।
প্রবীরপুরুষাস্তে বৈ মহাত্মানো মহাবলাঃ ॥
নাবসীদিতুমর্হন্তি উদ্বহন্তঃ সতাং ধুরম্ ॥৭

ধর্মতশ্চৈব গুপ্তাস্তে স্ববীর্য্যেণ চ পাণ্ডবাঃ।
ন নাশমধিগচ্ছেয়ুরিতি মে ধীয়তে মতিঃ ॥৮

তত্র বুদ্ধিং প্রবক্ষ্যামি পাণ্ডবান্ প্রতি ভারত।
ন তু নীতিঃ সুনীতস্য শক্যতেঽন্বেষিতুং পরৈঃ ॥৯

যৎ তু শক্যমিহাস্মাভিস্তান্ বৈ সঞ্চিন্ত্য পাণ্ডবান্।
বুদ্ধ্যা প্রযুক্তং ন দ্রোহাৎ প্রবক্ষ্যামি নিবোধ
তৎ ॥১০

ধর্ম্মসমন্বিত বাক্য বলিলেন। এই যে সর্ব্বার্থতত্ত্ববিদ্ ব্রাহ্মণ দ্রোণ বলিয়াছেন যে, পাণ্ডবগণ সর্ব্বলক্ষণসম্পন্ন, উত্তমব্রতপরায়ণ, সর্ব্ববেদসমন্বিত, শাস্ত্রজ্ঞ, নিয়মান্বিত, সত্যব্রতপরায়ণ, বৃদ্ধোপদেশে অবহিত, পবিত্রাচারসম্পন্ন, নিয়ত ক্ষাত্রধর্ম্মে নিরত, সর্ব্বদা শ্রীকৃষ্ণের অনুগত, সজ্জনের ভারবহনকারী, সেই মহামনাঃ, মহাবলশালী পুরুষপ্রবীর পাণ্ডবগণ অবসন্ন হইতে পারে না; তাহারা সময়জ্ঞ, তাহারা প্রতিশ্রুতি পালন করিতেছে।৩-৭

পাণ্ডবগণ ধর্ম্মবলে ও উত্তম বীর্য্যবলে সুরক্ষিত। তাহারা বিনষ্ট হইতে পারে না—আমার মতি দ্রোণের এই বাক্যে আস্থাযুক্ত।৮

হে ভরতনন্দন। সে-ক্ষেত্রে পাণ্ডবগণের সম্পর্কে এক বুদ্ধি বলিব। উত্তম নীতিজ্ঞ ব্যক্তির নীতি অপরের অন্বেষণ করিবার শক্তি নাই।৯

সেই পাণ্ডবগণের কথা চিন্তা করিয়া, এবিষয়ে আমরা যাহা করিতে পারি, বুদ্ধি অনুসারে তাহা বলিব, বিদ্বেষবশতঃ নহে—তাহা শ্রবণ কর।১০

ন ত্বিয়ং মাদৃশৈর্নীতিস্তস্য বাচ্যা কথঞ্চন।
সা ত্বিয়ং সাধু বক্তব্যা ন ত্বনীতিঃ কথঞ্চন ॥১১

বৃদ্ধানুশাসনে তাত তিষ্ঠতা সত্যশীলিনা।
অবশ্যং ত্বিহ ধীরেণ সতাং মধ্যে বিবক্ষতা ॥১২
যথার্হমিহ বক্তব্যং সর্বথা ধর্মলিপ্সয়া।
তত্র নাহং তথা মন্যে যথায়মিতরো জনঃ ॥১৩

নিবাসং ধর্মরাজস্য বর্ষেঽস্মিন্ বৈ ত্রয়োদশে।
তত্র তাত ন তেষাং হি রাজ্ঞাং ভাব্যমসাম্প্রতম্ ॥১৪

পুরে জনপদে চাপি যত্র রাজা যুধিষ্ঠিরঃ।
দানশীলো বদান্যশ্চ নিভৃতো হ্রীনিষেবকঃ ॥
জনো জনপদে ভাব্যো যত্র রাজা যুধিষ্ঠিরঃ ॥১৫

প্রিয়বাদী সদা দান্তো ভব্যঃ সত্যপরো জনঃ।
হৃষ্টঃ পুষ্টঃ শুচির্দক্ষো যত্র রাজা যুধিষ্ঠিরঃ ॥১৬

মাদৃশ ব্যক্তির যুধিষ্ঠিরের সম্পর্কে এই নীতি (যাহা অপরে বলিতেছে) বক্তব্য নহে। সেই নীতি যাহাতে ভাল হয়, সেইরূপ ভাবেই বক্তব্য। অনীতি কোন রূপেই বক্তব্য নহে।১১

বৎস! যে ব্যক্তি বৃদ্ধদিগের অনুশাসন মানিয়া চলে, সত্যসেবী হয়, সজ্জন দিগের মধ্যে যে ব্যক্তি বলিতে ইচ্ছা করে, এইরূপ ধীর ব্যক্তিকে ধর্ম্মলাভেচ্ছায় অবশ্যই যথার্থ কথা বলিতে হইবে। সে বিষয়ে এই ত্রয়োদশ বর্ষে যুধিষ্ঠিরের নিবাসস্থান সাধারণলোকে যেমন মনে করে, আমি তেমন মনে করি না।১২-১৪

হে তাত। রাজা যুধিষ্ঠির যে নগরে বা যে জনপদে থাকিবে, সেখানকার রাজাদের কোনরূপ অকল্যাণ হইবে না। রাজা যুধিষ্ঠির যে দেশে থাকিবে, সে দেশের লোকে দানশীল, মিষ্টভাষী, বিনীত ও লজ্জাশীল হইবে।১৫

নাসূয়কো ন চাপীর্ষুর্নাভিমানী ন মৎসরী।
ভবিষ্যতি জনস্তত্র স্বয়ং ধর্মমনুব্রতঃ ॥১৭

ব্রহ্মঘোষাশ্চ ভূয়াংসঃ পূর্ণাহুত্যস্তথৈব চ।
ক্রতবশ্চ ভবিষ্যন্তি ভূয়াংসো ভূরিদক্ষিণাঃ ॥১৮

সদা চ তত্র পর্জন্যঃ সম্যগ্বর্ষী ন সংশয়ঃ।
সম্পন্নশস্যা চ মহী নিরাতঙ্কা ভবিষ্যতি ॥১৯

গুণবন্তি চ ধান্যানি রসবন্তি ফলানি চ।
গন্ধবন্তি চ মাল্যানি শুভশব্দা চ ভারতী ॥২০

বায়ুশ্চ সুখসংস্পর্শো নিষ্প্রতীপঞ্চ দর্শনম্।
ন ভয়ং ত্বাবিশেৎ তত্র যত্র রাজা যুধিষ্ঠিরঃ ॥২১

গাবশ্চ বহুলাস্তত্র ন কৃশা ন চ দুর্বলাঃ।
পয়াংসি দধিসর্পীংষি রসবন্তি হিতানি চ ॥২২

গুণবন্তি চ পেয়ানি ভোজ্যানি রসবন্তি চ।
তত্র দেশে ভবিষ্যন্তি যত্র রাজা যুধিষ্ঠিরঃ ॥২৩

রসাঃ স্পর্শাশ্চ গন্ধাশ্চ শব্দাশ্চাপি গুণান্বিতাঃ।
দৃশ্যানি চ প্রসন্নানি যত্র রাজা যুধিষ্ঠিরঃ ॥২৪

ধর্মাশ্চ তত্র সর্বৈস্ত সেবিতাশ্চ দ্বিজাতিভিঃ।
স্বৈঃ স্বৈর্গুণৈশ্চ সংযুক্তা অস্মিন্ বর্ষে ত্রয়োদশে ॥২৫

দেশে তস্মিন্ ভবিষ্যন্তি তাত পাণ্ডবসংযুতে।
সম্প্রীতিমান্ জনস্তত্র সন্তুষ্টঃ শুচিরব্যয়ঃ ॥২৬

দেবতাতিথিপূজাসু সর্বভাবানুরাগবান্।
দৃষ্টদানো মহোৎসাহঃ স্ব-স্বধর্মপরায়ণঃ ॥২৭

রাজা যুধিষ্ঠির যেখানে থাকিবে, সেখানে লোকে সর্ব্বদা প্রিয়বাদী, জিতেন্দ্রিয়, সত্যনিষ্ঠ, হৃষ্টপুষ্ট, শুচি ও দক্ষতাযুক্ত হইবে।১৬

সেখানে লোকে স্বয়ং ধর্ম্মানুবর্ত্তী হইবে, পরকীয় গুণে দোষারোপকারী বা পরের উৎকর্ষে অসহিষ্ণু কিংবা দাম্ভিক বা পরদ্রোহী হইবে না।১৭

সেখানে বহু বেদধ্বনি, পূর্ণাহুতি এবং প্রচুর দক্ষিণাযুক্ত বহু যজ্ঞ হইবে।১৮

মেঘ সেখানে সর্ব্বদাই সুবৃষ্টি প্রদান করিবে, ইহাতে সন্দেহ নাই। পৃথিবী শস্যপূর্ণা ও আতঙ্কশূন্যা হইবে।১৯

রাজা যুধিষ্ঠির যেখানে থাকিবে, সেখানে ধান্য উত্তমগুণযুক্ত, ফল সুস্বাদু, মাল্য সুরভিত এবং ভাষা শ্রুতিমধুর (বা নির্দ্দোষ শব্দাঢ্য), বায়ু সুখস্পর্শ ও দর্শন অবাধিত হইবে, ভয় সেখানে প্রবেশ করিবে না।২০-২১

রাজা যুধিষ্ঠির যেখানে থাকিবে, সে দেশে গরুর বাহুল্য থাকিবে, গরু কৃশ বা দুর্ব্বল হইবে না, দুগ্ধ, দধি, ঘৃত সুস্বাদু ও হিতকর হইবে; সুস্বাদু খাদ্য ও নানাবিধ গুণাঢ্য পানীয় থাকিবে।২২-২৩

রাজা যুধিষ্ঠির যেখানে থাকিবে, সেখানকার শব্দ, স্পর্শ, রস, রূপ ও গন্ধ গুণাঢ্য ও নির্ম্মল হইবে।২৪

হে তাত। পাণ্ডবাধিষ্ঠিত সেই দেশে এই ত্রয়োদশ বর্ষে সকল দ্বিজাতি (ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য স্ব-স্ববর্ণোচিত ধর্ম্মের সেবা করিবে এবং ধর্ম্মও নিজ গুণে ও প্রভাবে সম্পন্ন হইবে।

লোকে সন্তুষ্ট, প্রীতিমান্, পবিত্র, বিষাদশূন্য, সর্ব্বাবস্থাতেই দেবতাও অতিথিপূজনে অনুরক্ত, দানপ্রিয়, নিজধর্ম্মপরায়ণ ও মহা উৎসাহশালী হইবে।২৫-২৭

অশুভানি শুভপ্রেপ্সুরিষ্টযজ্ঞঃ শুভব্রতঃ।
ভবিষ্যতি জনস্তত্র যত্র রাজা যুধিষ্ঠিরঃ ॥২৮
ত্যক্তবাক্যানৃতস্তাত শুভকল্যাণমঙ্গলঃ।
শুভার্থেপ্সুঃ শুভমতির্যত্র রাজা যুধিষ্ঠিরঃ ॥২৯
ভবিষ্যতি জনস্তত্র নিত্যং চেষ্টপ্রিয়ব্রতঃ।
ধর্মাত্মা শক্যতে জ্ঞাতুং নাপি তাত দ্বিজাতিভিঃ ॥৩০
কিং পুনঃ প্রাকৃতৈস্তাত পার্থো বিজ্ঞায়তে কচিৎ।
যস্মিন্ সত্যং ধৃতির্দানং পরা শান্তির্ধ্রুবা ক্ষমা ॥৩১

হ্রীঃ শ্রীঃ কীর্তিঃ পরং তেজ আনৃশংস্যমথার্জবম্।
তস্মাৎ তত্র নিবাসং তু ছন্নং যত্নেন ধীমতঃ ॥৩২

এবমেতৎ তু সঞ্চিন্ত্য যৎকৃতং মন্যসে হিতম্।
তৎ ক্ষিপ্রং কুরু কৌরব্য যদ্যেবং শ্রদ্দধাসি মে ॥৩৩

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং বিরাটপর্বণি গোহরণপর্বণি চারপ্রত্যাচারে ভীষ্মবাক্যে অষ্টাবিংশোঽধ্যায়ঃ ॥২৮

রাজা যুধিষ্ঠির যেখানে থাকিবে, সেখানে লোকে অশুভবুদ্ধি পরিত্যাগ করিয়া শুভাভিলাষী হইবে, যজ্ঞপ্রিয় ও পরহিত ব্রতী হইবে।২৮

রাজা যুধিষ্ঠির যেখানে থাকিবে, সেখানে লোকেরা মিথ্যা কথা বলিবে না। তাহাদের স্বস্ত্যয়নাদি কল্যাণকার্য্য ও বিবাহাদি মঙ্গলকার্য্য নির্বিঘ্নে সম্পন্ন হইবে, সকলে সদ্বৃত্তি দ্বারা অর্থলাভ করিতে ইচ্ছা করিবে, এবং শুভবুদ্ধিসম্পন্ন হইবে। সেখানে লোকে নিত্যই যজ্ঞপরায়ণ ও পরের হিতসাধনে ব্রতী হইবে। বৎস! যে যুধিষ্ঠিরের মধ্যে সত্য, ধৈর্য্য, দান, পরমা শান্তি, অচলা ক্ষমা, শ্রী, কীর্তি, লজ্জা, মহাতেজস্বিতা, দয়া ও সরলতা বিদ্যমান, দ্বিজাতিগণও সেই ধর্ম্মাত্মা যুধিষ্ঠিরকে জানিতে সমর্থ নহে, সাধারণ লোকে কি আর যুধিষ্ঠিরকে কখনও জানিতে পারিবে?

সুতরাং বুদ্ধিমান যুধিষ্ঠিরের যে সযত্নে বিহিত প্রচ্ছন্নাবস্থান ও ত্রুটিহীন প্রচ্ছন্ন গতিবিধি সে বিষয়ে আমি অন্যরূপ বলিতে ইচ্ছা করি না।

হে কৌরবনন্দন! আমাকে যদি শ্রদ্ধা কর, তবে ইহা এইরূপ ভাবেই চিন্তা করিয়া যাহা করিলে ভাল হইবে মনে কর, সত্বর তাহার ব্যবস্থা কর।২৯-৩৩

শ্রীমন্মহর্ষিবেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের বিরাটপর্ব্বান্তর্গত গোহরণপর্ব্বে চারপ্রেরণে ভীষ্মবাক্যবিষয়ক অষ্টাবিংশ অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।২৮

একোনত্রিংশোঽধ্যায়ঃ।

[কৃপাচার্য্যস্যোক্তিঃ, দুর্য্যোধনস্য কর্ত্তব্যনিশ্চয়শ্চ ।]

বৈশম্পায়ন উবাচ।

ততঃ শারদ্বতো বাক্যমিত্যুবাচ কৃপস্তদা।
যুক্তং প্রাপ্তঞ্চ বৃদ্ধেন পাণ্ডবান্ প্রতি ভাষিতম্ ॥১

ধর্মার্থসহিতং শ্লক্ষ্ণং তত্ত্বতশ্চ সহেতুকম্।
তত্রানুরূপং ভীষ্মেণ মমাপ্যত্র গিরং শৃণু ॥২

তেষাং চৈব গতিস্তীর্থৈর্বাসশ্চৈষাং প্রচিন্ত্যতাম্।
নীতিবিধীয়তাং চাপি সাম্প্রতং যা হিতা ভবেৎ ॥৩

নাবজ্ঞেয়ো রিপুস্তাত প্রাকৃতোঽপি বুভূষতা।
কিং পুনঃ পাণ্ডবাস্তাত সর্বাস্ত্রকুশলা রণে ॥৪

তস্মাৎ সত্রং প্রবিষ্টেষু পাণ্ডবেষু মহাত্মসু।
গূঢ়ভাবেষু ছন্নেষু কালে চোদয়মাগতে ॥৫

স্বরাষ্ট্রে পররাষ্ট্রে চ জ্ঞাতব্যং বলমাত্মনঃ।
উদয়ঃ পাণ্ডবানাঞ্চ প্রাপ্তে কালে ন সংশয়ঃ ॥৬

নিবৃত্তসময়াঃ পার্থা মহাত্মানো মহাবলাঃ।
মহোৎসাহা ভবিষ্যন্তি পাণ্ডবা হ্যমিতৌজসঃ ॥৭

তস্মাদ্ বলঞ্চ কোষশ্চ নীতিশ্চাপি বিধীয়তাম্।
যথা কালোদয়ে প্রাপ্তে সম্যক্ তৈঃ সন্দধামহে ॥৮

তাত বুদ্ধ্যাপি তৎ সর্বং বুধ্যস্ব বলমাত্মনঃ।
নিয়তং সর্বমিত্রেষু বলবৎস্ববলেষু চ ॥৯

উচ্চাবচং বলং জ্ঞাত্বা মধ্যস্থং চাপি ভারত।
প্রহৃষ্টমপ্রহৃষ্টঞ্চ সন্দধাম তথা পরৈঃ ॥১০

সাম্না দানেন ভেদেন দণ্ডেন বলকর্মণা।
ন্যায়েনাক্রম্য চ পরান্ বলাচ্চানম্য দুর্বলান্ ॥১১

একোনত্রিংশ অধ্যায়।

[কৃপাচার্য্যের উক্তি এবং দুর্য্যোধনের কর্ত্তব্যনিশ্চয়।]

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—তারপর শরদ্বানের পুত্র কৃপাচার্য্য তখন এই কথা বলিলেন যে, কুলবৃদ্ধ ভীষ্ম পাণ্ডবদিগের সম্বন্ধে যুক্তিযুক্ত, সময়োচিত, ধর্ম্মার্থসম্পন্ন মধুর বাক্য যথার্থভাবেই কারণসহকারে বলিয়াছেন। আমারও এবিষয়ে তদনুরূপ বাক্য শ্রবণ কর।১-২

তাহাদের গতি ও বাসস্থান চরগণের দ্বারা জানিবার উপায় সম্বন্ধে চিন্তা কর এবং সম্প্রতি যাহা হিতকর হয়, সেইরূপ নীতি বিধান কর।৩

বৎস! উন্নতিকামী ব্যক্তি সাধারণ শত্রুকেও অবজ্ঞা করিবে না, পুনরায় সেখানে সমরে সর্ব্বাস্ত্রকুশল পাণ্ডবদিগের কথা কি বলিবার আছে?৪

সুতরাং উদারচেতা পাণ্ডবগণ ছদ্মবেশী হইয়া গুপ্তভাবে অবস্থিত থাকিলেও তাহাদের আসন্ন আবির্ভাবকালে স্বরাষ্ট্র ও পররাষ্ট্রে নিজের সৈন্য ও শক্তির পরিমাণ অবগত হওয়া উচিত। সময় উপস্থিত হইলে পাণ্ডবদের আবির্ভাব হইবে—ইহাতে সংশয় নাই।৫-৬

অমিততেজা, মহাবলশালী, অত্যন্ত অধ্যবসায় ও উৎসাহসম্পন্ন পাণ্ডবগণ প্রতিজ্ঞা নির্ব্বাহ করিতে পারিবে।৭

সুতরাং সৈন্য, কোষ ও নীতি—এই তিনেরই ব্যবস্থা অবলম্বন কর—যাহাতে আমরা সময় উপস্থিত হইলেও তাহাদের সহিত উপযুক্তভাবে মিলিত হইতে পারি।৮

বৎস! প্রবল বা দুর্ব্বল সমস্ত মিত্রের মধ্যেও নিজের শক্তির পরিমাণ নিজবুদ্ধি দ্বারাও নিশ্চিতরূপে নিরূপণ করা প্রয়োজন।৯

সান্ত্বয়িত্বা তু মিত্রাণি বলং চাভাষ্যতাং সুখম্‌ ।
সুকোষ-বলসংবৃদ্ধঃ সম্যক্‌ সিদ্ধিমবাপ্স্যসি ॥১২
যোৎস্যসে চাপি বলিভিররিভিঃ প্রত্যুপস্থিতৈঃ ।
অন্যৈস্ত্বং পাণ্ডবৈর্ব্বাপি হীনৈঃ স্ববলবাহনৈঃ ॥১৩
এবং সর্ব্বং বিনিশ্চিত্য ব্যবসায়ং স্বধর্ম্মতঃ ।
যথাকালং মনুষ্যেন্দ্র চিরং সুখমবাপ্স্যসি ॥১৪

বৈশম্পায়ন উবাচ ।

(ততো দুর্য্যোধনো বাক্যং শ্রুত্বা তেষাং মহাত্মনাম্‌
মুহূর্ত্তমিব সঞ্চিন্ত্য সচিবানিদমব্রবীৎ ॥

দুর্য্যোধন উবাচ ।

শ্রুতং হেতন্ময়া পূর্ব্বং কথাসু জনসংসদি ।
বীরাণাং শাস্ত্রবিদুষাং প্রাজ্ঞানাং মতিনিশ্চয়ে ॥
কৃতিনাং সারফল্গুত্বং জানামি নয়চক্ষুষা ।
সত্ত্বে বাহুবলে ধৈর্য্যে প্রাণে শরীরসম্ভবে ।
সাম্প্রতং মানুষে লোকে সদৈত্য-নর-রাক্ষসে ॥

চত্বারস্তু নরব্যাঘ্রা বলে শক্রোপমা ভুবি ।
উত্তমাঃ প্রাণিনাং তেষাং নাস্তি কশ্চিদ্‌ বলে সমঃ ॥

সমপ্রাণবলা নিত্যং সম্পূর্ণবলপৌরুষাঃ ।
বলদেবশ্চ ভীমশ্চ মদ্ররাজশ্চ বীর্য্যবান্‌ ॥
চতুর্থঃ কীচকস্তেষাং পঞ্চমং নানুশুশ্রুমঃ ।
অন্যোন্যানন্তরবলাঃ পরস্পরজয়ৈষিণঃ ॥
বাহুযুদ্ধমভীপ্সন্তো নিত্যং সংরব্ধমানসাঃ ।
তেনাহমবগচ্ছামি প্রত্যয়েন বৃকোদরম্‌ ॥

হে ভরতনন্দন! আমাদের সৈন্যবল উচ্চ, মধ্যম অথবা হীন এবং তাঁহারা সন্তুষ্ট কি অসন্তুষ্ট তাহা জানিয়া আমরা শত্রুর সহিত সেইভাবে যোগাযোগ করিব।১০

আপনি উপযুক্ত কোষ ও বলদ্বারা প্রবৃদ্ধ হইলে সাম, দান, ভেদ, দণ্ড অথবা করদান দ্বারা যথাযোগ্যভাবে প্রবল শত্রুকে আয়ত্ত করিয়া এবং দুর্ব্বলদিগকে বলপূর্ব্বক নতি স্বীকার করাইয়া, মিত্রদিগকে মধুর বাক্য ও ব্যবহারে শান্ত রাখিয়া নিজ সৈন্যদিগকে সাদর-সম্ভাষণে সন্তুষ্ট কর, তবেই সম্পূর্ণ সিদ্ধিলাভ করিতে পারিবে এবং সৈন্য ও বাহনাদিতে হীনবল পাণ্ডবগণ অথবা বলবান্‌ অন্যান্য শত্রুগণ উপস্থিত হইলে তাহাদের সহিতও যুদ্ধ করিতে পারিবে।১১-১৩

হে রাজন্‌! এইভাবে স্বধর্ম্মানুসারে যথাকালে সমস্ত কর্ত্তব্যবিষয় বিশেষভাবে নিশ্চিত করিয়া লইলে চিরকালের জন্য সুখী হইতে পারিবে।১৪

(বৈশম্পায়ন বলিলেন,—তারপর দুর্য্যোধন সেই মহাপুরুষগণের কথা শুনিয়া, ক্ষণকাল যেন চিন্তা করিয়া মন্ত্রীদিগকে এই কথা বলিলেন।

দুর্য্যোধন বলিলেন,—আমি পূর্ব্বে জনসভায় শাস্ত্রবিৎ পণ্ডিত ও বীরগণের সম্বন্ধে ধারণা স্থির করার বিষয়ে কথাবার্ত্তায় ইহা শুনিয়াছি এবং নীতিরূপ চক্ষুদ্বারাও কৃতিমান্‌ বীরগণের সারতা ও অসারতা জানিয়াছি। সম্প্রতি জগতে মানব, দৈত্য ও রাক্ষস-সমন্বিত মনুষ্যলোকে দৈহিক সারবত্তা, প্রাণশক্তি, ধৈর্য্য ও বাহুবলে চারিজন নরপুঙ্গব প্রাণীদিগের মধ্যে সর্ব্বোত্তম, তাঁহারা ইন্দ্রতুল্য বলবান্‌, বলে তাঁহাদের সমকক্ষ আর কেহ নাই।

তাঁহাদের মধ্যেই বল ও পৌরুষের পরিপূর্ণ প্রকাশ, তাঁহাদের বল ও প্রাণশক্তি সর্ব্বদাই সমান। তাঁহারা হইলেন—বলরাম, ভীম, মদ্ররাজ শল্য এবং তাঁহাদের চতুর্থ ব্যক্তি কীচক। পঞ্চম কোন ব্যক্তির কথা শোনা যায় না। তাঁহাদের পরস্পরের শক্তির তারতম্য নাই, তাঁহারা পরস্পর

মনস্বিতিনিবিষ্টঃ যে ব্যক্তং জীবন্তি পাণ্ডবাঃ।
তত্রাহং কীচকং মন্যে ভীমসেনেন মারিতম্॥

সৈরন্ধ্রীং দ্রৌপদীং মন্যে নাত্র কার্য্যা বিচারণা।
শঙ্কে কৃষ্ণানিমিত্তং তু ভীমসেনেন কীচকঃ॥

গন্ধর্ব্বব্যপদেশেন হতো নিশি মহাবলঃ।
কো হি শক্তঃ পরো ভীমাৎ কীচকং হন্তুমোজসা॥

শস্ত্রং বিনা বাহুবীর্য্যাৎ তথা সর্বাঙ্গচূর্ণনে।
মর্দিতুং বা তথা শীঘ্রং চর্মমাংসাস্থিচূর্ণিতম্॥

রূপমন্যৎ সমাস্থায় ভীমস্যৈতদ্ বিচেষ্টিতম্।
ধ্রুবং কৃষ্ণানিমিত্তং তু ভীমসেনেন সূতজাঃ॥

গন্ধর্ব্বব্যপদেশেন হতা যুধি ন সংশয়ঃ।
পিতামহেন যে চোক্তা দেশস্য চ জনস্য চ॥

গুণাস্তে মৎস্যরাষ্ট্রস্য বহুশোহপি ময়া শ্রুতাঃ।
বিরাটনগরে মন্যে পাণ্ডবাশ্ছন্নচারিণঃ॥

নিবসন্তি পুরে রম্যে তত্র যাত্রা বিধীয়তাম্।
মৎস্যরাষ্ট্রং হনিষ্যামো গ্রহীষ্যামশ্চ গোধনম্॥

গৃহীতে গোধনে নূনং তেহপি যোৎস্যন্তি পাণ্ডবাঃ।
অপূর্ণে সময়ে চাপি যদি পশ্যেম পাণ্ডবান্॥

দ্বাদশান্যানি বর্ষাণি প্রবেক্ষ্যন্তি পুনর্বনম্।

তস্মাদন্যতরেণাপি লাভোহস্মাকং ভবিষ্যতি।
কোষবৃদ্ধির্মিহাস্মাকং শত্রূণাং নিধনং ভবেৎ॥

কথং সুযোধনং গচ্ছেদ্ যুধিষ্ঠিরহৃতঃ পুরা।
এতচ্চাপি বদন্ত্যেষ মাৎস্যঃ পরিভবাস্মি॥

জয়াভিলাষী।

তাঁহারা মনে মনে কুপিত ও সর্ব্বদাই বাহুযুদ্ধে অভিলাষী। সেই বিশ্বাসবশে আমি ভীমকে চিনিতে পারিতেছি।

আমার স্পষ্টই মনে হইতেছে যে পাণ্ডবেরা জীবিত আছে। আমি মনে করি—সেখানে কীচককে ভীমই হত্যা করিয়াছে এবং সৈরন্ধ্রীকে দ্রৌপদী বলিয়াই মনে করি, ইহাতে আর বিতর্কের অবকাশ নাই। বোধ করি, দ্রৌপদীর জন্যই ভীম রাত্রিকালে গন্ধর্ব্বের নামে মহাবলশালী কীচককে বধ করিয়াছে। ভীম ভিন্ন আর কে নিজবলে কীচককে হত্যা করিতে সমর্থ?

তা ছাড়া, শস্ত্রব্যতিরেকে কেবল বাহুবলে সর্ব্বাঙ্গ চূর্ণ করিতে বা মর্দ্দিত করিতেই বা আর কে পারে? অত শীঘ্র চর্ম্ম, অস্থি, মাংস চূর্ণ করা—ইহা ছদ্মরূপ ধারণ করিয়া ভীমেরই কার্য্য। নিশ্চয়ই দ্রৌপদীর জন্য ভীম গন্ধর্ব্বের নামে সূতপুত্রদিগকে যুদ্ধে বধ করিয়াছে, ইহাতে সংশয় নাই।

পিতামহ ভীষ্মদেব যুধিষ্ঠিরের অধিষ্ঠিত দেশের ও তত্রত্য জনগণের যে সমস্ত গুণের কথা বলিয়াছেন—মৎস্যরাষ্ট্রের ঐরূপ গুণের কথাও আমি বহুবার শুনিয়াছি। মনে হয়, বিরাটনগরেই পাণ্ডবেরা প্রচ্ছন্নভাবে বিচরণ করিতেছে এবং রমণীয় রাজধানীতে বাস করিতেছে। সেইখানেই যাত্রা করা হউক। আমরা মৎস্যরাষ্ট্রকে আঘাত দিব এবং গোধন হরণ করিব।

গোধন হরণ করিলে সেই পাণ্ডবগণও নিশ্চয়ই যুদ্ধ করিবে। সময় পূর্ণ হইবার পূর্ব্বেই যদি আমরা পাণ্ডবদিগকে দেখিতে পাই, তাহা হইলে তাহারা পুনরায় আরও দ্বাদশ বৎসর অরণ্যে প্রবেশ করিবে।

ইহার যে কোন একটিতেই আমাদের লাভ হইবে। ইহাতে আমাদের কোষবৃদ্ধি হইবে এবং শত্রুনিধনও হইবে।

তস্মাৎ কর্ত্তব্যমেতদ্ বৈ তত্র যাত্রা বিধীয়তাম্।
এতৎ সুনীতং মন্যেঽহং সর্বেষাং যদি রোচতে ॥)

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং বিরাটপর্বণি গোহরণপর্বণি চারপ্রত্যাচারে কৃপবাক্যে একোনত্রিংশোঽধ্যায়ঃ॥২৯

মৎস্যরাজ আমার প্রতি অবজ্ঞা করিয়া এরূপ কথাও বলিয়া থাকে যে, যেব্যক্তি যুধিষ্ঠিরের দ্বারা পূর্ব্বে পালিত হইয়াছে, সে কি করিয়া দুর্য্যোধনের দলভুক্ত হইতে পারে (বা বশ্যতা স্বীকার করিতে পারে)?

সুতরাং ইহাই কর্ত্তব্য। সেখানে যাত্রা করা হউক। ইহাই উত্তম নীতিসম্মত বলিয়া আমি মনে করি—অবশ্য যদি ইহা সকলের মনঃপূত হয়)।

শ্রীমন্মহর্ষিবেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের বিরাটপর্ব্বান্তর্গত গোহরণপর্ব্বে চরপ্রেরণপ্রসঙ্গে কৃপবাক্যবিষয়ক একোনত্রিংশ অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।২৯

ত্রিংশোঽধ্যায়ঃ।

[সুশর্মণঃ প্রস্তাবানুসারেণ ত্রিগর্ত্তবাসিনাং কৌরবাণাঞ্চ মৎস্যদেশাক্রমণম্।]

বৈশম্পায়ন উবাচ।

অথ রাজা ত্রিগর্ত্তানাং সুশর্ম্মা রথযূথপঃ।
প্রাপ্তকালমিদং বাক্যমুবাচ ত্বরিতো বলী ॥১

অসকৃন্নিকৃতাঃ পূর্বং মৎস্যশাল্বেয়কৈঃ প্রভো।
সূতেনৈব চ মৎস্যস্য কীচকেন পুনঃ পুনঃ ॥২

বাধিতো বন্ধুভিঃ সার্দ্ধং বলাদ্ বলবতা বিভো।
স কর্ণমভ্যুদীক্ষ্যাথ দুর্য্যোধনমভাষত ॥৩

অসকৃন্মৎস্যরাজ্ঞা মে রাষ্ট্রং বাধিতমোজসা।
প্রণেতা কীচকস্তস্য বলবানভবৎ পুরা ॥৪

ক্রূরোঽমর্ষী স দুষ্টাত্মা ভুবি প্রখ্যাতবিক্রমঃ।
নিহতঃ স তু গন্ধর্বৈঃ পাপকর্ম্মা নৃশংসবান্ ॥৫

তস্মিন্ বিনিহতে রাজা হতদর্পো নিরাশ্রয়ঃ।
ভবিষ্যতি নিরুৎসাহো বিরাট ইতি মে মতিঃ ॥৬

ত্রিংশ

[সুশর্ম্মার প্রস্তাব অনুসারে ত্রিগর্ত্তবাসী ও কৌরবগণের মৎস্যদেশ আক্রমণ।]

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—অনন্তর বহুরথাধিপতি ত্রিগর্ত্ত দেশের রাজা বীর সুশর্ম্মা ত্বরান্বিত হইয়া সময়োচিত এই বাক্য বলিলেন।১

প্রভাবশালী দুর্য্যোধন! মৎস্য ও শাল্বদেশীয় জনগণ এবং মৎস্যরাজ্যের সেনাপতি সূতজাতীয় কীচক সুশর্ম্মার সহিত বারংবার শঠতা করিয়াছিল।২

বলবান্ কীচক বলপ্রয়োগে বন্ধুবর্গের সহিত এই সুশর্ম্মাকে উৎপীড়িত করিয়াছিল। সেই সুশর্ম্মা কর্ণের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া দুর্য্যোধনকে বলিলেন।৩

মৎস্যরাজ বলপ্রয়োগে বারবার আমার রাজ্য আক্রমণ করিয়াছে। বলবান্ কীচক পূর্ব্বে তাহার সেনাপতি ছিল।৪

সেই দুরাত্মা অতিশয় ক্রূর ও ক্রোধী ছিল। তাহার পরাক্রম জগদ্বিখ্যাত ছিল। সেই নৃশংস ও পাপাত্মা কীচক গন্ধর্ব্বের হস্তে নিহত হইয়াছে।৫

সে নিহত হওয়ায় রাজা বিরাট এখন

তত্র যাত্রা মম মতা যদি তে রোচতেঽনঘ।
কৌরবাণাঞ্চ সর্বেষাং কর্ণস্য চ মহাত্মনঃ ॥৭

এতৎ প্রাপ্তমহং মন্যে কার্য্যমাত্যয়িকং হি নঃ।
রাষ্ট্রং তস্যাভিযাস্যামো বহুধান্যসমাকুলম্ ॥৮

আদদামোঽস্য রত্নানি বিবিধানি বসূনি চ।
গ্রামান্ রাষ্ট্রাণি বা তস্য হরিষ্যামো বিভাগশঃ ॥৯

অথবা গোসহস্রাণি শুভানি চ বহূনি চ।
বিবিধানি হরিষ্যামঃ প্রতিপীড্য পুরং বলাৎ ॥১০

কৌরবৈঃ সহ সঙ্গত্য ত্রিগর্তৈশ্চ বিশাম্পতে।
গাস্তস্যাপহরামোঽদ্য সর্বৈশ্চৈব সুসংহতাঃ ॥১১

সংবিভাগেন কৃত্বা তু নিবধ্নীমোঽস্য পৌরুষম্।
হত্বা চাস্য চমূং কৃৎস্নাং বশমেবানয়ামহে ॥১২

তং বশে ন্যায়তঃ কৃত্বা সুখং বৎস্যামহে বয়ম্।
ভবতাং বলবৃদ্ধিশ্চ ভবিষ্যতি ন সংশয়ঃ ॥১৩

তচ্ছ্রুত্বা বচনং তস্য কর্ণো রাজানমব্রবীৎ।
সূক্তং সুশর্মণা বাক্যং প্রাপ্তকালং হিতঞ্চ নঃ ॥১৪

তস্মাৎ ক্ষিপ্রং বিনির্যামো যোজয়িত্বা বরূথিনীম্।
বিভজ্য চাপ্যনীকানি যথা বা মন্যসেঽনঘ ॥১৫

প্রাজ্ঞো বা কুরুবৃদ্ধোঽয়ং সর্বেষাং নঃ পিতামহঃ।
আচার্য্যশ্চ যথা দ্রোণঃ কৃপঃ শারদ্বতস্তথা।
মন্যন্তে তে যথা সর্বে তথা যাত্রা বিধীয়তাম্ ॥১৬

সম্মন্ত্র্য চাশু গচ্ছামঃ সাধনার্থং মহীপতেঃ।
কিঞ্চ নঃ পাণ্ডবৈঃ কার্য্যং হীনার্থবলপৌরুষৈঃ ॥১৭

নিঃসহায়, হতদর্প ও নিরুৎসাহ হইবে বলিয়া আমার মনে হয়।৬

উৎসাহশীল সম্রাট্! যদি আপনার এবং সমস্ত কৌরবগণ ও মহাত্মা কর্ণের অভিরুচি হয়, তবে সেখানে যুদ্ধযাত্রায় আমার সম্মতি আছে।৭

আমি মনে করি, এখন উপযুক্তকাল আসিয়াছে ও আমাদের ইহা অবশ্যকর্তব্যকার্য্য উপস্থিত হইয়াছে। বিরাটরাজার বহু-ধান্যে পরিপূর্ণ রাজ্যে আমরা অভিযান করিব।৮

তাহার বিবিধ ধনরত্ন হরণ করিব, অথবা নগর আক্রমণ করিয়া বিভাগানুসারে বলপূর্ব্বক নানা-প্রকারের বহুসংখ্যক উত্তম উত্তম গোধন হরণ করিব।৯

অথবা তাহার যে সুন্দর অনেক গরুর বহু দল আছে, বলপূর্ব্বক মৎস্যনগরকে বিধ্বস্ত করিয়া সেই সমস্ত গোসকলকে হরণ করিব।১০

হে রাজন্! কৌরবগণের সহিত মিলিত হইয়া এবং ত্রিগর্তদেশীয় সমস্ত জনগণের সহিত উত্তমরূপে সঙ্ঘবদ্ধ হইয়া অদ্য আমরা তাহার গোধনসমূহ হরণ করিব।১১

উহার পরাক্রমকে উত্তমরূপে বিভক্ত করিয়া নিগৃহীত করিব এবং সমস্ত সৈন্য হত্যা করিয়া উহাকে বশীভূত করিব।১২

তাহাকে ন্যায়ানুসারে বশীভূত করিয়া আমরা সুখে বাস করিতে থাকিব এবং আপনারও তাহাতে বলবৃদ্ধি হইবে—সন্দেহ নাই।১৩

তাহার সেই কথা শুনিয়া কর্ণ দুর্য্যোধনকে বলিলেন,—সুশর্ম্মা উত্তম কথাই বলিয়াছেন, এই বাক্য আমাদের হিতকর এবং কালোচিত।১৪

সুতরাং সমগ্র বাহিনী একত্র করিয়া অথবা দলে দলে সেনা বিভক্ত করিয়া শীঘ্রই আমরা যাত্রা করি কিংবা আপনি যেমন মনে করেন এবং আমাদের সকলের পিতামহ কুরুকুলবৃদ্ধ এই প্রাজ্ঞ ভীষ্ম ও আচার্য্য দ্রোণ এবং শরদ্বানের নন্দন কৃপ—ইঁহারা সকলে যেরূপ মনে করেন, সেইভাবে যাত্রা করা হউক।১৫-১৬

রাজার কার্য্য-সাধনের জন্য মন্ত্রণাপূর্ব্বক আমরা সত্বর যাত্রা করিব। অর্থবল ও পৌরুষহীন পাণ্ডবেরা

অত্যন্তং বা প্রনষ্টাস্তে প্রাপ্তা বাপি যমক্ষয়ম্।
যামো রাজন্ নিরুদ্বিগ্না বিরাটনগরং বয়ম্॥
আদাস্যামো হি পাস্তস্য বিবিধানি বসূনি চ॥১৮

বৈশম্পায়ন উবাচ।
ততো দুর্য্যোধনো রাজা বাক্যমাদায় তস্য তৎ।
বৈকর্ত্তনস্য কর্ণস্য ক্ষিপ্রমাজ্ঞাপয়ৎ স্বয়ম্॥১৯

শাসনে নিত্যসংযুক্তং দুঃশাসনমনন্তরম্।
সহ বৃদ্ধৈস্তু সম্মন্ত্র্য ক্ষিপ্রং যোজয় বাহিনীম্॥২০

যথোদ্দেশঞ্চ গচ্ছামঃ সহিতাস্তত্র কৌরবৈঃ।
সুশর্ম্মা চ যথোদ্দিষ্টং দেশং যাতু মহারথঃ।
ত্রিগর্তৈঃ সহিতো রাজা সমগ্রবলবাহনঃ॥২১

প্রাগেব হি সুসংবীতো মৎস্যস্য বিষয়ং প্রতি।
জঘন্যতো বয়ং তত্র যাস্যামো দিবসান্তরে॥
বিষয়ং মৎস্যরাজস্য সুসমৃদ্ধং সুসংহতাঃ॥২২

তে যাস্তু সহিতাস্তত্র বিরাটনগরং প্রতি।
ক্ষিপ্রং গোপান্ সমাসাদ্য গৃহ্ণন্তু বিপুলং ধনম্॥২৩

গবাং শতসহস্রাণি শ্রীমন্তি গুণবন্তি চ।
বয়মপ্যনুগৃহ্লীমো দ্বিধা কৃত্বা বরূথিনীম্॥২৪

বৈশম্পায়ন উবাচ।
তে স্ম গত্বা যথোদ্দিষ্টাং দিশং বহ্নের্মহীপতে।
সন্নদ্ধা রথিনঃ সর্বে সপদাতা বলোৎকটাঃ ২৫

প্রতি বৈরং চিকীর্ষন্তো গোষু গৃদ্ধা মহাবলাঃ।
আদাতুং গাঃ সুশর্ম্মাথ কৃষ্ণপক্ষস্য সপ্তমীম্॥২৬

আমাদের কিই বা করিবে?।১৭

হয়ত' তাহারা একান্তভাবেই চক্ষুর অগোচরে গমন করিয়াছে কিংবা হয়ত' যমালয়েই চলিয়া গিয়াছে। রাজন্! আমরা নিরুদ্বিগ্ন হইয়াই বিরাটনগরে যাত্রা করিয়া তাহার নানাবিধ ধনরত্ন ও গোধনসমূহ আনয়ন করিব।১৮

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—তারপর রাজা দুর্য্যোধন সেই সূর্য্যপুত্র কর্ণের এতাদৃশ কথা শুনিয়া নিয়তশাসনাধীন সন্নিহিত দুঃশাসনকে তৎক্ষণাৎ স্বয়ং আদেশ করিলেন যে, বৃদ্ধগণের সহিত মন্ত্রণা করিয়া সত্বর সৈন্য যোজনা কর।১৯-২০

আমরা কৌরবগণের সহিত সেই বাহিনীতে মিলিত হইয়া যথাস্থানে গমন করিব। মহারথ সুশর্ম্মাও যথানির্দ্দিষ্ট স্থানে গমন করুন। রাজা সুশর্ম্মা ত্রিগর্ত্তদেশীয় জনগণের সহিত সমগ্র সৈন্য ও বাহনসহ সুসজ্জিত হইয়া পূর্ব্বেই মৎস্যরাজ্যে প্রবেশ করুন। আমরা পশ্চাদ্ভাগে সুসংহত হইয়া দিনান্তরে মৎস্যরাজের সেই সুসমৃদ্ধ রাজ্যে গমন করিব।২১-২২

তাঁহারা তথায় সম্মিলিত হইয়া বিরাটনগরে প্রবেশ করুন এবং গোপদিগকে আক্রমণ করিয়া বিপুল গোধন গ্রহণ করুন।২৩

আমরাও সৈন্যকে দুইভাগে ভাগ করিয়া, পশ্চাতে সুন্দর শ্রীমণ্ডিত গুণসম্পন্ন শতসহস্র গোধন গ্রহণ করিব।২৪

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—রাজন্! তাঁহারা নির্দ্দেশমত অগ্নিকোণে গমন করিয়া উৎকৃষ্টবলশালী রথী এবং পদাতি সকলে সম্মিলিত ও সুসজ্জিত হইল।২৫

অপরে দিবসে সর্বে রাজন্ সম্ভূয় কৌরবাঃ।
অষ্টম্যাং তে ন্যগৃহ্নন্ত গোকুলানি সহস্রশঃ ॥২৭

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং বিরাটপর্বণি গোহরণপর্বণি দক্ষিণ-গোগ্রহে সুশর্ম্মাভিযানে ত্রিংশোঽধ্যায়ঃ ॥৩০

মহাবলশালী তাহারা সকলে বৈরনির্ব্বাত-নেচ্ছায় গোধনের প্রতি অভিলাষী হইল। হে রাজন্! অনন্তর সুশর্ম্মা কৃষ্ণ পক্ষের সপ্তমীতে গো-ধন গ্রহণ করিতে এবং কৌরবেরা সকলে সম্মিলিত হইয়া পরদিন অষ্টমীতে সহস্র সহস্র গো-যূথ নিগৃহীত করিতে লাগিল।২৬-২৭

শ্রীমন্মহর্ষিবেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের বিরাটপর্ব্বান্তর্গত গোহরণপর্ব্বে দক্ষিণগোগ্রহে সুশর্ম্মার অভিযানে ত্রিংশ অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।৩০

একত্রিংশোঽধ্যায়ঃ।

[পাণ্ডবচতুষ্টয়ৈঃ সহ রাজ্ঞো বিরাটস্য যুদ্ধযাত্রা।]

বৈশম্পায়ন উবাচ।

ততস্তেষাং মহারাজ তত্রৈবামিততেজসাম্।
ছদ্মলিঙ্গপ্রবিষ্টানাং পাণ্ডবানাং মহাত্মনাম্ ॥১
ব্যতীতঃ সময়ঃ সম্যগ্ বসতাং বৈ পুরোত্তমে।
কুর্বতাং তস্য কর্মাণি বিরাটস্য মহীপতেঃ ॥২
কীচকে তু হতে রাজা বিরাটঃ পরবীরহা।
পরাং সম্ভাবনাং চক্রে কুন্তীপুত্রে যুধিষ্ঠিরে ॥৩
ততস্ত্রয়োদশস্যান্তে তস্য বর্ষস্য ভারত।
সুশর্মণা গৃহীতং তদ্ গোধনং তরসা বহু ॥৪

(ততঃ শব্দো মহানাসীৎ রেণুশ্চ দিবমস্পৃশৎ।
শঙ্খদুন্দুভিঘোষশ্চ ভেরীণাঞ্চ মহাস্বনঃ ॥
গবাশ্ব-রথ-নাগানাং নরাণাঞ্চ পদাতিনাম্।
এবং তৈস্ত্রিভির্নির্য্যায় মৎস্যরাজস্য গোধনে ॥

ত্রিগর্তৈর্গৃহ্যমাণে তু গোপালাঃ প্রত্যষেধয়ন্।
অথ ত্রিগর্ত্তা বহবঃ পরিগৃহ্য ধনং বহু ॥

পরিক্ষিপ্য হয়ৈঃ শীঘ্রৈ রথব্রাতৈশ্চ ভারত।
গোপালান্ প্রত্যযুধ্যন্ত রণে কৃত্বা জয়ে ধৃতিম্ ॥

একত্রিংশ অধ্যায়।

[চারি পাণ্ডবের সহিত রাজা বিরাটের যুদ্ধ যাত্রা।]

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—হে মহারাজ! তারপর সেই বিরাটরাজার রাজধানীতে ছদ্মবেশ ধারণপূর্ব্বক অবস্থান করিয়া বিরাট রাজারই কার্য্য করিতে করিতে অমিততেজস্বী পাণ্ডবগণের অজ্ঞাতবাসের কাল পূর্ণরূপে অতিবাহিত হইয়া গেল।১-২

কীচক নিহত হইবার পরে শত্রুবীরহন্তা বিরাটরাজা কুন্তীপুত্র যুধিষ্ঠিরের প্রতি সমধিক সমাদর প্রদর্শন করিতে লাগিলেন।৩

হে ভরতনন্দন! তারপর সেই ত্রয়োদশবর্ষ অতীত হইবার পরে সুশর্ম্মা সেই বহুসংখ্যক গোধন বলপূর্ব্বক গ্রহণ করিতে লাগিল।৪

(তারপর ভয়ানক শব্দ হইতে লাগিল এবং ধূলি আকাশ স্পর্শ করিল। শঙ্খ ও দুন্দুভির শব্দ ও ভেরীর ভীষণ শব্দ এবং গো-অশ্ব-রথ-হস্তী-

তে হন্যমানা বহুভিঃ প্রাস-তোমরপাণিভিঃ।
গোপালা গোকুলে ভক্তা বারয়ামাসুরোজসা ॥
পরশ্বধৈশ্চ মুসলৈর্ভিন্দিপালৈশ্চ মুদ্গরৈঃ ॥
গোপালাঃ কর্ষণৈশ্চিত্রৈর্জঘ্নুরশ্বান্ সমন্ততঃ।
তে হন্যমানাঃ সংক্রুদ্ধাস্ত্রিগর্তা রথযোধিনঃ ॥
বিসৃজ্য শরবর্ষাণি গোপান্ ব্যদ্রাবয়ন্ রণে।)
ততো জবেন মহতা গোপঃ পুরমথাব্রজৎ।
স দৃষ্ট্বা মৎস্যরাজঞ্চ রথাৎ প্রস্কন্দ্য কুণ্ডলী ॥৫
শূরৈঃ পরিবৃতং যোধৈঃ কুণ্ডলাঙ্গদধারিভিঃ।
সংবৃতং মন্ত্রিভিঃ সার্ধং পাণ্ডবৈশ্চ মহাত্মভিঃ ॥৬
তং সভায়াং মহারাজমাসীনং রাষ্ট্রবর্ধনম্।
সোঽব্রবীদুপসঙ্গম্য বিরাটং প্রণতস্তদা ॥৭

মনুষ্য ও পদাতিসৈন্যগণের মহা কোলাহল উত্থিত হইল। সেই ত্রিগর্তের সৈন্যগণ এইভাবে অভিযান করিয়া মৎস্যরাজের গো-ধন গ্রহণ করিতে লাগিলে গোপালগণ বাধা দিতে লাগিল। হে ভরতনন্দন! অনন্তর বহুসংখ্যক ত্রিগর্তসেনা বহু ধন গ্রহণ করিয়া শীঘ্রগামী অশ্ব ও রথবৃন্দে পরিবেষ্টিত করিয়া যুদ্ধে জয়লাভ স্থির করিয়া গোপালদিগের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইল।

প্রাস ও তোমরধারী বহুসংখ্যক ত্রিগর্তসেনার আঘাতে আহত হইয়াও গোকুলে রাজভক্ত গোপালগণ মুসল, মুদ্গর, ভিন্দিপাল ও পরশুদ্বারা আশ্চর্য্য রকমের আঘাত করিয়া চারিদিকে অশ্বগুলিকে আহত করিল। তখন আঘাত পাইয়া রথারোহী ত্রিগর্তসেনারা ক্রুদ্ধ হইল এবং যুদ্ধে বাণবর্ষণ করিয়া গোপালদিগকে তাড়াইয়া দিল।)

তদনন্তর একটি গোপ মহাবেগে নগরীর প্রতি ধাবিত হইল। সে মৎস্যরাজকে দেখিয়াই রথ হইতে লাফ খাইয়া লাফাইয়া পড়িল ।৫

অস্মান্ যুধি বিনির্জিত্য পরিভূয় সবান্ধবান্।
গবাং শতসহস্রাণি ত্রিগর্তাঃ কালয়ন্তি তে ॥৮

তান্ পরীপ্সস্ব রাজেন্দ্র মা নেশুঃ পশবস্তব।
তচ্ছ্রুত্বা নৃপতিঃ সেনাং মৎস্যানাং সমযোজয়ৎ ॥৯

রথ-নাগাশ্বকলিলাং পত্তি-ধ্বজসমাকুলাম্।
রাজানো রাজপুত্রাশ্চ তনুত্রাণ্যথ ভেজিরে ॥১০

ভানুমন্তি বিচিত্রাণি শূরসেব্যানি ভাগশঃ।
সবজ্রায়সগর্ভং তু কবচং তত্র কাঞ্চনম্ ॥১১

বিরাটস্য প্রিয়ো ভ্রাতা শতানীকোঽভ্যহারয়ৎ।
সর্বপারসবং বর্ম কল্যাণপটলং দৃঢ়ম্ ॥১২

তারপর নিকটে আসিয়া কুণ্ডলাঙ্গদধারী বীর যোদ্ধৃবৃন্দে পরিবেষ্টিত ও মন্ত্রিবৃন্দে পরিবৃত হইয়া, মহাত্মা পাণ্ডবগণের সহিত সভামধ্যে উপবিষ্ট রাষ্ট্রবর্দ্ধনকারী সেই বিরাটরাজাকে প্রণামপূর্ব্বক বলিল।৬-৭

ত্রিগর্তের সেনারা আমাদিগকে যুদ্ধে পরাজিত ও সবান্ধবে লাঞ্ছিত করিয়া আপনার শতসহস্র গোধন হরণ করিয়া লইতেছে।৮

মহারাজ! তাহাদিগকে ধরিয়া ফেলিতে ইচ্ছা করুন, আপনার পশুগুলি নষ্ট না হয়। তাহা শুনিয়া মৎস্যরাজ রথ, হস্তী ও অশ্বসঙ্কুল পদাতি ও পতাকা-সমাকীর্ণ সৈন্য সমাবেশিত করিলেন। অনন্তর রাজগণ ও রাজপুত্রগণ দলে দলে বিচিত্রপ্রভামণ্ডিত বীরধার্য্য কবচ পরিধান করিলেন।৯-১১

তন্মধ্যে বিরাটরাজার প্রিয়-ভ্রাতা শতানীক হীরকখচিত লৌহগর্ভ উজ্জ্বল কাঞ্চনময় কবচ পরিধান

শতানীকাদবরজো মদিরাক্ষোঽভ্যহারয়ৎ।
শতসূর্য্যং শতাবর্ত্তং শতবিন্দু শতাক্ষিমৎ ॥১৩

অভেদ্যকল্পং মৎস্যানাং রাজা কবচমাহরৎ।
উৎসেধে যস্য পদ্মানি শতং সৌগন্ধিকানি চ ॥১৪

সুবর্ণপৃষ্ঠং সূর্য্যাভং সূর্য্যদত্তোঽভ্যহারয়ৎ।
দৃঢ়মায়সগর্ভঞ্চ শ্বেতং বর্ম শতাক্ষিমৎ ॥১৫

বিরাটস্য সুতো জ্যেষ্ঠো বীরঃ শঙ্খোঽভ্যহারয়ৎ।
শতশশ্চ তনুত্রাণি যথাস্বং তে মহারথাঃ ॥১৬

যোৎস্যমানা অনহ্যন্ত দেবরূপাঃ প্রহারিণঃ।
সুপস্করেষু শুভ্রেষু মহৎসু চ মহারথাঃ ॥১৭

পৃথক্ কাঞ্চনসন্নাহান্ রথেষ্বশ্বানযোজয়ন্।
সূর্য্যচন্দ্রপ্রতীকাশে রথে দিব্যে হিরণ্ময়ে ॥১৮

মহানুভাবো মৎস্যস্য ধ্বজ উচ্ছিশ্রিয়ে তদা।
অথান্যান্ বিবিধাকারান্ ধ্বজান্ হেমপরিষ্কৃতান্ ॥১৯

যথাস্বং ক্ষত্রিয়াঃ শূরা রথেষু সমযোজয়ন্।
(রথেষু যুজ্যমানেষু কঙ্কো রাজানমব্রবীৎ।
ময়াপ্যস্ত্রং চতুর্মার্গমবাপ্তমৃষিসত্তমাৎ ॥

দংশিতো রথমাস্থায় পদং নির্য্যাস্যহং গবাম্।
অয়ঞ্চ বলবান্ শূরো বল্লবো দৃশ্যতেঽনঘ ॥

গোসংখ্যমশ্ববন্ধঞ্চ রথেষু সমযোজয়।
নৈতে ন জাতু যুধ্যেয়ুর্গবার্থমিতি মে মতিঃ ॥)

অথ মৎস্যোঽব্রবীদ্ রাজা শতানীকং জঘন্যজম্ ॥২০

করিলেন।১২

শতানীকের কনিষ্ঠ-ভ্রাতা মদিরাক্ষ সর্ববিধ অস্ত্রের আঘাত সহ্য করিতে সমর্থ স্বর্ণপত্রাচ্ছাদিত সুদৃঢ় কবচ পরিধান করিলেন।১৩

মৎস্যরাজ বিরাট যে অভেদ্যপ্রায় কবচ পরিধান করিলেন, তাহা এমনই ধাতুরত্নাদিখচিত ও কারুকার্য্যমণ্ডিত যে, তাহাতে যেন শত শত সূর্য্য, শত শত আবর্ত্ত, শত শত বিন্দু ও শত শত চক্ষু রহিয়াছে। যাহার উপরিভাগে শত শত পদ্ম ও শত শত সৌগন্ধিক (কহ্লার) অঙ্কিত রহিয়াছে এবং যাহার পৃষ্ঠদেশ সুবর্ণময়—'সূর্য্যদত্ত'-নামক এক বীর সূর্য্যের ন্যায় আভাযুক্ত সেই কবচ পরিধান করিলেন।১৪-১৫

বিরাটের জ্যেষ্ঠপুত্র 'শঙ্খ'-নামক বীর চক্ষুর ন্যায় শত শত চিহ্নযুক্ত লৌহগর্ভ সুদৃঢ় কবচ পরিধান করিলেন। দেবতুল্য রূপবান্ ও মহারথ শত শত যোদ্ধা যুদ্ধ করিবার জন্য নিজ নিজ কবচ পরিধান করিলেন।

তারপর মহারথ যোদ্ধৃবৃন্দ সুন্দর সুন্দর উপকরণযুক্ত শ্বেতবর্ণ বৃহৎ বৃহৎ রথে পৃথক্ পৃথক্ স্বর্ণালঙ্কারে সজ্জিত অশ্ববৃন্দ যোজিত করিলেন।

তখন বিরাটরাজার চন্দ্র-সূর্য্যের ন্যায় উজ্জ্বল স্বর্ণময় সুন্দর রথে সুদর্শন, সুবিশাল ও সুসজ্জিত ধ্বজ উত্থাপিত হইল।

তারপর বীর ক্ষত্রিয়গণ নিজ নিজ রথে স্বর্ণখচিত নানা আকৃতির বিভিন্ন ধ্বজ সংযোজিত করিলেন।

(যখন রথগুলি যোজনা করা হইতেছিল, তখন কঙ্ক রাজাকে বলিয়াছিলেন—কোনও বিখ্যাত ঋষির নিকট হইতে আমিও চারিমার্গের (হস্তী, অশ্ব, রথ ও পদাতির উপর প্রয়োগযোগ্য) অস্ত্রশিক্ষা করিয়াছি।

আমিও বর্ম্মাবৃত ও রথারূঢ় হইয়া গোধনের পশ্চাদনুসরণ করিব। হে অনঘ! এই বলবান্ বল্লবও বীর, ইহাকে এবং গো-সংখ্যাতা ও অশ্ব-রক্ষককেও রথারোহণে নিযুক্ত করুন। ইহারা

কঙ্ক-বল্লব-গোপালা দামগ্রন্থিশ্চ বীর্য্যবান্।
যুধ্যেয়ুরিতি মে বুদ্ধির্বর্ত্ততে নাত্র সংশয়ঃ ॥২১

এতেষামপি দীয়ন্তাং রথা ধ্বজপতাকিনঃ।
কবচানি চ চিত্রাণি দৃঢ়ানি চ মৃদূনি চ ॥২২

প্রতিমুঞ্চন্তু গাত্রেষু দীয়ন্তামায়ুধানি চ।
বীরাঙ্গরূপাঃ পুরুষা নাগরাজকরোপমাঃ ॥২৩

নেমে জাতু ন যুধ্যেরন্নিতি মে ধীয়তে মতিঃ।
এতচ্ছ্রুত্বা তু নৃপতের্বাক্যং ত্বরিতমানসঃ ॥
শতানীকস্তু পার্থেভ্যো রথান্ রাজন্ সমাদিশৎ ॥২৪

সহদেবায় রাজ্ঞে চ ভীমায় নকুলায় চ।
তান্ প্রহৃষ্টাংস্ততঃ সূতা রাজভক্তিপুরস্কৃতাঃ ॥২৫

নির্দিষ্টা নরদেবেন রথান্ শীঘ্রমযোজয়ন্।
কবচানি বিচিত্রাণি মৃদূনি চ দৃঢ়ানি চ ॥২৬

বিরাটঃ প্রাদিশদ্ যানি তেষামক্লিষ্টকর্ম্মণাম্।
তান্যামুচ্য শরীরেষু দংশিতাস্তে পরন্তপাঃ ॥২৭

রথান্ হয়ৈঃ সুসম্পন্নানাস্থায় চ নরোত্তমাঃ।
নির্যযুর্মুদিতাঃ পার্থাঃ শত্রুসঙ্ঘাবমর্দিনঃ ॥২৮

তরস্বিনশ্ছন্নরূপাঃ সর্ব্বে যুদ্ধবিশারদাঃ।
রথান্ হেমপরিচ্ছন্নানাস্থায় চ মহারথাঃ ॥২৯

বিরাটমন্বয়ুঃ পার্থাঃ সহিতাঃ কুরুপুঙ্গবাঃ।
চত্বারো ভ্রাতরঃ শূরাঃ পাণ্ডবাঃ সত্যবিক্রমাঃ ॥৩০

(দীর্ঘাণাঞ্চ দৃঢ়ানাঞ্চ ধনুষাং তে যথাবলম্।
উৎকৃষ্য পাশান্ মৌর্বীণাং বীরাশ্চাপেষযোজনম্ ॥

গোধন রক্ষার্থে যুদ্ধ করিবে না এরূপ আমার মনে হয় না।

অনন্তর মৎস্যরাজ কনিষ্ঠভ্রাতা শতানীককে বলিলেন।১৬-২০

কঙ্ক, বল্লব, গোপালক ও দামগ্রন্থি—ইহারা বীর্য্যবান্। ইহারা যুদ্ধ করিতে পারেন বলিয়া আমার মনে হইতেছে—ইহাতে সংশয় নাই।২১

ইহাদিগকেও ধ্বজপতাকাযুক্ত রথ দাও। দৃঢ়, মসৃণ ও বিচিত্র কবচ ইহারা গাত্রে পরিধান করুন। ইহাদিগকে অস্ত্র দাও। ইহারা পৌরুষ-সম্পন্ন, ইহাদের অঙ্গ ও আকৃতি বীরের ন্যায়, কর করিরাজকরতুল্য।২২-২৩

ইহারা কদাপি যুদ্ধের অযোগ্য নহেন—এই ধারণাই আমার দৃঢ় হইয়াছে। হে জনমেজয়! রাজার এই বাক্য শুনিয়া শতানীক যুধিষ্ঠির, ভীম, নকুল ও সহদেব—এই পাণ্ডবগণের জন্য রথের আদেশ করিলেন। তারপর রাজভক্তির জন্য পুরস্কৃত রাজনির্দ্দিষ্ট সারথিরা আনন্দিত পাণ্ডবগণকে শীঘ্রই রথ যোগাইয়া দিল। দৃঢ়, মসৃণ ও বিচিত্র কবচসমূহ—সেই অক্লিষ্টকর্ম্মা পাণ্ডবগণের জন্য রাজা যেগুলি আদেশ করিয়াছিলেন—সেইগুলি শরীরে পরিধান করিয়া পরন্তপ পাণ্ডবগণ সুসজ্জিত হইলেন।২৪-২৭

শত্রুসঙ্ঘমর্দ্দনকারী পুরুষশ্রেষ্ঠ পাণ্ডবগণ আনন্দিত হইয়া অশ্বসংযুক্তরথে আরোহণ পূর্ব্বক নির্গত হইলেন।২৮

তাই ছদ্মবেশী কুরুশ্রেষ্ঠ পাণ্ডবগণ সকলেই বলবান্, সকলেই বীর, সকলেই মহারথ, সকলেই যুদ্ধবিশারদ ও অব্যর্থপরাক্রম। তাঁহারা চারিভ্রাতা সুবর্ণখচিত চারিটী রথে আরোহণ পূর্ব্বক সম্মিলিত হইয়া বিরাটরাজার অনুগমন করিলেন।২৯-৩০

(তাঁহারা দীর্ঘ ও সুদৃঢ় ধনুকগুলির জ্যা-গ্রন্থি শক্তি অনুসারে ঊর্দ্ধদিকে টানিয়া তুলিয়া ধনুকের কোটিতে আরোপণ করিলেন।

ততঃ সুবাসসঃ সর্বে তে বীরাশ্চন্দনোক্ষিতাঃ।
চোদিতা নরদেবেন ক্ষিপ্রমশ্বানচোদয়ন্ ॥
তে হয়া হেমসংছন্না বৃহন্তঃ সাধুবাহিনঃ।
চোদিতাঃ প্রত্যদৃশ্যন্ত পক্ষিণামিব পঙ্‌ক্তয়ঃ ॥
ভীমাশ্চ মত্তমাতঙ্গা প্রভিন্নকরটামুখাঃ।
ক্ষরন্তশ্চৈব নাগেন্দ্রাঃ সুদন্তাঃ ষষ্টিহায়নাঃ ॥৩১
স্বারূঢ়া যুদ্ধকুশলৈঃ শিক্ষিতা হস্তিসাদিভিঃ।
রাজানমন্বযুঃ পশ্চাচ্চলন্ত ইব পর্বতাঃ ॥৩২
বিশারদানাং মুখ্যানাং হৃষ্টানাং চারুজীবিনাম্।
অষ্টৌ রথসহস্রাণি দশ নাগশতানি চ ॥৩৩
ষষ্টিশ্চাশ্বসহস্রাণি মৎস্যানামভিনির্যযুঃ।
তদনীকং বিরাটস্য শুশুভে ভরতর্ষভ ॥৩৪

সম্প্রয়াতং তদা রাজন্ নিরীক্ষন্তং গবাং পদম্।
তদ্ বলাগ্র্যং বিরাটস্য সম্প্রস্থিতমশোভত।
দৃঢ়ায়ুধজনাকীর্ণং গদাশ্বরথসঙ্কুলম্ ॥৩৫

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং বিরাটপর্বণি গোহরণপর্বণি মৎস্যরাজরণোদ্যোগে একত্রিংশোঽধ্যায়ঃ ॥৩১

তারপর উত্তম বসনান্বিত ও চন্দনালঙ্কৃত সেই বীরগণ সকলেই রাজার আদেশ পাইয়া দ্রুত অশ্ব চালনা করিলেন।

সেই রথবহনদক্ষ সুবর্ণভূষিত বিশালকায় অশ্ববৃন্দ প্রেরিত হইয়া পক্ষিবৃন্দের ন্যায় দৃষ্ট হইল।

যাহাদের করটামুখ বিদীর্ণ হইয়াছে এইরূপ মত্ত হস্তী ও যাহাদের মদক্ষরণ হইতেছে এইরূপ ষষ্টিবর্ষবয়স্ক দৃঢ় ও সুদীর্ঘ দন্তযুক্ত বিশাল বিশাল শিক্ষিত হস্তী—যাহাদের পৃষ্ঠে যুদ্ধকুশল হস্ত্যারোহীরা আরোহণ করিয়াছেন—যাহাদিগকে এক একটী চলন্ত পর্ব্বত বলিয়া যেন মনে হয়, তাদৃশ হস্তীর দল রাজার পশ্চাতে অনুগমন করিতে লাগিল।৩১-৩২

যুদ্ধবিশারদ, আনন্দিত ও সুচারুজীবন-যাত্রায় অভ্যস্ত অর্থাৎ সবল সুস্থ (যাহারা অনাহার, অল্পাহার বা অনুপযুক্তাহারে ক্লিষ্ট) মৎস্যদেশীয় প্রধান প্রধান সৈন্যগণের আট হাজার রথ, এক হাজার হস্তী, ষাটহাজার অশ্ব সেই অভিযানে অংশ গ্রহণ করিল।৩৩-৩৪

হে ভরতশ্রেষ্ঠ জনমেজয়! গোষ্ঠনিরীক্ষণরত বিরাটরাজার অনুগামী হইয়া তদীয় সেই সৈন্যবৃন্দ শোভা পাইতে লাগিল। হস্তী, অশ্ব ও রথসঙ্কুল দৃঢ় অস্ত্রধারী, জনসমাকীর্ণ, যুদ্ধের জন্য প্রস্থিত বিরাট রাজার সেই উত্তম সৈন্য শোভা পাইতে লাগিল।৩৫

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের বিরাটপর্ব্বান্তর্গত গোহরণপর্ব্বে মৎস্যরাজের রণোদ্যোগবিষয়ক একত্রিংশ অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।৩১

দ্বাত্রিংশোঽধ্যায়ঃ।

[মৎস্য-ত্রিগর্ত্তদেশীয়সৈন্যানাং যুদ্ধম্।]

বৈশম্পায়ন উবাচ।
নির্য্যায় নগরাচ্ছূরা ব্যূঢ়ানীকাঃ প্রহারিণঃ।
ত্রিগর্ত্তানস্পৃশান্ মৎস্যাঃ সূর্য্যে পরিণতে সতি ॥১
তে ত্রিগর্ত্তাশ্চ মৎস্যাশ্চ সংরব্ধা যুদ্ধদুর্ম্মদাঃ।
অন্যোন্যমভিগর্জ্জন্তো গোষু গৃদ্ধা মহাবলাঃ ॥২
ভীমাশ্চ মত্তমাতঙ্গাস্তোমরাঙ্কুশনোদিতাঃ।
গ্রামণীয়ৈঃ সমারূঢ়াঃ কুশলৈর্হস্তিসাদিভিঃ ॥৩
তেষাং সমাগমো ঘোরস্তুমুলো লোমহর্ষণঃ।
ঘ্নতাং পরস্পরং রাজন্ যমরাষ্ট্রবিবর্দ্ধনঃ ॥৪
দেবাসুরসমো রাজন্নাসীৎ সূর্য্যেঽবলম্বতি।
পদাতিরথনাগেন্দ্রহয়ারোহবলৌঘবান্ ॥৫
অন্যোন্যমভ্যাপততাং নিঘ্নতাং চেতরেতরম্।
উদতিষ্ঠদ্ রজো ভৌমং ন প্রাজ্ঞায়ত কিঞ্চন ॥৬
পক্ষিণশ্চাপতন্ ভূমৌ সৈন্যেন রজসাবৃতাঃ।
ইষুভির্ব্যতিসর্পদ্ভিরাদিত্যোঽন্তরধীয়ত ॥৭
খদ্যোতৈরিব সংযুক্তমন্তরিক্ষং ব্যরাজত।
রুক্মপৃষ্ঠানি চাপানি ব্যতিষিক্তানি ধন্বিনাম্ ॥৮
পততাং লোকবীরাণাং সব্যদক্ষিণমস্যতাম্।
রথা রথৈঃ সমাজগ্মুঃ পাদাতৈশ্চ পদাতয়ঃ ॥৯
সাদিনঃ সাদিভিশ্চৈব গজৈশ্চাপি মহাগজাঃ।
অসিভিঃ পট্টিশৈঃ প্রাসৈঃ শক্তিভিস্তোমরৈরপি ॥১০

দ্বাত্রিংশ অধ্যায়।

[মৎস্য ও ত্রিগর্ত্তদেশীয় সৈন্যদের যুদ্ধ।]

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—মৎস্য-দেশীয় বীর যোদ্ধৃগণ নগর হইতে নির্গত হইয়া সৈন্য ব্যূহরচনাপূর্ব্বক যখন ত্রিগর্ত্তের সৈন্যদিগের সম্মুখীন হইলেন, তখন বেলা পড়িয়া আসিয়াছে।১

গোধনাভিলাষী, মহাবলশালী, রণোন্মত্ত সেই ত্রিগর্ত্ত ও মৎস্যদেশীয় সৈন্যগণ পরস্পরের প্রতি ক্রুদ্ধ হইয়া হুঙ্কার ছাড়িতে লাগিল।২

রাজকীয় সুদক্ষ হস্ত্যারোহিদের দ্বারা অধিষ্ঠিত ভীষণাকার মত্তহস্তীর দলও তোমর ও অঙ্কুশ-দ্বারা পরিচালিত হইয়া গর্জ্জন করিয়া উঠিল।৩

হে রাজন্! পরস্পরের হত্যানিরত সেই সৈন্যগণের ভয়াবহ রোমাঞ্চকর তুমুল সংগ্রাম যমের রাজ্য বাড়াইতে লাগিল।৪

সূর্য্য তখন পশ্চিমাকাশে নামিয়া পড়িয়াছেন। হস্তী, অশ্ব ও রথারোহী এবং পদাতিক সৈন্য-সমূহের সেই সম্মিলিত সংগ্রাম দেবাসুরের সংগ্রামের ন্যায় হইয়াছিল।৫

তাহারা পরস্পরের উপর ঝাঁপাইয়া পড়িল, পরস্পরকে প্রহার করিতে লাগিল, ভূতল হইতে এত ধূলি উত্থিত হইল যে, কিছুই আর দেখা যাইল না।৬

সৈন্যসমুত্থ ধূলায় আচ্ছন্ন হইয়া পক্ষীরাও ভূতলে পতিত হইতে লাগিল। পরস্পর সংসক্ত শরজালে সূর্য্যও আচ্ছাদিত হইয়া পড়িলেন।৭

জগদ্বিখ্যাত বীরগণ ধনুক ধারণ করিয়া বাম ও দক্ষিণে শরক্ষেপণ করিতে করিতে ধাবিত হইতে লাগিলেন। তাঁহাদের পৃষ্ঠদেশে স্বর্ণ-খচিত ধনুকগুলি পরস্পর সংসক্ত হইতে লাগিল। তাহাতে আকাশে যেন জোনাকীর ঝাঁক মিলিত

সংরব্ধাঃ সমরে রাজন্ নিজঘ্নুরিতরেতরম্।
নিঘ্নন্তঃ সমরেঽন্যোন্যং শূরান্ পরিঘবাহবঃ ॥১১
ন শেকুরভিসংরব্ধাঃ শূরান্ কর্ত্তুং পরাঙ্মুখান্।
কৃত্তোত্তরোষ্ঠং সুনসং কৃত্তকেশমলঙ্কৃতম্ ॥১২
অদৃশ্যত শিরশ্ছিন্নং রজোধ্বস্তং সকুণ্ডলম্।
অদৃশ্যংস্তত্র গাত্রাণি শরৈশ্ছিন্নানি ভাগশঃ ॥১৩
শালস্কন্ধনিকাশানি ক্ষত্রিয়াণাং মহামৃধে।
নাগভোগনিকাশৈশ্চ বাহুভিশ্চন্দনোক্ষিতৈঃ ॥১৪
আস্তীর্ণা বসুধা ভাতি শিরোভিশ্চ সকুণ্ডলৈঃ।
রথিনাং রথিভিশ্চাত্র সম্প্রহারোঽভ্যবর্ত্তত ॥১৫

সাদিভিঃ সাদিনাং চাপি পদাতীনাং পদাতিভিঃ।
উপাশাম্যদ্ রজো ভৌমং রুধিরেণ প্রসর্পতা ॥১৬

কশ্মলং চাবিশদ্ ঘোরং নির্ম্মর্য্যাদমবর্ত্তত।
(যুধিষ্ঠিরোঽপি ধর্ম্মাত্মা ভ্রাতৃভিঃ সহিতস্তদা।
ব্যূহং কৃত্বা বিরাটস্য অযুধ্যত পাণ্ডবঃ ॥
আত্মানং শ্যেনবৎ কৃত্বা তুণ্ডমাসীদ্ যুধিষ্ঠিরঃ।
পক্ষৌ যমৌ চ ভবতঃ পুচ্ছমাসীদ্ বৃকোদরঃ ॥

দ্বিসহস্রং রথান্ বীরঃ পরলোকং প্রবেশয়ৎ।
নকুলস্ত্রিশতং জঘ্নে সহদেবশ্চতুঃশতম্ ॥)

উপাবিশন্ গুরুষ্মন্তঃ শরৈর্গাঢ়ং প্রবেজিতাঃ।
অন্তরিক্ষে পত্রিভির্যেষাং দর্শনং চাপ্যরুধ্যত ॥১৭

তে ঘ্নন্তঃ সমরেঽন্যোন্যং শূরাঃ পরিঘবাহবঃ।
ন শেকুরভিসংরব্ধাঃ শূরান্ কর্ত্তুং পরাঙ্মুখান্ ॥১৮

হইয়াছে, এইরূপ দেখা গেল।৮-৯

রথ রথের সহিত, পদাতি পদাতির সহিত, অশ্বারোহী অশ্বারোহীর সহিত এবং হস্তী হস্তীর সহিত সংঘর্ষে লিপ্ত হইল। হে রাজন্! তাহারা কুপিত হইয়া সংগ্রামে পরস্পরকে তরবারি, প্রাস, পট্টিশ, শক্তি ও তোমর দ্বারা আঘাত করিতে লাগিল। পরিঘতুল্য বাহুশালী বীরগণ সক্রোধে পরস্পরকে আঘাত করিয়াও, বীর প্রতিপক্ষদিগকে সংগ্রামে পরাঙ্মুখ করিতে পারিল না। উত্তম নাসিকাযুক্ত, ছিন্নকেশ, কুণ্ডলালঙ্কৃত ছিন্ন-মস্তক ধূলায় লুণ্ঠিত হইতে দেখা গেল—যাহার উপরের ওষ্ঠ কাটিয়া উড়িয়া গিয়াছে।১০-১৩

সেই মহাযুদ্ধে ক্ষত্রিয় বীরগণের শালস্কন্ধসদৃশ দেহসমূহ শরাঘাতে ছিন্ন ও খণ্ড খণ্ড হইতে দেখা যাইল। মহানাগসদৃশ চন্দনার্দ্রলিপ্ত বাহু ও কুণ্ডলালঙ্কৃত মস্তকে বসুধা আস্তীর্ণ হইল। রথীর সহিত রথীর, অশ্বারোহীর সহিত অশ্বারোহীর এবং পদাতির সহিত পদাতির যুদ্ধ হইতে লাগিল। প্রবাহিত রুধির-ধারায় ভূতলের ধূলি প্রশমিত হইল।১৪-১৬

একটা ভয়ানক নিষ্ঠুরতা আবিষ্ট হইল এবং তাহা যেন ক্রমেই সীমা ছাড়াইয়া উঠিতে লাগিল।

(পাণ্ডুনন্দন ধর্ম্মাত্মা যুধিষ্ঠিরও তখন বিরাট-রাজার চারিদিকে ব্যূহ রচনা করিয়া যুদ্ধ করিতে লাগিলেন।

সেই ব্যূহের আকৃতি শ্যেনবৎ করিয়া যুধিষ্ঠির তাহার মুখ হইলেন, নকুল ও সহদেব দুইটি পক্ষ এবং ভীম হইলেন তাহার পুচ্ছ।

কুন্তীপুত্র যুধিষ্ঠির সহস্র সৈন্য সংহার করিলেন। সর্ব্বশস্ত্রধারীর শ্রেষ্ঠ বীর ভীমসেন ক্রুদ্ধ হইয়া দুই সহস্র রথীকে পরলোকে প্রেরণ করিলেন। নকুল তিনশত ও সহদেব চারিশত রথীর প্রাণ হরণ করিলেন।)

শতানীকঃ শতং হত্বা বিশালাক্ষশ্চতুঃশতম্।
প্রবিষ্টৌ মহতীং সেনাং ত্রিগর্ত্তানাং মহারথৌ ॥১৯

তৌ প্রবিষ্টৌ মহাসেনাং বলবন্তৌ মনস্বিনৌ।
আর্চ্ছেতাং বহুসংরব্ধৌ কেশাকেশি রথারথিঃ ॥২০

লক্ষয়িত্বা ত্রিগর্ত্তানাং তৌ প্রবিষ্টৌ রথব্রজম্।
অগ্রতঃ সূর্য্যদত্তশ্চ মদিরাক্ষশ্চ পৃষ্ঠতঃ ॥২১

বিরাটস্তত্র সংগ্রামে হত্বা পঞ্চশতান্ রথান্।
হয়ানাঞ্চ শতান্যষ্টৌ হত্বা পঞ্চ মহারথান্ ॥২২

চরন্ স বিবিধান্ মার্গান্ রথেন রথসত্তমঃ।
ত্রিগর্ত্তানাং সুশর্ম্মাণমাচ্ছেদ্ রুক্মরথং রণে ॥২৩

তৌ ব্যবাহরতাং তত্র মহাত্মানৌ মহাবলৌ।
অন্যোন্যমভিগর্জন্তৌ গোষ্ঠেষু বৃষভাবিব ॥২৪

ততো রাজা ত্রিগর্ত্তানাং সুশর্ম্মা যুদ্ধদুর্মদঃ।
মৎস্যং সমায়াদ্ রাজানং দ্বৈরথেন নরর্ষভঃ ॥২৫

ততো রথাভ্যাং রথিনৌ ব্যতীয়তুরমর্ষণৌ।
শরান্ ব্যসৃজতাং শীঘ্রং তোয়ধারা ঘনা ইব ॥২৬

অন্যোন্যং চাপি সংরব্ধৌ বিচেরতুরমর্ষণৌ।
কৃতাস্ত্রৌ নিশিতৈর্বাণৈরাসশক্তিগদাভৃতৌ ॥২৭

ততো রাজা সুশর্ম্মাণং বিব্যাধ দশভিঃ শরৈঃ।
পঞ্চভিঃ পঞ্চভিশ্চাস্য বিব্যাধ চতুরো হয়ান্ ॥২৮

পক্ষিগণ শরজালে অত্যন্ত উদ্বেজিত হইয়া বসিয়া রহিল, আকাশে যাহাদের গতি তাহাদের দর্শনও শরজালে অবরুদ্ধ হইল।১৭

পরিঘতুল্য বাহুশালী সেই বীরগণ যুদ্ধে পরস্পরকে প্রহার করিয়াও প্রতিপক্ষীয় বীরদিগকে পরাঙ্মুখ করিতে পারিলেন না।১৮

মহারথ শতানীক একশত ও মহারথ বিশালাক্ষ চারিশত সৈন্য বধ করিয়া উভয়েই ত্রিগর্ত্তের বিশাল বাহিনীর মধ্যে ঢুকিয়া পড়িলেন।১৯

সেই বলবান্ ও নির্ভীকচিত্ত বীরদ্বয় সেই বিশাল বাহিনীর মধ্যে প্রবেশ করিয়া কেশাকেশি (পরস্পর কেশ ধরিয়া যুদ্ধ) ও রথারথি (রথে রথে যুদ্ধ) যুদ্ধের সম্মুখীন হইলেন।২০

তাঁহারা দুই জনে ত্রিগর্ত্তসেনার রথসমূহের মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়াছেন দেখিয়া সূর্য্যদত্ত অগ্রবর্ত্তী ও মদিরাক্ষ পশ্চাদ্‌বর্ত্তী হইলেন।২১

সেই যুদ্ধে বিরাটরাজা পাঁচশত রথ ধ্বংস করিয়া আটশত অশ্ব ও পাঁচটী মহারথ বীরকে হত্যা করিলেন।২২

উত্তম রথী বিরাট রথারোহণে নানা পথে ভ্রমণ করিতে করিতে কাঞ্চনময় রথে আরূঢ় ত্রিগর্ত্তের রাজা সুশর্ম্মার সম্মুখীন হইলেন।২৩

মহা উৎসাহী ও মহাবলশালী তাঁহারা উভয়ে সেই রণক্ষেত্রে হুঙ্কার ছাড়িতে ছাড়িতে পরস্পরের প্রতি গোষ্ঠমধ্যে বৃষভদ্বয়ের ন্যায় ব্যবহার করিতে লাগিলেন।২৪

তারপর রণোন্মত্ত পুরুষপ্রবীর ত্রিগর্ত্তরাজ সুশর্ম্মা মৎস্যরাজের সহিত দ্বৈরথযুদ্ধে অবতীর্ণ হইলেন।২৫

তারপর অতি ক্রোধী দুই রথী রথে রথে পরস্পর মিলিত হইলেন এবং জলধারাবর্ষী মেঘের ন্যায় শরবর্ষণ আরম্ভ করিলেন।২৬

অস্ত্রবিদ্যায় শিক্ষিত শাণিত বাণসহ অসি, শক্তি ও গদাধারী তাঁহারা উভয়ে পরস্পরের প্রতি সংক্রুদ্ধ ও অসহিষ্ণু হইয়া বিচরণ করিতে লাগিল।২৭

তারপর বিরাটরাজা সুশর্ম্মাকে দশটী বাণ দ্বারা বিদ্ধ করিলেন এবং পাঁচ পাঁচটী বাণ দ্বারা চারিটী অশ্বকে বিদ্ধ করিলেন।২৮

তথৈব মৎস্যরাজানং সুশর্ম্মা যুদ্ধদুর্ম্মদঃ।
পঞ্চাশতা শিতৈর্বাণৈর্বিব্যাধ পরমাস্ত্রবিৎ ॥২৯
ততঃ সৈন্যং মহারাজ মৎস্যরাজ-সুশর্ম্মণোঃ।
নাভ্যজানাৎ তদান্যোন্যং সৈন্যেন রজসাবৃতম্ ॥৩০

উত্তম অস্ত্রবিদ্ সমরোন্মত্ত সুশর্ম্মাও সেইরূপ পঞ্চাশটী শাণিত বাণ দ্বারা মৎস্যরাজকে বিদ্ধ করিল।২৯

হে মহারাজ জনমেজয়! তারপরে মৎস্য-রাজের ও সুশর্ম্মার সৈন্যগণ সৈন্যোত্থিত ধূলি-রাশিতে আচ্ছন্ন হইয়া পরস্পরকে চিনিতে পারিল না।৩০

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং বিরাটপর্ব্বণি গোহরণপর্ব্বণি দক্ষিণগোগ্রহে বিরাট-সুশর্ম্মযুদ্ধে দ্বাত্রিংশোঽধ্যায়ঃ ॥৩২

শ্রীমন্মহর্ষিবেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্র সংহিতা মহাভারতের বিরাটপর্ব্বান্তর্গত গোহরণপর্ব্বে বিরাট ও সুশর্ম্মারযুদ্ধবিষয়ক দ্বাত্রিংশ অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।৩২

ত্রয়স্ত্রিংশোঽধ্যায়ঃ।

[পাণ্ডবানাং প্রযত্নেন সুশর্ম্মসমীপতো বিরাটস্য মুক্তিলাভঃ, ভীমহস্তেন সুশর্ম্মণো নিগ্রহঃ, যুধিষ্ঠিরকৃপয়া মুক্তিশ্চ।]

বৈশম্পায়ন উবাচ।

তমসাভিপ্লুতে লোকে রজসা চৈব ভারত।
অতিষ্ঠন্ বৈ মুহূর্ত্তং তু ব্যূঢ়ানীকাঃ প্রহারিণঃ ॥১

ততোঽন্ধকারং প্রণুদন্নুদতিষ্ঠত চন্দ্রমাঃ।
কুর্ব্বাণো বিমলাং রাত্রিং নন্দয়ন্ ক্ষত্রিয়ান্ যুধি ॥২

ততঃ প্রকাশমাসাদ্য পুনর্যুদ্ধমবর্ত্তত।
ঘোররূপং ততস্তে স্ম নাবৈক্ষন্ত পরস্পরম্ ॥৩
ততঃ সুশর্ম্মা ত্রৈগর্ত্তঃ সহ ভ্রাত্রা যবীয়সা।
অভ্যদ্রবন্মৎস্যরাজং রথব্রাতেন সর্ব্বশঃ ॥৪
ততো রথাভ্যাং প্রস্কন্দ্য ভ্রাতরৌ ক্ষত্রিয়র্ষভৌ।
গদাপাণী সুসংরব্ধৌ সমভ্যদ্রবতাং রথান্ ॥৫

ত্রয়স্ত্রিংশ অধ্যায়।

[পাণ্ডবগণের চেষ্টায় সুশর্ম্মার হাত হইতে বিরাটের মুক্তিলাভ, ভীমের হস্তে সুশর্ম্মার নিগ্রহ ও যুধিষ্ঠিরের কৃপায় মুক্তি।]

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—ভারত! সেই সময় ধূলায় ও অন্ধকারে জগৎ আচ্ছন্ন হওয়ায় সুসজ্জিত সৈন্যসহ যোদ্ধৃবৃন্দ কিছুক্ষণের জন্য চুপ করিয়া রহিলেন।১

তারপর অন্ধকার দূর করিয়া চন্দ্রের উদয় হইলে রাত্রি নির্ম্মল হইল এবং তখন ক্ষত্রিয়গণ আবার যুদ্ধের অবকাশ পাইয়া আনন্দিত হইল।২

তারপর আলোক পাইয়া পুনরায় ভয়ানক যুদ্ধ আরম্ভ হইল। তাহাতে তাহারা পরস্পর পরস্পরকে দেখিতে পাইল না।৩

তারপর সুশর্ম্মা নিজ কনিষ্ঠভ্রাতা ও ত্রিগর্ত্তদেশীয় সৈন্যবৃন্দের সহিত রথপুঞ্জ লইয়া চারিদিক হইতে মৎস্যরাজের দিকে ধাবিত হইল।৪

(মত্তাবিব বৃষাবেতৌ গজাবিব মদোদ্ধতৌ।
সিংহাবিব গজ-গ্রাহৌ শক্রবৃত্রাবিবোত্থিতৌ ॥
উভৌ তুল্যবলোৎসাহাবুভৌ তুল্যপরাক্রমৌ।
উভৌ তুল্যাস্ত্রবিদুষাবুভৌ যুদ্ধবিশারদৌ ॥)
তথৈব তেষাং তু বলানি তানি
ক্রুদ্ধান্যথান্যোন্যমভিদ্রবন্তি।
গদাসিখড়্গৈশ্চ পরশ্বধৈশ্চ
প্রাসৈশ্চ তীক্ষ্ণাগ্রসুপীতধারৈঃ ॥৬

বলং তু মৎস্যস্য বলেন রাজা
সর্বং ত্রিগর্তাধিপতিঃ সুশর্মা।
প্রমথ্য জিত্বা চ প্রসহ্য মৎস্যং
বিরাটমোজস্বিনমভ্যধাবৎ ॥৭

তারপর সেই ক্ষত্রিয়বীর দুই ভ্রাতা অতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া রথ হইতে লাফাইয়া পড়িল এবং গদা হস্তে লইয়া প্রতিপক্ষের রথগুলির দিকে ধাবিত হইল।৫

(ইহারা দুইজনে যেন মত্ত বৃষভদ্বয়, যেন মদমত্ত দুই হস্তী, যেন হস্তীকে আক্রমণ করিতে উদ্যত দুই সিংহ, যেন যুদ্ধোদ্যত ইন্দ্র ও বৃত্র।

দুইজনেরই বল, উৎসাহ ও পরাক্রম সমান। দুই জনেই সমান অস্ত্রবিশারদ এবং দুইজনেই সমান সংগ্রামদক্ষ।)

উভয়পক্ষের সেই সৈন্যগণও ক্রুদ্ধ হইয়া গদা, অসি, খড়্গ, পরশু এবং তীক্ষ্ণাগ্র ও সুক্ষ্মধারযুক্ত প্রাস লইয়া পরস্পরের প্রতি ধাবিত হইল।৬

ত্রিগর্ত্তাধিপতি রাজা সুশর্ম্মা মৎস্যরাজের সমস্ত সৈন্যকে বলে প্রপীড়িত ও পরাজিত করিয়া সহসা তেজস্বী মহারাজ বিরাটের প্রতি ধাবিত হইল।৭

তৌ নিহত্য পৃথগ্ ধুর্য্যাবুভৌ তৌ পার্ষ্ণিসারথী।
বিরথং মৎস্যরাজানং জীবগ্রাহমগৃহ্নতাম্ ॥৮
তমুন্মথ্য সুশর্মাথ যুবতীমিব কামুকঃ।
স্যন্দনং স্বং সমারোপ্য প্রযযৌ শীঘ্রবাহনঃ ॥৯
তস্মিন্ গৃহীতে বিরথে বিরাটে বলবত্তরে।
প্রাদ্রবন্ত ভয়ান্মৎস্যাস্ত্রিগর্তৈরর্দিতা ভৃশম্ ॥১০
তেষু সন্ত্রস্যমানেষু কুন্তীপুত্রো যুধিষ্ঠিরঃ।
প্রত্যভাষন্মহাবাহুং ভীমসেনমরিন্দমম্ ॥১১
মৎস্যরাজঃ পরামৃষ্টস্ত্রিগর্তেন সুশর্মণা।
তং মোচয় মহাবাহো ন গচ্ছেদ্ দ্বিষতাং বশম্ ॥১২
উষিতাঃ স্ম সুখং সর্বে সর্বকামৈঃ সুপূজিতাঃ।
ভীমসেন ত্বয়া কার্য্যা তস্য বাসস্য নিষ্কৃতিঃ ॥১৩

তাহারা দুই ভ্রাতা পৃথক্ পৃথক্ ভাবে রথবাহী অশ্ব, পৃষ্ঠরক্ষক ও সারথিকে বধ করিয়া রথহীন মৎস্যরাজকে জীবিত অবস্থায় ধরিয়া ফেলিল।৮

তারপর সুশর্ম্মা তাঁহাকে নিপীড়িত করিয়া, কামুক যেমন যুবতীকে লইয়া প্রস্থান করে, সেইরূপ নিজরথে তুলিয়া লইয়া দ্রুতবেগে প্রস্থান করিতে লাগিল।৯

সেই অতিবলবান্ বিরাটরাজা রথহীন হইয়া শত্রুহস্তে ধৃত হইলে, ত্রিগর্ত্তসৈন্যের দ্বারা অত্যন্ত উৎপীড়িত মৎস্যদেশীয় সৈন্যগণ ভয়ে পলায়ন করিতে লাগিল।১০

তাহারা সন্ত্রস্ত হইলে কুন্তিপুত্র যুধিষ্ঠির শত্রুদমনকারী মহাবাহু ভীমসেনকে বলিলেন।১১

যুধিষ্ঠির বলিলেন,—হে মহাবাহো। মৎস্যরাজ ত্রিগর্ত্তাধিপতি সুশর্ম্মার হস্তে ধৃত হইয়াছে,

ভীমসেন উবাচ।

অহমেনং পরিত্রাস্যে শাসনাৎ তব পার্থিব।
পশ্য মে সুমহৎ কর্ম যুধ্যতঃ সহ শত্রুভিঃ ॥১৪

স্ববাহুবলমাশ্রিত্য তিষ্ঠ ত্বং ভ্রাতৃভিঃ সহ।
একান্তমাশ্রিতো রাজন্ পশ্য মেঽদ্য পরাক্রমম্ ॥১৫

সুস্কন্ধোঽয়ং মহাবৃক্ষো গদারূপ ইব স্থিতঃ।
অহমেনমপারুজ্য দ্রাবয়িষ্যামি শাত্রবান্ ॥১৬

বৈশম্পায়ন উবাচ।

তং মত্তমিব মাতঙ্গং বীক্ষমাণং বনস্পতিম্।
অব্রবীদ্ ভ্রাতরং বীরং ধর্মরাজো যুধিষ্ঠিরঃ ॥১৭

মা ভীম সাহসং কার্ষীস্তিষ্ঠত্বেষ বনস্পতিঃ।
মা ত্বং বৃক্ষেণ কর্মাণি কুর্বাণমতিমানুষম্ ॥১৮

জনাঃ সমববুধ্যেরন্ ভীমোঽয়মিতি ভারত।
অন্যদেবায়ুধং কিঞ্চিৎ প্রতিপদ্যস্ব মানুষম্ ॥১৯

চাপং বা যদি বা শক্তিং নিস্ত্রিংশং বা পরশ্বধম্।
যদেব মানুষং ভীম ভবেদন্যৈরলক্ষিতম্ ॥২০

তদেবায়ুধমাদায় মোক্ষয়াশু মহীপতিম্।
যমৌ চ চক্ররক্ষৌ তে ভবিতারৌ মহাবলৌ ॥২১

সহিতাঃ সমরে তত্র মৎস্যরাজং পরীপ্সত।

বৈশম্পায়ন উবাচ।

এবমুক্তস্তু বেগেন ভীমসেনো মহাবলঃ ॥২২
গৃহীত্বা তু ধনুঃ শ্রেষ্ঠং জবেন সুমহাজবঃ।
ব্যমুঞ্চচ্ছরবর্ষাণি সতোয় ইব তোয়দঃ ॥২৩

তং ভীমো ভীমকর্মাণং সুশর্মাণমথাদ্রবৎ।
বিরাটং সমবীক্ষ্যৈনং তিষ্ঠ তিষ্ঠেতি চাবদৎ ॥২৪

তাঁহাকে মুক্ত কর। তিনি যেন শত্রুর বশীভূত না হইয়া পড়েন।১২

আমরা সকলে সর্ব্বপ্রকার যাঁহার দ্বারা সম্মানিত হইয়া সুখে বাস করিয়াছি। ভীম! তুমি সেই বাসের ঋণ পরিশোধ কর।১৩

ভীম বলিলেন,—রাজন্! আপনার আদেশে আমি ইঁহাকে রক্ষা করিব। শত্রুবর্গের সহিত যুদ্ধে আমার গুরুতর কার্য্য দেখুন।১৪

আপনি ভ্রাতৃবর্গের সহিত নিজ বাহুবল অবলম্বন করিয়া একপ্রান্তে অবস্থান করুন এবং আমার পরাক্রম দেখুন।১৫

গদার ন্যায় আকৃতিবিশিষ্ট সুন্দর কাণ্ডযুক্ত এই যে বিশাল বৃক্ষটি রহিয়াছে, আমি ইহাকে উৎপাটিত করিয়া শত্রুগণকে তাড়াইয়া দিতেছি।১৬

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—বীর ভ্রাতা ভীমকে মত্ত-হস্তীর ন্যায় বৃক্ষটি নিরীক্ষণ করিতে দেখিয়া ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির বলিলেন।১৭

যুধিষ্ঠির বলিলেন,—ভীম! তুমি সাহসের কার্য্য করিও না, এই বৃক্ষ থাকুক বৃক্ষদ্বারা অতিমানবীয় কর্ম্ম করিলে লোকে তোমাকে 'এই ভীম' বলিয়া চিনিয়া না ফেলে। সুতরাং তুমি মানবোচিত অন্য কোন অস্ত্র গ্রহণ কর।১৮-১৯

হে ভীম! ধনুক, শক্তি, খড়্গ বা পরশু—যাহা কিছু মানবের যোগ্য অস্ত্র, অন্যের লক্ষ্য না করিবার মত সেই অস্ত্র লইয়াই তুমি সত্বর রাজাকে মুক্ত কর।২০

মহাবলশালী নকুল ও সহদেব তোমার চক্ররক্ষক হইবে। সকলে মিলিত হইয়া যুদ্ধে মৎস্যরাজকে উদ্ধার করিতে চেষ্টা কর।২১

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—মহাবেগ ও মহাবলশালী ভীমসেন এইরূপ আদিষ্ট হইয়া, উৎকৃষ্ট ধনুক গ্রহণপূর্ব্বক জলপূর্ণ মেঘের বারি বর্ষণের ন্যায় মহাবেগে অজস্র শরবর্ষণ আরম্ভ করিলেন।২২-২৩

সুশর্মা চিন্তয়ামাস কালান্তকযমোপমম্ ।
তিষ্ঠ তিষ্ঠেতি ভাষন্তং পৃষ্ঠতো রথপুঙ্গবঃ ।
পশ্যতাং সুমহৎ কর্ম মহদ্ যুদ্ধমুপস্থিতম্ ॥২৫
পরাবৃত্তো ধনুর্গৃহ্য সুশর্মা ভ্রাতৃভিঃ সহ ।
নিমেষান্তরমাত্রেণ ভীমসেনেন তে রথাঃ ॥২৬
রথানাঞ্চ গজানাঞ্চ বাজিনাঞ্চ সসাদিনাম্ ।
সহস্রশতসঙ্ঘাতাঃ শূরাণামগ্রধন্বিনাম্ ॥২৭
পাতিতা ভীমসেনেন বিরাটস্য সমীপতঃ ।
পত্তয়ো নিহতাস্তেষাং গদাং গৃহ্য মহাত্মনা ॥২৮
তদ্ দৃষ্ট্বা তাদৃশং যুদ্ধং সুশর্মা যুদ্ধদুর্মদঃ ।
চিন্তয়ামাস মনসা কিং শেষং হি বলস্য মে ।
অপরো দৃশ্যতে সৈন্যে পুরা মগ্নো মহাবলে ॥২৯

আকর্ণপূর্ণেন তদা ধনুষা প্রত্যদৃশ্যত ।
সুশর্মা সায়কাংস্তীক্ষ্ণান্ ক্ষিপতে চ পুনঃ পুনঃ ॥৩০
ততঃ সমস্তাস্তে সর্বে তুরগানভ্যচোদয়ন্ ।
দিব্যমস্ত্রং বিকুর্বাণাস্ত্রিগর্তান্ প্রত্যমর্ষণাঃ ॥৩১
তান্ নিবৃত্তরথান্ দৃষ্ট্বা পাণ্ডবান্ সা মহাচমূঃ ।
বৈরাটিঃ পরমক্রুদ্ধো যুযুধে পরমাদ্ভুতম্ ॥৩২
সহস্রমবধীৎ তত্র কুন্তীপুত্রো যুধিষ্ঠিরঃ ।
ভীমঃ সপ্ত সহস্রাণি যমলোকমদর্শয়ৎ ॥৩৩
নকুলশ্চাপি সপ্তৈব শতানি প্রাহিণোচ্ছরৈঃ ।
শতানি ত্রীণি শূরাণাং সহদেবঃ প্রতাপবান্ ॥৩৪
যুধিষ্ঠিরসমাদিষ্টো নিজঘ্নে পুরুষর্ষভঃ ।
ততোঽভ্যপতদত্যুগ্রঃ সুশর্মাণমুদায়ুধঃ ॥৩৫

অনন্তর ভীম সেই ভীমকর্মা সুশর্মার দিকে ধাবিত হইলেন এবং বিরাটরাজার দিকে লক্ষ্য রাখিয়া, উঁহাকে 'দাঁড়াও' 'দাঁড়াও' বলিয়া ডাক দিলেন।২৪

পশ্চাদ্‌ভাগে প্রলয়কালে সংহারোদ্যত কৃতান্তের ন্যায় ভীমকে 'তিষ্ঠ', 'তিষ্ঠ' বলিতে শুনিয়া, উত্তম রথী সুশর্মা চিন্তা করিলেন—আমার এই দুষ্কর কার্য্য যাহারা দেখিতেছিল, তাহাদের দেখিতে দেখিতেই আবার সমক্ষেই মহাযুদ্ধ উপস্থিত হইল।২৫

সুশর্মা ধনুক ধারণ করিয়া ভ্রাতাদের সহিত পশ্চাতে ফিরিল। নিমেষের মধ্যেই ভীমসেন সেই সমস্ত রথ এবং অশ্বারোহী সহ শত শত সহস্র সহস্র রথ, অশ্ব, হস্তী ও অত্যুগ্র ধনুর্দ্ধর বীরকে বিরাটরাজার সমীপেই নিপাতিত করিলেন এবং গদা ধারণ করিয়া তাহাদের পদাতিবৃন্দকে সংহার করিলেন।২৬-২৮

রণোন্মত্ত সুশর্মা তাদৃশ যুদ্ধ দর্শন করিয়া মনে মনে চিন্তা করিল, আমার সৈন্যের আর কত অবশিষ্ট আছে? দেখা যাইতেছে ভ্রাতা ত' মহাবলশালী সৈন্যমধ্যে পূর্ব্বেই অদৃশ্য হইয়া গিয়াছে।২৯

তখন সুশর্মাকে আকর্ণপূর্ণ ধনুক আকর্ষণ করিতে দেখা গেল। তিনি পুনঃপুনঃ তীক্ষ্ণ তীক্ষ্ণ শরসমূহ নিক্ষেপ করিতে লাগিল।৩০

তারপর ক্রোধান্বিত ভীম প্রভৃতি সকলে সম্মিলিত হইয়া দিব্য অস্ত্র নিক্ষেপ করিতে করিতে ত্রিগর্ত্তসৈন্যের দিকে অশ্বচালনা করিলেন।৩১

পাণ্ডবগণকে রথ ফিরাইতে দেখিয়া সেই বিশাল বাহিনী এবং বিরাটরাজার পুত্র পরম ক্রুদ্ধ হইয়া অতি অদ্ভুতভাবে যুদ্ধ করিতে লাগিল।৩২

সেই যুদ্ধে কুন্তীপুত্র যুধিষ্ঠির সহস্র সৈন্য সংহার করিলেন। ভীম সাতহাজার সৈন্যকে যমালয় দর্শন করাইলেন।৩৩

হত্বা তাং মহতীং সেনাং ত্রিগর্তানাং মহারথঃ।
ততো যুধিষ্ঠিরো রাজা ত্বরমাণো মহারথঃ ॥৩৬

অভিপত্য সুশর্ম্মাণং শরৈরভ্যাহনদ্ ভৃশম্।
সুশর্ম্মাপি সুসংরব্ধস্ত্বরমাণো যুধিষ্ঠিরম্ ॥৩৭

অবিধ্যন্নবভির্বাণৈশ্চতুর্ভিশ্চতুরো হয়ান্।
ততো রাজন্নাশুকারী কুন্তীপুত্রো বৃকোদরঃ ॥৩৮

সমাসাদ্য সুশর্ম্মাণমশ্বানস্য ব্যপোথয়ৎ।
পৃষ্ঠগোপাংশ্চ যস্যাথ হত্বা পরমসায়কৈঃ ॥৩৯

অথাস্য সারথিং ক্রুদ্ধো রথোপস্থাদপাতয়ৎ।
চক্ররক্ষশ্চ শূরো বৈ মদিরাক্ষোঽভিবিশ্রুতঃ ॥৪০

সমায়াদ্ বিরথং দৃষ্ট্বা ত্রিগর্তং প্রাহরৎ তদা।
ততো বিরাটঃ প্রস্কন্দ্য রথাদথ সুশর্ম্মণঃ ॥৪১

গদাং তস্য পরামৃশ্য তমেবাভ্যদ্রবদ্ বলী।
স চচার গদাপাণির্বৃদ্ধোঽপি তরুণো যথা ॥৪২

পলায়মানং ত্রৈগর্তং দৃষ্ট্বা ভীমোঽভ্যভাষত।
রাজপুত্র নিবর্তস্ব ন তে যুক্তং পলায়নম্ ॥৪৩

অনেন বীর্য্যেণ কথং গাস্ত্বং প্রার্থয়সে বলাৎ।
কথং চানুচরাংস্ত্যক্ত্বা শত্রুমধ্যে বিষীদসি ॥৪৪

ইত্যুক্তঃ স তু পার্থেন সুশর্ম্মা রথযূথপঃ।
তিষ্ঠ তিষ্ঠেতি ভীমং স সহসাঽভ্যদ্রবদ্ বলী ॥৪৫

ভীমস্তু ভীমসঙ্কাশো রথাৎ প্রস্কন্দ্য পাণ্ডবঃ।
প্রাদ্রবৎ তূর্ণমব্যগ্রো জীবিতেপ্সুঃ সুশর্ম্মণঃ ॥৪৬

তং ভীমসেনো ধাবন্তমভ্যধাবত বীর্য্যবান্।
ত্রিগর্তরাজমাদাতুং সিংহঃ ক্ষুদ্রমৃগং যথা ॥৪৭

যুধিষ্ঠিরের আদেশে নকুলও শরপ্রহারে সাতশত সৈন্যকে যমলোকে প্রেরণ করিলেন এবং প্রতাপশালী পুরুষশ্রেষ্ঠ সহদেব তিনশত বীরের প্রাণ সংহার করিলেন। তারপর মহারথ যুধিষ্ঠির ত্রিগর্ত্তের সেই বিপুল সৈন্য সংহার করিয়া উগ্রমূর্ত্তি ধারণপূর্ব্বক অস্ত্র উত্তোলন করত সুশর্ম্মার প্রতি ধাবিত হইলেন।

তারপর মহারথ যুধিষ্ঠির সুশর্ম্মার নিকট উপস্থিত হইয়াই অতি তীব্রভাবে শরাঘাত করিতে লাগিলেন। সুশর্ম্মাও কুপিত হইয়া দ্রুতবেগে যুধিষ্ঠিরকে নয়টি বাণে এবং চারি বাণে চারিটি অশ্বকে বিদ্ধ করিলেন। হে জনমেজয়! তারপর ক্ষিপ্রকারী কুন্তীপুত্র বৃকোদর সুশর্ম্মার নিকটবর্ত্তী হইয়া তাহার অশ্বগুলিকে চূর্ণ করিলেন এবং তাহার পৃষ্ঠরক্ষীদিগকেও উত্তম বাণদ্বারা বধ করিলেন।৩৬-৩৯

তাহার সারথিকে রথ হইতে নিপাতিত করিলেন। বিখ্যাত বীর সেনাপতি (অথবা চক্ররক্ষায় নিযুক্ত) মদিরাক্ষ ত্রিগর্ত্তরাজকে রথহীন দেখিয়া ছুটিয়া আসিল এবং তাহাকে প্রহার করিল। তারপর বলবান্ বিরাটরাজা সুশর্ম্মার রথ হইতে লাফাইয়া পড়িয়া তাহারই গদা ধরিয়া তাহার প্রতিই ধাবিত হইলেন এবং তিনি বৃদ্ধ হইয়াও গদা হস্তে লইয়া যুবকের ন্যায় বিচরণ করিতে লাগিলেন।৪০-৪২

ত্রিগর্ত্তরাজকে পলায়ন করিতে দেখিয়া ভীম বলিলেন,—রাজপুত্র! প্রত্যাবর্ত্তন কর, পলায়ন করা তোমার উচিত নয়।৪৩

এই বীরত্ব লইয়া তুমি বলপূর্ব্বক গোধন লইতে ইচ্ছা কর কেমন করিয়া? কিরূপেই বা অনুচরগণকে শত্রুমধ্যে পরিত্যাগ করিয়া অবসন্ন হইয়া পড়িতেছ?৪৪

ভীমকর্ত্তৃক এইরূপ ভর্ৎসিত হইয়া রথযূথাধিপতি বলবান্ সুশর্ম্মা সহসা "থাম্ থাম্" বলিয়া ভীমের প্রতি ধাবিত হইল।৪৫

পাণ্ডুনন্দন ভীম উগ্রমূর্ত্তি হইয়া রথ হইতে

অভিদ্রুত্য সুশর্মাণং কেশপক্ষে পরামৃশৎ।
সমুদ্যম্য তু রোষাৎ তং নিষ্পিপেষ মহীতলে ॥৪৮

পদা মূর্ধ্নি মহাবাহুঃ প্রাহরদ্ বিলপিষ্যতঃ।
তস্য জানুং দদৌ ভীমো জঘ্নে চৈনমরত্নিনা ॥
স মোহমগমদ্ রাজা প্রহারবরপীড়িতঃ ॥৪৯

তস্মিন্ গৃহীতে বিরথে ত্রিগর্ত্তানাং মহারথে।
অভজ্যত বলং সর্বং ত্রৈগর্ত্তং তদ্ ভয়াতুরম্ ॥৫০

নিবর্ত্য গাস্ততঃ সর্বাঃ পাণ্ডুপুত্রা মহারথাঃ।
অবজিত্য সুশর্মাণং ধনং চাদায় সর্বশঃ ॥৫১

স্ববাহুবলসম্পন্না হ্রীনিষেবা যতব্রতাঃ।
বিরাটস্য মহাত্মানঃ পরিক্লেশবিনাশনাঃ ॥৫২

স্থিতাঃ সমক্ষং তে সর্বে অথ ভীমোহভ্যভাষত ॥৫৩

নায়ং পাপসমাচারো মত্তো জীবিতুমর্হতি।
কিং তু শক্যং ময়া কর্ত্তুং যদ্ রাজা সততং ঘৃণী ॥৫৪

গলে গৃহীত্বা রাজানমানীয় বিবশং বশম্।
তত এনং বিচেষ্টন্তং বদ্ধা পার্থো বৃকোদরঃ ॥৫৫

রথমারোপয়ামাস বিসংজ্ঞং পাংশুগুণ্ঠিতম্।
অভ্যেত্য রণমধ্যস্থমভ্যগচ্ছদ্ যুধিষ্ঠিরম্ ॥৫৬

দর্শয়ামাস ভীমস্তু সুশর্মাণং নরাধিপম্।
প্রোবাচ পুরুষব্যাঘ্রো ভীমমাহবশোভিনম্ ॥৫৭

তং রাজা প্রাহসদ্ দৃষ্ট্বা মুচ্যতাং বৈ নরাধমঃ।
এবমুক্তোহব্রবীদ্ ভীমঃ সুশর্মাণং মহাবলম্ ॥৫৮

দ্রুতবেগে লাফাইয়া পড়িয়া সুশর্ম্মার জীবন-হরণের ইচ্ছায় অতিশয় ব্যগ্র হইয়া ধাবিত হইলেন।৪৬

ক্ষুদ্র মৃগকে ধরিতে উদ্যত সিংহের ন্যায় বীর্য্যবান্ ভীমসেন ধাবিত সুশর্ম্মাকে ধরিবার জন্য দ্রুত ধাবিত হইলেন এবং দৌড়াইয়া গিয়া সুশর্ম্মাকে কেশপাশে ধরিয়া ফেলিলেন ও ক্রোধে তাঁহাকে উত্তোলিত করিয়া ধরাতলে নিষ্পেষিত করিলেন।৪৭-৪৮

মহাবাহু ভীম তাহার বিলাপ করিবার পূর্ব্বেই তাহার মস্তকে পদাঘাত করিলেন এবং তাঁহার উপর জানু দিয়া মুষ্টিদ্বারা প্রহার করিলেন। সেই গুরুতর প্রহারে পীড়িত হইয়া রাজা সুশর্ম্মা মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িল।৪৯

ত্রিগর্ত্তের মহারথ রাজা সুশর্ম্মা রথহীন হইয়া ধৃত হইলে ত্রিগর্ত্তদেশীয় সমস্ত সৈন্য ভয়ে পীড়িত হইয়া ছত্রভঙ্গ হইয়া পড়িল।৫০

তারপর সুশর্ম্মাকে পরাজিত করিয়া সমস্ত গরুগুলিকে ফিরাইয়া আনিয়া, সমস্ত ধন গ্রহণ করিয়া বাহুবলশালী, দৃঢ়ব্রত, বিরাটরাজার ক্লেশবিনাশক মহামতি মহারথ পাণ্ডবগণ সকলে লজ্জান্বিত হইয়া বিরাটরাজার সমক্ষে অবস্থান করিলেন।৫১-৫৩

অনন্তর ভীম বলিলেন,—এই পাপাচারী আমার কাছে জীবন পাইতে পারে না। কিন্তু আমি কি করিতে পারি—রাজা যে সর্ব্বদাই দয়ালু।৫৪

রাজা সুশর্ম্মা ধূলি-সমাচ্ছন্ন, সংজ্ঞাহীন ও অবশ হইয়া ছটফট করিতেছিলেন। কুন্তীর পুত্র ভীমসেন তাঁহাকে গলায় ধরিয়া বশীভূত করিয়া বন্ধন করিলেন।৫৫

তারপর রথে চড়াইয়া বনস্থলের মধ্যে অবস্থিত যুধিষ্ঠিরের নিকট উপস্থিত হইলেন এবং রাজা সুশর্ম্মাকে দেখাইলেন। তখন পুরুষশ্রেষ্ঠ রাজা যুধিষ্ঠির যুদ্ধবিজয়ী ভীমকে দেখিয়া হাসিলেন এবং বলিলেন,—"নরাধমকে ছাড়িয়া দাও।" তখন ভীম সুশর্ম্মাকে বলিতে লাগিলেন।৫৬-৫৮

ভীম উবাচ।

জীবিতুং চেচ্ছসে মূঢ় হেতুং মে গদতঃ শৃণু।
দাসোঽস্মীতি ত্বয়া বাচ্যং সংসৎসু চ সভাসু চ ॥৫৯

এবং তে জীবিতং দদ্যামেষ যুদ্ধজিতো বিধিঃ।
তমুবাচ ততো জ্যেষ্ঠো ভ্রাতা সপ্রণয়ং বচঃ ॥৬০

ভীম বলিলেন,—মূঢ়! যদি বাঁচিতে ইচ্ছা কর, তবে তাহার উপায় বলিতেছি শ্রবণ কর। তুমি সভায় ও জনসমবায়ে সর্ব্বত্রই নিজেকে দাস বলিয়া পরিচয় দিবে।৫৯

ইহা হইলে তোমাকে জীবনদান করিব। যুদ্ধজয়ীর নিকট ইহাই নিয়ম। জ্যেষ্ঠভ্রাতা যুধিষ্ঠির তখন তাঁহাকে সস্নেহ বাক্য বলিলেন।৬০

যুধিষ্ঠির উবাচ।

মুঞ্চ মুঞ্চাধমাচারং প্রমাণং যদি তে বয়ম্।
দাসভাবং গতো হ্যেষ বিরাটস্য মহীপতেঃ ॥
অদাসো গচ্ছ মুক্তোঽসি মৈবং কার্ষীঃ কদাচন ॥৬১

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং বিরাটপর্ব্বণি গোহরণপর্ব্বণি দক্ষিণগোগ্রহে ত্রয়স্ত্রিংশোঽধ্যায়ঃ ॥৩৩

যুধিষ্ঠির বলিলেন,—যদি তুমি আমাদিগকে মান্য কর, তবে এই অধমাচারীকে ছাড়িয়া দাও। এ বিরাটরাজার দাসত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে। সুশর্ম্মাকে বলিলেন,—তুমি মুক্ত হইলে, তুমি আর দাস নও। তুমি চলিয়া যাও। আর কখনও এরূপ করিও না।৬১

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিত মহাভারতের বিরাটপর্বান্তর্গত গোহরণপর্বে দক্ষিণ গো-গ্রহে ত্রয়স্ত্রিংশ অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।৩৩

চতুস্ত্রিংশোঽধ্যায়ঃ।

[বিরাটস্য পাণ্ডবান্ প্রতি সম্মানপ্রদর্শনম্, যুধিষ্ঠিরেণ বিরাটরাজস্যাভিনন্দনম্, রাজ্যমধ্যে রাজ্ঞো জয়ঘোষণা চ।]

বৈশম্পায়ন উবাচ।

এবমুক্তে তু সব্রীড়ঃ সুশর্ম্মাসীদধোমুখঃ।
স মুক্তোঽভ্যেত্য রাজানমভিবাদ্য প্রতস্থিবান্ ॥১

বিসৃজ্য তু সুশর্ম্মাণং পাণ্ডবাস্তে হতদ্বিষঃ।
স্ববাহুবলসম্পন্না হ্রীনিষেবা যতব্রতাঃ ॥২

সংগ্রামশিরসো মধ্যে তাং রাত্রিং সুখিনোঽবসন্
ততো বিরাটঃ কৌন্তেয়ানতিমানুষবিক্রমান্।
অর্চয়ামাস বিত্তেন মানেন চ মহারথান্ ॥৩

বিরাট উবাচ।

যথৈব মম রত্নানি যুষ্মাকং তানি বৈ তথা।
কার্য্যং কুরুত বৈ সর্বে যথাকামং যথাসুখম্ ॥৪

চতুস্ত্রিংশ অধ্যায়।

[বিরাট কর্ত্তৃক পাণ্ডবদের প্রতি সম্মান প্রদর্শন, যুধিষ্ঠির কর্ত্তৃক বিরাটরাজার অভিনন্দন ও রাজ্যমধ্যে রাজার জয়ঘোষণা।]

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—এইরূপ বলিলে সুশর্ম্মা লজ্জায় অধোমুখ হইয়া রহিল এবং মুক্তি পাইয়া রাজার নিকটে আসিয়া অভিবাদন পূর্ব্বক প্রস্থান করিল।১

সুশর্ম্মাকে বিদায় দিয়া বাহুবলশালী শত্রুবধকারী দৃঢ়ব্রত, লজ্জানম্র পাণ্ডব রণস্থলের সম্মুখভাগেই

দদাম্যলঙ্কৃতাঃ কন্যা বসূনি বিবিধানি চ।
মনসশ্চাপ্যভিপ্রেতং যুদ্ধে শত্রুনিবর্হণাঃ ॥৫
যুষ্মাকং বিক্রমাদদ্য মুক্তোঽহং স্বস্তিমানিহ।
তস্মাদ্ ভবন্তো মৎস্যানামীশ্বরাঃ সর্ব এব হি ॥৬

বৈশম্পায়ন উবাচ।

তথেতিবাদিনং মৎস্যং কৌরবেয়াঃ পৃথক্ পৃথক্।
ঊচুঃ প্রাঞ্জলয়ঃ সর্বে যুধিষ্ঠিরপুরোগমাঃ ॥৭
প্রতিনন্দাম তে বাক্যং সর্বং চৈব বিশাম্পতে।
এতেনৈব প্রতীতাঃ স্ম যৎ ত্বং মুক্তোঽদ্য শত্রুভিঃ ॥৮
ততোঽব্রবীৎ প্রীতমনা মৎস্যরাজো যুধিষ্ঠিরম্।
পুনরেব মহাবাহুর্বিরাটো রাজসত্তমঃ ॥৯
এহি ত্বামভিষেক্ষ্যামি মৎস্যরাজস্তু নো ভবান্ ॥১০
মনসশ্চাপ্যভিপ্রেতং যথেষ্টং ভুবি দুর্লভম্।
তৎ তেঽহং সম্প্রদাস্যামি সর্বমর্হতি নো ভবান্ ॥১১
রত্নানি গাঃ সুবর্ণঞ্চ মণিমুক্তমথাপি চ।
বৈয়াঘ্রপদ্য বিপ্রেন্দ্র সর্বথৈব নমোঽস্তু তে ॥১২
ত্বৎকৃতে হ্যদ্য পশ্যামি রাজ্যং সন্তানমেব চ।
যতশ্চ জাতসংরম্ভো ন চ শত্রুবশং গতঃ ॥১৩

ততো যুধিষ্ঠিরো মৎস্যং পুনরেবাভ্যভাষত।
প্রতিনন্দামি তে বাক্যং মনোজ্ঞং মৎস্য ভাষসে ॥১৪

সেই রাত্রি সুখে বাস করিলেন। তারপর বিরাটরাজা অমানুষিক বিক্রমশালী মহারথ পাণ্ডবগণকে ধন ও সম্মান দিয়া অর্চনা করিলেন।২-৩

বিরাট বলিলেন,—রাজ্যের এই ধনরত্ন যেমন আমার, তেমনি আপনাদেরও। আপনারা সকলে ইচ্ছামত এবং যাহাতে আপনাদের আনন্দ হয়, সেইরূপ কার্য্য করুন।৪

যুদ্ধে শত্রুসংহারকারিগণ! অলঙ্কৃতা কন্যাসমূহ, নানাবিধ ধন এবং যাহা আপনাদের মনের অভিপ্রেত তাহা দিতেছি। আপনাদের পরাক্রমেই আমি আজ মুক্ত ও স্বস্তিযুক্ত হইয়াছি। সুতরাং আপনারা সকলেই মৎস্যদেশের অধীশ্বর।৬

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—মৎস্যরাজ সেইরূপে এই সমস্ত কথা বলিলে যুধিষ্ঠির প্রভৃতি সকলেই কৃতাঞ্জলি হইয়া একে একে বলিলেন—।৭

হে রাজন্! আপনার সমস্ত বাক্যকে আমরা অভিনন্দিত করিতেছি। আপনি যে শত্রুর কবল হইতে মুক্ত হইয়াছেন—ইহাতেই আমরা আনন্দিত হইয়াছি।৮

তারপর রাজশ্রেষ্ঠ মৎস্যরাজ মহাবাহু বিরাট প্রীতিচিত্ত হইয়া যুধিষ্ঠিরকে পুনরায় বলিলেন,—আসুন আপনাকে অভিষিক্ত করিব, আপনিই আমাদের মৎস্যদেশের রাজা।৯-১০

যাহা মনের অভিপ্রেত, যাহা জগতে দুর্লভ, তাহা আমি ইচ্ছানুসারে প্রদান করিব। আপনি আমার সমস্ত বস্তুই পাইবার যোগ্য।১১

হে বৈয়াঘ্রপদ্যগোত্রীয় ব্রাহ্মণপ্রবর! আপনি সর্ব্বপ্রকারেই আমার রত্ন, গো, হিরণ্য, মণিমুক্তা প্রভৃতি সমস্ত পাইবার যোগ্য। আপনাকে প্রণাম করি।১২

আপনার জন্যই অদ্য রাজ্য ও সন্তান-সন্ততি দেখিতে পাইতেছি এবং নিগৃহীত ও পরাভূত হইয়াও শত্রুর বশীভূত হই নাই।১৩

তখন যুধিষ্ঠির পুনরায় মৎস্যরাজকে বলিলেন,—আপনার বাক্যকে আমরা অভিনন্দিত করি। মৎস্যরাজ! আপনি চমৎকার কথা বলিতেছেন।১৪

আনৃশংস্যপরো নিত্যং সুসুখী সততং ভব।
(বৈশম্পায়ন উবাচ।
পুনরেব বিরাটশ্চ রাজা কঙ্কমভাষত।
অহো সূদস্য কর্মাণি বল্লবস্য দ্বিজোত্তম।
সোঽহং সূদেন সংগ্রামে বল্লবেনাভিরক্ষিতঃ॥

ত্বৎকৃতে সর্বমেবৈতদুপপন্নং মমানঘ।
বরং বৃণীষ্ব ভদ্রং তে ব্রূহি কিং করবাণি তে॥

দদামি তে মহাপ্রীত্যা রত্নান্যুচ্চাবচানি চ।
শয়নাসনযানানি কন্যাশ্চ সমলঙ্কৃতাঃ॥

হস্ত্যশ্বরথসঙ্ঘাশ্চ রাষ্ট্রাণি বিবিধানি চ।
এতানি চ মম প্রীত্যা প্রতিগৃহ্ণীষ্ব সুব্রত॥

আপনি নিয়ত দয়াপরায়ণ হইয়া সর্ব্বদা উত্তম সুখভোগ করুন।

(বৈশম্পায়ন বলিলেন,—বিরাটরাজা পুনরায় কঙ্ককে বলিলেন,—হে বিপ্রবর! পাচক বল্লবের কি আশ্চর্য্য কার্য্যাবলী! পাচক বল্লব আমাকে সংগ্রামে রক্ষা করিয়াছে।

হে অনঘ! আপনার জন্যই আমার এ সমস্ত ঘটিয়াছে। আপনি বর লউন, আপনার মঙ্গল হউক, বলুন—আমি আপনার কি করিব?

মহানন্দে আপনাকে নানাবিধ রত্ন, যান-বাহন, শয্যা, আসন, অলঙ্কৃত কন্যাসমূহ, হস্তী অশ্বরথবৃন্দ ও নানা রাজ্য দান করিতেছি। হে সুব্রত! আপনি আমার প্রীতির জন্য এই সমস্ত গ্রহণ করুন।

তিনি সেইরূপ বলিলে যুধিষ্ঠির প্রত্যুত্তরে তাঁহাকে বলিলেন,—আমার একমাত্র আনন্দ যে, আপনি শত্রুহস্ত হইতে মুক্ত হইয়াছেন।

তং তথাবাদিনং তত্র কৌরব্যঃ প্রত্যভাষত।
এবৈব তু মম প্রীতির্যৎ ত্বং মুক্তোঽসি শত্রুভিঃ॥
প্রতীতশ্চ পুরং তুষ্টঃ প্রবেক্ষ্যসি তথানঘ।
দারৈঃ পুত্রৈশ্চ সংশ্লিষ্য সা হি প্রীতির্মমাতুলা॥)
গচ্ছন্তু দূতাস্ত্বরিতং নগরং তব পার্থিব॥১৫

সুহৃদাং প্রিয়মাখ্যাতুং ঘোষয়ন্তু চ তে জয়ম্।
ততস্তদ্বচনান্মৎস্যো দূতান্ রাজা সমাদিশৎ॥১৬

আচক্ষধ্বং পুরং গত্বা সংগ্রামবিজয়ং মম।
কুমার্য্যঃ সমলঙ্কৃত্য পর্য্যাগচ্ছন্তু মে পুরাৎ॥১৭

বাদিত্রাণি চ সর্বাণি গণিকাশ্চ স্বলঙ্কৃতাঃ।
এতাং চাজ্ঞাং ততঃ শ্রুত্বা রাজ্ঞা মৎস্যেন নোদিতাঃ।
তামাজ্ঞাং শিরসা কৃত্বা প্রস্থিতা হৃষ্টমানসাঃ॥১৮

আপনি সন্তুষ্ট ও আনন্দিত হইয়া এবং দারাপত্যবর্গসহ সংশ্লিষ্ট হইয়া রাজপুরী মধ্যে প্রবেশ করিবেন—তাহাই আমার অতুলনীয় আনন্দ হইবে।)

রাজন্! আপনার দূতগণ ত্বরান্বিত হইয়া বন্ধুবর্গের নিকট প্রিয়সংবাদ দিবার জন্য নগরে গমন করুক এবং আপনার জয় ঘোষণা করুক।

তারপর মৎস্যরাজ তাঁহার কথা অনুসারে দূতগণকে আদেশ করিলেন।১৫-১৬

"পুরীমধ্যে গমন করিয়া আমার যুদ্ধজয়ের কথা ঘোষণা কর। সর্ব্বপ্রকার বাদ্য, অলঙ্কৃতা কন্যাগণ ও অলঙ্কৃতা গণিকাগণ আমার নগর হইতে আগমন করুক।" তারপর এই আদেশ শ্রবণ করিয়া মৎস্যরাজপ্রেরিত দূতগণ সেই আদেশ শিরোধার্য্য করত আনন্দিত-চিত্তে প্রস্থান করিল।১৭-১৮

তে গত্বা তত্র তাং রাত্রিমথ সূর্য্যোদয়ং প্রতি।
বিরাটস্য পুরাভ্যাসে দূতা জয়মঘোষয়ন্ ॥১৯

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং বিরাটপর্ব্বণি গোহরণপর্ব্বণি দক্ষিণগোগ্রহে বিরাটজয়ঘোষে চতুস্ত্রিংশোঽধ্যায়ঃ ॥৩৪

সেই দূতগণ সেই রাত্রিটুকু চলিয়া সূর্য্যোদয়ের সময়ে নগরের নিকটে গিয়া বিরাটরাজার জয় ঘোষণা করিল।১৯

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের বিরাটপর্ব্বান্তর্গত গোহরণপর্ব্বে দক্ষিণ গোগ্রহে বিরাটরাজার জয়ঘোষণায় চতুস্ত্রিংশ অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।৩৪

পঞ্চত্রিংশোঽধ্যায়ঃ।

[কৌরবাণাম্ উত্তরদিশি বিরাটরাজস্য গোধনহরণম্, যুদ্ধং কর্ত্তুং রাজকুমারায় উত্তরায় গোপাধ্যক্ষস্য উৎসাহদানঞ্চ।]

যাতে ত্রিগর্ত্তান্ মৎস্যে তু পশূংস্তান্ বৈ পরীপ্সতি।
দুর্য্যোধনঃ সহামাত্যো বিরাটমুপয়াদথ ॥১

ভীষ্মো দ্রোণশ্চ কর্ণশ্চ কৃপশ্চ পরমাস্ত্রবিৎ।
দ্রৌণিশ্চ সৌবলশ্চৈব তথা দুঃশাসনঃ প্রভো ॥২

বিবিংশতির্বিকর্ণশ্চ চিত্রসেনশ্চ বীর্য্যবান্
দুর্ম্মুখো দুঃশলশ্চৈব যে চৈবান্যে মহারথাঃ ॥৩

এতে মৎস্যানুপাগম্য বিরাটস্য মহীপতেঃ।
ঘোষান্ বিদ্রাব্য তরসা গোধনং জহ্রুরোজসা ॥৪

ষষ্টিং গবাং সহস্রাণি কুরবঃ কালয়ন্তি চ
মহতা রথবংশেন পরিবার্য্য সমন্ততঃ ॥৫

গোপালানাং তু ঘোষস্য হন্যতাং তৈর্মহারথৈঃ।
আরাবঃ সুমহানাসীৎ সম্প্রহারে ভয়ঙ্করে ॥৬

গোপাধ্যক্ষো ভয়ত্রস্তো রথমাস্থায় সত্বরঃ।
জগাম নগরায়ৈব পরিক্রোশংস্তদার্ত্তবৎ ॥৭

স প্রবিশ্য পুরং রাজ্ঞো নৃপবেশ্মাভ্যয়াৎ ততঃ।
অবতীর্য্য রথাৎ তূর্ণমাখ্যাতুং প্রবিবেশ হ ॥৮

পঞ্চত্রিংশ অধ্যায়।

[কৌরবগণকর্ত্তৃক উত্তরদিকে বিরাটরাজার গোধন-হরণ এবং গোপাধ্যক্ষকর্ত্তৃক রাজকুমার উত্তরকে যুদ্ধের জন্য উৎসাহদান।]

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—বিরাটরাজা সেই গোধন উদ্ধারার্থে ত্রিগর্ত্তসেনার অভিমুখে প্রস্থান করিলে, এই অবসরে দুর্য্যোধন অমাত্যবর্গ-সহ বিরাটনগরে উপস্থিত হইলেন।১

ভীষ্ম, দ্রোণ, কর্ণ, উত্তমাস্ত্রবিৎ কৃপাচার্য্য, অশ্বত্থামা, শকুনি, দুঃশাসন, বিবিংশতি, বিকর্ণ, বীর্য্যবান্ চিত্রসেন, দুর্ম্মুখ, দুঃশাসন এবং আরও অন্যান্য মহারথগণ—ইঁহারা মৎস্যদেশে উপনীত হইয়া বলপ্রয়োগে বিরাটরাজার গোপগণকে বিতাড়িত করিয়া বলপূর্ব্বক গোধন হরণ করিলেন।২-৪

কৌরবগণ ষাটিহাজার গরুকে বিশাল এক রথব্যূহদ্বারা চারিদিকে বেষ্টিত করিয়া লইয়া চলিলেন।৫

সেই ভয়ানক যুদ্ধে সেই মহারথগণকর্ত্তৃক প্রহৃত গোষ্ঠস্থ গোপালকগণের মহাকোলাহল উত্থিত হইল।৬

দৃষ্ট্বা ভূমিঞ্জয়ং নাম পুত্রং মৎস্যস্য মানিনম্।
তস্মৈ তৎ সর্বমাচষ্ট রাষ্ট্রস্য পশুকর্ষণম্ ॥৯

ষষ্টিং গবাং সহস্রাণি কুরবঃ কালয়ন্তি তে।
তদ্ বিজেতুং সমুত্তিষ্ঠ গোধনং রাষ্ট্রবর্ধন ॥১০

রাজপুত্র হিতপ্রেপ্সুঃ ক্ষিপ্রং নির্যাহি চ স্বয়ম্।
ত্বাং হি মৎস্যো মহীপালঃ শূন্যপালমিহাকরোৎ॥ ১১

ত্বয়া পরিষদো মধ্যে শ্লাঘতে স নরাধিপঃ।
পুত্রো মমানুরূপশ্চ শূরশ্চেতি কুলোদ্বহঃ ॥১২

ইষ্বস্ত্রে নিপুণো যোধঃ সদা বীরশ্চ মে সুতঃ।
তস্য তৎ সত্যমেবাস্তু মনুষ্যেন্দ্রস্য ভাষিতম্ ॥১৩

আবর্তয় কুরূন্ জিত্বা পশূন্ পশুমতাং বর।
নির্দহৈষামনীকানি ভীমেন শরতেজসা ॥১৪

ধনুশ্চ্যুতৈ রুক্মপুঙ্খৈঃ শরৈঃ সন্নতপর্বভিঃ।
দ্বিষতাং ভিন্ধ্যনীকানি গজানামিব যূথপঃ ॥১৫

পাশোপধানাং জ্যাতন্ত্রীং চাপদণ্ডাং মহাস্বনাম্।
শরবর্ণাং ধনুর্বীণাং শত্রুমধ্যে প্রবাদয় ॥১৬

শ্বেতা রজতসঙ্কাশা রথে যুজ্যন্তু তে হয়াঃ।
ধ্বজঞ্চ সিংহং সৌবর্ণমুচ্ছ্রয়ন্তু তব প্রভো ॥১৭

রুক্মপুঙ্খাঃ প্রসন্নাগ্রা মুক্তা হস্তবতা ত্বয়া।
ছাদয়ন্তু শরাঃ সূর্য্যং রাজ্ঞাং মার্গনিরোধকাঃ ॥১৮

তখন গোপগণের অধ্যক্ষ ভয়ে সন্ত্রস্ত হইয়া আর্ত্তের ন্যায় চীৎকার করিতে করিতে রথে আরোহণপূর্ব্বক ত্বরান্বিত হইয়া নগরের দিকে ধাবিত হইল।৭

সে রাজপুরীতে প্রবেশ করিয়া তাহার পর রাজভবনে গমন করিল এবং সত্বর রথ হইতে অবতরণ করিয়া বলিবার জন্য প্রবেশ করিল।৮

ভূমিঞ্জয়নামক বিরাটরাজার এক মনস্বী পুত্রকে দেখিয়া তাঁহাকে রাজ্যের পশুহরণের সমস্ত কথা বলিতে লাগিল।৯

কৌরবগণ আপনার ষাটিহাজার গোধন হরণ করিয়া লইয়া যাইতেছে। হে রাষ্ট্রবর্দ্ধনকারী রাজপুত্র! আপনি সেই গোধন জয় করিয়া লইতে উদ্যত হউন।১০

হে রাজপুত্র! আপনি হিতলাভে ইচ্ছুক হইয়া সত্বর স্বয়ং নির্গত হউন। মৎস্যরাজ আপনাকে এই রক্ষকশূন্য নগরীর রক্ষক করিয়া গিয়াছেন।১১

রাজা বিরাট আপনার জন্য সর্ব্বদাই শ্লাঘা করিয়া বলেন যে, আমার এই পুত্র আমার অনুরূপ বীর এবং কুলশ্রেষ্ঠ।১২

আমার পুত্র বাণ ও অন্যান্য অস্ত্রে নিপুণ এবং বীর যোদ্ধা। সেই রাজার সেই উক্তি সত্য হউক।১৩

পশুধনে ধনবান্দিগের মধ্যে শ্রেষ্ঠ রাজকুমার! কৌরবদিগকে জয় করিয়া পশুগুলিকে ফিরাইয়া আনুন এবং ভয়ানক শরানলে উঁহাদের সৈন্যদিগকে দগ্ধ করুন।১৪

যূথপতি যেমন গজযূথকে বিদ্রাবিত করে, আপনি ধনুক হইতে নির্গত স্বর্ণময় মূল ও ক্রমসূক্ষ্ম পূর্ব্বযুক্ত শরজালে শত্রুসৈন্য বিদারিত করুন।১৫

শত্রুবর্গের মধ্যে পাশরূপ উপধান (পাশজ্যার প্রান্তবর্ত্তী ফাঁস, উপধান বীণার তার বাঁধিবার কীলক) জ্যা-রূপ তন্ত্রী, চাপরূপ দণ্ড ও বাণরূপ ধ্বনিযুক্ত মহাঘোষবতী ধনুকরূপ বীণা বাদিত করুন।১৬

রজততুল্য শুক্লবর্ণ অশ্বসমূহ আপনার রথে যোজিত হউক। হে প্রভাবশালী রাজপুত্র! আপনার স্বর্ণময় সিংহযুক্ত ধ্বজ উত্তোলন করা হউক।১৭

রণে জিত্বা কুরূন্ সর্ব্বান্ বজ্রপাণিরিবাসুরান্।
যশো মহদবাপ্য ত্বং প্রবিশেদং পুরং পুনঃ ॥১৯

ত্বং হি রাষ্ট্রস্য পরমা গতির্মৎস্যপতেঃ সুতঃ।
যথা হি পাণ্ডুপুত্রাণামর্জুনো জয়তাং বরঃ ॥২০

এবমেব গতির্নূনং ভবান্ বিষয়বাসিনাম্।
গতিমন্তো বয়ং ত্বস্য সর্ব্বে বিষয়বাসিনঃ ॥২১

আপনার নিপুণ হস্তে নিক্ষিপ্ত রাজবৃন্দের মার্গরোধকারী সুবর্ণময় মূলদেশ ও নির্ম্মল ফলকযুক্ত শরজাল সূর্য্যকে আচ্ছাদিত করুক।১৮

ইন্দ্র যেমন অসুর জয় করেন, আপনি সেইরূপ যুদ্ধে সমস্ত কৌরবদিগকে জয় করিয়া প্রভূত যশঃ লাভ করিয়া পুনরায় এই নগরীতে প্রবেশ করুন।১৯

আপনি মৎস্যদেশের রাজপুত্র, এই রাজ্যের পরম আশ্রয়। বিজয়ীদিগের শ্রেষ্ঠ অর্জ্জুন যেমন পাণ্ডুপুত্রদিগের অবলম্বন, আপনি সেইরূপ দেশবাসীদিগের অবলম্বন। দেশবাসী আমরা সকলে আজ (অসহায় নহি) নিশ্চয়ই সহায়যুক্ত।২০-২১

বৈশম্পায়ন উবাচ।

স্ত্রীমধ্য উক্তস্তেনাসৌ তদ্ বাক্যমভয়ঙ্করম্।
অন্তঃপুরে শ্লাঘমান ইদং বচনমব্রবীৎ ॥২২

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং বিরাটপর্ব্বণি গোহরণপর্ব্বণি উত্তর-গোগ্রহে গোপবাক্যে পঞ্চত্রিংশোঽধ্যায়ঃ ॥৩৫

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—স্ত্রীলোকদিগের মধ্যে গোপাধ্যক্ষ সেই অভয়দায়ক বাক্য বলায় রাজপুত্র উত্তর (ভূমিঞ্জয়) অন্তঃপুরমধ্যে আস্ফালন করিয়া এই কথা বলিতে লাগিলেন।২২

শ্রীমন্মহর্ষিবেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের বিরাটপর্ব্বান্তর্গত গোহরণপর্ব্বে উত্তরগোগ্রহে গোপবাক্য বিষয়ক পঞ্চত্রিংশ অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।৩৫

ষট্ত্রিংশোঽধ্যায়ঃ।

[রাজপুত্রেণ উত্তরেণ সারথেরনুসন্ধানে কৃতে সতি দ্রৌপদ্যাঃ সারথ্যায় বৃহন্নলায়া নামকীর্ত্তনঞ্চ।]

উত্তর উবাচ।

অদ্যাহমনুগচ্ছেয়ং দৃঢ়ধন্বা গবাং পদম্।
যদি মে সারথিঃ কশ্চিদ্ ভবেদশ্বেষু কোবিদঃ ॥১

তং ত্বহং নাবগচ্ছামি যো মে যন্তা ভবেন্নরঃ।
পশ্যধ্বং সারথিং ক্ষিপ্রং মম যুক্তং প্রয়াস্যতঃ ॥২

অষ্টাবিংশতিরাত্রং বা মাসং বা নূনমন্ততঃ।
যৎ তদাসীন্মহদ্ যুদ্ধং তত্র মে সারথির্হতঃ ॥৩

স লভেয়ং যদা ত্বন্যং হয়যানবিদং নরম্।
ত্বরাবানদ্য যাত্বাহং সমুচ্ছ্রিতমহাধ্বজম্ ॥৪

ষট্ত্রিংশ অধ্যায়।

[রাজপুত্র উত্তর সারথি সন্ধান করিতে থাকিলে দ্রৌপদী কর্ত্তৃক সারথ্যের জন্য বৃহন্নলার নাম নির্দ্দেশ।]

উত্তর বলিলেন,—অদ্য আমি দৃঢ় ধনুক ধারণ করিয়া গোধনের পশ্চাদনুসরণ করিতে পারি, যদি অশ্বচালনায় নিপুণ কেহ আমার সারথি হয়।১

সেরূপ কোন লোককে আমি জানি না, যে আমার সারথি হইতে পারে। আমি প্রস্থানোদ্যত, সত্বর আমার উপযুক্ত সারথি দেখুন।২

বিগাহ্য তৎ পরানীকং গজবাজিরথাকুলম্।
শস্ত্রপ্রতাপনির্ব্বীর্য্যান্ কুরূন্ জিত্বানয়ে পশূন্ ॥৫
দুর্য্যোধনং শান্তনবং কর্ণং বৈকর্ত্তনং কৃপম্।
দ্রোণঞ্চ সহ পুত্রেণ মহেষ্বাসান্ সমাগতান্ ॥৬
বিত্রাসয়িত্বা সংগ্রামে দানবানিব বজ্রভৃৎ।
অনেনৈব মুহূর্ত্তেন পুনঃ প্রত্যানয়ে পশূন্ ॥৭
শূন্যমাসাদ্য কুরবঃ প্রয়াস্যাদায় গোধনম্।
কিং নু শক্যং ময়া কর্ত্তুং যদহং তত্র নাভবম্ ॥৮
পশ্যেয়ুরদ্য মে বীর্য্যং কুরবস্তে সমাগতাঃ।
কিং নু পার্থোঽর্জ্জুনঃ সাক্ষাদয়মস্মান্ প্রবাধতে ॥৯

বৈশম্পায়ন উবাচ।

শ্রুত্বা তদর্জ্জুনো বাক্যং রাজ্ঞঃ পুত্রস্য ভাষতঃ।
অতীতসময়ে কালে প্রিয়াং ভার্য্যামনিন্দিতাম্ ॥১০

সর্ব্বশেষে আটাশ রাত্রি বা একমাস ধরিয়া যে যুদ্ধ হইয়াছিল, সেই যুদ্ধে আমার সারথি নিহত হইয়াছে।৩

সেই আমি যদি অশ্বগতিজ্ঞ অন্য লোক পাই, তবে আজ ত্বরিতগতিতে গমন করিয়া উল্লসিত বিশাল বিশাল ধ্বজাকীর্ণ হস্তী, অশ্ব ও রথসঙ্কুল শত্রুসৈন্য মধ্যে প্রবেশ পূর্ব্বক অস্ত্রবলে কৌরবদিগকে নির্ব্বীর্য্য ও পরাজিত করিয়া পশুগুলিকে আনয়ন করি।৪-৫

সমাগত মহাধনুর্দ্ধর দুর্য্যোধন, ভীষ্ম, সূর্য্যপুত্র কর্ণ, কৃপাচার্য্য ও সপুত্র দ্রোণাচার্য্যকে সংগ্রামে বজ্রধারী ইন্দ্র যেমন দানবদিগকে বিত্রাসিত করেন, সেইরূপ বিত্রাসিত করিয়া এই মুহূর্ত্তেই পুনরায় পশুগুলি প্রত্যানয়ন করি।৬-৭

কৌরবগণ অবসর পাইয়া গোধন লইয়া প্রস্থান করিতেছে, আমি আর কি করিতে পারি, আমি যে সেখানে ছিলাম না।৮

সমাগত সেই কৌরবগণ অদ্য আমার বীরত্ব

দ্রুপদস্য সুতাং তন্বীং পাঞ্চালীং পাবকাত্মজাম্।
সত্যার্জ্জবগুণোপেতাং ভর্ত্তুঃ প্রিয়হিতে রতাম্ ॥১১
উবাচ রহসি প্রীতঃ কৃষ্ণাং সর্ব্বার্থকোবিদঃ।
উত্তরং ব্রূহি কল্যাণি ক্ষিপ্রং মদ্বচনাদিদম্ ॥১২
অয়ং বৈ পাণ্ডবস্যাসীৎ সারথিঃ সম্মতো দৃঢ়ঃ।
মহাযুদ্ধেষু সংসিদ্ধঃ স তে যন্তা ভবিষ্যতি ॥১৩

বৈশম্পায়ন উবাচ।

তস্য তদ্ বচনং স্ত্রীষু ভাষতশ্চ পুনঃ পুনঃ।
ন সামর্ষত পাঞ্চালী বীভৎসোঃ পরিকীর্ত্তনম্ ॥১৪
অথৈনমুপসঙ্গম্য স্ত্রীমধ্যাৎ সা তপস্বিনী।
ব্রীড়মানেব শনকৈরিদং বচনমব্রবীৎ ॥১৫
যোঽসৌ বৃহদ্বারণাভো যুবা সুপ্রিয়দর্শনঃ।
বৃহন্নলেতি বিখ্যাতঃ পার্থস্যাসীৎ স সারথিঃ ॥১৬

দর্শন করিবে। সাক্ষাৎ কুন্তীপুত্র অর্জ্জুনই কি আজ আমাদিগকে আক্রমণ করিতেছে?৯

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—আস্ফালনকারী রাজপুত্রের সেই কথা শুনিয়া, সর্ব্ববিষয়ে সুপণ্ডিত অর্জ্জুন তৎকালে প্রতিজ্ঞা-পূর্ত্তির সময় অতীত হওয়ায়, সত্য ও সরলতাগুণযুক্তা, পতির প্রিয় ও হিতকার্য্যে নিরতা, অনিন্দ্যসুন্দরী প্রিয়তমা ভার্য্যা পাবকাত্মজা দ্রুপদনন্দিনী পাঞ্চালীকে নির্জ্জনে প্রীত হইয়া বলিলেন,—হে কল্যাণি! তুমি রাজপুত্র উত্তরকে বল যে, "এই বৃহন্নলা পাণ্ডবদের সমাদৃত সারথি ছিল। অনেক বড় বড় যুদ্ধে সে খ্যাতিলাভ করিয়াছে। সে-ই তোমার সারথি হইবে"।১০-১৩

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—স্ত্রীলোকদিগের মধ্যে রাজপুত্র পুনঃপুনঃ সেই কথা বলিতেছিলেন। দ্রৌপদী তাঁহার মুখে সেই (নিজের সমকক্ষরূপে) অর্জ্জুনের নামোল্লেখ সহ্য করিতে পারিলেন না।১৪

অনন্তর নারীদের মধ্য হইতে দীনা দ্রৌপদী

ধনুষ্মনবরশ্চাসীৎ তস্য শিষ্যো মহাত্মনঃ।
দৃষ্টপূর্ব্বো ময়া বীর চরন্ত্যা পাণ্ডবান্ প্রতি ॥১৭

যদা তৎ পাবকো দাবমদহৎ খাণ্ডবং মহৎ।
অর্জ্জুনস্য তদানেন সংগৃহীতা হয়োত্তমাঃ ॥১৮

তেন সারথিনা পার্থঃ সর্বভূতানি সর্বশঃ।
অজয়ৎ খাণ্ডবপ্রস্থে ন হি যন্তাস্তি তাদৃশঃ ॥১৯

উত্তর উবাচ।

সৈরন্ধ্রি জানাসি তথা যুবানং
নপুংসকো নৈব ভবেদ্ যথাসৌ।
অহং ন শক্নোমি বৃহন্নলাং শুভে
বক্তুং স্বয়ং যচ্ছ হয়ান্ মমেতি বৈ ॥২০

দ্রৌপদ্যুবাচ।

যেয়ং কুমারী সুশ্রোণী ভগিনী তে যবীয়সী।
অস্যাঃ স বীর বচনং করিষ্যতি ন সংশয়ঃ ॥২১
যদি বৈ সারথিঃ স স্যাৎ কুরূন্ সর্বান্ ন সংশয়ঃ।
জিত্বা গাশ্চ সমাদায় ধ্রুবমাগমনং ভবেৎ ॥২২
এবমুক্তঃ স সৈরন্ধ্র্যা ভগিনীং প্রত্যভাষত।
গচ্ছ ত্বমনবদ্যাঙ্গি তামানয় বৃহন্নলাম্ ॥২৩
সা ভ্রাত্রা প্রেষিতা শীঘ্রমগচ্ছন্নর্তনাগৃহম্।
যত্রাস্তে স মহাবাহুশ্ছন্নঃ সত্রেণ পাণ্ডবঃ ॥২৪

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং বিরাটপর্বণি গোহরণপর্বণি উত্তরগোগ্রহে বৃহন্নলাসারথ্যকথনে ষট্‌ত্রিংশোঽধ্যায়ঃ ॥৩৬

উত্তরের নিকট আসিয়া লজ্জিতার ন্যায় ধীরে ধীরে এই কথা বলিলেন।১৫

ঐ যে হস্তীর ন্যায় বিশালকায় অতিশয় প্রিয়দর্শন বৃহন্নলা নামে বিখ্যাত যুবক রহিয়াছেন, উনি অর্জ্জুনের সারথি ছিলেন।১৬

ধনুর্ব্বিদ্যায় উনি সেই মহাত্মার উত্তম শিষ্য ছিলেন। হে বীর! আমি যখন পাণ্ডবগণের নিকটে থাকিতাম, তখন উঁহাকে দেখিয়াছি।১৭

যখন অগ্নি সুবিশাল খাণ্ডববন দগ্ধ করিয়াছিলেন, তখন উনি অর্জ্জুনের উত্তম অশ্বগুলিকে নিয়ন্ত্রিত করিয়াছিলেন।১৮

উঁহারই সারথ্যে অর্জ্জুন খাণ্ডবপ্রস্থে সমস্ত প্রাণীকে সর্ব্বতোভাবে জয় করিয়াছিলেন। তাঁহার ন্যায় সারথি আর নাই"।১৯

উত্তর বলিলেন,—সৈরন্ধ্রি! তুমি ইঁহাকে যেরূপ যুবক বলিয়া জান, তাহাতে এ ত' নপুংসক হইতে পারে না। হে কল্যাণি! আমি স্বয়ং বৃহন্নলাকে "আমার অশ্ব নিয়ন্ত্রণ কর" এ কথা বলিতে পারিব না।২০

দ্রৌপদী বলিলেন,—হে বীর! এই যে সুন্দরী কুমারী আপনার কনিষ্ঠা ভগিনী, ইঁহার কথা তিনি রক্ষা করিবেন—সন্দেহ নাই।২১

যদি তিনি সারথি হ'ন, তবে সমস্ত কৌরবগণকে জয় করিয়া গোধনসমূহ লইয়া আসা নিশ্চয় হইবে—ইহাতেও সন্দেহ নাই।২২

সৈরন্ধ্রী এইরূপ বলিলে উত্তর তাঁহার ভগিনীকে বলিলেন,—সুন্দরাঙ্গি! তুমি যাও, বৃহন্নলাকে লইয়া আইস।২৩

ভ্রাতার আদেশে সেই কুমারী শীঘ্রই নৃত্যশালায় গমন করিল—যেখানে মহাবাহু অর্জ্জুন ছদ্মবেশে প্রচ্ছন্ন হইয়া আছেন।২৪

শ্রীমন্মহর্ষিবেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের বিরাটপর্ব্বান্তর্গত গোহরণপর্ব্বে উত্তর-গোগ্রহপ্রসঙ্গে বৃহন্নলার সারথ্যকথনবিষয়ক ষট্‌ত্রিংশ অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।৩৬

সপ্তত্রিংশোঽধ্যায়ঃ।

[বৃহন্নলাং সারথিং কৃত্বা উত্তরস্য যুদ্ধযাত্রা।]

বৈশম্পায়ন উবাচ।

সা প্রাদ্রবৎ কাঞ্চনমাল্যধারিণী।
জ্যেষ্ঠেন ভ্রাত্রা প্রহিতা যশস্বিনী।
সুদক্ষিণা বেদিবিলগ্নমধ্যা
সা পদ্মপত্রাভনিভা শিখণ্ডিনী ॥১

তন্বী শুভাঙ্গী মণিচিত্রমেখলা
মৎস্যস্য রাজ্ঞো দুহিতা শ্রিয়াবৃতা।
তন্নর্তনাগারমরালপক্ষ্মা
শতহ্রদা মেঘমিবান্বপদ্যত ॥২

সা হস্তিহস্তোপমসংহিতোরুঃ
স্বনিন্দিতা চারুদতী সুমধ্যমা।
আসাদ্য তং বৈ বরমাল্যধারিণী
পার্থং শুভা নাগবধূরিব দ্বিপম্ ॥৩

সা রত্নভূতা মনসঃ প্রিয়াচিন্ত্যা
সুতা বিরাটস্য যথেন্দ্রলক্ষ্মীঃ।
সুদর্শনীয়া প্রমুখে যশস্বিনী
প্রীত্যাব্রবীদর্জুনমায়তেক্ষণা ॥৪

সুসংহতোরুং কনকোজ্জ্বলত্বচং
পার্থঃ কুমারীং স তদাভ্যভাষত।
কিমাগমঃ কাঞ্চনমাল্যধারিণি
মৃগাক্ষি কিং ত্বং ত্বরিতেব ভামিনি ॥
কিং তে মুখং সুন্দরি ন প্রসন্ন-
মাচক্ষ্ব তত্ত্বং মম শীঘ্রমঙ্গনে ॥৫

বৈশম্পায়ন উবাচ।

স তাং দৃষ্ট্বা বিশালাক্ষীং রাজপুত্রীং সখীং তথা।
প্রহসন্নব্রবীদ্ রাজন্ কিমাগমনমিত্যুত ॥৬

তমব্রবীদ্ রাজপুত্রী সমুপেত্য নরর্ষভম্।
প্রণয়ং ভাবয়ন্তী সা সখীমধ্য ইদং বচঃ ॥৭

সপ্তত্রিংশ অধ্যায়।

[বৃহন্নলাকে সারথি করিয়া উত্তরের যুদ্ধযাত্রা।]

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—ময়ূরপুচ্ছ ও সুবর্ণ-মাল্যালঙ্কৃতা, যজ্ঞের বেদিবৎ কৃশমধ্যা, লক্ষ্মীর ন্যায় রূপবতী, যশস্বিনী ও অতীব দাক্ষিণ্যবতী সেই রাজকন্যা জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার দ্বারা প্রেরিত হইয়া প্রস্থান করিল।

লাবণ্যমণ্ডিতা সেই মৎস্যরাজকন্যা কৃশাঙ্গী, তাহার অবয়বগুলি সুলক্ষণা, মণিময় উজ্জ্বল মেখলা, চোখের পাতার লোমগুলি বক্র, বিদ্যুৎ যেমন মেঘের মধ্যে প্রবেশ করে, রাজকন্যা সেইরূপ নৃত্যশালায় প্রবেশ করিল।১-২

তাহার উরুযুগল হস্তীর শুণ্ডের ন্যায় এবং সম্মিলিত দাঁতগুলি উজ্জ্বল ও সুগঠিত, কটিদেশ সুন্দর, সৌন্দর্য্যে কোন খুঁত নাই। রত্নস্বরূপিণী দেবরাজের রাজলক্ষ্মীর ন্যায় পরম সমাদৃতা, আয়তলোচনা, সুদর্শনা, চিত্তের প্রীতিকরী সেই বিরাটরাজকন্যা হস্তীর সম্মুখবর্ত্তিনী হস্তিনীর ন্যায় অর্জ্জুনের সম্মুখে উপস্থিত হইয়া সানন্দে তাঁহাকে বলিতে উদ্যত হইল।৩-৪

তখন সেই অর্জ্জুন সংহতোরু রাজকুমারীকে বলিলেন,—হে কাঞ্চনমাল্যধারিণি। হে হরিণ-লোচনে। তোমার কি জন্য আগমন? হে ভগিনি। তুমি যেন ত্বরান্বিতা, ইহা কিজন্য? হে সুন্দরি। হে শোভনাঙ্গ। তোমার মুখ অপ্রসন্ন কেন?৫

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—হে রাজন্। সেই সখীভাবাপন্না বিশাললোচনা রাজপুত্রীকে দেখিয়া অর্জ্জুন হাসিতে হাসিতে বলিলেন,—"কি জন্য আগমন?৬

গাবো রাষ্ট্রস্য কুরুভিঃ কাল্যন্তে নো বৃহন্নলে।
তা বিজেতুং মম ভ্রাতা প্রযাস্যতি ধনুর্ধরঃ ॥৮

নাচিরং নিহতস্তস্য সংগ্রামে রথসারথিঃ।
তেন নাস্তি সম সূতো যোঽস্য সারথ্যমাচরেৎ ॥৯

তস্মৈ প্রযতমানায় সারথ্যর্থং বৃহন্নলে।
আচচক্ষে হয়জ্ঞানে সৈরন্ধ্রী কৌশলং তব ॥১০

অর্জুনস্য কিলাসীস্ত্বং সারথির্দয়িতঃ পুরা।
ত্বয়াজয়ৎ সহায়েন পৃথিবীং পাণ্ডবর্ষভঃ ॥১১

সা সারথ্যং মম ভ্রাতুঃ কুরু সাধু বৃহন্নলে।
পুরা দূরতরং গাবো হ্রিয়ন্তে কুরুভির্হি নঃ ॥১২

রাজকন্যা সেই পুরুষশ্রেষ্ঠ অর্জ্জুনের সমীপবর্ত্তিনী হইয়া তাঁহার স্নেহ উদ্রেক করিয়া সখীগণমধ্যে এই কথা বলিল।৭

হে বৃহন্নলে! আমাদের রাজ্যের গোধনগুলিকে কৌরবগণ তাড়াইয়া লইয়া যাইতেছে। আমার ভ্রাতা ধনুকধারণ করত সেগুলিকে জয় করিয়া আনিতে যাইবেন।৮

তাঁহার রথের সারথি অল্পদিন হইল যুদ্ধে নিহত হইয়াছে। তাহার মত আর কোন সারথি নাই যে তাঁহার সারথ্য করিতে পারে।৯

বৃহন্নলে! তিনি সারথির জন্য চেষ্টা করিতেছিলেন, তখন সৈরন্ধ্রী তাঁহাকে অশ্বাবজ্ঞানে আপনার দক্ষতার কথা বলিয়াছে।১০

আপনি নাকি পূর্ব্বে অর্জ্জুনের প্রিয় সারথি ছিলেন। সেই পাণ্ডবপ্রবীর আপনার সহায়তায় পৃথিবী জয় করিয়াছিলেন।১১

হে বৃহন্নলে! সেই আপনি আমার ভ্রাতার সারথির কার্য্য উত্তমরূপে করুন। বিলম্ব হইলে কৌরবগণ আমাদের গোধনগুলিকে অতিদূরে লইয়া চলিয়া যাইবে।১২

অথৈতদ্ বচনং মেঽদ্য নিযুক্তা ন করিষ্যসি।
প্রণয়াদুচ্যমানা ত্বং পরিত্যক্ষ্যামি জীবিতম্ ॥১৩

এবমুক্তস্তু সুশ্রোণ্যা তথা সখ্যা পরন্তপঃ।
জগাম রাজপুত্রস্য সকাশমমিতৌজসঃ ॥১৪

তমাব্রজন্তং ত্বরিতং প্রভিন্নমিব কুঞ্জরম্।
অন্বগচ্ছদ্ বিশালাক্ষী গজংগজবধূরিব ॥১৫

দূরাদেব তু তাং প্রেক্ষ্য রাজপুত্রোঽভ্যভাষত।
ত্বয়া সারথিনা পার্থঃ খাণ্ডবেঽগ্নিমতর্পয়ৎ ॥১৬

পৃথিবীমজয়ৎ কৃৎস্নাং কুন্তীপুত্রো ধনঞ্জয়ঃ।
সৈরন্ধ্রী ত্বাং সমাচষ্টে সা হি জানাতি পাণ্ডবান্ ॥১৭

সংযচ্ছ মামকানশ্বাংস্তথৈব ত্বং বৃহন্নলে।
কুরুভির্যোৎস্যমানস্য গোধনানি পরীপ্সতঃ ॥১৮

আর যদি আমার প্রেরণায় ও স্নেহের দাবীতে অনুরুদ্ধ হইয়া আপনি আমার কথা রক্ষা না করেন, তবে আমি জীবন ত্যাগ করিব।১৩

সখী উত্তরাসুন্দরী এইরূপ বলিলে, শত্রুসন্তাপক অর্জ্জুন সেই অমিততেজস্বী রাজপুত্রের নিকট গমন করিলেন।১৪

মদস্রাবী হস্তীর ন্যায় সেই অর্জ্জুন দ্রুত গমন করিতে লাগিলে, গজানুগামিনী গজবধূর ন্যায় বিশাললোচনা রাজকন্যা তাঁহার অনুগমন করিল।১৫

রাজপুত্র বৃহন্নলাকে দেখিয়া দূর হইতেই বলিতে লাগিলেন—তোমার সহায়তায় অর্জ্জুন খাণ্ডবপ্রস্থে অগ্নিকে পরিতৃপ্ত করিয়াছিলেন এবং তোমারই সহায়তায় তিনি পৃথিবী জয় করিয়াছিলেন। সৈরন্ধ্রী তোমার পরিচয় দিয়াছে। সে ত' পাণ্ডবগণকে জানে।১৬-১৭

হে বৃহন্নলে! তুমি সেইরূপভাবে আমার অশ্বগুলিকে নিয়ন্ত্রিত কর। আমি গোধন উদ্ধারার্থে কৌরবগণের সহিত যুদ্ধ করিব।১৮

[মহাভারত—পঞ্চবিংশ

[নবমবর্ষ, আষাঢ় মাস, ১৩৭৭]

[প্রথম সংখ্যা— রথযাত্রা]

আর্য্যশাস্ত্র

শ্রীশ্রীসীতারামদাসওঙ্কারনাথপ্রবর্তিত

শ্রীমন্মহর্ষিবেদব্যাসপ্রণীতম্

মহাভারতম্

শ্রীহেমন্তকুমারতর্কতীর্থকৃতবঙ্গভাষানুবাদসহিতম্।

তৃতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার অন্তর্গত আঞ্চলিক ভাষার উন্নয়ন ও সমৃদ্ধিকল্পে মহামান্য সরকারমহোদয়ের অর্থানুকূল্যে এই পুস্তক সুলভমূল্যে দেওয়া সম্ভব হইতেছে।

* * *

যুগ্ম-সম্পাদক—

মহামহোপাধ্যায় শ্রীকালীপদতর্কাচার্য্য

শ্রীশ্রীজীবভট্টাচার্য্যন্যায়তীর্থ

বার্ষিক মূল্য সডাক ১৫·০০ টাকা।

[প্রতি সংখ্যা ১·৫০ টাকা]

স্বত্বাধিকারী ঃ—
শ্রীসত্যধর্ম্মপ্রচারসঙ্ঘ
(জয়গুরু সম্প্রদায়)

সহ-সম্পাদকসঙ্ঘ

শ্রীশ্যামাশঙ্কর বিদ্যাভূষণ
শ্রীনারায়ণ গোস্বামী ন্যায়াচার্য্য
শ্রীরঘুনাথ কাব্য-ব্যাকরণতীর্থ
শ্রীহরিনারায়ণ তর্ক-বেদ-ব্যাকরণতীর্থ
শ্রীরামরঞ্জন কাব্য-ব্যাকরণতীর্থ

মুদ্র-কর্ম্মকিঙ্কর ঃ—
কিঙ্কর বিমলানন্দ।
ডাঃ শ্রীজিতেন্দ্র নাথ দে, এম্. বি., ডি. ও. এম্. এস্.
ডি. পি. এইচ. ডি. টি. এম্. এণ্ড
এইচ. (লণ্ডন)।

শ্রীরামরঞ্জন কাব্য-ব্যাকরণতীর্থ কর্ত্তৃক শ্রীসীতারা
বৈদিক মহাবিদ্যালয়, ৭।২, পি. ডব্লিউ. ডি
রোড, কলিকাতা—৩৫ হইতে প্রকাশিত
৯এ, হরি পাল লেন, কলিকাতা—
আলেকজান্দ্রা প্রিন্টিং ওয়ার্কস্ হইতে মুদ্রাপিত
১৫ই আষাঢ়, ১৩৭৭।

কার্য্যালয় ঃ—
৬৮সি, বিধান সরণী (বিবেকানন্দ রোডের মোড়) কলিকাতা—৬
ফোন ৩৪-৪৪০৮

নিয়মাবলী

১। আর্য্যশাস্ত্র শাস্ত্রময় মাসিক পত্র প্রতি মাসে ইহার ১টি সংখ্যা প্রকাশিত হয়। আষাঢ় (জুন-জুলাই) মাস হইতে ইহার বর্ষারম্ভ।

২। এই মাসিকপত্রে মন্বাদি বিংশতিসংহিতা, প্রজাপতি-স্মৃতিপ্রভৃতি বহু দুর্লভ স্মৃতিগ্রন্থ, বাল্মীকি-রামায়ণ, শ্রীবিষ্ণুপুরাণ ও শ্রীমদ্ভাগবত প্রকাশিত হইয়াছে। বর্তমানে মহাভারত প্রকাশিত হইতেছে। তারপর আর্য্যশাস্ত্রে অপ্রকাশিত যাবতীয় আর্য্যশাস্ত্র ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হইবে।

৩। ইহার অগ্রিম বার্ষিক গ্রাহকমূল্য ভারত ও পাকিস্তানে সডাক ১৫'০০, প্রতি সংখ্যা ১'৫০ নঃ পঃ মাত্র; অন্যত্র বার্ষিক সডাক ২০'০০, প্রতি সংখ্যা ২'০০ মাত্র। গ্রাহকমূল্য অগ্রিম দেয়।

৪। প্রতি বাংলামাসের দ্বিতীয় সপ্তাহে ইহার একটি সংখ্যা প্রকাশিত হইবামাত্র গ্রাহকগণের নিকট পাঠান হয়। বাংলামাসের তৃতীয় সপ্তাহের মধ্যে উক্ত সংখ্যা না পাইলে স্থানীয় ডাকঘরে খোঁজ লইয়া চতুর্থ সপ্তাহের মধ্যে কলিকাতা কার্য্যালয়ে অবশ্যই জানাইতে হইবে।

ঠিকানা-পরিবর্তন পূর্ববর্তী বাংলামাসের মধ্যে অবশ্যই জানাইতে হইবে।

৫। মাসিকপত্র-সংক্রান্ত কোন অভিযোগ প্রভৃতি থাকিলে "সম্পাদক আর্য্যশাস্ত্র, শ্রীসীতারাম বৈদিক মহাবিদ্যালয়, ৭।২, পি. ডব্লিউ. ডি. রোড, কলিকাতা—৩৫" এই ঠিকানায় জানাইতে হইবে। কেবল অর্থাদি ও মাসিকপত্রের প্রাপ্তি অপ্রাপ্তিবিষয়ক পত্রাদি "সঞ্চালক আর্য্যশাস্ত্র, ৩৮সি, বিধান সরণী, কলিকাতা—৬" এই ঠিকানায় পাঠাইতে হইবে।

মণি-অর্ডার কুপণ ও পত্রাদিতে গ্রাহকের নাম, ঠিকানা ও গ্রাহক-নম্বর সুস্পষ্টভাবে অবশ্যই লিখিতে হইবে।

৬। গ্রাহকগণের পত্র-লিখিত নির্দেশ অনুযায়ী সকল ব্যবস্থা শীঘ্রই গ্রহণ করা হয় কিন্তু প্রয়োজন না মনে করিলে পত্রের উত্তর দেওয়া হয় না। পত্রের উত্তর আশা করিলে গ্রাহকগণকে জবাবী-পত্র (রিপ্লাইকার্ড) অবশ্যই দিতে হইবে।

৭। আর্য্যশাস্ত্রের পুরাতন সংখ্যাগুলি একত্রে ডাকে পাঠাইবার নির্দেশ থাকিলে গ্রাহকগণকে পাঠাইবার ডাক-মাশুল অবশ্যই দিতে হইবে, কার্য্যালয়ে আসিয়া বা ডাকযোগ ব্যতীত অন্য কোন উপায়ে গ্রহণ করিলে তাহা দিতে হইবে না।

৮। উল্লিখিত ৪-৭ নং নিয়মাবলী পালিত না হইলে পত্র-পরিচালকগণের পক্ষে কোন দায়িত্ব গ্রহণ করা সম্ভব নহে।

শ্রীসীতারাম বৈদিক মহাবিদ্যালয়
৭।২, পি. ডব্লিউ. ডি. রোড, আলমবাজার
কলিকাতা—৩৫

সম্পাদক—আর্য্যশাস্ত্র

ওঁশ্রীশ্রীগুরবে নমঃ

শ্রীশ্রীঠাকুরের বাণী

পুষ্করমঠ
ভরতপুর-কুঞ্জ
গৌহাট
৮।৫।৭০

যে মায়েরা বাবারা একে (ওঙ্কারকে) সত্য সত্য ভালবাসে, তারা নিত্য আর্য্যশাস্ত্র প'ড়্‌বে ও প্রাণপণে আর্য্যশাস্ত্র প্রচারের চেষ্টা ক'র্‌বে। আর্য্যশাস্ত্রের সেবায় জগতের মহাকল্যাণ সাধিত হবেই হবে।

ওঙ্কার

বিশেষ নিবেদন—

আর্য্যশাস্ত্রের গ্রাহকগণের নিকট আমাদের বিনীত নিবেদন এই যে,—তাঁহারা যেন প্রত্যেকে অন্ততঃপক্ষে একটি করিয়াও গ্রাহক সংগ্রহ করিয়া দেন।

বিনীত
সম্পুজক—আর্য্যশাস্ত্র

আর্য্যশাস্ত্রে পূর্ব্বপ্রকাশিত নিম্নলিখিত গ্রন্থগুলি এখনও পাওয়া যায়।

১। মনুসংহিতা ৩·০০ টাকা

২। বিংশতিসংহিতা ও স্মৃতি ২২·৫০

(সংহিতা—মনু, অত্রি, বিষ্ণু, হারীত, যাজ্ঞবল্ক্য, উশনঃ, অঙ্গিরঃ, যম, আপস্তম্ব, সংবর্ত্ত, কাত্যায়ন, বৃহস্পতি, পরাশর, ব্যাস, শঙ্খ, লিখিত, দক্ষ, গৌতম, শাতাতপ, বসিষ্ঠ।

স্মৃতি—প্রজাপতি, লঘুশঙ্খ, শঙ্খ-লিখিত, ঔশনস, বৃহদ্‌যম, লঘুযম, অরুণ, অত্রি, আঙ্গিরস, কপিল, লঘ্বাশ্বলায়ন, বাধূল, বৃদ্ধহারীত, লোহিত, দালভ্য, কণ্ব, বৃহৎপরাশর, নারদ।)

৩। শ্রীবাল্মীকি রামায়ণ ৩০·০০ টাকা

৪। শ্রীবিষ্ণুপুরাণ ৯·০০ ,,

৫। শ্রীমদ্‌ভাগবত ৪২·০০ ,,

(ডাক মাশুল স্বতন্ত্র)

বৃদ্ধো হ্যহং বৈ পরিহারকামঃ
সর্বান্ মৎস্যাংস্তরসা পালয়স্ব।
নৈবংবিধাঃ ক্লীবরূপা ভবন্তি
কথঞ্চনেতি প্রতিভাতি মে মনঃ ॥৭

(অর্জুন উবাচ।
বেণীং প্রকুর্য্যাং রুচিরে চ কুণ্ডলে
তথা স্রজঃ প্রাবরণানি সংহরে।
স্নানং চরেয়ং বিমৃজে চ দর্পণং
বিশেষকেষ্বেব চ কৌশলং মম ॥
ক্লীবেষু বালেষু জনেষু নর্তনে
শিক্ষাপ্রদানেষু চ যোগ্যতা মম।
করোমি বেণীষু চ পুষ্পপূরণং
ন মে স্ত্রিয়ঃ কর্মণি কৌশলাধিকাঃ ॥
তমব্রবীৎ প্রাংশুমুদীক্ষ্য বিস্মিতো
বিরাটরাজোপসৃতং মহাযশাঃ ॥

বিরাট উবাচ।
নার্হস্ত বেশোঽয়মনূর্জিতস্তে
নাপুংস্ত্বমর্হো নরদেবসিংহ।
তবৈষ বেশোঽশুভবেশভূষণৈ-
র্বিভূষিতো ভূতপতেরিব প্রভো ॥

বিভাতি ভানোরিব রশ্মিমালিনো
ঘনাবরুদ্ধে গগনে ঘনৈরিব।
ধনুর্হি মন্যে তব শোভয়েদ্ ভুজৌ
তথা হি পীনাবতিমাত্রমায়তৌ ॥)

অর্জুন উবাচ।
গায়ামি নৃত্যাম্যথ বাদয়ামি
ভদ্রোঽস্মি নৃত্যে কুশলোঽস্মি গীতে।
ত্বমুত্তরায়ৈ প্রদিশস্ব মাং স্বয়ং
ভবামি দেব্যা নরদেব নর্তকঃ ॥৮

আমি বৃদ্ধ হইয়াছি, রাজ্যভার পরিহার করিতে চাই। আপনি নিজ বলে সমস্ত মৎস্যদেশ পালন করুন। আমার মন ইহাই বুঝিতেছে যে, এতাদৃশ ব্যক্তিরা কিছুতেই ক্লীবাকৃতি হইতে পারেন না।৭

(অর্জুন বলিলেন,—আমি বেণী রচনা করিতে পারি এবং তদ্দ্বারা মনোরম কুণ্ডল নির্ম্মাণ করিতে পারি, মালা গাঁথিতে ও সুন্দর উত্তরীয় বন্ধন করিতে পারি। স্নান, দর্পণমার্জ্জন এবং তিলক রচনায় আমার দক্ষতা আছে। বালক ও নপুংসক ব্যক্তিদিগকে নৃত্যশিক্ষাদানে আমার যোগ্যতা আছে। আমি খোঁপায় ফুল গুঁজিতে পারি। এই সমস্ত কার্য্যে স্ত্রীলোকদিগেরও আমা অপেক্ষা অধিক দক্ষতা নাই। মহাযশস্বী বিরাটরাজা নিকটে সমাগত অর্জ্জুনকে অতিশয় দীর্ঘাকৃতি দেখিয়া বিস্মিত হইয়া তাঁহাকে বলিলেন।

বিরাট বলিলেন,—এই নিস্তেজ বেশ আপনার অযোগ্য। হে সিংহসদৃশ নরবর! এই নপুংসকত্ব আপনার যোগ্য নহে। হে প্রভুত্বব্যঞ্জক আকৃতিসম্পন্ন। ভূতনাথের ন্যায় আপনার এই আকৃতি অযোগ্য বেশভূষায় বিভূষিত হইয়া মেঘাবৃত গগনে মেঘাচ্ছন্ন কিরণমালা বিমণ্ডিত সূর্য্যের ন্যায় বোধ হইতেছে। মনে হয়, ধনুকই আপনার বাহুযুগলকে অলঙ্কৃত করিতে পারে। এই বাহুযুগল সেইরূপ স্থূল ও অতিশয় দীর্ঘ।)

অর্জ্জুন বলিলেন,—আমি গীত, বাদ্য ও নৃত্য করি। আমি নৃত্যে পটু ও সঙ্গীতে দক্ষ। রাজন্! আপনি আমাকে উত্তরার শিক্ষাদানে নিযুক্ত করুন। আমি স্বয়ং রাজকন্যার নৃত্যশিক্ষক হইব।৮

ইদং তু রূপং মম যেন কিং তব
প্রকীর্তয়িত্বা ভৃশশোকবর্দ্ধনম্।
বৃহন্নলাং মাং নরদেব বিদ্ধি
সুতং সুতাং বা পিতৃমাতৃবর্জ্জিতাম্ ॥৯

বিরাট উবাচ।

দদামি তে হন্ত বরং বৃহন্নলে
সুতাং চ মে নর্তয় যাশ্চ তাদৃশীঃ।
ইদং তু তে কর্ম্ম সমং ন মে মতং
সমুদ্রনেমিং পৃথিবীং ত্বমর্হসি ॥১০

বৈশম্পায়ন উবাচ।

বৃহন্নলাং তামভিবীক্ষ্য মৎস্যরাট্
কলাসু নৃত্যেষু তথৈব বাদিতে।
সম্মন্ত্র্য রাজা বিবিধৈঃ স্বমন্ত্রিভিঃ
পরীক্ষ্য চৈনং প্রমদাভিরাশু বৈ ॥১১

অপুংস্ত্বমপ্যস্য নিশম্য চ স্থিরং
ততঃ কুমারীপুরমুৎসসর্জ্জ তম্।
স শিক্ষয়ামাস চ গীতবাদিতং
সুতাং বিরাটস্য ধনঞ্জয়ঃ প্রভুঃ ॥১২
সখীশ্চ তস্যাঃ পরিচারিকাস্তথা
প্রিয়শ্চ তাসাং স বভূব পাণ্ডবঃ ॥১৩
তথা স সত্রেণ ধনঞ্জয়ো বসন্
প্রিয়াণি কুর্বন্ সহ তাভিরাত্মবান্।
তথা চ তং তত্র ন জজ্ঞিরে জনা
বহিশ্চরা বাপ্যথ চান্তরেচরাঃ ॥১৪

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং বিরাটপর্বণি পাণ্ডবপ্রবেশ-পর্বণি অর্জুনপ্রবেশো নাম একাদশোঽধ্যায়ঃ।১১

রাজন্! যে কারণে আমার এই ক্লীবরূপ অত্যন্ত শোকাবহ, সেই কথা আপনাকে বলিয়া লাভ নাই। আমার নাম 'বৃহন্নলা'। আপনি আমাকে পুত্র বা কন্যা বলিয়া জানুন, আমার পিতা-মাতা নাই।৯

বিরাটরাজা বলিলেন,—বৃহন্নলে! তুমি যাহা চাও, তোমাকে তাহা দিলাম। আমার কন্যা এবং কন্যাস্থানীয়াদিগকে তুমি নৃত্যশিক্ষা দাও। কিন্তু এই কার্য্য তোমার যোগ্য বলিয়া আমার মনে হয় না। তুমি সসাগরা ধরণীর অধীশ্বর হইবার যোগ্য।১০

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—মৎস্যরাজ সত্বর সেই বৃহন্নলাকে কলাবিদ্যা, নৃত্যগীত ও বাদ্যে পরীক্ষা করিয়া এবং স্বীয় বহু মন্ত্রীর মন্ত্রণা অনুসারে স্ত্রীলোকদিগের দ্বারা পরীক্ষা করিলেন।১১

তাহার নপুংসকত্ব নিশ্চিতরূপে অবগত হইয়া তারপর তাহাকে কন্যান্তঃপুরে পাঠাইলেন। বৃহন্নলাবেশী প্রভাবশালী অর্জ্জুন বিরাটরাজার কন্যা এবং তাহার সখী ও পরিচারিকাদিগকে গীতবাদ্য শিক্ষা দিতে লাগিলেন এবং তাহাদের প্রীতি উৎপাদন করিলেন।১২-১৩

সেইরূপ ছদ্মভাবে তাহাদের সহিত বাস করিয়া বুদ্ধিমান্ অর্জ্জুন তাহাদের প্রিয়-কার্য্য করিতে লাগিলেন। তাহাতে তাঁহাকে সেখানে অন্তঃপুরের বা বাহিরের কোন লোক চিনিতে পারিল না।১৪

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের বিরাটপর্ব্বান্তর্গত পাণ্ডবপ্রবেশপর্ব্বে অর্জ্জুনপ্রবেশবিষয়ক একাদশ অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।১১

দ্বাদশোঽধ্যায়ঃ।

[বিরাটরাজস্য তুরগপর্য্যবেক্ষণে তুরগশিক্ষায়াঞ্চ নকুলস্য নিযুক্তিঃ।]

বৈশম্পায়ন উবাচ।

অথাপরোঽদৃশ্যত পাণ্ডবঃ প্রভু-
বিরাটরাজং তরসা সমেয়িবান্।
তমাপতন্তং দদৃশে পৃথগ্‌জনো
বিমুক্তমভ্রাদিব সূর্য্যমণ্ডলম্ ॥১

স বৈ হয়ানৈক্ষত তাংস্ততস্ততঃ
সমীক্ষমাণং স দদর্শ মৎস্যরাট্।
ততোঽব্রবীৎ তাননুগান্ নরেশ্বরঃ
কুতোঽয়মায়াতি নরোঽমরোপমঃ ॥২

স্বয়ং হয়ানীক্ষতি মামকান্ দৃঢ়ং
ধ্রুবং হয়জ্ঞো ভবিতা বিচক্ষণঃ।
প্রবেশ্যতামেষ সমীপমাশু মে
বিভাতি বীরো হি যথামরস্তথা ॥৩

অভ্যেত্য রাজানমমিত্রহাব্রবী-
জ্জয়োঽস্তু তে পার্থিব ভদ্রমস্তু বঃ।
হয়েষু যুক্তো নৃপ সম্মতঃ সদা
তবাশ্বসূতো নিপুণো ভবাম্যহম্ ॥৪

বিরাট উবাচ।

দদামি যানানি ধনং নিবেশনং
মমাশ্বসূতো ভবিতুং ত্বমর্হসি।
কুতোঽসি কস্যাসি কথং ত্বমাগতঃ
প্রব্রূহি শিল্পং তব বিদ্যতে চ যৎ ॥৫

নকুল উবাচ।

পঞ্চানাং পাণ্ডুপুত্রাণাং জ্যেষ্ঠো ভ্রাতা যুধিষ্ঠিরঃ।
তেনাহমশ্বেষু পুরা নিযুক্তঃ শত্রুকর্শন ॥৬

দ্বাদশ অধ্যায়।

[বিরাটরাজার অশ্বপর্য্যবেক্ষণ ও অশ্বশিক্ষায় নকুলের নিয়োগ।]

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—অনন্তর বলবান্ ও প্রভাবশালী অপর একটি পাণ্ডুপুত্রকে বেগে বিরাটরাজার নিকট আসিতে দেখা গেল। সাধারণ লোকে মেঘমুক্ত সূর্য্যমণ্ডলের ন্যায় তাঁহাকে আসিতে দেখিল।১

তিনি চারিদিকে অশ্বগুলির প্রতি দৃষ্টিপাত করিতেছিলেন। মৎস্যরাজ বিরাট তাঁহাকে অশ্বগুলি পর্য্যবেক্ষণ করিতে দেখিয়া তাহার পর নিজ অনুচরগণকে জিজ্ঞাসা করিলেন—এই দেবতুল্য মানুষটি কোথা হইতে আসিতেছেন ?২

ইনি নিজেই আমার অশ্বগুলিকে ভাল করিয়া নিরীক্ষণ করিতেছেন। নিশ্চয়ই ইনি কোন বিচক্ষণ অশ্বলক্ষণাভিজ্ঞ হইবেন। ইহাকে শীঘ্র আমার নিকট আনয়ন কর। এই ব্যক্তিকে বীর ও দেবতার ন্যায় মনে হইতেছে।৩

শত্রুসংহারক নকুল রাজার নিকট আসিয়া বলিলেন,—রাজন্! আপনার জয় হউক, আপনাদের মঙ্গল হউক। রাজন্! আমি নিপুণ অশ্বসারথি, আপনার সম্মতি পাইলে সর্ব্বদা আপনার অশ্বরক্ষায় নিযুক্ত হইতে পারি।৪

বিরাট বলিলেন,—আপনি আমার অশ্বসারথি হইতে পারেন; আপনাকে বহু রথ, ধন ও গৃহ দান করিলাম, আপনি কাহার কর্ম্মচারী, কোথা হইতে কি কারণে আসিয়াছেন এবং কি শিল্প আপনার জানা আছে বলুন।৫

অশ্বানাং প্রকৃতিং বেদ্মি বিনয়ং চাপি সর্বশঃ।
দুষ্টানাং প্রতিপত্তিং চ কৃৎস্নং চৈব চিকিৎসিতম্ ॥৭
ন কাতরং স্যান্মম জাতু বাহনং
ন মেঽস্তি দুষ্টা বড়বা কুতো হয়াঃ।
জনস্তু মামাহ স চাপি পাণ্ডবো
যুধিষ্ঠিরো গ্রন্থিকমেব নামতঃ ॥৮

(মাতলির্ইব দেবপতের্দশরথনৃপতেঃ সুমন্ত্র
ইব যন্তা।
সুমহ ইব জামদগ্নেস্তথৈব তব শিক্ষয়াম্যশ্বান্ ॥
যুধিষ্ঠিরস্য রাজেন্দ্র নররাজস্য শাসনাৎ।
শতসাহস্রকোটীনামশ্বানামস্মি রক্ষিতা ॥)

বিরাট উবাচ।
যদস্তি কিঞ্চিন্মম বাজিবাহনং
তদস্তু সর্বং ত্বদধীনমদ্য বৈ।
যে চাপি কেচিন্মম বাজিযোজকা-
স্ত্বদাশ্রয়া সারথয়শ্চ সন্তু মে ॥৯
ইদং তবেষ্টং যদি বৈ সুরোপম
ব্রবীহি যৎ তে প্রসমীক্ষিতং বসু।
ন তেঽনুরূপং হয়কর্মবিদ্যতে
প্রভাসি রাজেব হি সম্মতো মম ॥১০
যুধিষ্ঠিরস্যেব হি দর্শনেন মে
সমং তবেদং প্রিয়মত্র দর্শনম্।
কথং তু ভৃত্যৈঃ স বিনাকৃতো বনে
বসত্যনিন্দ্যো রমতে চ পাণ্ডবঃ ॥১১

বৈশম্পায়ন উবাচ।
তথা স গন্ধর্ববরোপমো যুবা
বিরাটরাজ্ঞা মুদিতেন পূজিতঃ।
ন চৈনমন্যেঽপি বিদুঃ কথঞ্চন
প্রিয়াভিরামং বিচরন্তমন্তরা ॥১২

নকুল বলিলেন,—পঞ্চ পাণ্ডবের মধ্যে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা হইলেন যুধিষ্ঠির। হে শত্রুনিসূদন! তিনিই আমাকে পূর্ব্বে অশ্বরক্ষায় নিযুক্ত করিয়াছিলেন।৬

আমি অশ্বের স্বভাব এবং শিক্ষাদানের পদ্ধতি সমস্ত জানি। দুষ্ট অশ্বকে দমন করিবার উপায় এবং অশ্বের সর্ব্বপ্রকার চিকিৎসা জানি।৭

আমার অশ্ব কখনও ক্লান্ত হয় না। অশ্ব কেন, আমার ঘোটকীও কখনও দুষ্ট হয় না। লোকে এবং সেই পাণ্ডুনন্দন যুধিষ্ঠিরও আমাকে ‘গ্রন্থিক’ নামে অভিহিত করিতেন।৮

(দেবরাজের যেমন মাতলি, দশরথের যেমন সুমন্ত্র, জমদগ্নির যেমন সুমহ, সেইরূপ আমি আপনার অশ্বগণকে শিক্ষাদান করিব। মহারাজ! রাজা যুধিষ্ঠিরের আদেশে আমি লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি অশ্ব রক্ষা করিতাম।)

বিরাট বলিলেন,—আমার অশ্ব ও অন্যান্য বাহন যাহা কিছু আছে, তৎসমস্তই অদ্য তোমার অধীন হউক; আর অশ্বযোজক এবং সারথি যাহারা আছে, তাহারাও তোমার আশ্রিত হউক।৯

হে সুরোপম! যদি ইহাই তোমার অভীষ্ট হয়, তবে তোমার নির্দ্ধারিত ধনের (বেতনের) কথা বল। অশ্বের কার্য্য করা তোমার যোগ্য নহে। তুমি রাজার ন্যায় প্রতীয়মান হইতেছ বলিয়া আমার মনে হয়।১০

আমার কাছে যুধিষ্ঠিরের মতই তোমাকে প্রিয়দর্শন মনে হইতেছে। হায়! অনিন্দ্যসুন্দর পাণ্ডুপুত্র যুধিষ্ঠির ভৃত্যবর্গবিরহিত হইয়া কিরূপে বনমধ্যে বাস করিতেছেন ও সন্তোষলাভ করিতেছেন।১১

এবং হি মৎস্যে ন্যবসন্ত পাণ্ডবা
যথাপ্রতিজ্ঞাভিরমোঘদর্শনাঃ।
অজ্ঞাতচর্য্যাং ব্যচরন্ সমাহিতাঃ
সমুদ্রনেমীপতয়োঽতিদুঃখিতাঃ॥১৩

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং বিরাটপর্ব্বণি পাণ্ডবপ্রবেশপর্ব্বণি নকুলপ্রবেশে দ্বাদশোঽধ্যায়ঃ॥১২

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—সুন্দরগন্ধর্ব্বসদৃশ যুবক নকুল আনন্দিত বিরাটরাজার সেইরূপ সমাদর লাভ করিলেন। ছদ্মবেশে বিচরণকারী প্রিয়-দর্শন ও সুন্দর সেই নকুলকে অন্য কেহও কোনরূপে জানিতে পারিল না।১২

যাঁহারা সসাগরা ধরণীর অধীশ্বর ছিলেন, যাঁহাদের দর্শন ব্যর্থ হইত না অর্থাৎ যাঁহাদের দর্শনে সাক্ষাৎকারীর মনোরথ পূর্ণ হইত, সেই পাণ্ডবগণ অতিশয় দুঃখিত হইয়া প্রতিজ্ঞানুসারে এইভাবে মৎস্যদেশে বাস করিলেন এবং সাবধানে অজ্ঞাতভাবে বিচরণ করিতে লাগিলেন।১৩

শ্রীমন্মহর্ষিবেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের বিরাটপর্ব্বান্তর্গত পাণ্ডবপ্রবেশপর্ব্বে নকুলের প্রবেশবিষয়ক দ্বাদশ অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।১২

(সময়পালনপর্ব্ব।)

ত্রয়োদশোঽধ্যায়ঃ।

[ভীমসেনস্য জীমূতনামক-মল্লবধঃ।]

জনমেজয় উবাচ।

এবং তে মৎস্যনগরে প্রচ্ছন্নাঃ কুরুনন্দনাঃ।
অত ঊর্দ্ধং মহাবীর্য্যাঃ কিমকুর্বত বৈ দ্বিজ॥১

বৈশম্পায়ন উবাচ।

এবং মৎস্যস্য নগরে প্রচ্ছন্নাঃ কুরুনন্দনাঃ।
আরাধয়ন্তো রাজানং যদকুর্বত তচ্ছৃণু॥২

তৃণবিন্দুপ্রসাদাচ্চ ধর্মস্য চ মহাত্মনঃ।
অজ্ঞাতবাসমেবং তু বিরাটনগরেঽবসন্॥৩
যুধিষ্ঠিরঃ সভাস্তারো মৎস্যানামভবৎ প্রিয়ঃ।
তথৈব চ বিরাটস্য সপুত্রস্য বিশাম্পতে॥৪
স হ্যক্ষহৃদয়জ্ঞস্তান্ ক্রীড়য়ামাস পাণ্ডবঃ।
অক্ষবত্যাং যথাকামং সূত্রবদ্ধানিব দ্বিজান্॥৫

(সময়পালন পর্ব্ব।)

ত্রয়োদশ অধ্যায়।

[ভীমসেনের জীমূত নামক মল্ল বধ।]

জনমেজয় বলিলেন,—হে দ্বিজবর! কুরু-বংশের আনন্দবর্দ্ধনকারী মহাবলশালী পাণ্ডব-গণ এইভাবে মৎস্যরাজ্যে প্রচ্ছন্ন থাকিয়া অতঃপর কি করিলেন?১

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—এইরূপে মৎস্যরাজের রাজধানীতে প্রচ্ছন্ন থাকিয়া, রাজার সেবা করিতে করিতে পাণ্ডবগণ যাহা করিলেন, তাহা তুমি শ্রবণ কর।২

মহাত্মা ধর্ম্ম ও তৃণবিন্দুর অনুগ্রহে তাঁহারা এইভাবে বিরাটরাজার রাজধানীতে অজ্ঞাতভাবে বাস করিতে লাগিলেন।৩

অজ্ঞাতঞ্চ বিরাটস্য বিজিত্য বসু ধর্মরাট্‌।
ভ্রাতৃভ্যঃ পুরুষব্যাঘ্রো যথার্হং সম্প্রযচ্ছতি ॥৬
ভীমসেনোঽপি মাংসানি ভক্ষ্যাণি বিবিধানি চ।
অতিসৃষ্টানি মৎস্যেন বিক্রীণীতে যুধিষ্ঠিরে ॥৭
বাসাংসি পরিজীর্ণানি লব্ধান্যন্তঃপুরেঽর্জুনঃ।
বিক্রীণানশ্চ সর্বেভ্যঃ পাণ্ডবেভ্যঃ প্রযচ্ছতি ॥৮
সহদেবোঽপি গোপানাং বেশমাস্থায় পাণ্ডবঃ।
দধি ক্ষীরং ঘৃতঞ্চৈব পাণ্ডবেভ্যঃ প্রযচ্ছতি ॥৯
নকুলোঽপি ধনং লব্ধা কৃতে কর্মণি বাজিনাম্‌।
তুষ্টে তস্মিন্‌ নরপতৌ পাণ্ডবেভ্যঃ প্রযচ্ছতি ॥১০
কৃষ্ণা তু সর্বান্‌ ভর্তৄংস্তান্‌ নিরীক্ষন্তী তপস্বিনী।
যথা পুনরবিজ্ঞাতা তথা চরতি ভামিনী ॥১১

এবং সম্পাদয়ন্তস্তে তদান্যোন্যং মহারথাঃ।
বিরাটনগরে চেরুঃ পুনর্গর্ভধৃতা ইব ॥১২
সাশঙ্কা ধার্তরাষ্ট্রস্য ভয়াৎ পাণ্ডুসুতাস্তদা।
প্রেক্ষমাণাস্তদা কৃষ্ণাম্‌ ঊষুশ্ছন্না নরাধিপ ॥১৩

অথ মাসে চতুর্থে তু ব্রহ্মণঃ সুমহোৎসবঃ।
আসীৎ সমৃদ্ধো মৎস্যেষু পুরুষাণাং সুসম্মতঃ ।১৪

তত্র মল্লাঃ সমাপেতুর্দিগ্‌ভ্যো রাজন্‌ সহস্রশঃ।
সমাজে ব্রহ্মণো রাজন্‌ যথা পশুপতেরিব ॥১৫

মহাকায়া মহাবীর্য্যাঃ কালখঞ্জা ইবাসুরাঃ।
বীর্য্যোন্মত্তা বলোদগ্রা রাজ্ঞা সমভিপূজিতাঃ ॥১৬

তুষ্ট হইতে। যুধিষ্ঠির সভাসদ্‌ হইয়া মৎস্যদেশীয় জনগণের এবং বিরাটরাজা ও তৎপুত্রের প্রিয়পাত্র হইয়া উঠিলেন।৪

দ্যুতবিদ্যাবিশারদ যুধিষ্ঠির ইচ্ছানুসারে দ্যুতক্রীড়ায় তাহাদিগকে সূত্রবদ্ধ পক্ষীর ন্যায় ক্রীড়া করাইতে লাগিলেন।৫

পুরুষশ্রেষ্ঠ ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির দ্যুতক্রীড়ায় ধন জয় করিয়া বিরাটরাজার অজ্ঞাতসারে ভ্রাতৃবর্গকে যথাযোগ্যভাবে প্রদান করিতেন।৬

ভীমসেনও রাজদত্ত বহু মাংস ও বিবিধ ভোজ্য-বস্তুসমূহ যুধিষ্ঠিরের নিকট বিক্রয় করিতেন।৭

অর্জ্জুন অন্তঃপুরে লব্ধ অত্যন্ত জীর্ণ বস্ত্রগুলি বিক্রয়চ্ছলে সমস্ত ভ্রাতাকে দান করিতে লাগিলেন।৮

পাণ্ডুপুত্র সহদেবও গোয়ালার বেশ ধারণ করিয়া অন্য পাণ্ডবদিগকে দধি, দুগ্ধ ও ঘৃত প্রদান করিতেন।৯

নকুলও অশ্বের কার্য্য করিয়া রাজাকে সন্তুষ্ট করত যে ধন লাভ করিতেন, তাহা পাণ্ডবদিগকে দান করিতে লাগিলেন।১০

কোপশীলা হতভাগিনী দ্রৌপদী সমস্ত পতি-গণকে অবলোকন করিতে থাকিয়া যাহাতে কেহ জানিতে না পারে, সেইভাবেই বিচরণ করিতেন।১১

মহারথ পাণ্ডবগণ এইভাবে পরস্পর সহ-যোগিতা করিতে থাকিয়া, পুনরায় যেন গর্ভস্থ হইয়াই (অর্থাৎ প্রচ্ছন্ন থাকিয়াই) বিচরণ করিতে লাগিলেন।১২

হে জনমেজয়! তৎকালে দুর্য্যোধনের ভয়ে শঙ্কিত হইয়া, দ্রৌপদীর প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া, পাণ্ডবগণ প্রচ্ছন্নভাবে মৎস্যদেশে বাস করিতে লাগিলেন।১৩

অনন্তর চতুর্থমাসে মৎস্যদেশে আড়ম্বরপূর্ণ একটী জনপ্রিয় ব্রহ্মার মহোৎসব উপস্থিত হইল।১৪

হে রাজন্‌ জনমেজয়! শিবের মেলার মত সেই ব্রহ্মার মেলায় নানা দেশ হইতে হাজার হাজার মল্ল আসিয়া উপস্থিত হইল।১৫

মহাবলশালী এবং বিশালকায় কালখঞ্জনামক অসুরগণের মত সেই বীর্য্যোন্মত্ত অতিশয় বলশালী মল্লগণ রাজার সমাদর লাভ করিল।১৬

সিংহস্কন্ধকটিগ্রীবাঃ স্ববদাতা মনস্বিনঃ।
অসকৃল্লব্ধলক্ষ্যান্তে রঙ্গে পার্থিবসন্নিধৌ ॥১৭

তেষামেকো মহানাসীৎ সর্বমল্লানথাহ্বয়ৎ।
আবল্গমানং তং রঙ্গে নোপতিষ্ঠতি কশ্চন ॥১৮

যদা সর্বে বিমনসস্তে মল্লা হতচেতসঃ।
অথ সূদেন তং মল্লং যোধয়ামাস মৎস্যরাট্ ॥১৯

নোদ্যমানস্তদা ভীমো দুঃখেনৈবাকরোন্মতিম্।
ন হি শক্নোতি বিবৃতে প্রত্যাখ্যাতুং নরাধিপম্ ॥২০

ততঃ স পুরুষব্যাঘ্রঃ শার্দূলশিথিলশ্চরন্।
প্রবিবেশ মহারঙ্গং বিরাটমভিপূজয়ন্ ॥২১

ববন্ধ কক্ষাং কৌন্তেয়স্ততঃ সংহর্ষয়ন্ জনম্।
ততস্তু বৃত্রসঙ্কাশং ভীমো মল্লং সমাহ্বয়ৎ ॥২২

জীমূতং নামঃ তং তত্র মল্লং প্রখ্যাতবিক্রমম্।
তাবুভৌ সুমহোৎসাহাবুভৌ ভীমপরাক্রমৌ ॥২৩

মত্তাবিব মহাকায়ৌ বারণৌ ষষ্টিহায়নৌ।
ততস্তৌ নরশার্দূলৌ বাহুযুদ্ধং সমীয়তুঃ ॥২৪

বীরৌ পরমসংহৃষ্টাবন্যোন্যজয়কাঙ্ক্ষিণৌ।
আসীৎ সুভীমঃ সম্পাতো বজ্র-পর্বতয়োরিব ॥২৫

উভৌ পরমসংহৃষ্টৌ বলেনাতিবলাবুভৌ।
অন্যোন্যস্যান্তরং প্রেপ্সূ পরস্পরজয়ৈষিণৌ ॥২৬

উভৌ পরমসংহৃষ্টৌ মত্তাবিব মহাগজৌ।
কৃতপ্রতিকৃতৈশ্চিত্রৈর্বাহুভিশ্চ সুসঙ্কটৈঃ।
সংনিপাতাবধূতৈশ্চ প্রমাথোন্মথনৈস্তথা ॥২৭

ক্ষেপণৈর্মুষ্টিভিশ্চৈব বরাহোদ্ধূতনিঃস্বনৈঃ।
তলৈর্বজ্রনিপাতৈশ্চ প্রসৃষ্টাভিস্তথৈব চ ॥২৮

তাহাদের গ্রীবা, স্কন্ধ ও কটিদেশ সিংহের ন্যায়, তাহারা মনস্বী ও উজ্জ্বল বেশভূষায় অলঙ্কৃত। তাহারা রাজার নিকট রঙ্গমঞ্চে বহুবার অভীষ্ট (সমকক্ষ প্রতিদ্বন্দ্বী অথবা বিজয়গৌরব ও পারিতোষিকাদি) লাভ করিয়াছে।১৭

তাহাদের মধ্যে একজন মহামল্ল ছিল। সে সমস্ত মল্লকে যুদ্ধার্থে আহ্বান করিতে লাগিল, কিন্তু রঙ্গমঞ্চে আস্ফালনকারী সেই মল্লের নিকট কেহই উপস্থিত হইল না।১৮

যখন সমস্ত মল্ল নিরুৎসাহ ও বিষণ্ণ হইল তখন মৎস্যরাজ পাচকবেশী ভীমের সহিত তাহাকে যুদ্ধ করাইলেন।১৯

রাজা নিযুক্ত করায় ভীমসেন অনিচ্ছার সহিত সম্মত হইলেন; কারণ, তিনি প্রকাশ্যে রাজাকে প্রত্যাখ্যান করিতে পারেন না।২০

তাহার পর পুরুষব্যাঘ্র ভীমসেন বিরাটরাজার বন্দনা করিয়া ব্যাঘ্রের ন্যায় ধীরে ধীরে বিচরণ করিতে করিতে বিশাল রঙ্গমঞ্চে প্রবেশ করিলেন।২১

তাহার পর জনগণের আনন্দবর্দ্ধনের জন্য কক্ষাবন্ধন (অর্থাৎ কটিবন্ধন ও মালকোঁচা) করিলেন। তাহার পর ভীমসেন সেই বৃত্রাসুর সদৃশ প্রখ্যাত পরাক্রমশালী জীমূত নামক মহামল্লকে আহ্বান করিলেন।

তাঁহারা উভয়েই ভীষণ পরাক্রমশালী, অতিশয় রণোৎসাহী। ষষ্টিবর্ষবয়স্ক বিশালদেহ মত্ত হস্তীদ্বয়ের ন্যায় সেই দুই নরব্যাঘ্র বাহুযুদ্ধে মিলিত হইলেন।২২-২৪

উভয়েই বীর, উভয়েই পরম আনন্দিত এবং উভয়েই উভয়কে জয় করিতে ইচ্ছুক। তখন বজ্র ও পর্ব্বতের ন্যায় তাহাদের উভয়ের অতি ভীষণ সংঘর্ষ হইল।২৫

উভয়েই পরম আনন্দিত, উভয়েই অত্যন্ত বলশালী, উভয়েই পরস্পরকে জয় করিবার অভিলাষে পরস্পরের ছিদ্র (ত্রুটি বা অনবধানতার সুযোগ) অন্বেষণ করিতে লাগিলেন।২৬

শলাকানখপাতৈশ্চ পাদোদ্ধূতৈশ্চ দারুণৈঃ।
জানুভিশ্চাশ্মনির্ঘোষৈঃ শিরোভিশ্চাবঘট্টনৈঃ ॥২৯

তদ্ যুদ্ধমভবদ্ ঘোরমশস্ত্রং বাহুতেজসা।
বলপ্রাণেন শূরাণাং সমাজোৎসবসন্নিধৌ ॥৩০

অরজ্যত জনঃ সর্ব্বঃ সোৎক্রুষ্টনিনদোত্থিতঃ।
বলিনোঃ সংযুগে রাজন্ বৃত্র-বাসবয়োরিব ॥৩১

প্রকর্ষণাকর্ষণয়োরভ্যাকর্ষাবকর্ষণৈঃ।
আকর্ষতুরথান্যোন্যং জানুভিশ্চাপি জঘ্নতুঃ ॥৩২

ততঃ শব্দেন মহতা ভর্ৎসয়ন্তৌ পরস্পরম্।
ব্যূঢ়োরস্কৌ দীর্ঘভুজৌ নিযুদ্ধকুশলাবুভৌ।
বাহুভিঃ সমসজ্জেতামায়সৈঃ পরিঘৈরিব ॥৩৩

চকর্ষ দোর্ভ্যামুৎপাট্য ভীমো মল্লমমিত্রহা।
বিনদন্তমভিক্রোশন্ শার্দ্দূল ইব বারণম্ ॥৩৪

সমুদ্যম্য মহাবাহুর্ভ্রাময়ামাস বীর্য্যবান্।
ততো মল্লাশ্চ মৎস্যাশ্চ বিস্ময়ং চক্রিরে পরম্ ॥৩৫

ভ্রাময়িত্বা শতগুণং গতসত্ত্বমচেতনম্।
প্রত্যপিংষন্মহাবাহুর্মল্লং ভুবি বৃকোদরঃ ॥৩৬

তস্মিন্ বিনিহতে বীরে জীমূতে লোকবিশ্রুতে।
বিরাটঃ পরমং হর্ষমাগচ্ছদ্ বান্ধবৈঃ সহ ॥৩৭

প্রহর্ষাৎ প্রদদৌ বিত্তং বহু রাজা মহামনাঃ।
বল্লবায় মহারঙ্গে যথা বৈশ্রবণস্তথা ॥৩৮

উভয়েই পরম আনন্দিত বিশালদেহ মত্তহস্তিদ্বয়ের ন্যায়। বিচিত্র আঘাত ও প্রত্যাঘাত, ভয়ঙ্কর বাহুপ্রহার, ভূতলে নিপাতন, ঠেলাঠেলি, ধস্তাধস্তি, নিক্ষেপণ, মুষ্ট্যাঘাত, বরাহের ন্যায় ঘর্ঘর গর্জন (অথবা স্কন্ধোপরি অধোমুখে ভ্রমণ করাইয়া ভূতলে নিক্ষেপ করিবার শব্দ), বজ্রাঘাতসদৃশ চপেটাঘাত, প্রসারিত অঙ্গুলীর আঘাত, শলাকাসদৃশ নখরাঘাত, দারুণ পাদোৎক্ষেপ, প্রস্তরপ্রহারের ন্যায় শব্দযুক্ত জানুপ্রহার এবং মস্তক দ্বারা অবঘট্টন পূর্ব্বক বাহুবল এবং শরীরিক ও মানসিক বলের সাহায্যে উৎসব সমাজের সন্নিধানে শস্ত্রহীন সেই ঘোর যুদ্ধ হইতে লাগিল।২৭-৩০

হে রাজন্! বৃত্রাসুর ও ইন্দ্রের ন্যায় সেই বীরদ্বয়ের যুদ্ধে সকল লোক আনন্দিত হইল এবং তারস্বরে সাধুবাদ (বা কোলাহল) করিতে লাগিল।৩১

তাঁহারা উভয়ে পরস্পরকে সম্মুখে, পশ্চাতে, বামে, দক্ষিণে টানাটানি ও ঠেলাঠেলি করিতে লাগিলেন এবং জানু দ্বারা আঘাত করিতে লাগিলেন।৩২

তাহার পর দীর্ঘবাহু, বিশালবক্ষা, রণনিপুন তাঁহারা উভয়েই মহাশব্দে পরস্পরকে ভর্ৎসনা করিতে করিতে লৌহ পরিঘসদৃশ বাহু দ্বারা যুদ্ধে সংসক্ত হইলেন।৩৩

শত্রুবধকারী মহাবাহু মহাবীর ভীমসেন ব্যাঘ্রের ন্যায় গর্জ্জন করিতে করিতে চীৎকারকারী হস্তীর ন্যায় সেই মল্লকে দুই হাতে তুলিয়া টান দিলেন এবং উপরে উঠাইয়া ঘুরাইতে লাগিলেন। তাহাতে অন্যান্য মল্লরা ও মৎস্যদেশীয় লোকেরা অত্যন্ত বিস্ময়াবিষ্ট হইল।৩৪-৩৫

মহাবাহু বৃকোদর শতগুণ ভ্রমণ করাইয়া নিশ্চেষ্ট (অসাড়) ও অচেতন সেই মল্লকে ভূতলে নিষ্পেষিত করিলেন।৩৬

সেই লোকবিখ্যাত বীর জীমূত নিহত হইলে বিরাটরাজা ও তাঁহার বান্ধবগণ পরম আনন্দ লাভ করিলেন। মহামনা রাজা বিরাট আনন্দে সেই বিশাল রঙ্গমঞ্চে বল্লবকে কুবেরের ন্যায় বহু ধন দান করিলেন।৩৭-৩৮

এবং স সুবহূন্ মল্লান্ পুরুষাংশ্চ মহাবলান্।
বিনিঘ্নন্ মৎস্যরাজস্য প্রীতিমাহরদুত্তমাম্ ॥৩৯

যদাস্য তুল্যঃ পুরুষো ন কশ্চিৎ তত্র বিদ্যতে।
ততো ব্যাঘ্রৈশ্চ সিংহৈশ্চ দ্বিরদৈশ্চাপ্যযোধয়ৎ ॥৪০

পুনরন্তঃপুরগতঃ স্ত্রীণাং মধ্যে বৃকোদরঃ।
যোধ্যতে স বিরাটেন সিংহৈর্মত্তৈর্মহাবলৈঃ ॥৪১

বীভৎসুরপি গীতেন সুনৃত্যেন চ পাণ্ডবঃ।
বিরাটং তোষয়ামাস সর্বাশ্চান্তঃপুরস্ত্রিয়ঃ ॥৪২

অশ্বৈর্বিনীতৈর্জবনৈস্তত্র তত্র সমাগতৈঃ।
তোষয়ামাস রাজানং নকুলো নৃপসত্তমম্ ॥

তস্মৈ প্রদেয়ং প্রায়চ্ছৎ প্রীতো রাজা ধনং বহু॥৪৩

বিনীতান্ বৃষভান্ দৃষ্ট্বা সহদেবস্য চাভিভঃ।
ধনং দদৌ বহুবিধং বিরাটঃ পুরুষর্ষভঃ ॥৪৪

দ্রৌপদী প্রেক্ষ্য তান্ সর্বান্ ক্লিশ্যমানান্ মহারথান্।
নাতিপ্রীতমনা রাজন্ নিঃশ্বাসপরমাভবৎ ॥৪৫

এবং তে ন্যবসংস্তত্র প্রচ্ছন্নাঃ পুরুষর্ষভাঃ।
কর্মাণি তস্য কুর্বাণা বিরাটনৃপতেস্তদা ॥৪৬

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং বিরাটপর্বণি পাণ্ডবপ্রবেশপর্বণি জীমূতবধে ত্রয়োদশোঽধ্যায়ঃ ॥১৩

এইরূপে ভীম বহু মল্ল ও মহাবলশালী বহু পুরুষকে পরাজিত করিয়া মৎস্যরাজের মহতী প্রীতি উৎপাদন করিলেন।৩৯

যখন দেখা গেল যে, সেখানে উঁহার সমান আর কোন লোক নাই, তখন তাঁহাকে ব্যাঘ্র, হস্তী ও সিংহের সহিত যুদ্ধ করান হইল।৪০

বিরাটরাজা পুনরায় অন্তঃপুরে স্ত্রীলোকদিগের মধ্যে ভীমকে মহাবলশালী বহু সিংহের সহিত যুদ্ধ করাইয়াছিলেন।৪১

পাণ্ডুনন্দন অর্জুনও নিজের নৃত্য ও গীত দ্বারা বিরাটরাজা ও অন্তঃপুরের সমস্ত স্ত্রীলোকদিগকে সন্তুষ্ট করিতে লাগিলেন।৪২

নকুল নানাস্থানে নবাগত বেগবান্ অশ্বগুলিকে সুশিক্ষিত করিয়া রাজা বিরাটের সন্তোষ উৎপাদন করিতে লাগিলেন। রাজা প্রীত হইয়া তাঁহাকে দিবার যোগ্য বহু ধন দান করিতেন।৪৩

চারিদিকে সহদেবের বিনীত (শিক্ষিত) বৃষগুলি দেখিয়াও রাজা বিরাট বহুবিধ ধন দান করিতেন।৪৪

হে জনমেজয়! সেই মহারথ পাণ্ডবদিগের সকলকেই কষ্ট পাইতে দেখিয়া দ্রৌপদী বড় একটা সন্তুষ্ট হইতেন না, তিনি দুঃখে সর্ব্বদাই দীর্ঘশ্বাস ফেলিতেন।৪৫

তৎকালে পুরুষপ্রবর পাণ্ডবগণ এইপ্রকারে বিরাটরাজার বিভিন্ন কার্য্য করিতে থাকিয়া প্রচ্ছন্নভাবে তথায় বাস করিতে লাগিলেন।৪৬

শ্রীমন্মহর্ষিবেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের বিরাটপর্ব্বান্তর্গত সময়পালনপর্ব্বে জীমূতবধবিষয়ক ত্রয়োদশ অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।১৩

(কীচকবধপর্ব্ব ।)

চতুর্দ্দশোঽধ্যায়ঃ ।

[দ্রৌপদীং দৃষ্ট্বা কীচকস্যাসক্তিঃ, দ্রৌপদ্যাঃ সমীপে প্রণয়প্রার্থনা, তয়া তস্য কীচকস্য ভর্ৎসনঞ্চ ।]

বৈশম্পায়ন উবাচ ।

বসমানেষু পার্থেষু মৎস্যস্য নগরে তদা ।
মহারথেষু ছন্নেষু মাসা দশ সমাযযুঃ ॥১

যাজ্ঞসেনী সুদেষ্ণাং তু শুশ্রূষন্তী বিশাম্পতে ।
আবসৎ পরিচারার্হা সুদুঃখং জনমেজয় ॥২

তথা চরন্তী পাঞ্চালী সুদেষ্ণায়া নিবেশনে ।
তাং দেবীং তোষয়ামাস তথা চান্তঃপুরস্ত্রিয়ঃ ॥৩

তস্মিন্ বর্ষে গতপ্রায়ে কীচকস্তু মহাবলঃ ।
সেনাপতির্বিরাটস্য দদর্শ দ্রুপদাত্মজাম্ ॥৪

তাং দৃষ্ট্বা দেবগর্ভাভাং চরন্তীং দেবতামিব ।
কীচকঃ কাময়ামাস কামবাণপ্রপীড়িতঃ ॥৫

স তু কামাগ্নিসন্তপ্তঃ সুদেষ্ণামভিগম্য বৈ ।
প্রহসন্নিব সেনানীরিদং বচনমব্রবীৎ ॥৬

নেয়ং ময়া জাতু পুরেহ দৃষ্টা
রাজ্ঞো বিরাটস্য নিবেশনে শুভা ।
রূপেণ চোন্মাদয়তীব মাং ভৃশং
গন্ধেন জাতা মদিরেব ভামিনী ॥৭

কা দেবরূপা হৃদয়ঙ্গমা শুভে
হ্যাচক্ষ্ব মে কস্য কুতোঽত্র শোভনে ।
চিত্তং হি নির্মথ্য করোতি মাং বশে
ন চান্যদত্রৌষধমস্তি মে মতম্ ॥৮

(কীচকবধপর্ব্ব ।)

চতুর্দ্দশ অধ্যায় ।

[দ্রৌপদীকে দেখিয়া কীচকের আসক্তি, দ্রৌপদীর নিকট প্রণয়-প্রার্থনা ও দ্রৌপদী কর্তৃক তাহাকে ভর্ৎসনা ।]

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—রাজন্ জনমেজয়! তখন মহারথ পাণ্ডবগণ মৎস্যরাজের রাজধানীতে প্রচ্ছন্নভাবে বাস করিতে থাকিলে তাঁহাদের দশমাস অতিবাহিত হইয়া গেল। সেবালাভের যোগ্যা দ্রৌপদী সুদেষ্ণার সেবা করিতে থাকিয়া অতি দুঃখে বাস করিতেছিলেন ।১-২

সুদেষ্ণার ভবনে সেইরূপ কার্য্য করিতে থাকিয়া দ্রৌপদী রাণী সুদেষ্ণাকে এবং অন্তঃপুরের অন্যান্য রমণীকে সন্তুষ্ট করিয়াছিলেন ।৩

সেই বৎসরটি প্রায় শেষ হইয়া আসিয়াছে এমন সময়ে বিরাটরাজার সেনাপতি মহাবলশালী কীচক একদিন দ্রৌপদীকে দেখিতে পাইল ।৪

দেবকন্যাসদৃশী দ্রৌপদীকে দেবতার ন্যায় বিচরণ করিতে দেখিয়া কীচক কামবাণে পীড়িত হইয়া তাঁহাকে কামনা করিল ।৫

সেনাপতি কীচক কামানলে সন্তপ্ত হইয়া সুদেষ্ণার নিকট আসিয়া সহাস্যে এই কথা বলিল ।৬

এখানে বিরাটরাজার ভবনে এই সুলক্ষণা রমণীকে আমি পূর্ব্বে কখনও দেখি নাই। সুনিষ্পন্না মদিরা যেমন নিজ গন্ধে চারিদিক্ আমোদিত করিয়া তোলে, এই সুন্দরী সেইরূপ নিজরূপে আমাকে অতিশয় উন্মত্ত করিয়াছে ।৭

হে ভদ্রে! মদীয় চিত্তপ্রবিষ্টা এই দেবাকৃতি সুন্দরীটি কে, কাহার স্ত্রী এবং কোথা হইতে আসিয়াছে আমাকে বল? শোভনে! এই সুন্দরী আমার চিত্তকে মথিত করিয়া আমাকে

অহো ভবেয়ং পরিচারিকা শুভা
প্রত্যগ্ররূপা প্রতিভাতি মামিয়ম্।
অযুক্তরূপং হি করোতি কর্ম তে
প্রশাস্তু মাং যচ্চ মমাস্তি কিঞ্চন ॥৯
প্রভূতনাগাশ্বরথং মহাজনং
সমৃদ্ধিযুক্তং বহুপানভোজনম্।
মনোহরং কাঞ্চনচিত্রভূষণং
গৃহং মহচ্ছোভয়তামিয়ং মম ॥১০
ততঃ সুদেষ্ণামনুমন্ত্র্য কীচক-
স্ততঃ সমভ্যেত্য নরাধিপাত্মজাম্।
উবাচ কৃষ্ণামভিসান্ত্বয়ংস্তদা
মৃগেন্দ্রকন্যামিব জম্বুকো বনে ॥১১
কা ত্বং কস্যাসি কল্যাণি কুতো বা ত্বং বরাননে।
প্রাপ্তা বিরাটনগরং তৎ মমাচক্ষ্ব শোভনে ॥১২
রূপমগ্র্যং তথা কান্তিঃ সৌকুমার্য্যমনুত্তমম্।
কান্ত্যা বিভাতি বক্ত্রং তে শশাঙ্ক এব নির্ম্মলম্ ॥১৩
নেত্রে সুবিপুলে সুভ্রু পদ্মপত্রনিভে শুভে।
বাক্যং তে চারুসর্বাঙ্গি পরপুষ্টরুতোপমম্ ॥১৪
এবং রূপা ময়া নারী কাচিদন্যা মহীতলে।
ন দৃষ্টপূর্বা সুশ্রোণি যাদৃশী ত্বমনিন্দিতে ॥১৫
লক্ষ্মীঃ পদ্মালয়া কা ত্বমথ ভূতিঃ সুমধ্যমে।
হ্রীঃ শ্রীঃ কীর্তিরথো কান্তিরাসাং কা ত্বং বরাননে ॥১৬
অতীবরূপিণী কিং ত্বমনঙ্গাঙ্গবিহারিণী।
অতীব ভ্রাজসে সুভ্রু প্রভেবেন্দোরনুত্তমা ॥১৭
অপি চেক্ষণপক্ষ্মাণাং স্মিতং জ্যোৎস্নোপমং শুভম্।
দিব্যাংশুরশ্মিভির্বৃত্তং দিব্যকান্তিমনোরমম্ ॥১৮

বশীভূত করিয়া ফেলিতেছে। এ ক্ষেত্রে আমার যে রোগ, সেই রোগে ইহার প্রাপ্তি ব্যতীত অন্য ঔষধ আছে বলিয়া আমার মনে হয় না।৮

আহা! তোমার এই সুন্দরী পরিচারিকাটি অভিনব (অতুলনীয়) রূপবতী বলিয়া আমার মনে হইতেছে। এ যে তোমার দাসীত্ব করিতেছে ইহা অনুচিত। এই রমণী আমার উপর এবং আমার যাহা কিছু আছে তাহার উপর প্রভুত্ব করুক।৯

এই সুন্দরী আমার প্রভূত হস্তী, অশ্ব, রথযুক্ত-ধনজনসমৃদ্ধ, প্রচুর অন্ন-পানীয় পরিপূর্ণ বিচিত্র স্বর্ণালঙ্কার সমন্বিত মনোরম ভবন অলঙ্কৃত করুক।১০

তাহার পর সুদেষ্ণার সহিত আলাপ শেষ করিয়া তথা হইতে আসিয়া কীচক রাজপুত্রী দ্রৌপদীর নিকট আসিয়া মধুর বাক্যে তাঁহাকে বলিতে লাগিল, তখন মনে হইল—যেন অরণ্যমধ্যে শৃগাল আসিয়া পশুরাজকন্যার সহিত আলাপ আরম্ভ করিল।১১

হে কল্যাণি! হে সুন্দরি! হে বরাননে! তুমি কে, তুমি কাহার কন্যা এবং কোথা হইতে বিরাটনগরে উপস্থিত হইয়াছ তাহা বল?১২

তোমার এই শ্রেষ্ঠ অপরূপ রূপলাবণ্য, উত্তম সৌকুমার্য্য, নিষ্কলুষ চন্দ্রের ন্যায় নির্ম্মল লাবণ্য-মণ্ডিত বদনমণ্ডল শোভা পাইতেছে।১৩

হে সুভ্রু, হে সর্ব্বাঙ্গসুন্দরি! তোমার পদ্মপত্র-সদৃশ অত্যায়ত সুন্দর নয়ন-যুগল, তোমার বাক্য কোকিলের কলকূজনের ন্যায় সুমধুর।১৪

হে সু-নিতম্বে! হে অনিন্দ্যসুন্দরি! তোমার মত এইরূপ রূপবতী অন্য কোন রমণী আমি ভূমণ্ডলে কখনও দেখি নাই।১৫

হে সুমধ্যমে! তুমি কে? তুমি কি কমল-বাসিনী লক্ষ্মী? অথবা সাক্ষাৎ হে ভূতি?

নিরীক্ষ্য বক্ত্রচন্দ্রং তে লক্ষ্ম্যানুপময়া যুতম্ ।
কৃৎস্নে জগতি কো নেহ কামস্য বশগো ভবেৎ ॥১৯

হারালঙ্কার-যোগ্যৌ তু স্তনৌ চোভৌ সুশোভনৌ ।
সুজাতৌ সহিতৌ লক্ষ্ম্যা পীনৌ বৃত্তৌ নিরন্তরৌ ॥২০

কুড্‌মলাম্বুরুহাকারৌ তব সুভ্রু পয়োধরৌ ।
কামপ্রতোদাবিব মাং তুদতশ্চারুহাসিনি ॥২১

বলীবিভঙ্গচতুরং স্তনভারবিনামিতম্ ।
করাগ্রসম্মিতং মধ্যং তবেদং তনুমধ্যমে ॥২২

দৃষ্ট্বৈব চারু জঘনং সরিৎপুলিনসন্নিভম্ ।
কামব্যাধিরসাধ্যো মামপ্যাক্রামতি ভামিনি ॥২৩

জজ্বাল চাগ্নিমদনো দাবাগ্নিরিব নির্দয়ঃ ।
ত্বৎসঙ্গমাভিসঙ্কল্পবিবৃদ্ধো মাং দহত্যয়ম্ ॥২৪

আত্মপ্রদানবর্ষেণ সঙ্গমাম্ভোধরেণ চ ।
শময়স্ব বরারোহে জ্বলন্তং মন্মথানলম্ ॥২৫

মচ্চিত্তোন্মাদনকরা মন্মথস্য শরোৎকরাঃ ।
ত্বৎসঙ্গমাশানিশিতাস্তীব্রাঃ শশিনিভাননে ।
মহ্যং বিদার্য্য হৃদয়মিদং নির্দয়বেগিতাঃ ॥২৬

প্রবিষ্টা হ্যসিতাপাঙ্গি প্রচণ্ডাশ্চণ্ডদারুণাঃ ।
অত্যুন্মাদসমারম্ভাঃ প্রীত্যুন্মাদকরা মম ।
আত্মপ্রদানসম্ভোগৈর্মামুদ্ধর্তুমিহার্হসি ॥২৭

চিত্রমাল্যাম্বরধরা সর্বাভরণভূষিতা ।
কামং প্রকামং সেব ত্বং ময়া সহ বিলাসিনি ॥২৮

বরাননে। তুমি হ্রী, শ্রী, কীর্ত্তি অথবা কান্তি ইহাদের মধ্যে কেহ ?১৬

তুমি কি কামদেবের অঙ্গ-বিহারিণী অতি রূপবতী রতিদেবী ? হে সুভ্রু! তুমি অনুত্তম চন্দ্রপ্রভার ন্যায় অত্যন্ত দীপ্তিময়ী হইয়া শোভা পাইতেছ।১৭

তোমার চোখের পাতায় মন্দ হাস্য জ্যোৎস্নার ন্যায় সুন্দর (অথবা তোমার স্মিত হাস্য চোখের পাতার পক্ষে জ্যোৎস্নার ন্যায় সুন্দর)। বিচ্ছুরিত দিব্য লাবণ্যকিরণে বৃত্তাকার, মনোরম দিব্যকান্তি সমন্বিত অনুপম শোভাময় তোমার মুখচন্দ্র নিরীক্ষণ করিয়া এই সমগ্র জগতে কে না কামের বশীভূত হইবে ?১৮-১৯

তোমার স্থূল, বর্ত্তুল, নিবিড়, সুপরিণত ও লাবণ্য-মণ্ডিত সুন্দর স্তনযুগল হার দ্বারা অলঙ্কৃত হইবার যোগ্য। হে সুন্দরি! হে চারুহাসিনি! তোমার পঙ্কজকোরকাকৃতি পয়োধরযুগল কামদেবের যষ্টির (চবুকের) ন্যায় আমাকে ব্যথিত করিতেছে।২০-২১

হে কৃশোদরি! করাগ্র পরিমিত তোমার এই কটিদেশ ত্রিবলী সন্নিবেশে রমণীয় এবং স্তনভারে অবনামিত।২২

ভামিনি! নদীসৈকতসদৃশ তোমার মনোরমজঘন দেখিয়াই অসাধ্য কামপীড়া আমাকে আক্রমণ করিতেছে।২৩

দাবানলের ন্যায় নির্দ্দয় কামানল জ্বলিত হইয়াছে এবং তোমার সহিত সঙ্গমসঙ্কল্পে বর্দ্ধিত হইয়া ইহা আমাকে দগ্ধ করিতেছে।২৪

হে বরারোহে! সঙ্গমরূপ মেঘ ও আত্মদান রূপ বর্ষণ দ্বারা তুমি আমার প্রজ্বলিত কামানল নির্ব্বাপিত কর।২৫

হে বিধুমুখি! আমার চিত্তোন্মাদকারী কামদেবের অতি প্রচণ্ড নিদারুণ শরনিকর তোমার সঙ্গমাশায় শাণিত ও সুতীক্ষ্ণ হইয়া নির্দ্দয় বেগে আমার এই হৃদয় বিদারিত করিয়া প্রবেশ করিয়াছে এবং তাহার অতি উন্মাদকর ক্রিয়া আমার প্রণয়োন্মাদ সৃষ্টি করিতেছে। এই অবস্থায় আত্মদান ও সম্ভোগ দ্বারা তুমি আমাকে উদ্ধার কর।২৬-২৭

নার্হসীহাসুখং বস্তুং সুখার্হা সুখবর্জিতা।
প্রাপ্নুহ্যনুত্তমং সৌখ্যং মত্তস্ত্বং মত্তগামিনি ॥২৯

স্বাদূন্যমৃতকল্পানি পেয়ানি বিবিধানি চ।
পিবমানা মনোজ্ঞানি রমমাণা যথাসুখম্ ॥৩০

ভোগোপচারান্ বিবিধান্ সৌভাগ্যং চাপ্যনুত্তমম্।
পানং পিব মহাভাগে ভোগৈশ্চানুত্তমৈঃ শুভৈঃ॥৩১

ইদং হি রূপং প্রথমং তবানঘে
নিরর্থকং কেবলমদ্য ভামিনি।
অধার্য্যমাণা স্রগিবোত্তমা শুভা
ন শোভসে সুন্দরি শোভনা সতী ॥৩২

ত্যজামি দারান্ মম যে পুরাতনা
ভবন্তু দাস্যস্তব চারুহাসিনি।
অহঞ্চ তে সুন্দরি দাসবৎ স্থিতঃ
সদা ভবিষ্যে বশগো বরাননে ॥৩৩

দ্রৌপদ্যুবাচ।
অপ্রার্থনীয়ামিহ মাং সূতপুত্রাভিমন্যসে।
বিহীনবর্ণাং সৈরন্ধ্রীং বীভৎসাং কেশকারিণীম্ ॥৩৪

(স্বেষু দারেষু মেধাবী কুরুতে যত্নমুত্তমম্।
স্বদারনিরতো হ্যাশু নরো ভদ্রাণি পশ্যতি ॥
ন চাধর্ম্মেণ লিপ্যেত ন চাকীর্তিমবাপ্নুয়াৎ।
স্বদারেষু রতির্ধর্ম্মো মৃতস্যাপি ন সংশয়ঃ ॥
স্বজাতিদারা মর্ত্ত্যস্য ইহলোকে পরত্র চ।
প্রেতকার্য্যাণি কুর্বন্তি নিবাপৈস্তর্পয়ন্তি চ ॥
তদক্ষয্যঞ্চ চ ধর্ম্মাঞ্চ স্বর্গ্যমাহুর্মনীষিণঃ।
স্বজাতিদারজাঃ পুত্রা জায়ন্তে কুলপূজিতাঃ ॥
প্রিয়া হি প্রাণিনাং দারাস্তস্মাৎ ত্বং ধর্মভাগ্ ভব।
পরদাররতো মর্ত্ত্যো ন চ ভদ্রাণি পশ্যতি ॥)

হে সুন্দরি! বিচিত্র মাল্য ও বিচিত্র বসন ধারণ করিয়া সর্ববিধ অলঙ্কারে অলঙ্কৃত হইয়া তুমি আমার সহিত পর্য্যাপ্ত কামোপভোগ কর।২৮

হে মত্তগামিনি! তুমি সুখভোগযোগ্যা, তুমি সুখবর্জিত হইয়া এখানে দুঃখে বাস করিবার যোগ্যা নও। আমার নিকট হইতে তুমি সর্ব্বোত্তম সুখভোগ প্রাপ্ত হও।২৯

অমৃততুল্য সুস্বাদু বিবিধ মনোজ্ঞ পানীয় পান করিয়া এবং যথাসুখে বিহার করিয়া, বহুবিধ ভোগ্যোপকরণ, উত্তম সৌভাগ্য ভোগ করিয়া সর্ব্বোত্তম শৃঙ্গারসুখ ভোগের সহিত সুরাপান কর।৩০-৩১

হে অনঘে! হে সুন্দরি! তোমার এই উত্তম রূপ শুধুই নিরর্থক। অধারিত, সুন্দর ও সর্ব্বোত্তম মালার ন্যায় তুমি সৌন্দর্য্যময়ী হইয়াও শোভা পাইতেছ না।৩২

হে চারুহাসিনি! আমার আগেকার পত্নীদিগকে আমি পরিত্যাগ করিলাম, তাহারা তোমার দাসী হউক। হে সুন্দরি! আমিও তোমার ভৃত্যের ন্যায় অবস্থিত রহিলাম। হে সুমুখী! সর্ব্বদাই আমি তোমার বশবর্ত্তী হইয়া থাকিব।৩৩

দ্রৌপদী বলিলেন,—হে সূতপুত্র! আমি নিন্দনীয় নীচজাতীয় কেশরচনাকারিণী সৈরন্ধ্রী, আমি কাহারও কামনার যোগ্যা নহি। তথাপি আপনি আমাকে পছন্দ করিতেছেন।৩৪

(বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি নিজ পত্নীর প্রতি উত্তম সমাদর প্রদর্শন করেন। নিজ পত্নীতে সন্তুষ্ট থাকিলেই মানুষ মঙ্গল দেখিতে পায়। অধর্ম্মে লিপ্ত হইতে নাই। অযশের ভাগী হওয়া উচিত নহে। নিজপত্নীতে সন্তুষ্ট থাকা মৃত ব্যক্তিরও ধর্ম্মাবহ—ইহাতে সংশয় নাই। স্বজাতীয়া রমণীই মানুষের ইহলোকে ভার্য্যা হয় এবং পরলোকে

পরদারাস্মি ভদ্রং তে ন যুক্তং ত্বয় সাম্প্রতম্ ।
দয়িতাঃ প্রাণিনাং দারা ধর্ম্মং সমনুচিন্তয় ॥৩৫
পরদারে ন তে বুদ্ধির্জাতু কার্য্যা কথঞ্চন ।
বিবর্জনং হ্যকার্য্যাণামেতৎ সুপুরুষব্রতম্ ॥৩৬
মিথ্যাভিগৃধ্নো হি নরঃ পাপাত্মা মোহমাস্থিতঃ ।
অযশঃ প্রাপ্নুয়াদ্ ঘোরং মহদ্ বা প্রাপ্নুয়াদ্ ভয়ম্ ॥৩৭

বৈশম্পায়ন উবাচ ।

এবমুক্তস্তু সৈরন্ধ্র্যা কীচকঃ কামমোহিতঃ ।
জানন্নপি সুদুর্ব্বুদ্ধিঃ পরদারাভিমর্শনে ॥৩৮
দোষান্ বহূন্ প্রাণহরান্ সর্বলোকবিগর্হিতান্ ।
প্রোবাচেদং সুদুর্ব্বুদ্ধির্দ্রৌপদীমজিতেন্দ্রিয়ঃ ॥৩৯

প্রেতকার্য্য করে ও তর্পণোদক দ্বারা পরিতৃপ্ত করে। মনীষিগণ তাহাকে অক্ষয়, ধর্ম্মসম্মত, স্বর্গপ্রদ বলিয়া থাকেন। স্বজাতীয়া ভার্য্যার গর্ভজাত পুত্রেরাই বংশে সমাদর লাভ করে। প্রাণীদিগের পত্নী অতিশয় প্রিয়। সুতরাং আপনি ধর্ম্মভাগী হউন। পরদারপ্রসক্ত ব্যক্তি কল্যাণের মুখ দেখিতে পায় না।)

আমি পরস্ত্রী, আপনার মঙ্গল হউক, আমার সহিত সংযোগ আপনার অনুচিত। পত্নী প্রাণীদিগের প্রিয়। আপনি ধর্ম্ম ভাবিয়া দেখুন।৩৫

পরস্ত্রীর প্রতি অভিলাষ আপনার কোনরূপেই কদাপি কর্ত্তব্য নহে। অকার্য্য বর্জন করাই সৎপুরুষের ব্রত।৩৬

মোহাচ্ছন্ন পাপাত্মা ব্যক্তিই অযথা অভিলাষ করিয়া মহানিন্দা বা মহাভয় প্রাপ্ত হয়।৩৭

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—সৈরন্ধ্রী এইরূপ বলিলে কামমোহিত, অজিতেন্দ্রিয়, অতিদুর্ব্বুদ্ধি কীচক পরদারসংস্পর্শে সর্ব্বলোকবিগর্হিত প্রাণঘাতী বহু দোষ জানিয়াও দ্রৌপদীকে এই কথা বলিল।৩৮-৩৯

হে বরারোহে! হে সুমুখি! হে চারুহাসিনি! তোমার জন্য কামাবিষ্ট আমাকে এইভাবে প্রত্যাখ্যান

নার্হস্যেবং বরারোহে প্রত্যাখ্যাতুং বরাননে ।
মাং মন্মথসমাবিষ্টং ত্বৎকৃতে চারুহাসিনি ॥৪০
প্রত্যাখ্যায় চ মাং ভীরু বশগং প্রিয়বাদিনম্ ।
নূনং ত্বমসিতাপাঙ্গি পশ্চাত্তাপং করিষ্যসি ॥৪১
অহং হি সুভ্রু রাজ্যস্য কৃৎস্নস্যাস্য সুমধ্যমে ।
প্রভুর্বাসয়িতা চৈব বীর্য্যে চাপ্রতিমঃ ক্ষিতৌ ॥৪২
পৃথিব্যাং মৎসমো নাস্তি কশ্চিদন্যঃ পুমানিহ ।
রূপযৌবনসৌভাগ্যৈর্ভোগৈশ্চানুত্তমৈঃ শুভৈঃ ॥৪৩
সর্বকামসমৃদ্ধেষু ভোগেষ্বনুপমেষ্বিহ ।
ভোক্তব্যেষু চ কল্যাণি কস্মাদ্ দাস্যে রতা হ্যসি ॥৪৪
ময়া দত্তমিদং রাজ্যং স্বামিন্যসি শুভাননে ।
ভজস্ব মাং বরারোহে ভুঙ্ক্ষ্ব ভোগাননুত্তমান্ ॥৪৫

করা তোমার উচিত হইতেছে না।৪০

হে ভীরু! বশবর্ত্তী ও প্রিয়ভাষী আমাকে প্রত্যাখ্যান করিয়া নিশ্চয়ই তোমাকে পরে অনুতাপ করিতে হইবে।৪১

হে সুভ্রু! হে সুমধ্যমে! পৃথিবীতে বীরত্বে আমার সমকক্ষ কেহ নাই। এই সমগ্র মৎস্যরাজ্যের কার্য্যতঃ আমিই প্রভু এবং আমিই রক্ষক। এই রাজ্যে কাহারও বাস করা আমার ইচ্ছার উপর নির্ভর করে।৪২

এই পৃথিবীতে উত্তম রূপ, যৌবন, সৌভাগ্য, সর্ব্বোত্তম সুখকর সুখভোগে আমার তুল্য আর কোন পুরুষ নাই।৪৩

হে কল্যাণি! সর্ব্ব-প্রকার কাম্যবস্তুতে সমৃদ্ধ অতুলনীয় ভোগ্য বস্তুসমূহ তুমি ভোগ করিবে, তাহা ছাড়িয়া তুমি এখানে দাসীত্ব করিতে চাহিতেছ কেন?৪৪

হে সুমুখি! হে বরাননে! আমি এই রাজ্য তোমাকে দান করিলাম, তুমি এই রাজ্যের প্রভু হইবে; আমাকে ভজনা কর, সর্ব্বোত্তম ভোগসমূহ উপভোগ কর।৪৫

এবমুক্তা তু সা সাধ্বী কীচকেনাশুভং বচঃ।
কীচকং প্রত্যুবাচেদং গর্হয়ন্ত্যস্য তদ্ বচঃ ॥৪৬

সৈরন্ধ্র্যুবাচ।
মা সূতপুত্র মুহ্যস্ব মাদ্য ত্যক্ষ্যস্ব জীবিতম্।
জানীহি পঞ্চভির্ঘোরৈর্নিত্যং মামভিরক্ষিতাম্ ॥৪৭

ন চাপ্যহং ত্বয়া লভ্যা গন্ধর্ব্বাঃ পতয়ো মম।
তে ত্বাং নিহন্যুঃ কুপিতাঃ সাধ্বলং মা ব্যনীনশঃ ॥৪৮

অশক্যরূপং পুরুষৈরধ্বানং গন্তুমিচ্ছসি।
যথা নিশ্চেতনো বালঃ কূলস্থ কূলমুত্তরম্ ॥৪৯

অন্তর্মহীং বা যদি বোর্দ্ধমুৎপতেঃ
সমুদ্রপারং যদি বা প্রধাবসি।
তথাপি তেষাং ন বিমোক্ষমর্হসি
প্রমাথিনো দেবসুতা হি খেচরাঃ ॥৫০

(মাং হি ত্বমবমন্যানঃ সূতপুত্র বিনঙ্ক্ষ্যসি।
আশু চাদ্যৈব নচিরাৎ সপুত্রঃ সহবান্ধবঃ॥
দুর্লভামভিমন্বানো মাং বীরৈরভিরক্ষিতাম্।
পতিষ্যস্যবশস্তূর্ণং বৃন্তাৎ তালফলং যথা॥
যো মামজ্ঞায় কামার্ত্তঃ অবজ্ঞানি প্রভাষসে।
অশক্তস্তু পুমান্ শৈলং ন লঙ্ঘয়িতুমর্হতি॥

দিশঃ প্রপন্নো গিরিগহ্বরাণি বা
গুহাং প্রবিষ্টোঽন্তর্হিতোঽপি বা ক্ষিতেঃ॥
জুহ্বন্ জপন্ বা প্রপতন্ গিরেস্তটা-
দ্ধুতাশনাদিত্যগতিং গতোঽপি বা।
ভার্য্যাভিমন্তা পুরুষো মহাত্মনাং
ন জাতু মুচ্যেত কথঞ্চনাহতঃ॥

কীচক এইরূপ অশুভ বাক্য বলিলে সাধ্বী সৈরন্ধ্রী তাহার সেই বাক্যের নিন্দা করিয়া প্রত্যুত্তরে এই কথা বলিলেন ।৪৬

সৈরন্ধ্রী বলিলেন,—হে সূতপুত্র। আপনি মোহগ্রস্ত হইবেন না, অদ্যই জীবনটা হারাইবেন না; জানুন, অতি ভয়ানক পঞ্চব্যক্তি কর্ত্তৃক আমি সর্ব্বদা সুরক্ষিতা ।৪৭

আপনি আমাকে লাভ করিতে পারিবেন না, গন্ধর্ব্বগণ আমার স্বামী। তাঁহারা কুপিত হইলে আপনাকে হত্যা করিবেন। আপনার মঙ্গল হউক, অকারণে মরণ ডাকিয়া আনিবেন না ।৪৮

মানুষের যে পথে চলিবার সাধ্য নাই, আপনি সেই পথে পা বাড়াইতে চাহিতেছেন। যেমন মন্দবুদ্ধি অজ্ঞান বালক নদীর একতীরে দাঁড়াইয়া থাকিয়াই অপর পারে উপনীত হইবার আকাঙ্ক্ষা করে, আপনি সেইরূপ করিতে চাহিতেছেন ।৪৯

আমার পতিগণ গগনবিহারী, দেবপুত্র, শত্রু-দমনশীল। আপনি যদি ভূবিবরে প্রবেশ করেন বা ঊর্দ্ধাকাশে উত্থিত হন কিংবা সমুদ্রপারে পলায়ন করেন, তথাপি তাঁহাদের হাত হইতে নিস্তার পাইবেন না ।৫০

(হে সূতপুত্র। আমার অবমাননা করিলে আপনি সত্বর অদ্যই অবিলম্বে সপুত্রে ও সবংশে নিহত হইবেন। আমি বীরগণ কর্ত্তৃক সুরক্ষিতা, আমি অন্যের অলভ্যা; আমাকে কামনা করিয়া আপনি বৃন্তচ্যুত তালফলের ন্যায় অবশ হইয়া সত্বর ধরাশায়ী হইবেন। আপনি আমাকে না জানিয়া কামার্ত্ত হইয়া অসংবদ্ধ বাক্য বলিতেছেন। শক্তিহীন মানুষ পর্ব্বত লঙ্ঘন করিতে পারে না।

দিগন্তে আশ্রয় লইলেও, গিরিবিবরে বা গুহাভ্যন্তরে প্রবেশ করিলেও, ভূগর্ভে অন্তর্হিত হইলেও, জপ-হোমাদি নিরত হইলেও, গিরিশৃঙ্গ হইতে লম্ফ প্রদান করিলেও, অগ্নি বা আদিত্যের শরণাপন্ন হইলেও মহাপুরুষদিগের ভার্য্যার

যোঘং ভবেদং বচনং ভবিষ্যতি
প্রতোলনং বা তুলয়া মহাগিরেঃ।
হুতাশনং প্রজ্বলিতং মহাবনে
নিদাঘমধ্যাহ্ন ইবাতুরঃ স্বয়ম্ ॥

প্রবেষ্টুকামোঽসি বধায় চাত্মনঃ
কুলস্য সর্বস্য বিনাশনায় চ।
সদেব-গন্ধর্ব-মহর্ষিসন্নিধৌ
সনাগলোকাসুররাক্ষসালয়ে ॥
গূঢ়স্থিতাং মামবমন্য চেতসা
ন জীবিতার্থী শরণং সমাপ্স্যসি ॥)

যং কালরাত্রিমিব কশ্চিদাতুরঃ
কিং মাং দৃঢ়ং প্রার্থয়সেঽদ্য কীচক।
কিং মাতুরঙ্কে শয়িতো যথা শিশু-
শ্চন্দ্রং জিঘৃক্ষুরিব মন্যসে হি মাম্ ॥৫১
তেষাং প্রিয়াং প্রার্থয়তো ন তে ভুবি
গত্বা দিবং বা শরণং ভবিষ্যতি।
ন বর্ত্ততে কীচক তে দৃশা শুভং
যা তেন সঞ্জীবনমর্থয়েত সা ॥৫২

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং
বৈয়াসিক্যাং বিরাটপর্বণি কীচকবধপর্বণি
কীচককৃষ্ণাসংবাদে চতুর্দশোঽধ্যায়ঃ ॥১৪

অবমানকারী ব্যক্তি নিহত না হইয়া কখনও কোন প্রকারে নিস্তার লাভ করে না। আপনি যেন নিদাঘমধ্যাহ্নে কাতর হইয়া নিজের মৃত্যু ও সমস্ত বংশের বিনাশের জন্যই স্বয়ং মহারণ্যে প্রজ্বলিত দাবানলের মধ্যে প্রবেশ করিতে উদ্যত হইয়াছেন। সংগোপনে অবস্থিতা আমাকে মনে মনে অবমাননা করিয়াও সম্মিলিত দেবতা, গন্ধর্ব্ব ও মহর্ষিবৃন্দের সন্নিধানে কিংবা নাগলোকে বা অসুর ও রাক্ষসালয়ে কোথাও আপনি জীবন-রক্ষার জন্য সাহায্যকারী বা ত্রাণকর্ত্তা কাহাকেও পাইবেন না।)

হে কীচক! কোন রোগার্ত্ত ব্যক্তি যেমন দৃঢ়ভাবে কালরাত্রির প্রার্থনা করে, আপনি কি আজ সেইভাবেই আমাকে দৃঢ়রূপে প্রার্থনা করিতেছেন? মাতৃ অঙ্কে শায়িত শিশু যেমন আকাশের চন্দ্রকে ধরিতে ইচ্ছা করে, আপনি কি আজ সেইরূপই আমাকে কামনা করিতেছেন?৫১

সেই প্রসিদ্ধ বীর গন্ধর্ব্বগণের আমি পত্নী, আমাকে প্রার্থনা করিয়া ভূতলে বা আকাশে গমন করিলেও কেহ রক্ষাকর্ত্তা হইবে না। হে কীচক! আপনার সেই সুবুদ্ধি নাই—যাহা পরদার হইতে নিবৃত্তিরূপ নিজের মঙ্গল ও তদ্দ্বারা জীবনরক্ষার কামনা করিতে পারে।৫২

শ্রীমন্মহর্ষিবেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের বিরাটপর্ব্বান্তর্গত কীচকবধপর্ব্বে কৃষ্ণা-কীচকসংবাদবিষয়ক চতুর্দ্দশ অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।১৪

পঞ্চদশোঽধ্যায়ঃ।

[সুদেষ্ণয়া দ্রৌপদ্যাঃ কীচকগৃহে প্রেষণম্।]

বৈশম্পায়ন উবাচ।

প্রত্যাখ্যাতো রাজপুত্র্যা সুদেষ্ণাং কীচকোঽব্রবীৎ।
অমর্য্যাদেন কামেন ঘোরেণাভিপরিপ্লুতঃ ॥১

যথা কৈকেয়ি সৈরন্ধ্রী সমেয়াৎ তদ্ বিধীয়তাম্।
যেনোপায়েন সৈরন্ধ্রী ভজেন্মাং গজগামিনী।
তং সুদেষ্ণে পরীপ্সস্ব প্রাণান্ মোহাৎ প্রহাসিষম্ ॥২

বৈশম্পায়ন উবাচ।

তস্য সা বহুশঃ শ্রুত্বা বাচং বিলপতস্তদা।
বিরাটমহিষী দেবী কৃপাং চক্রে মনস্বিনী ॥৩

(সুদেষ্ণোবাচ।

শরণাগতেয়ং সুশ্রোণী ময়া দত্তাভয়া চ সা।
শুভাচারা চ ভদ্রং তে নৈনাং বক্তুমিহোৎসহে ॥

নৈষা শক্যা হি চান্যেন স্প্রষ্টুং পাপেন চেতসা।
গন্ধর্ব্বাঃ কিল পত্যৈনাং রক্ষন্তি রময়ন্তি চ ॥

এবমেষা মমাচষ্টে তথা প্রথমসঙ্গমে।
তথৈব গজনাসোরুঃ সত্যমাহ মমান্তিকে ॥

তে হি ক্রুদ্ধা মহাত্মানো নাশয়েয়ুর্হি জীবিতম্।
রাজা চৈব সমীক্ষ্যৈনাং সম্মোহং গতবানিহ ॥

ময়া চ সত্যবচনৈরনুনীতো মহীপতিঃ।
সোঽপ্যেনামনিশং দৃষ্ট্বা মনসৈবাভ্যনন্দত ॥

ভয়াদ্ গন্ধর্বমুখ্যানাং জীবিতস্যোপঘাতিনাম্।
মনসাপি ততস্ত্বেনাং ন চিন্তয়তি পার্থিবঃ ॥

তে হি ক্রুদ্ধা মহাত্মানো গরুড়ানিলতেজসঃ।
দহেয়ুরপি লোকাংস্ত্রীন্ যুগান্তেষ্বিব ভাস্করাঃ ॥

পঞ্চদশ অধ্যায়।

[সুদেষ্ণার দ্রৌপদীকে কীচকের গৃহে প্রেরণ।]

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—অপরিসীম ও ঘোরতর কামাক্রান্ত কীচক দ্রৌপদীর নিকট প্রত্যাখ্যাত হইয়া সুদেষ্ণাকে বলিল—হে কেকয়রাজপুত্রি। সৈরন্ধ্রী যাহাতে [আমার বাটীতে] সমাগত হয়, তাহার ব্যবস্থা কর। হে সুদেষ্ণে। গজগামিনী সৈরন্ধ্রী যে উপায়ে আমাকে ভজনা করে, তুমি সেই উপায় অবলম্বন কর।১-২

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—তখন বিলাপকারী কীচকের বাক্যাবলী অনেকবার শুনিয়া মনস্বিনী বিরাট রাজমহিষীর করুণার উদ্রেক হইল।৩

(তিনি বলিলেন,—এই সুন্দরী সদাচারিণী সৈরন্ধ্রী আমার আশ্রিতা, আমি তাহাকে অভয়দানও করিয়াছি। তোমার মঙ্গল হউক। আমি ইহাকে এ বিষয়ে কিছু বলিতে ইচ্ছা করি না।

ইহাকে অন্য কোন ব্যক্তি পাপমনে স্পর্শ করিতে সমর্থ হইবে না। পাঁচজন গন্ধর্ব্ব ইহাকে রক্ষা করেন এবং ইহার সহিত বিহার করেন।

সেই প্রথম সাক্ষাৎকালে সৈরন্ধ্রী এইরূপ বলিয়াছে। হস্তীর শুণ্ডের ন্যায় ক্রমস্থূল জঙ্ঘা-শোভিতা সেই সৈরন্ধ্রী আমার নিকট তাহা সত্যই বলিয়াছে।

সেই মহামনা গন্ধর্ব্বগণ ক্রুদ্ধ হইলে জীবন নাশ করিবেন। এখানে রাজাও ইহাকে দেখিয়া মুগ্ধ হইয়াছিলেন।

আমি সত্য কথা বলিয়া তাঁহাকে অনুনয় করিয়াছিলাম। তিনিও ইহাকে দেখিয়া সর্ব্বদাই মনে আনন্দ লাভ করিতেন।

সৈরন্ধ্র্যা হেতদাখ্যাতং মম তেষাং মহদ্ বলম্।
তব চাহমিদং গুহ্যং স্নেহাদাখ্যামি বন্ধুবৎ ॥
মা গমিষ্যসি বৈ কৃচ্ছ্রাং গতিং পরমদুর্গমাম্।
বলিনস্তে রুজং কুর্য্যুঃ কুলস্য চ ধনস্য চ ॥

তস্মান্মাস্যাং মনঃ কর্ত্তুং যদি প্রাণাঃ প্রিয়াস্তব।
মা চিন্তয়েথা মা গাস্ত্বং মৎপ্রিয়ঞ্চ যদীচ্ছসি ॥

বৈশম্পায়ন উবাচ।

এবমুক্তস্তু দুষ্টাত্মা ভগিনীং কীচকোঽব্রবীৎ।

কীচক উবাচ।

গন্ধর্ব্বাণাং শতং বাপি সহস্রমযুতানি বা।
অহমেকো হনিষ্যামি গন্ধর্বান্ পঞ্চ কিং পুনঃ।

বৈশম্পায়ন উবাচ।

এবমুক্তা সুদেষ্ণা তু শোকেনাতিপ্রপীড়িতা ॥
অহো দুঃখমহো কৃচ্ছ্রমহো পাপমিতি স্ম হ।
প্রারুদদ্ ভৃশদুঃখার্তা বিপাকং তস্য বীক্ষ্য সা ॥

পাতালেষু পতত্যেষ বিলপন্ বড়বামুখে।
ত্বৎকৃতে বিনশিষ্যন্তি ভ্রাতরঃ সুহৃদশ্চ মে ॥

কিং নু শক্যং ময়া কর্ত্তুং যৎ ত্বমেবমভিপ্লুতঃ।
ন চ শ্রেয়োঽভিজানীষে কামমেবানুবর্ত্তসে ॥

ধ্রুবং গতায়ুস্ত্বং পাপ যদেবং কামমোহিতঃ।
অকর্ত্তব্যে হি মাং পাপে নিযুনক্ষি নরাধম ॥

তারপর প্রাণঘাতী শ্রেষ্ঠ গন্ধর্ব্বদিগের ভয়ে রাজা আর ইহাকে মনে মনেও চিন্তা করেন না।

গরুড় ও পবনের ন্যায় পরাক্রান্ত সেই গন্ধর্ব্বগণ ক্রুদ্ধ হইলে যুগান্তকালোদিত দ্বাদশ আদিত্যের ন্যায় ত্রৈলোক্যও দগ্ধ করিতে সমর্থ।

সৈরন্ধ্রী তাহাদের এই মহাশক্তির কথা আমাকে বলিয়াছে। তোমাকেও আমি স্নেহবশতঃ বন্ধুজনের ন্যায় এই গুপ্ত কথা বলিলাম।

অতি কষ্টকর শোচনীয় অতি দুস্তর দুর্দ্দশায় তুমি পতিত হইও না। তাঁহারা শক্তিশালী; সেইহেতু ধনসম্পদ ও বংশেরও তাঁহারা পীড়া উৎপাদন করিবেন।

সুতরাং যদি নিজের জীবন তোমার প্রিয় হয়, যদি আমার প্রিয় কার্য্য করিতে চাও, তবে ইহার প্রতি অভিলাষ করিতে যাইও না, ইহাকে চিন্তাও করিও না, ইহার নিকট গমন করিও না।

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—এইরূপ অভিহিত হইয়া দুরাত্মা কীচক ভগিনী সুদেষ্ণাকে বলিতে লাগিল।

কীচক বলিল,—শত, সহস্র বা অযুত অযুত গন্ধর্ব্বকে আমি একাই হত্যা করিব; পাঁচটা গন্ধর্ব্বের ত' কথাই নাই।

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—কীচকের এই কথায় সুদেষ্ণা শোকে দুঃখে অতীব কাতর হইয়া হায় কি দুঃখ! হায় কি কষ্ট! হায় হায় একি পাপ! এই বলিয়া তাহার পরিণতি চিন্তা করিয়া রোদন করিতে লাগিলেন।

এ (কীচক) প্রলাপ বলিতে বলিতে পাতালে বাড়বানলের মুখে পতিত হইতেছে। তোমার জন্য আমার ভ্রাতৃবর্গ ও সুহৃদ্‌বর্গ বিনষ্ট হইবে।

আমি আর কি করিতে পারি? তুমি এরূপ কাতর হইয়া পড়িয়াছ যে, কল্যাণ চিন্তা করিতেছ না; কামেরই অনুগামী হইতেছ।

পাপিষ্ঠ! তুমি যখন এরূপ কামমোহিত হইয়া পড়িয়াছ, তখন নিশ্চয়ই তোমার আয়ুঃ শেষ হইয়াছে। নরাধম! তুমি অকর্ত্তব্য পাপ

অপি চৈতৎ পুরা প্রোক্তং নিপুণৈর্মনুজোত্তমৈঃ
একস্তু কুরুতে পাপং স্বজাতিস্তেন হন্যতে ॥
গতস্ত্বং ধর্মরাজস্য বিষয়ং নাত্র সংশয়ঃ।
অদূষকমিদং সর্বং স্বজনং ঘাতয়িষ্যসি ॥
এতৎ তু মে দুঃখতরং যেনাহং ভ্রাতৃসৌহৃদাৎ।
বিদিতার্থা করিষ্যামি তুষ্টো ভব কুলক্ষয়াৎ ॥)
স্বমন্ত্রমভিসন্ধায় তস্যার্থমনুচিন্ত্য চ।
উদ্যোগং চৈব কৃষ্ণায়াঃ সুদেষ্ণা সূতমব্রবীৎ ॥৪

পর্বণি ত্বং সমুদ্দিশ্য সুরামন্নঞ্চ কারয়।
তত্রৈনাং প্রেষয়িষ্যামি সুরাহারীং তবান্তিকম্ ॥৫

তত্র সম্প্রেষিতামেনাং বিজনে নিরবগ্রহে।
সান্ত্বয়েথা যথাকামং সান্ত্ব্যমানা রমেদ্ যদি ॥৬

বৈশম্পায়ন উবাচ।

ইত্যুক্তঃ স বিনিক্রম্য ভগিন্যা বচনাৎ তদা।
সুরামাহারয়ামাস রাজার্হাং সুপরিস্রুতাম্ ॥৭

ভক্ষ্যাংশ্চ বিবিধাকারান্ বহূংশ্চোচ্চাবচাংস্তদা।
কারয়ামাস কুশলৈরন্নং পানং সুশোভনম্ ॥৮

তস্মিন্ কৃতে তদা দেবী কীচকেনোপমন্ত্রিতা।
(ত্বরাবান্ কালপাশেন কণ্ঠে বদ্ধঃ পশুর্যথা।
নাববুধ্যত মূঢ়াত্মা মরণং সমুপস্থিতম্ ॥

কীচক উবাচ।

মধু মদ্যং বহুবিধং ভক্ষ্যাশ্চ বিবিধাঃ কৃতাঃ।
উদেষ্ণে ব্রূহি সৈরন্ধ্রীং যথা সা মে গৃহং ব্রজেৎ ॥
কেনচিৎ তস্য কার্য্যেণ ত্বর শীঘ্রং মম প্রিয়ম্ ॥

কার্য্যে আমাকে নিযুক্ত করিতেছ।

প্রাচীনকালের শ্রেষ্ঠ ও নিপুণ ব্যক্তিরা বলিয়াছেন যে, বংশের একজন পাপ করে, আর তা'র জন্য তাহার স্বজাতিরা নিহত হয়।

তুমি যমের রাজ্যে গিয়াছ, ইহাতে আর সংশয় নাই। এই সমস্ত নির্দ্দোষ স্বজনবর্গকে তুমি হত্যা করাইবে।

ইহা আমার অতি দুঃখাবহ যে, আমি ভ্রাতৃস্নেহবশতঃ সমস্ত বুঝিয়াও সহায়তা করিব। কুলক্ষয় করিয়া তুমি সন্তুষ্ট হও।)

নিজের মনের কথা স্থির করিয়া, তাহার কথা এবং দ্রৌপদীর প্রতি বলপ্রয়োগাদি উদ্‌যোগের সম্ভাবনা চিন্তা করিয়া, সুদেষ্ণা কীচককে বলিলেন,—কোন উৎসব-দিবসে তুমি ঘোষণা করিয়া সুরা ও অন্নাদি প্রস্তুত করাও। সেই সময়ে আমি সুরা আনয়নের জন্য ইহাকে তোমার নিকট পাঠাইব।৪-৫

আমি পাঠাইয়া দিলে সেখানে তুমি ইহাকে নিরুপদ্রব নির্জ্জন স্থানে ইচ্ছামত অনুনয় করিও, যদি তোমার সেই অনুনয়ে সৈরন্ধ্রী সম্মত হইয়া রমণের ইচ্ছা প্রকাশ করে।৬

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—তখন এই কথায় কীচক তথা হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া গেল এবং রাজযোগ্য সুপরিস্রুত সুরা প্রস্তুতের আয়োজন করাইল এবং নিপুণ পাচকদ্বারা প্রচুর পরিমাণে নানা আকৃতির নানাবিধ খাদ্য ও সুন্দর সুন্দর পানীয় ও অন্ন প্রস্তুত করাইল।৭-৮

তাহা করা হইলে কীচক দেবী সুদেষ্ণাকে গোপনে বলিল। (কণ্ঠদেশে কালপাশে বদ্ধ পশুর ন্যায় ত্বরান্বিত মূঢ়াত্মা কীচক উপস্থিত মৃত্যুকে জানিতে পারিল না।

কীচক বলিল,—বহুবিধ মধু, মদ্য ও নানাবিধ খাদ্য প্রস্তুত হইয়াছে। হে সুদেষ্ণে! সৈরন্ধ্রীকে বল যেন কোন কার্য্যে সত্বর আমার বাটীতে যায়। ইহাই আমার প্রিয়, তুমি ত্বরান্বিত হও।

অহং হি শরণং দেবং প্রপদ্যে বৃষভধ্বজম্।
সমাগমং মে সৈরন্ধ্র্যা মরণং বা দিশেতি বৈ ॥

বৈশম্পায়ন উবাচ।
সা তমাহ বিনিঃশ্বস্য প্রতিগচ্ছ স্বকং গৃহম্।
প্রেষয়িষ্যাম্যহমপি সৈরন্ধ্রীং সুরার্থে তূর্ণমাদিশে ॥
এবমুক্তস্তু পাপাত্মা কীচকস্ত্বরিতঃ পুনঃ।
স্বগৃহং প্রাবিশৎ তূর্ণং সৈরন্ধ্রীগতমানসঃ ॥)
সুদেষ্ণা প্রেষয়ামাস সৈরন্ধ্রীং কীচকালয়ম্ ॥৯

সুদেষ্ণোবাচ।
উত্তিষ্ঠ গচ্ছ সৈরন্ধ্রি কীচকস্য নিবেশনম্।
পানমানয় কল্যাণি পিপাসা মাং প্রবাধতে ॥১০

সৈরন্ধ্র্যুবাচ।
ন গচ্ছেয়মহং তস্য রাজপুত্রি নিবেশনম্।
ত্বমেব রাজ্ঞি জানাসি যথা স নিরপত্রপঃ ॥১১
ন চাহমনবদ্যাঙ্গি তব বেশ্মনি ভামিনি।
কামবৃত্তা ভবিষ্যামি পতীনাং ব্যভিচারিণী ॥১২
ত্বং চৈব দেবী জানাসি যথা স সময়ঃ কৃতঃ।
প্রবিশন্ত্যা ময়া পূর্বং তব বেশ্মনি ভামিনি ॥১৩
কীচকস্তু সুকেশান্তে মূঢ়ো মদনদর্পিতঃ।
সোঽবমংস্যতি মাং দৃষ্ট্বা ন যাস্যে তত্র শোভনে ॥১৪
সন্তি বহ্ব্যস্তব প্রেষ্যা রাজপুত্রি বশানুগাঃ।
অন্যাং প্রেষয় ভদ্রং তে স হি মামবমংস্যতে ॥১৫

সুদেষ্ণোবাচ।
নৈব ত্বাং জাতু হিংস্যাৎ স ইতঃ সংপ্রেষিতাং ময়া।
ইত্যুক্ত্বা প্রদদৌ পাত্রং সপিধানং হিরণ্ময়ম্ ॥১৬
সা শঙ্কমানা রুদতী দৈবং শরণমীয়ুষী।
প্রাতিষ্ঠত সুরাহারী কীচকস্য নিবেশনম্ ॥১৭

"সৈরন্ধ্রীর সহিত মিলন অথবা মরণ বিধান করুন" এই বলিয়া আমি বৃষবাহন ভগবান্ মহাদেবের শরণাপন্ন হইতেছি।

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—সুদেষ্ণা দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া তাহাকে বলিলেন,—তুমি নিজের গৃহে যাও, আমিও সত্বর সৈরন্ধ্রীকে সুরা আনয়ন করিতে আদেশ করিতেছি। এই কথা বলায় সৈরন্ধ্রীগতচিত্ত পাপাত্মা কীচক ত্বরান্বিত হইয়া পুনরায় শীঘ্রই নিজ গৃহে প্রবেশ করিল।)

তখন সুদেষ্ণা সৈরন্ধ্রীকে কীচকের গৃহে প্রেরণ করিলেন।৯

সুদেষ্ণা বলিলেন,—সৈরন্ধ্রি! ওঠ, কীচকের বাটীতে যাও, পানীয় আনয়ন কর। হে কল্যাণি! পিপাসায় আমার কষ্ট হইতেছে।১০

সৈরন্ধ্রী বলিল,—হে রাজপুত্রি! আমি তাহার গৃহে যাইব না। হে রাজ্ঞি! আপনি নিজেই জানেন সে কিরূপ নির্লজ্জ।১১

ভদ্রে! আপনার বাটীতে থাকিয়া আমি পতিগণের নিকট ব্যভিচারিণী হইয়া কামোপভোগে প্রবৃত্ত হইব না।১২

দেবি! আমি পূর্ব্বে আপনার গৃহে প্রবেশ করিবার সময়ে যে সর্ত্ত করিয়াছিলাম, তাহা ত' আপনি জানেন।১৩

কমনীয়কেশবতী সুন্দরি! কীচক অতি মূঢ় ও কামদর্পিত, সে আমাকে দেখিলেই অপমানিত করিবে, আমি সেখানে যাইব না।১৪

হে রাজপুত্রি! আপনার বশবর্ত্তিনী বহু দাসী আছে, অন্য কাহাকেও পাঠাইয়া দিন, তাহাই আপনার ভাল হইবে; কারণ, সে আমাকে অপমানিত করিবে।১৫

সুদেষ্ণা বলিলেন,—এখান হইতে আমি পাঠাইয়া দিলে সে কখনও তোমাকে আক্রমণ

সৈরন্ধ্র্যুবাচ।
যথাহমন্যং ভর্তৃভ্যো নাভিজানামি কঞ্চন।
তেন সত্যেন মাং প্রাপ্তাং মা কুর্য্যাৎ
কীচকো বশে ॥১৮

বৈশম্পায়ন উবাচ।
উপাতিষ্ঠত সা সূর্য্যং মুহূর্ত্তমবলা ততঃ।
স তস্যাস্তনুমধ্যায়াঃ সর্বং সূর্য্যোঽববুদ্ধবান্ ॥১৯

অন্তর্হিতং ততস্তস্যাঃ রক্ষো রক্ষার্থমাদিশৎ।
তচ্চৈনাং নাজহাৎ তত্র সর্বাবস্থাস্বনিন্দিতাম্ ॥২০
তাং মৃগীমিব সন্ত্রস্তাং দৃষ্ট্বা কৃষ্ণাং সমীপগাম্।
উদতিষ্ঠন্মুদা সূতো নাবং লব্ধ্বেব পারগঃ ॥২১

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং
বৈয়াসিক্যাং বিরাটপর্বণি কীচকবধপর্বণি
দ্রৌপদীসুরাহরণে পঞ্চদশোঽধ্যায়ঃ ॥১৫

করিবে না। এই কথা বলিয়াই আচ্ছাদনযুক্ত সুবর্ণময় পাত্র প্রদান করিলেন।১৬

তখন সৈরন্ধ্রী শঙ্কিত হইয়া রোদন করিতে করিতে দেবতার শরণ লইয়া সুরা আনয়নার্থে কীচকের গৃহে গমন করিল।১৭

সৈরন্ধ্রী বলিলেন—আমি যেমন পতিভিন্ন অন্য কাহাকেও জানি না, সেই সত্যপ্রভাবে আমাকে পাইয়া কীচক যেন বশীভূত করিতে না পারে।১৮

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—তারপর সেই অবলা নারী ক্ষণকাল সূর্য্যের উপাসনা করিলেন। ভগবান্ সূর্য্য সেই কৃশোদরীর সমস্ত কথা বুঝিলেন, তারপর তাহার রক্ষণার্থে একটা প্রচ্ছন্ন রাক্ষসকে আদেশ করিলেন। সেই রাক্ষস কোন অবস্থাতেই সেই আনন্দিতা সৈরন্ধ্রীকে ত্যাগ করিল না।১৯-২০

কীচক হরিণীর ন্যায় ভীতা সেই দ্রৌপদীকে সমীপবর্ত্তিনী দেখিয়া পারগমনার্থী ব্যক্তি নৌকা দেখিলে যেমন আনন্দিত হয়, সেইরূপ আনন্দে উত্থিত হইল।২১

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের বিরাটপর্ব্বান্তর্গত কীচকবধপর্ব্বে দ্রৌপদীর সুরা-আনয়নবিষয়ক পঞ্চদশ অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।১৫

ষোড়শোঽধ্যায়ঃ।

[কীচকেন দ্রৌপদ্যা অপমানঃ।]

কীচক উবাচ।
স্বাগতং তে সুকেশান্তে সুব্যুষ্টা রজনী মম।
স্বামিনী ত্বমনুপ্রাপ্তা প্রকুরুষ্ব মম প্রিয়ম্ ॥১
সুবর্ণমালাঃ কম্বুশ্চ কুণ্ডলে পরিহাটকে।
নানাপত্তনজে শুভ্রে মণিরত্নঞ্চ শোভনম্ ॥২

ষোড়শ অধ্যায়।

[কীচকের দ্বারা দ্রৌপদীর অপমান।]

কীচক বলিলেন,—হে সুকেশি! আসিতে তোমার কোন কষ্ট হয় নাই ত'? তুমি আমার অধীশ্বরী, তুমি উপস্থিত হইয়াছ—আমার রাত্রি সুপ্রভাত হইয়াছে।১

সুবর্ণমালা, শঙ্খ, নানাদেশীয় সুবর্ণখচিত উজ্জ্বল কুণ্ডল ও কেয়ূর, সুন্দর সুন্দর মণি ও রত্ন

আহরন্তু চ বস্ত্রাণি কৌশিকান্যজিনানি চ।
অস্তি মে শয়নং দিব্যং ত্বদর্থমুপকল্পিতম্।
এহি তত্র ময়া সার্দ্ধং পিবস্ব মধুমাধবীম্ ॥৩

দ্রৌপদ্যুবাচ।

(নাহং শক্যা ত্বয়া স্প্রষ্টুং নিষাদেনেব ব্রাহ্মণী।
মা গমিষ্যসি দুর্বুদ্ধে গতিং দুর্গান্তরান্তরাম্॥
যত্র গচ্ছন্তি বহবঃ পরদারাভিমর্শকাঃ।
নরাঃ সম্ভিন্নমর্যাদাঃ কীটবচ্চ গুহাশয়াঃ ॥)
অপ্রৈষীদ্ রাজপুত্রী মাং সুরাহারীং তবান্তিকম্।
পানমাহর মে ক্ষিপ্রং পিপাসা মেহতি চাব্রবীৎ ॥৪

কীচক উবাচ।

অন্যা ভদ্রে নয়িষ্যন্তি রাজপুত্র্যাঃ প্রতিশ্রুতম্।
ইত্যেতাং দক্ষিণে পাণৌ সূতপুত্রঃ পরামৃশৎ ॥৫

দ্রৌপদ্যুবাচ।

যথৈবাহং নাভিচরে কদাচিৎ
পতীন্ মদাদ্ বৈ মনসাপি জাতু।
তেনৈব সত্যেন বশীকৃতং ত্বাং
দ্রষ্টাস্মি পাপং পরিকৃষ্যমাণম্ ॥৬

বৈশম্পায়ন উবাচ।

স তামভিপ্রেক্ষ্য বিশালনেত্রাং
জিঘৃক্ষমাণঃ পরিভর্ৎসয়ন্তীম্।
জগ্রাহ তামুত্তরবস্ত্রদেশে
স কীচকস্তাং সহসাক্ষিপন্তীম্ ॥৭
প্রগৃহ্যমাণা তু মহাজবেন
মুহুর্বিনিঃশ্বস্য চ রাজপুত্রী।
তয়া সমাক্ষিপ্ততনুঃ স পাপঃ
পপাত শাখীব নিকৃত্তমূলঃ ॥৮

এবং তসর, গরদ ও লোমজাদি নানাবিধ বস্ত্র তোমার জন্য আনয়ন করুক। তোমার জন্যই প্রস্তুত করা আমার সুন্দর শয্যা রহিয়াছে। এস, সেই শয্যায় আমার সহিত বসন্তপুষ্পজাত মদিরা পান কর।২-৩

দ্রৌপদী বলিলেন,—(চণ্ডাল যেমন ব্রাহ্মণীকে স্পর্শ করিতে পারে না, তুমি সেইরূপ আমাকে স্পর্শ করিতে পার না। রে দুর্ব্বুদ্ধে! মর্য্যাদা-লঙ্ঘনকারী পারদারিক পুরুষেরা গুহাভ্যন্তরে বিলীন কীটের ন্যায় যে দুর্গতির গভীর গহ্বরে প্রবেশ করে, তুই তাহাতে প্রবেশ করিস্ না।)

রাজকন্যা সুদেষ্ণা আমাকে সুরা লইয়া যাইবার জন্য তোমার নিকট পাঠাইয়াছেন। "সত্বর আমার পানীয় লইয়া আইস, আমার অত্যন্ত পিপাসা" এ-কথাও বলিয়া দিয়াছেন।৪

কীচক বলিল,—ভদ্রে! অন্য দাসীরা রাজপুত্রীর নিকট প্রতিশ্রুত পানীয় লইয়া যাইবে। এই কথা বলিয়া কীচক তাঁহার দক্ষিণ-হস্ত ধরিয়া ফেলিল।

দ্রৌপদী বলিলেন,—তুমি মহাপাপিষ্ঠ, আমি যেরূপ কখনও প্রমাদবশেও মনে মনেও স্বীয় পতিগণকে অতিক্রম করি নাই, সেই সত্য-প্রভাবেই তোমাকে দূরে আকৃষ্ট ও বশীকৃত দেখিব।৬

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—সেই কীচক বিশাল-লোচনা দ্রৌপদীর প্রতি লোলুপ দৃষ্টিপাত করিয়া তাঁহাকে ধরিয়া লইতে ইচ্ছা করিল এবং উত্তরীয়-বস্ত্র ধরিয়া ফেলিল।৭

দ্রৌপদী তাহাকে ছাড়াইয়া লইবার চেষ্টা করিতেছিলেন। কীচক ধরিয়া রাখায় দ্রৌপদী মহাবেগে বারংবার শ্বাস লইয়া তাহাকে ধাক্কা দিয়া সরাইয়া দিলেন, দেহে ধাক্কা লাগায় সেই পাপিষ্ঠ ছিন্নমূল বৃক্ষের ন্যায় পতিত

সা গৃহীতা বিধুন্বানা ভূমাবাক্ষিপ্য কীচকম্ ।
সভাং শরণমাগচ্ছদ্ যত্র রাজা যুধিষ্ঠিরঃ ॥৯

তাং কীচকঃ প্রধাবন্তীং কেশপাশে পরামৃশৎ ।
অথৈনাং পশ্যতো রাজ্ঞঃ পাতয়িত্বা পদাবধীৎ ॥১০

তস্য যোঽসৌ তদার্কেণ রাক্ষসঃ সংনিয়োজিতঃ ।
স কীচকমপোবাহ বাতবেগেন ভারত ॥১১

স পপাত তদা ভূমৌ রক্ষোবলসমাহতঃ ।
বিঘূর্ণমানো নিশ্চেষ্টশ্ছিন্নমূল ইব দ্রুমঃ ॥১২

(সভায়াং পশ্যতো রাজ্ঞো বিরাটস্য মহাত্মনঃ ।
ব্রাহ্মণানাঞ্চ বৃদ্ধানাং ক্ষত্রিয়াণাঞ্চ পশ্যতাম্ ॥

তস্যাঃ পাদাভিতপ্তায়া মুখাদ্ রুধিরমাস্রবৎ ।
তাং দৃষ্ট্বা তত্র তে সভ্যা হাহাভূতাঃ সমন্ততঃ ॥

ন যুক্তং সূতপুত্রেতি কীচকেতি চ মানবাঃ ।
কিমিয়ং বধ্যতে বালা কৃপণা চাপ্যবান্ধবা ॥)

তাং চাসীনৌ দদৃশতুর্ভীমসেন-যুধিষ্ঠিরৌ ।
অমৃষ্যমাণৌ কৃষ্ণায়াঃ কীচকেন পরাভবম্ ॥১৩

তস্য ভীমো বধঃ প্রেপ্সুঃ কীচকস্য দুরাত্মনঃ ।
দন্তৈর্দন্তাংস্তদা রোষান্নিষ্পিপেষ মহামনাঃ ॥১৪

ধূমচ্ছায়া হ্যভজত্তাং নেত্রে চোচ্ছ্রিতপক্ষ্মণী ।
সস্বেদা ভ্রুকুটী চোগ্রা ললাটে সমবর্তত ॥১৫

হস্তেন মমৃজে চৈব ললাটং পরবীরহা ।
ভূয়শ্চ ত্বরিতঃ ক্রুদ্ধঃ সহসোত্থাতুমৈচ্ছত ॥১৬

অথাবমৃদ্নাদঙ্গুষ্ঠমঙ্গুষ্ঠেন যুধিষ্ঠিরঃ ।
প্রবোধনভয়াদ্ রাজা ভীমং তং প্রত্যষেধয়ৎ ॥১৭

হইল ।৮

ধৃতা দ্রৌপদী কীচককে মাটীতে ফেলিয়া দিয়া কাঁপিতে কাঁপিতে যেখানে রাজা যুধিষ্ঠির আছেন, তাঁহার শরণস্থল সেই রাজসভায় গমন করিতে লাগিলেন ।৯

কীচক প্রধাবিতা দ্রৌপদীর কেশপাশে ধরিয়া ফেলিল। তারপর রাজার সমক্ষেই তাঁহাকে ভূপাতিত করিয়া পদাঘাত করিল ।১০

হে জনমেজয়! তখন সূর্য্যদেব যে রাক্ষসটাকে নিযুক্ত করিয়াছিলেন, সে কীচককে বায়ুবেগে উল্টাইয়া দিল ।১১

রাক্ষস কর্ত্তৃক সবলে তাড়িত হইয়া কীচক নিশ্চেষ্ট হইয়া ঘুরিতে ঘুরিতে ছিন্নমূলদ্রুমের ন্যায় ভূতলে পতিত হইল ।১২

(সভামধ্যস্থ বিরাটরাজা এবং বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্যবর্গের সমক্ষেই কীচকের পদাঘাতে আহত দ্রৌপদীর মুখ হইতে রক্তপাত হইতে লাগিল। তাঁহাকে দেখিয়া সেই সভার চারিদিকে সভাসদ্গণ হাহাকার করিয়া বলিতে লাগিলেন, হে সূতপুত্র কীচক! ইহা উচিত নহে। এই স্বজনহীনা দীনা বালিকাকে প্রহার করিতেছ কেন?)

সভামধ্যে উপবিষ্ট যুধিষ্ঠির ও ভীমসেন কীচকের হস্তে লাঞ্ছিতা দ্রৌপদীকে দেখিলেন এবং তাঁহারা কীচকের হস্তে দ্রৌপদীর সেই লাঞ্ছনা সহ্য করিতে পারিলেন না ।১৩

মহা অভিমানী ভীমসেন দুরাত্মা কীচককে বধ করিবার ইচ্ছায় তখন ক্রোধে দন্তে দন্ত পেষণ করিতে লাগিলেন ।১৪

তাঁহার চোখের পাতা বিস্ফারিত হইল, ললাটে ভ্রুকুটী ও ঘর্ম্মোদ্গম হইল, তিনি চোখে ধোঁয়ার ন্যায় দেখিতে লাগিলেন ।১৫

শত্রুবীরহন্তা ভীম হাত দিয়া ললাট মুছিয়া ফেলিলেন এবং পুনরায় ক্রুদ্ধ হইয়া সত্বর উত্থিত হইতে ইচ্ছা করিলেন ।১৬

তং মত্তমিব মাতঙ্গং বীক্ষমাণং বনস্পতিম্ ।
স তমাবারয়ামাস ভীমসেনং যুধিষ্ঠিরঃ ॥১৮

আলোকয়সি কিং বৃক্ষং সূদ দারুকৃতেন বৈ ।
যদি তে দারুভিঃ কৃত্যং বহির্বৃক্ষান্নিগৃহ্যতাম্ ॥১৯

(যস্ত চার্দ্রস্য বৃক্ষস্য শীতচ্ছায়াং সমাশ্রয়েৎ ।
ন তস্য পর্ণং ক্রুহ্যেত পূর্ববৃত্তমনুস্মরন্ ॥)

(ইঙ্গিতজ্ঞঃ স তু ভ্রাতুস্তূষ্ণীমাসীদ্ বৃকোদরঃ ॥
ভীমস্য তু সমারম্ভং দৃষ্ট্বা রাজ্ঞশ্চ চেষ্টিতম্ ।
দ্রৌপদ্যত্যধিকং ক্রুদ্ধা প্রারুদৎ সা পুনঃ পুনঃ ॥
কীচকেনানুগমনাৎ কৃষ্ণা তাম্রায়তেক্ষণা ।)

সা সভাদ্বারমাসাদ্য রুদতী মৎস্যমব্রবীৎ ।
অবেক্ষমাণা সুশ্রোণী পতীংস্তান্ দীনচেতসঃ ॥২০

আকারমভিরক্ষন্তী প্রতিজ্ঞাধর্মসংহিতা ।
দহ্যমানেব রৌদ্রেণ চক্ষুষা দ্রুপদাত্মজা ॥২১

(দ্রৌপদ্যুবাচ
প্রজারক্ষণশীলানাং রাজ্ঞাং হ্যমিততেজসাম্ ।
কার্য্যং হি পালনং নিত্যং ধর্মে সত্যে চ তিষ্ঠতাম্ ।

স্বপ্রজায়াং প্রজায়াঞ্চ বিশেষং নাধিগচ্ছতাম্ ।
প্রিয়েষ্বপি চ দ্বেষ্যেষু সমত্বং যে সমাশ্রিতাঃ ॥

বিবাদেষু প্রবৃত্তেষু সমং কার্য্যানুদর্শিনা ।
রাজ্ঞা ধর্মাসনস্থেন জিতৌ লোকাবুভাবপি ॥
রাজন্ ধর্মাসনস্থোঽপি রক্ষ মাং ত্বমনাগসীম্ ॥

অনন্তর যুধিষ্ঠির নিজের অঙ্গুষ্ঠ দ্বারা তাঁহার অঙ্গুষ্ঠ টিপিয়া দিলেন, লোকের জানিয়া ফেলিবার ভয়ে তিনি এইভাবে ভীমকে নিষেধ করিলেন ।১৭

মত্ত মাতঙ্গের ন্যায় বৃহৎ বৃক্ষের প্রতি পাতকারী ভীমকে যুধিষ্ঠির বারণ করিতে লাগিলেন ।১৮

যুধিষ্ঠির বলিলেন,—হে সূদ (পাচক)। তুমি কাষ্ঠের জন্য বৃক্ষের প্রতি দৃষ্টিপাত করিতেছ কি? যদি তোমার কাষ্ঠের প্রয়োজন থাকে, তবে বাহিরের বৃক্ষ হইতে আহরণ কর ।১৯

(যে সরস বৃক্ষের শীতল ছায়ায় আশ্রয় গ্রহণ করা যায় পূর্ব্বোপকার স্মরণ করিয়া তাহার পাতাও নষ্ট করিতে নাই। ভ্রাতার ইঙ্গিত বুঝিতে পারিয়া বৃকোদর চুপ করিলেন। ভীমের সেই উত্তম ও যুধিষ্ঠিরের নিবারণ দেখিয়া দ্রৌপদী অত্যধিক ক্রুদ্ধ হইলেন এবং তিনি পুনঃ পুনঃ রোদন করিতে লাগিলেন। কীচক তাঁহার অনুগামী হওয়ায় ক্রোধে তাঁহার নেত্র বিস্ফারিত ও আরক্ত হইয়াছিল।)

সেই রোদনপরায়ণা সুন্দরী দ্রৌপদী সভাদ্বারে উপস্থিত হইয়া বিষণ্ণচিত্ত পতিগণকে দেখিতে লাগিলেন, তাঁহার উগ্রদৃষ্টি যেন দগ্ধ করিতে লাগিল। তথাপি তিনি প্রতিজ্ঞাধর্ম্মে স্থির থাকিয়া পরিচয় গোপন রাখিয়া মৎস্যরাজকে বলিতে লাগিলেন ।২০-২১

(দ্রৌপদী বলিলেন,—শত্রু ও মিত্রের প্রতি যাঁহারা সমদর্শী, স্বীয় সন্ততি ও প্রজাবর্গের মধ্যে যাঁহারা পার্থক্য বোধ করেন না, সেই প্রজাপালনপরায়ণ, সত্য ও ধর্ম্মনিষ্ঠ অমিতবলশালী নৃপতিবর্গের সর্ব্বদাই প্রজাদিগকে রক্ষা করা উচিত।

কোন রূপ বিবাদ সংঘটিত হইলে যে রাজা ধর্ম্মাসনস্থ হইয়া সমভাবে (অর্থাৎ নিরপেক্ষভাবে) কর্ত্তব্য বিচার করেন, ইহলোক এবং পরলোক এই উভয়লোকই তাঁহার বিজিত হয়।

রাজন্। আপনি ধর্ম্মাসনে সমাসীন, আপনি নিরপরাধা আমাকে রক্ষা করুন।

অহং ত্বনপরাধ্যান্তী কীচকেন দুরাত্মনা।
পশ্যতস্তে মহারাজ হতা পাদেন দাসবৎ ॥
মৎস্যাধিপ প্রজা রক্ষ পিতা পুত্রানিবৌরসান্ ॥
যস্ত্বধর্মেণ কার্য্যাণি মোহাত্মা কুরুতে নৃপঃ।
অচিরাৎ তং দুরাত্মানং বশে কুর্বন্তি শত্রবঃ ॥
মৎস্যানাং কুলজস্ত্বং হি তেষাং সত্যং পরায়ণম্।
ত্বং কিলৈবংবিধো জাতঃ কুলে ধর্মপরায়ণে ॥
অতস্ত্বাহমভিক্রন্দে শরণার্থং নরাধিপ।
ত্রাহি মামদ্য রাজেন্দ্র কীচকাৎ পাপপুরুষাৎ ॥
অনাথমিহ মাং জ্ঞাত্বা কীচকঃ পুরুষাধমঃ।
প্রহরত্যেব নীচাত্মা ন তু ধর্মমবেক্ষতে ॥

আমি নিরপরাধা, মহারাজ! আমি কোন অপরাধ করি নাই, তথাপি দুরাত্মা কীচক আপনার সমক্ষেই ভৃত্যের ন্যায় আমাকে পদাঘাত করিয়াছে।

হে মৎস্যরাজ! পিতা যেমন নিজ ঔরসজাত পুত্রদিগকে রক্ষা করেন, আপনি প্রজাদিগকে সেইরূপ রক্ষা করুন।

যে রাজা মোহাবিষ্ট হইয়া অধর্ম্মানুযায়ী কার্য্য করে, শত্রুগণ অচিরেই সেই দুরাত্মাকে বশীভূত করিয়া ফেলে।

সত্যই যাহাদের পরম আশ্রয়, আপনি সেই মৎস্যরাজবংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, ধার্ম্মিক বংশে আপনিও সেইরূপই হইয়াছেন।

হে রাজন্! সেই জন্যই আপনার শরণাগত হইবার অভিপ্রায়ে আমি আপনাকে উচ্চৈঃস্বরে আহ্বান করিতেছি। হে নৃপতিপ্রবর! অদ্য আপনি আমাকে এই পাপিষ্ঠ কীচকের হাত হইতে রক্ষা করুন।

অকার্য্যাণামনারম্ভাৎ কার্য্যাণামনুপালনাৎ।
প্রজাসু যে সুবৃত্তাস্তে স্বর্গমায়ান্তি ভূমিপাঃ ॥
কার্য্যাকার্য্যবিশেষজ্ঞাঃ কামকারেণ পার্থিব।
প্রজাসু কিল্বিষং কৃত্বা নরকং যান্ত্যধোমুখাঃ ॥
নৈব যজ্ঞৈর্ন বা দানৈর্ন গুরোরুপসেবয়া।
প্রাপ্নুবন্তি তথা ধর্মং যথা কার্য্যানুপালনাৎ ॥
ক্রিয়ায়ামক্রিয়ায়াঞ্চ প্রাপণে পুণ্য-পাপয়োঃ ॥
প্রজায়াং সৃজ্যমানায়াং পুরা হেতুরুদাহৃতম্।
এতদ্ বো মানুষাঃ সম্যক্ কার্য্যং দ্বন্দ্বতয়া ভুবি।
অস্মিন্ সুনীতে দুর্নীতে লভতে কর্মজং ফলম্ ॥
কল্যাণকারী কল্যাণং পাপকারী চ পাপকম্।
তেন গচ্ছতি সংসর্গং স্বর্গায় নরকায় বা ॥

এই নীচমনা পুরুষাধম কীচক আমাকে অনাথা জানিয়া প্রহার করিতেছে। ধর্ম্মের দিকে তাকাইতেছে না। প্রজাদের উপর সদাচরণকারী রাজারা অকর্ত্তব্য না করিয়া এবং কর্ত্তব্য পালন করিয়া স্বর্গলাভ করেন।

হে রাজন্! কর্ত্তব্য ও অকর্ত্তব্যে পার্থক্য জানিয়াও প্রজার উপর পাপাচরণ করিয়া নিম্নাভিমুখী রাজারা স্বেচ্ছাচারিতার জন্য নরকে গমন করে।

প্রজার প্রতি কর্ত্তব্য-পালনে রাজার যেরূপ ধর্ম্মলাভ হয়, প্রভূত যজ্ঞ, প্রচুর দান বা গুরু-সেবাতেও সেরূপ হয় না।

সৎ কার্য্য ও অসৎকার্য্য, পুণ্য ও পাপপ্রাপ্তি বিষয়ে পুরাকালে প্রজাসৃষ্টির সময়ে এইরূপ কথিত হইয়াছিল। হে মানবগণ! পৃথিবীতে পাপপুণ্যের দ্বন্দ্ব থাকায় সমীচীন কার্য্যই তোমাদের কর্ত্তব্য। জগতে সুনীতি বা দুর্নীতি

সুকৃতং দুষ্কৃতং বাপি কৃত্বা মোহেন মানবঃ।
পশ্চাত্তাপেন তপ্যেত সুবুদ্ধ্যা মরণং গতঃ ॥

এবমুক্ত্বা পরং বাক্যং বিসসর্জ্জ শতক্রতুম্।
শক্রোঽপ্যাপৃচ্ছ্য ব্রহ্মাণং দেবরাজ্যমপালয়ৎ ॥

যথোক্তং দেবদেবেন ব্রহ্মণা পরমেষ্ঠিনা।
তথা ত্বমপি রাজেন্দ্র কার্য্যাকার্য্যে স্থিরো ভব ॥

বৈশম্পায়ন উবাচ।

এবং বিলপমানায়াং পাঞ্চাল্যাং মৎস্যপুঙ্গবঃ।
অশক্তঃ কীচকং তত্র শাসিতুং বলদর্পিতম্ ॥

বিরাটরাজঃ সূতং তু সান্ত্বেনৈব ন্যবারয়ৎ।
কীচকং মৎস্যরাজেন কৃতাগসমনিন্দিতা ॥

নাপরাধানুরূপেণ দণ্ডেন প্রতিপাদিতম্।
পাঞ্চালরাজস্য সুতা দৃষ্ট্বা সুরসুতোপমা ॥
ধর্মজ্ঞা ব্যবহারাণাং কীচকং কৃতকিল্বিষম্।
পুনঃ প্রোবাচ রাজানং স্মরন্তী ধর্মমুত্তমম্ ॥
সম্প্রেক্ষ্য চ বরারোহা সর্বাংস্তত্র সভাসদঃ।
বিরাটং চাহ পাঞ্চালী দুঃখেনাবিষ্টচেতনা ॥)

যেষাং বৈরী ন স্বপিতি ষষ্ঠেঽপি বিষয়ে বসন্।
তেষাং মাং মানিনীং ভার্য্যাং সূতপুত্রঃ পদাবধীৎ ॥২২

যে দদ্যুর্ন চ যাচেয়ুর্ব্রহ্মণ্যাঃ সত্যবাদিনঃ।
তেষাং মাং মানিনীং ভার্য্যাং সূতপুত্রঃ পদাবধীৎ ॥২৩

যেষাং দুন্দুভিনির্ঘোষো জ্যাঘোষঃ শ্রূয়তেঽনিশম্।
তেষাং মাং মানিনীং ভার্য্যাং সূতপুত্রঃ পদাবধীৎ ॥২৪

করিলে কর্ম্মানুরূপ ফললাভ হয়।

কল্যাণকারী কল্যাণ লাভ করে ও পাপকারী পাপঅর্জন করে। তাহার ফলে স্বর্গ বা নরকে গমন করিতে হয়।

মানুষ নিজের বুদ্ধিমোহবশতঃ পাপপ্রদ দুষ্কার্য্য উত্তমরূপে করিয়া মরণ ডাকিয়া আনে এবং পরে অনুতাপে সন্তপ্ত হয়।

ব্রহ্মা এইরূপ বলিয়া ইন্দ্রকে বিদায় দিয়াছিলেন এবং ইন্দ্রও ব্রহ্মার অনুমতি লইয়া দেবরাজ্য পালনে ব্যাপৃত হইয়াছিলেন।

হে রাজন্! পরম দেবতা পরমেষ্ঠী ব্রহ্মা যেরূপ বলিয়াছিলেন, আপনিও কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্যে সেইরূপ অবিচল হউন।

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—দ্রৌপদী এইরূপ বিলাপ করিতে লাগিলে তখন বলদর্পিত কীচককে শাসন করিতে অক্ষম মৎস্যদেশাধিপতি রাজা বিরাট মধুর বাক্যেই তাহাকে বারণ করিলেন।

মৎস্যরাজ কৃতাপরাধ কীচককে অপরাধানুরূপ দণ্ডে দণ্ডিত করিলেন না দেখিয়া দেবসুতোপমা, ব্যবহারধর্ম্মজ্ঞা পাঞ্চালরাজপুত্রী উত্তমধর্ম্ম স্মরণ করিয়া পাপকারী কীচক ও তত্রত্য সমস্ত সভাসদ্দিগের প্রতি দৃষ্টিপাতপূর্ব্বক পুনরায় বিরাটরাজাকে বলিতে লাগিলেন। দুঃখাবিষ্টচিত্তে দ্রৌপদী বলিলেন,—)

যাঁহাদের বৈরী ছয় রাজ্যের ব্যবধানে বাস করিয়াও নিদ্রা যাইতে পারে না, আমি তাঁহাদের মর্য্যাদাশালিনী ভার্য্যা, সূতপুত্র সেই আমাকে পদাঘাত করিয়াছে।২২

যাঁহারা সত্যবাদী ও ব্রাহ্মণের হিতৈষী, যাঁহারা দানই করেন, কিন্তু প্রার্থনা করেন না, আমি তাঁহাদের মর্য্যাদাশালিনী ভার্য্যা, সূতপুত্র সেই আমাকে পদাঘাত করিয়াছে।২৩

যাঁহাদের জ্যা-নিনাদ সর্ব্বদা দুন্দুভিধ্বনির ন্যায় শোনা যায়, আমি তাঁহাদের মর্য্যাদাশালিনী ভার্য্যা, সেই আমাকে সূতপুত্র পদাঘাত করিয়াছে।২৪

যে চ তেজস্বিনো দান্তা বলবন্তোঽতিমানিনঃ।
তেষাং মাং মানিনীং ভার্য্যাং সূতপুত্রঃ পদাবধীৎ॥২৫

সর্ব্বলোকমিমং হন্যুর্ধর্ম্মপাশসিতাস্তু যে।
তেষাং মাং মানিনীং ভার্য্যাং সূতপুত্রঃ পদাবধীৎ॥২৬

শরণং যে প্রপন্নানাং ভবন্তি শরণার্থিনাম্।
চরন্তি লোকে প্রচ্ছন্নাঃ ক নু তেঽদ্য মহারথাঃ॥২৭

কথং তে সূতপুত্রেণ বধ্যমানাং প্রিয়াং সতীম্।
মর্ষয়ন্তী যথা ক্লীবা বলবন্তোঽমিতৌজসঃ॥২৮

ক নু তেষামমর্ষশ্চ বীর্য্যং তেজশ্চ বর্ত্ততে।
ন পরীপ্সন্তি যে ভার্য্যাং বধ্যমানাং দুরাত্মনা॥২৯

ময়াত্র শক্যং কিং কর্ত্তুং বিরাটে ধর্ম্মদূষকে।
যঃ পশ্যন্ মাং মর্ষয়তি বধ্যমানামনাগসম্॥৩০

ন রাজা রাজবৎ কিঞ্চিৎ সমাচরতি কীচকে।
দস্যূনামিব ধর্ম্মস্তে ন হি সংসদি শোভতে॥৩১

নাহমেতেন যুক্তং বৈ হন্তুং মৎস্য তবান্তিকে।
সভাসদোঽত্র পশ্যন্তু কীচকস্য ব্যতিক্রমম্॥৩২

কীচকো ন চ ধর্ম্মজ্ঞো ন চ মৎস্যঃ কথঞ্চন।
সভাসদোঽপ্যধর্ম্মজ্ঞা য এনং পর্য্যুপাসতে॥৩৩

বৈশম্পায়ন উবাচ।

এবংবিধৈর্ব্বচোভিঃ সা তদা কৃষ্ণাশ্রুলোচনা।
উপালভত রাজানং মৎস্যানাং বরবর্ণিনী॥৩৪

বিরাট উবাচ।

পরোক্ষং নাভিজানামি বিগ্রহং যুবয়োরহম্।
অর্থতত্ত্বমবিজ্ঞায় কিং নু স্যাৎ কৌশলং মম॥৩৫

যাঁহারা তেজস্বী, জিতেন্দ্রিয়, বলবান্ ও অত্যন্ত অভিমানী, আমি তাঁহাদের মর্য্যাদাশালিনী ভার্য্যা, সূতপুত্র সেই আমাকে পদাঘাত করিয়াছে।২৫

যাঁহারা এই সমস্ত জগৎটাই সংহার করিয়া ফেলিতে পারেন, কিন্তু এখন ধর্ম্মপাশে বদ্ধ রহিয়াছেন, আমি তাঁহাদের মর্য্যাদাশালিনী ভার্য্যা, সূতপুত্র সেই আমাকে পদাঘাত করিয়াছে।২৬

যাঁহারা আশ্রিত ও শরণাগত ব্যক্তিগণের রক্ষাকর্ত্তা হইয়া থাকেন, যাঁহারা জগতে প্রচ্ছন্নভাবে বিচরণ করিতেছেন, সেই মহারথীরা আজ কোথায়?২৭

সেই মহাতেজস্বী মহাবীরেরা পতিব্রতা পত্নীর প্রতি সূতপুত্রের প্রহার ক্লীবের ন্যায় সহ্য করিতেছেন কেন?২৮

দুরাত্মা কীচকের দ্বারা প্রহৃতা ভার্য্যার নিকটে যাঁহারা উপস্থিত হইতেছেন না, তাঁহাদের তেজ, বীর্য্য, ক্রোধ কোথায় আছে?২৯

বিনা অপরাধে আমাকে প্রহৃত হইতে দেখিয়াও যিনি সহ্য করিতেছেন, সেই বিরাট রাজা ধর্ম্মদূষক হইয়াছেন।৩০

আমি এ-ক্ষেত্রে কি করিতে পারি? রাজা কীচকের প্রতি রাজযোগ্য কিছু কার্য্য করিলেন না। হে মৎস্যরাজ! আপনার এই দস্যুর ন্যায় আচরণ সভামধ্যে শোভা পায় না।৩১

আপনার নিকটে আমাকে প্রহার করা ইহার উচিত হয় নাই। সভাসদ্গণ কীচকের এই ব্যতিক্রম লক্ষ্য করুন।৩২

কীচক ধর্ম্মজ্ঞ নহে, মৎস্যরাজও কোনমতেই ধর্ম্মজ্ঞ নহেন, আর যাঁহারা ইঁহাকে ঘিরিয়া চারিদিকে বসিয়া রহিয়াছেন, সেই সভাসদ্গণও ধর্ম্মজ্ঞ নহেন।৩৩

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—সেই সুন্দরী দ্রৌপদী অশ্রুপূর্ণ নেত্রে এইরূপ বাক্যাবলীর দ্বারা মৎস্য-দেশের রাজাকে তিরস্কার করিলেন।৩৪

বিরাট বলিলেন,—আমার অসাক্ষাতে

বৈশম্পায়ন উবাচ।

ততস্তু সভ্যা বিজ্ঞায় কৃষ্ণাং ভূয়োঽভ্যপূজয়ন্।
সাধু সাধ্বিতি চাপ্যাহুঃ কীচকঞ্চ ব্যগর্হয়ন্ ॥৩৬

সভ্যা উচুঃ।

যস্যেয়ং চারুসর্ব্বাঙ্গী ভার্য্যা স্যাদায়তেক্ষণা।
পরো লাভস্তু তস্য স্যান্ন চ শোচেৎ কথঞ্চন ॥৩৭
(যস্যা গাত্রং শুভং পীনং মুখং জয়তি পঙ্কজম্।
গতির্হংসং স্মিতং কুন্দং সৈষা নার্হতি পদ্বধম্ ॥
দ্বাত্রিংশদ্ দশনা যস্যাঃ শ্বেতা মাংসনিবন্ধনাঃ।
স্নিগ্ধাশ্চ মৃদবঃ কেশাঃ সৈষা নার্হতি পদ্বধম্ ॥
পদ্মং চক্রং ধ্বজং শঙ্খং প্রাসাদো মকরস্তথা।
যস্যাঃ পাণিতলে সন্তি সৈষা নার্হতি পদ্বধম্ ॥

তোমাদের বিরোধবিষয় আমি কিছু জান না। প্রকৃত ব্যাপার না জানিয়া আমার পক্ষে কি সুবিচার সম্ভব হইতে পারে?৩৫

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—তারপর সভাসদ্গণ অবগত হইয়া দ্রৌপদীকে প্রচুর সম্মান দিলেন, "সাধু সাধু" বলিয়া প্রশংসা করিলেন এবং কীচকের নিন্দা করিতে লাগিলেন।৩৬

সভ্যগণ বলিতে লাগিলেন—এই বিশাল-নয়না, সর্ব্বাঙ্গশোভনা নারী যাহার ভার্য্যা, তাহার পরম লাভ হইবে এবং সে কিছুতেই শোক করিবে না।৩৭

(যাহার গাত্র সুন্দর ও পরিপুষ্ট, যাহার মুখ পদ্মের ন্যায়, গতি হংসের ন্যায় এবং স্মিতহাস্য কুন্দপুষ্পের ন্যায়, সেই এই রমণী পদাঘাতের যোগ্যা নহে।

যাহার বত্রিশটি দাঁতই শুভ্রবর্ণ ও চারিদিকে মাংসদ্বারা বদ্ধ এবং কেশপাশ কোমল ও চিক্কণ, সেই এই রমণী পদাঘাতের যোগ্যা নহে।

আবর্ত্তাঃ খলু চত্বারঃ সর্ব্বে চৈব প্রদক্ষিণাঃ।
সমং গাত্রং শুভং স্নিগ্ধং যস্যা নার্হতি পদ্বধম্ ॥

অচ্ছিদ্রহস্তপাদা চ অচ্ছিদ্রদশনা চ যা।
কন্যা কমলপত্রাক্ষী কথমর্হতি পদ্বধম্ ॥

সেয়ং লক্ষণসম্পন্না পূর্ণচন্দ্রনিভাননা।
সুরূপিণী সুবদনা নেয়ং যোগ্যা পদা বধম্ ॥

দেবদেবীব সুভগা শক্রদেবীব শোভনা।
অপ্সরা ইব সৌরূপ্যান্নেয়ং যোগ্যা পদা বধম্ ॥)

ন হীদৃশী মনুষ্যেষু সুলভা বরবর্ণিনী।
নারী সর্ব্বানবদ্যাঙ্গী দেবীং মন্যামহে বয়ম্ ॥৩৮

যাহার করতলে শঙ্খ, চক্র, পদ্ম, ধ্বজ, প্রাসাদ ও মকর চিহ্ন আছে, সেই এই রমণী পদাঘাতের যোগ্যা নহে।

যাহার চারিটি রোমাবর্ত্ত সবগুলিই দক্ষিণগামী, গাত্র সুন্দর, মসৃণ ও সমান অর্থাৎ সামঞ্জস্যপূর্ণ, সেই এই রমণী পদাঘাতের যোগ্যা নহে।

যাহার হাত ও পা-এর অঙ্গুলির মধ্যে ফাঁক নাই, দাঁতগুলিও ঘনসন্নিবিষ্ট, নয়নযুগল পদ্মের পাপড়ির ন্যায়, সেই কন্যা কিরূপে পদাঘাতের যোগ্যা হইতে পারে?

এই পূর্ণচন্দ্রমুখী, সুলক্ষণা, সুরূপা, সুন্দরী পদাঘাতের যোগ্যা নহে।

দেবপত্নীর ন্যায় সুভগা, ইন্দ্রাণীর ন্যায় সুন্দরী, অপ্সরার ন্যায় সুরূপা এই রমণী পদাঘাতের যোগ্যা নহে।)

মনুষ্যমধ্যে এরূপ অনবদ্য-সর্ব্বাবয়বা পরম রূপবতী নারী সুলভ নহে। ইহাকে আমরা দেবী বলিয়া মনে করি।৩৮

বৈশম্পায়ন উবাচ।

এবং সম্পূজয়ংস্তত্তে কৃষ্ণাং প্রেক্ষ্য সভাসদঃ।
যুধিষ্ঠিরস্য কোপাৎ তু ললাটে স্বেদ আগমৎ ॥৩৯

(সা বিনিঃশস্য সুশ্রোণী ভূমাবস্তর্মুখী স্থিতা।
তূষ্ণীমাসীৎ তদা দৃষ্ট্বা বিবক্ষন্তং যুধিষ্ঠিরম্ ॥)

অথাব্রবীদ্ রাজপুত্রীং কৌরব্যো মহিষীং প্রিয়াম্।
গচ্ছ সৈরন্ধ্রি মাত্র স্থাঃ সুদেষ্ণায়া নিবেশনম্ ॥৪০

ভর্তারমনুরুন্ধন্ত্যঃ ক্লিশ্যন্তে বীরপত্নয়ঃ।
শুশ্রূষয়া ক্লিশ্যমানাঃ পতিলোকং জয়ন্ত্যত ॥৪১

মন্যে ন কালং ক্রোধস্য পশ্যন্তি পতয়স্তব।
তেন ত্বাং নাভিধাবন্তি গন্ধর্বাঃ সূর্য্যবর্চসঃ ॥৪২

(শ্রূয়স্তাং তে সুকেশান্তে মোক্ষধর্মাশ্রয়াঃ কথাঃ।
যথা ধর্মঃ কুলস্ত্রীণাং দৃষ্টো ধর্মানুরোধনাৎ ॥)

নাস্তি কশ্চিৎ স্ত্রিয়া যজ্ঞো ন শ্রাদ্ধং
নাপ্যুপোষণম্।
যা চ ভর্তরি শুশ্রূষা সা স্বর্গায়াভিজায়তে ॥

পিতা রক্ষতি কৌমারে ভর্তা রক্ষতি যৌবনে।
পুত্রস্তু স্থবিরে ভাবে ন স্ত্রী স্বাতন্ত্র্যমর্হতি ॥

ভর্তৄন্ প্রতি তথা পত্ন্যো ন ক্রুধ্যন্তি কদাচন।
বহুভিশ্চ পরিক্লেশৈরবজ্ঞাতাশ্চ শত্রুভিঃ ॥
অনন্যভাবশুশ্রূষাঃ পুণ্যলোকং ব্রজন্ত্যত ॥

ন ক্রুদ্ধান্ প্রতি যায়াদ্ বৈ পতীংস্তে বৃত্রহা অপি ॥
যদি তে সময়ঃ কশ্চিৎ কৃতো হ্যায়তলোচনে।
তং স্মরস্ব ক্ষমাশীলে ক্ষমা ধর্মো হ্যনুত্তমঃ ॥

ক্ষমা সত্যং ক্ষমা দানং ক্ষমা ধর্মঃ ক্ষমা তপঃ।
ক্ষমাবতাময়ং লোকঃ পরলোকঃ ক্ষমাবতাম্ ॥

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—সেই সভাসদ্গণ দ্রৌপদীকে দেখিয়া এইভাবে প্রশংসা করিতে লাগিলেন। তখন ক্রোধে যুধিষ্ঠিরের ললাটে ঘর্ম্মোদ্গম হইল।৩৯

(তখন যুধিষ্ঠিরকে কিছু বলিতে ইচ্ছুক দেখিয়া, দ্রৌপদী অধোমুখী হইয়া চুপ করিয়া রহিলেন।)

অনন্তর যুধিষ্ঠির প্রিয়তমা মহিষী দ্রৌপদীকে বলিলেন,—সৈরন্ধ্রী! তুমি এখানে থাকিও না, মহিষী সুদেষ্ণার গৃহেই গমন কর।৪০

দেখ, বীর-পত্নীরা পতির অনুগামিনী হইয়া কষ্ট পাইয়া থাকেন। তাঁহারা পতির সুশ্রূষায় ক্লেশ ভোগ করিয়া পতিলোক জয় করিয়া থাকেন।৪১

মনে হয়, তোমার পতিগণ ইহা ক্রোধের উপযুক্ত কাল বলিয়া মনে করিতেছেন না। সেই জন্যই সেই সূর্য্যতুল্য তেজস্বী গন্ধর্ব্বগণ তোমার নিকট দ্রুত উপস্থিত হইতেছেন না।৪২

(হে সুকেশিনি! ধর্ম্মশাস্ত্র অনুশীলনে কুলস্ত্রীদিগের যেরূপ ধর্ম্মদৃষ্ট হয়, মোক্ষধর্ম্মাশ্রিত সেই সমস্ত কথা শ্রবণ কর।

স্ত্রীলোকদিগের কোন যজ্ঞ, কোন শ্রাদ্ধ বা দান কিংবা কোনরূপ ব্রতোপবাসাদি নাই। পতিসেবাই তাহাদের স্বর্গ-প্রদ।

বাল্যকালে পিতা, যৌবনে ভর্তা ও বার্দ্ধক্যে পুত্র স্ত্রীলোকের রক্ষক। স্ত্রীলোকের কোন বিষয়ে স্বাতন্ত্র্য নাই।

বহু ক্লেশ ভোগ করিয়াও শত্রুবৃন্দের দ্বারা অবমানিত হইয়াও পত্নীগণ কখনও পতির প্রতি কুপিত হন না।

পরন্তু অনন্যচিত্তে পতিসেবা করিয়াই পুণ্যলোকে গমন করেন।

তোমার পতিগণ ক্রুদ্ধ হইলে ইন্দ্রও তাহাদের নিকট যাইতে সমর্থ নহে।

হে আয়তলোচনে! হে ক্ষমাশীলে! যদি

দ্ব্যংশনো দ্বাদশাঙ্গস্য চতুর্বিংশতিপর্বণঃ।
কঃ ষষ্টিত্রিংশতারস্য মাসো নস্যাক্ষমী ভবেৎ ॥

বৈশম্পায়ন উবাচ।
ইত্যেবমুক্তে তিষ্ঠন্তীং পুনরেবাহ ধর্মরাট্।)
অকালজ্ঞাসি সৈরন্ধ্রি শৈলূষীব বিরোদিষি।
বিঘ্নং করোষি মৎস্যানাং দীব্যতাং রাজসংসদি ॥৪৩

গচ্ছ সৈরন্ধ্রি গন্ধর্বাঃ করিষ্যন্তি তব প্রিয়ম্।
ব্যপনেষ্যন্তি তে দুঃখং যেন তে বিপ্রিয়ং কৃতম্ ॥৪৪

সৈরন্ধ্র্যুবাচ।
অতীব তেষাং ঘৃণীনামর্থেঽহং ধর্মচারিণী।
তস্য তস্যৈব তে বধ্যা যেষাং
জ্যেষ্ঠোঽক্ষদেবিতা ॥৪৫

বৈশম্পায়ন উবাচ।
ইত্যুক্ত্বা প্রাদ্রবৎ কৃষ্ণা সুদেষ্ণায়া নিবেশনম্।
কেশান্ মুক্ত্বা চ সুশ্রোণী সংরম্ভাল্লোহিতেক্ষণা ॥৪৬

শুশুভে বদনং তস্যা রুদত্যাঃ সুচিরং তদা।
মেঘলেখাবিনির্মুক্তং দিবীব শশিমণ্ডলম্ ॥৪৭

তাঁহারা কোন শপথ বা প্রতিজ্ঞা করিয়া থাকেন, তবে তাহা স্মরণ কর।

ক্ষমা (সহিষ্ণুতা) সর্ব্বোত্তম ধর্ম্ম। ক্ষমা সত্য, ক্ষমা ধর্ম্ম, ক্ষমা দান ও তপস্যা, যাহারা ক্ষমাশীল, ইহলোক ও পরলোক তাঁহাদের আয়ত্ত।

দুই অংশ, দ্বাদশ অঙ্গ, চতুর্বিংশতি পর্ব্ব, তিনশত ষাটশলাকাযুক্ত মাসাবশিষ্ট ব্যক্তির সম্পর্কে কে আর অসহিষ্ণু হইয়া থাকে? অর্থাৎ দুই অয়ন, দ্বাদশমাস, চতুর্বিংশতি পক্ষ, তিনশত-ষাটদিনে বিভক্ত আমাদের অজ্ঞাতবাসের বৎসর পূর্ণ হইতে আর একমাস মাত্র বাকী, এই সময়ে অসহিষ্ণু হইও না। বাহ্যার্থ—মনুষ্যদেহ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ও খণ্ড খণ্ড নানা অঙ্গপ্রত্যঙ্গ জোড়া দিয়া সৃষ্টি অর্থাৎ অতি দুর্ব্বল, ভঙ্গুর, ক্ষণস্থায়ী ও সহজেই বিনাশ্য। ইহার প্রতি ক্রোধে অধীর হইবার কারণ নাই। মাসখানেকের মধ্যেই এই অল্পায়ু কীচক নিজপাপে ধ্বংস হইবে, ইহার আয়ু শেষ হইয়া আসিয়াছে।

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—এই কথা বলা হইলে দ্রৌপদী চুপ করিয়া রহিলেন। তখন যুধিষ্ঠির পুনরায় বলিলেন,—)

সৈরন্ধ্রি। প্রতিবিধানের উপযুক্ত কালসম্পর্কে তোমার জ্ঞান নাই। সেইজন্যই তুমি নটীর ন্যায় রোদন করিতেছ এবং রাজসভায় ক্রীড়ারত মৎস্য-দেশীয় ব্যক্তিগণের বিঘ্ন উৎপাদন করিতেছ।৪৩

সৈরন্ধ্রি। তুমি যাও, গন্ধর্ব্বগণ তোমার প্রিয়-কার্য্য করিবেন, যে ব্যক্তি তোমার অপ্রিয়-কার্য্য করিয়াছে, তাহাকে বিলুপ্ত করিবেন, তোমার দুঃখ দূর করিবেন।৪৪

সৈরন্ধ্রী বলিলেন,—যাঁহাদের জ্যেষ্ঠ-ভ্রাতা দ্যূতক্রীড়াপরায়ণ, সেই মহাদয়ালুদের জন্যই আমি ধর্ম্মচারিণী হইয়া আছি। আমার অপ্রিয়কারী ব্যক্তিগণ তাঁহাদের সকলেরই বধার্হ।৪৫

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—সুন্দরী দ্রৌপদী এই কথা বলিয়া সুদেষ্ণার গৃহাভিমুখে দ্রুত প্রস্থান করিলেন—তাঁহার কেশপাশ মুক্ত ছিল এবং ক্রোধে চক্ষু রক্তবর্ণ হইয়াছিল।৪৬

দীর্ঘকাল রোদন করিয়া তাঁহার মুখমণ্ডল তখন আকাশে মেঘমুক্ত চন্দ্রমণ্ডলের ন্যায় শোভা ধারণ করিয়াছিল।৪৭

(পাংশুকুণ্ঠিতসর্বাঙ্গী গজরাজবধূরিব।
প্রতস্থে নাগনাসোরুর্ভর্ত্তুরাজ্ঞায় শাসনম্॥
বিমুক্তা মৃগশাবাক্ষী নিরন্তরপয়োধরা।
প্রভা নক্ষত্ররাজস্য কালমেঘৈরিবাবৃতা॥
যস্যা হ্যর্থে পাণ্ডবেয়াস্ত্যজেয়ুরপি জীবিতম্।
তাং তে দৃষ্ট্বা তথা কৃষ্ণাং ক্ষমিণো ধর্মচারিণঃ॥
সময়ং নাতিবর্ত্তন্তে বেলামিব মহোদধিঃ॥)

সুদেষ্ণোবাচ।

কস্ত্বাবধীদ্ বরারোহে কস্মাদ্ রোদিষি শোভনে।
কস্যাদ্য ন সুখং ভদ্রে কেন তে বিপ্রিয়ং কৃতম্॥৪৮

(কিমিদং পদ্মসঙ্কাশং সুদন্তোষ্ঠাক্ষিনাসিকম্।
রুদন্ত্যা অবমৃষ্টাংশ্রং পূর্ণেন্দুসমবর্চসম্॥
বিম্বোষ্ঠং কৃষ্ণতারাভ্যামত্যন্তরুচিরপ্রভম্।
নয়নাভ্যামজিহ্মাভ্যাং মুখং তে মুঞ্চতে জলম্॥

বৈশম্পায়ন উবাচ।

তাং নিঃশ্বস্যাব্রবীৎ কৃষ্ণা জানন্তী নাম পৃচ্ছসি।
ভ্রাত্রে ত্বং মামনুপ্রেষ্য কিমেবং ত্বং বিকত্থসে॥)

দ্রৌপদ্যুবাচ।

কীচকো মাবধীৎ তত্র সুরাহারীং গতাং তব।
সভায়াং পশ্যতো রাজ্ঞো যথৈব বিজনে বনে॥৪৯

সুদেষ্ণোবাচ।

ঘাতয়ামি সুকেশান্তে কীচকং যদি মন্যসে।
যোঽসৌ ত্বাং কামসম্মত্তো দুর্লভামবমন্যতে॥৫০

(গজরাজবধূর ন্যায় তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ ধূলায় ধূসরিত হইয়াছিল। তাঁহার উরু হস্তীর শুণ্ডের ন্যায়, তিনি স্বামীর আদেশ অবগত হইয়া প্রস্থান করিলেন।

নিবিড়-পয়োধরা, মৃগশিশুনেত্রা দ্রৌপদী কৃষ্ণ-মেঘাবৃতা শশিপ্রভার ন্যায় (কীচকের হাত হইতে) মুক্তিলাভ করিলেন। পাণ্ডবগণ যাঁহার জন্য জীবন পর্য্যন্ত পরিত্যাগ করিতে পারেন, সেই দ্রৌপদীকে সেই অবস্থায় দেখিয়াও তাঁহারা সহিষ্ণু ও ধর্ম্মচারী হইয়া রহিলেন।

সমুদ্র যেমন বেলাভূমিকে অতিক্রম করে না, তাঁহারাও সেইরূপ (অসময়ে আত্মপ্রকাশ করিয়া) প্রতিজ্ঞা লঙ্ঘন করিলেন না।

সুদেষ্ণা বলিলেন,—হে সুন্দরি! কিজন্য তুমি রোদন করিতেছ? কে তোমাকে প্রহার করিয়াছে? ভদ্রে! কে তোমার অপ্রিয় আচরণ করিয়াছে? কাহার কপালে আজ সুখ নাই?॥৪৮

(পদ্মের ন্যায় সুন্দর, পূর্ণেন্দুসম কান্তি, সুন্দর দন্ত, ওষ্ঠ, চক্ষু, নাসিকায় সুশোভিত, কৃষ্ণতারকা-যুক্ত, সরলায়ত নয়নযুগলের দ্বারা অতি মনোরম এই বদনমণ্ডল রোদনরতা তোমার অশ্রুধারায় আপ্লুত হইয়া অশ্রুবারি বর্ষণ করিতেছে কেন?

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—দ্রৌপদী নিঃশ্বাস ত্যাগ করিয়া তাঁহাকে বলিলেন যে,—নিজে জানিয়াও আপনি নাম জিজ্ঞাসা করিতেছেন? ভ্রাতার কাছে আমাকে পাঠাইয়া এখন এইরূপ এত কথা বলিতেছেন কেন?)

দ্রৌপদী বলিলেন,—আপনার সুরা আময়নের জন্য আমি তথায় গমন করিলে, নির্জ্জন অরণ্যে লোকে যেরূপ প্রহার করিবার সুযোগ পায়, কীচক আমাকে সভামধ্যে অবস্থিত রাজার সমক্ষে সেইরূপ প্রহার করিয়াছে।॥৪৯

সুদেষ্ণা বলিলেন,—হে সুকেশি! তুমি অন্যের অলভ্যা, কামোন্মত্ত হইয়া যে তোমাকে অবমানিত করিয়াছে, তুমি যদি ইচ্ছা কর,

সৈরন্ধ্র্যুবাচ।
অন্যে চৈনং বধিষ্যন্তি যেষামাগঃ করোতি সঃ।
মন্যে চৈবাস্য সুব্যক্তং যমলোকং গমিষ্যতি ॥৫১
(ভ্রাতুঃ প্রযচ্ছ ত্বরিতা জীবশ্রাদ্ধং স্বমদ্য বৈ।
সুদৃষ্টং কুরু বৈ চৈনং নাসূন্‌ মন্যে ধরিষ্যতি ॥
তেষাং হি মম ভ্রাতৄণাং পঞ্চানাং ধর্মচারিণাম্‌।
একো দুর্ধর্ষণোঽত্যর্থং বলে চাপ্রতিমো ভুবি ॥
নির্মনুষ্যমিমং লোকং কুর্য্যাৎ ক্রুদ্ধো নিশামিমাম্‌
ন চ সংক্রুধ্যতে তাবদ্‌ গন্ধর্বঃ কামরূপধৃক্‌ ॥
বৈশম্পায়ন উবাচ।
সুদেষ্ণামেবমুক্ত্বা তু সৈরন্ধ্রী দুঃখমোহিতা।
কীচকস্য বধার্থায় ব্রতদীক্ষামুপাগমৎ ॥
অভ্যর্থিতা চ নারীভির্মানিতা চ সুদেষ্ণয়া।
ন চ স্নাতি ন চাশ্নাতি ন পাংশূন্‌ পরিমার্জতি ॥
রুধিরক্লিন্নবদনা বভূব রুদিতেক্ষণা ॥
তাং তথা শোকসন্তপ্তাং দৃষ্ট্বা প্ররুদিতাং স্ত্রিয়ঃ।
কীচকস্য বধং সর্বা মনোভিশ্চ শশংসিরে ॥
জনমেজয় উবাচ।
অহো দুঃখতরং প্রাপ্তা কীচকেন পদা হতা।
পতিব্রতা মহাভাগা দ্রৌপদী যোষিতাং বরা ॥
দুঃশলাং মানয়ন্তী যা ভর্তৄণাং ভগিনীং শুভাম্‌।
নাশপৎ সিন্ধুরাজং তং বলাৎকারেণ বাহিতা ॥
কিমর্থং ধর্ষণং প্রাপ্তা কীচকেন দুরাত্মনা।
নাশপৎ তং মহাভাগা কৃষ্ণা পাদেন তাড়িতা ॥

সেই কীচককে আমি প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত করাইব।৫০

সৈরন্ধ্রী বলিলেন,—সে যাঁহাদের নিকট অপরাধ করিয়াছে, তাঁহারাও উহাকে বধ করিবেন। মনে হয়, সে অদ্যই নিশ্চয় যমলোকে গমন করিবে।৫১

(আপনি আজ ত্বরান্বিত হইয়া ভ্রাতা জীবিত থাকিতেই শ্রাদ্ধদান করুন এবং উহাকে ভাল করিয়া (জন্মের মত শেষ দেখা) দেখিয়া লউন। মনে হয়, আর জীবনধারণ করিবে না।

আমার সেই পঞ্চ স্বামী পরম ধার্ম্মিক, তাঁহাদের মধ্যে একজন অতি দুর্দ্ধর্ষ, শক্তিতে তাঁহার সমান কেহ পৃথিবীতে নাই।

ক্রুদ্ধ হইলে তিনি এই রাত্রিতেই এই জগৎটাকে মনুষ্যশূন্য করিতে পারেন। কামরূপী সেই গন্ধর্ব্ব এখনও কুপিত হইতেছেন না।

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—দুঃখবিমূঢ়া সৈরন্ধ্রী সুদেষ্ণাকে এইরূপ বলিয়া কীচকের বধের জন্য ব্রতদীক্ষা গ্রহণ করিল।

রমণীগণকর্ত্তৃক প্রার্থিতা, সুদেষ্ণা কর্ত্তৃক সম্মানিতা হইয়াও সৈরন্ধ্রী স্নানাহার কিছুই করিল না এবং গায়ের ধূলি মুছিল না, রক্তাপ্লুতমুখে রোদন করিতে লাগিল।

তাহাকে সেইরূপ শোকসন্তপ্তা ও রোদনরতা দেখিয়া সকলেই মনে মনে কীচকের মৃত্যু কামনা করিতে লাগিল।

জনমেজয় বলিলেন,—কীচকের পদাঘাতে পতিব্রতা, মহাভাগা, রমণীকুলতিলক দ্রৌপদী অত্যন্ত দুঃখ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন—

পতিবর্গের ভগিনী দুঃশলার মানরক্ষা করিয়া যিনি বলপূর্ব্বক অপহৃতা হইয়াও সিন্ধুরাজ জয়দ্রথকে অভিশাপ প্রদান করেন নাই।

দুরাত্মা কীচক কর্ত্তৃক পরাভব ও পদাঘাত প্রাপ্ত হইয়াও মহাভাগা দ্রৌপদী কিজন্য তাহাকে অভিশাপ দান করিলেন না?

তেজোরাশিরিয়ং দেবী ধর্মজ্ঞা সত্যবাদিনী।
কেশপক্ষে পরামৃষ্টা মর্ষয়িষ্যত্যশক্তবৎ॥
নৈতৎ কারণমল্পং হি শ্রোতুকামোঽস্মি সত্তম।
কৃষ্ণায়াস্তু পরিক্লেশান্মনো মে দূয়তে ভৃশম্॥
কস্য বংশে সমুদ্ভূতঃ স চ দুর্ললিতো মুনে।
বলোন্মত্তঃ কথং চাসীচ্ছ্যালো মাৎস্যস্য কীচকঃ॥

বৈশম্পায়ন উবাচ।

যদুক্তোঽয়মনুপ্রশ্নঃ কুরূণাং কীর্ত্তিবর্দ্ধনম্।
এতৎ সর্বং তথা বক্ষ্যে বিস্তরেণৈব পার্থিব॥
ব্রাহ্মণ্যাং ক্ষত্রিয়াজ্জাতঃ সূতো ভবতি পার্থিব।
প্রাতিলোম্যেন জাতানাং স হ্যেকো দ্বিজ এব তু॥
রথকারমিতীমং হি ক্রিয়াযুক্তং দ্বিজন্মনাম্।
ক্ষত্রিয়াদবরং বৈশ্যাদ্ বিশিষ্টমিতি চক্ষতে॥
সহ সূতেন সম্বন্ধঃ কৃতপূর্ব্বো নরেশ্বরৈঃ।
তথাপি তৈর্মহীপাল রাজশব্দো ন লভ্যতে॥
তেষাং তু সূতবিষয়ঃ সূতানাং নামতঃ কৃতঃ।
উপজীব্য চ যৎ ক্ষত্রং লব্ধং সূতেন তৎ পরা॥
সূতানামধিপো রাজা কেকয়ো নাম বিশ্রুত॥
রাজকন্যাসমুদ্ভূতঃ সারথ্যেঽনুপমোঽভবৎ।
পুত্রাস্তস্য কুরুশ্রেষ্ঠ মালব্যাং জজ্ঞিরে তদা॥
তেষামতিবলো জ্যেষ্ঠঃ কীচকঃ সর্বজিৎ প্রভো।
দ্বিতীয়ায়াং তু মালব্যাং চিত্রা হ্যবরজাভবৎ।
তাং সুদেষ্ণেতি বৈ প্রাহুর্বিরাটমহিষীং প্রিয়াম্॥

তাং বিরাটস্য মাৎস্যস্য কেকয়ঃ প্রদদৌ মুদা।
সুরথায়াং মৃতায়াং তু কৌশল্যাং শ্বেতমাতরি॥

ধর্ম্মজ্ঞা সত্যবাদিনী দেবী দ্রৌপদী অতীব তেজস্বিনী, তিনি কেশপাশে স্পৃষ্টা হইয়াও দুর্ব্বলের ন্যায় সহ্য করিবেন—ইহার কারণ নিশ্চয়ই অল্প নহে। হে সাধুপ্রবর! আমি ইহা শুনিতে ইচ্ছা করি। দ্রৌপদীর এই ক্লেশ-শ্রবণে আমার চিত্ত অত্যন্ত সন্তপ্ত হইতেছে।

হে মুনিবর! মৎস্যরাজের শ্যালক সেই উদ্ধত কীচক কাহার বংশে জন্মিয়াছিল এবং কিরূপে এতটা বলোন্মত্ত হইয়াছিল ?

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—হে কৌরবগণের কীর্ত্তিবর্দ্ধনকারী মহারাজ জনমেজয়! তুমি যেরূপ এই প্রশ্ন করিয়াছ, আমিও এই সমস্ত কথা সেইরূপ বিস্তৃতভাবেই বলিব।

রাজন্! সূতনামক জাতি ব্রাহ্মণকন্যার গর্ভে ক্ষত্রিয় হইতে উৎপন্ন। প্রতিলোম-সঙ্করের মধ্যে একমাত্র সেই সূত-জাতিই দ্বিজাতি ধর্ম্মান্বিত।

এই জাতি দ্বিজাতির ক্রিয়াযুক্ত, ক্ষত্রিয় হইতে হীন ও বৈশ্য হইতে শ্রেষ্ঠ রথকার নামে অভিহিত হয়।

হে রাজন্! পূর্ব্বে রাজারা সূত-জাতির সহিত সম্বন্ধ করিতেন, তথাপি তাহারা রাজসংজ্ঞা লাভ করিত না।

সূতদিগের নামানুসারে তাহাদের রাজ্যকে সূতরাজ্য বলা হইত। সূতেরা পূর্ব্বে ক্ষত্রিয়ের আশ্রয়ে তাহা লাভ করিয়াছিল।

কেকয়-নামে বিখ্যাত এক সূতরাজা সূত-দিগের অধিপতি ছিলেন।

তিনি ক্ষত্রিয়কন্যার গর্ভে জন্মিয়াছিলেন। সারথির কার্য্যে তাঁহার অনুপম দক্ষতা ছিল। হে কুরুপ্রবীর! মালবরাজপুত্রীর গর্ভে তাঁহার বহু পুত্র হইয়াছিল।

রাজন্! তাহাদেরই জ্যেষ্ঠ অতি বলশালী সর্ব্বজয়ী কীচক। দ্বিতীয়া মালবরাজপুত্রীর গর্ভে পরমা সুন্দরী কনিষ্ঠা কন্যা জন্মিয়াছিলেন, তাঁহারই

সুদেষ্ণাং মহিষীং লব্ধা রাজা দুঃখমপানুদৎ ॥
উত্তরং চোত্তরাং চৈব বিরাটাৎ পৃথিবীপতে।
সুদেষ্ণা সুষুবে দেবী কৈকেয়ী কুলবৃদ্ধয়ে ॥
মাতৃস্বস্রুতাং রাজন্ কীচকস্তামনিন্দিতাম্।
সদা পরিচরন্ প্রীত্যা বিরাটে স্ববসৎ সুখী ॥
ভ্রাতরস্তস্য বিক্রান্তাঃ সর্বে চ তমনুব্রতাঃ।
বিরাটস্যৈব সংহৃষ্টা বলং কোশঞ্চ বর্দ্ধয়ন্ ॥
কালেয়া নাম দৈত্যেয়াঃ প্রাংশো ভুবি বিশ্রুতাঃ।
জজ্ঞিরে কীচকা রাজন্ বাণো জ্যেষ্ঠস্তদোঽভবৎ ॥
স হি সর্বাস্ত্রসম্পন্নো বলবান্ ভীমবিক্রমঃ।
কীচকো নষ্টমর্য্যাদো বভূব ভয়দো নৃণাম্।
তং প্রাপ্য বলসম্মত্তং বিরাটঃ পৃথিবীপতিঃ ॥
জিগায় সর্বাংশ্চ রিপূন্ যথেন্দ্রো দানবানিব।
মেখলাং ত্রিগর্ত্তাংশ্চ দশার্ণাংশ্চ কশেরুকান্।
মালবান্ যবনাংশ্চৈব পুলিন্দান্ কাশিকোশলান্।
অঙ্গান্ বঙ্গান্ কলিঙ্গাংশ্চ তঙ্গণান্ পরতঙ্গণান্।
মলদান্ নিষধাংশ্চৈব তুণ্ডিকেরাংশ্চ কোঙ্কণান্ ॥
করদাংশ্চ নিষিদ্ধাংশ্চ শিবান্ দুশ্ছিল্লিকাংস্তথা।
অন্যে চ বহবঃ শূরা নানাজনপদেশ্বরাঃ।
কীচকেন রণে ভগ্না ব্যদ্রবন্ত দিশো দশ ॥
তমেবং বীর্য্যসম্পন্নং নাগাযুতবলং রণে।
বিরাটস্তত্র সেনায়াশ্চকার পতিমাত্মনঃ ॥
বিরাটভ্রাতরশ্চৈব দশ দাশরথোপমাঃ।
তে চৈনামন্ববর্ত্তন্ত কীচকান্ বলবত্তরান্ ॥

নাম সুদেষ্ণা। তিনিই বিরাটরাজার প্রিয়তমা মহিষী।

কেকয় সানন্দে তাঁহাকে মৎস্যরাজ বিরাটের হস্তে দান করিয়াছিলেন। কোশল-দেশীয়া শ্বেতমাতা সুরথার মৃত্যুর পর সুদেষ্ণাকে মহিষীরূপে পাইয়া বিরাটরাজার দুঃখ দূর হইয়াছিল।

রাজন্। কেকয়নন্দিনী সুদেষ্ণাদেবী রাজা বিরাটের ঔরসে বংশবৃদ্ধির জন্য উত্তরনামক পুত্র এবং উত্তরানাম্নী কন্যা প্রসব করিয়াছিলেন।

কীচক তাহার মাসীর কন্যা সেই সুন্দরী সুদেষ্ণার পরিচর্য্যা করিয়া বিরাটরাজার নিকট সর্ব্বদা সুখে বাস করিত।

তাহার ভ্রাতারা সকলেই পরাক্রান্ত ও তাহার অনুগত ছিল। তাহারা সকলেই হর্ষান্বিত হইয়া রাজা বিরাটেরই শক্তি ও কোষাগার বর্দ্ধিত করিয়াছিল।

রাজন্। বিখ্যাত কালেয়নামক দৈত্যগণই পৃথিবীতে কীচকবৃন্দরূপে জন্মগ্রহণ করিয়াছিল। সেই দৈত্যগণের জ্যেষ্ঠ ছিল "বাণ"।

সে-ই হইয়াছিল সর্ব্বাস্ত্রসম্পন্ন, ভীমপরাক্রম, মহাবল কীচক। তাহার মর্য্যাদাবোধ ছিল না। সে সকল লোকের ভীতিপ্রদ হইয়াছিল। বিরাট-রাজা মেখল, ত্রিগর্ত্ত, দশার্ণ, কশেরুক, মালব, যবন, পুলিন্দ, কাশী, কোশল, অঙ্গ, বঙ্গ, কলিঙ্গ, তঙ্গণ, পরতঙ্গণ, মলদ, নিষধ, তুণ্ডিকের, কোঙ্কণ, করদ, নিষিদ্ধ, শিব, দুশ্ছিল্লিক প্রভৃতি জনপদ জয় করিয়াছিলেন। নানা জনপদের অধীশ্বর, অপরাপর বহু বীর কীচককর্ত্তৃক যুদ্ধে পরাজিত হইয়া দশদিকে পলায়ন করিয়াছিল।

এতাদৃশ বীরত্বসম্পন্ন, সংগ্রামে অযুত-হস্তীর বলশালী সেই কীচককে বিরাটরাজা নিজের সেনাপতি করিয়াছিলেন।

দশরথনন্দন রামচন্দ্রতুল্য বিরাটের দশ ভ্রাতা ছিলেন। তাঁহারাও এই অতি বলশালী কীচক-ভ্রাতৃবর্গের আনুগত্য করিতেন।

এবংবিধবলোপেতাঃ কীচকাস্তে ন ভবিষ্যাঃ।
রাজ্ঞঃ শ্যালা মহাত্মানো বিরাটস্য হিতৈষিণঃ ॥
এতৎ তে কথিতং সর্বং কীচকস্য পরাক্রমম্ ॥
দ্রৌপদী ন শশাপৈনং যস্মাৎ তদ্ গদতঃ শৃণু।
ক্ষরতীতি তপঃ ক্রোধাদৃষয়ো ন শপন্তি হি ॥
জানন্তী তদ্ যথাতত্ত্বং পাঞ্চালী ন শশাপ তম্।
ক্ষমা ধর্মঃ ক্ষমা দানং ক্ষমা যজ্ঞঃ ক্ষমা যশঃ ॥
ক্ষমা সত্যং ক্ষমা শীলং ক্ষমা কীর্তিঃ ক্ষমা পরম্ ॥
ক্ষমা পুণ্যং ক্ষমা তীর্থং ক্ষমা সর্বমিতি শ্রুতিঃ।
ক্ষমাবতাময়ং লোকঃ পরশ্চৈব ক্ষমাবতাম্।
এতৎ সর্বং বিজানন্তী সা ক্ষমামন্বপদ্যত ॥
ভর্তৄণাং মতমাজ্ঞায় ক্ষমিণাং ধর্মচারিণাম্।
নাশপৎ তং বিশালাক্ষী সতী শক্তাপি ভারত ॥
পাণ্ডবাশ্চাপি তে সর্বে দ্রৌপদীং প্রেক্ষ্য দুঃখিতাঃ।
ক্রোধাগ্নিনা ব্যদহ্যন্ত তদা কালব্যপেক্ষয়া ॥
অথ ভীমো মহাবাহুঃ সূদয়িষ্যংস্তু কীচকম্।
বারিতো ধর্মপুত্রেণ বেলয়েব মহোদধিঃ ॥
সংধার্য্য মনসা রোষং দিবারাত্রং বিনিঃশ্বসন্।
মহানসে তদা কৃচ্ছ্রাৎ সুষাপ রজনীঞ্চ তাম্ ॥

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং বিরাটপর্বণি কীচকবধপর্বণি দ্রৌপদীপরিভবে ষোড়শোঽধ্যায়ঃ ॥১৬

কীচকেরা এইরূপ বলশালী ছিল। তাহারা মহামনা রাজা বিরাটের শ্যালক ও হিতাকাঙ্ক্ষী ছিল। এইজন্যই তাদৃশ উন্মত্ত হইয়া উঠিয়াছিল। কীচকের পরাক্রমের কথা সমস্তই তোমাকে বলিলাম।

একণে দ্রৌপদী যেজন্য ইহাকে শাপদান করেন নাই, তাহা বলিতেছি, শ্রবণ কর। তপস্যার ক্ষয় হয় বলিয়া ঋষিগণ শাপদান করেন না।

দ্রৌপদী ইহা যথাযথরূপে জানিতেন বলিয়াই তাহাকে অভিশাপ প্রদান করেন নাই। ক্ষমার অপার মহিমা, ক্ষমা ধর্ম, দান, যজ্ঞ, যশ, সত্য, শীল, কীর্তি, পুণ্য ও তীর্থস্বরূপ, ক্ষমা সর্বময়। যাহারা ক্ষমাশীল, ইহলোক ও পরলোক তাহাদের আয়ত্ত। এই সমস্ত জানিতেন বলিয়াই তিনি ক্ষমা অবলম্বন করিয়াছিলেন।

হে ভরতনন্দন! সতী দ্রৌপদী শক্তিসত্ত্বেও ক্ষমাশীল ধর্মাচারী পতিগণের অভিপ্রায় বুঝিয়াই তাহাকে অভিশাপ দেন নাই।

সেই পাণ্ডবগণও সকলেই দ্রৌপদীকে দেখিয়া দুঃখিত হইয়া সময়ের প্রতীক্ষায় তৎকালে ক্রোধানলে দগ্ধ হইতে লাগিলেন।

অনন্তর কীচককে বধ করিতে উদ্যত মহাবাহু ভীমসেন বেলাবারিত মহাসমুদ্রের ন্যায় যুধিষ্ঠির কর্তৃক নিবারিত হইয়া অন্তরে ক্রোধ ধারণ করিয়া দিবারাত্র নিঃশ্বাস ফেলিতে ফেলিতে অতিকষ্টে সেই রাত্রে রন্ধনাগারে নিদ্রামগ্ন হইলেন।)

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের বিরাটপর্বান্তর্গত কীচকবধপর্বে দ্রৌপদীর পরাভববর্ণনাবিষয়ক ষোড়শ অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।১৬

সপ্তদশোঽধ্যায়ঃ।

[ভীমসমীপে দ্রৌপদ্যা গমনম্।]

বৈশম্পায়ন উবাচ।

সা হতা সূতপুত্রেণ রাজপত্নী যশস্বিনী।
বধং কৃষ্ণা পরিপ্সন্তী সেনাবাহস্য ভামিনী ॥১

জগামাবাসমেবাথ সা তদা দ্রুপদাত্মজা।
কৃত্বা শৌচং যথান্যায়ং কৃষ্ণা সা তনুমধ্যমা ॥২

গাত্রাণি বাসসী চৈব প্রক্ষাল্য সলিলেন সা।
চিন্তয়ামাস রুদতী তস্য দুঃখস্য নির্ণয়ম্ ॥৩

কিং করোমি ক্ব গচ্ছামি কথং কার্য্যং ভবেন্মম
ইত্যেবং চিন্তয়িত্বা সা ভীমং বৈ মনসাগমৎ ॥৪

নান্যঃ কর্ত্তা ঋতে ভীমান্মমাদ্য মনসঃ প্রিয়ম্।
তত উত্থায় রাত্রৌ সা বিহায় শয়নং স্বকম্ ॥৫

প্রাদ্রবন্নাথমিচ্ছন্তী কৃষ্ণা নাথবতী সতী।
ভবনং ভীমসেনস্য ক্ষিপ্রমায়তলোচনা ॥৬

দুঃখেন মহতা যুক্তা মানসেন মনস্বিনী।

সৈরন্ধ্র্যুবাচ।

তস্মিন্ জীবতি পাপিষ্ঠে সেনাবাহে মম দ্বিষি ॥৭
তৎ কর্ম্ম কৃতবানদ্য কথং নিদ্রাং নিষেবসে।

বৈশম্পায়ন উবাচ।

এবমুক্ত্বাথ তাং শালাং প্রবিবেশ মনস্বিনী ॥৮
যস্যাং ভীমস্তথা শেতে মৃগরাজ ইব শ্বসন্।
তস্যা রূপেণ সা শালা ভীমস্য চ মহাত্মনঃ ॥৯
সম্মূর্চ্ছিতেব কৌরব্য প্রজজ্বাল চ তেজসা।
সা বৈ মহানসং প্রাপ্য ভীমসেনং শুচিস্মিতা ॥১০

সপ্তদশ অধ্যায়।

[ভীমের নিকট দ্রৌপদীর গমন।]

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—সেই যশস্বিনী রাজপত্নী দ্রৌপদী কীচকের প্রহারে কুপিতা হইয়া তাহার বধ কামনা করিতে করিতে গৃহেই গমন করিলেন।

তখন সেই দ্রুপদনন্দিনী তনুমধ্যমা কৃষ্ণা গাত্র ও বস্ত্রগুলি সলিলে প্রক্ষালন পূর্ব্বক যথাযোগ্য শৌচ সম্পাদন করিয়া রোদন করিতে করিতে সেই দুঃখের প্রতীকার চিন্তা করিতে লাগিলেন।১-৩

"কি করি, কোথায় যাই, কিরূপে আমার কার্য্য সুসম্পন্ন হইতে পারে?"—এইরূপ চিন্তা করিয়া তিনি "ভীম ভিন্ন অপর কেহ অদ্য আমার মনের প্রীতি উৎপাদন করিতে পারিবে না" এইরূপে মনে করত ভীমকেই স্মরণ করিতে লাগিলেন। তারপর রাত্রিতে নিজ শয্যা ত্যাগ করিয়া উঠিয়া সদ্ভর্তৃকা, আয়তলোচনা, সতী দ্রৌপদী শরণার্থিনী হইয়া সত্বর ভীমের গৃহে গমন করিলেন।৪-৬

তীব্রদুঃখে দুঃখিতা মনস্বিনী সৈরন্ধ্রী মনে মনে বলিতে লাগিলেন, যে সেই কার্য্য (আমাকে পদাঘাত) করিয়াছে, আমার শত্রু সেই সেনাপতি, পাপিষ্ঠ, কীচক জীবিত থাকিতে আজ কিরূপে নিদ্রা যাইতেছ?

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—এইরূপ বলিয়া মনস্বিনী দ্রৌপদী সেই গৃহমধ্যে প্রবেশ করিলেন।৭-৮

যেখানে ভীমসেন সিংহের ন্যায় শ্বাস ত্যাগ করিতে করিতে সেইভাবে নিদ্রিত ছিলেন। হে কুরুনন্দন! মহাত্মা ভীমসেন ও দ্রৌপদীর রূপে

সর্বশ্বেতেব মাহেয়ী বনে জাতা ত্রিহায়ণী।
উপাতিষ্ঠত পাঞ্চালী বাশিতেব নরর্ষভম্ ॥১১

সা লতেব মহাশালং ফুল্লং গোমতিতীরজম্।
পরিষ্বজত পাঞ্চালী মধ্যমং পাণ্ডুনন্দনম্ ॥১২

বাহুভ্যাং পরিরভ্যৈনং প্রাবোধয়দনিন্দিতা।
সিংহং সুপ্তং বনে দুর্গে মৃগরাজবধূরিব ॥১৩

ভীমসেনমুপাশ্লিষ্যদ্ধস্তিনীব মহাগজম্।
বীণেব মধুরালাপা গান্ধারং সাধু মূর্চ্ছতী ॥
অভ্যভাষত পাঞ্চালী ভীমসেনমনিন্দিতা ॥১৪

উত্তিষ্ঠোত্তিষ্ঠ কিং শেষে ভীমসেন যথা মৃতঃ।
নামৃতস্য হি পাপীয়ান্ ভার্য্যামালভ্য জীবতি ॥১৫

স সম্প্রহায় শয়নং রাজপুত্র্যা প্রবোধিতঃ।
উপাতিষ্ঠত মেঘাভঃ পর্য্যঙ্কে সোপসংগ্রহে ॥১৬

অথাব্রবীদ্ রাজপুত্রীং কৌরব্যো মহিষীং প্রিয়াম্।
কেনাস্যর্থেন সম্প্রাপ্তা ত্বরিতেব মমান্তিকম্ ॥১৭

ন তে প্রকৃতিমান্ বর্ণঃ কৃশা পাণ্ডুশ্চ লক্ষ্যসে।
আচক্ষ্ব পরিশেষেণ সর্বং বিদ্যামহং যথা ॥১৮

সুখং বা যদি বা দুঃখং দ্বেষ্যং বা যদি বা প্রিয়ম্।
যথাবৎ সর্বমাচক্ষ্ব শ্রুত্বা জ্ঞাস্যামি যৎ ক্ষমম্ ॥১৯

অহমেব হি তে কৃষ্ণে বিশ্বাস্যঃ সর্বকর্মসু।
অহমাপৎসু চাপি ত্বাং মোক্ষয়ামি পুনঃ পুনঃ ॥২০

সেই গৃহ যেন আলোকে সমুদ্ভাসিত হইয়া সমুজ্জ্বল হইয়া উঠিল।৯

শুচিস্মিতা দ্রৌপদী রন্ধনাগারে উপস্থিত হইয়া জলজাতা বকপঙ্ক্তী ও অরণ্যজাতা তিনবৎসর বয়স্কা গাভীর ন্যায় যেন কামাতুরা হইয়াই পুরুষপ্রবর ভীমসেনের নিকট উপস্থিত হইল।১০-১১

লতা যেমন গোমতীতীরজাত প্রফুল্ল ও বিশাল শালবৃক্ষকে বেষ্টন করে, সেইরূপ দ্রৌপদী মধ্যম-পাণ্ডব ভীমসেনকে আলিঙ্গন করিলেন।১২

দুর্গম অরণ্যমধ্যে সুপ্তসিংহকে সিংহী যেমন প্রবুদ্ধ করে সেইরূপ দ্রৌপদী দুইবাহু দ্বারা আলিঙ্গন করিয়া তাঁহাকে জাগ্রত করিলেন।১৩

হস্তিনীর তুল্যা দ্রৌপদী মহাগজতুল্য ভীমসেনকে আলিঙ্গন করিলেন। গান্ধার স্বরে মূর্চ্ছনা-দেওয়া বীণার ন্যায় মধুরালাপিনী আনন্দিতা পাঞ্চালী ভীমসেনকে বলিতে লাগিলেন।১৪

ভীমসেন! দ্রৌপদী বলিলেন,—উঠুন, উঠুন, মৃতের ন্যায় শুইয়া আছেন কেন? পাপিষ্ঠ লোক কোন জীবিত ব্যক্তির ভার্য্যাকে প্রহার করিয়া বাঁচিয়া থাকিতে পারে না।১৫

দ্রৌপদীর বাক্যে জাগরিত হইয়া মেঘসদৃশ ভীমসেন শয়ন ছাড়িয়া উঠিয়া শয্যা গুটাইয়া দিয়া খাটের উপর বসিলেন।১৬

অনন্তর কুরুনন্দন ভীমসেন প্রিয়া মহিষী দ্রৌপদীকে বলিতে লাগিলেন—কি প্রয়োজনে তুমি যেন ত্বরান্বিত হইয়াই আমার নিকট আসিয়াছ?১৭

তোমার বর্ণ স্বাভাবিক নহে। দেখিতেছি তুমি কৃশা এবং পাণ্ডুবর্ণা হইয়াছ। নিঃশেষে সমস্ত কথা বল—যাহাতে আমি বুঝিতে পারি।১৮

সুখ বা দুঃখ, প্রিয় বা অপ্রিয় যাহাই হউক সমস্ত যথাযথ ভাবে বল, শুনিলে আমি কি করা উচিত বুঝিতে পারিব।১৯

হে দ্রৌপদি! 'সমস্ত কার্য্যে আমিই তোমার বিশ্বাসযোগ্য, আমিই তোমাকে বারংবার বিপন্মুক্ত করিয়াছি।২০

শীঘ্রমুক্ত্বা যথাকামং যৎ তে কার্য্যং বিবক্ষিতম্
গচ্ছ বৈ শয়নায়ৈব পুরা নান্যেন বুধ্যতে ॥২১

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং বিরাটপর্ব্বণি কীচকবধপর্ব্বণি দ্রৌপদীভীমসংবাদে সপ্তদশোঽধ্যায়ঃ ॥১৭

যে কার্য্যের কথা তোমার বলিবার ইচ্ছা, তাহা ইচ্ছামত বলিয়া সত্বর শয়ন করিতে প্রস্থান কর, অপর কেহ জানিতে না পারে।২১

শ্রীমন্মহর্ষিবেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের বিরাটপর্ব্বান্তর্গত কীচকবধপর্ব্বে ভীম ও দ্রৌপদীর কথোপকথনবিষয়ক সপ্তদশ অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।১৭

অষ্টাদশোঽধ্যায়ঃ।

[ভীমসন্নিধে দ্রৌপদ্যাঃ স্বদুঃখৌঘবর্ণনম্।]

বৈশম্পায়ন উবাচ।

(সা লজ্জমানা ভীতা চ অধোমুখমুখী ততঃ।
নোবাচ কিঞ্চিদ্ বচনং বাষ্পদূষিতলোচনা ॥
অথাব্রবীদ্ ভীমপরাক্রমো বলী
বৃকোদরঃ পাণ্ডবমুখ্যসম্মতঃ।
প্রব্রূহি কিং তে করবাণি সুন্দরি
প্রিয়ং প্রিয়ে বারণখেলগামিনি ॥)

দ্রৌপদ্যুবাচ।

অশোচ্যত্বং কুতস্তস্য যস্যা ভর্ত্তা যুধিষ্ঠিরঃ।
জানন্ সর্বাণি দুঃখানি কিং মাং ত্বং পরিপৃচ্ছসি ॥১

যস্মাং দাসীপ্রবাদেন প্রাতিকামী তদানয়ৎ।
সভাপরিষদো মধ্যে তন্মাং দহতি ভারত ॥২

(ক্ষত্রিয়ৈস্তত্র কর্ণাদ্যৈর্দৃষ্টা দুর্য্যোধনেন চ।
শ্বশুরাভ্যাঞ্চ ভীষ্মেণ বিদুরেণ চ ধীমতা ॥
দ্রোণেন চ মহাবাহো কৃপেণ চ পরন্তপ।
সাহং শ্বশুরয়োর্মধ্যে ভ্রাতৃমধ্যে চ পাণ্ডব ॥
কেশে গৃহীত্বৈব সভাং নীতা জীবতি বৈ ত্বয়ি ॥)
পার্থিবস্য সুতা নাম কা নু জীবতি মাদৃশী।
অনুভূয়েদৃশং দুঃখমন্যত্র দ্রৌপদীং প্রভো ॥৩

অষ্টাদশ অধ্যায়।

[ভীমের নিকট দ্রৌপদীর নিজ দুঃখসমূহ বর্ণনা।]

(বৈশম্পায়ন বলিলেন,—তারপর অশ্রুপ্লুত-নেত্রা, লজ্জিতা দ্রৌপদী অধোমুখী হইয়া রহিলেন, কোন কথা বলিলেন না।

তখন পাণ্ডবদের প্রধানরূপে সমাদৃত ভীম-পরাক্রম, মহাবলশালী বৃকোদর বলিলেন,—হে গজগামিনি! হে সুন্দরি! হে প্রিয়তমে! তোমার কি প্রিয়-কার্য্য করিব বল।)

দ্রৌপদী বলিলেন,—যুধিষ্ঠির যাহার স্বামী, তাহার শোকের অভাব কোথায়? সমস্ত দুঃখ জানিয়াও তুমি আমাকে জিজ্ঞাসা করিতেছ কেন?১

হে ভরতনন্দন! সেই দ্যূতক্রীড়াকালে দুঃশাসন যে আমাকে 'দাসী' বলিয়া সভাসদ্‌গণের মধ্যে আনয়ন করিয়াছিল, তাহা আমাকে অদ্যাপি দগ্ধ করিতেছে।২

বনবাসগতায়াশ্চ সৈন্ধবেন দুরাত্মনা।
পরামর্শো দ্বিতীয়ো বৈ সোঢ়ুমুৎসহতে তু কা ॥৪

(পদ্‌ভ্যাং পর্য্যচরং চাহং দেশান্ বিষমসংস্থিতান্।
দুর্গান্ শ্বাপদসঙ্কীর্ণাংস্ত্বয়ি জীবতি পাণ্ডব ॥
ততোঽহং দ্বাদশে বর্ষে বন্যমূলফলাশনা।
ইদং পুরমনুপ্রাপ্তা সুদেষ্ণাপরিচারিকা ॥
পরস্ত্রিয়মুপাতিষ্ঠে সত্যধর্মপথস্থিতা।
গোশীর্ষকং পদ্মকঞ্চ হরিশ্যামঞ্চ চন্দনম্ ॥
নিত্যং পিংষে বিরাটস্য ত্বয়ি জীবতি পাণ্ডব ॥
সাহং বহূনি দুঃখানি গণয়ামি ন তে কৃতে।
দ্রুপদস্য সুতা চাহং ধৃষ্টদ্যুম্নস্য চানুজা।
অগ্নিকুণ্ডাৎ সমুদ্ভূতা নোর্ব্ব্যাং জাতু চরামি তোঃ ॥)

(হে মহাবাহো! হে শত্রুদমনকারিন্! সেখানে দুর্য্যোধন ও কর্ণ প্রভৃতি এবং অন্যান্য ক্ষত্রিয়গণ, শশুরদ্বয়—ভীষ্ম ও বিদুর, দ্রোণাচার্য্য, কৃপাচার্য্য আমাকে অবলোকন করিয়াছিলেন। হে পাণ্ডব! তুমি বাঁচিয়া থাকিতেই সভায় শশুরদ্বয়ের মধ্যেও ভ্রাতৃগণের মধ্যে আমাকে চুলে ধরিয়া লইয়া গিয়াছিল।)

স্বামিন্! দ্রৌপদী ভিন্ন আর কোন্ রাজকন্যা এতাদৃশ দুঃখ ভোগ করিয়াও আমার ন্যায় বাঁচিয়া আছে?৩

বনবাসে আসিয়াও দ্বিতীয়বার দুরাত্মা সিন্ধুরাজ জয়দ্রথের আক্রমণ দ্রৌপদী ব্যতীত আর কে সহ্য করিতে পারে?৪

(হে পাণ্ডব! তুমি বাঁচিয়া থাকিতেই কত দুর্গম, বন্ধুর, শ্বাপদসঙ্কুল দেশ আমি পদব্রজে পর্য্যটন করিয়াছি।

দ্বাদশ-বর্ষ বন্য ফলমূল ভোজন করিয়া, তারপর সুদেষ্ণার দাসী হইয়া এই নগরে প্রবেশ করিয়াছি।

মৎস্যরাজসমক্ষং তু তস্য ধূর্ত্তস্য পশ্যতঃ।
কীচকেন পরামৃষ্টা কা নু জীবতি মাদৃশী ॥৫

এবং বহুবিধৈঃ ক্লেশৈঃ ক্লিশ্যমানাঞ্চ ভারত।
ন মাং জানাসি কৌন্তেয় কিং ফলং জীবিতেন মে ॥৬

যোঽয়ং রাজ্ঞো বিরাটস্য কীচকো নাম ভারত।
সেনানীঃ পুরুষব্যাঘ্র শ্যালঃ পরমদুর্মতিঃ ॥৭

স মাং সৈরন্ধ্রিবেশেন বসন্তীং রাজবেশ্মনি।
নিত্যমেবাহ দুষ্টাত্মা ভার্য্যা মম ভবেতি বৈ ॥৮

তেনোপমন্ত্র্যমাণায়া বধার্হেণ সপত্নহন্।
কালেনেব ফলং পক্বং হৃদয়ং মে বিদীর্য্যতে ॥৯

সত্য ও ধর্ম্মপরায়ণা হইয়াও তুমি বাঁচিয়া থাকিতেই পরনারীর সেবা করিতেছি। বিরাটরাজার জন্য গো-শীর্ষক, পদ্মক, হরিশ্যাম ও চন্দন নিত্যই পেষণ করিতেছি।

সেই আমি তোমার জন্য বহু দুঃখই গ্রাহ্য করি নাই। আমি দ্রুপদরাজার কন্যা, ধৃষ্টদ্যুম্নের ভগিনী, আমি অগ্নিকুণ্ড হইতে জন্মিয়াছি, মাটিতে কোন দিন পা দিই নাই।)

মৎস্যরাজের সমক্ষে, সেই ধূর্ত্ত মৎস্যরাজ দেখিতে দেখিতেই কীচককর্ত্তৃক প্রহৃতা হইয়া আমার ন্যায় কে আর বাঁচিয়া আছে?৫

হে ভারত! হে কৌন্তেয়! এইরূপ বহুবিধ কষ্টে আমি ক্লিষ্ট হইতেছি। তুমি আমার দুঃখ বুঝিতেছ না, আমার বাঁচিয়া লাভ কি?৬

হে ভরতনন্দন! হে পুরুষব্যাঘ্র! এই যে কীচক নামে বিরাটরাজার সেনাপতি ও শ্যালক আছে, সে অতিশয় দুরাত্মা।৭

সেই দুষ্ট সৈরন্ধ্রীবেশে রাজবাটীতে অবস্থিতা আমাকে প্রত্যহই বলে "তুমি আমার ভার্য্যা হও" ॥৮

(বিজানামি তবামর্ষং বলং বীর্য্যঞ্চ পাণ্ডব।
ততোঽহং পরিদেবামি চাগ্রতস্তে মহাবল ॥

যথা যূথপতির্মত্তঃ কুঞ্জরঃ ষষ্টিহায়নঃ।
ভূমৌ নিপতিতং বিল্বং পদ্ভ্যামাক্রম্য পীড়য়েৎ ॥

তথৈব চ শিরস্তস্য নিপাত্য ধরণীতলে।
বামেন পুরুষব্যাঘ্র মর্দ্দ পাদেন পাণ্ডব ॥

স চেদুত্তস্থমাদিত্যং প্রাতরুত্থায় পশ্যতি।
কীচকঃ শর্ব্বরীং ব্যুষ্টাং নাহং জীবিতুমুৎসহে ॥)
ভ্রাতরঞ্চ বিগর্হস্ব জ্যেষ্ঠং দুর্দ্যূতদেবিনম্।
যস্যাস্মি কর্ম্মণা প্রাপ্তা দুঃখমেতদনন্তকম্ ॥১০

হে শত্রুনিসূদন! বধযোগ্য সেই কীচক যখন আমাকে এইভাবে আহ্বান করে, কালকর্তৃক পক্কফলের ন্যায় আমার হৃদয় বিদীর্ণ হইয়া যায়।৯

(হে পাণ্ডব! হে মহাবল! তোমার বল-বীর্য্য ও ক্রোধ আমি জানি। সেইজন্যই তোমার কাছেই বিলাপ করি।

ষষ্টিবর্ষ বয়স্ক যূথপতি মত্তহস্তী যেমন ভূপতিত বিল্বফলকে পায়ে চাপিয়া পিষ্ট করে, হে পুরুষ-ব্যাঘ্র! হে পাণ্ডব! তুমিও সেইরূপ কীচকের মস্তক ভূতলে পাতিত করিয়া বামপদে মর্দ্দিত কর।

সেই কীচক যদি রাত্রি কাটাইয়া প্রাতঃকালে উঠিয়া উদিত সূর্য্যকে দর্শন করে, তাহা হইলে আমি আর বাঁচিতে ইচ্ছা করি না।)

অনর্থকর দ্যূতক্রীড়ায় আসক্ত জ্যেষ্ঠ-ভ্রাতাকে তিরস্কার কর, যাঁহার কার্য্যের ফলে আমি এই অনন্ত দুঃখ ভোগ করিতেছি।১০

কো হি রাজ্যং পরিত্যজ্য সর্ব্বস্বং চাত্মনা সহ।
প্রব্রজ্যায়ৈব দীব্যেত বিনা দুর্দ্যূতদেবিনম্ ॥১১
যদি নিষ্কসহস্রেণ যচ্চান্যৎ সারবদ্ ধনম্।
সায়ম্প্রাতরদেবিষ্যদপি সংবৎসরান্ বহূন্ ॥১২

রুক্মং হিরণ্যং বাসাংসি যানং যুগ্যমজাবিকম্।
অশ্বাশ্বতরসঙ্ঘাংশ্চ ন জাতু ক্ষয়মাবহেৎ ॥১৩
সোঽয়ং দ্যূতপ্রবাদেন শ্রিয়ঃ প্রত্যবরোপিতঃ।
তূষ্ণীমাস্তে যথা মূঢ়ঃ স্বানি কর্ম্মাণি চিন্তয়ন্ ॥১৪

দশ নাগসহস্রাণি হয়ানাং হেমমালিনাম্।
যং যান্তমনুযান্তীহ সোঽয়ং দ্যূতেন জীবতি ॥১৫

দ্যূতক্রীড়ার নেশায় মত্ত না হইলে কোন্ লোক নিজদেহের সহিত রাজ্যও সর্ব্বস্ব ত্যাগ করিয়া কেবল বনবাসের জন্যই দ্যূতক্রীড়া করে।১১

সহস্র সুবর্ণ মুদ্রা বা অন্য যে সকল মূল্যবান্ ধন, সোনা, রূপা, যান-বাহন, বস্ত্র, ছাগ, মেষ, অশ্ব, অশ্বতর ইহাদের এক একটা পণ রাখিয়া যদি তিনি বহু বৎসর ধরিয়াও দিবারাত্রি খেলিতেন, তথাপি কোন দিন ক্ষয় হইত না।১২-১৩

সেই যুধিষ্ঠির আজ দ্যূতক্রীড়ায় পণ রাখিবার বাহাদুরীতে ঐশ্বর্য্যভ্রষ্ট হইয়া নিজের কার্য্যের কথা চিন্তা করিতে করিতে বিমূঢ়ের ন্যায় মৌনী হইয়া বসিয়া আছেন।১৪

দশহাজার হস্তী ও সুবর্ণমালালঙ্কৃত অশ্ব যাহার যাইবার সময় অনুগামী হয়, সেই যুধিষ্ঠির আজ দ্যূতক্রীড়াদ্বারা জীবিকা অর্জন করিতেছেন।১৫

রথাঃ শতসহস্রাণি নৃপাণামমিতৌজসাম্ ।
উপাসন্ত মহারাজমিন্দ্রপ্রস্থে যুধিষ্ঠিরম্ ॥১৬
শতং দাসীসহস্রাণাং যস্য নিত্যং মহানসে ।
পাত্রীহস্তং দিবারাত্রমতিথীন্ ভোজয়ন্ত্যুত ॥১৭
এষ নিষ্কসহস্রাণি প্রদায় দদতাং বরঃ ।
দ্যূতজেন হ্যনর্থেন মহতা সমুপাশ্রিতঃ ॥১৮
এনং হি স্বরসম্পন্না বহবঃ সূতমাগধাঃ ।
সায়ম্প্রাতরুপাতিষ্ঠন্ সুমৃষ্টমণিকুণ্ডলাঃ ॥১৯
সহস্রমৃষয়ো যস্য নিত্যমাসন্ সভাসদঃ ।
তপঃশ্রুতোপসম্পন্নাঃ সর্বকামৈরুপস্থিতাঃ ॥২০
অষ্টাশীতিসহস্রাণি স্নাতকাঃ গৃহমেধিনঃ ।
ত্রিংশদ্দাসীক একৈকো যান্ বিভর্তি যুধিষ্ঠিরঃ ॥২১
অপ্রতিগ্রাহিণাং চৈব যতীনামূর্ধ্বরেতসাম্ ।
দশ চাপি সহস্রাণি সোহয়মাস্তে নরেশ্বরঃ ॥২২

আনৃশংস্যমনুক্রোশং সংবিভাগস্তথৈব চ ।
যস্মিন্নেতানি সর্বাণি সোহয়মাস্তে নরেশ্বরঃ ॥২৩
অন্ধান্ বৃদ্ধাংস্তথানাথান্ বালান্ রাষ্ট্রেষু দুর্গতান্ ।
বিভর্তি বিবিধান্ রাজা ধৃতিমান্ সত্যবিক্রমঃ ।
সংবিভাগমনা নিত্যমানৃশংস্যাদ্ যুধিষ্ঠিরঃ ॥২৪
স এষ নিরয়ং প্রাপ্তো মৎস্যস্য পরিচারকঃ ।
সভায়াং দেবিতা রাজ্ঞঃ কঙ্কো ব্রুতে যুধিষ্ঠিরঃ ॥২৫
ইন্দ্রপ্রস্থে নিবসতঃ সময়ে যস্য পার্থিবাঃ ।
আসন্ বলিভৃতঃ সর্বে সোহদ্যান্যৈর্ভৃতিমিচ্ছতি ॥২৬
পার্থিবাঃ পৃথিবীপালা যস্যাসন্ বশবর্তিনঃ ।
স বশে বিবশো রাজা পরেষামদ্য বর্ততে ॥২৭
প্রতাপ্য পৃথিবীং সর্বাং রশ্মিমানিব তেজসা ।
সোহয়ং রাজ্ঞো বিরাটস্য সভাস্তারো যুধিষ্ঠিরঃ ॥২৮

অমিতবলশালী রাজবৃন্দের শতসহস্র (লক্ষ) রথ ইন্দ্রপ্রস্থে মহারাজ যুধিষ্ঠিরের সেবা করিত।১৬

যাঁহার পাকশালায় শতসহস্র দাসী পাত্র হস্তে অতিথিদের দিবারাত্র ভোজন করাইত, যিনি শ্রেষ্ঠ দানশীল ছিলেন, সহস্র সহস্র সুবর্ণমুদ্রা দান করিতেন, তিনি আজ দ্যূতক্রীড়াজনিত মহাঅনর্থে দুঃখের আশ্রিত হইয়া আছেন।১৭-১৮

উজ্জ্বল মণিকুণ্ডলধারী সুমধুর স্বরসম্পন্ন বহু বন্দী ও চারণ সন্ধ্যায় ও প্রভাতে ইঁহার স্তুতিগান করিত।১৯

তপস্বী ও শাস্ত্রজ্ঞ সহস্র ঋষি নিত্যই যাঁহার সভায় অবস্থান করিতেন এবং সর্ব্বপ্রকার অভীষ্ট লাভ করিতেন, অষ্টাশী হাজার স্নাতক গৃহস্থ—যাহাদের প্রত্যেকের ত্রিশজন করিয়া দাসী এবং অপ্রতিগ্রাহী ঊর্দ্ধরেতাঃ দশসহস্র সন্ন্যাসী—ইঁহাদিগকে যিনি প্রত্যহ প্রতিপালন করিতেন, সেই রাজা যুধিষ্ঠির আজ এই অবস্থায় আছেন।২০-২২

অনৈষ্ঠুর্য্য, দয়ালুতা ও সকলকে সর্ব্বপ্রকার ভোগ্যবস্তুর ভাগপ্রদান, এই সমস্ত যাঁহার মধ্যে ছিল, সেই রাজা যুধিষ্ঠির আজ এই অবস্থায় আছেন।২৩

সমাজের সর্ব্বস্তরে ধন বণ্টিত হউক এইরূপ মনোভাবসম্পন্ন, সত্যনিষ্ঠ ও সন্তোষশীল রাজা যুধিষ্ঠির দয়াবশতঃ রাজ্যমধ্যস্থ অন্ধ, বৃদ্ধ, অনাথ, শিশু ও দুরবস্থাগ্রস্ত নানাপ্রকার লোককে প্রত্যহ পালন করিতেন (অথবা ভৃতি প্রদান করিতেন)।২৪

সেই রাজা বর্ত্তমানে যুধিষ্ঠির দুরবস্থায় পতিত হওয়ায় বিরাট রাজার পরিচারক হইয়া সভামধ্যে

যমুপাসন্ত রাজানঃ সভায়ামৃষিভিঃ সহ।
তমুপাসীনমন্যান্যং পশ্য পাণ্ডব পাণ্ডবম্ ॥২৯

সদস্যং যমুপাসীনং পরস্য প্রিয়বাদিনম্।
দৃষ্ট্বা যুধিষ্ঠিরং কোপো বর্দ্ধতে মামসংশয়ম্ ॥৩০

অতদর্হং মহাপ্রাজ্ঞং জীবিতার্থেঽভিসংস্থিতম্।
দৃষ্ট্বা কস্য ন দুঃখং স্যাদ্ ধর্ম্মাত্মানং যুধিষ্ঠিরম্ ॥৩১

উপাস্তে স্ম সভায়াং যং কৃৎস্না বীর বসুন্ধরা।
তমুপাসীনমপ্যন্যং পশ্য ভারত ভারতম্ ॥৩২

এবং বহুবিধৈর্দুঃখৈঃ পীড্যমানামনাথবৎ।
শোকসাগরমধ্যস্থাং কিং মাং ভীম ন পশ্যসি ॥৩৩

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং
বৈয়াসিক্যাং বিরাটপর্ব্বণি কীচকবধপর্ব্বণি
দ্রৌপদীভীমসংবাদে অষ্টাদশোঽধ্যায়ঃ ॥১৮

অক্ষক্রীড়াকারী কঙ্ক নামে পরিচয় দিতেছেন।২৫

ইন্দ্রপ্রস্থে বাসকালে সমস্ত রাজারা যাঁহার অন্নে পালিত হইতেন, তিনি আজ অন্যকৃত ভৃতি ইচ্ছা করিতেছেন।২৬

পৃথিবীবিখ্যাত রাজারা সকলেই যাঁহার বশবর্ত্তী ছিলেন, সেই রাজা যুধিষ্ঠির আজ বিবশ হইয়া পরের বশীভূত হইয়াছেন।২৭

সেই রাজা যুধিষ্ঠির একদা কিরণমালী সূর্য্যের ন্যায় নিজতেজে সমগ্র পৃথিবীকে প্রতপ্ত করিয়া এক্ষণে বিরাটরাজার সভাসদ্ হইয়াছেন।২৮

পাণ্ডুনন্দন! সভামধ্যে ঋষিগণের সহিত রাজবৃন্দ যাঁহার উপাসনা করিতেন, সেই পাণ্ডুপুত্র যুধিষ্ঠির আজ অন্যের উপাসনা করিতেছেন দেখুন।২৯

যে যুধিষ্ঠিরকে পরের প্রিয়বাদী ও সেবারত সদস্যরূপে দেখিয়া আমার ক্রোধ অসংশয়ে বর্দ্ধিত হয়, মহাপ্রাজ্ঞ ধর্ম্মাত্মা সেই যুধিষ্ঠির বস্তুতঃ এই কার্য্যের যোগ্য নহেন, তাঁহাকে জীবন রক্ষার জন্য অপরের আশ্রিত দেখিয়া কাহার না দুঃখ হয়?৩০-৩১

হে বীর ভরতনন্দন! সমগ্র বসুন্ধরা সভামধ্যে যাঁহার উপাসনা করিত, সেই ভরতনন্দনকে অন্যের উপাসনা করিতেও দেখুন।৩২

হে ভীম! এইরূপ নানাবিধ দুঃখে অনাথার ন্যায় নিপীড়িতা হইয়া আমি শোক-সাগরের মধ্যে অবস্থান করিতেছি, ইহা দেখিতেছেন না কি?৩৩

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের বিরাটপর্ব্বান্তর্গত কীচকবধপর্ব্বে দ্রৌপদীর সহিত ভীমের কথোপকথনবিষয়ক অষ্টাদশ অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।১৮

ঊনবিংশোঽধ্যায়ঃ।

[পাণ্ডবানাং দুঃখেন দুঃখিতায়া দ্রৌপদ্যা ভীমসমীপে বিলাপঃ।]

দ্রৌপদ্যুবাচ।

ইদং তু তে মহদ্ দুঃখং যৎ প্রবক্ষ্যামি ভারত।
ন মেঽভ্যসূয়া কর্ত্তব্যা দুঃখাদেতদ্ ব্রবীম্যহম্ ॥১

সূদকর্ম্মণি হীনে ত্বমসমে ভরতর্ষভ।
ব্রুবন্ বল্লবজাতীয়ঃ কস্য শোকং ন বর্দ্ধয়েঃ ॥২

সূপকারং বিরাটস্য বল্লবং ত্বং বিদুর্জনাঃ।
প্রেষ্যত্বং সমনুপ্রাপ্তং ততো দুঃখতরং নু কিম্ ॥৩

যদা মহানসে সিদ্ধে বিরাটমুপতিষ্ঠসি।
ব্রুবাণো বল্লবঃ সূদস্তদা সীদতি মে মনঃ ॥৪

যদা প্রহৃষ্টঃ সম্রাট্ ত্বাং সংযোধয়তি কুঞ্জরৈঃ।
হসন্ত্যন্তঃপুরে নার্য্যো মম তূদ্বিজতে মনঃ ॥৫

শার্দ্দূলৈর্মহিষৈঃ সিংহৈরাগারে যোধ্যসে যদা।
কৈকেয্যাঃ প্রেক্ষমাণায়াস্তদা মে কশ্মলং ভবেৎ ॥৬

তত উত্থায় কৈকেয়ী সর্বাস্তাঃ প্রত্যভাষত।
প্রেষ্যাঃ সমুত্থিতাশ্চাপি কৈকেয়ীং তাং
স্ত্রিয়োঽব্রুবন্ ॥৭

প্রেক্ষ্য মামনবদ্যাঙ্গীং কশ্মলোপহতামিব।
স্নেহাৎ সংবাসজাদ্ ধর্ম্মাৎ সূদমেষা শুচিস্মিতা ॥৮

যোদ্ধ্যমানং মহাবীর্য্যমিমং সমনুশোচতি।
কল্যাণরূপা সৈরন্ধ্রী বল্লবশ্চাপি সুন্দরঃ ॥৯

স্ত্রীণাং চিত্তঞ্চ দুর্জ্ঞেয়ং যুক্তরূপৌ চ মে মতৌ।
সৈরন্ধ্রী প্রিয়সংবাসান্নিত্যং করুণবাদিনী ॥১০

ঊনবিংশ অধ্যায়।

[পাণ্ডবদের দুঃখে দুঃখিতা দ্রৌপদীর ভীমের সম্মুখে বিলাপ।]

দ্রৌপদী বলিলেন,—হে ভরতনন্দন! আমি যাহা বলিব ইহা আপনার মহা দুঃখকর হইবে, আমার উপরে বিরক্ত বা অসন্তুষ্ট হইবেন না, বড় দুঃখেই আমি এ কথা বলিতেছি।১

হে ভরতর্ষভ! আপনি আপনার অসদৃশ এই হীন পাচকবৃত্তিতে বল্লব-জাতীয় বলিয়া পরিচয় দিয়া কাহার না শোক বর্দ্ধন করিতেছেন?২

লোকে আপনাকে বিরাটরাজার আজ্ঞাবহ পাচক বল্লব বলিয়া জানে। আপনি প্রভু হইয়াও আজ ভৃত্যের দশায় পড়িয়াছেন—ইহা অপেক্ষা অধিক দুঃখ আর কি আছে?৩

যখন রন্ধনশালার কার্য্য শেষ করিয়া আপনি 'বল্লব পাচক' বলিয়া বিরাট রাজার নিকট উপস্থিত হন, তখন আমার মন অবসন্ন হইয়া পড়ে।৪

যখন আনন্দিত বিরাটরাজা আপনাকে হস্তিযূথের সহিত যুদ্ধ করায়, অন্তঃপুরে রমণীরা হাসিতে থাকে, আমার কিন্তু মন উদ্বিগ্ন হইয়া উঠে।৫

যখন গৃহমধ্যে মহিষ, ব্যাঘ্র ও সিংহের সহিত আপনি যুদ্ধ করিতে থাকেন ও সুদেষ্ণা তাহা দেখিতে থাকে, তখন আমার কষ্ট হয়।৬

তারপর আমাকে অনিন্দ্যসুন্দরী ও দুঃখিতার ন্যায় দেখিয়া, সুদেষ্ণা উঠিয়া উপস্থিত সমস্ত দাসীদিগকে বলিতে থাকে এবং সেই স্ত্রীলোকেরাও সুদেষ্ণাকে বলিতে থাকে যে, এই বিমলহাসিনী সৈরন্ধ্রী একত্র অবস্থানজনিত স্নেহের ধর্ম্মে মহাবীর্য্যশালী ঐ পাচককে যুদ্ধ করিতে দেখিয়া শোকগ্রস্ত হয়। সৈরন্ধ্রী সুরূপা, বল্লবও সুন্দর, স্ত্রীলোকের চিত্ত দুর্জ্ঞেয়। ইহারা উভয়েই সমান

অস্মিন্ রাজকুলে চেমৌ তুল্যকালনিবাসিনৌ।
ইতি ব্রুবাণা বাক্যানি সা মাং নিত্যমতর্জ্জয়ৎ ॥১১

ক্রুধ্যন্তীং মাঞ্চ সংপ্রেক্ষ্য সমশঙ্কত মাং ত্বয়ি।
তস্যাং তথা ব্রুবত্যাং তু দুঃখং মাং সমদাবিশৎ ॥১২

ত্বয্যেবং নিরয়ং প্রাপ্তে ভীমে ভীমপরাক্রমে।
শোকে যৌধিষ্ঠিরে মগ্না নাহং জীবিতুমুৎসহে ॥১৩

যঃ সদেবান্ মনুষ্যাংশ্চ সর্ব্বাংশ্চৈকরথোঽজয়ৎ।
সোঽয়ং রাজ্ঞো বিরাটস্য কন্যানাং নর্ত্তকো যুবা ॥১৪

যোঽতর্পয়দমেয়াত্মা খাণ্ডবে জাতবেদসম্।
সোঽন্তঃপুরগতঃ পার্থ কূপেঽগ্নিরিব সংবৃতঃ ॥১৫

যস্মাদ্ ভয়মমিত্রাণাং সদৈব পুরুষর্ষভাৎ।
স লোকপরিভূতেন বেশেনাস্তে ধনঞ্জয়ঃ ॥১৬

যস্য জ্যাক্ষেপকঠিনৌ বাহূ পরিঘসন্নিভৌ।
স শঙ্খপরিপূর্ণাভ্যাং শোচন্নাস্তে ধনঞ্জয়ঃ ॥১৭

যস্য জ্যাতলনির্ঘোষাৎ সমকম্পন্ত শত্রবঃ।
স্ত্রিয়ো গীতস্বনং তস্য মুদিতাঃ পর্য্যুপাসতে ॥১৮

কিরীটং সূর্য্যসঙ্কাশং যস্য মূর্দ্ধন্যশোভত।
বেণীবিকৃতকেশান্তঃ সোঽয়মদ্য ধনঞ্জয়ঃ ॥১৯

তং বেণীকৃতকেশান্তং ভীমধন্বানমর্জ্জুনম্।
কন্যাপরিবৃতং দৃষ্ট্বা ভীম সীদতি মে মনঃ ॥২০

যস্মিন্নস্ত্রাণি দিব্যানি সমস্তানি মহাত্মনি।
আধারঃ সর্ববিদ্যানাং স ধারয়তি কুণ্ডলে ॥২১

রূপসম্পন্ন বলিয়া আমার মনে হয়, সৈরন্ধ্রী প্রীতিকর সহবাসবশতঃই নিত্য করুণ (শোক-সূচক) কথা বলে।৭-১০

এই রাজবাটীতে ইহারা উভয়েই একই সময় হইতে বাস করিতেছে। এইরূপ নানা কথা বলিয়া সুদেষ্ণা আমাকে নিত্য ভর্ৎসনা করিত।১১

আমাকে ক্রুদ্ধ দেখিয়া আপনার প্রতি আসক্ত বলিয়া আশঙ্কা করিত। তাহার এইরূপ বাক্যে আমার অত্যন্ত দুঃখ হইত।১২

আপনি ভীমপরাক্রম ভীমসেন, আপনি এই হীন বৃত্তি অবলম্বন করায়, যুধিষ্ঠির-সৃষ্ট শোকে মগ্ন হইয়া আমি আর বাঁচিতে ইচ্ছা করি না।১৩

যে যুবক এক-রথে সকল দেবতা ও মনুষ্যকে জয় করিয়াছিলেন, তিনিই এই বিরাটরাজার কন্যাদিগের নৃত্যশিক্ষক হইয়াছেন।১৪

কুন্তীকুমার! যে অপ্রমেয় বলশালী অর্জ্জুন খাণ্ডবারণ্যে অগ্নিদেবকে পরিতৃপ্ত করিয়াছিলেন তিনি এখন অন্তঃপুরচারী হইয়া কূপমধ্যে অগ্নির ন্যায় প্রচ্ছন্ন হইয়া আছেন।১৫

যে পুরুষশ্রেষ্ঠকে শত্রুগণ সর্ব্বদাই ভয় করিত, সেই ধনঞ্জয় আজ লোকের অবজ্ঞাত ক্লীববেশে অবস্থান করিতেছেন।১৬

যাঁহার পরিঘতুল্য বাহুদ্বয় জ্যা-ঘর্ষণে কঠিন, সেই অর্জ্জুন আজ তাঁহার সেই বাহুকে শঙ্খবলয়ে পূর্ণ করিয়া বিষাদগ্রস্ত হইয়া আছেন।১৭

যাঁহার ধনুর জ্যা-নির্ঘোষে (ধ্বনিতে) শত্রুগণ কম্পিত হইত, স্ত্রীলোকেরা এখন তাঁহার গানের সুর (ধ্বনি) সানন্দে উপভোগ করিতেছে।১৮

যাঁহার মস্তকে সূর্য্যতুল্য কিরীট শোভা পাইত, সেই ধনঞ্জয়ের কেশাগ্র আজ বেণী-বন্ধনে বিকৃত।১৯

হে ভীমসেন! ভয়াবহ ধনুর্দ্ধর অর্জ্জুনকে কেশাগ্রে বেণী-বন্ধন করিয়া কন্যাবৃন্দে পরিবৃত দেখিলে, আমার মন বিষাদগ্রস্ত হয়।২০

সমস্ত দিব্যাস্ত্রসমূহ যাঁহার নিকট রহিয়াছে,

স্পৃষ্টুং রাজসহস্রাণি তেজসাপ্রতিমানি বৈ।
সমরে নাভ্যবর্তন্ত বেলামিব মহার্ণবঃ ॥২২

সোঽয়ং রাজ্ঞো বিরাটস্য কন্যানাং নর্তকো যুবা।
আস্তে বেশপ্রতিচ্ছন্নঃ কন্যানাং পরিচারিকঃ ॥২৩

যস্য স্ম রথঘোষেণ সমকম্পত মেদিনী।
সপর্বত-বনা ভীম সহস্থাবর-জঙ্গমা ॥২৪

যস্মিন্ জাতে মহাভাগে কুন্ত্যাঃ শোকো ব্যনশ্যত।
স শোচয়তি মামদ্য ভীমসেন তবানুজঃ ॥২৫

ভূষিতং তমলঙ্কারৈঃ কুণ্ডলৈঃ পরিহাটকৈঃ।
কম্বুপাণিনমায়ান্তং দৃষ্ট্বা সীদতি মে মনঃ ॥২৬

যস্য নাস্তি সমো বীর্য্যে কশ্চিদুর্ব্যাং ধনুর্ধরঃ।
সোঽদ্য কন্যাপরিবৃতো গায়মাস্তে ধনঞ্জয়ঃ ॥২৭

ধর্মে শৌর্য্যে চ সত্যে চ জীবলোকস্য সম্মতম্।
স্ত্রীবেশবিকৃতং পার্থং দৃষ্ট্বা সীদতি মে মনঃ ॥২৮

যদা হ্যেনং পরিবৃতং কন্যাভির্দেবরূপিণম্।
প্রভিন্নমিব মাতঙ্গং পরিকীর্ণং করেণুভিঃ ॥২৯

মৎস্যমর্থপতিং পার্থং বিরাটং সমুপস্থিতম্।
পশ্যামি তূর্য্যমধ্যস্থং দিশো নশ্যন্তি মে তদা ॥৩০

নূনমার্য্যা ন জানাতি কৃচ্ছ্রং প্রাপ্তং ধনঞ্জয়ম্।
অজাতশত্রুং কৌরব্যং মগ্নং দুর্দ্যূতদেবিনম্ ॥৩১

(ঐন্দ্র-বারুণ-বায়ব্য-ব্রাহ্মাগ্নেয়ৈশ্চ বৈষ্ণবৈঃ।
অগ্নীন্ সন্তর্পয়ন্ পার্থঃ সর্বাংশ্চৈকরথোঽজয়ৎ ॥
দিব্যৈরস্ত্রৈরচিন্ত্যাত্মা সর্বশত্রুনিবর্হণঃ ॥

যিনি সর্ব্বাবস্থার আধার, তিনি আজ কর্ণে কুণ্ডল পরিধান করিয়া আছেন।২১

মহাসমুদ্র যেমন বেলাভূমিকে স্পর্শ করিতে অগ্রসর হয় না, সেইরূপ অতুল পরাক্রমশালী হাজার হাজার রাজা যুদ্ধক্ষেত্রে যাঁহাকে স্পর্শ করিতেও অগ্রসর হয় না, সেই যুবক বিরাটরাজার কন্যাদিগের নৃত্যশিক্ষক ও কন্যাদিগের পরিচারক হইয়া ছদ্মবেশে অবস্থান করিতেছেন।২২-২৩

হে ভীম! যাঁহার রথের শব্দে পর্ব্বত, অরণ্য, স্থাবর ও জঙ্গম-সমন্বিত সমগ্র ধরণী কম্পিত হইত, যে মহাভাগ জন্মগ্রহণ করিলে কুন্তীদেবীর শোক নষ্ট হইয়াছিল, আপনার অনুজ সেই অর্জ্জুন আজ আমাকে শোকে মগ্ন করিতেছেন।২৪-২৫

তাঁহাকে কুণ্ডল-বলয়াদি অলঙ্কারে অলঙ্কৃত হইয়া ও শাঁখা পরিয়া আসিতে দেখিলে আমার মন বিষাদে অভিভূত হইয়া পড়ে।২৬

পৃথিবীতে যাঁহার তুল্য বীর্য্যবান্ আর কেহ নাই, সেই ধনঞ্জয় আজ কন্যাবৃন্দে পরিবৃত ও সঙ্গীতরত হইয়া আছেন।২৭

ধর্ম্ম, শৌর্য্য এবং সত্যে যিনি জীব-জগতের সমাদৃত, সেই অর্জ্জুনকে নারীবেশে বিকৃত দেখিয়া আমার মন বিষাদগ্রস্ত হয়।২৮

যখন এই দেবতুল্য রূপবান্ অর্জ্জুনকে কন্যাবৃন্দ পরিবৃত হইয়া, করিণীবৃন্দে পরিবৃত মদস্রাবী হস্তীর ন্যায় মৎস্যরাজ বিরাটের নিকট উপস্থিত হইতে ও চতুর্দ্দিকে বাদ্যযন্ত্রের মধ্যভাগে অবস্থান করিতে দেখি, তখন আমার দশদিক্ নষ্ট (অর্থাৎ অন্ধকারময়) হইয়া যায়।২৯-৩০

পূজ্যা শ্বশ্রূদেবী নিশ্চয়ই অর্জ্জুন যে এইরূপ কষ্টে পড়িয়াছেন ও অজাতশত্রু যুধিষ্ঠির যে দ্যূতক্রীড়ায় দুষ্ট নেশায় ডুবিয়া গিয়াছেন, ইহা জানেন না।৩১

(অর্জ্জুন অগ্নির তৃপ্তিসাধনার্থে ঐন্দ্র, বারুণ, বায়ব্য, ব্রাহ্ম, আগ্নেয় ও বৈষ্ণব অস্ত্রে একরথে সকলকে জয় করিয়াছিলেন।

দিব্যগান্ধর্ব্বমস্ত্রঞ্চ বায়ব্যমথ বৈষ্ণবম্ ।
ব্রাহ্মং পাশুপতং চৈব স্থূণাকর্ণঞ্চ দর্শয়ন্ ॥
পৌলোমান্ কালকেয়াংশ্চ ইন্দ্রশত্রূন্ মহাসুরান্ ।
নিবাতকবচৈঃ সার্দ্ধং ঘোরানেকরথোঽজয়ৎ ।
সোঽন্তঃপুরগতঃ পার্থঃ কূপেঽগ্নিরিব সংবৃতঃ ॥
কন্যাপুরগতং দৃষ্ট্বা গোষ্ঠেম্বিব মহর্ষভম্ ।
স্ত্রীবেশবিকৃতং পার্থং কুন্তীং গচ্ছতি মে মনঃ ॥)
তথা দৃষ্ট্বা যবীয়াংসং সহদেবং গবাং পতিম্ ।
গোষু গোবেশমায়ান্তং পাণ্ডুভূতাস্মি ভারত ॥৩২
সহদেবস্থ বৃত্তানি চিন্তয়ন্তী পুনঃ পুনঃ ।
ন নিদ্রামভিগচ্ছামি ভীমসেন কুতো রতিম্ ॥৩৩
ন বিন্দামি মহাবাহো সহদেবস্থ দুষ্কৃতম্ ।
যস্মিন্নেবংবিধং দুঃখং প্রাপ্নুয়াৎ সত্যবিক্রমঃ ॥৩৪

অচিন্ত্যনীয় প্রভাবশালী, সর্ব্বশত্রুসংহারকারী অর্জ্জুন গান্ধর্ব্ব অস্ত্র ও বায়ব্য, বৈষ্ণব, ব্রাহ্ম, পাশুপত, স্থূণাকর্ণ প্রভৃতি দিব্যাস্ত্র প্রদর্শন করিয়া, নিবাতকবচগণের সহিত ইন্দ্রশত্রু, ঘোরাকৃতি, পৌলোম ও কালকেয়নামক মহাসুরদিগকে এক-রথে জয় করিয়াছিলেন। সেই অর্জ্জুন কূপ-মধ্যে সংবৃত অগ্নির ন্যায় অন্তঃপুরগত হইয়া আছেন।

গোষ্ঠমধ্যে অবস্থিত মহাবৃষভের ন্যায় কন্যান্তঃপুরবর্ত্তী স্ত্রীবেশ-বিকৃত অর্জ্জুনকে দেখিয়া আমার মন কুন্তীদেবীকে স্মরণ করিতেছে।)

সেইরূপ কনিষ্ঠ পাণ্ডব সহদেবকে গো-বৃন্দের মধ্যে গোপযোগ্য বেশে গো-পালকরূপে আসিতে দেখিয়া আমি পাণ্ডুবর্ণা হইয়া গিয়াছি।৩২

হে ভরতনন্দন ভীমসেন। সহদেবের চরিত্র পুনঃপুনঃ চিন্তা করিতে করিতে আমি নিদ্রা যাইতে পারি না। আমার সন্তোষ কোথায় ?৩৩

দুয়ামি ভরতশ্রেষ্ঠ দৃষ্ট্বা তে ভ্রাতরং প্রিয়াম্ ।
গোষু গোবৃষসঙ্কাশং মৎস্যেনাভিনিবেশিতম্ ॥৩৫
সংরব্ধং রক্তনেপথ্যং গোপালানাং পুরোগমম্ ।
বিরাটমভিনন্দন্তমথ মে ভবতি জ্বরঃ ॥৩৬
সহদেবং হি মে বীর নিত্যমার্য্যা প্রশংসতি ।
মহাভিজনসম্পন্নঃ শীলবান্ বৃত্তবানিতি ॥৩৭
হ্রীনিষেবো মধুরবাগ্‌ধার্মিকশ্চ প্রিয়শ্চ মে ।
স তেঽরণ্যেষু বোঢ়ব্যো যাজ্ঞসেনি ক্ষপাস্বপি ॥৩৮
সুকুমারশ্চ শূরশ্চ রাজানং চাপ্যনুব্রতঃ ।
জ্যেষ্ঠাপচায়িনং বীরং স্বয়ং পাঞ্চালি ভোজয়েঃ ॥৩৯
ইত্যুবাচ হি মাং কুন্তী রুদতী পুত্রগৃদ্ধিনী ।
প্রব্রজন্তং মহারণ্যং তং পরিষ্বজ্য তিষ্ঠতী ॥৪০

হে মহাবাহো। সহদেবের কি পাপ-কর্ম্ম করা আছে জানি না—যাহার ফলে সত্যনিষ্ঠ সহদেব এইরূপ দুঃখ পাইতে পারেন।৩৪

হে ভরতপুঙ্গব! আপনার প্রিয়-ভ্রাতা উত্তম বৃষভসদৃশ সহদেবকে মৎস্যরাজ বিরাটকর্ত্তৃক গো-রক্ষায় নিয়োজিত দেখিয়া আমি সন্তাপ ভোগ করি।৩৫

রক্তবস্ত্রাদি পরিহিত, গো-পালকবৃন্দের পুরোগামী, কুপিতাকৃতি সহদেবকে বিরাটরাজার আনন্দবিধান করিতে দেখিয়া আমার সন্তাপ হয়।৩৬

হে বীর। আমার শাশুড়ী সর্ব্বদাই সহদেবের প্রশংসা করেন যে, সহদেব মহা আভিজাত্য-সম্পন্ন, সুশীল, সচ্চরিত্র, লাজুক, মিষ্টভাষী, ধার্ম্মিক ও আমার অত্যন্ত প্রিয়। দ্রৌপদি! অরণ্যমধ্যে রাত্রিতেও তুমি তাহার প্রতি লক্ষ্য রাখিও।৩৭-৩৮

তং দৃষ্ট্বা ব্যাপৃতং গোষু বৎসচর্মক্ষপাশয়ম্।
সহদেবং যুধাং শ্রেষ্ঠং কিং নু জীবামি পাণ্ডব ॥৪১
যস্ত্রিভির্নিত্যসম্পন্নো রূপেণাস্ত্রেণ মেধয়া।
সোঽশ্ববন্ধো বিরাটস্য পশ্য কালস্য পর্য্যয়ম্ ॥৪২
অভ্যকীর্য্যন্ত বৃন্দানি দামগ্রন্থিমুদীক্ষ্য তম্
বিনয়ন্তং জবেনাশ্বান্ মহারাজস্য পশ্যতঃ ॥৪৩
অপশ্যমেনং শ্রীমন্তং মৎস্যং ভ্রাজিষ্ণুমুত্তমম্।
বিরাটমুপতিষ্ঠন্তং দর্শয়ন্তঞ্চ বাজিনঃ ॥৪৪
কিং নু মাং মন্যসে পার্থ সুখিনীতি পরন্তপ।
এবং দুঃখশতাবিষ্টা যুধিষ্ঠিরনিমিত্ততঃ ॥৪৫
অতঃ প্রতিবিশিষ্টানি দুঃখান্যন্যানি ভারত।
বর্ত্তন্তে ময়ি কৌন্তেয় বক্ষ্যামি শৃণু তান্যপি ॥৪৬
যুষ্মাসু ধ্রিয়মাণেষু দুঃখানি বিবিধান্যুত।
শোষয়ন্তি শরীরং মে কিং নু দুঃখমতঃ পরম্ ॥৪৭
ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং
বৈয়াসিক্যাং বিরাটপর্বণি কীচকবধপর্বণি
দ্রৌপদী-ভীমসংবাদে একোনবিংশোঽধ্যায়ঃ ॥১৯

সে বীর হইলেও অত্যন্ত সুকুমার-প্রকৃতির এবং যুধিষ্ঠিরের সে একান্ত অনুগত। হে যাজ্ঞসেনি! জ্যেষ্ঠ-ভ্রাতার বীর পূজারী সহদেবকে তুমি স্বয়ং ভোজন করাইও।৩৯

মহারণ্যে প্রস্থানোদ্যত সহদেবকে আলিঙ্গন-পূর্ব্বক দাঁড়াইয়া পুত্রস্নেহাতুরা কুন্তীদেবী রোদন করিতে করিতে আমাকে এই কথা বলিয়াছিলেন।৪০

সেই বীর সহদেবকে গোপালনে ব্যাপৃত ও রাত্রিতে গো-চর্ম্মোপরি শায়িত দেখিয়াও আমি কেন বাঁচিয়া আছি।৪১

রূপ, মেধা এবং অস্ত্রশক্তি এই তিনটী যাহার নিত্যই অম্লান রহিয়াছে, তিনিই আজ বিরাট রাজার অশ্ববন্ধনকারী হইয়াছেন। সময়ের বিপর্য্যয় দেখুন।৪২

তিনি যখন মহারাজের সমক্ষে বেগে অশ্বদিগকে শিক্ষা দিতে থাকেন, তখন অশ্ববৃন্দ দেখিয়া (রজ্জুগ্রন্থির প্রতীক্ষায়) তাঁহার চারিদিকে ঘিরিয়া দাঁড়ায়।৪৩

হায়! হায়! আমি সর্ব্বদা উৎসাহোদ্দীপ্ত, অনুপম-শ্রীমণ্ডিত এই নকুলকে মৎস্যরাজ বিরাটের সেবা করিতে ও অশ্বের খেলা দেখাইতে দেখিলাম।৪৪

হে শত্রুপীড়ক ভীমসেন! আপনি কি মনে করেন আমি সুখে আছি? যুধিষ্ঠিরের জন্য এইরূপ শতদুঃখে আমি অভিভূত হইয়া পড়িয়াছি।৪৫

হে ভরতনন্দন! ইহা অপেক্ষাও কত অধিক দুঃখ আমার মধ্যে সঞ্চিত আছে তাহাও বলিব, শ্রবণ করুন।৪৬

আপনারা জীবিত থাকিতেই নানাবিধ দুঃখে আমার শরীর শুকাইয়া যাইতেছে, ইহার অধিক দুঃখ আর কি আছে?৪৭

শ্রীমন্মহর্ষিবেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের বিরাটপর্ব্বান্তর্গত কীচকবধপর্ব্বে দ্রৌপদীর সহিত ভীমের কথোপকথনবিষয়ক উনবিংশ অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।১৯

বিংশোঽধ্যায়ঃ।

[ভীমসমীপে দ্রৌপদ্যাঃ স্বীয়দুঃখকথনম্।]

দ্রৌপদ্যুবাচ।

অহং সৈরন্ধ্রিবেশেন চরন্তী রাজবেশ্মনি।
শৌচদাস্মি সুদেষ্ণায়া অক্ষধূর্তস্য কারণাৎ ॥১

বিক্রিয়াং পশ্য মে তীব্রাং রাজপুত্র্যাঃ পরন্তপ।
আত্মকালমুদীক্ষন্তী সর্বং দুঃখং কিলান্তবৎ ॥২

অনিত্যা কিল মর্ত্যানামর্থসিদ্ধির্জয়াজয়ৌ।
ইতি কৃত্বা প্রতীক্ষামি ভর্তৄণামুদয়ং পুনঃ ॥৩

চক্রবৎ পরিবর্তন্তে হ্যর্থাশ্চ ব্যসনানি চ।
ইতি কৃত্বা প্রতীক্ষামি ভর্তৄণামুদয়ং পুনঃ ॥৪

য এব হেতুর্ভবতি পুরুষস্য জয়াবহঃ।
পরাজয়ে চ হেতুশ্চ স ইতি প্রতিপালয়ে।
কিং মাং ন প্রতিজানীষে ভীমসেন মৃতামিব ॥৫

দত্ত্বা যাচন্তি পুরুষা হত্বা বধ্যন্তি চাপরে।
পাতয়িত্বা চ পাত্যন্তে পরৈরিতি চ মে শ্রুতম্ ॥৬

ন দৈবস্যাতিভারোঽস্তি ন চৈবাস্যাতিবর্তনম্।
ইতি চাপ্যাগমং ভূয়ো দৈবস্য প্রতিপালয়ে ॥৭

স্থিতং পূর্বং জলং যত্র পুনস্তত্রৈব গচ্ছতি।
ইতি পর্য্যায়মিচ্ছন্তী প্রতীক্ষে উদয়ং পুনঃ ॥৮

দৈবেন কিল যস্যার্থঃ সুনীতোঽপি বিপদ্যতে।
দেবস্য চাগমে যত্নস্তেন কার্য্যো বিজানতা ॥৯

যৎ তু মে বচনস্যাস্য কথিতস্য প্রয়োজনম্।
পৃচ্ছ মাং দুঃখিতাং তত্ত্বং পৃষ্টা চাত্র ব্রবীমি তে ॥১০

বিংশ অধ্যায়।

[ভীমের নিকট দ্রৌপদীর স্বীয় দুঃখ নিবেদন।]

দ্রৌপদী বলিলেন,—হে পরন্তপ! রাজকন্যা হইয়াও আমার দুঃসহ দুরবস্থা দেখুন। অক্ষধূর্ত্ত যুধিষ্ঠিরের জন্য আমি সৈরন্ধ্রী বেশে রাজবাটীতে থাকিয়া সুদেষ্ণার শৌচের জল যোগাইতেছি। আমি নিজের সুসময়ের প্রতীক্ষায় আছি।১-২

সমস্ত দুঃখেরই ত' শেষ আছে। মানুষের অর্থলাভ, জয়-পরাজয় অনিত্য এই মনে করিয়া পতিবৃন্দের পুনরায় অভ্যুদয়-লাভের প্রতীক্ষা করিতেছি।৩

সম্পদ্ ও বিপদ চক্রের ন্যায় আবর্ত্তিত হয় এই মনে করিয়া পতিবৃন্দের পুনরায় অভ্যুদয় লাভের প্রতীক্ষা করিতেছি।৪

মানুষের জয়লাভের হেতু যাহা (ভাগ্য বা কাল), পরাজয়েরও হেতু হয় তাহাই (ভাগ্য বা কালই)—এই মনে করিয়াই (সৌভাগ্যের) প্রতীক্ষা করিতেছি। হে ভীমসেন! আপনি কি আমাকে মৃতকল্প বুঝিতে পারিতেছেন না? ৫

মানুষ একদা দান করিয়াও আবার একসময়ে ভিক্ষা করে, প্রহার করিয়াও প্রহৃত হয় এবং বধ করিয়াও নিহত হয়।৬

দৈবের অসাধ্য নাই, দৈবকে অতিক্রম করাও যায় না। এইজন্যই পুনরায় অনুকূল দৈবাগমের প্রতীক্ষায় আছি।৭

পূর্ব্বে যেখানে জল ছিল, পুনরায় সেখানেই যায় (রিক্ত সরোবর পুনরায় কালক্রমে পূর্ণ হইয়া উঠে)। এইজন্য পরিবর্ত্তনের আশা করিয়া পুনরায় অভ্যুদয় লাভের প্রতীক্ষা করিতেছি।৮

যে ব্যক্তির সুবিচারিত ও সুষ্ঠুভাবে সম্পাদিত কার্য্যও দৈববশতঃ বিনষ্ট হয়, তাহার উচিত, ভালরূপে জানিয়া দৈবের আনুকূল্য সম্পাদনে যত্ন করা।৯

মহিষী পাণ্ডুপুত্রাণাং দুহিতা দ্রুপদস্য চ।
ইমামবস্থাং সম্প্রাপ্তা মদন্যা কা জিজীবিষেৎ ॥১১

কুরূন্ পরিভবেৎ সর্বান্ পঞ্চালানপি ভারত।
পাণ্ডবেয়াংশ্চ সম্প্রাপ্তো মম ক্লেশো হ্যরিন্দম ॥১২

ভ্রাতৃভিঃ শ্বশুরৈঃ পুত্রৈর্বহুভিঃ পরিবারিতা।
এবং সমুদিতা নারী কা ত্বন্যা দুঃখিতা ভবেৎ ॥১৩

নূনং হি বালয়া ধাতুর্ময়া বৈ বিপ্রিয়ং কৃতম্ ॥
যস্য প্রসাদাদ্ দুর্নীতং প্রাপ্তাস্মি ভরতর্ষভ ॥১৪

বর্ণাবকাশমপি মে পশ্য পাণ্ডব যাদৃশম্।
তাদৃশো মে ন তত্রাসীদ্ দুঃখে পরমকে তদা ॥১৫

আমার এই কথা বলিবার যে কি প্রয়োজন, দুঃখাভিভূতা আমাকে যদি তাহা জিজ্ঞাসা করেন, তবে আমি আপনার নিকট সব যথার্থ বিষয় বলিতেছি।:০

দ্রুপদরাজার কন্যা এবং পাণ্ডবগণের মহিষী হইয়াও এই অবস্থায় পড়িয়া আমি ভিন্ন কে আর বাঁচিয়া থাকিতে ইচ্ছা করে ?১১

হে অরিন্দম! আমি যে ক্লেশ পাইয়াছি, তাহা সমস্ত কৌরব, পাঞ্চাল ও পাণ্ডবগণকে অভিভূত করিবে।১২

ভ্রাতৃবৃন্দ, শ্বশুরগণ, পুত্রবর্গ ও বহু পরিজনে পরিবৃতা এবং মহাসমৃদ্ধিশালিনী হইয়াও অন্য কোন্ রমণী এইরূপ দুঃখ ভোগ করিয়া থাকে ?১৩

ভরতশ্রেষ্ঠ! নিশ্চয়ই আমি বাল্যকালে বিধাতার অপ্রিয় কিছু করিয়াছি, যাহার ফলে আমি পুনঃপুনঃ দুরবস্থা প্রাপ্ত হইতেছি।১৪

হে পাণ্ডব! দেখুন, আমার বর্ণ যেরূপ ম্লান হইয়াছে, তখন বনবাসে পরম দুঃখের মধ্যেও সেরূপ ছিল না।১৫

ত্বমেব ভীম জানীষে যন্মে পার্থ সুখং পুরা।
সাহং দাসীত্বমাপন্না ন শান্তিমবশা লভে ॥১৬

নাদৈবিকমহং মন্যে যত্র পার্থো ধনঞ্জয়ঃ।
ভীমধন্বা মহাবাহুরাস্তে ছন্ন ইবানলঃ ॥১৭

অশক্যা বেদিতুং পার্থ প্রাণিনাং বৈ গতির্নরৈঃ।
বিনিপাতমিমং মন্যে যুষ্মাকং হ্যবিচিন্তিতম্ ॥১৮

যস্যা মম মুখপ্রেক্ষা যূয়মিন্দ্রসমাঃ সদা।
সা প্রেক্ষে মুখমন্যাসামবরাণাং বরা সতী ॥১৯

পশ্য পাণ্ডব মেঽবস্থাং যথা নার্হামি বৈ তথা।
যুষ্মাসু ধ্রিয়মাণেষু পশ্য কালস্য পর্য্যয়ম্ ॥২০

হে ভীমসেন! হে কুন্তীপুত্র! আপনি নিজেই জানেন, পূর্ব্বে আমার কত সুখ ছিল। সেই আমি আজ দাসীত্ব প্রাপ্ত হইয়াছি এবং পরাধীনা হইয়া শান্তিলাভ করিতে পারিতেছি না।১৬

ভীষণ ধনুর্দ্ধর মহাবাহু অর্জ্জুন—যিনি দিগ্বিজয় করিয়া প্রচুর ধনরত্ন আনিয়া ধনঞ্জয়নামে বিখ্যাত হইয়াছেন, তিনিই যেখানে ভস্মাচ্ছন্ন অগ্নির ন্যায় অবস্থান করিতেছেন—ইহাকে আমি দৈবকৃত ছাড়া অন্য কিছু মনে করি না।১৮

হে কৌন্তেয়! প্রাণিদিগের গতি মানুষের জানিবার শক্তি নাই। আপনাদের এই পতন চিন্তারও অতীত বলিয়া মনে করি।১৮

ইন্দ্রতুল্য আপনারা সকলেই আমার মুখাপেক্ষী থাকিতেন, সেই আমি সর্ব্ববিষয়ে সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠা হইয়াও আজ হীন রমণীগণের মুখাপেক্ষিণী হইয়া আছি।১৯

হে পাণ্ডব! কালের বিপর্য্যয় দেখুন, আপনারা জীবিত থাকিতেই আমি যে অবস্থার যোগ্যা নই, আমার সেই অবস্থা দেখুন।২০

যস্যাঃ সাগরপর্য্যন্তা পৃথিবী বশবর্ত্তিনী।
আসীৎ সাদ্য সুদেষ্ণায়া ভীতাহং বশবর্ত্তিনী ॥২১

যস্যাঃ পুরঃসরা আসন্ পৃষ্ঠতশ্চানুগামিনঃ।
সাহমদ্য সুদেষ্ণায়াঃ পুরঃ পশ্চাচ্চ গামিনী ॥২২

ইদং তু দুঃখং কৌন্তেয় মমাসহ্যং নিবোধ তৎ।
যা ন জাতু স্বয়ং পিংষে গাত্রোদ্বর্ত্তনমাত্মনঃ ॥
অন্যত্র কুন্ত্যা ভদ্রং তে সা পিনষ্ম্যদ্য চন্দনম্ ॥২৩

পশ্য কৌন্তেয় পাণী মে নৈবাভূতাং হি যৌ পুরা।
ইত্যস্য দর্শয়ামাস কিণবন্তৌ করাবুভৌ ॥২৪

বিভেমি কুন্ত্যা যা নাহং যুষ্মাকং বা কদাচন।
সাদ্যাগ্রতো বিরাটস্য ভীতা তিষ্ঠামি কিঙ্করী ॥২৫

কিং নু বক্ষ্যতি সম্রাণ্মাং বর্ণকঃ সুকৃতো ন বা।
নান্যপিষ্টং হি মৎস্যস্য চন্দনং কিল রোচতে ॥২৬

বৈশম্পায়ন উবাচ।

সা কীর্ত্তয়ন্তি দুঃখানি ভীমসেনস্য ভামিনী।
রুরোদ শনকৈঃ কৃষ্ণা ভীমসেনমুদীক্ষতী ॥২৭
সা বাষ্পকলয়া বাচা নিঃশ্বসন্তী পুনঃ পুনঃ।
হৃদয়ং ভীমসেনস্য ঘট্টয়ন্তীদমব্রবীৎ ॥২৮
নাল্পং কৃতং ময়া ভীম দেবানাং কিল্বিষং পুরা।
অভাগ্যা যত্র জীবামি কর্ত্তব্যে সতি পাণ্ডব ॥২৯

বৈশম্পায়ন উবাচ।

ততস্তস্যাঃ করৌ সূক্ষ্মৌ কিণবদ্ধৌ বৃকোদরঃ।
মুখমানীয় বৈ পত্ন্যা রুরোদ পরবীরহা ॥৩০

সসাগরা পৃথিবী যাহার বশবর্ত্তিনী ছিল, সেই আমি আজ সুদেষ্ণার বশীভূতা হইয়া ভীতা হইয়া থাকি।২১

আমার নিজেরই অগ্রগামী ও পশ্চাদ্‌গামী কত লোক ছিল, সেই আমি আজ সুদেষ্ণার অগ্রে অগ্রে ও পশ্চাতে পশ্চাতে গমন করি।২২

হে কৌন্তেয়! এই দুঃখ আমার অত্যন্ত অসহ্য বোধ হইতেছে—আপনি তাহা শ্রবণ করুন। যে আমি একমাত্র কুন্তীদেবী ছাড়া নিজের জন্যও অঙ্গরাগ নিজে কখনও পেষণ করি নাই, সেই আমি আজ চন্দন পেষণ করিতেছি।২৩

হে কৌন্তেয়! আমার করযুগল দেখুন, যাহা পূর্ব্বে এরূপ কিণযুক্ত ছিল না—এই বলিয়া ভীমকে উভয় করতল দেখাইলেন।২৪

যে আমি কুন্তীদেবীকে বা আপনাদিগকেও কখনও ভয় করিয়া চলি নাই, সেই আমি আজ বিরাটরাজার দাসী হইয়া ভয়ে ভয়ে অবস্থান করি, কি জানি রাজা কি বলিবেন, অনুলেপন উত্তমরূপে প্রস্তুত হইল কিনা। অপরের ঘষা চন্দন মৎস্যরাজের পছন্দ হয় না।২৫-২৬

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—কোপনা দ্রৌপদী ভীমের নিকট নিজ দুঃখ কীর্ত্তন করিতে করিতে চুপি চুপি রোদন করিতে লাগিলেন।২৭

তিনি পুনঃপুনঃ শ্বাসত্যাগ করিতে করিতে বাষ্পগদ্‌গদ বাক্যে ভীমের হৃদয় মথিত করিয়া এই কথা বলিলেন।২৮

হে ভীম! আমি পূর্ব্বে হয় ত' দেবতাদিগের নিকট কম পাপ করি নাই, যেখানে আমার মরাই উচিত ছিল, সেখানে ভাগ্যহীনা হইয়া বাঁচিয়া আছি।২৯

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—তারপর শত্রুবীরহন্তা বৃকোদর পত্নী দ্রৌপদীর কিণযুক্ত (কড়া-পড়া) সেই কোমল করযুগল নিজের মুখের উপর রাখিয়া রোদন করিতে লাগিলেন।৩০

তৌ গৃহীত্বা চ কৌন্তেয়ো বাষ্পমুৎসৃজ্য বীর্য্যবান্
ততঃ পরমদুঃখার্ত্ত ইদং বচনমব্রবীৎ ॥৩১

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং
বৈয়াসিক্যাং বিরাটপর্ব্বণি কীচকবধপর্ব্বণি
দ্রৌপদীভীমসংবাদে বিংশোঽধ্যায়ঃ ॥২০

বীর্য্যবান্ ভীমসেন সেই করযুগল ধারণ করিয়া অশ্রুত্যাগ করিলেন, তারপর পরম দুঃখার্ত্ত হইয়া এই কথা বলিলেন।৩১

শ্রীমন্মহর্ষিবেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের বিরাটপর্ব্বান্তর্গত কীচকবধপর্ব্বে
দ্রৌপদী ও ভীমের কথোপকথনবিষয়ক বিংশ অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।২০

একবিংশোঽধ্যায়ঃ।

[ভীম-দ্রৌপদ্যোঃ সংলাপঃ ।]

ভীমসেন উবাচ ।

ধিগস্তু মে বাহুবলং গাণ্ডীবং ফাল্গুনস্য চ ।
যৎ তে রক্তৌ পুরা ভূত্বা পাণী কৃতকিণাবিমৌ ॥১

সভায়াং তু বিরাটস্য করোমি কদনং মহৎ ।
তত্র মে কারণং ভাতি কৌন্তেয়ো যৎ প্রতীক্ষতে ॥২

অথবা কীচকস্যাহং পোথয়ামি পদা শিরঃ ।
ঐশ্বর্য্যমদমত্তস্য ক্রীড়ন্নিব মহাদ্বিপঃ ॥৩

একবিংশ অধ্যায়।

[ভীম ও দ্রৌপদীর সংলাপ।]

ভীম বলিলেন—আমার বাহুবলকে ও অর্জ্জুনের গাণ্ডীবকে ধিক্কার দিই। যেহেতু তোমার এই করযুগল যাহা পূর্ব্বে রক্তবর্ণ ছিল, এক্ষণে তাহা কিণযুক্ত হইয়াছে (কড়া পড়িয়াছে)।১

আমি সভামধ্যে বিরাটরাজার মহা দুর্দ্দশা করিতাম—কিন্তু যুধিষ্ঠির যে তাকাইয়া রহিলেন তাহাই আমার নিষেধ বলিয়া মনে হইল।২

অথবা আমি ক্রীড়ারত মত্তহস্তীর ন্যায় পদাঘাতে ঐশ্বর্য্যমদমত্ত কীচকের মস্তক চূর্ণ করিয়া ফেলিতাম।৩

অপশ্যং ত্বাং যদা কৃষ্ণে কীচকেন পদা হতাম্ ।
তদৈবাহং চিকীর্ষামি মৎস্যানাং কদনং মহৎ ॥৪
তত্র মাং ধর্ম্মরাজস্তু কটাক্ষেণ ন্যবারয়ৎ ।
তদহং তস্য বিজ্ঞায় স্থিত এবাস্মি ভামিনি ॥৫

যচ্চ রাষ্ট্রাৎ প্রচ্যবনং কুরূণামবধশ্চ যঃ ।
সুযোধনস্য কর্ণস্য শকুনেঃ সৌবলস্য চ ॥৬
দুঃশাসনস্য পাপস্য যন্ময়া নাহৃতং শিরঃ ।
তন্মে দহতি গাত্রাণি হৃদি শল্যমিবার্পিতম্ ।
মা ধর্ম্মং জহি সুশ্রোণি ক্রোধং জহি মহামতে ॥৭

হে দ্রৌপদি! যখন তোমাকে কীচকের পদাঘাতে আহত দেখিয়াছিলাম, তখনই আমি মৎস্যদেশবাসীদের ধ্বংস সাধনে ইচ্ছুক হইয়াছিলাম।৪

কিন্তু ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির আমাকে কটাক্ষ দ্বারা নিষেধ করিলেন। তাঁহার সেই নিষেধ বুঝিতে পারিয়াই আমি চুপ করিয়াই রহিলাম।৫

রাজ্য হইতে যে বিচ্যুত হইয়াছি, কৌরবদিগকে যে সংহার করি নাই, দুর্য্যোধন, কর্ণ,

ইদং তু সমুপালব্ধং ত্বত্তো রাজা যুধিষ্ঠিরঃ।
শৃণুয়াদ্ বাপি কল্যাণি কৃৎস্নং জহ্যাৎ স জীবিতম্ ॥৮

ধনঞ্জয়ো বা সুশ্রোণি যমৌ বা তনুমধ্যমে।
লোকান্তরগতেষ্বেষু নাহং শক্ষ্যামি জীবিতুম্ ॥৯

পুরা সুকন্যা ভার্য্যা চ ভার্গবং চ্যবনং বনে।
বল্মীকভূতং শাম্যন্তমন্বপদ্যত ভামিনী ॥১০

নারায়ণী চন্দ্রসেনা রূপেণ যদি তে শ্রুতা।
পতিমন্বচরদ্ বৃদ্ধং পুরা বর্ষসহস্রিণম্ ॥১১

দুহিতা জনকস্যাপি বৈদেহী যদি তে শ্রুতা।
পতিমন্বচরৎ সীতা মহারণ্যনিবাসিনম্ ॥১২

রক্ষসা নিগ্রহং প্রাপ্য রামস্য মহিষী প্রিয়া।
ক্লিশ্যমানাপি সুশ্রোণি রামমেবান্বপদ্যত ॥১৩

লোপামুদ্রা তথা ভীরু বয়োরূপসমন্বিতা।
অগস্ত্যমন্বয়াদ্ধিত্বা কামান্ সর্বানমানুষান্ ॥১৪

দ্যুমৎসেনসুতং বীরং সত্যবন্তমনিন্দিতা।
সাবিত্র্যনুচচারৈকা যমলোকং মনস্বিনী ॥১৫

যথৈতাঃ কীর্তিতা নার্য্যো রূপবত্যঃ পতিব্রতাঃ।
তথা ত্বমপি কল্যাণি সর্বৈঃ সমুদিতা গুণৈঃ ॥১৬

মাদীর্ঘং ক্ষম কালং ত্বং মাসমর্দ্ধঞ্চ সম্মিতম্।
পূর্ণে ত্রয়োদশে বর্ষে রাজ্ঞাং রাজ্ঞী ভবিষ্যসি ॥১৭

শকুনি, সৌবল ও পাপিষ্ঠ দুঃশাসনের মস্তক যে আমি ছিঁড়িয়া আনি নাই—হৃদয়ার্পিত শল্যের ন্যায় তাহা আমার সমস্ত শরীরকে দগ্ধ করিতেছে। হে সুন্দরি! হে বুদ্ধিমতি! তুমি ক্রোধ পরিত্যাগ কর, ধর্ম্মত্যাগ করিও না।৬-৭

হে কল্যাণি! তোমার নিকট হইতে এই তিরস্কারের সমস্ত কথা যদি রাজা যুধিষ্ঠির শুনিতেও পান, তাহা হইলে তিনি প্রাণত্যাগ করিবেন।৮

সুশ্রোণি! তনুমধ্যমে! যুধিষ্ঠির, অর্জ্জুন, নকুল কিংবা সহদেব ইহারা লোকান্তরগত হইলে আমিও বাঁচিতে পারিব না।৯

পূর্ব্বকালে ভৃগুবংশীয় চ্যবনমুনি অরণ্যে বল্মীকে পরিণত হইয়া মৃতপ্রায় হইয়া পড়িয়াছিলেন, তাঁহার পত্নী সুকন্যা সেই অবস্থাতেও তাঁহার অনুসরণ করিয়াছিলেন।১০

নারায়ণী ইন্দ্রসেনার কথা হয়ত তোমার শোনা আছে। তিনি পূর্ব্বকালে সহস্র বৎসরবয়স্ক বৃদ্ধপতির অনুগামিনী থাকিয়া সেবা করিয়াছিলেন।১১

বিদেহরাজপুত্রী জানকী বনবাসী পতির অনুগামিনী হইয়াছিলেন—তাঁহার কথাও তোমার অবশ্যই শোনা আছে।১২

রাক্ষসের হস্তে অত্যাচারিত ও নিপীড়িত হইয়াও বহুকষ্ট পাইয়াও রামচন্দ্রের প্রিয়তমা মহিষী সীতা রামেরই অনুগামিনী হইয়াছিলেন।১৩

রূপযৌবনশালিনী লোপামুদ্রা মনুষ্যলোকদুর্লভ সর্ব্বপ্রকার কাম্য বস্তু পরিত্যাগ করিয়া অগস্ত্যের অনুগামিনী হইয়াছিলেন।১৪

অনিন্দ্যসুন্দরী মনস্বিনী সাবিত্রী একাকিনী যমলোক পর্য্যন্ত দ্যুমৎসেনের পুত্র বীর সত্যবানের অনুগমন করিয়াছিলেন।১৫

হে কল্যাণি! এই যে পতিব্রতা রূপবতী রমণীদিগের নামোল্লেখ করিলাম, তুমিও ইহাদিগের ন্যায় সর্ব্বগুণসম্পন্না।১৬

আর দীর্ঘকাল নহে, একমাস বা অর্দ্ধমাস কাল তুমি সহ্য কর। ত্রয়োদশ বৎসর পূর্ণ হইলে তুমি রাজরাণী হইবে।১৭

(সত্যেন তে শপে চাহং ভবিতা নান্যথেতি হ।
সর্বাসাং পরমস্ত্রীণাং প্রামাণ্যং কর্তুমর্হসি ॥
সর্বেষাঞ্চ নরেন্দ্রাণাং মূর্ধ্নি স্থাস্যসি ভামিনি।
ভর্তৃভক্ত্যা চ বৃত্তেন ভোগান্ প্রাপ্স্যসি দুর্লভান্)।

দ্রৌপদ্যুবাচ।
আর্তয়ৈতন্ময়া ভীম কৃতং বাষ্পপ্রমোচনম্।
অপারয়ন্ত্যা দুঃখানি ন রাজানমুপালভে ॥১৮
বিমুক্তেন ব্যতীতেন ভীমসেন মহাবল।
প্রত্যুপস্থিতকালস্য কার্য্যস্যানন্তরো ভব ॥১৯
মমেহ ভীম কৈকেয়ী রূপাভিভবশঙ্কয়া।
নিত্যমুদ্বিজতে রাজা কথং নেয়াদিমামিতি ॥২০

(তোমার নিকট সত্য পূর্ব্বক শপথ করিতেছি ইহার অন্যথা হইবে না। তুমি সমস্ত উত্তম রমণীদিগের প্রভুত্ব করিবার যোগ্যা।

হে ভামিনি! তুমি সমস্ত রাজবৃন্দেরও মস্তকে স্থান পাইবে এবং চরিত্র ও পতিভক্তির প্রভাবে দুর্লভ ভোগাবলি প্রাপ্ত হইবে।)

দ্রৌপদী বলিলেন,—হে ভীম! আর কষ্ট সহ্য করিতে না পারিয়া কাতর হইয়া আমি এই অশ্রুমোচন করিয়াছি। রাজাকে তিরস্কার করি নাই।১৮

সে যাই হোক, আর অতীতের আলোচনার প্রয়োজন নাই। হে মহাবল! এখন যে কার্য্যের কাল উপস্থিত, সেই কার্য্যের সম্মুখীন হউন।১৯

হে ভীম! এখানে সুদেষ্ণা আমার রূপের কাছে এবং নিজের অভিভব আশঙ্কা করিয়া, 'রাজা কোনরূপে ইহার প্রতি আসক্ত হইয়া না পড়েন' এই ভয়ে নিত্যই উদ্বিগ্ন থাকেন।২০

তস্যা বিদিত্বা তং ভাবং স্বয়ং চানৃতদর্শনঃ।
কীচকোঽয়ং সুদুষ্টাত্মা সদা প্রার্থয়তে হি মাম্ ॥২১
তমহং কুপিতা ভীম পুনঃ কোপং নিয়ম্য চ।
অব্রুবং কামসম্মূঢ়মাত্মানং রক্ষ কীচক ॥২২
গন্ধর্বাণামহং ভার্য্যা পঞ্চানাং মহিষী প্রিয়া।
তে ত্বাং নিহন্যুঃ কুপিতাঃ শূরাঃ সাহসকারিণঃ ॥২৩
এবমুক্তঃ সুদুষ্টাত্মা কীচকঃ প্রত্যুবাচ হ।
নাহং বিভেমি সৈরন্ধ্রি গন্ধর্বাণাং শুচিস্মিতে ॥২৪
শতং শতসহস্রাণি গন্ধর্বাণামহং রণে।
সমাগতং হনিষ্যামি ত্বং ভীরু কুরু মে ক্ষণম্ ॥২৫
ইত্যুক্তে চাব্রুবং মত্তং কামাতুরমহং পুনঃ।
ন ত্বং প্রতিবলশ্চৈষাং গন্ধর্বাণাং যশস্বিনাম্ ॥২৬

তাহার সেই মনোভাব জানিয়া এবং নিজেও অসত্যদর্শী বলিয়া দুষ্টাত্মা কীচক সর্ব্বদাই আমাকে প্রার্থনা করে।২১

হে ভীম! আমি প্রথমে কুপিতা হইয়া এবং পরে কোপ দমন করিয়া, কামমোহিত সেই কীচককে বলিয়াছি যে, কীচক! তুমি আত্মাকে রক্ষা কর।২২

আমি পাঁচটি গন্ধর্ব্বের ভার্য্যা এবং প্রিয়তমা মহিষী। তাঁহারা অসম-সাহসী বীর। তাঁহারা কুপিত হইলে তোমাকে হত্যা করিবেন।২৩

এইরূপ বলিলে, অতি দুষ্টাত্মা কীচক প্রত্যুত্তরে বলিয়াছে—হে সৈরন্ধ্রি! হে শুচিস্মিতে! আমি গন্ধর্ব্বদিগকে ভয় করি না।২৪

শত শত বা লক্ষ লক্ষ গন্ধর্ব্ব আসিলেও আমি তাহাদিগকে যুদ্ধে নিহত করিব। ভীরু! তুমি আমার আনন্দ-বিধান কর।২৫

সে এই কথা বলিলে সেই কামোন্মত্ত কীচককে আমি পুনরায় এই কথা বলিয়াছি—তুমি সেই গন্ধর্ব্বদিগের সমান শক্তিমান্ নও।২৬

ধর্মে স্থিতাস্মি সততং কুলশীলসমন্বিতা।
নেচ্ছামি কঞ্চিদ্ বধ্যন্তং তেন জীবসি কীচক ॥২৭

এবমুক্তঃ স দুষ্টাত্মা প্রাহসৎ স্বনবৎ তদা।
অথ মাং তত্র কৈকেয়ী প্রৈষয়ৎ প্রণয়েন তু ॥২৮

তেনৈব দেশিতা পূর্ব্বং ভ্রাতৃপ্রিয়চিকীর্ষয়া।
সুরামানয় কল্যাণি কীচকস্য নিবেশনাৎ ॥২৯

সূতপুত্রস্তু মাং দৃষ্ট্বা মহৎ সান্ত্বমবর্ত্তয়ৎ।
সান্ত্বে প্রতিহতে ক্রুদ্ধঃ পরামর্শমনাভবৎ ॥৩০

বিদিত্বা তস্য সঙ্কল্পং কীচকস্য দুরাত্মনঃ।
তথাহং রাজশরণং জবেনৈব প্রধাবিতা ॥৩১

সন্দর্শনে তু মাং রাজ্ঞঃ সূতপুত্রঃ পরামৃশৎ।
পাতয়িত্বা তু দুষ্টাত্মা পদাহং তেন তাড়িতা ॥৩২

প্রেক্ষতে স্ম বিরাটস্তু কঙ্কস্তু বহবো জনাঃ।
রথিনঃ পীঠমর্দাশ্চ হস্ত্যারোহশ্চ নৈগমাঃ ॥৩৩

উপালব্ধো ময়া রাজা কঙ্কশ্চাপি পুনঃ পুনঃ।
ততো ন বারিতো রাজ্ঞা ন তস্যাবিনয়ঃ কৃতঃ ॥৩৪

যোঽয়ং রাজ্ঞো বিরাটস্য কীচকো নাম সারথিঃ।
ত্যক্তধর্মা নৃশংসশ্চ নরস্ত্রীসম্মতঃ প্রিয়ঃ ॥৩৫

শূরোঽভিমানী পাপাত্মা সর্ব্বার্থেষু চ মুগ্ধবান্।
দারামর্শী মহাভাগ লভতেঽর্থান্ বহূনপি ॥৩৬

আহরেদপি বিত্তানি পরেষাং ক্রোশতামপি।
ন তিষ্ঠতি স্ম সন্মার্গে ন চ ধর্ম্মং বুভূষতি ॥৩৭

পাপাত্মা পাপভাবশ্চ কামবাণবশানুগঃ।
অবিনীতশ্চ দুষ্টাত্মা প্রত্যাখ্যাতঃ পুনঃ পুনঃ ॥৩৮

আমি কুলশীলবতী ও সতত ধর্ম্মপরায়ণা, আমি কাহারও মৃত্যু কামনা করি না। কীচক! সেইজন্যই তুমি বাঁচিয়া আছ।২৭

এই কথা বলায় দুষ্টাত্মা কীচক তখন সশব্দে হাসিয়া উঠিয়াছিল। তারপর সুদেষ্ণা আমাকে "হে কল্যাণি! কীচকের বাটী হইতে সুরা আনয়ন কর", এই বলিয়া সস্নেহে সেখানে পাঠাইয়াছিল। কীচকই তাহাকে পূর্ব্ব হইতে এইরূপ নির্দ্দেশ দিয়াছিল এবং ভ্রাতার প্রীতি-বিধানেচ্ছায় সুদেষ্ণা ইহা করিয়াছিল।২৮-২৯

কীচক আমাকে দেখিয়া অনেক মধুর বাক্যে অনুনয় করিল, অনুনয় নিষ্ফল হওয়ায় ক্রুদ্ধ হইয়া ধরিয়া ফেলিতে ইচ্ছা করিল।৩০

দুরাত্মা কীচকের সেই অভিপ্রায় বুঝিতে পারিয়া আমি রাজভবনের দিকে বেগে দৌড়াইয়া আসিলাম।৩১

রাজার সমক্ষেই কীচক আমাকে ধরিয়া ফেলিল এবং ভূতলে নিপাতিতা করিয়া পদাঘাত করিল।৩২

বিরাটরাজা দেখিয়াছিলেন, কঙ্ক দেখিয়াছিলেন। আরও হস্ত্যারোহী, রথারোহী, রাজপ্রিয় নাগরিক, বণিক্ প্রভৃতি বহু লোকেও দেখিয়াছিল।৩৩

আমি রাজাকে এবং কঙ্ককে পুনঃপুনঃ তিরস্কার করিয়াছি। তাহাতেও রাজা তাহাকে বারণ করেন নাই। তাহার ঔদ্ধত্য দমন করেন নাই।৩৪

এই যে রাজা বিরাটের সহায় কীচক, সে অতিশয় নৃশংস, অধার্ম্মিক হইলেও তাঁহাদের স্ত্রী-পুরুষের অত্যন্ত প্রিয় ও সমাদৃত।৩৫

সে বীরাভিমানী, পাপমতি, সর্ব্ব-বিষয়েই সে মূঢ়, সে আপনাদের দারাভিমর্ষী। বহু অর্থও সে পায়।৩৬

সে আর্ত্তনাদ উপেক্ষা করিয়াও পরের ধন হরণ করে। সে সৎপথে অবস্থান করে না এবং ধর্ম্মলাভ করিতে চায় না।৩৭

দর্শনে দর্শনে হন্যাদ্ যদি জহ্যাঞ্চ জীবিতম্।
তদ্ ধর্মে যতমানানাং মহান্ ধর্মো নশিষ্যতি ॥৩৯

সময়ং রক্ষমাণানাং ভার্য্যা বো ন ভবিষ্যতি।
ভার্য্যায়াং রক্ষ্যমাণায়াং প্রজা ভবতি রক্ষিতা ॥৪০

প্রজায়াং রক্ষ্যমাণায়ামাত্মা ভবতি রক্ষিতঃ।
আত্মা হি জায়তে তস্যাং তেন জায়াং বিদুর্বুধাঃ ॥৪১

ভর্ত্তা তু ভার্য্যায়া রক্ষ্যঃ কথং জায়াম্মমোদরে।
বদতাং বর্ণধর্মাংশ্চ ব্রাহ্মণানামিতি শ্রুতঃ ॥৪২

ক্ষত্রিয়স্য সদা ধর্মো নান্যঃ শত্রুনিবর্হণাৎ।
পশ্যতো ধর্মরাজস্য কীচকো মাং পদাবধীৎ ॥৪৩

তব চৈব সমক্ষং বৈ ভীমসেন মহাবল।
ত্বয়া হ্যহং পরিত্রাতা তস্মাদ্ ঘোরাজ্জটাসুরাৎ ॥৪৪

জয়দ্রথং তথৈব ত্বমজৈষীর্ভ্রাতৃভিঃ সহ।
জহীমমপি পাপিষ্ঠং যোঽয়ং মামবমন্যতে ॥৪৫

কীচকো রাজবাল্লভ্যাচ্ছোককৃন্মম ভারত।
তমেবং কামসম্মত্তং ভিন্দি কুম্ভমিবাশ্মনি ॥৪৬

যো নিমিত্তমনর্থানাং বহূনাং মম ভারত।
তং চেজ্জীবন্তমাদিত্যঃ প্রাতরভ্যুদয়িষ্যতি ॥৪৭

বিষমালোড্য পাস্যামি মা কীচকবশং গমন্।
শ্রেয়ো হি মরণং মহ্যং ভীমসেন তবাগ্রতঃ ॥৪৮

বৈশম্পায়ন উবাচ।

ইত্যুক্ত্বা প্রারুদৎ কৃষ্ণা ভীমস্যোরঃসমাশ্রিতা।
ভীমশ্চ তাং পরিষ্বজ্য মহৎ সান্ত্বং প্রযুজ্য চ ॥৪৯

সে পাপাচারী, পাপস্বভাব, কামবাণের বশীভূত, অশিক্ষিত ও অতি দুষ্ট-প্রকৃতির। তাহাকে আমি পুনঃপুনঃ প্রত্যাখ্যান করিয়াছি।৩৮

এখন সে যদি আমাকে যখনই দেখা হইবে তখনই প্রহার করে এবং আমি যদি মরিয়া যাই, তাহা হইলে ধর্ম্মরক্ষায় যত্ন করিতে গিয়া আপনাদের মহান ধর্ম্ম নষ্ট হইবে।৩৯

প্রতিশ্রুতি রক্ষা করিতে গেলে আপনাদের ভার্য্যা থাকিবে না। ভার্য্যা রক্ষিতা হইলে সন্ততি রক্ষিত হয়, সন্ততি রক্ষিত হইলে আত্মা রক্ষিত হইয়া থাকে। আত্মাই ভার্য্যার মধ্যে পুত্ররূপে জন্মগ্রহণ করে। এইজন্যই পণ্ডিতেরা তাহাকে ‘জায়া’ বলিয়া জানেন।

ভার্য্যা ‘আমার গর্ভে কি করিয়া পুত্র জন্মগ্রহণ করিবে’ এই বলিয়া ভর্ত্তাকে রক্ষা করিবে। বর্ণধর্ম্মব্যাখ্যাতা ব্রাহ্মণগণের নিকট শুনিয়াছি—ক্ষত্রিয়দিগের শত্রুবধ ব্যতীত অন্য ধর্ম্ম নাই। ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরের এবং আপনার সমক্ষেই কীচক আমাকে পদাঘাত করিয়াছে।

হে মহাবল ভীমসেন! আপনি আমাকে সেই ভীষণ জটাসুরের হাত হইতে রক্ষা করিয়াছেন।৪০-৪৪

আপনি ভ্রাতৃবর্গের সহিত জয়দ্রথকেও জয় করিয়াছেন। আমার অবমাননাকারী এই পাপিষ্ঠকেও বধ করুন।৪৫

হে ভরতনন্দন! কীচক রাজার প্রিয়পাত্র বলিয়া আমার শোকোৎপাদন করিতে পারিয়াছে। কামোন্মত্ত সেই কীচককে প্রস্তরের উপর মৃৎ-কুম্ভের ন্যায় বিদীর্ণ করিয়া ফেলুন।৪৬

হে ভরতনন্দন! যে কীচক আমার বহু অনর্থের কারণ হইয়াছে, তাহার জীবন থাকিতে থাকিতে যদি অদ্য প্রভাতে সূর্য্যোদয় হয়, তবে বিষ প্রস্তুত করিয়া পান করিব, কীচকের আয়ত্তের মধ্যে যাইব না। ভীমসেন! আপনার সম্মুখে মরণই আমার শ্রেয়ঃ।৪৭-৪৮

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—এই বলিয়া দ্রৌপদী ভীমের বক্ষোলগ্না হইয়া রোদন করিতে

আশ্বাসয়িত্বা বহুশো ভৃশমার্ত্তাং সুমধ্যমাম্।
হেতুতত্ত্বার্থসংযুক্তৈর্বচোভিঃক্রপদাত্মজাম্ ॥৫০
প্রমৃজ্য বদনং তস্যাঃ পাণিনাশ্রুসমাকুলম্।
কীচকং মনসাগচ্ছৎ সৃক্কিণী পরিসংলিহন্ ॥
উবাচ চৈনাং দুঃখার্ত্তাং ভীমঃ ক্রোধসমন্বিতঃ ॥৫১

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং বিরাটপর্ব্বণি কীচকবধপর্ব্বণি দ্রৌপদীসান্ত্বনে একবিংশোঽধ্যায়ঃ ॥২১

লাগিলেন। ভীম তাঁহাকে আলিঙ্গন করিয়া অনেক মিষ্ট কথা বলিলেন।৪৯

তিনি বহু যুক্তিপূর্ণ যথার্থ বাক্যে অতিশয় কাতরা দ্রৌপদীকে বারংবার আশ্বাস দান করিলেন।৫০

তাঁহার অশ্রুপ্লাবিত মুখমণ্ডল করতল দ্বারা মার্জ্জনা করিয়া সৃ' লেহণ করিতে করিতে মনে মনে কীচককে স্মরণ করিলেন এবং ক্রোধান্বিত হইয়া দুঃখার্ত্তা দ্রৌপদীকে বলিতে লাগিলেন।৫১

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের বিরাটপর্ব্বান্তর্গত কীচকবধপর্ব্বে দ্রৌপদীর সান্ত্বনায় একবিংশ অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।২১

দ্বাবিংশোঽধ্যায়ঃ।

[ভীম-কীচকয়োর্যুদ্ধম্, কীচকবধশ্চ।]

ভীমসেন উবাচ।
তথা ভদ্রে করিষ্যামি যথা ত্বং ভীরু ভাষসে।
অদ্য তং সূদয়িষ্যামি কীচকং সহবান্ধবম্ ॥১
অস্যাঃ প্রদোষে শর্ব্বর্য্যাঃ কুরুষ্বানেন সঙ্গতম্।
দুঃখং শোকঞ্চ নির্ধূয় যাজ্ঞসেনি শুচিস্মিতে ॥২
যৈষা নর্ত্তনশালেহ মৎস্যরাজেন কারিতা।
দিবাত্র কন্যা নৃত্যন্তি রাত্রৌ যান্তি যথাগৃহম্ ॥৩

তত্রাস্তি শয়নং দিব্যং দৃঢ়াঙ্গং সুপ্রতিষ্ঠিতম্।
তত্রাস্য দর্শয়িষ্যামি পূর্ব্বপ্রেতান্ পিতামহান্ ॥৪

দ্বাবিংশ অধ্যায়।

[ভীম ও কীচকের যুদ্ধ এবং কীচক বধ।]

ভীম বলিলেন,—কল্যাণি! তুমি যেরূপ বলিতেছ, সেই রূপ করিব। অদ্য আমি সেই কীচককে ভ্রাতৃবর্গের সহিত নিহত করিব।১

বিমলহাসিনি! যাজ্ঞসেনি! শোক দুঃখ ঝাড়িয়া ফেলিয়া এই রাত্রির (অর্থাৎ আগামী রাত্রির) প্রদোষ কালে উহার সহিত মিলনের আয়োজন কর।২

মৎস্যরাজ ঐ যে নর্ত্তনশালা নির্ম্মাণ করাইয়াছেন, দিনের বেলা এখানে কন্যারা নৃত্য করে এবং রাত্রিতে যে যার গৃহে চলিয়া যায়।৩

সেখানে একটি সুদৃঢ় ও সুপ্রতিষ্ঠিত (খট্টাদি) শয্যা রহিয়াছে। সেখানেই উহাকে উহার মৃত পূর্ব্বপুরুষগণের সহিত সাক্ষাৎ করাইয়া দিব।৪

যথা চ ত্বাং ন পশ্যেয়ুঃ কুর্বাণাং তেন সংবিদম্।
কুর্য্যাস্তথা ত্বং কল্যাণি যথা সন্নিহিতো ভবেৎ ॥৫

বৈশম্পায়ন উবাচ।

তথা তৌ কথয়িত্বা তু বাষ্পমুৎসৃজ্য দুঃখিতৌ।
রাত্রিশেষং তমত্যুগ্রং ধারয়ামাসতুর্হৃদি ॥৬

তস্যাং রাত্র্যাং ব্যতীতায়াং প্রাতরুত্থায় কীচকঃ।
গত্বা রাজকুলায়ৈব দ্রৌপদীমিদমব্রবীৎ ॥৭

সভায়াং পশ্যতো রাজ্ঞঃ পাতয়িত্বা পদাহনম্।
ন চৈব লভসে ত্রাণমভিপন্না বলীয়সা ॥৮

প্রবাদেনেহ হি মৎস্যানাং রাজা নাম্নায়মুচ্যতে।
অহমেব হি মৎস্যানাং রাজা বৈ বাহিনীপতিঃ ॥৯

তাহার সহিত গুপ্ত বার্ত্তালাপ করিবার সময়ে কেহ যেন তোমাকে দেখিতে না পায়। কল্যাণি! সে যাহাতে উপস্থিত হয়, তুমি তাহার ব্যবস্থা করিবে।৫

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—তাঁহারা উভয়ে দুঃখিত হইয়া এবং অশ্রুত্যাগ করিয়া সেইরূপ স্থির করিলেন। সেই রাত্রির অবশিষ্ট অংশটুকু তাঁহাদের নিকট অতি অসহ্য বিবেচিত হইল।৬

সেই রাত্রি অতিবাহিত হইলে প্রাতঃকালে উঠিয়া কীচক রাজবাটীতে গমন করিয়া দ্রৌপদীকে বলিল যে, 'সভামধ্যে রাজার সাক্ষাতেই ভূমিতে ফেলিয়া পদাঘাত করিলাম দেখিলে ত'! প্রবলের দ্বারা আক্রান্ত হইয়া তুমি পরিত্রাণ পাইবে না।৭-৮

বিরাটরাজা নামে মাত্র মৎস্যদেশের রাজা বলিয়া কথিত হইয়া থাকেন,—ইহা কথার কথা মাত্র। সেনাপতি হইলেও আমিই প্রকৃতপক্ষে এ-দেশের রাজা।৯

সা মাং সুখং প্রতিপদ্যস্ব দাসো ভীরু ভবামি তে।
অহ্নায় তব সুশ্রোণি শতং নিষ্কান্ দদাম্যহম্ ॥১০

দাসীশতঞ্চ তে দদ্যাং দাসানামপি চাপরম্।
রথং চাশ্বতরীযুক্তমস্তু নৌ ভীরু সঙ্গমঃ ॥১১

দ্রৌপদ্যুবাচ।

এবং মে সময়ং ত্বদ্য প্রতিপদ্যস্ব কীচক।
ন ত্বাং সখা বা ভ্রাতা বা জানীয়াৎ সঙ্গতং ময়া ॥১২

অনুপ্রবাদাদ্ ভীতাস্মি গন্ধর্ব্বাণাং যশস্বিনাম্।
এবং মে প্রতিজানীহি ততোঽহং বশগা তব ॥১৩

কীচক উবাচ।

এবমেতৎ করিষ্যামি যথা সুশ্রোণি ভাষসে।
একো ভদ্রে গমিষ্যামি শূন্যমাবসথং তব ॥১৪

ভীরু! যদি তুমি সানন্দে আমাকে ভজনা কর, তবে আমি তোমার দাস হইয়া থাকিব। সুশ্রোণি! প্রতিদিন তোমার ব্যয় নির্ব্বাহের জন্য আমি তোমাকে শত স্বর্ণমুদ্রা দিতেছি।১০

তোমাকে একশত দাসী ও বহুসংখ্যক ভৃত্য এবং অশ্বতরী (খচ্চর) বাহিত রথ দিব। হে ভীরু! আমাদের মিলন হউক।১১

দ্রৌপদী বলিলেন,—কীচক! তুমি আজ আমার নিকট এইরূপ শপথ কর যে, তোমার কোন সখা বা ভ্রাতা কেহই তোমার সহিত আমার মিলনের কথা জানিতে পারিবে না।১২

যশস্বী গন্ধর্ব্বগণের জন্য লোকাপবাদকে আমি ভয় করি। আমার কাছে এইরূপ প্রতিজ্ঞা কর, তাহা হইলে আমি তোমার বশবর্ত্তিনী হইব।১৩

কীচক বলিল,—এইরূপই হইবে। হে সুশ্রোণি! তুমি যাহা বলিতেছ, আমি তাহাই করিব। ভদ্রে! আমি একাকী তোমার শূন্য গৃহে যাইব।১৪

সমাগমার্থং রম্ভোরু ত্বয়া মদনমোহিতঃ।
যথা ত্বাং নৈব পশ্যেয়ুর্গন্ধর্ব্বাঃ সূর্য্যবর্চসঃ ॥১৫

দ্রৌপদ্যুবাচ।

যদেতন্নর্ত্তনাগারং মৎস্যরাজেন কারিতম্।
দিবাত্র কন্যা নৃত্যন্তি রাত্রৌ যান্তি যথাগৃহম্ ॥১৬
তমিস্রে তত্র গচ্ছেথা গন্ধর্ব্বাস্তন্ন জানতে।
তত্র দোষঃ পরিহৃতো ভবিষ্যতি ন সংশয়ঃ ॥১৭

(কীচক উবাচ।

তথা ভদ্রে করিষ্যামি যথা ত্বং ভীরু মন্যসে।
একঃ সন্ নর্ত্তনাগারমাগমিষ্যামি শোভনে ॥
সমাগমার্থং সুশ্রোণি শপে চ সুকৃতেন মে।
যথা ত্বাং নাববুধ্যন্তে গন্ধর্ব্বা বরবর্ণিনি ॥
সত্যং তে প্রতিজানামি গন্ধর্ব্বেভ্যো ন তে ভয়ম্)

আমি কামে মোহিত হইয়া প'ড়য়াছি। রম্ভোরু! তোমার সহিত মিলিত হইবার জন্য আমি সেইভাবে যাইব, যাহাতে সেই সূর্য্যতুল্য তেজস্বী গন্ধর্ব্বগণ তোমাকে দেখিতে না পায়।১৫

দ্রৌপদী বলিলেন,—মৎস্যরাজ এই যে নৃত্য-গৃহ নির্ম্মাণ করাইয়াছেন—দিনের বেলায় এখানে কন্যারা নৃত্য করে এবং রাত্রে যে যাহার গৃহে চলিয়া যায়।১৬

রাত্রির অন্ধকারে সেখানে যাইও, গন্ধর্ব্বেরা তাহা জানেন না। সেখানে মিলিত হইলে সব দোষ দূর হইবে, ইহাতে সংশয় নাই।১৭

(কীচক বলিল,—হে সুন্দরি! হে ভীরু! হে ভদ্রে! তুমি যাহা বলিতেছ, তাহাই করিব। একাকীই সঙ্গমার্থে নর্ত্তনাগারে আগমন করিব—ইহা আমার পুণ্যের নামে শপথ করিতেছি। হে বরবর্ণিনি! গন্ধর্ব্বেরা যে তোমাকে জানিতে পারিবে না, তাহা সত্য করিয়া প্রতিজ্ঞা করিয়া বলিতেছি। তোমার গন্ধর্ব্বগণের নিকট হইতে ভয় নাই।)

বৈশম্পায়ন উবাচ।

তমর্থমপি জল্পন্ত্যাঃ কৃষ্ণায়াঃ কীচকেন হ।
দিবসার্দ্ধং সমভবন্মাসেনৈব সমং নৃপ ॥১৮
কীচকোঽথ গৃহং গত্বা ভৃশং হর্ষপরিপ্লুতঃ।
সৈরন্ধ্রীরূপিণং মূঢ়ো মৃত্যুং তং নাববুদ্ধবান্ ॥১৯
গন্ধাভরণমাল্যেষু ব্যাসক্তঃ সবিশেষতঃ।
অলঞ্চক্রে তদাত্মানং সত্বরঃ কামমোহিতঃ ॥২০
তস্য তৎ কুর্ব্বতঃ কর্ম্ম কালো দীর্ঘ ইবাভবৎ।
অনুচিন্তয়তশ্চাপি তামেবায়তলোচনাম্ ॥২১
আসীদভ্যধিকা চাপি শ্রীঃ শ্রিয়ং প্রমুমুক্ষতঃ।
নির্ব্বাণকালে দীপস্য বর্ত্তীমিব দিধক্ষতঃ ॥২২
কৃতসম্প্রত্যয়স্তস্যাঃ কীচকঃ কামমোহিতঃ।
নাজানাদ্ দিবসং যান্তং চিন্তয়ানঃ সমাগমম্ ॥২৩

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—রাজন্! কীচকের সহিত সেই কথা বলিতে বলিতে দ্রৌপদীর দিবসার্দ্ধও একমাসের তুল্য বোধ হইল।১৮

তারপর কীচক গৃহে গমন করিয়া নিরতিশয় আনন্দে আপ্লুত হইয়া উঠিল। মূঢ় কীচক সৈরন্ধ্রীরূপী সেই মৃত্যুকে বুঝিতে পারিল না।১৯

সে কামমোহিত হইয়া গন্ধ, আভরণ ও মাল্যের প্রতি সবিশেষ আসক্ত হইয়া পড়িল এবং ত্বরান্বিত হইয়া নিজেকে অলঙ্কৃত করিতে লাগিল।২০

সেই সময় কার্য্য করিতে করিতে তাহার নিকট সময় যেন দীর্ঘ বলিয়া বোধ হইতে লাগিল এবং সে সর্ব্বদা আয়তলোচনা দ্রৌপদীকে চিন্তা করিতে লাগিল।২১

নির্ব্বাণকালে বর্ত্তিকা দগ্ধ করিতে উদ্যত প্রদীপের ঔজ্জ্বল্যের ন্যায় চিরদিনের মত শোভা-ত্যাগ করিতে উদ্যত সেই কীচকের সৌন্দর্য্য সমধিক হইল।২২

ততস্তু দ্রৌপদী গত্বা তদা ভীমং মহানসে।
উপাতিষ্ঠত কল্যাণী কৌরব্যং পতিমন্তিকম্ ॥২৪

তমুবাচ সুকেশান্তা কীচকস্য ময়া কৃতঃ।
সঙ্গমো নর্ত্তনাগারে যথোবাচ পরন্তপ ॥২৫

শূন্যং স নর্ত্তনাগারমাগমিষ্যতি কীচকঃ।
একো নিশি মহাবাহো কীচকং তং নিষূদয় ॥২৬

তং সূতপুত্রং কৌন্তেয় কীচকং মদদর্পিতম্।
গত্বা ত্বং নর্ত্তনাগারং নির্জীবং কুরু পাণ্ডব ॥২৭

দর্পাচ্চ সূতপুত্রোঽসৌ গন্ধর্বানবমন্যতে।
তং ত্বং প্রহরতাং শ্রেষ্ঠ হ্রদান্নাগমিবোদ্ধর ॥২৮

অশ্রু দুঃখাভিভূতায়া মম মার্জস্ব ভারত।
আত্মনশ্চৈব ভদ্রং তে কুরু মানং কুলস্য চ ॥২৯

ভীমসেন উবাচ।

স্বাগতং তে বরারোহে যন্মাং বেদয়সে প্রিয়ম্।
ন হ্যন্যং কঞ্চিদিচ্ছামি সহায়ং বরবর্ণিনি ॥৩০

যা মে প্রীতিস্ত্বয়াখ্যাতা কীচকস্য সমাগমে।
হত্বা হিড়িম্বং সা প্রীতির্মমাসীদ্ বরবর্ণিনি ॥৩১

সত্যং ভ্রাতৄংশ্চ ধর্মঞ্চ পুরস্কৃত্য ব্রবীমি তে।
কীচকং নিহনিষ্যামি বৃত্রং দেবপতির্যথা ॥৩২

তং গহ্বরে প্রকাশে বা পোথয়িষ্যামি কীচকম্।
অথ চেদপি যোৎস্যন্তি হিংসে মৎস্যানপি ধ্রুবম্ ॥৩৩

ততো দুর্য্যোধনং হত্বা প্রতিপৎস্যে বসুন্ধরাম্।
কামং মৎস্যমুপাস্তাং হি কুন্তীপুত্রো যুধিষ্ঠিরঃ ॥৩৪

সৈরন্ধ্রীর প্রতি বিশ্বাস করিয়া সমাগমের চিন্তা করিতে করিতে কামমোহিত কীচক দিবস যে চলিয়া গেল, তাহা বুঝিতে পারিল না।২৩

তারপর দ্রৌপদী তখন রন্ধনাগারে গিয়া নিজ পতি কৌরববংশীয় ভীমসেনের নিকট উপস্থিত হইলেন।২৪

সুকেশী দ্রৌপদী তাঁহাকে বলিলেন,—হে পরন্তপ! আপনি যেমন বলিয়াছিলেন, তদনুসারে আমি নৃত্য-গৃহে কীচকের আগমনের ব্যবস্থা করিয়াছি।২৫

সেই কীচক জনশূন্য নৃত্য-গৃহে একাকী আগমন করিবে। হে মহাবাহো! সেই কীচককে হত্যা করুন।২৬

হে কুন্তী ও পাণ্ডুর পুত্র! সেই সূতপুত্র মদমত্ত কীচককে নর্ত্তনাগারে গিয়া আপনি প্রাণশূন্য করুন।২৭

ঐ সূতপুত্র অহঙ্কারে গন্ধর্ব্বদিগকে অবজ্ঞা করে। বীর যোদ্ধৃপ্রবর! তাহাকে আপনি হ্রদ হইতে সর্পের ন্যায় উদ্ধৃত করুন।২৮

হে ভারত! দুঃখাভিভূতা আমার অশ্রু মার্জ্জনা করুন এবং আপনার নিজের মঙ্গল ও বংশের মর্য্যাদা রক্ষা করুন।২৯

ভীমসেন বলিলেন,—দ্রৌপদি! তোমাকে স্বাগত জানাই, যেহেতু তুমি আমাকে প্রিয় সংবাদ জানাইলে। সুন্দরি! আমি অপর কাহাকেও সহায়রূপে ইচ্ছা করি না।৩০

কীচকের সমাগমের সংবাদ দিয়া তুমি আমার যে আনন্দের কথা বলিলে হিড়িম্বাসুরকে বধ করিয়া আমার সেইরূপ আনন্দ হইয়াছিল।৩১

ধর্ম্ম, সত্য ও ভ্রাতৃবর্গকে সম্মুখে রাখিয়া আমি তোমাকে বলিতেছি, দেবরাজের বৃত্রাসুর বধের ন্যায় আমি কীচককে বধ করিব।৩২

গোপনে বা প্রকাশ্যে সেই কীচককে চূর্ণ করিব। পরে যদি যুদ্ধ করে, তবে মৎস্যদেশবাসীদিগকেও নিশ্চয়ই বধ করিব।৩৩

দ্রৌপদ্যুবাচ।

যথা ন সন্ত্যজেথাস্ত্বং সত্যং মৎকৃতে বিভো।
নিগূঢ়স্ত্বং তথা পার্থ কীচকং তং নিষূদয় ॥৩৫

ভীমসেন উবাচ।

এবমেতৎ করিষ্যামি যথা ত্বং ভীরু ভাষসে।
অদ্য তং সূদয়িষ্যামি কীচকং সহ বান্ধবৈঃ ॥৩৬

অদৃশ্যমানস্তস্যাথ তমস্বিন্যামনিন্দিতে।
নাগো বিল্বমিবাক্রম্য পোথয়িষ্যাম্যহং শিরঃ।
অলভ্যামিচ্ছতস্তস্য কীচকস্য দুরাত্মনঃ ॥৩৭

বৈশম্পায়ন উবাচ।

ভীমোহথ প্রথমং গত্বা রাত্রৌ ছন্ন উপাবিশৎ।
মৃগং হরিরিবাদৃশ্যঃ প্রত্যাকাঙ্ক্ষত কীচকম্ ॥৩৮

কীচকশ্চাপ্যলঙ্কৃত্য যথাকামমুপাগমৎ।
তাং বেলাং নর্ত্তনাগারং পাঞ্চালীসঙ্গমাশয়া ॥৩৯

মন্যমানঃ স সঙ্কেতমাগারং প্রাবিশচ্চ তৎ।
প্রবিশ্য চ স তদ্ বেশ্ম তমসা সংবৃতং মহৎ ॥৪০

পূর্ব্বাগতং ততস্তত্র ভীমমপ্রতিমৌজসম্।
একান্তাবস্থিতং চৈনমাসসাদ স দুর্ম্মতিঃ ॥৪১

শয়ানং শয়নে তত্র সূতপুত্রঃ পরামৃশৎ।
জাজ্বল্যমানং কোপেন কৃষ্ণাধর্ষণজেন হ ॥৪২

উপসঙ্গম্য চৈবৈনং কীচকঃ কামমোহিতঃ।
হর্ষোন্মথিতচিত্তাত্মা স্ময়মানোহভ্যভাষত ॥৪৩

প্রাপিতং তে ময়া বিত্তং বহুরূপমনন্তকম্।
যৎ কৃতং ধনরত্নাঢ্যং দাসীশতপরিচ্ছদম্ ॥৪৪

তারপর দুর্য্যোধনকে বধ করিয়া রাজ্যগ্রহণ করিব। কুন্তীপুত্র যুধিষ্ঠির মৎস্যরাজের উপাসনা করেন, করুন।৩৪

দ্রৌপদী বলিলেন,—হে প্রভো! আমার জন্য যাহাতে আপনি সত্যভ্রষ্ট না হন, সেই ভাবে প্রচ্ছন্ন থাকিয়াই সেই কীচককে বধ করুন।৩৫

ভীম বলিলেন,—তাহাই হউক। হে ভীরু! তুমি যেরূপ বলিতেছ সেইরূপই করিব। অদ্য সেই কীচককে সকলের অগোচরেই সবান্ধবে হত্যা করিব। হে পূতচরিত্রে! আমি অদ্য রাত্রিতে আক্রমণ করিয়া হস্তী যেমন বিল্বফলকে চূর্ণ করে, অপ্রাপ্যা তোমাকে প্রাপ্ত হইতে ইচ্ছুক সেই দুরাত্মা কীচকের মস্তক সেইরূপ চূর্ণ করিব।৩৬-৩৭

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—অনন্তর রাত্রিতে ভীমই প্রথমে নর্ত্তনাগারে গমন করিয়া প্রচ্ছন্ন হইয়া বসিয়া রহিলেন এবং সিংহ যেমন অদৃশ্য থাকিয়া হরিণের প্রত্যাশা করে, সেইরূপ কীচকের আগমনের প্রত্যাশা করিতে লাগিলেন।৩৮

এদিকে কীচকও ইচ্ছামত অলঙ্কৃত হইয়া দ্রৌপদীর সঙ্গমাশায় সেই সময়ে নর্ত্তনাগারে আগমন করিল।৩৯

সে সঙ্কেত স্মরণ করিয়া সেই গৃহে প্রবেশ করিল। সেই দুর্ম্মতি কীচক অন্ধকারাবৃত সেই বিশাল গৃহমধ্যে প্রবেশ করিয়া তারপর সেখানে একপ্রান্তে অবস্থিত, অতুল প্রতাপশালী, পূর্ব্বাগত ভীমের নিকট উপস্থিত হইল।৪০-৪১

দ্রৌপদীর অবমাননা-জনিত কোপে প্রজ্বলিত ভীমসেন সেখানে শয্যায় শয়ন করিয়াছিলেন।৪২

কীচক তাঁহাকে স্পর্শ করিল। কামমোহিত কীচকের হৃদয় ও আত্মা আনন্দে উদ্বেলিত হইয়া উঠিল। সে নিকটবর্ত্তী হইয়া হাসিতে হাসিতে আলাপ করিতে লাগিল।৪৩

হে সুলোচনে! ধনরত্নসমন্বিত, দাসীশত-শোভিত, রূপলাবণ্যযুক্ত যুবতীবৃন্দে অলঙ্কৃত,

রূপলাবণ্যযুক্তাভির্যুবতীভিরলঙ্কৃতম্ ।
গৃহং চান্তঃপুরং সুভ্রু ক্রীড়ারতিবিরাজিতম্ ।
তৎ সর্বং ত্বাং সমুদ্দিশ্য সহসাহমুপাগতঃ ॥৪৫
অকস্মান্মাং প্রশংসন্তি সদা গৃহগতাঃ স্ত্রিয়ঃ ।
সুবাসা দর্শনীয়শ্চ নান্যোঽস্তি ত্বাদৃশঃ পুমান্ ॥৪৬

ভীমসেন উবাচ ।

দিষ্ট্যা ত্বং দর্শনীয়োঽথ দিষ্ট্যাত্মানং প্রশংসসি ।
ঈদৃশস্তু ত্বয়া স্পর্শঃ স্পৃষ্টপূর্বো ন কর্হিচিৎ ॥৪৭
স্পর্শং বেৎসি বিদগ্ধস্ত্বং কামধর্মবিচক্ষণঃ ।
স্ত্রীণাং প্রীতিকরো নান্যস্ত্বৎসমঃ পুরুষস্ত্বিহ ॥৪৮

বৈশম্পায়ন উবাচ ।

ইত্যুক্ত্বা তং মহাবাহুর্ভীমো ভীমপরাক্রমঃ ।
সহসোৎপত্য কৌন্তেয়ঃ প্রহস্যেদমুবাচ হ ॥৪৯

অদ্য ত্বাং ভগিনী পাপং কৃষ্যমাণং ময়া ভুবি ।
দ্রক্ষ্যতেঽদ্রিপ্রতীকাশং সিংহেনেব মহাগজম্ ॥৫০

নিরাবাধা ত্বয়ি হতে সৈরন্ধ্রী বিচরিষ্যতি ।
সুখমেব চরিষ্যন্তি সৈরন্ধ্র্যাঃ পতয়ঃ সদা ॥৫১
ততো জগ্রাহ কেশেষু মাল্যবৎসু মহাবলঃ ।
স কেশেষু পরামৃষ্টো বলেন বলিনাং বরঃ ॥৫২
আক্ষিপ্য কেশান্ বেগেন বাহ্বোর্জগ্রাহ পাণ্ডবম্ ।
বাহুযুদ্ধং তয়োরাসীৎ ক্রুদ্ধয়োর্নরসিংহয়োঃ ॥৫৩

বসন্তে বাশিতাহেতোর্বলবদ্গজয়োরিব ।
কীচকানাং তু মুখ্যস্য নরাণামুত্তমস্য চ ॥৫৪
বালি-সুগ্রীবয়োর্ভ্রাত্রোঃ পুরেব কপি-সিংহয়োঃ ।
অন্যোন্যমপি সংরব্ধৌ পরস্পরজয়ৈষিণৌ ॥৫৫

আমোদ আহ্লাদে পরিপূর্ণ গৃহ ও অন্তঃপুর যাহা আমি নির্ম্মাণ করিয়াছি এবং নানা প্রকারের অনন্ত বিত্তসম্পদ যাহা আমি অর্জন করিয়াছি তৎসমস্তই আমি তোমাকে সমর্পণ করিয়াছি, তারপরে সহসা তোমার উদ্দেশ্যে এখানে আসিয়াছি ।৪৪-৪৫

গৃহস্থিতা রমণীরা অকস্মাৎ আমাকে প্রশংসা করিতেছে যে, তোমার মত সুবেশ ও সুদর্শন পুরুষ আর নাই ।৪৬

ভীম বলিলেন,—অহো! তুমি কত সুন্দর! কেমন নিজের প্রশংসা করিতেছ! তোমার কত স্পর্শ এমন! এমন স্পর্শ পূর্ব্বে কখনও অনুভব করি নাই ।৪৭

তুমি স্পর্শ করিতে জান, তুমি সুরসিক, কামধর্ম্মে তুমি সুপণ্ডিত। তোমার মত স্ত্রীলোকের আনন্দদায়ক অপর কোন পুরুষ নাই ।৪৮

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—তাহাকে এই কথা বলিয়া ভীমপরাক্রম মহাবাহু ভীমসেন হাসিয়া উঠিলেন এবং হঠাৎ উত্থিত হইয়া এই কথা বলিলেন ।৪৯

ভীম বলিলেন,—অদ্য সিংহকর্ত্তৃক নিপাতিত মহাহস্তীর ন্যায় আমার দ্বারা আকৃষ্ট পাপিষ্ঠ তোকে তোর ভগিনী ভূপাতিত পর্ব্বতের ন্যায় দেখিবে ।৫০

তুই নিহত হইলে সৈরন্ধ্রী অবাধে বিচরণ করিতে পারিবে, সৈরন্ধ্রীর পতিগণও সর্ব্বদা সুখেই বিচরণ করিবে ।৫১

তারপর মহাবলশালী ভীমসেন তাহার মাল্যভূষিত কেশ ধরিয়া ফেলিলেন। বলপূর্ব্বক কেশে ধৃত হইয়া বীরপ্রবর কীচক বেগে একটানে কেশগুলি ছাড়াইয়া লইয়া ভীমকে বাহুতে ধরিয়া ফেলিল ।৫২-৫৩

বসন্তকালে হস্তিনীর জন্য দুই হস্তীর যুদ্ধের ন্যায় সেই ক্রুদ্ধ বীরদ্বয়ের প্রবল বাহুযুদ্ধ হইল। কীচকদিগের জ্যেষ্ঠ কীচক এবং নরোত্তম ভীম—ইহাদের

ততঃ সমুদ্যম্য ভুজৌ পঞ্চশীর্ষাবিবোরগৌ।
নখদংষ্ট্রাভিরন্যোন্যং ঘ্নতঃ ক্রোধবিষোদ্ধতৌ ॥৫৬
বেগেনাভিহতো ভীমঃ কীচকেন বলীয়সা।
স্থিরপ্রতিজ্ঞঃ স রণে পদান্ন চলিতঃ পদম্ ॥৫৭
তাবন্যোন্যং সমাশ্লিষ্য প্রকর্ষন্তৌ পরস্পরম্।
উভাবপি প্রকাশেতে প্রবৃদ্ধৌ বৃষভাবিব ॥৫৮
তয়োর্হ্যাসীৎ সুতুমুলঃ সম্প্রহারঃ সুদারুণঃ।
নখদন্তায়ুধবতোর্ব্যাঘ্রয়োরিব দৃপ্তয়োঃ ॥৫৯
অভিপত্যাথ বাহুভ্যাং প্রত্যগৃহ্ণাদমর্ষিতঃ।
মাতঙ্গ ইব মাতঙ্গং প্রভিন্নকরটামুখম্ ॥৬০
স চাপ্যেনং তদা ভীমঃ প্রতিজগ্রাহ বীর্য্যবান্।
তমাক্ষিপৎ কীচকোঽথ বলেন বলিনাং বরঃ ॥৬১

পূর্ব্বকালে বালী ও সুগ্রীবনামক বীর বানর-ভ্রাতৃদ্বয়ের ন্যায় বাহুযুদ্ধ হইতে লাগিল ।৫৪-৫৫

তারপর পরস্পরের প্রতি ক্রুদ্ধ, পরস্পরকে জয় করিতে অভিলাষী তাঁহারা উভয়ে বিষোদ্ধত পঞ্চশীর্ষ সর্পদ্বয়ের ন্যায় ক্রোধোদ্ধত দুই বাহু উত্তোলন করিয়া, দংষ্ট্রাতুল্য নখদ্বারা পরস্পরকে আঘাত করিতে লাগিলেন ।৫৬

বলবান্ কীচক সবেগে আঘাত করিলেও, যুদ্ধে স্থিরপ্রতিজ্ঞ সেই ভীম এক পা ও নড়িলেন না ।৫৭

তাঁহারা উভয়েই পরস্পরকে জড়াইয়া ধরিয়া, পরস্পরকে আকর্ষণ করিতে করিতে প্রবৃদ্ধ-বৃষভদ্বয়ের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন ।৫৮

দৃপ্ত ব্যাঘ্রযুগলের ন্যায় নখ ও দন্তায়ুধে তাঁহাদের নিষ্ঠুর তুমুল যুদ্ধ হইতে লাগিল ।৫৯

তারপর ক্রুদ্ধ কীচক লাফাইয়া উঠিয়া হস্তী যেমন মদস্রাবী হস্তীকে আক্রমণ করে, সেইরূপ দুই বাহুদ্বারা ভীমকে আক্রমণ করিল ।৬০

তয়োর্ভুজবিনিষ্পেষাদুভয়োর্বলিনোস্তদা।
শব্দঃ সমভবদ্ ঘোরো বেণুস্ফোটসমো যুধি ॥৬২
অথৈনমাক্ষিপ্য বলাদ্ গৃহমধ্যে বৃকোদরঃ।
ধূনয়ামাস বেগেন বায়ুশ্চণ্ড ইব দ্রুমম্ ॥৬৩
ভীমেন চ পরামৃষ্টো দুর্ব্বলো বলিনাং রণে।
প্রাস্পন্দত যথাপ্রাণং বিচকর্ষ চ পাণ্ডবম্ ॥৬৪
ঈষদাকলিতং চাপি ক্রোধাদ্ দ্রুতপদং স্থিতম্।
কীচকো বলবান্ ভীমং জানুভ্যামাক্ষিপদ্ ভুবি ॥৬৫
পাতিতো ভুবি ভীমস্তু কীচকেন বলীয়সা।
উৎপপাতাথ বেগেন দণ্ডপাণিরিবান্তকঃ ॥৬৬
স্পর্দ্ধয়া চ বলোন্মত্তৌ তাবুভৌ সূত-পাণ্ডবৌ।
নিশীথে পর্য্যকর্ষেতাং বলিনৌ নির্জনে স্থলে ॥৬৭

বীর্য্যবান্ ভীমও তখন তাহাকে ধরিয়া ফেলিলেন। তারপর বলবান্ কীচক ভীমকে টানিতে লাগিল ।৬১

সেই বীরদ্বয়ের বাহু-নিষ্পেষণে বাঁশ কাটিবার শব্দের ন্যায় শব্দ হইতে লাগিল ।৬২

অনন্তর বৃকোদর সেই গৃহমধ্যে উহাকে জোরে টান দিয়া, প্রচণ্ড বায়ু যেমন বৃক্ষকে কাঁপাইতে থাকে, সেইরূপ ঝাঁকুনি দিতে লাগিলেন ।৬৩

বলবান্ ভীমের আক্রমণে কীচক দুর্ব্বল হইয়া যথাশক্তি চেষ্টা করিতে লাগিল এবং ভীমকে টানিতে লাগিল ।৬৪

ভীম সামান্য একটু স্খলিত হইতেই কীচক বল পাইয়া, ক্রোধে কম্পিতপদে দণ্ডায়মান ভীমসেনকে দুই জানুদ্বারা ভূতলে পাতিত করিল ।৬৫

বলশালী কীচককর্ত্তৃক ভূপাতিত হইয়াই ভীম দণ্ডপাণি কৃতান্তের ন্যায় মহাবেগে লাফাইয়া উঠিলেন ।৬৬

ততস্তদ্ ভবনং শ্রেষ্ঠং প্রাকম্পত মুহুর্মুহুঃ।
বলবচ্চাপি সংক্রুদ্ধাবন্যোন্যং প্রতি গর্জতঃ ॥৬৮

তলাভ্যাং স তু ভীমেন বক্ষস্যভিহতো বলী।
কীচকো রোষসন্তপ্তঃ পদান্ন চলিতঃ পদম্ ॥৬৯

মুহূর্ত্তং তু স তং বেগং সহিত্বা ভুবি দুঃসহম্।
বলাদহীয়ত তদা সূতো ভীমবলার্পিতঃ ॥৭০

তং হীয়মানং বিজ্ঞায় ভীমসেনো মহাবলঃ।
বক্ষস্যানীয় বেগেন মমর্দ্দৈনং বিচেতসম্ ॥৭১

ক্রোধাবিষ্টো বিনিঃশ্বস্য পুনশ্চৈনং বৃকোদরঃ।
জগ্রাহ জয়তাং শ্রেষ্ঠঃ কেশেষ্বেব তদা ভৃশম্ ॥৭২

গৃহীত্বা কীচকং ভীমো বিররাজ মহাবলঃ।
শার্দূলঃ পিশিতাকাঙ্ক্ষী গৃহীত্বেব মহামৃগম্ ॥৭৩

তত এনং পরিশ্রান্তমুপলভ্য বৃকোদরঃ।
যোক্ত্রয়ামাস বাহুভ্যাং পশুং রশনয়া যথা ॥৭৪

নদন্তং স মহানাদং ভিন্নভেরীসমস্বনম্।
ভ্রাময়ামাস সুচিরং বিস্ফুরন্তমচেতসম্ ॥৭৫

প্রগৃহ্য তরসা দোর্ভ্যাং কণ্ঠং তস্য বৃকোদরঃ।
অপীড়য়ত কৃষ্ণায়াস্তদা কোপোপশান্তয়ে ॥৭৬

অথ তং ভগ্নসর্বাঙ্গং ব্যাবিদ্ধনয়নাম্বরম্
আক্রম্য চ কটীদেশে জানুনা কীচকাধমম্।
অপীড়য়ত বাহুভ্যাং পশুমারমমারয়ৎ ॥৭৭

তং বিষীদন্তমাজ্ঞায় কীচকং পাণ্ডুনন্দনঃ।
ভূতলে ভ্রাময়ামাস বাক্যং চেদমুবাচ হ ॥৭৮

বলোন্মত্ত সেই দুই বীর কীচক ও ভীম সেই নির্জ্জন স্থানে রাত্রিতে স্পর্দ্ধার সহিত পরস্পরকে আকর্ষণ করিতে লাগিলেন।৬৭

তাহাতে সেই উত্তম গৃহও মুহুর্মুহুঃ কাঁপিয়া উঠিতে লাগিল। তাঁহারা পরস্পরের প্রতি ক্রুদ্ধ হইয়া গর্জ্জন করিতে লাগিলেন।৬৮

ভীম উভয় করতলদ্বারা কীচকের বক্ষে আঘাত করিলেন। রোষসন্তপ্ত বলবান্ কীচক তাহাতে এক পা-ও নড়িল না।৬৯

কীচক তখন সেই দুঃসহ বেগ একমুহূর্ত্তের জন্য সহ্য করিয়া, ভীমের বলে পীড়িত হইয়া পড়িল।৭০

মহাবল ভীমসেন তাহাকে বলহীন বুঝিতে পারিয়া, বুকের উপর টানিয়া আনিয়া অজ্ঞান-প্রায় উহাকে নিষ্পেষিত করিতে লাগিলেন।৭১

ক্রোধাবিষ্ট শ্রেষ্ঠ বিজয়ী-বীর বৃকোদর নিঃশ্বাস ফেলিয়া, পুনরায় উহাকে কেশেই জোর করিয়া ধরিলেন।৭২

মাংসাভিলাষী ব্যাঘ্র মহাকায় পশুকে ধরিয়া লইয়া যেমন শোভা পায়, মহাবলশালী ভীম কীচককে ধারণ করিয়া সেইরূপ শোভা পাইলেন।৭৩

তারপর বৃকোদর উহাকে পরিশ্রান্ত বুঝিয়া, পশুকে যেমন রজ্জুদ্বারা বন্ধন করে, সেইরূপ দুই বাহুদ্বারা বাঁধিয়া ফেলিলেন এবং বিদীর্ণ-ভেরীর শব্দের ন্যায় মহাশব্দে গর্জ্জনকারী মূর্চ্ছিতপ্রায় কীচককে অনেকক্ষণ ধরিয়া ঘুরাইলেন, তখনও সে ছট্‌ফট্‌ করিতেছিল।৭৪-৭৫

তখন দ্রৌপদীর কোপশান্তির জন্য বৃকোদর দুইবাহু দ্বারা বলপূর্ব্বক তাহার কণ্ঠ চাপিয়া ধরিয়া পীড়িত করিতে লাগিলেন।৭৬

তাহার সর্ব্বাঙ্গ ভগ্ন হইয়াছিল, চক্ষু বহির্গত হইয়াছিল, বসন স্খলিত হইয়াছিল। তারপর সেই অধম কীচককে জানুদ্বারা কটিদেশে আক্রমণ করিয়া বাহু দ্বারা পীড়ন করিলেন এবং পশুর ন্যায় বধ করিলেন।৭৭

অদ্যাহমনৃণো ভূত্বা ভ্রাতুর্ভার্য্যাপহারিণম্।
শান্তিং লব্ধাস্মি পরমং হত্বা সৈরন্ধ্রিকণ্টকম্ ॥৭৯

ইত্যেবমুক্ত্বা পুরুষপ্রবীর-
স্তং কীচকং ক্রোধসরাগনেত্রঃ।
আস্রস্তবস্ত্রাভরণং স্ফুরন্ত-
মুদ্‌ভ্রান্তনেত্রং ব্যসুমুৎসসর্জ ॥৮০

নিষ্পিষ্য পাণিনা পাণিং সন্দষ্টৌষ্ঠপুটং বলী।
সমাক্রম্য চ সংক্রুদ্ধো বলেন বলিনাং বরঃ ॥৮১

তস্য পাদৌ চ পাণী চ শিরো গ্রীবাঞ্চ সর্বশঃ।
কায়ে প্রবেশয়ামাস পশোরিব পিনাকধৃক্ ॥৮২

তং সম্মথিতসর্বাঙ্গং মাংসপিণ্ডোপমং কৃতম্।
কৃষ্ণায়া দর্শয়ামাস ভীমসেনো মহাবলঃ ॥৮৩

উবাচ চ মহাতেজা দ্রৌপদীং যোষিতাং বরাম্।
পশ্যৈনমেহি পাঞ্চালি কামুকোঽয়ং যথা কৃতঃ ॥৮৪

এবমুক্ত্বা মহারাজ ভীমো ভীমপরাক্রমঃ।
পাদেন পীড়য়ামাস তস্য কায়ং দুরাত্মনঃ ॥৮৫

ততোঽগ্নিং তত্র প্রজ্বাল্য দর্শয়িত্বা তু কীচকম্।
পাঞ্চালীং স তদা বীর ইদং বচনমব্রবীৎ ॥৮৬

প্রার্থয়ন্তি সুকেশান্তে যে ত্বাং শীলগুণান্বিতাম্।
এবং তে ভীরু বধ্যন্তে কীচকঃ শোভতে যথা ॥৮৭

তৎ কৃত্বা দুষ্করং কর্ম কৃষ্ণায়াঃ প্রিয়মুত্তমম্।
তথা স কীচকং হত্বা গত্বা রোষস্য বৈ শমম্ ॥৮৮

আমন্ত্র্য দ্রৌপদীং কৃষ্ণাং ক্ষিপ্রমায়ান্মহানসম্।
কীচকং ঘাতয়িত্বা তু দ্রৌপদী যোষিতাং বরা।
প্রহৃষ্টা গতসন্তাপা সভাপালানুবাচ হ ॥৮৯

কীচক অবসন্ন হইয়া পড়িয়াছে বুঝিতে পারিয়া ভীম তাহাকে ভূতলে ঘুরাইতে লাগিলেন এবং বলিতে লাগিলেন যে, আজ আমি সৈরন্ধ্রীর কণ্টক ভ্রাতৃদারাপহারী এই কীচককে বধ করিয়া ঋণমুক্ত হইয়া পরম শান্তি লাভ করিলাম।৭৮-৭৯

ক্রোধে আরক্তনেত্র পুরুষপ্রবীর ভীমসেন এই কথা বলিয়া প্রাণহীন সেই কীচককে ফেলিয়া দিলেন। তাঁহার বসনাভরণ স্খলিত হইয়াছিল, দেহ তখনও ফুরফুর করিতেছিল, নয়ন উদ্‌ভ্রান্ত হইয়াছিল।৮০

বলবান্ ভীম ক্রোধে দশন দ্বারা অধর দংশন পূর্ব্বক পাণি দ্বারা পাণি নিষ্পেষণ করিয়া এবং সবলে চাপিয়া ধরিয়া মহাদেবের পশুমারণের ন্যায় তাহার হস্ত, পদ, মস্তক, গ্রীবা সমস্তই দেহমধ্যে প্রবেশ করাইয়া দিলেন।৮১-৮২

মহাবল ভীমসেন সর্ব্বাঙ্গ নিষ্পেষিত করিয়া তাহাকে মাংস-পিণ্ডের ন্যায় বধ করিয়া ফেলিয়া দ্রৌপদীকে দেখাইলেন।৮৩

মহাতেজস্বী ভীম রমণীশ্রেষ্ঠা দ্রৌপদীকে বলিলেন,—হে পাঞ্চালি। আইস, এই কামুকের কি অবস্থা করিয়াছি দেখ।৮৪

হে মহারাজ জনমেজয়! ভীষণ পরাক্রমশালী ভীমসেন এইরূপ বলিয়া সেই দুরাত্মার শরীরকে পা দিয়া মর্দ্দন করিতে লাগিলেন।৮৫

তারপর আগুন জ্বালাইয়া দ্রৌপদীকে কীচকের অবস্থা দেখাইলেন এবং এই কথা বলিলেন,—হে সুকেশি! হে ভীরু! তোমার ন্যায় সচ্চরিত্রা পতিব্রতা রমণীদের যাহারা প্রার্থনা করে তাহারা এই কীচকের ন্যায় নিহত হইয়া থাকে।৮৬-৮৭

দ্রৌপদীর অত্যন্ত প্রীতিকর সেই দুষ্কর কার্য্য করিয়া সেইরূপে কীচককে হত্যা করিয়া ক্রোধ-শান্তি লাভ করিয়া ভীম দ্রৌপদীর নিকট বিদায় লইয়া সত্বর রন্ধনাগারে আগমন করিলেন।৮৮

রমণীশ্রেষ্ঠা দ্রৌপদী কীচককে বধ করাইয়া আনন্দিত হইলেন, তাঁহার সন্তাপ দূর হইল।

কীচকোঽয়ং হতঃ শেতে গন্ধর্বৈঃ পতিভির্মম।
পরস্ত্রীকামসম্মত্তস্তত্রাগচ্ছত পশ্যত ॥২০
তচ্ছ্রুত্বা ভাষিতং তস্যা নর্তনাগাররক্ষিণঃ।
সহসৈব সমাজগ্মুরাদায়োল্কাঃ সহস্রশঃ ॥২১
ততো গত্বাথ তদ্ বেশ্ম কীচকং বিনিপাতিতম্।
গতাসুং দদৃশুর্ভূমৌ রুধিরেণ সমুক্ষিতম্ ॥২২
পাণিপাদবিহীনং তু দৃষ্ট্বা চ ব্যথিতাভবন্।
নিরীক্ষন্তি ততঃ সর্বে পরং বিস্ময়মাগতাঃ ॥২৩
অমানুষং কৃতং কর্ম তং দৃষ্ট্বা বিনিপাতিতম্।
কাস্য গ্রীবা ক চরণৌ ক পাণী ক শিরস্তথা।
ইতি স্ম তং পরীক্ষন্তে গন্ধর্বেণ হতং তদা ॥২৪
ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং
বৈয়াসিক্যাং বিরাটপর্বণি কীচকবধপর্বণি
কীচকবধে দ্বাবিংশোঽধ্যায়ঃ ॥২২

তিনি সভাগৃহের প্রহরীদিগকে বলিলেন,—পরস্ত্রীর প্রতি কামোন্মত্ত কীচক আমার পতি গন্ধর্বগণ কর্তৃক নিহত হইয়া পড়িয়া আছে—সেখানে আসিয়া দেখ।১৯-২০

তাঁহার সেই কথা শুনিয়া তৎক্ষণাৎ নর্তনাগারের সহস্র সহস্র রক্ষিগণ মশাল লইয়া দলে দলে উপস্থিত হইল।২১

তারপর সেই গৃহমধ্যে প্রবেশ করিয়া রুধিরাক্ত গতপ্রাণ কীচককে ভূমিতলে নিপাতিত দেখিতে পাইল।২২

তাহারা হস্তপদবিহীন কীচককে দেখিয়া ব্যথিত হইল—তারপর সকলে অত্যন্ত বিস্ময়াবিষ্ট হইয়া দেখিতে লাগিল।২৩

তখন তাহারা কীচককে নিপাতিত দেখিয়া "অমানুষিক কার্য্য করা হইয়াছে, ইহার গ্রীবা কোথায়? চরণদ্বয় কোথায়? হস্তযুগল কোথায়? মাথাটাই বা কোথায় গেল?"—এই বলিয়া গন্ধর্বের হস্তে নিহত কীচককে ভাল করিয়া দেখিতে লাগিল।২৪

শ্রীমন্মহর্ষিবেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের বিরাটপর্ব্বান্তর্গত কীচকবধপর্ব্বে কীচকবধবিষয়ক- দ্বাবিংশ অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।২২

ত্রয়োবিংশোঽধ্যায়ঃ।

[সৈরন্ধ্রীং বদ্ধা কীচকভ্রাতৃভিঃ শ্মশানভূমৌ আনয়নম্, তান্ হত্বা ভীমেন সৈরন্ধ্র্যা মুক্তিশ্চ।]

বৈশম্পায়ন উবাচ।

তস্মিন্ কালে সমাগম্য সর্বে তত্রাস্য বান্ধবাঃ।
রুরুদুঃ কীচকং দৃষ্ট্বা পরিবার্য্য সমন্ততঃ ॥১

সর্বে সংহৃষ্টরোমাণঃ সন্ত্রস্তাঃ প্রেক্ষ্য কীচকম্।
তথা সম্ভিন্নসর্বাঙ্গং কূর্মং স্থল ইবোদ্ধৃতম্ ॥২

পোথিতং ভীমসেনেন তমিন্দ্রেণেব দানবম্।
সংস্কারয়িতুমিচ্ছন্তো বহির্নেতুং প্রচক্রমুঃ ॥৩

দদৃশুস্তে ততঃ কৃষ্ণাং সূতপুত্রাঃ সমাগতাঃ।
অদূরাচ্চানবদ্যাঙ্গীং স্তম্ভমালিঙ্গ্য তিষ্ঠতীম্ ॥৪

সমবেতেষু সর্বেষু তামূচুরুপকীচকাঃ
হন্যতাং শীঘ্রমসতী যৎকৃতে কীচকো হতঃ ॥৫

অথবা নৈব হন্তব্যা দহ্যতাং কামিনা সহ।
মৃতস্যাপি প্রিয়ং কার্য্যং সূতপুত্রস্য সর্বথা ॥৬

ততো বিরাটমূচুস্তে কীচকোঽস্যাঃ কৃতে হতঃ।
সহানেনাদ্য দহেম তদনুজ্ঞাতুমর্হসি ॥৭

পরাক্রমং তু সূতানাং মত্বা রাজাম্বমোদত।
সৈরন্ধ্র্যাঃ সূতপুত্রেণ সহ দাহং বিশাম্পতিঃ ॥৮

তাং সমাসাদ্য বিত্রস্তাং কৃষ্ণাং কমললোচনাম্।
মোমুহ্যমানাং তে তত্র জগৃহুঃ কীচকা ভৃশম্ ॥৯

ততস্তু তাং সমারোপ্য নিবধ্য চ সুমধ্যমাম্।
জগ্মুরুদ্যম্য তে সর্বে শ্মশানাভিমুখাস্তদা ॥১০

ত্রয়োবিংশ অধ্যায়।

[কীচক-ভ্রাতৃবর্গের সৈরন্ধ্রীকে বন্ধনপূর্ব্বক শ্মশান-ভূমিতে আনয়ন এবং তাহাদিগকে বধ করিয়া ভীমের সৈরন্ধ্রীকে মোচন।]

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—সেই সময়ে কীচকের বান্ধবগণ সকলে সেখানে আগমন করিয়া কীচককে দেখিয়া চারিদিকে ঘিরিয়া রোদন করিতে লাগিল।১

সকলেই ইন্দ্রের হস্তে দানবের ন্যায় ভীমের হস্তে চূর্ণিত কীচকের সর্ব্বাঙ্গ মর্দ্দিত হইয়া স্থলোদ্ধৃত কূর্ম্মের ন্যায় আকৃতি দেখিয়া ভীত ও রোমাঞ্চিত হইল এবং তাহাকে দাহ করাইবার ইচ্ছা করিয়া বাহিরে লইতে আরম্ভ করিল।২-৩

তারপর সেই সূতপুত্রগণ সুন্দরী দ্রৌপদীকে অদূরে একটি স্তম্ভগাত্রে সংলগ্না হইয়া অবস্থান করিতে দেখিল।৪

সমবেত সকল লোকের মধ্যে কীচকের ভ্রাতারা তাঁহাকে লক্ষ্য করিয়া বলিল,—এই কুলটাকে সত্বর হত্যা কর—ইহার জন্যই কীচক নিহত হইয়াছেন।৫

অথবা ইহাকে হত্যা না করিয়া কামার্ত্ত কীচকের সহিত দাহ কর। সেই কার্য্য মৃত কীচকেরও সর্ব্বথা প্রিয় হইবে।৬

তারপর তাহারা বিরাটরাজাকে বলিল,—কীচক ইহার জন্যই নিহত হইয়াছে, ইহাকে আমরা কীচকের সহিত দাহ করিব, আপনি অনুমতি দিন।৭

রাজা তাহাদের পরাক্রম স্মরণ করিয়া, কীচকের সহিত সৈরন্ধ্রীর দাহ অনুমোদন করিলেন।৮

তাহারা ভয়সন্ত্রস্তা, অত্যন্ত বিমূঢ়া, কমল-লোচনা দ্রৌপদীর নিকট উপস্থিত হইয়া সজোরে তাঁহাকে ধারণ করিল।৯

ম্রিয়মাণা তু সা রাজন্ সূতপুত্রৈরনিন্দিতা।
প্রাক্রোশন্নাথমিচ্ছন্তী কৃষ্ণা নাথবতী সতী ॥১১

দ্রৌপদ্যুবাচ।

জয়ো জয়ন্তো বিজয়ো জয়ৎসেনো জয়দ্বলঃ।
তে মে বাচং বিজানন্তু সূতপুত্রা নয়ন্তি মাম্ ॥১২

যেষাং জ্যাতলনির্ঘোষো বিস্ফূর্জিতমিবাশনেঃ।
ব্যশ্রূয়ত মহাযুদ্ধে ভীমঘোষস্তরস্বিনাম্ ॥১৩

রথঘোষশ্চ বলবান্ গন্ধর্ব্বাণাং তরস্বিনাম্।
তে মে বাচং বিজানন্তু সূতপুত্রা নয়ন্তি মাম্ ॥১৪

বৈশম্পায়ন উবাচ।

তস্যাস্তাঃ কৃপণা বাচঃ কৃষ্ণায়াঃ পরিদেবিতম্।
শ্রুত্বৈবাভ্যাপতদ্ ভীমঃ শয়নাদবিচারয়ন্ ॥১৫

ভীমসেন উবাচ।

অহং শৃণোমি তে বাচং ত্বয়া সৈরন্ধ্রি ভাষিতাম্।
তস্মাৎ তে সূতপুত্রেভ্যো ভয়ং ভীরু ন বিদ্যতে ॥১৬

বৈশম্পায়ন উবাচ।

ইত্যুক্ত্বা স মহাবাহুর্বিজজৃম্ভে জিঘাংসয়া।
ততঃ স ব্যায়তং কৃত্বা বেষং বিপরিবর্ত্ত্য চ ॥১৭
অদ্বারেণাভ্যবস্কন্দ্য নির্জগাম বহিস্তদা।
স ভীমসেনঃ প্রাকারাদারুহ্য তরসা দ্রুমম্ ॥১৮

শ্মশানাভিমুখঃ প্রায়াদ্ যত্র তে কীচকা গতাঃ।
স লঙ্ঘয়িত্বা প্রাকারং নিঃসৃত্য চ পুরোত্তমাৎ।
জবেন পতিতো ভীমঃ সূতানামগ্রতস্তদা ॥১৯
চিতাসমীপে গত্বা স তত্রাপশ্যদ্ বনস্পতিম্।
তালমাত্রং মহাস্কন্ধং মূর্দ্ধশুষ্কং বিশাম্পতে ॥২০

তারপর তাহারা সকলে তাঁহাকে শবাধারে বসাইয়া, বাঁধিয়া উত্তোলনপূর্ব্বক শ্মশানাভিমুখে চলিতে লাগিল।১০

হে রাজন্! সূতপুত্রগণ যখন লইয়া চলিল, তখন নিরপরাধা, পতিব্রতা, বহুবীরপতিশালিনী দ্রৌপদী আত্মত্রাণাভিলাষে চীৎকার করিতে লাগিলেন।১১

দ্রৌপদী বলিলেন,—জয়, জয়ন্ত, বিজয়, জয়সেন ও জয়দ্বল—তাঁহারা আমার এই বাক্য অবগত হউন, সূতপুত্রগণ আমাকে লইয়া যাইতেছে।১২

মহাযুদ্ধে বেগশালী যে বীর গন্ধর্ব্বগণের ভয়ানক সিংহনাদ, উৎকট রথ-নির্ঘোষ এবং বজ্রধ্বনিতুল্য জ্যা-নিনাদ শোনা যাইত—তাঁহারা আমার বাক্য অবগত হউন, সূতপুত্রগণ আমাকে লইয়া যাইতেছে।১৩-১৪

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—তখন দ্রৌপদীর সেই কাতর-বাক্য ও সেই বিলাপ শ্রবণ করিয়া ভীম নির্ব্বিচারে শয্যাত্যাগ করিয়া উত্থিত হইলেন।১৫

ভীম বলিলেন,—হে সৈরন্ধ্রি! তুমি যে সকল বাক্য বলিতেছ, তোমার সেই বাক্য আমি শুনিতে পাইতেছি। অতএব হে ভীরু! সূতপুত্রগণের নিকট তোমার ভয়ের কারণ নাই।১৬

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—এই কথা বলিয়া মহাবাহু ভীমসেন জিঘাংসায় স্ফীত হইয়া উঠিলেন। তারপর তিনি সযত্নে বেশ পরিবর্ত্তন করিয়া, বহির্দ্বার না খুলিয়াই লাফাইয়া বাহিরে আসিলেন। সেই ভীমসেন প্রাচীর হইতে বেগে একটি বৃক্ষে আরোহণ করিয়া কীচকেরা যেখানে গিয়াছে, সেই শ্মশানাভিমুখে গমন করিলেন। তিনি প্রাচীর লঙ্ঘনপূর্ব্বক সুরক্ষিতা নগরী হইতে নির্গত হইয়া মহাবেগে তৎক্ষণাৎ সূতপুত্রদিগের সম্মুখে আসিয়া পড়িলেন।১৭-১৯

রাজন্! চিতার নিকটবর্ত্তী হইয়া তিনি

তং নাগবদুপক্রম্য বাহুভ্যাং পরিরভ্য চ।
স্কন্ধমারোপয়ামাস দশব্যামং পরন্তপঃ ॥২১

স তং বৃক্ষং দশব্যামং সস্কন্ধবিটপং বলী।
প্রগৃহ্যাভ্যদ্রবৎ সূতান্ দণ্ডপাণিরিবান্তকঃ ॥২২

উরুবেগেন তস্যাথ ন্যগ্রোধাশ্বত্থ-কিংশুকাঃ।
ভূমৌ নিপতিতা বৃক্ষাঃ সঙ্ঘশস্তত্র শেরতে ॥২৩

তং সিংহমিব সংক্রুদ্ধং দৃষ্ট্বা গন্ধর্বমাগতম্।
বিত্রেসুঃ সর্বশঃ সূতা বিষাদভয়কম্পিতাঃ ॥২৪

গন্ধর্বো বলবানেতি ক্রুদ্ধ উদ্যম্য পাদপম্।
সৈরন্ধ্রী মুচ্যতাং শীঘ্রং যতো নো ভয়মাগতম্ ॥২৫

তে তু দৃষ্ট্বা তদাবিদ্ধং ভীমসেনেন পাদপম্।
বিমুচ্য দ্রৌপদীং তত্র প্রাদ্রবন্নগরং প্রতি ॥২৬

দ্রবতস্তাংস্তু সম্প্রেক্ষ্য স বজ্রী দানবানিব।
শতং পঞ্চাধিকং ভীমঃ প্রাহিণোদ্ যমসাদনম্ ॥২৭
বৃক্ষেণৈতেন রাজেন্দ্র প্রভঞ্জনসুতো বলী।
তত আশ্বাসয়াৎ কৃষ্ণাং স বিমুচ্য বিশাম্পতে ॥২৮
উবাচ চ মহাবাহুঃ পাঞ্চালীং তত্র দ্রৌপদীম্।

অশ্রুপূর্ণমুখীং দীনাং দুর্দ্ধর্ষঃ স বৃকোদরঃ ॥২৯
এবং তে ভীরু বধ্যন্তে যে ত্বাং ক্লিশ্যন্ত্যনাগসম্।
প্রৈহি ত্বং নগরং কৃষ্ণে ন ভয়ং বিদ্যতে তব ॥৩০

অন্যেনাহং গমিষ্যামি বিরাটস্য মহানসম্ ॥৩১
বৈশম্পায়ন উবাচ।
পঞ্চাধিকং শতং তচ্চ নিহতং তেন ভারত।
মহাবনমিবচ্ছিন্নং শিশ্যে বিগলিতদ্রুমম্ ॥৩২

সেখানে তালবৃক্ষের ন্যায় দীর্ঘ, বিশাল কাণ্ড-সমন্বিত একটি শুষ্কাগ্র বৃক্ষ দেখিতে পাইলেন।২০

শত্রুদমনকারী ভীম হস্তীর ন্যায় দশ 'ব্যাম' (দুই হস্ত দুইদিকে প্রসারিত করিলে তাহাকে 'ব্যাম' বলে) দীর্ঘ সেই বৃক্ষটিকে উৎপাটিত করিয়া, দুই বাহু দিয়া ধরিয়া স্কন্ধোপরি তুলিয়া লইলেন।২১

বলবান্ ভীম কাণ্ড ও শাখা-সমন্বিত দশব্যাম দীর্ঘ সেই বৃক্ষ তুলিয়া লইয়া দণ্ডপাণি যমের ন্যায় সূতাদগের প্রতি ধাবিত হইলেন।২২

তাঁহার প্রবল বেগে ভূতলে নিপতিত বট, অশ্বত্থ, পলাশ প্রভৃতি বহু বৃক্ষ সেখানে রাশি রাশি হইয়া পড়িয়া রহিল।২৩

ক্রুদ্ধ সিংহের ন্যায় সেই গন্ধর্ব্ব আসিয়াছে বুঝিয়া সূতগণ সকলেই সন্ত্রস্ত হইল, ত্রাসে ও বিষাদে তাহারা কম্পিত হইতে লাগিল।২৪

সূতগণ বলিতে লাগিল,—"বলবান্ গন্ধর্ব্ব ক্রুদ্ধ হইয়া বৃক্ষ উত্তোলন করিয়া আসিতেছে, সৈরন্ধ্রীকে শীঘ্র ছাড়িয়া দাও, উহা হইতেই আমাদের ভয় উপস্থিত হইয়াছে।"২৫

তখন তাহারা ভীমসেন কর্তৃক উত্তোলিত বৃক্ষ দেখিয়া দ্রৌপদীকে সেই স্থানে পরিত্যাগ করিয়া নগরের দিকে ধাবিত হইল।২৬

হে রাজেন্দ্র! ইন্দ্র যেমন দানবদিগকে যমালয়ে প্রেরণ করেন, সেই বলবান্ পবননন্দন ভীম সেইরূপ সেই একশত পাঁচ জন সূতপুত্রকে পলায়ন করিতে দেখিয়া সেই বৃক্ষাঘাতে যমালয়ে প্রেরণ করিলেন। হে রাজন্! তারপর তিনি দ্রৌপদীকে বন্ধনমুক্ত করিয়া আশ্বাস দান করিলেন।২৭-২৮

সেই দুর্দ্ধর্ষ বীর মহাবাহু বৃকোদর অশ্রুপূর্ণমুখী বিষাদগ্রস্তা পাঞ্চালরাজকন্যা দ্রৌপদীকে বলিলেন।২৯

হে ভীরু! নিরপরাধা তোমাকে যাহারা

এবং তে নিহতা রাজন্ শতং পঞ্চ চ কীচকাঃ।
স চ সেনাপতিঃ পূর্বমিত্যেতৎ সূতষট্শতম্ ॥৩৩
তদ্ দৃষ্ট্বা মহদাশ্চর্য্যং নরা নার্য্যশ্চ সঙ্গতাঃ।
বিস্ময়ং পরমং গত্বা নোচুঃ কিঞ্চন ভারত ॥৩৪

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং বিরাটপর্বণি কীচকবধপর্বণি দ্রৌপদীসান্ত্বনে ত্রয়োবিংশোঽধ্যায়ঃ ॥২৩

কষ্ট দেয়, তাহারা এইরূপেই নিহত হইয়া থাকে। কৃষ্ণে। তুমি নগর মধ্যে গমন কর, তোমার ভয় নাই।৩০

আমি অন্যপথে বিরাটরাজার রন্ধনশালায় যাইতেছি।৩১

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—হে ভরতনন্দন। সেই পঞ্চাধিক শত সংখ্যক সূতপুত্র ভীমের হস্তে নিহত হইয়া ছিন্নক্রম মহারণ্যের ক্রমশ্রেণীর ন্যায় পড়িয়া রহিল।৩২

হে রাজন্। সেই একশত পাঁচ জন কীচক ভ্রাতা এবং পূর্ব্বে নিহত সেনাপতি কীচক সর্ব্বমোট একশত ছয়জন সূতপুত্র এইভাবে নিহত হইল।৩৩

হে ভরতনন্দন। সমাগত নরনারীগণ সেই মহা আশ্চর্য্যজনক কার্য্য দেখিয়া অতিশয় বিস্ময়াবিষ্ট হইল, তখন ভয়ে তাহাদের বাক্যস্ফূর্ত্তি হইল না।৩৪

শ্রীমন্মহর্ষিবেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের বিরাটপর্ব্বান্তর্গত কীচকবধপর্ব্বে দ্রৌপদীর সান্ত্বনায় একবিংশ অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।২১

চতুর্বিংশোঽধ্যায়ঃ।

[শ্মশানতো রাজভবনং প্রত্যাগত্য দ্রৌপদ্যা বৃহন্নলয়া সুদেষ্ণয়া চ সহ বার্ত্তালাপশ্চ।]

বৈশম্পায়ন উবাচ।
তে দৃষ্ট্বা নিহতান্ সূতান্ রাজ্ঞে গত্বা ন্যবেদয়ন্।
গন্ধর্বৈর্নিহতা রাজন্ সূতপুত্রা মহাবলাঃ ॥১
যথা বজ্রেণ বৈ দীর্ণং পর্বতস্য মহচ্ছিরঃ।
ব্যতিকীর্ণাঃ প্রদৃশ্যন্তে তথা সূতা মহীতলে ॥২
সৈরন্ধ্রী চ বিমুক্তাসৌ পুনরায়াতি তে গৃহম্।
সর্বং সংশয়িতং রাজন্ নগরং তে ভবিষ্যতি ॥৩
যথারূপা চ সৈরন্ধ্রী গন্ধর্বাশ্চ মহাবলাঃ।
পুংসামিষ্টশ্চ বিষয়ো মৈথুনায় ন সংশয়ঃ ॥৪

চতুর্বিংশ অধ্যায়।

[শ্মশান হইতে রাজবাটীতে ফিরিয়া দ্রৌপদীর বৃহন্নলা ও সুদেষ্ণার সহিত বার্ত্তালাপ।]

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—সেই নাগরিক নরনারীগণ সূতপুত্রদিগকে নিহত দেখিয়া রাজার নিকটে গিয়া নিবেদন করিল,—রাজন্। মহাবলশালী সূতপুত্রগণ গন্ধর্ব্বদের হস্তে নিহত হইয়াছে।১

ভূতলে বিকীর্ণ সূতগণ বজ্রবিদীর্ণ পর্ব্বতের বিশাল শৃঙ্গের ন্যায় দৃষ্ট হইতেছে।২

সৈরন্ধ্রী মুক্তি পাইয়া পুনরায় আপনার গৃহে আগমন করিতেছে। রাজন্। আপনার সমগ্র রাজধানী সংশয়াপন্ন হইবে।৩

যথা সৈরন্ধ্রিদোষেণ ন তে রাজন্নিদং পুরম্ ।
বিনাশমেতি বৈ ক্ষিপ্রং তথা নীতির্বিধীয়তাম্ ॥৫

তেষাং তদ্ বচনং শ্রুত্বা বিরাটো বাহিনীপতিঃ ।
অব্রবীৎ ক্রিয়তামেষাং সূতানাং পরমক্রিয়া ॥৬

একস্মিন্নেব তে সর্বে সুসমিদ্ধে হুতাশনে ।
দহ্যন্তাং কীচকাঃ শীঘ্রং রত্নৈর্গন্ধৈশ্চ সর্বশঃ ॥৭

সুদেষ্ণামব্রবীদ্ রাজা মহিষীং জাতসাধ্বসঃ ।
সৈরন্ধ্রীমাগতাং ব্রূয়া মমৈব বচনাদিদম্ ॥৮

গচ্ছ সৈরন্ধ্রি ভদ্রং তে যথাকামং বরাননে ।
বিভেতি রাজা সুশ্রোণি গন্ধর্বেভ্যঃ পরাভবাৎ ॥৯

ন হি ত্বামুৎসহে বক্তুং স্বয়ং গন্ধর্বরক্ষিতাম্
স্ত্রিয়াস্ত্বদোষস্তাং বক্তুমতস্ত্বাং প্রব্রবীম্যহম্ ॥১০

সৈরন্ধ্রী যেরূপ রূপবতী, তাহা সকলেই জানে। গন্ধর্ব্বেরাও মহাবলশালী। মৈথুনার্থে পুরুষের বিষয়াভিলাষ অত্যন্ত প্রিয়—এ বিষয়ে কোন সংশয়ই নাই।৪

রাজন্! সৈরন্ধ্রীর দোষে আপনার এই নগর যাহাতে ধ্বংস না হয়, সত্বর তাহার উপায় বিধান করুন।৫

তাহাদের সেই কথা শুনিয়া বিরাটরাজা বলিলেন,—প্রথমে নিহত সূতগণের সৎকার কার্য্য কর।৬

নানাপ্রকার রত্ন ও গন্ধাদিতে অলঙ্কৃত করিয়া উত্তমরূপে প্রজ্বলিত একই অগ্নিতে কীচক ও তদীয় ভ্রাতৃবর্গকে দাহ কর।৭

রাজা ভীত হইয়া মহিষী সুদেষ্ণাকে বলিলেন,—সৈরন্ধ্রী আসিলে আমার আদেশ বলিয়া তাহাকে এই কথা বলিও। সুমুখি। সৈরন্ধ্রি! তোমার মঙ্গল হউক, তুমি যথা ইচ্ছা গমন কর। হে সুশ্রোণি! রাজা গন্ধর্ব্বদের নিকট পরাভবের ভয় করেন।৮-৯

তিনি বলিয়াছেন—"সৈরন্ধ্রী গন্ধর্ব্বদের দ্বারা সুরক্ষিতা, এজন্য তাহাকে সরাইয়া দেওয়া উচিত হইলেও স্বয়ং বলিতে ইচ্ছা করি না। স্ত্রীলোকের তাহাকে বলিতে দোষ নাই"। এজন্য আমিই তোমাকে বলিতেছি।১০

বৈশম্পায়ন উবাচ।

অথ মুক্তা ভয়াৎ কৃষ্ণা সূতপুত্রান্ নিরস্য চ।
মোক্ষিতা ভীমসেনেন জগাম নগরং প্রতি ॥১১

ত্রাসিতেব মৃগী বালা শার্দুলেন মনস্বিনী।
গাত্রাণি বাসসী চৈব প্রক্ষাল্য সলিলেন সা ॥১২

তাং দৃষ্ট্বা পুরুষা রাজন্ প্রাদ্রবন্ত দিশো দশ।
গন্ধর্বাণাং ভয়ত্রস্তাঃ কেচিদ্ দৃষ্ট্বা ন্যমীলয়ন্ ॥১৩

ততো মহানসদ্বারি ভীমসেনমবস্থিতম্।
দদর্শ রাজন্ পাঞ্চালী যথা মত্তং মহাদ্বিপম্ ॥১৪

তং বিস্ময়ন্তী শনকৈঃ সংজ্ঞাভিরিদমব্রবীৎ।
গন্ধর্বরাজায় নমো যেনাস্মি পরিমোচিতা ॥১৫

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—অনন্তর সূতপুত্রদিগকে নিরস্ত করিয়া ভীমসেন দ্রৌপদীর বন্ধন-মুক্ত করিয়া দেওয়ায়, ভয়মুক্ত হইয়া দ্রৌপদী নগরাভিমুখে গমন করিতে লাগিলেন।১১

তিনি গাত্র ও বস্ত্র জলে প্রক্ষালিত করিয়া ব্যাঘ্র-বিত্রাসিতা শিশু-হরিণীর ন্যায় যাইতে লাগিলেন।১২

রাজন্! তাঁহাকে দেখিয়া লোকেরা গন্ধর্ব্বের ভয়ে ভীত হইয়া দিগ্‌বিদিকে পলায়ন করিতে লাগিল। কেহ কেহ দর্শনমাত্রেই চক্ষু মুদ্রিত করিয়া রহিল।১৩

হে রাজন্! তারপর দ্রৌপদী রন্ধনশালার দ্বারদেশে অবস্থিত মত্ত-হস্তীর ন্যায় ভীমসেনকে দেখিতে পাইলেন এবং মৃদুহাস্য-সহকারে ধীরে

ভীমসেন উবাচ।

যে পুরা বিচরন্তীহ পুরুষা বশবর্তিনঃ।
তস্যাস্তে বচনং শ্রুত্বা হ্যনৃণা বিহরন্তুতঃ ॥১৬

বৈশম্পায়ন উবাচ।

ততঃ সা নর্তনাগারে ধনঞ্জয়মপশ্যত।
রাজ্ঞঃ কন্যা বিরাটস্য নর্তয়ানং মহাভুজম্ ॥১৭

ততস্তা নর্তনাগারাদ্ বিনিষ্ক্রম্য সহার্জুনাঃ।
কন্যা দদৃশুরায়ান্তীং ক্লিষ্টাং কৃষ্ণামনাগসম্ ॥১৮

কন্যা ঊচুঃ।

দিষ্ট্যা সৈরন্ধ্রি মুক্তাসি দিষ্ট্যাসি পুনরাগতা।
দিষ্ট্যা বিনিহতাঃ সূতা যে ত্বাং ক্লিশ্যন্ত্যনাগসম্ ॥১৯

বৃহন্নলোবাচ।

কথং সৈরন্ধ্রি মুক্তাসি কথং পাপাশ্চ তে হতাঃ।
ইচ্ছামি বৈ তব শ্রোতুং সর্বমেব যথাতথম্ ॥২০

সৈরন্ধ্র্যুবাচ।

বৃহন্নলে কিং নু তব সৈরন্ধ্র্যা কার্য্যমদ্য বৈ।
যা ত্বং বসসি কল্যাণি সদা কন্যাপুরে সুখম্ ॥২১
ন হি দুঃখং সমাপ্নোষি সৈরন্ধ্রী যদুপাশ্নুতে।
তেন মাং দুঃখিতামেবং পৃচ্ছসে প্রহসন্নিব ॥২২

বৃহন্নলোবাচ।

বৃহন্নলাপি কল্যাণি দুঃখমাপ্নোত্যনুত্তমম্।
তির্য্যগ্‌যোনিগতা বালে ন চৈনামববুধ্যসে ॥২৩
ত্বয়া সহোষিতা চাস্মি ত্বঞ্চ সর্বৈঃ সহোষিতা।
ক্লিশ্যন্ত্যাং ত্বয়ি সুশ্রোণি কো নু দুঃখং ন চিন্তয়েৎ ॥২৪

ধীরে সঙ্কেতে তাঁহাকে এই কথা বলিলেন,—গন্ধর্ব্বরাজকে প্রণাম, যিনি আমাকে মুক্ত করিয়া দিয়াছেন।১৪-১৫

ভীম বলিলেন,—যে পুরুষেরা পূর্ব্ব হইতেই তোমার বশবর্ত্তী হইয়া এখানে বিচরণ করিতেছেন, তাঁহারা তোমার কথা শুনিয়া অতঃপর ঋণমুক্ত হইয়া বিহার করুন।১৬

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—তারপর দ্রৌপদী নর্ত্তনাগারে বিরাটরাজার কন্যাদিগকে নৃত্যশিক্ষাদানে ব্যাপৃত মহাবাহু অর্জ্জুনকে দেখিতে পাইলেন।১৭

তখন সেই কন্যারা অর্জ্জুনের সহিত নৃত্যগৃহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া, বিনা অপরাধে উপদ্রুতা দ্রৌপদীকে আসিতে দেখিল।১৮

কন্যাগণ বলিল,—সৈরন্ধ্রি! ভাগ্যক্রমে তুমি মুক্ত হইয়াছ, ভাগ্যক্রমে তুমি পুনরায় আসিয়াছ, যাহারা নিরপরাধা তোমাকে কষ্ট দিয়াছিল, সেই সূতগণও ভাগ্যক্রমেই নিহত হইয়াছে।১৯

বৃহন্নলা বলিলেন,—সৈরন্ধ্রি! তুমি কিরূপে মুক্ত হইলে, কিরূপেই বা সেই পাপিষ্ঠগণ নিহত হইল, সমস্ত কথা তোমার মুখে যথাযথভাবে শুনিতে ইচ্ছা করি।২০

সৈরন্ধ্রী বলিলেন,—বৃহন্নলে! তুমি ত' কন্যান্তঃপুরের মধ্যে সর্ব্বদা সুখেই বাস করিতেছ, আজ আর তোমার সৈরন্ধ্রীর কথায় কাজ কি?২১

সৈরন্ধ্রী যেরূপ দুঃখ পাইতেছে, তুমি ত' আর সেরূপ দুঃখ পাইতেছ না। সেইজন্যই এই দুঃখিনীকে যেন হাসিতে হাসিতেই এইরূপ প্রশ্ন করিতেছ।২২

বৃহন্নলা বলিলেন,—হে কল্যাণি! বৃহন্নলাও ক্লীবযোনি প্রাপ্ত হইয়া মহাদুঃখ পাইতেছে। হে বালিকে! তুমি তাহাকে বুঝিতেছ না।২৩

আমি তোমার সহিত বাস করিতেছি, তুমিও সকলের সহিত বাস করিতেছ, তুমি

ন তু কেনচিদত্যন্তং কস্যচিদ্ধৃদয়ং ক্বচিৎ।
বেদিতুং শক্যতে নূনং তেন মাং নাববুধ্যসে ॥২৫

বৈশম্পায়ন উবাচ।

ততঃ সহৈব কন্যাভির্দ্রৌপদী রাজবেশ্ম তৎ।
প্রবিবেশ সুদেষ্ণায়াঃ সমীপমুপগামিনী ॥২৬

তামব্রবীদ্ রাজপুত্রী বিরাটবচনাদিদম্।
সৈরন্ধ্রি গম্যতাং শীঘ্রং যত্র কাময়সে গতিম্ ॥২৭

রাজা বিভেতি তে ভদ্রে গন্ধর্ব্বেভ্যঃ পরাভবাৎ।
ত্বং চাপি তরুণী সুভ্রু রূপেণাপ্রতিমা ভুবি ॥
পুংসামিষ্টশ্চ বিষয়ো গন্ধর্ব্বাশ্চাতিকোপনাঃ ॥২৮

সৈরন্ধ্র্যুবাচ।

ত্রয়োদশাহমাত্রং মে রাজা ক্ষাম্যতু ভামিনি।
কৃতকৃত্যা ভবিষ্যন্তি গন্ধর্ব্বাস্তে ন সংশয়ঃ ॥২৯
ততো মামুপনেষ্যন্তি করিষ্যন্তি চ তে প্রিয়ম্।
ধ্রুবঞ্চ শ্রেয়সা রাজা যোক্ষ্যতে সহ বান্ধবৈঃ ॥৩০
(রাজ্ঞা কৃতোপকারাশ্চ কৃতজ্ঞাশ্চ সদা শুভে।
সাধবশ্চ বলোৎসিক্তাঃ কৃতপ্রতিকৃতেপ্সবঃ ॥
অর্থিনী প্রব্রবীম্যেষা যদ্ বা তদ্ বেত্ত চিন্তয়।
ভরস্ব তদহর্মাত্রং ততঃ শ্রেয়ো ভবিষ্যতি ॥

বৈশম্পায়ন উবাচ।

তস্যাস্তদ্ বচনং শ্রুত্বা কৈকেয়ী দুঃখমোহিতা।
উবাচ দ্রৌপদীমার্ত্তা ভ্রাতৃব্যসনকর্শিতা ॥

দুঃখ পাইলে কে না দুঃখবোধ করিবে ?২৪

নিশ্চয়ই কেহ কখনও কাহারও হৃদয়ের অবস্থা আত্যন্তিকভাবে বুঝিতে পারে না—সেইজন্য তুমি আমাকে বুঝিতে পারিতেছ না।২৫

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—তারপর কন্যাগণের সঙ্গেই দ্রৌপদী সেই রাজভবনে প্রবেশ করিলেন এবং সুদেষ্ণার নিকট উপস্থিত হইলেন।২৬

বিরাটরাজার কথানুসারে সুদেষ্ণা তাঁহাকে বলিলেন,—সৈরন্ধ্রি! শীঘ্রই তোমার যেখানে যাইতে ইচ্ছা হয় চলিয়া যাও।২৭

হে ভদ্রে! রাজা তোমার গন্ধর্ব্বদিগের হস্তে লাঞ্ছিত হইবার ভয় করেন। হে সুন্দরি! তুমি যুবতী, সৌন্দর্য্যে তুমি জগতে অতুলনীয়া, পুরুষেরাও বিষয়াভিলাষী, গন্ধর্ব্বগণও অতি ক্রোধী।২৮

সৈরন্ধ্রী বলিলেন,—হে কোপনে! আর তেরটি দিন মাত্র রাজা আমাকে ক্ষমা করুন, সেই গন্ধর্ব্বগণ (ইহার মধ্যেই) কৃতকার্য্য হইবেন,—সন্দেহ নাই।২৯

তারপর তাঁহারা আমাকে লইয়া যাইবেন, আপনারও প্রিয় কার্য্য করিবেন এবং রাজাও নিশ্চয় সবান্ধবে কল্যাণযুক্ত হইবেন।৩০

(হে কল্যাণময়ি! রাজা গন্ধর্ব্বদিগের উপকার করিয়াছেন, তাঁহারাও সর্ব্বদাই কৃতজ্ঞ। তাঁহারা সাধু, বলগর্ব্বিত হইলেও তাঁহারা কৃত উপকারের প্রত্যুপকার করিতে ইচ্ছুক। [আবার অপকারের প্রতিশোধ লইতেও ইচ্ছুক।]

আমি প্রার্থিনী হইয়া আপনাকে ইহা বলিতেছি—যাহা হয় চিন্তা করুন। এই কয়টা দিন পর্য্যন্ত আমাকে পালন করুন, তাহাতে মঙ্গল হইবে।

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—তাহার সেই কথা শুনিয়া সুদেষ্ণা দুঃখে বিমূঢ়া হইয়া পড়িলেন।

বস ভদ্রে যথেষ্টং ত্বং ত্বামহং শরণং গতা।
ত্রায়স্ব মম ভর্তারং পুত্রাংশ্চৈব বিশেষতঃ ॥)

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং বিরাটপর্বণি কীচকবধপর্বণি কীচকদাহে চতুর্বিংশোঽধ্যায়ঃ ॥২৪

ভ্রাতৃবর্গের শোকে সুদেষ্ণা কাতর হইয়া দ্রৌপদীকে বলিলেন,—ভদ্রে! তুমি ইচ্ছামত অবস্থান কর, আমি তোমার শরণ লইলাম। আমার স্বামী ও পুত্রদিগকে তুমি বিশেষভাবে রক্ষা করিও।)

শ্রীমন্মহর্ষিবেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্র সংহিতা মহাভারতের বিরাটপর্ব্বান্তর্গত কীচকবধপর্ব্বে কীচকের দাহবিষয়ক চতুর্বিংশ অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।২৪

(গোহরণপর্ব্ব)

পঞ্চবিংশোঽধ্যায়ঃ।

[দুর্য্যোধনমুপগতানাং দূতানাং পাণ্ডবসন্দেশং জ্ঞাতুং প্রয়াসস্য ব্যর্থতাকথনম্, কীচকবধবৃত্তান্তশ্রবণঞ্চ।]

বৈশম্পায়ন উবাচ।

(কীচকে তু হতে রাজা বিরাটঃ পরবীরহা।
শোকমাহারয়ৎ তীব্রং সামাত্যঃ সপুরোহিতঃ॥)

কীচকস্য তু ঘাতেন সানুজস্য বিশাম্পতে।
অত্যাহিতং চিন্তয়িত্বা ব্যস্ময়ন্ত পৃথগ্ জনাঃ ॥১

অস্মিন্ পুরে জনপদে সংজল্পোঽভূচ্চ সঙ্ঘশঃ।
শৌর্য্যাদ্ধি বল্লভো রাজ্ঞো মহাসত্ত্বঃ স কীচকঃ ॥২

আসীৎ প্রহর্তা সৈন্যানাং দারামর্শী চ দুর্মতিঃ।
স হতঃ খলু পাপাত্মা গন্ধর্বৈর্দুষ্টপুরুষঃ ॥৩

ইত্যজল্পন্ মহারাজ পরানীকবিনাশনম্।
দেশে দেশে মনুষ্যাশ্চ কীচকং দুষ্প্রধর্ষণম্ ॥৪

অথ বৈ ধার্তরাষ্ট্রেণ প্রযুক্তা যে বহিশ্চরাঃ।
মৃগয়িত্বা বহূন্ গ্রামান্ রাষ্ট্রাণি নগরাণি চ ॥৫

(গোহরণপর্ব্ব)

পঞ্চবিংশ অধ্যায়।

[দুর্য্যোধনের নিকট আগত তদীয় দূতগণের পাণ্ডবদিগের সংবাদ জানিবার প্রয়াসের ব্যর্থতা কথন এবং কীচকের মৃত্যু সংবাদ জ্ঞাপন।]

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—(কীচক নিহত হইলে শত্রুবীরঘাতী রাজা বিরাট পুরোহিত ও অমাত্যগণ সহ তীব্র শোক প্রাপ্ত হইলেন।)

রাজন্ জনমেজয়! ভ্রাতৃবর্গ সহ কীচক নিহত হওয়ায় সাধারণ লোকে মহাভয়ের কারণ উপস্থিত মনে করিয়া বিস্ময়ে অভিভূত হইয়া পড়িল।১

সেই নগরে এবং রাজ্যমধ্যে জনগণের জল্পনা হইতে লাগিল যে, মহাবলশালী কীচক বীরত্ববশতঃ রাজার অতিশয় প্রিয় ছিল।২

সেই দুর্ম্মতি সৈন্যদের প্রহার করিত, পরস্ত্রী ধর্ষণ করিত। সেই পাপাত্মা দুষ্টপুরুষ দুর্জ্জন গন্ধর্ব্বদের হস্তে নিহত হইয়াছে।৩

সংবিধায় যথাদৃষ্টং যথাদেশপ্রদর্শনম্ ।
কৃতকৃত্যা ন্যবর্তন্ত তে চরা নগরং প্রতি ॥৬

তত্র দৃষ্ট্বা তু রাজানং কৌরব্যং ধৃতরাষ্ট্রজম্ ।
দ্রোণ-কর্ণ-কৃপৈঃ সার্দ্ধং ভীষ্মেণ চ মহাত্মনা ॥৭

সঙ্গতং ভ্রাতৃভিশ্চাপি ত্রিগর্তৈশ্চ মহারথৈঃ ।
দুর্য্যোধনং সভামধ্যে আসীনমিদমব্রুবন্ ॥৮

চরা ঊচুঃ ।

কৃতোঽস্মাভিঃ পরো যত্নস্তেষামন্বেষণে সদা ।
পাণ্ডবানাং মনুষ্যেন্দ্র তস্মিন্ মহতি কাননে ॥৯

নির্জনে মৃগসঙ্কীর্ণে নানাদ্রুমলতাকুলে ।
লতাপ্রতানবহুলে নানাগুল্মসমাবৃতে ॥১০

ন চ বিদ্মো গতা যেন পার্থাঃ সুদৃঢ়বিক্রমাঃ ।
মার্গমাণাঃ পদন্যাসং তেষু তেষু তথা তথা ॥১১

গিরিকূটেষু তুঙ্গেষু নানাজনপদেষু চ ।
জনাকীর্ণেষু দেশেষু খর্বটেষু পুরেষু চ ॥১২

নরেন্দ্র বহুশোঽন্বিষ্টা নৈব বিদ্মশ্চ পাণ্ডবান্ ।
অত্যন্তং বা বিনষ্টাস্তে ভদ্রং তুভ্যং নরর্ষভ ॥১৩

বর্ত্মন্যন্বেষ্যমাণা বৈ রথিনাং রথিসত্তম ।
ন হি বিদ্মো গতিং তেষাং বাসং হি নরসত্তম ॥১৪

কিঞ্চিৎকালে মনুষ্যেন্দ্র সূতানামনুগা বয়ম্ ।
মৃগয়িত্বা যথান্যায়ং বেদিতার্থাঃ স্ম তত্ত্বতঃ ॥১৫

হে মহারাজ জনমেজয় ! শত্রুসৈন্যবিনাশকারী দুষ্প্রধর্ষ কীচকের বিষয়ে দেশে দেশে লোকেরা এইরূপ বলিতে লাগল ।৪

এদিকে দুর্য্যোধন বাহিরে যে সমস্ত চর নিযুক্ত করিয়াছিল, তাহারা বহু গ্রাম, বহু রাজ্য, বহু নগর অন্বেষণ করিয়া এবং যত দেশের কথা জানা আছে ও যত দেশ দেখা গিয়াছে, সমস্তই যথাযথভাবে অনুসন্ধান করিয়া কর্ত্তব্য সমাপনপূর্ব্বক রাজধানীতে ফিরিয়া গেল ।৫-৬

তাহারা সেখানে কৌরবনন্দন ধৃতরাষ্ট্রপুত্র রাজা দুর্য্যোধনকে সভামধ্যে দ্রোণ, কর্ণ, কৃপ, মহামতি ভীষ্ম ও ভ্রাতৃবর্গের সহিত এবং ত্রিগর্ত্তদেশীয় মহারথ রাজবৃন্দের সহিত উপবিষ্ট দেখিয়া এই কথা বলিল ।৭-৮

চরগণ বলিল,—হে রাজন্ ! আমরা সেই নানাবিধ বৃক্ষ ও লতাকীর্ণ নানা গুল্ম-পরিপূর্ণ লতা-প্রতানে দুর্গম ও শ্বাপদসঙ্কুল নির্জ্জন বিশাল অরণ্যমধ্যে সেই পাণ্ডবগণের অনুসন্ধান করিতে অতিশয় যত্ন করিয়াছি ।৯-১০

কিন্তু সুদৃঢ় পরাক্রমশালী পাণ্ডবগণ কোন্ পথে গিয়াছেন জানিতে পারি নাই। আমরা চারিদিকে অত্যুচ্চ পর্ব্বতশৃঙ্গসমূহে, জনাকীর্ণ জনপদসমূহে, সমস্ত রাজ্যে, সমস্ত নগরে, জনশূন্য প্রান্তরসমূহে তাঁহাদের পদচিহ্ন অনুসরণ করিয়া বেড়াইয়াছি ।১১-১২

হে রাজন্ ! বহু অন্বেষণ করিয়াছি, পাণ্ডবগণের সন্ধান জানিতে পারি নাই। হয়ত' তাঁহারা মরিয়া গিয়াছেন। নরশ্রেষ্ঠ ! আপনার মঙ্গল হউক ।১৩

হে রথিশ্রেষ্ঠ ! আমরা রথারোহীদিগের পথেও অনুসন্ধান করিয়াছি। তাঁহাদের গতিবিধি বা বাসস্থানের কোন সংবাদ জানিতে পারি নাই ।১৪

রাজন্ ! কিছুদিন ধরিয়া আমরা পাণ্ডবগণের সারথিদের সন্ধান করিয়াছি। হে পরন্তপ !

প্রাপ্তা দ্বারবতীং সূতা বিনা পার্থৈঃ পরন্তপ।
ন তত্র কৃষ্ণা রাজেন্দ্র পাণ্ডবাশ্চ মহাব্রতাঃ ॥১৬

সর্বথা বিপ্রনষ্টাস্তে নমস্তে ভরতর্ষভ।
ন হি বিদ্মো গতিং তেষাং বাসং বাপি মহাত্মনাম্ ॥১৭

পাণ্ডবানাং প্রবৃত্তিঞ্চ বিদ্মঃ কর্মাপি বা কৃতম্।
স নঃ শাধি মনুষ্যেন্দ্র অত ঊর্দ্ধং বিশাম্পতে ॥১৮

অন্বেষণে পাণ্ডবানাং ভূয়ঃ কিং করবামহে।
ইমাঞ্চ নঃ প্রিয়াং বীর বাচং ভদ্রবতীং শৃণু ॥১৯

যেন ত্রিগর্ত্তা নিহতা বলেন মহতা নৃপ।
সূতেন রাজ্ঞো মৎস্যস্য কীচকেন বলীয়সা ॥২০

স হতঃ পতিতঃ শেতে গন্ধর্বৈর্নিশি ভারত।
অদৃশ্যমানৈর্দুষ্টাত্মা ভ্রাতৃভিঃ সহ সোদরৈঃ ॥২১

(শ্যালো রাজ্ঞো বিরাটস্য সেনাপতিরুদারধীঃ।
সুদেষ্ণায়াঃ স বৈ জ্যেষ্ঠঃ শূরো বীরো গতব্যথঃ ॥

উৎসাহবান্ মহাবীর্য্যো নীতিমান্ বলবানপি।
যুদ্ধজ্ঞো রিপুবীরঘ্নঃ সিংহতুল্যপরাক্রমঃ ॥

প্রজারক্ষণদক্ষশ্চ শত্রুগ্রহণশক্তিমান্।
বিজিতারির্মহাযুদ্ধে প্রচণ্ডো মানবৎ পরঃ ॥

নরনারীমনোহ্লাদী ধীরো বাগ্মী রণপ্রিয়ঃ।
স হতো নিশি গন্ধর্বৈঃ স্ত্রীনিমিত্তং নরাধিপ।
অদৃশ্যমানো দুষ্টাত্মা নিশীথে সহ সোদরৈঃ ॥

সুহৃদশ্চাস্য নিহতা যোধাশ্চ প্রবরা হতাঃ ॥)

যথোচিত অনুসন্ধান করিয়া আমরা যথার্থ সংবাদই জানিতে পারিয়াছি যে, সারথিরা পাণ্ডবগণ ছাড়াই একা একা দ্বারকায় উপস্থিত হইয়াছে। রাজেন্দ্র! সেখানে দ্রৌপদীও নাই, উত্তমব্রতপালনকারী পাণ্ডবগণও নাই।১৫-১৬

হে ভরতর্ষভ! আপনাকে প্রণাম করি। তাঁহারা মরিয়াই গিয়াছেন। সেই মহাত্মা পাণ্ডবগণের গতিবিধি বা বাসস্থান বা তাঁহাদের কৃত কোন কার্য্য বা কোনরূপ সংবাদই জানিতে পারি নাই। অতঃপর আপনার কি আদেশ, আপনি আমাদিগকে তাহা বলুন।১৭-১৮

রাজন্! আমাদের আদেশ করুন, অতঃপর পাণ্ডবদের অন্বেষণার্থে আমরা আর কি করিব? বীর মহারাজ! এই আর এক প্রীতিকর শুভসংবাদ আমাদের নিকট শ্রবণ করুন।১৯

রাজন্! মৎস্যরাজ বিরাটের সেনাপতি সূতজাতীয় মহাবলশালী কীচক—যে প্রবল পরাক্রমে ত্রিগর্ত্তদেশীয় রাজাদের নিহত করিয়াছিল, ভারত! সেই দুরাত্মা সহোদর ভ্রাতৃবর্গের সহিত রাত্রিকালে অদৃশ্য গন্ধর্ব্বগণের হস্তে নিহত হইয়া ধরাতলে শায়িত হইয়াছে।২০-২১

(রাজা বিরাটের শ্যালক ও সেনাপতি, সুদেষ্ণার জ্যেষ্ঠ-ভ্রাতা সেই কীচক মহাবুদ্ধিমান্, শৌর্য্যবীর্য্যশালী, অবিষাদী, উৎসাহী, নীতিমান্, বলবান্, মহাবীর, যুদ্ধবিদ্যায় বিশারদ, সিংহতুল্য বিক্রমশালী, প্রজাপালনে দক্ষ ও শত্রুকে বন্দী করিতে সমর্থ ছিল। সে মহাযুদ্ধে বহু শত্রু জয় করিয়াছিল।

সে ধৈর্য্যশালী, বাগ্মী, সমরপ্রিয়, নরনারীর মনোরঞ্জনকারী ছিল। রাজন্! অদর্শনান্বিত সেই দুষ্টাত্মা রাত্রিকালে স্ত্রীলোকের নিমিত্ত সহোদরগণের সহিত গন্ধর্ব্বদের হস্তে নিহত হইয়াছে। তাহার বন্ধুবান্ধব এবং সৈন্যগণও নিহত হইয়াছে।)

প্রিয়মেতদুপশ্রুত্য শত্রূণাঞ্চ পরাভবম্।
কৃতকৃত্যশ্চ কৌরব্য বিধৎস্ব যদনন্তরম্ ॥২২

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং বিরাটপর্বণি গোহরণপর্বণি চারপ্রত্যাগমনে পঞ্চবিংশোঽধ্যায়ঃ ॥২৫

হে কুরুরাজ! এই প্রিয়-সংবাদ এবং শত্রুগণের পরাভব-সংবাদ শুনিয়া আপনি কৃতকার্য্য হইয়াছেন মনে করুন এবং অতঃপর যাহা কর্ত্তব্য হয় করুন।২২

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের বিরাটপর্ব্বান্তর্গত গোহরণপর্ব্বে চারপ্রত্যাগমন বিষয়ক পঞ্চবিংশ অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।২৫

ষড়্বিংশোঽধ্যায়ঃ।

[পাণ্ডবানামন্বেষণায় সদস্যৈঃ সহ দুর্য্যোধনস্য পরামর্শঃ, কর্ণ-দুঃশাসনয়োস্তত্র সম্মতিশ্চ।]

বৈশম্পায়ন উবাচ।

ততো দুর্য্যোধনো রাজা শ্রুত্বা তেষাং বচস্তদা।
চিরমন্তর্মনা ভূত্বা প্রত্যুবাচ সভাসদঃ ॥১

সুদুঃখা খলু কার্য্যাণাং গতির্বিজ্ঞাতুমন্ততঃ।
তস্মাৎ সর্বে নিরীক্ষধ্বং ক নু তে পাণ্ডবা গতাঃ ॥২

অল্পাবশিষ্টং কালস্য গতভূয়িষ্ঠমন্ততঃ।
তেষামজ্ঞাতচর্য্যায়ামস্মিন্ বর্ষে ত্রয়োদশে ॥৩

অস্য বর্ষস্য শেষং চেদ্ ব্যতীয়ুরিহ পাণ্ডবাঃ।
নিবৃত্তসময়াস্তে হি সত্যব্রতপরায়ণাঃ ॥৪

ক্ষরন্ত ইব নাগেন্দ্রাঃ সর্বে হ্যাশীবিষোপমাঃ।
দুঃখা ভবেযুঃ সংরব্ধাঃ কৌরবান্ প্রতি তে ধ্রুবম্ ॥৫

সর্বে কালস্য বেত্তারঃ কৃচ্ছ্ররূপধরাঃ স্থিতাঃ।
প্রবিশেয়ুর্জিতক্রোধাস্তাবদেব পুনর্বনম্ ॥৬

ষড়্বিংশ অধ্যায়।

[পাণ্ডবদের অন্বেষণের জন্য সদস্যগণের সহিত দুর্য্যোধনের পরামর্শ এবং কর্ণ ও দুঃশাসনের এবিষয়ে সম্মতি।]

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—তারপর রাজা দুর্য্যোধন সেই গুপ্তচরগণের বাক্য অবগত হইয়া দীর্ঘকাল মনে মনে চিন্তা করিয়া সভাসদ্গণের প্রতি বলিলেন।১

দুর্য্যোধন বলিলেন,—কার্য্যের পরিণতি শেষ পর্য্যন্ত বুঝিয়া উঠা কষ্টকর। সুতরাং আপনারা সকলে পর্য্যালোচনা করিয়া দেখুন, পাণ্ডবগণের কোথায় যাওয়া সম্ভব?২

এই ত্রয়োদশ বৎসরে তাহাদের অজ্ঞাতবাসের কাল বেশীর ভাগই অতিবাহিত হইয়াছে, শেষ ভাগে আর স্বল্প কালই অবশিষ্ট আছে।৩

এই বর্ষের অবশিষ্টাংশ যদি পাণ্ডবগণ অতিবাহিত করিতে পারে, তাহা হইলে সত্য-পরায়ণ পাণ্ডবগণের প্রতিশ্রুতি পূর্ণ হইবে।৪

তাহারা সকলেই মদস্রাবী হস্তীর ন্যায় বলবান্। তাহারা নিশ্চয়ই কুপিত হইয়া কৌরবগণের পক্ষে বিষধর সর্পতুল্য দুঃখদায়ক হইবে।৫

তস্মাৎ ক্ষিপ্রং বুভুৎসধ্বং যথা তেঽত্যন্তমব্যয়ম্ ।
রাজ্যং নির্দ্বন্দ্বমব্যগ্রং নিঃসপত্নং চিরং ভবেৎ ॥৭
অথাব্রবীৎ ততঃ কর্ণঃ ক্ষিপ্রং গচ্ছন্তু ভারত ।
অন্যে ধূর্ত্তা নরা দক্ষা নিভৃতাঃ সাধুকারিণঃ ॥৮
চরন্তু দেশান্ সংবীতাঃ স্ফীতান্ জনপদাকুলান্ ।
তত্র গোষ্ঠীষু রম্যাসু সিদ্ধপ্রব্রজিতেষু চ ॥৯
পরিচারেষু তীর্থেষু বিবিধেষাকরেষু চ ।•
বিজ্ঞাতব্যা মনুষ্যৈস্তৈস্তর্কয়া সুবিনীতয়া ॥১০
বিবিধৈস্তৎপরৈঃ সম্যক্ তজ্জ্ঞৈর্নিপুণসংবৃতৈঃ ।
অন্বেষ্টব্যাঃ সুনিপুণৈঃ পাণ্ডবাশ্ছন্নবাসিনঃ ॥১১
নদীকুঞ্জেষু তীর্থেষু গ্রামেষু নগরেষু চ ।
আশ্রমেষু চ রম্যেষু পর্বতেষু গুহাসু চ ॥১২

অথাগ্রজানন্তরজঃ পাপভাবানুরাগবান্ ।
জ্যেষ্ঠং দুঃশাসনস্তত্র ভ্রাতা ভ্রাতরমব্রবীৎ ॥১৩
যেষু নঃ প্রত্যয়ো রাজংশ্চারেষু মনুজাধিপ ।
তে যান্তু দত্তদেয়া বৈ ভূয়স্তান্ পরিমার্গিতুম্ ॥১৪

এতচ্চ কর্ণো যৎ প্রাহ সর্বমীহামহে তথা ।
যথোদ্দিষ্টং চরাঃ সর্বে মৃগয়ন্তু যতস্ততঃ ॥১৫

এতে চান্যে চ ভূয়াংসো দেশাদ্ দেশং যথাবিধি ।
ন তু তেষাং গতির্বাসঃ প্রবৃত্তিশ্চোপলভ্যতে ॥১৬

অত্যন্তং বা নিগূঢ়াস্তে পারং চোর্মিমতো গতাঃ ।
ব্যালৈশ্চাপি মহারণ্যে ভক্ষিতাঃ শূরমানিনঃ ॥১৭

তাহারা সকলেই সমরজ্ঞ, তাহারা অতি দুর্জ্জ্ঞেয় বেশ ধারণ করিয়া রহিয়াছে। সুতরাং যাহাতে তাহারা ক্রোধ দমন করিয়া পুনরায় তাবৎকাল অরণ্যে প্রবেশ করিতে বাধ্য হয় এবং যাহাতে রাজ্য নির্দ্বন্দ্ব, নিষ্কণ্টক, নিরুপদ্রব ও একান্তভাবে বিনাশসম্ভাবনাশূন্য হইয়া চিরস্থায়ী হয়, সেই ভাবে আশু সত্বর তাহাদের সংবাদ লাভ করিতে ইচ্ছা করুন।৬-৭

অনন্তর কর্ণ তৎক্ষণাৎ বলিলেন,—রাজন্! শীঘ্র আর একদল অনুসন্ধান-দক্ষ, কার্য্যপটু, চপলতাশূন্য চতুরলোক উত্তমরূপে প্রচ্ছন্ন হইয়া সমৃদ্ধিশালী জনাকীর্ণ দেশসমূহে গমন করুক। তাহারা সেখানে রমণীয় গোষ্ঠীসমূহে, সিদ্ধাশ্রমসমূহে এবং রাজধানী, তীর্থস্থান ও খনিসমূহে ঐকান্তিক আকাঙ্ক্ষা লইয়া জানিতে চেষ্টা করিবে।৮-১০

বিবিধবেশধারী অভিজ্ঞ ও সুনিপুণ ব্যক্তিগণ সম্যক্ তৎপর ও উত্তমরূপে সংবৃত থাকিয়া নদীতীরবর্ত্তী কুঞ্জসমূহে, তীর্থস্থানসমূহে, গ্রাম, নগর ও সুরম্য আশ্রমসমূহে এবং পর্ব্বত ও গুহাসমূহে প্রচ্ছন্নভাবে অবস্থিত পাণ্ডবগণের অনুসন্ধান করিবে।১১-১২

অনন্তর দুর্য্যোধনের পরবর্ত্তী ভ্রাতা পাপাভাবানুরাগী দুঃশাসন জ্যেষ্ঠভ্রাতা দুর্য্যোধনকে বলিল।১৩

রাজন্! চরগণের মধ্যে যাহারা আমাদের বিশ্বস্ত তাহারাই পাণ্ডবদিগকে পুনরায় অনুসন্ধান করিতে গমন করুক এবং তাহাদিগকে যাহা দিতে হইবে, তাহা অগ্রেই দেওয়া হউক।১৪

কর্ণ এই যাহা বলিলেন,—আমিও সমস্তই সেইরূপ ইচ্ছা করি। যেরূপ বলা হইয়াছে সমস্ত চরগণ সেইভাবে যত্র তত্র অন্বেষণ করুক।১৫

ইহারা এবং আরও বহুতর ব্যক্তি সর্ব্বত্র দেশ হইতে দেশান্তরে যথাবিধানে অন্বেষণ করিতে থাকুক। কিন্তু তাহাদের বাসস্থান, গতিবিধি বা কোনরূপ সংবাদই ত' পাওয়া যাইতেছে না।১৬

হয়ত' তাহারা অত্যন্ত প্রচ্ছন্ন হইয়া রহিয়াছে অথবা সমুদ্রের পরপারে চলিয়া গিয়াছে কিংবা

অথবা বিষমং প্রাপ্য বিনষ্টাঃ শাশ্বতীঃ সমাঃ।
তস্মাদাত্মানমব্যগ্রং কৃত্বা ত্বং কুরুনন্দন।
কুরু কার্য্যং মহোৎসাহং মন্যসে যন্নরাধিপ ॥১৮

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং
বৈয়াসিক্যাং বিরাটপর্ব্বণি গোহরণপর্ব্বণি
কর্ণদুঃশাসনবাক্যে ষড়্বিংশোঽধ্যায়ঃ ॥২৬

হয়ত সেই বীরাভিমানী পাণ্ডবেরা মহারণ্যে হিংস্র জন্তু কর্ত্তৃক ভক্ষিত হইয়াছে।১৭

অথবা কোন বিপদে পড়িয়া চিরতরে বিনষ্ট হইয়াছে। সুতরাং হে রাজন্! হে কুরুনন্দন! চিত্ত ব্যাকুল না করিয়া মহা উৎসাহের সহিত যাহা কর্ত্তব্য মনে করেন করিয়া যান।১৮

শ্রীমন্মহর্ষিবেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের বিরাটপর্ব্বান্তর্গত গোহরণপর্ব্বে কর্ণ-দুঃশাসনবাক্যে ষড়্বিংশ অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।২৬

সপ্তবিংশোঽধ্যায়ঃ।

[দ্রোণাচার্য্যস্য সম্মতিঃ।]

বৈশম্পায়ন উবাচ।

অথাব্রবীন্মহাবীর্য্যো দ্রোণস্তত্ত্বার্থদর্শিবান্।
ন তাদৃশা বিনশ্যন্তি ন প্রয়ান্তি পরাভবম্ ॥১

শূরাশ্চ কৃতবিদ্যাশ্চ বুদ্ধিমন্তো জিতেন্দ্রিয়াঃ।
ধর্মজ্ঞাশ্চ কৃতজ্ঞাশ্চ ধর্মরাজমনুব্রতাঃ ॥২

নীতিধর্মার্থতত্ত্বজ্ঞং পিতৃবচ্চ সমাহিতম্।
ধর্মে স্থিতং সত্যধৃতিং জ্যেষ্ঠং জ্যেষ্ঠানুযায়িনঃ ॥৩

অনুব্রতা মহাত্মানং ভ্রাতরো ভ্রাতরং নৃপ।
অজাতশত্রুং শ্রীমন্তং সর্বভ্রাতৃমনুব্রতম্ ॥৪

তেষাং তথা বিধেয়ানাং নিভৃতানাং মহাত্মনাম্।
কিমর্থং নীতিমান্ পার্থঃ শ্রেয়ো নৈষাং করিষ্যতি ॥৫

তস্মাদ্ যত্নাৎ প্রতীক্ষন্তে কালস্যোদয়মাগতম্।
ন হি তে নাশমৃচ্ছেয়ুরিতি পশ্যাম্যহং ধিয়া ॥৬

সপ্তবিংশ অধ্যায়।

[দ্রোণাচার্য্যের সম্মতি।]

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—অনন্তর তত্ত্বার্থদর্শী মহাপরাক্রমশালী দ্রোণ বলিলেন,—তাদৃশ ব্যক্তিরা বিনাশ প্রাপ্ত হয় না বা পরাভব প্রাপ্তও হয় না।১

তাহারা বীর, কৃতবিদ্য, বুদ্ধিমান্, জিতেন্দ্রিয়, ধর্ম্মজ্ঞ ও কৃতজ্ঞ। ভ্রাতৃবৃন্দের মতানুবর্ত্তী শ্রীমান্ যুধিষ্ঠিরের ভ্রাতৃবর্গও জ্যেষ্ঠানুবর্ত্তী। তাহারা সকলেই নিয়মানুগ হইয়া ধর্ম্ম, অর্থ ও নীতি-শাস্ত্রের তত্ত্বজ্ঞ, পিতৃবৎ শুভানুধ্যায়ী, ধর্ম্মনিরত, সত্যনিষ্ঠ ও উচ্চমনা জ্যেষ্ঠ-ভ্রাতা যুধিষ্ঠিরের আনুগত্য করিয়া থাকে।২-৪

নীতিমান্ যুধিষ্ঠির তাদৃশ বিনীত, বশীভূত ও উদারচেতাঃ সেই ভ্রাতৃবর্গের মঙ্গল বিধান করিবেন না কেন ?৫

সুতরাং তাহারা আসন্ন অভ্যুদয়কালের প্রতীক্ষায় আছে। আমার বুদ্ধির দ্বারা আমি বুঝিতেছি যে, তাহারা বিনাশ প্রাপ্ত হইতে পারে না।৬

সাম্প্রতং চৈব যৎ কার্য্যং তচ্চ ক্ষিপ্রমকালিকম্।
ক্রিয়তাং সাধু সঞ্চিন্ত্য বাসশ্চৈষাং প্রচিন্ত্যতাম্ ॥৭
যথাবৎ পাণ্ডুপুত্রাণাং সর্বার্থেষু ধৃতাত্মনাম্।
দুর্জ্ঞেয়াঃ খলু শূরাস্তে দুরাপাস্তপসা বৃতাঃ ॥৮
শুদ্ধাত্মা গুণবান্ পার্থঃ সত্যবান্ নীতিমান্ শুচিঃ।
তেজোরাশিরসংখ্যেয়ো গৃহ্ণীয়াদপি চক্ষুষা ॥৯
বিজ্ঞায় ক্রিয়তাং তস্মাদ্ ভূয়শ্চ মৃগয়ামহে।
ব্রাহ্মণৈশ্চারকৈঃ সিদ্ধৈর্যে চান্যে তদ্বিদো জনাঃ ॥১০

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং বিরাটপর্বণি গোহরণপর্বণি দ্রোণ-বাক্যে চারপ্রত্যাচারে সপ্তবিংশোঽধ্যায়ঃ ॥২৭

সম্প্রতি যাহা অবিলম্বে করণীয়, তাহা উত্তমরূপে চিন্তা করিয়া শীঘ্রই সম্পাদন কর। সর্ব্ববিষয়ে ধৃতবুদ্ধি (বা ধৈর্য্যশীল) এই পাণ্ডবগণের বাসস্থান-বিষয়ে চিন্তা কর। সেই বীরগণ দুর্জ্ঞেয়, তাহারা তপোবলে আবৃত, তাহাদিগকে পাওয়া কঠিন ।৭-৮

যুধিষ্ঠির শুদ্ধাত্মা, গুণবান্, সত্যপরায়ণ, নীতিনিষ্ঠ, শুচিতাসম্পন্ন এবং তেজোরাশিস্বরূপ। সে দৃষ্টিদ্বারাও সকলকে ব ভ বা মোহিত করিতে পারে ।৯

সুতরাং বিশেষভাবে বুঝিয়া কার্য্য কর। ব্রাহ্মণ, সিদ্ধপুরুষ বা যাহারা তাহাদিগকে জানে এইরূপ চর ও অন্যান্য ব্যক্তির দ্বারা পুনরায় আমরা অন্বেষণ করিয়া দেখি ।১০

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিত মহাভারতের বিরাটপর্বান্তর্গত গোহরণপর্বে দ্রোণবাক্যে চরপ্রেরণে সপ্তবিংশ অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত ।২৭

অষ্টাবিংশোঽধ্যায়ঃ।

[ভীষ্মস্য যুধিষ্ঠিরমহত্ত্ববর্ণনম্, অনুসন্ধানে সম্মতিসূচনঞ্চ।]

বৈশম্পায়ন উবাচ।
ততঃ শান্তনবো ভীষ্মো ভরতানাং পিতামহঃ।
শ্রুতবান্ দেশকালজ্ঞস্তত্ত্বজ্ঞঃ সর্বধর্মবিৎ ॥১
আচার্য্যবাক্যোপরমে তদ্বাক্যমভিসন্ধধৎ।
হিতার্থং সমুবাচৈনাং ভারতীং ভারতান্ প্রতি ॥২
যুধিষ্ঠিরে সমাসক্তাং ধর্মজ্ঞে ধর্মসংবৃতাম্।
অসৎসু দুর্লভাং নিত্যং সতাং চাভিমতাং সদা ॥৩

ভীষ্মঃ সমবদৎ তত্র গিরং সাধুভিরর্চিতাম্।
যথৈব ব্রাহ্মণঃ প্রাহ দ্রোণঃ সর্বার্থতত্ত্ববিৎ ॥৪

অষ্টাবিংশ অধ্যায়।

[ভীষ্মকর্ত্তৃক যুধিষ্ঠিরের মহত্ত্ববর্ণনা ও অনুসন্ধানে সম্মতি সূচনা।]

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—তারপর দ্রোণাচার্য্যের বাক্যাবসানে শ্রুতসম্পন্ন দেশ, কাল ও তত্ত্বজ্ঞ, সর্ব্বধর্ম্মবিৎ কৌরব-পাণ্ডবগণের পিতামহ শান্তনুনন্দন ভীষ্ম আচার্য্যের বাক্য অনুমোদন করিয়া কৌরবগণের হিতার্থে তাহাদের প্রতি এই বাক্য বলিলেন ।১-২

যাহা ধর্ম্মজ্ঞ যুধিষ্ঠিরের প্রতি অনুরক্ত, যাহা অসৎ লোকের মধ্যে দুর্লভ, সজ্জনের যাহা সম্মত, যাহা সাধুদিগের প্রশংসিত, ভীষ্ম তথায় সেইরূপ

সর্বলক্ষণসম্পন্নাঃ সাধুব্রতসমন্বিতাঃ।
শ্রুতব্রতোপপন্নাশ্চ নানাশ্রুতিসমন্বিতাঃ ॥৫
বৃদ্ধানুশাসনে যুক্তাঃ সত্যব্রতপরায়ণাঃ।
সময়ং সময়জ্ঞাস্তে পালয়ন্তঃ শুচিব্রতাঃ ॥৬
ক্ষত্রধর্মরতা নিত্যং কেশবানুগতাঃ সদা।
প্রবীরপুরুষাস্তে বৈ মহাত্মানো মহাবলাঃ ॥
নাবসীদিতুমর্হন্তি উদ্বহন্তঃ সতাং ধুরম্ ॥৭
ধর্মতশ্চৈব গুপ্তাস্তে স্ববীর্যেণ চ পাণ্ডবাঃ।
ন নাশমধিগচ্ছেয়ুরিতি মে ধীয়তে মতিঃ ॥৮
তত্র বুদ্ধিং প্রবক্ষ্যামি পাণ্ডবান্ প্রতি ভারত।
ন তু নীতিঃ সুনীতস্য শক্যতেঽন্বেষিতুং পরৈঃ ॥৯
যৎ তু শক্যমিহাস্মাভিস্তান্ বৈ সঞ্চিন্ত্য পাণ্ডবান্।
বুদ্ধ্যা প্রযুক্তং ন দ্রোহাৎ প্রবক্ষ্যামি নিবোধ তৎ ॥১০

ন ত্বিয়ং মাদৃশৈর্নীতিস্তস্য বাচ্যা কথঞ্চন।
সা ত্বিয়ং সাধু বক্তব্যা ন ত্বনীতিঃ কথঞ্চন ॥১১
বৃদ্ধানুশাসনে তাত তিষ্ঠতা সত্যশীলিনা।
অবশ্যং ত্বিহ ধীরেণ সতাং মধ্যে বিবক্ষতা ॥১২
যথার্হমিহ বক্তব্যং সর্বথা ধর্মলিপ্সয়া।
তত্র নাহং তথা মন্যে যথায়মিতরো জনঃ ॥১৩

নিবাসং ধর্মরাজস্য বর্ষেঽস্মিন্ বৈ ত্রয়োদশে।
তত্র তাত ন তেষাং হি রাজ্ঞাং ভাব্যমসাম্প্রতম্ ॥১৪

পুরে জনপদে চাপি যত্র রাজা যুধিষ্ঠিরঃ।
দানশীলো বদান্যশ্চ নিভৃতো হ্রীনিষেবকঃ ॥
জনো জনপদে ভাব্যো যত্র রাজা যুধিষ্ঠিরঃ ॥১৫
প্রিয়বাদী সদা দান্তো ভব্যঃ সত্যপরো জনঃ।
হৃষ্টঃ পুষ্টঃ শুচির্দক্ষো যত্র রাজা যুধিষ্ঠিরঃ ॥১৬

ধর্ম্মসমন্বিত বাক্য বলিলেন। এই যে সর্ব্বার্থ-তত্ত্ববিদ্ ব্রাহ্মণ দ্রোণ বলিয়াছেন যে, পাণ্ডবগণ সর্ব্বলক্ষণসম্পন্ন, উত্তমব্রতপরায়ণ, সর্ব্ববেদসমন্বিত, শাস্ত্রজ্ঞ, নিয়মান্বিত, সত্যব্রতপরায়ণ, বৃদ্ধোপদেশে অবহিত, পবিত্রাচারসম্পন্ন, নিয়ত ক্ষাত্রধর্ম্মে নিরত, সর্ব্বদা শ্রীকৃষ্ণের অনুগত, সজ্জনের ভারবহনকারী, সেই মহামনাঃ, মহাবলশালী পুরুষপ্রবীর পাণ্ডবগণ অবসন্ন হইতে পারে না; তাহারা সময়জ্ঞ, তাহারা প্রতিশ্রুতি পালন করিতেছে।৫-৭

পাণ্ডবগণ ধর্ম্মবলে ও উত্তম বীর্য্যবলে সুরক্ষিত। তাহারা বিনষ্ট হইতে পারে না—আমার মতি দ্রোণের এই বাক্যে আস্থাযুক্ত।৮

হে ভরতনন্দন! সে-ক্ষেত্রে পাণ্ডবগণের সম্পর্কে এক বুদ্ধি বলিব। উত্তম নীতিজ্ঞ ব্যক্তির নীতি অপরের অন্বেষণ করিবার শক্তি নাই।৯

সেই পাণ্ডবগণের কথা চিন্তা করিয়া, এবিষয়ে আমরা যাহা করিতে পারি, বুদ্ধি অনুসারে তাহা বলিব, বিদ্বেষবশতঃ নহে—তাহা শ্রবণ কর।১০

মাদৃশ ব্যক্তির যুধিষ্ঠিরের সম্পর্কে এই নীতি (যাহা অপরে বলিতেছে) বক্তব্য নহে। সেই নীতি যাহাতে ভাল হয়, সেইরূপ ভাবেই বক্তব্য। অনীতি কোন রূপেই বক্তব্য নহে।১১

বৎস! যে ব্যক্তি বৃদ্ধদিগের অনুশাসন মানিয়া চলে, সত্যসেবী হয়, সজ্জনদিগের মধ্যে যে ব্যক্তি বলিতে ইচ্ছা করে, এইরূপ ধীর ব্যক্তিকে ধর্ম্মলাভেচ্ছায় অবশ্যই যথার্থ কথা বলিতে হইবে। সে বিষয়ে এই ত্রয়োদশ বর্ষে যুধিষ্ঠিরের নিবাসস্থান সাধারণলোকে যেমন মনে করে, আমি তেমন মনে করি না।১২-১৪

হে তাত! রাজা যুধিষ্ঠির যে নগরে বা যে জনপদে থাকিবে, সেখানকার রাজাদের কোনরূপ অকল্যাণ হইবে না। রাজা যুধিষ্ঠির যে দেশে থাকিবে, সে দেশের লোকে দানশীল, মিষ্টভাষী, বিনীত ও লজ্জাশীল হইবে।১৫

নাসূয়কো ন চাপীর্মুর্নাভিমানী ন মৎসরী।
ভবিষ্যতি জনস্তত্র স্বয়ং ধর্ম্মমনুব্রতঃ ॥১৭

ব্রহ্মঘোষাশ্চ ভূয়াংসঃ পূর্ণাহুত্যস্তথৈব চ।
ক্রতবশ্চ ভবিষ্যন্তি ভূয়াংসো ভূরিদক্ষিণাঃ ॥১৮

সদা চ তত্র পর্জ্জন্যঃ সম্যগ্বর্ষী ন সংশয়ঃ।
সম্পন্নশস্যা চ মহী নিরাতঙ্কা ভবিষ্যতি ॥১৯

গুণবন্তি চ ধান্যানি রসবন্তি ফলানি চ।
গন্ধবন্তি চ মাল্যানি শুভশব্দা চ ভারতী ॥২০

বায়ুশ্চ সুখসংস্পর্শো নিষ্প্রতীপঞ্চ দর্শনম্।
ন ভয়ং ত্বাবিশেৎ তত্র যত্র রাজা যুধিষ্ঠিরঃ ॥২১

গাবশ্চ বহুলাস্তত্র ন কৃশা ন চ দুর্বলাঃ।
পয়াংসি দধিসর্পীংষি রসবন্তি হিতানি চ ॥২২

গুণবন্তি চ পেয়ানি ভোজ্যানি রসবন্তি চ।
তত্র দেশে ভবিষ্যন্তি যত্র রাজা যুধিষ্ঠিরঃ ॥২৩

রসাঃ স্পর্শাশ্চ গন্ধাশ্চ শব্দাশ্চাপি গুণান্বিতাঃ।
দৃশ্যানি চ প্রসন্নানি যত্র রাজা যুধিষ্ঠিরঃ ॥২৪

ধর্ম্মাশ্চ তত্র সর্বৈস্তু সেবিতাশ্চ দ্বিজাতিভিঃ।
স্বৈঃ স্বৈর্গুণৈশ্চ সংযুক্তা অস্মিন্ বর্ষে
ত্রয়োদশে ॥২৫

দেশে তস্মিন্ ভবিষ্যন্তি তাত পাণ্ডবসংযুতে।
সম্প্রীতিমান্ জনস্তত্র সন্তুষ্টঃ শুচিরব্যয়ঃ ॥২৬

দেবতাতিথিপূজাসু সর্বভাবানুরাগবান্।
দৃষ্টদানো মহোৎসাহঃ স্ব-স্বধর্মপরায়ণঃ ॥২৭

রাজা যুধিষ্ঠির যেখানে থাকিবে, সেখানে লোকে সর্ব্বদা প্রিয়বাদী, জিতেন্দ্রিয়, সত্যনিষ্ঠ, হৃষ্টপুষ্ট, শুচি ও দক্ষতাযুক্ত হইবে।১৬

সেখানে লোকে স্বয়ং ধর্ম্মানুবর্ত্তী হইবে, পরকীয় গুণে দোষারোপকারী বা পরের উৎকর্ষে অসহিষ্ণু কিংবা দাম্ভিক বা পরদ্রোহী হইবে না।১৭

সেখানে বহু বেদধ্বনি, পূর্ণাহুতি এবং প্রচুর দক্ষিণাযুক্ত বহু যজ্ঞ হইবে।১৮

মেঘ সেখানে সর্ব্বদাই সুবৃষ্টি প্রদান করিবে, ইহাতে সন্দেহ নাই। পৃথিবী শস্যপূর্ণা ও আতঙ্ক-শূন্যা হইবে।১৯

রাজা যুধিষ্ঠির যেখানে থাকিবে, সেখানে ধান্য উত্তমগুণযুক্ত, ফল সুস্বাদু, মাল্য সুরভিত এবং ভাষা শ্রুতিমধুর (বা নির্দোষ শব্দাঢ্য), বায়ু সুখস্পর্শ ও দর্শন অবাধিত হইবে, ভয় সেখানে প্রবেশ করিবে না।২০-২১

রাজা যুধিষ্ঠির যেখানে থাকিবে, সে দেশে গরুর বাহুল্য থাকিবে, গরু কৃশ বা দুর্ব্বল হইবে না, দুগ্ধ, দধি, ঘৃত সুস্বাদু ও হিতকর হইবে; সুস্বাদু খাদ্য ও নানাবিধ গুণাঢ্য পানীয় থাকিবে।২২-২৩

রাজা যুধিষ্ঠির যেখানে থাকিবে, সেখানকার শব্দ, স্পর্শ, রস, রূপ ও গন্ধ গুণাঢ্য ও নির্ম্মল হইবে।২৪

হে তাত! পাণ্ডবাধিষ্ঠিত সেই দেশে এই ত্রয়োদশ বর্ষে সকল দ্বিজাতি (ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য স্ব-স্ববর্ণোচিত ধর্ম্মের সেবা করিবে এবং ধর্ম্মও নিজ গুণে ও প্রভাবে সম্পন্ন হইবে।

লোকে সন্তুষ্ট, প্রীতিমান্, পবিত্র, বিষাদশূন্য, সর্ব্বাবস্থাতেই দেবতা ও অতিথিপূজনে অনুরক্ত, দানপ্রিয়, নিজধর্ম্মপরায়ণ ও মহা উৎসাহশালী হইবে।২৫-২৭

অশুভাদ্ধি শুভপ্রেপ্সুরিষ্টযজ্ঞঃ শুভব্রতঃ।
ভবিষ্যতি জনস্তত্র যত্র রাজা যুধিষ্ঠিরঃ ॥২৮

ত্যক্তবাক্যানৃতস্তাত শুভকল্যাণমঙ্গলঃ।
শুভার্থেপ্সুঃ শুভমতির্যত্র রাজা যুধিষ্ঠিরঃ ॥২৯

ভবিষ্যতি জনস্তত্র নিত্যং চেষ্টপ্রিয়ব্রতঃ।
ধর্মাত্মা শক্যতে জ্ঞাতুং নাপি তাত দ্বিজাতিভিঃ ॥৩০

কিং পুনঃ প্রাকৃতৈস্তাত পার্থো বিজ্ঞায়তে কচিৎ।
যস্মিন্ সত্যং ধৃতির্দানং পরা শান্তির্ধ্রুবা ক্ষমা ॥৩১

হ্রীঃ শ্রীঃ কীর্ত্তিঃ পরং তেজ আনৃশংস্যমথার্জ্জবম্।
তস্মাৎ তত্র নিবাসং তু ছন্নং যত্নেন ধীমতঃ ॥৩২

এবমেতৎ তু সঞ্চিন্ত্য যৎকৃতে মন্যসে হিতম্।
তৎ ক্ষিপ্রং কুরু কৌরব্য যদ্যেবং শ্রদ্দধাসি মে ॥৩৩

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং বিরাটপর্ব্বণি গোহরণপর্ব্বণি চারপ্রত্যাচারে ভীষ্মবাক্যে অষ্টাবিংশোঽধ্যায়ঃ ॥২৮

রাজা যুধিষ্ঠির যেখানে থাকিবে, সেখানে লোকে অশুভবুদ্ধি পরিত্যাগ করিয়া শুভাভিলাষী হইবে, যজ্ঞপ্রিয় ও পরহিত ব্রতী হইবে।২৮

রাজা যুধিষ্ঠির যেখানে থাকিবে, সেখানে লোকেরা মিথ্যা কথা বলিবে না। তাহাদের স্বস্ত্যয়নাদি কল্যাণকার্য্য ও বিবাহাদি মঙ্গলকার্য্য নির্ব্বিঘ্নে সম্পন্ন হইবে, সকলে সদ্বৃত্তি দ্বারা অর্থলাভ করিতে ইচ্ছা করিবে, এবং শুভবুদ্ধিসম্পন্ন হইবে। সেখানে লোকে নিত্যই যজ্ঞপরায়ণ ও পরের হিতসাধনে ব্রতী হইবে। বৎস! যে যুধিষ্ঠিরের মধ্যে সত্য, ধৈর্য্য, দান, পরমা শান্তি, অচলা ক্ষমা, শ্রী, কীর্ত্তি, লজ্জা, মহাতেজস্বিতা, দয়া ও সরলতা বিদ্যমান, দ্বিজাতিগণও সেই ধর্ম্মাত্মা যুধিষ্ঠিরকে জানিতে সমর্থ নহে, সাধারণ লোকে কি আর ধার্ম্মিককে কখনও জানিতে পারিবে?

সুতরাং বুদ্ধিমান্ যুধিষ্ঠিরের যে সযত্নে বিহিত প্রচ্ছন্নাবস্থান ও ত্রুটিহীন প্রচ্ছন্ন গতিবিধি সে বিষয়ে আমি অন্যরূপ বলিতে ইচ্ছা করি না।

হে কৌরবনন্দন! আমাকে যদি শ্রদ্ধা কর, তবে ইহা এইরূপ ভাবেই চিন্তা করিয়া যাহা করিলে ভাল হইবে মনে কর, সত্বর তাহার ব্যবস্থা কর।২৯-৩৩

শ্রীমন্মহর্ষিবেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের বিরাটপর্ব্বান্তর্গত গোহরণপর্ব্বে চারপ্রেরণে ভীষ্মবাক্যবিষয়ক অষ্টাবিংশ অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।২৮

একোনত্রিংশোঽধ্যায়ঃ।

[কৃপাচার্য্যস্যোক্তিঃ, দুর্য্যোধনস্য কর্ত্তব্যনিশ্চয়শ্চ।]

বৈশম্পায়ন উবাচ।

ততঃ শারদ্বতো বাক্যমিত্যুবাচ কৃপস্তদা।
যুক্তং প্রাপ্তঞ্চ বৃদ্ধেন পাণ্ডবান্ প্রতি ভাষিতম্ ॥১

ধর্ম্মার্থসহিতং শ্লক্ষ্ণং তত্ত্বতশ্চ সহেতুকম্।
তত্রানুরূপং ভীষ্মেণ মমাপ্যত্র গিরং শৃণু ॥২

তেষাং চৈব গতিস্তীর্থৈর্ব্বাসশ্চৈষাং প্রচিন্ত্যতাম্।
নীতির্বিধীয়তাং চাপি সাম্প্রতং যা হিতা ভবেৎ ॥৩

নাবজ্ঞেয়ো রিপুস্তাত প্রাকৃতোঽপি বুভূষতা।
কিং পুনঃ পাণ্ডবাস্তাত সর্ব্বাস্ত্রকুশলা রণে ॥৪

তস্মাৎ সত্রং প্রবিষ্টেষু পাণ্ডবেষু মহাত্মসু।
গূঢ়ভাবেষু ছন্নেষু কালে চোদয়মাগতে ॥৫

স্বরাষ্ট্রে পররাষ্ট্রে চ জ্ঞাতব্যং বলমাত্মনঃ।
উদয়ঃ পাণ্ডবানাঞ্চ প্রাপ্তে কালে ন সংশয়ঃ ॥৬

নিবৃত্তসময়াঃ পার্থা মহাত্মানো মহাবলাঃ।
মহোৎসাহা ভবিষ্যন্তি পাণ্ডবা হ্যমিতৌজসঃ ॥৭

তস্মাদ্ বলঞ্চ কোষশ্চ নীতিশ্চাপি বিধীয়তাম্।
যথা কালোদয়ে প্রাপ্তে সম্যক্ তৈঃ সন্দধামহে ॥৮

তাত বুদ্ধ্যাপি তৎ সর্ব্বং বুধ্যস্ব বলমাত্মনঃ।
নিয়তং সর্ব্বমিত্রেষু বলবৎস্ববলেষু চ ॥৯

উচ্চাবচং বলং জ্ঞাত্বা মধ্যস্থং চাপি ভারত।
প্রহৃষ্টমপ্রহৃষ্টঞ্চ সন্দধাম তথা পরৈঃ ॥১০

সাম্না দানেন ভেদেন দণ্ডেন বলিকর্ম্মণা।
ন্যায়েনাক্রম্য চ পরান্ বলাচ্চান্যস্য দুর্ব্বলান্ ॥১১

একোনত্রিংশ অধ্যায়।

[কৃপাচার্য্যের উক্তি এবং দুর্য্যোধনের কর্ত্তব্যনিশ্চয়।]

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—তারপর শরদ্বানের পুত্র কৃপাচার্য্য তখন এই কথা বলিলেন যে, কুলবৃদ্ধ ভীষ্ম পাণ্ডবদিগের সম্বন্ধে যুক্তিযুক্ত, সময়োচিত, ধর্ম্মার্থসম্পন্ন মধুর বাক্য যথার্থভাবেই কারণসহকারে বলিয়াছেন। আমারও এবিষয়ে তদনুরূপ বাক্য শ্রবণ কর।১-২

তাহাদের গতি ও বাসস্থান চরগণের দ্বারা জানিবার উপায় সম্বন্ধে চিন্তা কর এবং সম্প্রতি যাহা হিতকর হয়, সেইরূপ নীতি বিধান কর।৩

বৎস! উন্নতিকামী ব্যক্তি সাধারণ শত্রুকেও অবজ্ঞা করিবে না, পুনরায় সেখানে সমরে সর্ব্বাস্ত্রকুশল পাণ্ডবদিগের কথা কি বলিবার আছে?৪

সুতরাং উদারচেতা পাণ্ডবগণ ছদ্মবেশী হইয়া গুপ্তভাবে অবস্থিত থাকিতেই তাহাদের আসন্ন আবির্ভাবকালে স্বরাষ্ট্র ও পররাষ্ট্রে নিজের সৈন্য ও শক্তির পরিমাণ অবগত হওয়া উচিত। সময় উপস্থিত হইলে পাণ্ডবদের আবির্ভাব হইবে—ইহাতে সংশয় নাই।৫-৬

অমিততেজা, মহাবলশালী, অত্যন্ত অধ্যবসায় ও উৎসাহসম্পন্ন পাণ্ডবগণ প্রতিজ্ঞা নির্ব্বাহ করিতে পারিবে।৭

সুতরাং সৈন্য, কোষ ও নীতি—এই তিনেরই ব্যবস্থা অবলম্বন কর—যাহাতে আমরা সময় উপস্থিত হইলেই তাহাদের সহিত উপযুক্তভাবে মিলিত হইতে পারি।৮

বৎস! প্রবল বা দুর্ব্বল সমস্ত মিত্রের মধ্যেও নিজের শক্তির পরিমাণ নিজবুদ্ধি দ্বারাও নিশ্চিতরূপে নিরূপণ করা প্রয়োজন।৯

সান্ত্বয়িত্বা তু মিত্রাণি বলং চাভাষ্যতাং সুখম্।
সুকোষ-বলসংবৃদ্ধঃ সম্যক্ সিদ্ধিমবাপ্স্যসি ॥১২

যোৎস্যসে চাপি বলিভিররিভিঃ প্রত্যুপস্থিতৈঃ।
অন্যৈস্ত্বং পাণ্ডবৈর্বাপি হীনৈঃ স্ববলবাহনৈঃ ॥১৩

এবং সর্ব্বং বিনিশ্চিত্য ব্যবসায়ং স্বধর্মতঃ।
যথাকালং মনুষ্যেন্দ্র চিরং সুখমবাপ্স্যসি ॥১৪

বৈশম্পায়ন উবাচ।

(ততো দুর্য্যোধনো বাক্যং শ্রুত্বা তেষাং মহাত্মনাম্
মুহূর্ত্তমিব সাকল্প্য সচিবানিদমব্রবীৎ ॥

দুর্য্যোধন উবাচ।

শ্রুতং হেতন্ময়া পূর্ব্বং কথাসু জনসংসদি।
বীরাণাং শাস্ত্রবিদুষাং প্রাজ্ঞানাং মতিনিশ্চয়ে ॥

হে ভরতনন্দন! আমাদের সৈন্যবল উচ্চ, মধ্যম অথবা হীন এবং তাঁহারা সন্তুষ্ট কি অসন্তুষ্ট তাহা জানিয়া আমরা শত্রুর সহিত সেইভাবে যোগাযোগ করিব।১০

আপনি উপযুক্ত কোষ ও বলদ্বারা প্রবৃদ্ধ হইলে সাম, দান, ভেদ, দণ্ড অথবা করদান দ্বারা যথাযোগ্যভাবে প্রবল শত্রুকে আয়ত্ত করিয়া এবং দুর্ব্বলদিগকে বলপূর্ব্বক নতি স্বীকার করাইয়া, মিত্রদিগকে মধুর বাক্য ও ব্যবহারে শান্ত রাখিয়া নিজ সৈন্যদিগকে সাদর-সম্ভাষণে সন্তুষ্ট কর, তবেই সম্পূর্ণ সিদ্ধিলাভ করিতে পারিবে এবং সৈন্য ও বাহনাদিতে হীনবল পাণ্ডবগণ অথবা বলবান্ অন্যান্য শত্রুগণ উপস্থিত হইলে তাহাদের সহিতও যুদ্ধ করিতে পারিবে।১১-১৩

হে রাজন্! এইভাবে স্বধর্ম্মানুসারে যথাকালে সমস্ত কর্ত্তব্যবিষয় বিশেষভাবে নিশ্চিত করিয়া লইলে চিরকালের জন্য সুখী হইতে পারিবে।১৪

কৃতিনাং সারফল্গুত্বং জানামি নয়চক্ষুষা।
সত্ত্বে বাহুবলে ধৈর্য্যে প্রাণে শরীরসম্ভবে।
সাম্প্রতং মানুষে লোকে সদৈত্য-নর-রাক্ষসে ॥

চত্বারস্তু নরব্যাঘ্রা বলে শক্রোপমা ভুবি।
উত্তমাঃ প্রাণিনাং তেষাং নাস্তি কশ্চিদ্ বলে সমঃ ॥

সমপ্রাণবলা নিত্যং সম্পূর্ণবলপৌরুষাঃ।
বলদেবশ্চ ভীমশ্চ মদ্ররাজশ্চ বীর্য্যবান্ ॥
চতুর্থঃ কীচকস্তেষাং পঞ্চমং নানুশুশ্রুমঃ।
অন্যোন্যানন্তরবলাঃ পরস্পরজয়ৈষিণঃ ॥
বাহুযুদ্ধমভীপ্সন্তো নিত্যং সংরব্ধমানসাঃ।
তেনাহমবগচ্ছামি প্রত্যয়েন বৃকোদরম্ ॥

(বৈশম্পায়ন বলিলেন,—তারপর দুর্য্যোধন সেই মহাপুরুষগণের কথা শুনিয়া, ক্ষণকাল যেন চিন্তা করিয়া মন্ত্রীদিগকে এই কথা বলিলেন।

দুর্য্যোধন বলিলেন,—আমি পূর্ব্বে জনসভায় শাস্ত্রবিৎ পণ্ডিত ও বীরগণের সম্বন্ধে ধারণা স্থির করার বিষয়ে কথাবার্ত্তায় ইহা শুনিয়াছি এবং নীতিরূপ চক্ষুদ্বারাও কৃতিমান্ বীরগণের সারতা ও অসারতা জানিয়াছি। সম্প্রতি জগতে মানব, দৈত্য ও রাক্ষস-সমন্বিত মনুষ্যলোকে দৈহিক সারবত্তা, প্রাণশক্তি, ধৈর্য্য ও বাহুবলে চারিজন নরপুঙ্গব প্রাণীদিগের মধ্যে সর্ব্বোত্তম, তাঁহারা ইন্দ্রতুল্য বলবান্, বলে তাঁহাদের সমকক্ষ আর কেহ নাই।

তাঁহাদের মধ্যেই বল ও পৌরুষের পরিপূর্ণ প্রকাশ, তাঁহাদের বল ও প্রাণশক্তি সর্ব্বদাই সমান। তাঁহারা হইলেন—বলরাম, ভীম, মদ্ররাজ শল্য এবং তাঁহাদের চতুর্থ ব্যক্তি কীচক। পঞ্চম কোন ব্যক্তির কথা শোনা যায় না। তাঁহাদের পরস্পরের শক্তির তারতম্য নাই, তাঁহারা পরস্পর

মনস্তত্ত্বিনিবিষ্টং মে ব্যক্তং জীবন্তি পাণ্ডবাঃ।
তত্রাহং কীচকং মন্যে ভীমসেনেন মারিতম্ ॥
সৈরন্ধ্রীং দ্রৌপদীং মন্যে নাত্র কার্য্যা বিচারণা।
শঙ্কে কৃষ্ণানিমিত্তং তু ভীমসেনেন কীচকঃ ॥
গন্ধর্ব্বব্যপদেশেন হতো নিশি মহাবলঃ।
কো হি শক্তঃ পরো ভীমাৎ কীচকং হন্তুমোজসা ॥
শস্ত্রং বিনা বাহুবীর্য্যাৎ তথা সর্ব্বাঙ্গচূর্ণনে।
মর্দিতুং বা তথা শীঘ্রং চর্মমাংসাস্থিচূর্ণিতম্ ॥
রূপমন্যৎ সমাস্থায় ভীমস্তেতদ্ বিচেষ্টিতম্।
ধ্রুবং কৃষ্ণানিমিত্তং তু ভীমসেনেন সূতজাঃ ॥
গন্ধর্ব্বব্যপদেশেন হতা যুধি ন সংশয়ঃ।
পিতামহেন যে চোক্তা দেশস্য চ জনস্য চ ॥

গুণাস্তে মৎস্যরাষ্ট্রস্য বহুশোঽপি ময়া শ্রুতাঃ।
বিরাটনগরে মন্যে পাণ্ডবাশ্ছন্নচারিণঃ ॥
নিবসন্তি পুরে রম্যে তত্র যাত্রা বিধীয়তাম্।
মৎস্যরাষ্ট্রং হনিষ্যামো গ্রহীষ্যামশ্চ গোধনম্ ॥
গৃহীতে গোধনে নূনং তেঽপি যোৎস্যন্তি পাণ্ডবাঃ।
অপূর্ণে সময়ে চাপি যদি পশ্যেম পাণ্ডবান্ ॥
দ্বাদশান্যানি বর্ষাণি প্রবেক্ষ্যন্তি পুনর্বনম্ ॥
তস্মাদন্যতরেণাপি লাভোঽস্মাকং ভবিষ্যতি।
কোষবৃদ্ধিরিহাস্মাকং শত্রূণাং নিধনং ভবেৎ ॥
কথং দুর্য্যোধনং গচ্ছেদ্ যুধিষ্ঠিরকৃতঃ পুরা।
এতচ্চাপি বদন্ত্যেষ মাৎস্যঃ পরিভবাম্যরি ॥

জয়াভিলাষী।

তাঁহারা মনে মনে কুপিত ও সর্ব্বদাই বাহুযুদ্ধে অভিলাষী। সেই বিশ্বাসবশে আমি ভীমকে চিনিতে পারিতেছি।

আমার স্পষ্টই মনে হইতেছে যে পাণ্ডবেরা জীবিত আছে। আমি মনে করি—সেখানে কীচককে ভীমই হত্যা করিয়াছে এবং সৈরন্ধ্রীকে দ্রৌপদী বলিয়াই মনে করি, ইহাতে আর বিতর্কের অবকাশ নাই। বোধ করি, দ্রৌপদীর জন্যই ভীম রাত্রিকালে গন্ধর্ব্বের নামে মহাবলশালী কীচককে বধ করিয়াছে। ভীম ভিন্ন আর কে নিজবলে কীচককে হত্যা করিতে সমর্থ?

তা ছাড়া, শস্ত্রব্যতিরেকে কেবল বাহুবলে সর্ব্বাঙ্গ চূর্ণ করিতে বা মর্দ্দিত করিতেই বা আর কে পারে? অত শীঘ্র চর্ম্ম, অস্থি, মাংস চূর্ণ করা—ইহা ছদ্মরূপ ধারণ করিয়া ভীমেরই কার্য্য। নিশ্চয়ই দ্রৌপদীর জন্য ভীম গন্ধর্ব্বের নামে সূতপুত্রদিগকে যুদ্ধে বধ করিয়াছে, ইহাতে সংশয় নাই।

পিতামহ ভীষ্মদেব যুধিষ্ঠিরের অধিষ্ঠিত দেশের ও তত্রত্য জনগণের যে সমস্ত গুণের কথা বলিয়াছেন—মৎস্যরাষ্ট্রের ঐরূপ গুণের কথাও আমি বহুবার শুনিয়াছি। মনে হয়, বিরাটনগরেই পাণ্ডবেরা প্রচ্ছন্নভাবে বিচরণ করিতেছে এবং রমণীয় রাজধানীতে বাস করিতেছে। সেইখানেই যাত্রা করা হউক। আমরা মৎস্যরাষ্ট্রকে আঘাত দিব এবং গোধন হরণ করিব।

গোধন হরণ করিলে সেই পাণ্ডবগণও নিশ্চয়ই যুদ্ধ করিবে। সময় পূর্ণ হইবার পূর্ব্বেই যদি আমরা পাণ্ডবদিগকে দেখিতে পাই, তাহা হইলে তাহারা পুনরায় আরও দ্বাদশ বৎসর অরণ্যে প্রবেশ করিবে।

ইহার যে কোন একটিতেই আমাদের লাভ হইবে। ইহাতে আমাদের কোষবৃদ্ধি হইবে এবং শত্রুনিধনও হইবে।

তস্মাৎ কর্তব্যমেতদ্ বৈ তত্র যাত্রা বিধীয়তাম্।
এতৎ সুনীতং মন্যেঽহং সর্বেষাং যদি রোচতে ॥)

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং বিরাটপর্বণি গোহরণপর্বণি চার-প্রত্যাচারে কৃপবাক্যে একোনত্রিংশোঽধ্যায়ঃ॥২৯

মৎস্যরাজ আমার প্রতি অবজ্ঞা করিয়া এরূপ কথাও বলিয়া থাকে যে, যেব্যক্তি যুধিষ্ঠিরের দ্বারা পূর্ব্বে পালিত হইয়াছে, সে কি করিয়া দুর্য্যোধনের দলভুক্ত হইতে পারে (বা বশ্যতা স্বীকার করিতে পারে)?

সুতরাং ইহাই কর্ত্তব্য। সেখানে যাত্রা করা হউক। ইহাই উত্তম নীতিসম্মত বলিয়া আমি মনে করি—অবশ্য যদি ইহা সকলের মনঃপূত হয়)।

শ্রীমন্মহর্ষিবেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের বিরাটপর্ব্বান্তর্গত গোহরণপর্ব্বে চরপ্রেরণপ্রসঙ্গে কৃপবাক্যবিষয়ক একোনত্রিংশ অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।২৯

ত্রিংশোঽধ্যায়ঃ।

[সুশর্মণঃ প্রস্তাবানুসারেণ ত্রিগর্ত্তবাসিনাং কৌরবাণাঞ্চ মৎস্যদেশাক্রমণম্।]

বৈশম্পায়ন উবাচ।

অথ রাজা ত্রিগর্ত্তানাং সুশর্ম্মা রথযূথপঃ।
প্রাপ্তকালমিদং বাক্যমুবাচ ত্বরিতো বলী ॥১

অসকৃন্নিকৃতাঃ পূর্বং মৎস্যশাল্বেয়কৈঃ প্রভো।
সূতেনৈব চ মৎস্যস্য কীচকেন পুনঃ পুনঃ ॥২

বাধিতো বন্ধুভিঃ সার্দ্ধং বলাদ্ বলবতা বিভো।
স কর্ণমভ্যুদীক্ষ্যাথ দুর্য্যোধনমভাষত ॥৩

অসকৃন্মৎস্যরাজ্ঞো মে রাষ্ট্রং বাধিতমোজসা।
প্রণেতা কীচকস্তস্য বলবানভবৎ পুরা ॥৪

ক্রূরোঽমর্ষী স দুষ্টাত্মা ভুবি প্রখ্যাতবিক্রমঃ।
নিহতঃ স তু গন্ধর্বৈঃ পাপকর্মা নৃশংসবান্ ॥৫

তস্মিন্ বিনিহতে রাজা হতদর্পো নিরাশ্রয়ঃ।
ভবিষ্যতি নিরুৎসাহো বিরাট ইতি মে মতিঃ ॥৬

ত্রিংশ অধ্যায়।

[সুশর্ম্মার প্রস্তাব অনুসারে ত্রিগর্ত্তবাসী ও কৌরবগণের মৎস্যদেশ আক্রমণ।]

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—অনন্তর বহুরথাধিপতি ত্রিগর্ত্ত দেশের রাজা বীর সুশর্ম্মা ত্বরান্বিত হইয়া সময়োচিত এই বাক্য বলিলেন।১

প্রভাবশালী দুর্য্যোধন! মৎস্য ও শাল্বদেশীয় জনগণ এবং মৎস্যরাজ্যের সেনাপতি সূতজাতীয় কীচক সুশর্ম্মার সহিত বারংবার শঠতা করিয়াছিল।২

বলবান্ কীচক বলপ্রয়োগে বন্ধুবর্গের সহিত এই সুশর্ম্মাকে উৎপীড়িত করিয়াছিল। সেই সুশর্ম্মা কর্ণের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া দুর্য্যোধনকে বলিলেন।৩

মৎস্যরাজ বলপ্রয়োগে বারবার আমার রাজ্য আক্রমণ করিয়াছে। বলবান্ কীচক পূর্ব্বে তাহার সেনাপতি ছিল।৪

সেই দুরাত্মা অতিশয় ক্রূর ও ক্রোধী ছিল। তাহার পরাক্রম জগদ্বিখ্যাত ছিল। সেই নৃশংস ও পাপাত্মা কীচক গন্ধর্ব্বের হস্তে নিহত হইয়াছে।৫

সে নিহত হওয়ায় রাজা বিরাট এখন

তত্র যাত্রা মম মতা যদি তে রোচতেঽনঘ।
কৌরবাণাঞ্চ সর্বেষাং কর্ণস্য চ মহাত্মনঃ ॥৭

এতৎ প্রাপ্তমহং মন্যে কার্য্যমাত্যয়িকং হি নঃ।
রাষ্ট্রং তস্যাভিযাস্যামো বহুধান্যসমাকুলম্ ॥৮

আদদামোঽস্য রত্নানি বিবিধানি বসূনি চ।
গ্রামান্ রাষ্ট্রাণি বা তস্য হরিষ্যামো বিভাগশঃ ॥৯

অথবা গোসহস্রাণি শুভানি চ বহূনি চ।
বিবিধানি হরিষ্যামঃ প্রতিপীড্য পুরং বলাৎ ॥১০

কৌরবৈঃ সহ সঙ্গত্য ত্রিগর্তৈশ্চ বিশাম্পতে।
গাস্তস্যাপহরামোঽদ্য সর্বৈশ্চৈব সুসংহতাঃ ॥১১

সংবিভাগেন কৃত্বা তু নিবধ্নীমোঽস্য পৌরুষম্।
হত্বা চাস্য চমূং কৃৎস্নাং বশমেবানয়ামহে ॥১২

নিঃসহায়, হতদর্প ও নিরুৎসাহ হইবে বলিয়া আমার মনে হয়।৬

উৎসাহশীল সম্রাট্! যদি আপনার এবং সমস্ত কৌরবগণ ও মহাত্মা কর্ণের অভিরুচি হয়, তবে সেখানে যুদ্ধযাত্রায় আমার সম্মতি আছে।৭

আমি মনে করি, এখন উপযুক্তকাল আসিয়াছে ও আমাদের ইহা অবশ্যকর্ত্তব্যকার্য্য উপস্থিত হইয়াছে। বিরাটরাজার বহু-ধান্যে পরিপূর্ণ রাজ্যে আমরা অভিযান করিব।৮

তাহার বিবিধ ধনরত্ন হরণ করিব, অথবা নগর আক্রমণ করিয়া বিভাগানুসারে বলপূর্ব্বক নানাপ্রকারের বহুসংখ্যক উত্তম উত্তম গোধন হরণ করিব।৯

অথবা তাহার যে সুন্দর অনেক গরুর বহু দল আছে, বলপূর্ব্বক মৎস্যনগরকে বিধ্বস্ত করিয়া সেই সমস্ত গোসকলকে হরণ করিব।১০

হে রাজন্! কৌরবগণের সহিত মিলিত হইয়া এবং ত্রিগর্ত্তদেশীয় সমস্ত জনগণের সহিত উত্তমরূপে সঙ্ঘবদ্ধ হইয়া অদ্য আমরা তাহার গোধনসমূহ হরণ করিব।১১

তং বশে ন্যায়তঃ কৃত্বা সুখং বৎস্যামহে বয়ম্।
ভবতাং বলবৃদ্ধিশ্চ ভবিষ্যতি ন সংশয়ঃ ॥১৩

তচ্ছ্রুত্বা বচনং তস্য কর্ণো রাজানমব্রবীৎ।
সূক্তং সুশর্মণা বাক্যং প্রাপ্তকালং হিতঞ্চ নঃ ॥১৪

তস্মাৎ ক্ষিপ্রং বিনির্যামো যোজয়িত্বা বরূথিনীম্।
বিভজ্য চাপ্যনীকানি যথা বা মন্যসেঽনঘ ॥১৫

প্রাজ্ঞো বা কুরুবৃদ্ধোঽয়ং সর্বেষাং নঃ পিতামহঃ।
আচার্য্যশ্চ যথা দ্রোণঃ কৃপঃ শারদ্বতস্তথা।
মন্যন্তে তে যথা সর্বে তথা যাত্রা বিধীয়তাম্ ॥১৬

সম্মন্ত্র্য চাশু গচ্ছামঃ সাধনার্থং মহীপতেঃ।
কিঞ্চ নঃ পাণ্ডবৈঃ কার্য্যং হীনার্থবলপৌরুষৈঃ ॥১৭

উহার পরাক্রমকে উত্তমরূপে বিভক্ত করিয়া নিগৃহীত করিব এবং সমস্ত সৈন্য হত্যা করিয়া উহাকে বশীভূত করিব।১২

তাহাকে ন্যায়ানুসারে বশীভূত করিয়া আমরা সুখে বাস করিতে থাকিব এবং আপনারও তাহাতে বলবৃদ্ধি হইবে—সন্দেহ নাই।১৩

তাহার সেই কথা শুনিয়া কর্ণ দুর্য্যোধনকে বলিলেন,—সুশর্ম্মা উত্তম কথাই বলিয়াছেন, এই বাক্য আমাদের হিতকর এবং কালোচিত।১৪

সুতরাং সমগ্র বাহিনী একত্র করিয়া অথবা দলে দলে সেনা বিভক্ত করিয়া শীঘ্রই আমরা যাত্রা করি কিংবা আপনি যেমন মনে করেন এবং আমাদের সকলের পিতামহ কুরুকুলবৃদ্ধ এই প্রাজ্ঞ ভীষ্ম ও আচার্য্য দ্রোণ এবং শরদ্বানের নন্দন কৃপ—ইঁহারা সকলে যেরূপ মনে করেন, সেইভাবে যাত্রা করা হউক।১৫-১৬

রাজার কার্য্য-সাধনের জন্য মন্ত্রণাপূর্ব্বক আমরা সত্বর যাত্রা করিব। অর্থবল ও পৌরুষহীন পাণ্ডবেরা

অত্যন্তং বা প্রনষ্টাস্তে প্রাপ্তা বাপি যমক্ষয়ম্।
যামো রাজন্ নিরুদ্বিগ্না বিরাটনগরং বয়ম্ ॥
আদাস্যামো হি পাস্তস্য বিবিধানি বসূনি চ ॥১৮

বৈশম্পায়ন উবাচ।
ততো দুর্য্যোধনো রাজা বাক্যমাদায় তস্য তৎ।
বৈকর্ত্তনস্য কর্ণস্য ক্ষিপ্রমাজ্ঞাপয়ৎ স্বয়ম্ ॥১৯

শাসনে নিত্যসংযুক্তং দুঃশাসনমনন্তরম্।
সহ বৃদ্ধৈস্তু সম্মন্ত্র্য ক্ষিপ্রং যোজয় বাহিনীম্ ॥২০

যথোদ্দেশঞ্চ গচ্ছামঃ সহিতাস্তত্র কৌরবৈঃ।
সুশর্ম্মা চ যথোদ্দিষ্টং দেশং যাতু মহারথঃ।
ত্রিগর্ত্তৈঃ সহিতো রাজা সমগ্রবলবাহনঃ ॥২১

আমাদের কিই বা করিবে ?১৭

হয়ত' তাহারা একান্তভাবেই চক্ষুর অগোচরে গমন করিয়াছে কিংবা হয়ত' যমালয়েই চলিয়া গিয়াছে। রাজন্! আমরা নিরুদ্বিগ্ন হইয়াই বিরাটনগরে যাত্রা করিয়া তাহার নানাবিধ ধনরত্ন ও গোধনসমূহ আনয়ন করিব।১৮

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—তারপর রাজা দুর্য্যোধন সেই সূর্য্যপুত্র কর্ণের এতাদৃশ কথা শুনিয়া নিয়তশাসনাধীন সন্নিহিত দুঃশাসনকে তৎক্ষণাৎ স্বয়ং আদেশ করিলেন যে, বৃদ্ধগণের সহিত মন্ত্রণা করিয়া সত্বর সৈন্য যোজনা কর।১৯-২০

আমরা কৌরবগণের সহিত সেই বাহিনীতে মিলিত হইয়া যথাস্থানে গমন করিব। মহারথ সুশর্ম্মাও যথানির্দ্দিষ্ট স্থানে গমন করুন। রাজা সুশর্ম্মা ত্রিগর্ত্তদেশীয় জনগণের সহিত

প্রাগেব হি সুসংবীতো মৎস্যস্য বিষয়ং প্রতি।
জঘন্যতো বয়ং তত্র যাস্যামো দিবসান্তরে ॥
বিষয়ং মৎস্যরাজস্য সুসমৃদ্ধং সুসংহতাঃ ॥২২

তে যান্তু সহিতাস্তত্র বিরাটনগরং প্রতি।
ক্ষিপ্রং গোপান্ সমাসাদ্য গৃহ্নন্তু বিপুলং ধনম্ ॥২৩
গবাং শতসহস্রাণি শ্রীমন্তি গুণবন্তি চ।
বয়মপ্যনুগৃহ্নীমো দ্বিধা কৃত্বা বরূথিনীম্ ॥২৪

বৈশম্পায়ন উবাচ।
তে স্ম গত্বা যথোদ্দিষ্টাং দিশং বহ্নের্মহীপতে।
সন্নদ্ধা রথিনঃ সর্বে সপদাতা বলোৎকটাঃ ২৫

প্রতি বৈরং চিকীর্ষন্তো গোষু গৃদ্ধা মহাবলাঃ।
আদাতুং গাঃ সুশর্ম্মাথ কৃষ্ণপক্ষস্য সপ্তমীম্ ॥২৬

সমগ্র সৈন্য ও বাহনসহ সুসজ্জিত হইয়া পূর্ব্বেই মৎস্যরাজ্যে প্রবেশ করুন। আমরা পশ্চাদ্ভাগে সুসংহত হইয়া দিনান্তরে মৎস্যরাজের সেই সুসমৃদ্ধ রাজ্যে গমন করিব।২১-২২

তাঁহারা তথায় সম্মিলিত হইয়া বিরাটনগরে প্রবেশ করুন এবং গোপদিগকে আক্রমণ করিয়া বিপুল গোধন গ্রহণ করুন।২৩

আমরাও সৈন্যকে দুইভাগে ভাগ করিয়া, পশ্চাতে সুন্দর শ্রীমণ্ডিত গুণসম্পন্ন শতসহস্র গোধন গ্রহণ করিব।২৪

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—রাজন্! তাঁহারা নির্দ্দেশমত অগ্নিকোণে গমন করিয়া উৎকৃষ্টবলশালী রথী এবং পদাতি সকলে সম্মিলিত ও সুসজ্জিত হইল।২৫

অপরে দিবসে সর্বে রাজন্ সম্ভূয় কৌরবাঃ।
অষ্টম্যাং তে ন্যগৃহ্নন্ত গোকুলানি সহস্রশঃ ॥২৭

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং বিরাটপর্বণি গোহরণপর্বণি দক্ষিণগোগ্রহে সুশর্মাভিযানে ত্রিংশোঽধ্যায়ঃ ॥৩০

মহাবলশালী তাহারা সকলে বৈরনির্যাতনেচ্ছায় গোধনের প্রতি অভিলাষী হইল। হে রাজন্! অনন্তর সুশর্ম্মা কৃষ্ণ পক্ষের সপ্তমীতে গো-ধন গ্রহণ করিতে এবং কৌরবেরা সকলে সম্মিলিত হইয়া পরদিন অষ্টমীতে সহস্র সহস্র গো-যূথ নিগৃহীত করিতে লাগিল।২৬-২৭

শ্রীমন্মহর্ষিবেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের বিরাটপর্ব্বান্তর্গত গোহরণপর্ব্বে দক্ষিণগোগ্রহে সুশর্ম্মার অভিযানে ত্রিংশ অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।৩০

একত্রিংশোঽধ্যায়ঃ।

[পাণ্ডবচতুষ্টয়ৈঃ সহ রাজ্ঞো বিরাটস্য যুদ্ধযাত্রা।]

বৈশম্পায়ন উবাচ।

ততস্তেষাং মহারাজ তত্রৈবামিততেজসাম্।
ছদ্মলিঙ্গপ্রবিষ্টানাং পাণ্ডবানাং মহাত্মনাম্ ॥১

ব্যতীতঃ সময়ঃ সম্যগ্ বসতাং বৈ পুরোত্তমে।
কুর্ব্বতাং তস্য কর্মাণি বিরাটস্য মহীপতেঃ ॥২

কীচকে তু হতে রাজা বিরাটঃ পরবীরহা।
পরাং সম্ভাবনাং চক্রে কুন্তীপুত্রে যুধিষ্ঠিরে ॥৩

ততস্ত্রয়োদশস্যান্তে তস্য বর্ষস্য ভারত।
সুশর্ম্মণা গৃহীতং তদ্ গোধনং তরসা বহু ॥৪

(ততঃ শব্দো মহানাসীৎ রেণুশ্চ দিবমস্পৃশৎ।
শঙ্খদুন্দুভিঘোষশ্চ ভেরীণাঞ্চ মহাস্বনঃ ॥
গবাশ্ব-রথ-নাগানাং নরাণাঞ্চ পদাতিনাম্।
এবং তৈস্তুভিনির্য্যায় মৎস্যরাজস্য গোধনে ॥

ত্রিগর্ত্তৈর্গৃহ্যমাণে তু গোপালাঃ প্রত্যবেধয়ন্।
অথ ত্রিগর্ত্তা বহবঃ পরিগৃহ্য ধনং বহু ॥

পরিক্ষিপ্য হয়ৈঃ শীঘ্রৈ রথব্রাতৈশ্চ ভারত।
গোপালান্ প্রত্যযুধ্যন্ত রণে কৃত্বা জয়ে ধৃতিম্ ॥

একত্রিংশ অধ্যায়।

[চারি পাণ্ডবের সহিত রাজা বিরাটের যুদ্ধ যাত্রা।]

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—হে মহারাজ! তারপর সেই বিরাটরাজার রাজধানীতে ছদ্মবেশ ধারণপূর্ব্বক অবস্থান করিয়া বিরাট রাজারই কার্য্য করিতে করিতে অমিততেজস্বী পাণ্ডবগণের অজ্ঞাতবাসের কাল পূর্ণরূপে অতিবাহিত হইয়া গেল।১-২

কীচক নিহত হইবার পরে শত্রুবীরহন্তা বিরাটরাজা কুন্তীপুত্র যুধিষ্ঠিরের প্রতি সমধিক সমাদর প্রদর্শন করিতে লাগিলেন।৩

হে ভরতনন্দন! তারপর সেই ত্রয়োদশবর্ষ অতীত হইবার পরে সুশর্ম্মা সেই বহুসংখ্যক গোধন বলপূর্ব্বক গ্রহণ করিতে লাগিল।৪

(তারপর ভয়ানক শব্দ হইতে লাগিল এবং ধূলি আকাশ স্পর্শ করিল। শঙ্খ ও দুন্দুভির শব্দ ও ভেরীর ভীষণ শব্দ এবং গো-অশ্ব-রথ-হস্তী-

তে হন্যমানা বহুভিঃ প্রাস-তোমরপাণিভিঃ।
গোপালা গোকুলে ভক্তা বাররামাসুরোজসা ॥
পরশ্বধৈশ্চ মুসলৈর্ভিন্দিপালৈশ্চ মুদ্গরৈঃ ॥
গোপালাঃ কর্ষণৈশ্চিত্রৈর্জঘ্নুরশ্বান্ সমন্ততঃ।
তে হন্যমানাঃ সংক্রুদ্ধাস্ত্রিগর্তা রথযোধিনঃ ॥
বিসৃজ্য শরবর্ষাণি গোপান্ ব্যদ্রাবয়ন্ রণে।)
ততো জবেন মহতা গোপঃ পুরমথাব্রজৎ।
স দৃষ্ট্বা মৎস্যরাজঞ্চ রথাৎ প্রস্কন্দ্য কুণ্ডলী ॥৫
শূরৈঃ পরিবৃতং যোধৈঃ কুণ্ডলাঙ্গদধারিভিঃ।
সংবৃতং মন্ত্রিভিঃ সার্ধং পাণ্ডবৈশ্চ মহাত্মভিঃ ॥৬
তং সভায়াং মহারাজমাসীনং রাষ্ট্রবর্ধনম্।
সোঽব্রবীদুপসঙ্গম্য বিরাটং প্রণতস্তদা ॥৭

অস্মান্ যুধি বিনির্জিত্য পরিভূয় সবান্ধবান্।
গবাং শতসহস্রাণি ত্রিগর্তাঃ কালয়ন্তি তে ॥৮

তান্ পরীপ্সস্ব রাজেন্দ্র মা নেশুঃ পশবস্তব।
তচ্ছ্রুত্বা নৃপতিঃ সেনাং মৎস্যানাং সমযোজয়ৎ ॥৯

রথ-নাগাশ্বকলিলাং পত্তি-ধ্বজসমাকুলাম্।
রাজানো রাজপুত্রাশ্চ তনুত্রাণ্যথ ভেজিরে ॥১০

ভানুমন্তি বিচিত্রাণি শূরসেব্যানি ভাগশঃ।
সবজ্রায়সগর্ভং তু কবচং তত্র কাঞ্চনম্ ॥১১

বিরাটস্য প্রিয়ো ভ্রাতা শতানীকোঽভ্যহারয়ৎ।
সর্বপারসবং বর্ম কল্যাণপটলং দৃঢ়ম্ ॥১২

মনুষ্য ও পদাতিসৈন্যগণের মহা কোলাহল উত্থিত হইল। সেই ত্রিগর্তের সৈন্যগণ এইভাবে অভিযান করিয়া মৎস্যরাজের গো-ধন গ্রহণ করিতে লাগিলে গোপালগণ বাধা দিতে লাগিল। হে ভরতনন্দন! অনন্তর বহুসংখ্যক ত্রিগর্তসেনা বহু ধন গ্রহণ করিয়া শীঘ্রগামী অশ্ব ও রথবৃন্দে পরিবেষ্টিত করিয়া যুদ্ধে জয়লাভ স্থির করিয়া গোপালদিগের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইল।

প্রাস ও তোমরধারী বহুসংখ্যক ত্রিগর্তসেনার আঘাতে আহত হইয়াও গোকুলে রাজভক্ত গোপালগণ মুসল, মুদ্গর, ভিন্দিপাল ও পরশুদ্বারা আশ্চর্য্য রকমের আঘাত করিয়া চারিদিকে অশ্বগুলিকে আহত করিল। তখন আঘাত পাইয়া রথারোহী ত্রিগর্তসেনারা ক্রুদ্ধ হইল এবং যুদ্ধে বাণবর্ষণ করিয়া গোপালদিগকে তাড়াইয়া দিল।)

তদনন্তর একটি গোপ মহাবেগে নগরীর প্রতি ধাবিত হইল। সে মৎস্যরাজকে দেখিয়াই রথ হইতে লাফ খাইয়া লাফাইয়া পড়িল।৫

তারপর নিকটে আসিয়া কুণ্ডলাঙ্গদধারী বীর যোদ্ধৃবৃন্দে পরিবেষ্টিত ও মন্ত্রিবৃন্দে পরিবৃত হইয়া, মহাত্মা পাণ্ডবগণের সহিত সভামধ্যে উপবিষ্ট রাষ্ট্রবর্দ্ধনকারী সেই বিরাটরাজাকে প্রণামপূর্ব্বক বলিল।৬-৭

ত্রিগর্তের সেনারা আমাদিগকে যুদ্ধে পরাজিত ও সবান্ধবে লাঞ্ছিত করিয়া আপনার শতসহস্র গোধন হরণ করিয়া লইতেছে।৮

মহারাজ! তাহাদিগকে ধরিয়া ফেলিতে ইচ্ছা করুন, আপনার পশুগুলি নষ্ট না হয়। তাহা শুনিয়া মৎস্যরাজ রথ, হস্তী ও অশ্বসঙ্কুল পদাতি ও পতাকা-সমাকীর্ণ সৈন্য সমাবেশিত করিলেন। অনন্তর রাজগণ ও রাজপুত্রগণ দলে দলে বিচিত্রপ্রভামণ্ডিত বীরধার্য্য কবচ পরিধান করিলেন।৯-১১

তন্মধ্যে বিরাটরাজার প্রিয়-ভ্রাতা শতানীক হীরকখচিত লৌহগর্ভ উজ্জ্বল কাঞ্চনময় কবচ পরিধান

শতানীকাদবরজো মদিরাক্ষোঽভ্যহারয়ৎ ।
শতসূর্য্যং শতাবর্ত্তং শতবিন্দু শতাক্ষিমৎ ॥১৩

অভেদ্যকল্পং মৎস্যানাং রাজা কবচমাহরৎ ।
উৎসেধে যস্য পদ্মানি শতং সৌগন্ধিকানি চ ॥১৪

সুবর্ণপৃষ্ঠং সূর্য্যাভং সূর্য্যদত্তোঽভ্যহারয়ৎ ।
দৃঢ়মায়সগর্ভঞ্চ শ্বেতং বর্ম শতাক্ষিমৎ ॥১৫

বিরাটস্য সুতো জ্যেষ্ঠো বীরঃ শঙ্খোঽভ্যহারয়ৎ ।
শতশশ্চ তনুত্রাণি যথাস্বং তে মহারথাঃ ॥১৬

যোৎস্যমানা অনহ্যন্ত দেবরূপাঃ প্রহারিণঃ ।
সূপস্করেষু শুভ্রেষু মহৎসু চ মহারথাঃ ॥১৭

পৃথক্ কাঞ্চনসন্নাহান্ রথেষশ্বানযোজয়ন্ ।
সূর্য্যচন্দ্রপ্রতীকাশে রথে দিব্যে হিরণ্ময়ে ॥১৮

মহানুভাবো মৎস্যস্য ধ্বজ উচ্ছিশ্রিয়ে তদা ।
অথান্যান্ বিবিধাকারান্ ধ্বজান্ হেমপরিষ্কৃতান্ ॥১৯

যথাস্বং ক্ষত্রিয়াঃ শূরা রথেষু সমযোজয়ন্ ।
(রথেষু যুজ্যমানেষু কঙ্কো রাজানমব্রবীৎ ।
ময়াপ্যস্ত্রং চতুর্মার্গমবাপ্তমৃষিসত্তমাৎ ॥

দংশিতো রথমাস্থায় পদং নির্য্যাম্যহং গবাম্ ।
অয়ঞ্চ বলবান্ শূরো বল্লবো দৃশ্যতেঽনঘ ॥

গোসংখ্যমশ্ববন্ধঞ্চ রথেষু সমযোজয় ।
নৈতে ন জাতু যুধ্যেয়ুর্গবার্থমিতি মে মতিঃ ॥)
অথ মৎস্যোঽব্রবীদ্ রাজা শতানীকং জঘন্যজম্ ॥২০

করিলেন ।১২

শতানীকের কনিষ্ঠ-ভ্রাতা মদিরাক্ষ সর্ব্ববিধ অস্ত্রের আঘাত সহ্য করিতে সমর্থ স্বর্ণপত্রাচ্ছাদিত সুদৃঢ় কবচ পরিধান করিলেন ।১৩

মৎস্যরাজ বিরাট যে অভেদ্যপ্রায় কবচ পরিধান করিলেন, তাহা এমনই ধাতুরত্নাদিখচিত ও কারুকার্য্যমণ্ডিত যে, তাহাতে যেন শত শত সূর্য্য, শত শত আবর্ত্ত, শত শত বিন্দু ও শত শত চক্ষু রহিয়াছে। যাহার উপরিভাগে শত শত পদ্ম ও শত শত সৌগন্ধিক (কহ্লার) অঙ্কিত রহিয়াছে এবং যাহার পৃষ্ঠদেশ সুবর্ণময়—সূর্য্যদত্ত'-নামক এক বীর সূর্য্যের ন্যায় আভাযুক্ত সেই কবচ পরিধান করিলেন ।১৪-১৫

বিরাটের জ্যেষ্ঠপুত্র 'শঙ্খ'-নামক বীর চক্ষুর ন্যায় শত শত চিহ্নযুক্ত লৌহগর্ভ সুদৃঢ় কবচ পরিধান করিলেন। দেবতুল্য রূপবান্ ও মহারথ শত শত যোদ্ধা যুদ্ধ করিবার জন্য নিজ নিজ কবচ পরিধান করিলেন।

তারপর মহারথ যোদ্ধৃবৃন্দ সুন্দর সুন্দর উপকরণযুক্ত শ্বেতবর্ণ বৃহৎ বৃহৎ রথে পৃথক্ পৃথক্ স্বর্ণালঙ্কারে সজ্জিত অশ্ববৃন্দ যোজিত করিলেন।

তখন বিরাটরাজার চন্দ্র-সূর্য্যের ন্যায় উজ্জ্বল স্বর্ণময় সুন্দর রথে সুদর্শন, সুবিশাল ও সুসজ্জিত ধ্বজ উত্থাপিত হইল।

তারপর বীর ক্ষত্রিয়গণ নিজ নিজ রথে স্বর্ণখচিত নানা আকৃতির বিভিন্ন ধ্বজ সংযোজিত করিলেন।

(যখন রথগুলি যোজনা করা হইতেছিল, তখন কঙ্ক রাজাকে বলিয়াছিলেন—কোনও বিখ্যাত ঋষির নিকট হইতে আমিও চারিমার্গের (হস্তী, অশ্ব, রথ ও পদাতির উপর প্রয়োগযোগ্য) অস্ত্রশিক্ষা করিয়াছি।

আমিও বর্ম্মাবৃত ও রথারূঢ় হইয়া গোধনের পশ্চাদনুসরণ করিব। হে অনঘ! এই বলবান্ বল্লবও বীর, ইহাকে এবং গো-সংখ্যাতা ও অশ্ব-রক্ষককেও রথারোহণে নিযুক্ত করুন। ইহারা

কঙ্ক-বল্লব-গোপালা দামগ্রন্থিশ্চ বীর্য্যবান্ ।
যুধ্যেয়ুরিতি মে বুদ্ধির্বর্ততে নাত্র সংশয়ঃ ॥২১

এতেষামপি দীয়ন্তাং রথা ধ্বজপতাকিনঃ ।
কবচানি চ চিত্রাণি দৃঢ়ানি চ মৃদূনি চ ॥২২

প্রতিমুঞ্চন্তু গাত্রেষু দীয়ন্তামায়ুধানি চ ।
বীরাঙ্গরূপাঃ পুরুষা নাগরাজকরোপমাঃ ॥২৩

নেমে জাতু ন যুধ্যেরন্নিতি মে ধীয়তে মতিঃ ।
এতচ্ছ্রুত্বা তু নৃপতের্বাক্যং ত্বরিতমানসঃ ॥
শতানীকস্তু পার্থেভ্যো রথান্ রাজন্ সমাদিশৎ ॥২৪

সহদেবায় রাজ্ঞে চ ভীমায় নকুলায় চ ।
তান্ প্রহৃষ্টাংস্ততঃ সূতা রাজভক্তিপুরস্কৃতাঃ ॥২৫

নির্দিষ্টা নরদেবেন রথান্ শীঘ্রমযোজয়ন্ ।
কবচানি বিচিত্রাণি মৃদূনি চ দৃঢ়ানি চ ॥২৬
বিরাটঃ প্রাদিশদ্ যানি তেষামক্লিষ্টকর্মণাম্ ।
তান্যামুচ্য শরীরেষু দংশিতাস্তে পরন্তপাঃ ॥২৭

রথান্ হয়ৈঃ সুসম্পন্নানাস্থায় চ নরোত্তমাঃ ।
নির্যযুর্মুদিতাঃ পার্থাঃ শত্রুসঙ্ঘাবমর্দিনঃ ॥২৮

তরস্বিনশ্ছন্নরূপাঃ সর্বে যুদ্ধবিশারদাঃ ।
রথান্ হেমপরিচ্ছন্নানাস্থায় চ মহারথাঃ ॥২৯

বিরাটমন্বয়ুঃ পার্থাঃ সহিতাঃ কুরুপুঙ্গবাঃ ।
চত্বারো ভ্রাতরঃ শূরাঃ পাণ্ডবাঃ সত্যবিক্রমাঃ ॥৩০

(দীর্ঘাণাঞ্চ দৃঢ়ানাঞ্চ ধনুষাং তে যথাবলম্ ।
উৎকৃষ্য পাশান্ মৌর্বীণাং বীরাশ্চাপেষ্বযোজনম্ ॥

গোধন রক্ষার্থে যুদ্ধ করিবে না এরূপ আমার মনে হয় না।

অনন্তর মৎস্যরাজ কনিষ্ঠভ্রাতা শতানীককে বলিলেন।১৬-২০

কঙ্ক, বল্লব, গোপালক ও দামগ্রন্থি—ইহারা বীর্য্যবান্। ইহারা যুদ্ধ করিতে পারেন বলিয়া আমার মনে হইতেছে—ইহাতে সংশয় নাই।২১

ইহাদিগকেও ধ্বজপতাকাযুক্ত রথ দাও। দৃঢ়, মসৃণ ও বিচিত্র কবচ ইহারা গাত্রে পরিধান করুন। ইহাদিগকে অস্ত্র দাও। ইহারা পৌরুষ-সম্পন্ন, ইহাদের অঙ্গ ও আকৃতি বীরের ন্যায়, কর করিরাজকরতুল্য।২২-২৩

ইহারা কদাপি যুদ্ধের অযোগ্য নহেন—এই ধারণাই আমার দৃঢ় হইয়াছে। হে জনমেজয়! রাজার এই বাক্য শুনিয়া শতানীক যুধিষ্ঠির, ভীম, নকুল ও সহদেব—এই পাণ্ডবগণের জন্য রথের আদেশ করিলেন। তারপর রাজভক্তির জন্য পুরস্কৃত রাজনির্দ্দিষ্ট সারথিরা আনন্দিত পাণ্ডবগণকে শীঘ্রই রথ যোগাইয়া দিল। দৃঢ়, মসৃণ ও বিচিত্র কবচসমূহ—সেই অক্লিষ্টকর্মা পাণ্ডবগণের জন্য রাজা যেগুলি আদেশ করিয়াছিলেন—সেইগুলি শরীরে পরিধান করিয়া পরন্তপ পাণ্ডবগণ সুসজ্জিত হইলেন।২৪-২৭

শত্রুসঙ্ঘমর্দ্দনকারী পুরুষশ্রেষ্ঠ পাণ্ডবগণ আনন্দিত হইয়া অশ্বসংযুক্তরথে আরোহণ পূর্ব্বক নির্গত হইলেন।২৮

তাই ছদ্মবেশী কুরুশ্রেষ্ঠ পাণ্ডবগণ সকলেই বলবান্, সকলেই বীর, সকলেই মহারথ, সকলেই যুদ্ধবিশারদ ও অব্যর্থপরাক্রম। তাঁহারা চারিভ্রাতা সুবর্ণখচিত চারিটী রথে আরোহণ পূর্ব্বক সম্মিলিত হইয়া বিরাটরাজার অনুগমন করিলেন।২৯-৩০

(তাঁহারা দীর্ঘ ও সুদৃঢ় ধনুকগুলির জ্যা-গ্রন্থি শক্তি অনুসারে ঊর্দ্ধদিকে টানিয়া তুলিয়া ধনুকের কোটিতে আরোপণ করিলেন।

ততঃ সুবাসসঃ সর্বে তে বীরাশ্চন্দনোক্ষিতাঃ।
চোদিতা নরদেবেন ক্ষিপ্রমশ্বানচোদয়ন্ ॥
তে হয়া হেমসংচ্ছন্না বৃহন্তঃ সাধুবাহিনঃ।
চোদিতাঃ প্রত্যদৃশ্যন্ত পক্ষিণামিব পঙ্ক্তয়ঃ ॥)
ভীমাশ্চ মত্তমাতঙ্গা প্রভিন্নকরটামুখাঃ।
ক্ষরন্তশ্চৈব নাগেন্দ্রাঃ সুদন্তাঃ ষষ্টিহায়নাঃ ॥৩১
স্বারূঢ়া যুদ্ধকুশলৈঃ শিক্ষিতা হস্তিসাদিভিঃ।
রাজানমন্বয়ুঃ পশ্চাচ্চলন্ত ইব পর্বতাঃ ॥৩২
বিশারদানাং মুখ্যানাং হৃষ্টানাং চারুজীবিনাম্।
অষ্টৌ রথসহস্রাণি দশ নাগশতানি চ ॥৩৩
ষষ্টিশ্চাশ্বসহস্রাণি মৎস্যানামভিনির্যযুঃ।
তদনীকং বিরাটস্য শুশুভে ভরতর্ষভ ॥৩৪

সম্প্রয়াতং তদা রাজন্ নিরীক্ষন্তং গবাং পদম্।
তদ্ বলাগ্র্যং বিরাটস্য সম্প্রস্থিতমশোভত।
দৃঢ়ায়ুধজনাকীর্ণং গদাশ্বরথসঙ্কুলম্ ॥৩৫

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং বিরাটপর্বণি গোহরণপর্বণি মৎস্যরাজরণোদ্যোগে এক-ত্রিংশোঽধ্যায়ঃ ॥৩১

তারপর উত্তম বস্ত্রসমান্বিত ও চন্দনালঙ্কৃত সেই বীরগণ সকলেই রাজার আদেশ পাইয়া দ্রুত অশ্ব চালনা করিলেন।

সেই রথবহনদক্ষ সুবর্ণভূষিত বিশালকায় অশ্ববৃন্দ প্রেরিত হইয়া পক্ষিবৃন্দের ন্যায় দৃষ্ট হইল।

যাহাদের করটামুখ বিদীর্ণ হইয়াছে এইরূপ মত্ত হস্তী ও যাহাদের মদক্ষরণ হইতেছে এইরূপ ষষ্টিবর্ষবয়স্ক দৃঢ় ও সুদীর্ঘ দন্তযুক্ত বিশাল বিশাল শিক্ষিত হস্তী—যাহাদের পৃষ্ঠে যুদ্ধকুশল হস্ত্যারোহীরা আরোহণ করিয়াছেন—যাহাদিগকে এক একটী চলন্ত পর্ব্বত বলিয়া যেন মনে হয়, তাদৃশ হস্তীর দল রাজার পশ্চাতে অনুগমন করিতে লাগিল।৩১-৩২

যুদ্ধবিশারদ, আনন্দিত ও সুচারুজীবন-যাত্রায় অভ্যস্ত অর্থাৎ সবল সুস্থ (যাহারা অনাহার, অল্পাহার বা অনুপযুক্তাহারে ক্লিষ্ট) মৎস্যদেশীয় প্রধান প্রধান সৈন্যগণের আট হাজার রথ, এক হাজার হস্তী, যাটহাজার অশ্ব সেই অভিযানে অংশ গ্রহণ করিল।৩৩-৩৪

হে ভরতশ্রেষ্ঠ জনমেজয়! গোষ্ঠনিরীক্ষণরত বিরাটরাজার অনুগামী হইয়া তদীয় সেই সৈন্যবৃন্দ শোভা পাইতে লাগিল। হস্তী, অশ্ব ও রথসঙ্কুল দৃঢ় অস্ত্রধারী, জনসমাকীর্ণ, যুদ্ধের জন্য প্রস্থিত বিরাট রাজার সেই উত্তম সৈন্য শোভা পাইতে লাগিল।৩৫

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের বিরাটপর্ব্বান্তর্গত গোহরণপর্ব্বে মৎস্যরাজের রণোদ্যোগবিষয়ক একত্রিংশ অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।৩১

দ্বাত্রিংশোঽধ্যায়ঃ।

[মৎস্য-ত্রিগর্ত্তদেশীয়সৈন্যানাং যুদ্ধম্।]

বৈশম্পায়ন উবাচ।

নির্যায় নগরাচ্ছূরা ব্যূঢানীকাঃ প্রহারিণঃ।
ত্রিগর্তানস্পৃশান্ মৎস্যাঃ সূর্য্যে পরিণতে সতি ॥১

তে ত্রিগর্ত্তাশ্চ মৎস্যাশ্চ সংরব্ধা যুদ্ধদুর্মদাঃ।
অন্যোন্যমভিগর্জ্জন্তো গোষু গৃদ্ধা মহাবলাঃ ॥২

ভীমাশ্চ মত্তমাতঙ্গাস্তোমরাঙ্কুশনোদিতাঃ।
গ্রামণীয়ৈঃ সমারূঢ়াঃ কুশলৈর্হস্তিসাদিভিঃ ॥৩

তেষাং সমাগমো ঘোরস্তুমুলো লোমহর্ষণঃ।
ঘ্নতাং পরস্পরং রাজন্ যমরাষ্ট্রবিবর্দ্ধনঃ ॥৪

দেবাসুরসমো রাজন্নাসীৎ সূর্য্যেঽবলম্বতি।
পদাতিরথনাগেন্দ্রহয়ারোহবলৌঘবান্ ॥৫

অন্যোন্যমভ্যাপততাং নিঘ্নতাং চেতরেতরম্।
উদতিষ্ঠদ্ রজো ভৌমং ন প্রাজ্ঞায়ত কিঞ্চন ॥৬

পক্ষিণশ্চাপতন্ ভূমৌ সৈন্যেন রজসাবৃতাঃ।
ইষুভির্ব্যতিসর্পদ্ভিরাদিত্যোঽন্তরধীয়ত ॥৭

খদ্যোতৈরিব সংযুক্তমন্তরিক্ষং ব্যরাজত।
রুক্মপৃষ্ঠানি চাপানি ব্যতিষিক্তানি ধন্বিনাম্ ॥৮

পততাং লোকবীরাণাং সব্যদক্ষিণমস্যতাম্।
রথা রথৈঃ সমাজগ্মুঃ পাদাতৈশ্চ পদাতয়ঃ ॥৯

সাদিনঃ সাদিভিশ্চৈব গজৈশ্চাপি মহাগজাঃ।
অসিভিঃ পট্টিশৈঃ প্রাসৈঃ শক্তিভিস্তোমরৈরপি ॥১০

দ্বাত্রিংশ অধ্যায়।

[মৎস্য ও ত্রিগর্ত্তদেশীয় সৈন্যদের যুদ্ধ।]

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—মৎস্য-দেশীয় বীর যোদ্ধৃগণ নগর হইতে নির্গত হইয়া সৈন্য ব্যূহরচনাপূর্ব্বক যখন ত্রিগর্ত্তের সৈন্যদিগের সম্মুখীন হইলেন, তখন বেলা পড়িয়া আসিয়াছে।১

গোধনাভিলাষী, মহাবলশালী, রণোন্মত্ত সেই ত্রিগর্ত্ত ও মৎস্যদেশীয় সৈন্যগণ পরস্পরের প্রতি ক্রুদ্ধ হইয়া হুঙ্কার ছাড়িতে লাগিল।২

রাজকীয় সুদক্ষ হস্ত্যারোহিদের দ্বারা অধিষ্ঠিত ভীষণাকার মত্তহস্তীর দলও তোমর ও অঙ্কুশ-দ্বারা পরিচালিত হইয়া গর্জ্জন করিয়া উঠিল।৩

হে রাজন্! পরস্পরের হত্যানিরত সেই সৈন্যগণের ভয়াবহ রোমাঞ্চকর তুমুল সংগ্রাম যমের রাজ্য বাড়াইতে লাগিল।৪

সূর্য্য তখন পশ্চিমাকাশে নামিয়া প'ড়য়াছেন। হস্তী, অশ্ব ও রথারোহী এবং পদাতিক সৈন্য-সমূহের সেই সম্মিলিত সংগ্রাম দেবাসুরের সংগ্রামের ন্যায় হইয়াছিল।৫

তাহারা পরস্পরের উপর ঝাঁপাইয়া পড়িল, পরস্পরকে প্রহার করিতে লাগিল, ভূতল হইতে এত ধূলি উত্থিত হইল যে, কিছুই আর দেখা যাইল না।৬

ধূলায় আচ্ছন্ন হইয়া পক্ষীরাও ভূতলে পতিত হইতে লাগিল। পরস্পর সংসক্ত শরজালে সূর্য্যও আচ্ছাদিত হইয়া পড়িলেন।৭

জগদ্বিখ্যাত বীরগণ ধনুক ধারণ করিয়া বাম ও দক্ষিণে শরক্ষেপণ করিতে করিতে ধাবিত হইতে লাগিলেন। তাঁহাদের পৃষ্ঠদেশে সুবর্ণ-খচিত ধনুকগুলি পরস্পর সংসক্ত হইতে লাগিল। তাহাতে আকাশে যেন জোনাকীর ঝাঁক মিলিত

সংরব্ধাঃ সমরে রাজন্ নিজঘ্নুরিতরেতরম্।
নিঘ্নন্তঃ সমরেঽন্যোন্যং শূরান্ পরিঘবাহবঃ ॥১১

ন শেকুরভিসংরব্ধাঃ শূরান্ কর্ত্তুং পরাঙ্মুখান্।
কৃত্তোত্তরোষ্ঠং সুনসং কৃত্তকেশমলঙ্কৃতম্ ॥১২

অদৃশ্যত শিরশ্ছিন্নং রজোধ্বস্তং সকুণ্ডলম্।
অদৃশ্যংস্তত্র গাত্রাণি শরৈশ্ছিন্নানি ভাগশঃ ॥১৩

শালস্কন্ধনিকাশানি ক্ষত্রিয়াণাং মহামৃধে।
নাগভোগনিকাশৈশ্চ বাহুভিশ্চন্দনোক্ষিতৈঃ ॥১৪

আস্তীর্ণা বসুধা ভাতি শিরোভিশ্চ সকুণ্ডলৈঃ।
রথিনাং রথিভিশ্চাত্র সম্প্রহারোঽভ্যবর্ত্তত ॥১৫

সাদিভিঃ সাদিনাং চাপি পদাতীনাং পদাতিভিঃ।
উপাশাম্যদ্ রজো ভৌমং রুধিরেণ প্রসর্পতা ॥১৬

কশ্মলং চাবিশদ্ ঘোরং নির্ম্মর্য্যাদমবর্ত্তত।
(যুধিষ্ঠিরোঽপি ধর্ম্মাত্মা ভ্রাতৃভিঃ সহিতস্তদা।
ব্যূহং কৃত্বা বিরাটস্য অযুধ্যত পাণ্ডবঃ ॥
আত্মানং শ্যেনবৎ কৃত্বা তুণ্ডমাসীদ্ যুধিষ্ঠিরঃ।
পক্ষৌ যমৌ চ ভবতঃ পুচ্ছমাসীদ্ বৃকোদরঃ ॥

দ্বিসহস্রং রথান্ বীরঃ পরলোকং প্রবেশয়ৎ।
নকুলস্ত্রিশতং জঘ্নে সহদেবশ্চতুঃশতম্ ॥)

উপাবিশন্ গুরুস্কন্ধাঃ শরৈর্গাঢ়ং প্রবেজিতাঃ।
অন্তরিক্ষে পতত্রিবেষাং দর্শনং চাপ্যরুধ্যত ॥১৭

তে মত্তাঃ সমরেঽন্যোন্যং শূরাঃ পরিঘবাহবঃ।
ন শেকুরভিসংরব্ধাঃ শূরান্ কর্ত্তুং পরাঙ্মুখান্ ॥১৮

হইয়াছে, এইরূপ দেখা গেল।৮-৯

রথ রথের সহিত, পদাতি পদাতির সহিত, অশ্বারোহী অশ্বারোহীর সহিত এবং হস্তী হস্তীর সহিত সংঘর্ষে লিপ্ত হইল। হে রাজন্! তাহারা কুপিত হইয়া সংগ্রামে পরস্পরকে তরবারি, প্রাস, পট্টিশ, শক্তি ও তোমর দ্বারা আঘাত করিতে লাগিল। পরিঘতুল্য বাহুশালী বীরগণ সক্রোধে পরস্পরকে আঘাত করিয়াও, বীর প্রতিপক্ষদিগকে সংগ্রামে পরাঙ্মুখ করিতে পারিল না। উত্তম নাসিকাযুক্ত, ছিন্নকেশ, কুণ্ডলালঙ্কৃত ছিন্ন-মস্তক ধূলায় লুণ্ঠিত হইতে দেখা গেল—যাহার উপরের ওষ্ঠ কাটিয়া উড়িয়া গিয়াছে।১০-১৩

সেই মহাযুদ্ধে ক্ষত্রিয় বীরগণের শালস্কন্ধসদৃশ দেহসমূহ শরাঘাতে ছিন্ন ও খণ্ড খণ্ড হইতে দেখা যাইল। মহানাগসদৃশ চন্দনানুলিপ্ত বাহু ও কুণ্ডলালঙ্কৃত মস্তকে বসুধা আস্তীর্ণ হইল। রথীর সহিত রথীর, অশ্বারোহীর সহিত অশ্বারোহীর এবং পদাতির সহিত পদাতির যুদ্ধ হইতে লাগিল। প্রবাহিত রুধির-ধারায় ভূতলের ধূলি প্রশমিত হইল।১৪-১৬

একটা ভয়ানক নিষ্ঠুরতা আবিষ্ট হইল এবং তাহা যেন ক্রমেই সীমা ছাড়াইয়া উঠিতে লাগিল।

(পাণ্ডুনন্দন ধর্ম্মাত্মা যুধিষ্ঠিরও তখন বিরাট-রাজার চারিদিকে ব্যূহ রচনা করিয়া যুদ্ধ করিতে লাগিলেন।

সেই ব্যূহের আকৃতি শ্যেনবৎ করিয়া যুধিষ্ঠির তাহার মুখ হইলেন, নকুল ও সহদেব দুইটি পক্ষ এবং ভীম হইলেন তাহার পুচ্ছ।

কুন্তীপুত্র যুধিষ্ঠির সহস্র সৈন্য সংহার করিলেন। সর্ব্বশস্ত্রধারীর শ্রেষ্ঠ বীর ভীমসেন ক্রুদ্ধ হইয়া দুই সহস্র রথীকে পরলোকে প্রেরণ করিলেন। নকুল তিনশত ও সহদেব চারিশত রথীর প্রাণ হরণ করিলেন।)

শতানীকঃ শতং হত্বা বিশালাক্ষশ্চতুঃশতম্।
প্রবিষ্টৌ মহতীং সেনাং ত্রিগর্ত্তানাং মহারথৌ ॥১৯

তৌ প্রবিষ্টৌ মহাসেনাং বলবন্তৌ মনস্বিনৌ।
আর্চ্ছেতাং বহুসংরব্ধৌ কেশাকেশি রথারথিঃ ॥২০

লক্ষয়িত্বা ত্রিগর্ত্তানাং তৌ প্রবিষ্টৌ রথব্রজম্।
অগ্রতঃ সূর্য্যদত্তশ্চ মদিরাক্ষশ্চ পৃষ্ঠতঃ ॥২১

বিরাটস্তত্র সংগ্রামে হত্বা পঞ্চশতান্ রথান্।
হয়ানাঞ্চ শতান্যষ্টৌ হত্বা পঞ্চ মহারথান্ ॥২২

চরন্ স বিবিধান্ মার্গান্ রথেন রথসত্তমঃ।
ত্রিগর্ত্তানাং সুশর্ম্মাণমার্চ্ছেদ্ রুক্মরথং রণে ॥২৩

তৌ ব্যবাহরতাং তত্র মহাত্মানৌ মহাবলৌ।
অন্যোন্যমভিগর্জন্তৌ গোষ্ঠেষু বৃষভাবিব ॥২৪

ততো রাজা ত্রিগর্ত্তানাং সুশর্ম্মা যুদ্ধদুর্মদঃ।
মৎস্যং সমায়াদ্ রাজানং দ্বৈরথেন নরর্ষভঃ ॥২৫

ততো রথাভ্যাং রথিনৌ ব্যতীয়তুরমর্ষণৌ।
শরান্ ব্যসৃজতাং শীঘ্রং তোয়ধারা ঘনা ইব ॥২৬

অন্যোন্যং চাপি সংরব্ধৌ বিচেরতুরমর্ষণৌ।
কৃতাস্ত্রৌ নিশিতৈর্বাণৈরসিশক্তিগদাভৃতৌ ॥২৭

ততো রাজা সুশর্ম্মাণং বিব্যাধ দশভিঃ শরৈঃ।
পঞ্চভিঃ পঞ্চভিশ্চাস্য বিব্যাধ চতুরো হয়ান্ ॥২৮

পক্ষিগণ শরজালে অত্যন্ত উদ্বেজিত হইয়া বসিয়া রহিল, আকাশে যাহাদের গতি তাহাদের দর্শনও শরজালে অবরুদ্ধ হইল।১৭

পরিঘতুল্য বাহুশালী সেই বীরগণ যুদ্ধে পরস্পরকে প্রহার করিয়াও প্রতিপক্ষীয় বীরদিগকে পরাঙ্মুখ করিতে পারিলেন না।১৮

মহারথ শতানীক একশত ও মহারথ বিশালাক্ষ চারিশত সৈন্য বধ করিয়া উভয়েই ত্রিগর্ত্তের বিশাল বাহিনীর মধ্যে ঢুকিয়া পড়িলেন।১৯

সেই বলবান্ ও নির্ভীকচিত্ত বীরদ্বয় সেই বিশাল বাহিনীর মধ্যে প্রবেশ করিয়া কেশাকেশি (পরস্পর কেশ ধরিয়া যুদ্ধ) ও রথারথি (রথে রথে যুদ্ধ) যুদ্ধের সম্মুখীন হইলেন।২০

তাঁহারা দুই জনে ত্রিগর্ত্তসেনার রথসমূহের মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়াছেন দেখিয়া সূর্য্যদত্ত অগ্রবর্ত্তী ও মদিরাক্ষ পশ্চাদ্‌বর্ত্তী হইলেন।২১

সেই যুদ্ধে বিরাটরাজা পাঁচশত রথ ধ্বংস করিয়া আটশত অশ্ব ও পাঁচটী মহারথ বীরকে হত্যা করিলেন।২২

উত্তম রথী বিরাট রথারোহণে নানা পথে ভ্রমণ করিতে করিতে কাঞ্চনময় রথে আরূঢ় ত্রিগর্ত্তের রাজা সুশর্ম্মার সম্মুখীন হইলেন।২৩

মহা উৎসাহী ও মহাবলশালী তাঁহারা উভয়ে সেই রণক্ষেত্রে হুঙ্কার ছাড়িতে ছাড়িতে পরস্পরের প্রতি গোষ্ঠমধ্যে বৃষভদ্বয়ের ন্যায় ব্যবহার করিতে লাগিলেন।২৪

তারপর রণোন্মত্ত পুরুষপ্রবীর ত্রিগর্ত্তরাজ সুশর্ম্মা মৎস্যরাজের সহিত দ্বৈরথযুদ্ধে অবতীর্ণ হইলেন।২৫

তারপর অতি ক্রোধী দুই রথী রথে রথে পরস্পর মিলিত হইলেন এবং জলধারাবর্ষী মেঘের ন্যায় শীঘ্র শরবর্ষণ আরম্ভ করিলেন।২৬

অস্ত্রবিদ্যায় শিক্ষিত শাণিত বাণসহ অসি, শক্তি ও গদাধারী তাঁহারা উভয়ে পরস্পরের প্রতি সংক্রুদ্ধ ও অসহিষ্ণু হইয়া বিচরণ করিতে লাগিল।২৭

তারপর বিরাটরাজা সুশর্ম্মাকে দশটী বাণ দ্বারা বিদ্ধ করিলেন এবং পাঁচ পাঁচটী বাণ দ্বারা উঁহার চারিটী অশ্বকে বিদ্ধ করিলেন।২৮

তথৈব মৎস্যরাজানং সুশর্ম্মা যুদ্ধদুর্ম্মদঃ।
পঞ্চাশতা শিতৈর্বাণৈর্বিব্যাধ পরমাস্ত্রবিৎ ॥২৯
ততঃ সৈন্যং মহারাজ মৎস্যরাজ-সুশর্ম্মণোঃ।
নাভ্যজানাৎ তদান্যোন্যং সৈন্যেন রজসাবৃতম্ ॥৩০

উত্তম অস্ত্রবিদ্ সমরোন্মত্ত সুশর্ম্মাও সেইরূপ পঞ্চাশটী শাণিত বাণ দ্বারা মৎস্যরাজকে বিদ্ধ করিল।২৯

হে মহারাজ জনমেজয়! তারপরে মৎস্য-রাজের ও সুশর্ম্মার সৈন্যগণ সৈন্যোত্থিত ধূলি-রাশিতে আচ্ছন্ন হইয়া পরস্পরকে চিনিতে পারিল না।৩০

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং বিরাটপর্ব্বণি গোহরণপর্ব্বণি দক্ষিণগোগ্রহে বিরাট-সুশর্ম্মযুদ্ধে দ্বাত্রিংশোঽধ্যায়ঃ ॥৩২

শ্রীমন্মহর্ষিবেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্র সংহিতা মহাভারতের বিরাটপর্ব্বান্তর্গত গোহরণপর্ব্বে বিরাট ও সুশর্ম্মার যুদ্ধবিষয়ক দ্বাত্রিংশ অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।৩২

ত্রয়স্ত্রিংশোঽধ্যায়ঃ।

[পাণ্ডবানাং প্রযত্নেন সুশর্ম্মসমীপতো বিরাটস্য মুক্তিলাভঃ, ভীমহস্তেন সুশর্ম্মণো নিগ্রহঃ, যুধিষ্ঠিরকৃপয়া মুক্তিশ্চ।]

বৈশম্পায়ন উবাচ।
তমসাভিপ্লুতে লোকে রজসা চৈব ভারত।
অতিষ্ঠন্ বৈ মুহূর্ত্তং তু ব্যূঢ়ানীকাঃ প্রহারিণঃ ॥১
ততোঽন্ধকারং প্রণুদন্নুদতিষ্ঠত চন্দ্রমাঃ।
কুর্ব্বাণো বিমলাং রাত্রিং নন্দয়ন্ ক্ষত্রিয়ান্ যুধি ॥২
ততঃ প্রকাশমাসাদ্য পুনর্যুদ্ধমবর্ত্তত।
ঘোররূপং ততস্তে স্ম নাবৈক্ষন্ত পরস্পরম্ ॥৩
ততঃ সুশর্ম্মা ত্রৈগর্ত্তঃ সহ ভ্রাত্রা যবীয়সা।
অভ্যদ্রবন্মৎস্যরাজং রথব্রাতেন সর্ব্বশঃ ॥৪
ততো রথাভ্যাং প্রস্কন্দ্য ভ্রাতরৌ ক্ষত্রিয়র্ষভৌ।
গদাপাণী সুসংরব্ধৌ সমভ্যদ্রবতাং রথান্ ॥৫

ত্রয়স্ত্রিংশ অধ্যায়।

[পাণ্ডবগণের চেষ্টায় সুশর্ম্মার হাত হইতে বিরাটের মুক্তিলাভ, ভীমের হস্তে সুশর্ম্মার নিগ্রহ ও যুধিষ্ঠিরের কৃপায় মুক্তি।]

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—ভারত! সেই সময় ধূলায় ও অন্ধকারে জগৎ আচ্ছন্ন হওয়ায় সুসজ্জিত সৈন্যসহ যোদ্ধৃবৃন্দ কিছুক্ষণের জন্য চুপ করিয়া রহিলেন।১

তারপর অন্ধকার দূর করিয়া চন্দ্রের উদয় হইলে রাত্রি নির্ম্মল হইল এবং তখন ক্ষত্রিয়গণ আবার যুদ্ধের অবকাশ পাইয়া আনন্দিত হইল।২

তারপর আলোক পাইয়া পুনরায় ভয়ানক যুদ্ধ আরম্ভ হইল। তাহাতে তাহারা পরস্পর পরস্পরকে দেখিতে পাইল না।৩

তারপর সুশর্ম্মা নিজ কনিষ্ঠভ্রাতা ও ত্রিগর্ত্তদেশীয় সৈন্যবৃন্দের সহিত রথপুঞ্জ লইয়া চারিদিক হইতে মৎস্যরাজের দিকে ধাবিত হইল।৪

(মত্তাবিব বৃষাবেতৌ গজাবিব মদোৎকটৌ।
সিংহাবিব গজ-গ্রাহৌ শক্রবৃত্রাবিবোত্থিতৌ ॥
উভৌ তুল্যবলোৎসাহাবুভৌ তুল্যপরাক্রমৌ।
উভৌ তুল্যাস্ত্রবিদুষাবুভৌ যুদ্ধবিশারদৌ ॥)
তথৈব তেষাং তু বলানি তানি
ক্রুদ্ধান্যথান্যোন্যমভিদ্রবন্তি।
গদাসিখড়্গৈশ্চ পরশ্বধৈশ্চ
প্রাসৈশ্চ তীক্ষ্ণাগ্রসুপীতধারৈঃ ॥৬

বলং তু মৎস্যস্য বলেন রাজা
সর্বং ত্রিগর্তাধিপতিঃ সুশর্মা।
প্রমথ্য জিত্বা চ প্রসহ্য মৎস্যং
বিরাটমোজস্বিনমভ্যধাবৎ ॥৭

তারপর সেই ক্ষত্রিয়বীর দুই ভ্রাতা অতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া রথ হইতে লাফাইয়া পড়িল এবং গদা হস্তে লইয়া প্রতিপক্ষের রথগুলির দিকে ধাবিত হইল।৫

(ইহারা দুইজনে যেন মত্ত বৃষভদ্বয়, যেন মদমত্ত দুই হস্তী, যেন হস্তীকে আক্রমণ করিতে উদ্যত দুই সিংহ, যেন যুদ্ধোদ্যত ইন্দ্র ও বৃত্র।

দুইজনেরই বল, উৎসাহ ও পরাক্রম সমান। দুই জনেই সমান অস্ত্রবিশারদ এবং দুইজনেই সমান সংগ্রামদক্ষ।)

উভয়পক্ষের সেই সৈন্যগণও ক্রুদ্ধ হইয়া গদা, অসি, খড়্গ, পরশু এবং তীক্ষ্ণাগ্র ও সুক্ষ্মধারযুক্ত প্রাস লইয়া পরস্পরের প্রতি ধাবিত হইল।৬

ত্রিগর্ত্তাধিপতি রাজা সুশর্ম্মা মৎস্যরাজের সমস্ত সৈন্যকে বলে প্রপীড়িত ও পরাজিত করিয়া সহসা তেজস্বী মহারাজ বিরাটের প্রতি ধাবিত হইল।৭

তৌ নিহত্য পৃথগ্ ধুর্য্যাবুভৌ তৌ পার্ষ্ণিসারথী।
বিরথং মৎস্যরাজানং জীবগ্রাহমগৃহ্ণতাম্ ॥৮
তমুন্মথ্য সুশর্মাথ যুবতীমিব কামুকঃ।
স্যন্দনং স্বং সমারোপ্য প্রযযৌ শীঘ্রবাহনঃ ॥৯
তস্মিন্ গৃহীতে বিরথে বিরাটে বলবত্তরে।
প্রাদ্রবন্ত ভয়ান্মৎস্যাস্ত্রিগর্তৈরর্দিতা ভৃশম্ ॥১০
তেষু সন্ত্রস্যমানেষু কুন্তীপুত্রো যুধিষ্ঠিরঃ।
প্রত্যভাষন্মহাবাহুং ভীমসেনমরিন্দমম্ ॥১১
মৎস্যরাজঃ পরামৃষ্টস্ত্রিগর্তেন সুশর্মণা।
তং মোচয় মহাবাহো ন গচ্ছেদ্ দ্বিষতাং বশম্ ॥১২
উষিতাঃ স্ম সুখং সর্বে সর্বকামৈঃ সুপূজিতাঃ।
ভীমসেন ত্বয়া কার্য্যা তস্য বাসস্য নিষ্কৃতিঃ ॥১৩

তাহারা দুই ভ্রাতা পৃথক্ পৃথক্ ভাবে রথবাহী অশ্ব, পৃষ্ঠরক্ষক ও সারথিকে বধ করিয়া রথহীন মৎস্যরাজকে জীবিত অবস্থায় ধরিয়া ফেলিল।৮

তারপর সুশর্ম্মা তাঁহাকে নিপীড়িত করিয়া, কামুক যেমন যুবতীকে লইয়া প্রস্থান করে, সেইরূপ নিজরথে তুলিয়া লইয়া দ্রুতবেগে প্রস্থান করিতে লাগিল।৯

সেই অতিবলবান্ বিরাটরাজা রথহীন হইয়া শত্রুহস্তে ধৃত হইলে, ত্রিগর্ত্তসৈন্যের দ্বারা অত্যন্ত উৎপীড়িত মৎস্যদেশীয় সৈন্যগণ ভয়ে পলায়ন করিতে লাগিল।১০

তাহারা সন্ত্রস্ত হইলে কুন্তিপুত্র যুধিষ্ঠির শত্রুদমনকারী মহাবাহু ভীমসেনকে বলিলেন।১১

যুধিষ্ঠির বলিলেন,—হে মহাবাহো। মৎস্যরাজ ত্রিগর্ত্তাধিপতি সুশর্ম্মার হস্তে ধৃত হইয়াছে,

ভীমসেন উবাচ।

অহমেনং পরিত্রাস্যে শাসনাৎ তব পার্থিব।
পশ্য মে সুমহৎ কর্ম যুধ্যতঃ সহ শত্রুভিঃ ॥১৪

স্ববাহুবলমাশ্রিত্য তিষ্ঠ ত্বং ভ্রাতৃভিঃ সহ।
একান্তমাশ্রিতো রাজন্ পশ্য মেঽদ্য পরাক্রমম্ ॥১৫

সুস্কন্ধোঽয়ং মহাবৃক্ষো গদারূপ ইব স্থিতঃ।
অহমেনমপারুজ্য দ্রাবয়িষ্যামি শাত্রবান্ ॥১৬

বৈশম্পায়ন উবাচ।

তং মত্তমিব মাতঙ্গং বীক্ষমাণং বনস্পতিম্।
অব্রবীদ্ ভ্রাতরং বীরং ধর্মরাজো যুধিষ্ঠিরঃ ॥১৭

মা ভীম সাহসং কার্ষীস্তিষ্ঠত্বেষ বনস্পতিঃ।
মা ত্বং বৃক্ষেণ কর্মাণি কুর্বাণমতিমানুষম্ ॥১৮

জনাঃ সমববুধ্যেরন্ ভীমোঽয়মিতি ভারত।
অন্যদেবায়ুধং কিঞ্চিৎ প্রতিপদ্যস্ব মানুষম্ ॥১৯

চাপং বা যদি বা শক্তিং নিস্ত্রিংশং বা পরশ্বধম্।
যদেব মানুষং ভীম ভবেদন্যৈরলক্ষিতম্ ॥২০

তদেবায়ুধমাদায় মোক্ষয়াশু মহীপতিম্।
যমৌ চ চক্ররক্ষৌ তে ভবিতারৌ মহাবলৌ ॥২১

সহিতাঃ সমরে তত্র মৎস্যরাজং পরীপ্সত।

বৈশম্পায়ন উবাচ।

এবমুক্তস্তু বেগেন ভীমসেনো মহাবলঃ ॥২২

গৃহীত্বা তু ধনুঃ শ্রেষ্ঠং জবেন সুমহাজবঃ।
ব্যমুঞ্চচ্ছরবর্ষাণি সতোয় ইব তোয়দঃ ॥২৩

তং ভীমো ভীমকর্মাণং সুশর্মাণমথাদ্রবৎ।
বিরাটং সমবীক্ষ্যৈনং তিষ্ঠ তিষ্ঠেতি চাবদৎ ॥২৪

তাঁহাকে মুক্ত কর। তিনি যেন শত্রুর বশীভূত না হইয়া পড়েন।১২

আমরা সকলে সর্ব্বপ্রকার অভীষ্টবস্তু দ্বারা সম্মানিত হইয়া সুখে বাস করিয়াছি। ভীম! তুমি সেই বাসের ঋণ পরিশোধ কর।১৩

ভীম বলিলেন,—রাজন্! আপনার আদেশে আমি ইহাকে রক্ষা করিব। শত্রুবর্গের সহিত যুদ্ধে আমার গুরুতর কার্য্য দেখুন।১৪

আপনি ভ্রাতৃবর্গের সহিত নিজ বাহুবল অবলম্বন করিয়া একপ্রান্তে অবস্থান করুন এবং আমার পরাক্রম দেখুন।১৫

গদার ন্যায় আকৃতিবিশিষ্ট সুন্দর কাণ্ডযুক্ত এই যে বিশাল বৃক্ষটি রহিয়াছে, আমি ইহাকে উৎপাটিত করিয়া শত্রুগণকে তাড়াইয়া দিতেছি।১৬

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—বীর ভ্রাতা ভীমকে মত্ত-হস্তীর ন্যায় বৃক্ষটি নিরীক্ষণ করিতে দেখিয়া ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির বলিলেন।১৭

যুধিষ্ঠির বলিলেন,—ভীম! তুমি সাহসের কার্য্য করিও না, এই বৃক্ষ থাকুক বৃক্ষদ্বারা অতিমানবীয় কর্ম্ম করিলে লোকে তোমাকে 'এই ভীম' বলিয়া চিনিয়া না ফেলে। সুতরাং তুমি মানবোচিত অন্য কোন অস্ত্র গ্রহণ কর।১৮-১৯

হে ভীম! ধনুক, শক্তি, খড়্গ বা পরশু—যাহা কিছু মানবের যোগ্য অস্ত্র, অন্যের লক্ষ্য না করিবার মত সেই অস্ত্র লইয়াই তুমি সত্বর রাজাকে মুক্ত কর।২০

মহাবলশালী নকুল ও সহদেব তোমার চক্ররক্ষক হইবে। সকলে মিলিত হইয়া যুদ্ধে মৎস্যরাজকে উদ্ধার করিতে চেষ্টা কর।২১

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—মহাবেগ ও মহাবলশালী ভীমসেন এইরূপ আদিষ্ট হইয়া, উৎকৃষ্ট ধনুক গ্রহণপূর্ব্বক জলপূর্ণ মেঘের বারি বর্ষণের ন্যায় মহাবেগে অজস্র শরবর্ষণ আরম্ভ করিলেন।২২-২৩

সুশর্মা চিন্তয়ামাস কালান্তকযমোপমম্ ।
তিষ্ঠ তিষ্ঠেতি ভাষন্তং পৃষ্ঠতো রথপুঙ্গবঃ ।
পশ্যতাং সুমহৎ কর্ম মহদ্ যুদ্ধমুপস্থিতম্ ॥২৫
পরাবৃত্তো ধনুর্গৃহ্য সুশর্মা ভ্রাতৃভিঃ সহ ।
নিমেষান্তরমাত্রেণ ভীমসেনেন তে রথাঃ ॥২৬
রথানাঞ্চ গজানাঞ্চ বাজিনাঞ্চ সসাদিনাম্ ।
সহস্রশতসঙ্ঘাতাঃ শূরাণামগ্রধন্বিনাম্ ॥২৭
পাতিতা ভীমসেনেন বিরাটস্য সমীপতঃ ।
পত্তয়ো নিহতাস্তেষাং গদাং গৃহ্য মহাত্মনা ॥২৮
তদ্ দৃষ্ট্বা তাদৃশং যুদ্ধং সুশর্মা যুদ্ধদুর্মদঃ ।
চিন্তয়ামাস মনসা কিং শেষং হি বলস্য মে ।
অপরো দৃশ্যতে সৈন্যে পুরা মগ্নো মহাবলে ॥২৯

আকর্ণপূর্ণেন তদা ধনুষা প্রত্যদৃশ্যত ।
সুশর্মা সায়কাংস্তীক্ষ্ণান্ ক্ষিপতে চ পুনঃ পুনঃ ॥৩০
ততঃ সমস্তাস্তে সর্বে তুরগানভ্যচোদয়ন্ ।
দিব্যমস্ত্রং বিকুর্বাণাস্ত্রিগর্তান্ প্রত্যমর্ষণাঃ ॥৩১
তান্ নিবৃত্তরথান্ দৃষ্ট্বা পাণ্ডবান্ সা মহাচমূঃ ।
বৈরাটিঃ পরমক্রুদ্ধো যুযুধে পরমাদ্ভুতম্ ॥৩২
সহস্রমবধীৎ তত্র কুন্তীপুত্রো যুধিষ্ঠিরঃ ।
ভীমঃ সপ্ত সহস্রাণি যমলোকমদর্শয়ৎ ॥৩৩
নকুলশ্চাপি সপ্তৈব শতানি প্রাহিণোচ্ছরৈঃ ।
শতানি ত্রীণি শূরাণাং সহদেবঃ প্রতাপবান্ ॥৩৪
যুধিষ্ঠিরসমাদিষ্টো নিজঘ্নে পুরুষর্ষভঃ ।
ততোঽভ্যপতদত্যুগ্রঃ সুশর্মাণমুদায়ুধঃ ॥৩৫

অনন্তর ভীম সেই ভীমকর্মা সুশর্মার দিকে ধাবিত হইলেন এবং বিরাটরাজার দিকে লক্ষ্য রাখিয়া, উঁহাকে 'দাঁড়াও' 'দাঁড়াও' বলিয়া ডাক দিলেন।২৪

পশ্চাদ্‌ভাগে প্রলয়কালে সংহারোদ্যত কৃতান্তের ন্যায় ভীমকে 'তিষ্ঠ', 'তিষ্ঠ' বলিতে শুনিয়া, উত্তম রথী সুশর্মা চিন্তা করিলেন—আমার এই দুষ্কর কার্য্য যাহারা দেখিতেছিল, তাহাদের দেখিতে দেখিতেই আবার সমক্ষেই মহাযুদ্ধ উপস্থিত হইল।২৫

সুশর্মা ধনুক ধারণ করিয়া ভ্রাতাদের সহিত পশ্চাতে ফিরিল। নিমেষের মধ্যেই ভীমসেন সেই সমস্ত রথ এবং অশ্বারোহী সহ শত শত সহস্র সহস্র রথ, অশ্ব, হস্তী ও অত্যুগ্র ধনুর্দ্ধর বীরকে বিরাটরাজার সমীপেই নিপাতিত করিলেন এবং গদা ধারণ করিয়া তাহাদের পদাতিবৃন্দকে সংহার করিলেন।২৬-২৮

রণোন্মত্ত সুশর্মা তাদৃশ যুদ্ধ দর্শন করিয়া মনে মনে চিন্তা করিল, আমার সৈন্যের আর কত অবশিষ্ট আছে? দেখা যাইতেছে ভ্রাতা ও' মহাবলশালী সৈন্যমধ্যে পূর্ব্বেই অদৃশ্য হইয়া গিয়াছে।২৯

তখন সুশর্মাকে আকর্ণপূর্ণ ধনুক আকর্ষণ করিতে দেখা গেল; তিনি পুনঃপুনঃ তীক্ষ্ণ তীক্ষ্ণ শরসমূহ নিক্ষেপ করিতে লাগিল।৩০

তারপর ক্রোধান্বিত ভীম প্রভৃতি সকলে সম্মিলিত হইয়া দিব্য অস্ত্র নিক্ষেপ করিতে করিতে ত্রিগর্তসৈন্যের দিকে অশ্বচালনা করিলেন।৩১

পাণ্ডবগণকে রথ ফিরাইতে দেখিয়া সেই বিশাল বাহিনী এবং বিরাটরাজার পুত্র পরম ক্রুদ্ধ হইয়া অতি অদ্ভুতভাবে যুদ্ধ করিতে লাগিল।৩২

সেই যুদ্ধে কুন্তীপুত্র যুধিষ্ঠির সহস্র সৈন্য সংহার করিলেন। ভীম সাতহাজার সৈন্যকে যমালয় দর্শন করাইলেন।৩৩

হত্বা তাং মহতীং সেনাং ত্রিগর্ত্তানাং মহারথঃ।
ততো যুধিষ্ঠিরো রাজা ত্বরমাণো মহারথঃ ॥৩৬

অভিপত্য সুশর্ম্মাণং শরৈরভ্যাহনদ্ ভৃশম্।
সুশর্ম্মাপি সুসংরব্ধস্ত্বরমাণো যুধিষ্ঠিরম্ ॥৩৭

অবিধ্যন্নবভির্বাণৈশ্চতুর্ভিশ্চতুরো হয়ান্।
ততো রাজন্নাশুকারী কুন্তীপুত্রো বৃকোদরঃ ॥৩৮

সমাসাদ্য সুশর্ম্মাণমশ্বানস্য ব্যপোথয়ৎ।
পৃষ্ঠগোপাংশ্চ যস্যাথ হত্বা পরমসায়কৈঃ ॥৩৯

অথাস্য সারথিং ক্রুদ্ধো রথোপস্থাদপাতয়ৎ।
চক্ররক্ষশ্চ শূরো বৈ মদিরাক্ষোঽতিবিশ্রুতঃ ॥৪০

সমায়াদ্ বিরথং দৃষ্ট্বা ত্রিগর্ত্তং প্রাহরৎ তদা।
ততো বিরাটঃ প্রস্কন্দ্য রথাদথ সুশর্ম্মণঃ ॥৪১

গদাং তস্য পরামৃশ্য তমেবাভ্যদ্রবদ্ বলী।
স চচার গদাপাণির্বৃদ্ধোঽপি তরুণো যথা ॥৪২

পলায়মানং ত্রৈগর্ত্তং দৃষ্ট্বা ভীমোঽভ্যভাষত।
রাজপুত্র নিবর্ত্তস্ব ন তে যুক্তং পলায়নম্ ॥৪৩

অনেন বীর্য্যেণ কথং পশূংস্ত্বং প্রার্থয়সে বলাৎ।
কথং চানুচরাংস্ত্যক্ত্বা শত্রুমধ্যে বিষীদসি ॥৪৪

ইত্যুক্তঃ স তু পার্থেন সুশর্ম্মা রথযূথপঃ।
তিষ্ঠ তিষ্ঠেতি ভীমং স সহসাভ্যদ্রবদ্ বলী ॥৪৫

ভীমস্তু ভীমসঙ্কাশো রথাৎ প্রস্কন্দ্য পাণ্ডবঃ।
প্রাদ্রবৎ তূর্ণমব্যগ্রো জীবিতেপ্সুঃ সুশর্ম্মণঃ ॥৪৬

তং ভীমসেনো ধাবন্তমভ্যধাবত বীর্য্যবান্।
ত্রিগর্ত্তরাজমাদাতুং সিংহঃ ক্ষুদ্রমৃগং যথা ॥৪৭

যুধিষ্ঠিরের আদেশে নকুলও শরপ্রহারে সাতশত সৈন্যকে যমলোকে প্রেরণ করিলেন এবং প্রতাপশালী পুরুষশ্রেষ্ঠ সহদেব তিনশত বীরের প্রাণ সংহার করিলেন। তারপর মহারথ যুধিষ্ঠির ত্রিগর্ত্তের সেই বিপুল সৈন্য সংহার করিয়া উগ্রমূর্ত্তি ধারণপূর্ব্বক অস্ত্র উত্তোলন করত সুশর্ম্মার প্রতি ধাবিত হইলেন।

তারপর মহারথ যুধিষ্ঠির সুশর্ম্মার নিকট উপস্থিত হইয়াই অতি তীব্রভাবে শরাঘাত করিতে লাগিলেন। সুশর্ম্মাও কুপিত হইয়া ক্রতবেগে যুধিষ্ঠিরকে নয়টি বাণে এবং চারি বাণে চারিটি অশ্বকে বিদ্ধ করিলেন। হে জনমেজয়! তারপর ক্ষিপ্রকারী কুন্তীপুত্র বৃকোদর সুশর্ম্মার নিকটবর্ত্তী হইয়া তাহার অশ্বগুলিকে চূর্ণ করিলেন এবং তাহার পৃষ্ঠরক্ষীদিগকেও উত্তম বাণদ্বারা বধ করিলেন।৩৬-৩৯

তাহার সারথিকে রথ হইতে নিপাতিত করিলেন। বিখ্যাত বীর সেনাপতি (অথবা চক্ররক্ষায় নিযুক্ত) মদিরাক্ষ ত্রিগর্ত্তরাজকে রথহীন দেখিয়া ছুটিয়া আসিল এবং তাহাকে প্রহার করিল। তারপর বলবান্ বিরাটরাজা সুশর্ম্মার রথ হইতে লাফাইয়া পড়িয়া তাহারই গদা ধরিয়া তাহার প্রতিই ধাবিত হইলেন এবং তিনি বৃদ্ধ হইয়াও গদা হস্তে লইয়া যুবকের ন্যায় বিচরণ করিতে লাগিলেন।৪০-৪২

ত্রিগর্ত্তরাজকে পলায়ন করিতে দেখিয়া ভীম বলিলেন,—রাজপুত্র! প্রত্যাবর্ত্তন কর, পলায়ন করা তোমার উচিত নয়।৪৩

এই বীরত্ব লইয়া তুমি বলপূর্ব্বক গোধন লইতে ইচ্ছা কর কেমন করিয়া? কিরূপেই বা অনুচরগণকে শত্রুমধ্যে পরিত্যাগ করিয়া অবসন্ন হইয়া পড়িতেছ?৪৪

ভীমকর্ত্তৃক এইরূপ ভর্ৎসিত হইয়া রথযূথাধিপতি বলবান্ সুশর্ম্মা সহসা "থাম্ থাম্" বলিয়া ভীমের প্রতি ধাবিত হইল।৪৫

পাণ্ডুনন্দন ভীম উগ্রমূর্ত্তি হইয়া রথ হইতে

অতিক্রম্য সুশর্মাণং কেশপক্ষে পরামৃশৎ ।
সমুদ্যম্য তু রোষাৎ তং নিষ্পিপেষ মহীতলে ॥৪৮
পদা মূর্ধ্নি মহাবাহুঃ প্রাহরদ্ বিলপিষ্যতঃ ।
তস্য জানুং দদৌ ভীমো জঘ্নে চৈনমরত্নিনা ॥
স মোহমগমদ্ রাজা প্রহারবরপীড়িতঃ ॥৪৯
তস্মিন্ গৃহীতে বিরথে ত্রিগর্ত্তানাং মহারথে ।
অভজ্যত বলং সর্বং ত্রৈগর্ত্তং তদ্ ভয়াতুরম্ ॥৫০
নিবর্ত্ত্য গাস্ততঃ সর্বাঃ পাণ্ডুপুত্রা মহারথাঃ ।
অবজিত্য সুশর্মাণং ধনং চাদায় সর্বশঃ ॥৫১
স্ববাহুবলসম্পন্না হ্রীনিষেবা যতব্রতাঃ ।
বিরাটস্য মহাত্মানঃ পরিক্লেশবিনাশনাঃ ॥৫২
স্থিতাঃ সমক্ষং তে সর্বে অথ ভীমোঽভ্যভাষত ॥৫৩
নায়ং পাপসমাচারো মত্তো জীবিতুমর্হতি ।
কিং তু শক্যং ময়া কর্তুং যদ্ রাজা সততং ঘৃণী ॥৫৪
গলে গৃহীত্বা রাজানমানীয় বিবশং বশম্ ।
তত এনং বিচেষ্টন্তং বদ্ধা পার্থো বৃকোদরঃ ॥৫৫
রথমারোপয়ামাস বিসংজ্ঞং পাংশুগুণ্ঠিতম্ ।
অভ্যেত্য রণমধ্যস্থমভ্যগচ্ছদ্ যুধিষ্ঠিরম্ ॥৫৬
দর্শয়ামাস ভীমস্তু সুশর্মাণং নরাধিপম্ ।
প্রোবাচ পুরুষব্যাঘ্রো ভীমমাহবশোভিনম্ ॥৫৭
তং রাজা প্রাহসদ্ দৃষ্ট্বা মুচ্যতাং বৈ নরাধমঃ ।
এবমুক্তোঽব্রবীদ্ ভীমঃ সুশর্মাণং মহাবলম্ ॥৫৮

দ্রুতবেগে লাফাইয়া পড়িয়া সুশর্ম্মার জীবন-হরণের ইচ্ছায় অতিশয় ব্যগ্র হইয়া ধাবিত হইলেন ।৪৬

ক্ষুদ্র মৃগকে ধরিতে উদ্যত সিংহের ন্যায় বীর্য্যবান্ ভীমসেন ধাবিত সুশর্ম্মাকে ধরিবার জন্য দ্রুত ধাবিত হইলেন এবং দৌড়াইয়া গিয়া সুশর্ম্মাকে কেশপাশে ধরিয়া ফেলিলেন ও ক্রোধে তাঁহাকে উত্তোলিত করিয়া ধরাতলে নিষ্পেষিত করিলেন ।৪৭-৪৮

মহাবাহু ভীম তাহার বিলাপ করিবার পূর্ব্বেই তাহার মস্তকে পদাঘাত করিলেন এবং তাঁহার উপর জানু দিয়া মুষ্টিদ্বারা প্রহার করিলেন। সেই গুরুতর প্রহারে পীড়িত হইয়া রাজা সুশর্ম্মা মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িল ।৪৯

ত্রিগর্ত্তের মহারথ রাজা সুশর্ম্মা রথহীন হইয়া ধৃত হইলে ত্রিগর্ত্তদেশীয় সমস্ত সৈন্য ভয়ে পীড়িত হইয়া ছত্রভঙ্গ হইয়া পড়িল ।৫০

তারপর সুশর্ম্মাকে পরাজিত করিয়া সমস্ত গরুগুলিকে ফিরাইয়া আনিয়া, সমস্ত ধন গ্রহণ করিয়া বাহুবলশালী, দৃঢ়ব্রত, বিরাটরাজার ক্লেশবিনাশক মহামতি মহারথ পাণ্ডবগণ সকলে লজ্জান্বিত হইয়া বিরাটরাজার সমক্ষে অবস্থান করিলেন ।৫১-৫৩

অনন্তর ভীম বলিলেন,—এই পাপাচারী আমার কাছে জীবন পাইতে পারে না। কিন্তু আমি কি করিতে পারি—রাজা যে সর্ব্বদাই দয়ালু ।৫৪

রাজা সুশর্ম্মা ধূলি-সমাচ্ছন্ন, সংজ্ঞাহীন ও অবশ হইয়া ছটফট করিতেছিলেন। কুন্তীর পুত্র ভীমসেন তাঁহাকে গলায় ধরিয়া বশীভূত করিয়া বন্ধন করিলেন ।৫৫

তারপর রথে চড়াইয়া বনস্থলের মধ্যে অবস্থিত যুধিষ্ঠিরের নিকট উপস্থিত হইলেন এবং রাজা সুশর্ম্মাকে দেখাইলেন। তখন পুরুষশ্রেষ্ঠ রাজা যুধিষ্ঠির যুদ্ধবিজয়ী ভীমকে দেখিয়া হাসিলেন এবং বলিলেন,—"নরাধমকে ছাড়িয়া দাও।" তখন ভীম সুশর্ম্মাকে বলিতে লাগিলেন ।৫৬-৫৮

ভীম উবাচ।

জীবিতুং চেচ্ছসে মূঢ় হেতুং মে গদতঃ শৃণু।
দাসোঽস্মীতি ত্বয়া বাচ্যং সংসৎসু চ সভাসু চ ॥৫৯

এবং তে জীবিতং দদ্যামেষ যুদ্ধজিতো বিধিঃ।
তমুবাচ ততো জ্যেষ্ঠো ভ্রাতা সপ্রণয়ং বচঃ ॥৬০

ভীম বলিলেন,—মূঢ়! যদি বাঁচিতে ইচ্ছা কর, তবে তাহার উপায় বলিতেছি শ্রবণ কর। তুমি সভায় ও জনসমবায়ে সর্ব্বত্রই নিজেকে দাস বলিয়া পরিচয় দিবে ।৫৯

ইহা হইলে তোমাকে জীবনদান করিব। যুদ্ধজয়ীর নিকট ইহাই নিয়ম। জ্যেষ্ঠভ্রাতা যুধিষ্ঠির তখন তাঁহাকে সস্নেহ বাক্য বলিলেন ।৬০

যুধিষ্ঠির উবাচ।

মুঞ্চ মুঞ্চাধমাচারং প্রমাণং যদি তে বয়ম্।
দাসভাবং গতো হ্যেষ বিরাটস্য মহীপতেঃ ॥
অদাসো গচ্ছ মুক্তোঽসি মৈবং কার্ষীঃ কদাচন ॥৬১

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং বিরাটপর্ব্বণি গোহরণপর্ব্বণি দক্ষিণগোগ্রহে ত্রয়স্ত্রিংশোঽধ্যায়ঃ ॥৩৩

যুধিষ্ঠির বলিলেন,—যদি তুমি আমাদিগকে মান্য কর, তবে এই অধমাচারীকে ছাড়িয়া দাও। এ বিরাটরাজার দাসত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে। সুশর্ম্মাকে বলিলেন,—তুমি মুক্ত হইলে, তুমি আর দাস নও। তুমি চলিয়া যাও। আর কখনও এরূপ করিও না ।৬১

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিত মহাভারতের বিরাটপর্ব্বান্তর্গত গোহরণপর্বে দক্ষিণ গো-গ্রহে ত্রয়স্ত্রিংশ অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত ।৩৩

চতুস্ত্রিংশোঽধ্যায়ঃ।

[বিরাটস্য পাণ্ডবান্ প্রতি সম্মানপ্রদর্শনম্, যুধিষ্ঠিরেণ বিরাটরাজস্যাভিনন্দনম্, রাজ্যমধ্যে রাজ্ঞো জয়ঘোষণা চ।]

বৈশম্পায়ন উবাচ।

এবমুক্তে তু সব্রীড়ঃ সুশর্ম্মাসীদধোমুখঃ।
স মুক্তোঽভ্যেত্য রাজানমভিবাদ্য প্রতস্থিবান্ ॥১

বিসৃজ্য তু সুশর্ম্মাণং পাণ্ডবাস্তে হতদ্বিষঃ।
স্ববাহুবলসম্পন্না হ্রীনিষেবা যতব্রতাঃ ॥২

সংগ্রামশিরসো মধ্যে তাং রাত্রিং সুখিনোঽবসন্।
ততো বিরাটঃ কৌন্তেয়ানতিমানুষবিক্রমান্।
অর্চয়ামাস বিত্তেন মানেন চ মহারথান্ ॥৩

বিরাট উবাচ।

যথৈব মম রত্নানি যুষ্মাকং তানি বৈ তথা।
কার্য্যং কুরুত বৈ সর্বে যথাকামং যথাসুখম্ ॥৪

চতুস্ত্রিংশ অধ্যায়।

[বিরাট কর্ত্তৃক পাণ্ডবদের প্রতি সম্মান প্রদর্শন, যুধিষ্ঠির কর্ত্তৃক বিরাটরাজার অভিনন্দন ও রাজ্যমধ্যে রাজার জয়ঘোষণা।]

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—এইরূপ বলিলে সুশর্ম্মা লজ্জায় অধোমুখ হইয়া রহিল এবং মুক্তি পাইয়া রাজার নিকটে আসিয়া অভিবাদন পূর্ব্বক প্রস্থান করিল ।১

সুশর্ম্মাকে বিদায় দিয়া বাহুবলশালী শত্রুবধকারী দৃঢ়ব্রত, লজ্জানম্র পাণ্ডব রণস্থলের সম্মুখভাগেই

দদাম্যলঙ্কৃতাঃ কন্যা বসূনি বিবিধানি চ।
মনসশ্চাপ্যভিপ্রেতং যুদ্ধে শত্রুনিবর্হণাঃ ॥৫
যুষ্মাকং বিক্রমাদদ্য মুক্তোঽহং স্বস্তিমানিহ।
তস্মাদ্ ভবন্তো মৎস্যানামীশ্বরাঃ সর্ব এব হি ॥৬
বৈশম্পায়ন উবাচ।
তথেতিবাদিনং মৎস্যং কৌরবেয়াঃ পৃথক্ পৃথক্।
ঊচুঃ প্রাঞ্জলয়ঃ সর্বে যুধিষ্ঠিরপুরোগমাঃ ॥৭
প্রতিনন্দাম তে বাক্যং সর্বং চৈব বিশাম্পতে।
এতেনৈব প্রতীতাঃ স্ম যৎ ত্বং মুক্তোঽদ্য শত্রুভিঃ ॥
ততোঽব্রবীৎ প্রীতমনা মৎস্যরাজো যুধিষ্ঠিরম্।
পুনরেব মহাবাহুর্বিরাটো রাজসত্তমঃ ॥৯

এহি ত্বামভিষেক্ষ্যামি মৎস্যরাজস্তু নো ভবান্ ॥১০
মনসশ্চাপ্যভিপ্রেতং যথেষ্টং ভুবি দুর্লভম্।
তৎ তেঽহং সম্প্রদাস্যামি সর্বমর্হতি নো ভবান্ ॥১১
রত্নানি গাঃ সুবর্ণঞ্চ মণিমুক্তমথাপি চ।
বৈয়াঘ্রপদ্য বিপ্রেন্দ্র সর্বথৈব নমোঽস্তু তে ॥১২
ত্বৎকৃতে হ্যদ্য পশ্যামি রাজ্যং সন্তানমেব চ।
যতশ্চ জাতসংরম্ভো ন চ শত্রুবশং গতঃ ॥১৩
ততো যুধিষ্ঠিরো মৎস্যং পুনরেবাভ্যভাষত।
প্রতিনন্দামি তে বাক্যং মনোজ্ঞং মৎস্য ভাষসে ॥১৪

সেই রাত্রি সুখে বাস করিলেন। তারপর বিরাটরাজা অমানুষিক বিক্রমশালী মহারথ পাণ্ডবগণকে ধন ও সম্মান দিয়া অর্চনা করিলেন।২-৩

বিরাট বলিলেন,—রাজ্যের এই ধনরত্ন যেমন আমার, তেমনি আপনাদেরও। আপনারা সকলে ইচ্ছামত এবং যাহাতে আপনাদের আনন্দ হয়, সেইরূপ কার্য্য করুন।৪

যুদ্ধে শত্রুসংহারকারিগণ! অলঙ্কৃতা কন্যা-সমূহ, নানাবিধ ধন এবং যাহা আপনাদের মনের অভিপ্রেত তাহা দিতেছি। আপনাদের পরাক্রমেই আমি আজ মুক্ত ও স্বস্তিযুক্ত হইয়াছি। সুতরাং আপনারা সকলেই মৎস্যদেশের অধীশ্বর।৬

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—মৎস্যরাজ সেইরূপে এই সমস্ত কথা বলিলে যুধিষ্ঠির প্রভৃতি সকলেই কৃতাঞ্জলি হইয়া একে একে বলিলেন—।৭

হে রাজন্! আপনার সমস্ত বাক্যকে আমরা অভিনন্দিত করিতেছি। আপনি যে শত্রুর কবল হইতে মুক্ত হইয়াছেন—ইহাতেই আমরা আনন্দিত হইয়াছি।৮

তারপর রাজশ্রেষ্ঠ মৎস্যরাজ মহাবাহু বিরাট প্রীতিচিত্ত হইয়া যুধিষ্ঠিরকে পুনরায় বলিলেন,—আসুন আপনাকে অভিষিক্ত করিব, আপনিই আমাদের মৎস্যদেশের রাজা।৯-১০

যাহা মনের অভিপ্রেত, যাহা জগতে দুর্লভ, তাহা আমি ইচ্ছানুসারে প্রদান করিব। আপনি আমার সমস্ত বস্তুই পাইবার যোগ্য।১১

হে বৈয়াঘ্রপদ্যগোত্রীয় ব্রাহ্মণপ্রবর! আপনি সর্ব্বপ্রকারেই আমার রত্ন, গো, হিরণ্য, মণিমুক্তা প্রভৃতি সমস্ত পাইবার যোগ্য। আপনাকে প্রণাম করি।১২

আপনার জন্যই অদ্য রাজ্য ও সন্তান-সন্ততি দেখিতে পাইতেছি এবং নিগৃহীত ও পরাভূত হইয়াও শত্রুর বশীভূত হই নাই।১৩

তখন যুধিষ্ঠির পুনরায় মৎস্যরাজকে বলিলেন,—আপনার বাক্যকে আমরা অভিনন্দিত করি। মৎস্যরাজ! আপনি চমৎকার কথা বলিতেছেন।১৪

আনৃশংস্যপরো নিত্যং সুসুখী সততং ভব।
(বৈশম্পায়ন উবাচ।
পুনরেব বিরাটশ্চ রাজা কঙ্কমভাষত।
অহো সূদস্য কর্মাণি বল্লবস্য দ্বিজোত্তম।
সোঽহং সূদেন সংগ্রামে বল্লবেনাভিরক্ষিতঃ॥

ত্বৎকৃতে সর্ব্বমেবৈতদুপপন্নং মমানঘ।
বরং বৃণীষ ভদ্রং তে ব্রূহি কিং করবাণি তে॥

দদামি তে মহাপ্রীত্যা রত্নান্যুচ্চাবচানি চ।
শয়নাসনযানানি কন্যাশ্চ সমলঙ্কৃতাঃ॥

হস্ত্যশ্বরথসঙ্ঘাশ্চ রাষ্ট্রাণি বিবিধানি চ।
এতানি চ মম প্রীত্যা প্রতিগৃহ্নীষ্ব সুব্রত॥

আপনি নিয়ত দয়াপরায়ণ হইয়া সর্ব্বদা উত্তম সুখভোগ করুন।

(বৈশম্পায়ন বলিলেন,—বিরাটরাজা পুনরায় কঙ্ককে বলিলেন,—হে বিপ্রবর! পাচক বল্লবের কি আশ্চর্য্য কার্য্যাবলী! পাচক বল্লব আমাকে সংগ্রামে রক্ষা করিয়াছে।

হে অনঘ! আপনার জন্যই আমার এ সমস্ত ঘটিয়াছে। আপনি বর লউন, আপনার মঙ্গল হউক, বলুন—আমি আপনার কি করিব?

মহানন্দে আপনাকে নানাবিধ রত্ন, যান-বাহন, শয্যা, আসন, অলঙ্কৃত কন্যাসমূহ, হস্তী অশ্বরথবৃন্দ ও নানা রাজ্য দান করিতেছি। হে সুব্রত! আপনি আমার প্রীতির জন্য এই সমস্ত গ্রহণ করুন।

তিনি সেইরূপ বলিলে যুধিষ্ঠির প্রত্যুত্তরে তাঁহাকে বলিলেন,—আমার একমাত্র আনন্দ যে, আপনি শত্রুহস্ত হইতে মুক্ত হইয়াছেন।

তং তথাবাদিনং তত্র কৌরব্যঃ প্রত্যভাষত।
একৈব তু মম প্রীতির্যৎ ত্বং মুক্তোঽসি শত্রুভিঃ॥

প্রভীতশ্চ পুরং তুষ্টঃ প্রবেক্ষ্যসি তদানঘ।
দারৈঃ পুত্রৈশ্চ সংশ্লিষ্য সা হি প্রীতির্মমাতুলা॥)
গচ্ছন্তু দূতাস্ত্বরিতং নগরং তব পার্থিব॥১৫

সুহৃদাং প্রিয়মাখ্যাতুং ঘোষয়ন্তু চ তে জয়ম্।
ততস্তদ্‌বচনান্মৎস্যো দূতান্ রাজা সমাদিশৎ॥১৬

আচক্ষধ্বং পুরং গত্বা সংগ্রামবিজয়ং মম।
কুমার্য্যঃ সমলঙ্কৃত্য পর্য্যাগচ্ছন্তু মে পুরাৎ॥১৭

বাদিত্রাণি চ সর্বাণি গণিকাশ্চ স্বলঙ্কৃতাঃ।
এতাং চাজ্ঞাং ততঃ শ্রুত্বা রাজ্ঞা মৎস্যেন নোদিতাঃ।
তামাজ্ঞাং শিরসা কৃত্বা প্রস্থিতা হৃষ্টমানসাঃ॥১৮

আপনি সন্তুষ্ট ও আনন্দিত হইয়া এবং দারাপত্যবর্গসহ সংশ্লিষ্ট হইয়া রাজপুরী মধ্যে প্রবেশ করিবেন—তাহাই আমার অতুলনীয় আনন্দ হইবে।)

রাজন্! আপনার দূতগণ ত্বরান্বিত হইয়া বন্ধু-বর্গের নিকট প্রিয়সংবাদ দিবার জন্য নগরে গমন করুক এবং আপনার জয় ঘোষণা করুক।

তারপর মৎস্যরাজ তাঁহার কথা অনুসারে দূত-গণকে আদেশ করিলেন।১৫-১৬

"পুরীমধ্যে গমন করিয়া আমার যুদ্ধজয়ের কথা ঘোষণা কর। সর্ব্বপ্রকার বাদ্য, অলঙ্কৃতা কন্যাগণ ও অলঙ্কৃতা গণিকাগণ আমার নগর হইতে আগমন করুক।" তারপর এই আদেশ শ্রবণ করিয়া মৎস্যরাজপ্রেরিত দূতগণ সেই আদেশ শিরোধার্য্য করত আনন্দিত-চিত্তে প্রস্থান করিল।১৭-১৮

তে গত্বা তত্র তাং রাত্রিমথ সূর্য্যোদয়ং প্রতি।
বিরাটস্য পুরাভ্যাসে দূতা জয়মঘোষয়ন্ ॥১৯

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং বিরাটপর্ব্বণি গোহরণপর্ব্বণি দক্ষিণগোগ্রহে বিরাটজয়ঘোষে চতুস্ত্রিংশোঽধ্যায়ঃ ॥৩৪

সেই দূতগণ সেই রাত্রিটুকু চলিয়া সূর্য্যোদয়ের সময়ে নগরের নিকটে গিয়া বিরাটরাজার জয় ঘোষণা করিল।১৯

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের বিরাটপর্ব্বান্তর্গত গোহরণপর্ব্বে দক্ষিণ গোগ্রহে বিরাটরাজার জয়ঘোষণায় চতুস্ত্রিংশ অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।৩৪

পঞ্চত্রিংশোঽধ্যায়ঃ

[কৌরবাণাম্ উত্তরদিশি বিরাটরাজস্য গোধনহরণম্, যুদ্ধং কর্ত্তুং রাজকুমারায় উত্তরায় গোপাধ্যক্ষস্য উৎসাহদানঞ্চ।]

যাতে ত্রিগর্ত্তান্ মৎস্যে তু পশূংস্তান্ বৈ পরীপ্সতি
দুর্য্যোধনঃ সমাত্যো বিরাটমুপয়াদথ ॥১

ভীষ্মো দ্রোণশ্চ কর্ণশ্চ কৃপশ্চ পরমাস্ত্রবিৎ।
দ্রৌণিশ্চ সৌবলশ্চৈব তথা দুঃশাসনঃ প্রভো ॥২

বিবিংশতির্বিকর্ণশ্চ চিত্রসেনশ্চ বীর্য্যবান্
দুর্ম্মুখো দুঃশলশ্চৈব যে চৈবান্যে মহারথাঃ ॥৩

এতে মৎস্যানুপাগম্য বিরাটস্য মহীপতেঃ।
ঘোষান্ বিদ্রাব্য তরসা গোধনং জহ্রুরোজসা ॥৪

ষষ্টিং গবাং সহস্রাণি কুরবঃ কালয়ন্তি চ।
মহতা রথবংশেন পরিবার্য্য সমন্ততঃ ॥৫

গোপালানাং তু ঘোষস্য হন্যতাং তৈর্মহারথৈঃ।
আরাবঃ সুমহানাসীৎ সম্প্রহারে ভয়ঙ্করে ॥৬

গোপাধ্যক্ষো ভয়ত্রস্তো রথমাস্থায় সত্বরঃ।
জগাম নগরায়ৈব পরিক্রোশংস্তদার্ত্তবৎ ॥৭

স প্রবিশ্য পুরং রাজ্ঞো নৃপবেশ্মাভ্যয়াৎ ততঃ।
অবতীর্য্য রথাৎ তূর্ণমাখ্যাতুং প্রবিবেশ হ ॥৮

পঞ্চত্রিংশ অধ্যায়।

[কৌরবগণকর্ত্তৃক উত্তরদিকে বিরাটরাজার গোধন-হরণ এবং গোপাধ্যক্ষকর্ত্তৃক রাজ-কুমার উত্তরকে যুদ্ধের জন্য উৎসাহদান।]

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—বিরাটরাজা সেই গোধন উদ্ধারার্থে ত্রিগর্ত্তসেনার অভিমুখে প্রস্থান করিলে, এই অবসরে দুর্য্যোধন অমাত্যবর্গ-সহ বিরাটনগরে উপস্থিত হইলেন।১

ভীষ্ম, দ্রোণ, কর্ণ, উত্তমাস্ত্রবিৎ কৃপাচার্য্য, অশ্বত্থামা, শকুনি, দুঃশাসন, বিবিংশতি, বিকর্ণ, বীর্য্যবান্ চিত্রসেন, দুর্ম্মুখ, দুঃশাসন এবং আরও অন্যান্য মহারথগণ—ইঁহারা মৎস্যদেশে উপনীত হইয়া বলপ্রয়োগে বিরাটরাজার গোপগণকে বিতাড়িত করিয়া বলপূর্ব্বক গোধন হরণ করিলেন।২-৪

কৌরবগণ ষাটিহাজার গরুকে বিশাল এক রথব্যূহদ্বারা চারিদিকে বেষ্টিত করিয়া লইয়া চলিলেন।৫

সেই ভয়ানক যুদ্ধে সেই মহারথগণকর্ত্তৃক প্রহৃত গোষ্ঠস্থ গোপালকগণের মহাকোলাহল উত্থিত হইল।৬

দৃষ্ট্বা ভূমিঞ্জয়ং নাম পুত্রং মৎস্যস্য মানিনম্।
তস্মৈ তৎ সর্ব্বমাচষ্ট রাষ্ট্রস্য পশুকর্ষণম্ ॥৯
ষষ্টিং গবাং সহস্রাণি কুরবঃ কালয়ন্তি তে।
তদ্ বিজেতুং সমুত্তিষ্ঠ গোধনং রাষ্ট্রবর্দ্ধন ॥১০
রাজপুত্র হিতপ্রেপ্সুঃ ক্ষিপ্রং নির্যাহি চ স্বয়ম্।
ত্বাং হি মৎস্যো মহীপালঃ শূন্যপালমিহাকরোৎ॥ ১১
ত্বয়া পরিষদো মধ্যে শ্লাঘতে স নরাধিপঃ।
পুত্রো মমানুরূপশ্চ শূরশ্চেতি কুলোদ্বহঃ ॥১২
ইষ্বস্ত্রে নিপুণো যোধঃ সদা বীরশ্চ মে সুতঃ।
তস্য তৎ সত্যমেবাস্তু মনুষ্যেন্দ্রস্য ভাষিতম্ ॥১৩

তখন গোপগণের অধ্যক্ষ ভয়ে সন্ত্রস্ত হইয়া আর্ত্তের ন্যায় চীৎকার করিতে করিতে রথে আরোহণপূর্ব্বক ত্বরান্বিত হইয়া নগরের দিকে ধাবিত হইল।৭

সে রাজপুরীতে প্রবেশ করিয়া তাহার পর রাজভবনে গমন করিল এবং সত্বর রথ হইতে অবতরণ করিয়া বলিবার জন্য প্রবেশ করিল।৮

ভূমিঞ্জয়নামক বিরাটরাজার এক মনস্বী পুত্রকে দেখিয়া তাঁহাকে রাজ্যের পশুহরণের সমস্ত কথা বলিতে লাগিল।৯

কৌরবগণ আপনার ষাটিহাজার গোধন হরণ করিয়া লইয়া যাইতেছে। হে রাষ্ট্রবর্দ্ধনকারী রাজপুত্র! আপনি সেই গোধন জয় করিয়া লইতে উদ্যত হউন।১০

হে রাজপুত্র! আপনি হিতলাভে ইচ্ছুক হইয়া সত্বর স্বয়ং নির্গত হউন। মৎস্যরাজ আপনাকে এই রক্ষকশূন্য নগরীর রক্ষক করিয়া গিয়াছেন।১১

রাজা বিরাট আপনার জন্য সর্ব্বদাই শ্লাঘা

আবর্ত্তয় কুরূন্ জিত্বা পশূন্ পশুমতাং বর।
নির্দ্দহৈষামনীকানি ভীমেন শরতেজসা ॥১৪
ধনুশ্চ্যুতৈ রুক্মপুঙ্খৈঃ শরৈঃ সন্নতপর্ব্বভিঃ।
দ্বিষতাং ভিন্ধ্যনীকানি গজানামিব যূথপঃ ॥১৫
পাশোপধানাং জ্যাতন্ত্রীং চাপদণ্ডাং মহাস্বনাম্।
শরবর্ণাং ধনুর্ব্বীণাং শত্রুমধ্যে প্রবাদয় ॥১৬
শ্বেতা রজতসঙ্কাশা রথে যুজ্যন্তু তে হয়াঃ।
ধ্বজঞ্চ সিংহং সৌবর্ণমুচ্ছ্রয়ন্তু তব প্রভো ॥১৭
রুক্মপুঙ্খাঃ প্রসন্নাগ্রা মুক্তা হস্তবতা ত্বয়া।
ছাদয়ন্তু শরাঃ সূর্য্যং রাজ্ঞাং মার্গনিরোধকাঃ ॥১৮

করিয়া বলেন যে, আমার এই পুত্র আমার অনুরূপ বীর এবং কুলশ্রেষ্ঠ।১২

আমার পুত্র বাণ ও অন্যান্য অস্ত্রে নিপুণ এবং বীর যোদ্ধা। সেই রাজার সেই উক্তি সত্য হউক।১৩

পশুধনে ধনবান্দিগের মধ্যে শ্রেষ্ঠ রাজকুমার! কৌরবদিগকে জয় করিয়া পশুগুলিকে ফিরাইয়া আনুন এবং ভয়ানক শরানলে উঁহাদের সৈন্যদিগকে দগ্ধ করুন।১৪

যূথপতি যেমন গজযূথকে বিদ্রাবিত করে, আপনি ধনুক হইতে নির্গত সুবর্ণময় মূল ও ক্রমসূক্ষ্ম পূর্ব্বযুক্ত শরজালে শত্রুসৈন্য বিদারিত করুন।১৫

শত্রুবর্গের মধ্যে পাশরূপ উপধান (পাশজ্যার প্রান্তবর্ত্তী ফাঁস, উপধান বীণার তার বাঁধিবার কীলক) জ্যা-রূপ তন্ত্রী, চাপরূপ দণ্ড ও বাণরূপ ধ্বনিযুক্ত মহাঘোষবতী ধনুকরূপ বীণা বাদিত করুন।১৬

রজততুল্য শুক্লবর্ণ অশ্বসমূহ আপনার রথে যোজিত হউক। হে প্রভাবশালী রাজপুত্র! আপনার সুবর্ণময় সিংহযুক্ত ধ্বজ উত্তোলন করা হউক।১৭

রণে জিত্বা কুরূন্ সর্বান্ বজ্রপাণিরিবাসুরান্।
যশো মহদবাপ্য ত্বং প্রবিশেদং পুরং পুনঃ ॥১৯
ত্বং হি রাষ্ট্রস্য পরমা গতির্মৎস্যপতেঃ সুতঃ।
যথা হি পাণ্ডুপুত্রাণামর্জুনো জয়তাং বরঃ ॥২০
এবমেব গতির্নূনং ভবান্ বিষয়বাসিনাম্।
গতিমন্তো বয়ং ত্বদ্য সর্বে বিষয়বাসিনঃ ॥২১

বৈশম্পায়ন উবাচ।
স্ত্রীমধ্য উক্তস্তেনাসৌ তদ্ বাক্যমভয়ঙ্করম্।
অন্তঃপুরে শ্লাঘমান ইদং বচনমব্রবীদ্ ॥২২
ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং
বৈয়াসিক্যাং বিরাটপর্বণি গোহরণপর্বণি উত্তর-
গোগ্রহে গোপবাক্যে পঞ্চত্রিংশোঽধ্যায়ঃ ॥৩৫

আপনার নিপুণ হস্তে নিক্ষিপ্ত রাজবৃন্দের মার্গরোধকারী সুবর্ণময় মূলদেশ ও নির্ম্মল ফলকযুক্ত শরজাল সূর্য্যকে আচ্ছাদিত করুক।১৮

ইন্দ্র যেমন অসুর জয় করেন, আপনি সেইরূপ যুদ্ধে সমস্ত কৌরবদিগকে জয় করিয়া প্রভূত যশঃ লাভ করিয়া পুনরায় এই নগরীতে প্রবেশ করুন।১৯

আপনি মৎস্যদেশের রাজপুত্র, এই রাজ্যের পরম আশ্রয়। বিজয়ীদিগের শ্রেষ্ঠ অর্জ্জুন যেমন পাণ্ডুপুত্রদিগের অবলম্বন, আপনি সেইরূপ দেশবাসীদিগের অবলম্বন। দেশবাসী আমরা সকলে আজ (অসহায় নহি) নিশ্চয়ই সহায়যুক্ত।২০-২১

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—স্ত্রীলোকদিগের মধ্যে গোপাধ্যক্ষ সেই অভয়দায়ক বাক্য বলায় রাজপুত্র উত্তর (ভূমিঞ্জয়) অন্তঃপুরমধ্যে আস্ফালন করিয়া এই কথা বলিতে লাগিলেন।২২

শ্রীমন্মহর্ষিবেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের বিরাটপর্ব্বান্তর্গত গোহরণপর্ব্বে উত্তরগোগ্রহে গোপবাক্য বিষয়ক পঞ্চত্রিংশ অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।৩৫

ষট্ত্রিংশোঽধ্যায়ঃ।

[রাজপুত্রেণ উত্তরেণ সারথেরনুসন্ধানে কৃতে সতি দ্রৌপদ্যাঃ সারথ্যায় বৃহন্নলায়া নামকীর্ত্তনঞ্চ।]

উত্তর উবাচ।
অদ্যাহমনুগচ্ছেয়ং দৃঢ়ধন্বা গবাং পদম্।
যদি মে সারথিঃ কশ্চিদ্ ভবেদশ্বেষু কোবিদঃ ॥১
তং ত্বহং নাবগচ্ছামি যো মে যন্তা ভবেন্নরঃ।
পশ্যধ্বং সারথিং ক্ষিপ্রং মম যুক্তং প্রযাস্যতঃ ॥২
অষ্টাবিংশতিরাত্রং বা মাসং বা নূনমন্ততঃ।
যৎ তদাসীন্মহদ্ যুদ্ধং তত্র মে সারথির্হতঃ ॥৩
স লভেয়ং যদা ত্বন্যং হয়যানবিদং নরম্।
ত্বরাবানদ্য যাত্বাহং সমুচ্ছ্রিতমহাধ্বজম্ ॥৪

ষট্ত্রিংশ অধ্যায়।

[রাজপুত্র উত্তর সারথি সন্ধান করিতে থাকিলে দ্রৌপদী কর্ত্তৃক সারথ্যের জন্য বৃহন্নলার নাম নির্দ্দেশ।]

উত্তর বলিলেন,—অদ্য আমি দৃঢ় ধনুক ধারণ করিয়া গোধনের পশ্চাদনুসরণ করিতে পারি, যদি অশ্বচালনায় নিপুণ কেহ আমার সারথি হয়।১

সেরূপ কোন লোককে আমি জানি না, যে আমার সারথি হইতে পারে। আমি প্রস্থানোদ্যত, সত্বর আমার উপযুক্ত সারথি দেখুন।২

বিগাহ্য তৎ পরানীকং গজবাজিরথাকুলম্ ।
শস্ত্রপ্রতাপনির্বীর্য্যান্ কুরূন্ জিত্বানয়ে পশূন্ ॥৫
দুর্য্যোধনং শান্তনবং কর্ণং বৈকর্ত্তনং কৃপম্ ।
দ্রোণঞ্চ সহ পুত্রেণ মহেষ্বাসান্ সমাগতান্ ॥৬
বিত্রাসয়িত্বা সংগ্রামে দানবানিব বজ্রভৃৎ ।
অনেনৈব মুহূর্ত্তেন পুনঃ প্রত্যানয়ে পশূন্ ॥৭
শূন্যমাসাদ্য কুরবঃ প্রয়াস্যাদায় গোধনম্ ।
কিং নু শক্যং ময়া কর্ত্তুং যদহং তত্র নাভবম্ ॥৮
পশ্যেয়ুরদ্য মে বীর্য্যং কুরবস্তে সমাগতাঃ ।
কিং নু পার্থোঽর্জ্জুনঃ সাক্ষাদয়মস্মান্ প্রবাধতে ॥৯

বৈশম্পায়ন উবাচ ।

শ্রুত্বা তদর্জ্জুনো বাক্যং রাজ্ঞঃ পুত্রস্য ভাষতঃ ।
অতীতসময়ে কালে প্রিয়াং ভার্য্যামনিন্দিতাম্ ॥১০
দ্রুপদস্য সুতাং তন্বীং পাঞ্চালীং পাবকাত্মজাম্ ।
সত্যার্জ্জবগুণোপেতং ভর্ত্তুঃ প্রিয়হিতে রতাম্ ॥১১
উবাচ রহসি প্রীতঃ কৃষ্ণাং সর্ব্বার্থকোবিদঃ ।
উত্তরং ব্রূহি কল্যাণি ক্ষিপ্রং মদ্বচনাদিদম্ ॥১২
অয়ং বৈ পাণ্ডবস্যাসীৎ সারথিঃ সম্মতো দৃঢ়ঃ ।
মহাযুদ্ধেষু সংসিদ্ধঃ স তে যন্তা ভবিষ্যতি ॥১৩

বৈশম্পায়ন উবাচ ।

তস্য তদ্ বচনং স্ত্রীষু ভাষতশ্চ পুনঃ পুনঃ ।
ন সামর্ষত পাঞ্চালী বীভৎসোঃ পরিকীর্ত্তনম্ ॥১৪
অথৈনমুপসঙ্গম্য স্ত্রীমধ্যাৎ সা তপস্বিনী ।
ব্রীড়মানেব শনকৈরিদং বচনমব্রবীৎ ॥১৫
যোঽসৌ বৃহদ্বারণাভো যুবা সুপ্রিয়দর্শনঃ ।
বৃহন্নলেতি বিখ্যাতঃ পার্থস্যাসীৎ স সারথিঃ ॥১৬

সর্ব্বশেষে আটাশ রাত্রি বা একমাস ধরিয়া যে যুদ্ধ হইয়াছিল, সেই যুদ্ধে আমার সারথি নিহত হইয়াছে ।৩

সেই আমি যদি অশ্বপতিজ্ঞ অন্য লোক পাই, তবে আজ দ্রুতগতিতে গমন করিয়া উল্লসিত বিশাল বিশাল ধ্বজাকীর্ণ হস্তী, অশ্ব ও রথসঙ্কুল শত্রুসৈন্য মধ্যে প্রবেশ পূর্ব্বক অস্ত্রবলে কৌরবদিগকে নির্বীর্য্য ও পরাজিত করিয়া পশুগুলিকে আনয়ন করি ।৪-৫

সমাগত মহাধনুর্দ্ধর দুর্য্যোধন, ভীষ্ম, সূর্য্যপুত্র কর্ণ, কৃপাচার্য্য ও সপুত্র দ্রোণাচার্য্যকে সংগ্রামে বজ্রধারী ইন্দ্র যেমন দানবদিগকে বিত্রাসিত করেন, সেইরূপ বিত্রাসিত করিয়া এই মুহূর্ত্তেই পুনরায় পশুগুলি প্রত্যানয়ন করি ।৬-৭

কৌরবগণ অবসর পাইয়া গোধন লইয়া প্রস্থান করিতেছে, আমি আর কি করিতে পারি, আমি যে সেখানে ছিলাম না ।৮

সমাগত সেই কৌরবগণ অদ্য আমার বীরত্ব দর্শন করিবে। সাক্ষাৎ কুন্তীপুত্র অর্জ্জুনই কি আজ আমাদিগকে আক্রমণ করিতেছে ?৯

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—আস্ফালনকারী রাজপুত্রের সেই কথা শুনিয়া, সর্ব্ববিষয়ে সুপণ্ডিত অর্জ্জুন তৎকালে প্রতিজ্ঞা-পূর্ত্তির সময় অতীত হওয়ায়, সত্য ও সরলতাগুণযুক্তা, পতির প্রিয় ও হিতকার্য্যে নিরতা, অনিন্দ্যসুন্দরী প্রিয়তমা ভার্য্যা পাবকাত্মজা দ্রুপদনন্দিনী পাঞ্চালীকে নির্জ্জনে প্রীত হইয়া বলিলেন,—হে কল্যাণি! তুমি রাজপুত্র উত্তরকে বল যে, "এই বৃহন্নলা পাণ্ডবদের সমাদৃত সারথি ছিল। অনেক বড় বড় যুদ্ধে সে খ্যাতিলাভ করিয়াছে। সে-ই তোমার সারথি হইবে" ।১০-১৩

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—স্ত্রীলোকদিগের মধ্যে রাজপুত্র পুনঃপুনঃ সেই কথা বলিতেছিলেন। দ্রৌপদী তাঁহার মুখে সেই (নিজের সমকক্ষরূপে) অর্জ্জুনের নামোল্লেখ সহ্য করিতে পারিলেন না ।১৪

অনন্তর নারীদের মধ্য হইতে দীনা দ্রৌপদী

ধনুষ্মনবরশ্চাসীৎ তস্য শিষ্যো মহাত্মনঃ।
দৃষ্টপূর্ব্বো ময়া বীর চরন্ত্যা পাণ্ডবান্ প্রতি ॥১৭

যদা তৎ পাবকো দাবমদহৎ খাণ্ডবং মহৎ।
অর্জুনস্য তদানেন সংগৃহীতা হয়োত্তমাঃ ॥১৮

তেন সারথিনা পার্থঃ সর্বভূতানি সর্বশঃ।
অজয়ৎ খাণ্ডবপ্রস্থে ন হি যন্তাস্তি তাদৃশঃ ॥১৯

উত্তর উবাচ।

সৈরন্ধ্রি জানাসি তথা যুবানং
নপুংসকো নৈব ভবেদ্ যথাসৌ।
অহং ন শক্নোমি বৃহন্নলাং শুভে
বক্তুং স্বয়ং যচ্ছ হয়ান্ মমেতি বৈ ॥২০

দ্রৌপদ্যুবাচ।

যেয়ং কুমারী সুশ্রোণী ভগিনী তে যবীয়সী।
অস্যাঃ স বীর বচনং করিষ্যতি ন সংশয়ঃ ॥২১
যদি বৈ সারথিঃ স স্যাৎ কুরূন্ সর্বান্ ন সংশয়ঃ।
জিত্বা গাশ্চ সমাদায় ধ্রুবমাগমনং ভবেৎ ॥২২
এবমুক্তঃ স সৈরন্ধ্র্যা ভগিনীং প্রত্যভাষত।
গচ্ছ ত্বমনবদ্যাঙ্গি তামানয় বৃহন্নলাম্ ॥২৩
সা ভ্রাত্রা প্রেষিতা শীঘ্রমগচ্ছন্নর্তনাগৃহম্।
যত্রাস্তে স মহাবাহুশ্ছন্নঃ সত্রেণ পাণ্ডবঃ ॥২৪
ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং
বৈয়াসিক্যাং বিরাটপর্বণি গোহরণপর্বণি
উত্তরগোগ্রহে বৃহন্নলাসারথ্যকথনে
ষট্‌ত্রিংশোঽধ্যায়ঃ ॥৩৬

উত্তরের নিকট আসিয়া লজ্জিতার ন্যায় ধীরে ধীরে এই কথা বলিলেন।১৫

ঐ যে হস্তীর ন্যায় বিশালকায় অতিশয় প্রিয়দর্শন বৃহন্নলা নামে বিখ্যাত যুবক রহিয়াছেন, উনি অর্জ্জুনের সারথি ছিলেন।১৬

ধনুর্বিদ্যায় উনি সেই মহাত্মার উত্তম শিষ্য ছিলেন। হে বীর! আমি যখন পাণ্ডবগণের নিকটে থাকিতাম, তখন উঁহাকে দেখিয়াছি।১৭

যখন অগ্নি সুবিশাল খাণ্ডববন দগ্ধ করিয়াছিলেন, তখন উনি অর্জ্জুনের উত্তম অশ্বগুলিকে নিয়ন্ত্রিত করিয়াছিলেন।১৮

সারথ্যে অর্জ্জুন খাণ্ডবপ্রস্থে সমস্ত প্রাণীকে সর্ব্বতোভাবে জয় করিয়াছিলেন। তাঁহার ন্যায় সারথি আর নাই"।১৯

উত্তর বলিলেন,—সৈরন্ধ্রি! তুমি ইহাকে যেরূপ যুবক বলিয়া জান, তাহাতে এ ত' নপুংসক হইতে পারে না। হে কল্যাণি! আমি স্বয়ং বৃহন্নলাকে "আমার অশ্ব নিয়ন্ত্রণ কর" এ কথা বলিতে পারিব না।২০

দ্রৌপদী বলিলেন,—হে বীর! এই যে সুন্দরী কুমারী আপনার কনিষ্ঠা ভগিনী, ইহার কথা তিনি রক্ষা করিবেন—সন্দেহ নাই।২১

যদি তিনি সারথি হ'ন, তবে সমস্ত কৌরবগণকে জয় করিয়া গোধনসমূহ লইয়া আসা নিশ্চয় হইবে—ইহাতেও সন্দেহ নাই।২২

সৈরন্ধ্রী এইরূপ বলিলে উত্তর তাঁহার ভগিনীকে বলিলেন,—সুন্দরাঙ্গি! তুমি যাও, বৃহন্নলাকে লইয়া আইস।২৩

ভ্রাতার আদেশে সেই কুমারী শীঘ্রই নৃত্যশালায় গমন করিল—যেখানে মহাবাহু অর্জ্জুন ছদ্মবেশে প্রচ্ছন্ন হইয়া আছেন।২৪

শ্রীমন্মহর্ষিবেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের বিরাটপর্ব্বান্তর্গত গোহরণপর্ব্বে উত্তর-গোগ্রহপ্রসঙ্গে বৃহন্নলার সারথ্যকথনবিষয়ক ষট্‌ত্রিংশ অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।৩৬

সপ্তত্রিংশোঽধ্যায়ঃ।

[বৃহন্নলাং সারথিং কৃত্বা উত্তরস্য যুদ্ধযাত্রা।]

বৈশম্পায়ন উবাচ।

সা প্রাদ্রবৎ কাঞ্চনমাল্যধারিণী।
জ্যেষ্ঠেন ভ্রাত্রা প্রহিতা যশস্বিনী।
সুদক্ষিণা বেদিবিলগ্নমধ্যা
সা পদ্মপত্রাভনিভা শিখণ্ডিনী ॥১

তন্বী শুভাঙ্গী মণিচিত্রমেখলা
মৎস্যস্য রাজ্ঞো দুহিতা শ্রিয়াবৃতা।
তদর্ত্তনাগারমরালপক্ষ্মা
শতহ্রদা মেঘমিবান্বপদ্যত ॥২

সা হস্তিহস্তোপমসংহিতোরূঃ
স্বনিন্দিতা চারুদতী সুমধ্যমা।
আসাদ্য তং বৈ বরমাল্যধারিণী
পার্থং শুভা নাগবধূরিব দ্বিপম্ ॥৩

সা রত্নভূতা মনসঃ প্রিয়ার্চিতা
সুতা বিরাটস্য যথেন্দ্রলক্ষ্মীঃ।
সুদর্শনীয়া প্রমুখে যশস্বিনী
প্রীত্যাব্রবীন্নর্ত্তনমায়তেক্ষণা ॥৪

সুসংহতোরুং কনকোজ্জ্বলত্বচং
পার্থঃ কুমারীং স তদাভ্যভাষত।
কিমাগমঃ কাঞ্চনমাল্যধারিণি
মৃগাক্ষি কিং ত্বং ত্বরিতেব ভামিনি ॥
কিং তে মুখং সুন্দরি ন প্রসন্ন-
মাচক্ষ্ব তত্ত্বং মম শীঘ্রমঙ্গনে ॥৫

বৈশম্পায়ন উবাচ।

স তাং দৃষ্ট্বা বিশালাক্ষীং রাজপুত্রীং সখীং তথা।
প্রহসন্নব্রবীদ্ রাজন্ কিমাগমনমিত্যুত ॥৬

তমব্রবীদ্ রাজপুত্রী সমুপেত্য নরর্ষভম্।
প্রণয়ং ভাবয়ন্তী সা সখীমধ্য ইদং বচঃ ॥৭

সপ্তত্রিংশ অধ্যায়।

[বৃহন্নলাকে সারথি করিয়া উত্তরের যুদ্ধযাত্রা।]

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—ময়ূরপুচ্ছ ও সুবর্ণ-মাল্যালঙ্কৃতা, যজ্ঞের বেদিবৎ তনুমধ্যা, লক্ষ্মীর ন্যায় রূপবতী, যশস্বিনী ও অতীব দাক্ষিণ্যবতী সেই রাজকন্যা জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার দ্বারা প্রেরিত হইয়া প্রস্থান করিল।

লাবণ্যমণ্ডিতা সেই মৎস্যরাজকন্যা কৃশাঙ্গী, তাহার অবয়বগুলি সুলক্ষণা, মণিময় উজ্জ্বল মেখলা, চোখের পাতার লোমগুলি বক্র, বিদ্যুৎ যেমন মেঘের মধ্যে প্রবেশ করে, রাজকন্যা সেইরূপ নৃত্যশালায় প্রবেশ করিল।১-২

তাহার ঊরুযুগল হস্তীর শুণ্ডের ন্যায় এবং সম্মিলিত দাঁতগুলি উজ্জ্বল ও সুগঠিত, কটিদেশ সুন্দর, সৌন্দর্য্যে কোন খুঁত নাই। রত্নস্বরূপিণী দেবরাজের রাজলক্ষ্মীর ন্যায় পরম সমাদৃতা, আয়তলোচনা, সুদর্শনা, চিত্তের প্রীতিকরী সেই বিরাটরাজকন্যা হস্তীর সম্মুখবর্ত্তিনী হস্তিনীর ন্যায় অর্জ্জুনের সম্মুখে উপস্থিত হইয়া সানন্দে তাঁহাকে বলিতে উদ্যত হইল।৩-৪

তখন সেই অর্জ্জুন সংহতোরু রাজকুমারীকে বলিলেন,—হে কাঞ্চনমাল্যধারিণি। হে হরিণ-লোচনে। তোমার কি জন্য আগমন? হে ভগিনি। তুমি যেন ত্বরান্বিতা, ইহা কিজন্য? হে সুন্দরি। হে শোভনাঙ্গি। তোমার মুখ অপ্রসন্ন কেন?৫

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—হে রাজন্। সেই সখীভাবাপন্না বিশাললোচনা রাজপুত্রীকে দেখিয়া অর্জ্জুন হাসিতে হাসিতে বলিলেন,—"কি জন্য আগমন?৬

গাবো রাষ্ট্রস্য কুরুভিঃ কাল্যন্তে নো বৃহন্নলে।
তা বিজেতুং মম ভ্রাতা প্রযাস্যতি ধনুর্দ্ধরঃ ॥৮

নাচিরং নিহতস্তস্য সংগ্রামে রথসারথিঃ।
তেন নাস্তি সম সূতো যোঽস্য সারথ্যমাচরেৎ ॥৯

তস্মৈ প্রযতমানায় সারথ্যর্থং বৃহন্নলে।
আচচক্ষে হয়জ্ঞানে সৈরন্ধ্রী কৌশলং তব ॥১০

অর্জ্জুনস্য কিলাসীস্ত্বং সারথির্দয়িতঃ পুরা।
ত্বয়াজয়ৎ সহায়েন পৃথিবীং পাণ্ডবর্ষভঃ ॥১১

সা সারথ্যং মম ভ্রাতুঃ কুরু সাধু বৃহন্নলে।
পুরা দূরতরং গাবো হ্রিয়ন্তে কুরুভির্হি নঃ ॥১২

রাজকন্যা সেই পুরুষশ্রেষ্ঠ অর্জ্জুনের সমীপবর্ত্তিনী হইয়া তাঁহার স্নেহ উদ্রিক্ত করিয়া সখীগণমধ্যে এই কথা বলিল।৭

হে বৃহন্নলে! আমাদের রাজ্যের গোধন-গুলিকে কৌরবগণ তাড়াইয়া লইয়া যাইতেছে। আমার ভ্রাতা ধনুকধারণ করত সেগুলিকে জয় করিয়া আনিতে যাইবেন।৮

তাঁহার রথের সারথি অল্পদিন হইল যুদ্ধে নিহত হইয়াছে। তাহার মত আর কোন সারথি নাই যে তাঁহার সারথ্য করিতে পারে।৯

বৃহন্নলে! তিনি সারথির জন্য চেষ্টা করিতে-ছিলেন, তখন সৈরন্ধ্রী তাঁহাকে অশ্ববিজ্ঞানে আপনার দক্ষতার কথা বলিয়াছে।১০

আপনি নাকি পূর্ব্বে অর্জ্জুনের প্রিয় সারথি ছিলেন। সেই পাণ্ডবপ্রবীর আপনার সহায়তায় পৃথিবী জয় করিয়াছিলেন।১১

হে বৃহন্নলে! সেই আপনি আমার ভ্রাতার সারথির কার্য্য উত্তমরূপে করুন। বিলম্ব হইলে কৌরবগণ আমাদের গোধনগুলিকে অতিদূরে লইয়া চলিয়া যাইবে।১২

অথৈতদ্ বচনং মেঽদ্য নিযুক্তা ন করিষ্যসি।
প্রণয়াদুচ্যমানা ত্বং পরিত্যক্ষ্যামি জীবিতম্ ॥১৩

এবমুক্তস্তু সুশ্রোণ্যা তথা সখ্যা পরন্তপঃ।
জগাম রাজপুত্রস্য সকাশমমিতৌজসঃ ॥১৪

তমাব্রজন্তং ত্বরিতং প্রভিন্নমিব কুঞ্জরম্।
অন্বগচ্ছদ্ বিশালাক্ষী গজংগজবধূরিব ॥১৫

দূরাদেব তু তাং প্রেক্ষ্য রাজপুত্রোঽভ্যভাষত।
ত্বয়া সারথিনা পার্থঃ খাণ্ডবেঽগ্নিমতর্পয়ৎ ॥১৬

পৃথিবীমজয়ৎ কৃৎস্নাং কুন্তীপুত্রো ধনঞ্জয়ঃ।
সৈরন্ধ্রী ত্বাং সমাচষ্টে সা হি জানাতি পাণ্ডবান্ ॥১৭

সংযচ্ছ মামকানশ্বাংস্তথৈব ত্বং বৃহন্নলে।
কুরুভির্যোৎস্যমানস্য গোধনানি পরীপ্সতঃ ॥১৮

আর যদি আমার প্রেরণায় ও স্নেহের দাবীতে অনুরুদ্ধ হইয়া আপনি আমার কথা রক্ষা না করেন, তবে আমি জীবন ত্যাগ করিব।১৩

সখী উত্তরাসুন্দরী এইরূপ বলিলে, শত্রু-সন্তাপক অর্জ্জুন সেই অমিততেজস্বী রাজপুত্রের নিকট গমন করিলেন।১৪

মদস্রাবী হস্তীর ন্যায় সেই অর্জ্জুন দ্রুত গমন করিতে লাগিলে, গজানুগামিনী গজবধূর ন্যায় বিশাললোচনা রাজকন্যা তাঁহার অনুগমন করিল।১৫

রাজপুত্র বৃহন্নলাকে দেখিয়া দূর হইতেই বলিতে লাগিলেন—তোমার সহায়তায় অর্জ্জুন খাণ্ডবপ্রস্থে অগ্নিকে পরিতৃপ্ত করিয়াছিলেন এবং তোমারই সহায়তায় তিনি পৃথিবী জয় করিয়াছিলেন। সৈরন্ধ্রী তোমার পরিচয় দিয়াছে। সে ত' পাণ্ডবগণকে জানে।১৬-১৭

হে বৃহন্নলে! তুমি সেইরূপভাবে আমার অশ্বগুলিকে নিয়ন্ত্রিত কর। আমি গোধন উদ্ধারার্থে কৌরবগণের সহিত যুদ্ধ করিব।১৮